182.BE 033.10.
17 FEB 1906
WRITERS BUILDING
B 6279
B 109

ভারতে শক্তিপূজা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

মানবে শক্তিপূজা—জগদ্‌গুরু অবতার—সিদ্ধপুরুষ—মন্ত্রদাতা—উপগুরু—শিক্ষক।

(স্বামী সারদানন্দ।)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "গাছ পাথর নিয়ে ভগবানের বিশেষ লীলার প্রকাশ নয় কিন্তু মানুষের মনই তাঁর বিশেষ লীলার স্থান"! আবার বলিতেন—"যদি মানুষ না থাকতো, ভক্ত না থাকতো তো ভগবান্‌কে পুঁছতো কে, জানতো কে; তাঁর অপার শক্তি, মহিমার কথা বেদবেদান্ত লিখে প্রচার করতো কে? ভক্ত আছে তাই ভগবান্ আছে"! আবার বলিতেন—"ভাগবৎ ভক্ত ভগবান্, তিনে এক একে তিন"!

বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থনিচয় বা শক্তিপ্রতীক সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমেই মানবে শক্তিপূজার, গুরুপূজার অবতারণা করিয়াছি। ইহাতে কেহ যেন না অনুমান করেন যে মানবের ভিতরেই বুঝি সে প্রথম বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়া তদুপাসনায় নিযুক্ত হয়—গুরুপূজাই বুঝি সে প্রথম শিখিয়াছিল। মানব-প্রকৃতির ইতিহাস বলে—আমরা অত সহজ সরল পথে চলি না; অতি সন্নিকট পদার্থই আমাদের অতিদূরে বর্ত্তমান; নিজের ঘর না সামলাইয়া আগেই পরের ঘর সামলাইতে অগ্রসর হওয়া আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় স্বভাব! নতুবা যথার্থ জ্ঞান ও সভ্যতা এতদিন জগতে অনেক দূর অগ্রসর হইত!

মানবে প্রকাশ্যভাবে শক্তিপূজা জগৎ অল্পকালই করিতে শিখিয়াছে। ভারতেই ঐ-পূজার প্রথম অভ্যুদয় এবং ভারত হইতেই জগতে ঐ পূজার প্রথম প্রচার। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"ভারত হইতেই প্রবল ধর্ম্মতরঙ্গ কালে কালে উত্থিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে এবং পরেও চিরকাল হইতে থাকিবে! বৈদিক যুগ হইতেই উহার আভাস পাওয়া যায়; বৌদ্ধযুগের কথা তো নিঃসন্দেহ প্রমাণিত এবং বর্ত্তমান যুগের বেদান্ত প্রচার আবার, আমাদের চক্ষু সমক্ষেই অভিনীত! ইতিহাস যেখানেই কালের

IMPERIAL

অন্ধকার ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে সেখানেই উহা প্রমাণিত হইতেছে"।

ভারতেই গুরুরূপী ঐশীশক্তির মানবে প্রথম বিকাশ! ব্রহ্মজ্ঞ বৈদিক ঋষিকুলই তাহার প্রমাণ। অবতাররূপী মহাশক্তিকেন্দ্র ভারতেই প্রথম উদিত হইয়া জগতে মহাবিপ্লব আনয়ন এবং সভ্যতা ও জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়াছিল—ভগবান্ বুদ্ধ ও তাঁহার পরবর্ত্তী প্রচারকগণের কার্য্যেই উহা প্রমাণিত। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রচারকগণের তাতার চীন ও জাপানাধিকার—মহারাজ ধর্ম্মাশোকের ইজিপ্ট, আসিয়া মাইনর, পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রচারক প্রেরণ—এবং এখনও বিদ্যমান শাসন স্তম্ভরাজির কথা স্মরণ কর। বহুকালাভ্যস্ত শ্রীগুরুর পূজা এখন ভারতের মজ্জাগত প্রাণ!

অবতার, আধ্যাত্মিক রাজ্যের একছত্র সম্রাট, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের লোকগুরু, কালে কালে অনেক হইলেও একই ব্যক্তি, কখনও গুপ্ত কখনও ব্যক্তভাবে উদিত হইয়া চিরকাল জনকল্যাণে রত।

ঐশী সম্পূর্ণতা এবং মানুষী দুর্ব্বলতার অপরূপ মিলন ভূমী—তাঁহার শরীর ও মন! স্থূলবুদ্ধি মানব মনে বিপরীত ধর্ম্মভাবের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া পুরাণকার হরিহর, অর্দ্ধনারীশ্বরাদি অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি সকলের কল্পনা করিয়াছেন—বিপরীত ধর্ম্মশীল অপূর্ব্ব অবতার বিগ্রহই কি তাঁহার সে কল্পনার মূলে?

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং॥

অবতাররূপী গুরুকে সম্যক্ জানিতে ও চিনিতে কে সমর্থ? সর্ব্বকালেই পরমাত্মার ন্যায় "যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্য"—যাঁহার নিকট ইচ্ছা কৃপায় স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন! তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ তাঁহারই প্রমুখাৎ শুনিয়া শ্রুতি-স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যতটুকু লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহারই সংক্ষেপ মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রদান করিয়া জগদ্গুরু অবতার পুরুষে শক্তিপূজার কথা সমাপন করিব।

১ম। কে তিনি, পূর্ব্বে কি ছিলেন, এ জন্মে মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার আগমন কারণই বা কি?—ইত্যাদি জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি অবতার পুরুষে আশৈশব অল্পাধিক বর্ত্তমান থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঐ জ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বিকাশ ছিল, একথা ভারতের ধর্ম্মেতিহাস প্রসিদ্ধ।

২য়। অভাব বোধই আমাদের যাবতীয় চেষ্টার মূল এবং অভাব পূরণ

না হইলেই দুঃখ। নিজের অভাব বোধ না থাকায় অপরের অভাব বোধ হইতে অথবা তাহাদের অভাববিশেষ দূর করিতেই অবতার পুরুষে সমস্ত চেষ্টার আবির্ভাব হয়। সে একাঙ্গী চেষ্টার অমিতবেগ পুরুষসাধারণে অভাববোধ-প্রসূত চেষ্টাতে কদাপি লক্ষিত হয় না। আজীবন নিঃস্বার্থ চেষ্টা করিতে একমাত্র তাঁহারাই সমর্থ।

৩য়। মনোরাজ্যে তাঁহাদের একাধিপত্য! আপন মনের উপর যদ্রূপ অপরের মনের উপরেও তদ্রূপ! অপরের মনের পূর্ব্ব সংস্কার সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া স্বল্পকালেই নূতন ভাবে নূতনাদর্শে গড়িতে তাঁহারাই সমর্থ। স্পর্শমাত্রেই অপরের মনে আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া সমাধিস্থ করা বা ভাববিশেষ উপলব্ধি করানর কথা সর্ব্ব জাতির ধর্ম্মেতিহাসেই বিদ্যমান।

৪র্থ। পরমাত্মার প্রত্যক্ষীকরণের নূতন পথবিশেষ আবিষ্কার করা অথবা জনসমাজে অদ্যাপি বিদিত পথ বা ধর্ম্মসমূহের ভিতর নূতন সম্বন্ধসূত্র-বিষ্কার করা এবং ঐ ভাবের নূতনাদর্শ নিজজীবনে প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করা তাঁহারাই সনাতনকাল হইতে করিয়া আসিতেছেন।

৫ম। ধর্ম্মাদর্শ ভিন্ন অবতার পুরুষের জীবনে তাৎকালিক সমাজের নৈতিকাদর্শও স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট থাকে। নৈতিকাদর্শ ধর্ম্মাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে ভিন্নাকার ধারণ করে—এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই আমরা অনেক সময়ে সকল অবতার পুরুষের জীবনই একরূপ নৈতিকাদর্শে গঠিত হইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকি এবং তাঁহাদের অলোকসামান্য চরিত্র পাঠ করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হই।

৬ষ্ঠ। অবতার মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে বলিয়া যান "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"—Come unto me all ye that are heavily laden and I will give you rest—হে ত্রিতাপাবসন্ন জীবগণ আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমাদের শান্তি দিব—এবং স্বীকার করেন যে তিনিই লোকগুরু ঈশ্বরাবতার।

অবতার পুরুষের সময়ে সময়ে গুপ্তভাবে আবির্ভাবের কথা আমরা ইতি-পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে বলিতেন—"যেমন রাজা সেজেগুজে লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে ট্যাঁড়াপিটে নগর দেখ্‌তে বেরোন্ আবার কখন বা ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা ও কার্য্যকলাপ দেখ্‌বার

জন্ত বেরোয় এবং সেই প্রজারা টের পেয়ে কানাকানি করতে থাকে—"ইনিই রাজা—ছদ্মবেশে আমাদের ভিতর এসেছেন"—অমনি সেখান হতে পালান্, সেইরূপ অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ত আবির্ভাব জান্‌বি"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি কথা অবতার সম্বন্ধে বলিতেন যে তাঁহার (জগদ্‌গুরু অবতারের) কোনকালে মুক্তি নাই! "যেমন সরকারি লোক, জমীদারির যেখানে গোলযোগ উপস্থিত হবে সেখানেই তাকে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতে হবে এবং গোল থামাতে হবে, সেইরূপ ব্রহ্মময়ীর জমীদারির (জগতের) যেখানেই গোল উপস্থিত হবে সেখানেই অবতার পুরুষকে আবির্ভূত হয়ে লোকের দুঃখ মোচন করতে হবে"! এ কথায় কেহ যেন না অনুমান করেন যে তবে বুঝি অবতার পুরুষকে চিরকালই মায়াধীন থাকিতে হয়। তিনি স্বভাবতঃই মায়াধীশ আত্মারাম—কোন কালেই বদ্ধ হন না; অতএব তাঁহার মুক্তি আবার কখন কিরূপে হইবে!

অবতারই আধ্যাত্মিক জগতে একমাত্র পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের পূজা জগৎ আবহমানকাল হইতে অবনত মস্তকে করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই করিবে। তাঁহাদের মনুষ্যশরীর পরিগ্রহে সমগ্র মানবকুল ধন্য হইয়াছে! হে ভারত! যুগে যুগে তুমিই তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়া ধর্ম্মজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছ। তাঁহার সম্মান ও পূজা করিতে কখও ভুলিও না!

ঈশ্বরাবতারের পূজা ভিন্ন আধ্যাত্মিক জগতে ভারত, সিদ্ধপুরুষ, মন্ত্রদাতা কুলগুরু, এবং উপগুরু প্রভৃতিরও চিরকাল সম্মান এবং পূজা করিয়া আসিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধেও এখানে দুই চারিটি কথা বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধপুরুষ, ঈশ্বরাবতার নির্দ্দিষ্ট পথবিশেষে অগ্রসর হইয়া পূর্ণকাম ও জীবন্মুক্ত হন। ঐ কালে তাঁহাতেও আর স্বার্থচেষ্টা অসম্ভব হইয়া উঠে কারণ যথার্থ ধর্ম্মানন্দ লাভে তাঁহার—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

ঐ প্রকার অবস্থা লাভ হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় সুখ দুঃখাদি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া যায়! অবতারপুরুষের ন্যায় শক্তির প্রকাশ না হইলেও তাঁহাতে গুরুশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া নিয়ত লোককল্যাণে নিযুক্তা থাকেন। ধর্ম্মজগতে নূতন পথাবিষ্কারে সমর্থ না হইলেও তাঁহার দর্শনে কামকাঞ্চনৈকদৃষ্টি স্থূলদর্শী

মানব ছায়াময়ী ধর্ম্মপ্রতিমাকে সচল জীবন্ত বলিয়া অনুভব করিতে থাকে। ঈশ্বরাবতারের ন্যায় স্পর্শ বা ইচ্ছামাত্রেই ধর্ম্মজীবন দানে সমর্থ না হইলেও তাঁহাদের, অপরে ধর্ম্মজীবন উদ্দীপিত করিবার ইচ্ছা নিষ্ফল হয় না এবং জাতীয় জীবনে, এবং তন্মধ্য দিয়া অন্যান্য জাতির জীবনে, উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল ধর্ম্মবন্যা ক্ষরস্রোতে প্রবাহিত করিয়া অবতার পুরুষের ন্যায় অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিতে না পারিলেও তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ জনসাধারণের মনে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিয়া ধন্য করিয়া থাকেন। সিদ্ধাত্মা মন্ত্রাদি অবলম্বনে অপরে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। অবতারের কথা ছাড়িয়া দিলে ইঁহাদের অপর কোন মানবেই ধর্ম্মশক্তি সমধিক বিকশিত দেখা যায় না। অবতার—ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। সিদ্ধাত্মা তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে জীবন গঠন করিয়া সেই ধর্ম্মকে পুষ্ট রাখেন। ইঁহাদের পূজা করিলে, ইঁহাদের আদর্শে জীবন গঠন করিলে যে মানব ধন্য ও কৃতার্থ হইবে এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

স্থূল চক্ষুর গোচর না হইলেও ধর্ম্ম জীবন্ত শক্তি! অনুষ্ঠানে উহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে এবং অপরকেও অনুভব করাইতে পারা যায়! বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ আপন শরীরমন হইতে ঐ শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন এবং ঈশ্বর আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধীয় যে সকল অনুভব জীবনে প্রত্যক্ষ করা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল সে সকলও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন!—এসকল কথা ভারত চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। বহুকাল ব্যাপি চেষ্টা ধ্যান ও একাগ্রতার দ্বারা ভাববিশেষ উপলব্ধি করিয়া তাহাকে শব্দ বিশেষের সহিত এমন সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত করা যাইতে পারে যে, উহার উচ্চারণ মাত্রেই ঐ ভাববিশেষ উজ্জ্বল বর্ণে অপরের মনে উদিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব অনুভব প্রত্যক্ষ করাইবে এবং প্রত্যেক অনুভব যেমন ফলস্বরূপ আনন্দ বা দুঃখ প্রসব করিয়া মানব জীবন পরিবর্ত্তিত করে, ঐ বিচিত্রানুভবেও তদ্রূপ তাহার মন বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিশেষ আনন্দ বা দুঃখের অধিকারী হইবে! উহারই নাম মন্ত্রশক্তি। ঐ মন্ত্রশক্তির প্রভাবও ভারত বহুকাল হইতে অবগত হইয়া তদারাধনায় নিত্য নিরত আছে। শঠধূর্ত্তের হস্তে সময়ে সময়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, উপযুক্ত গুরু সহায়ে ভারতে ঐ সকল বিষয় পুরাকালে এবং অধুনা বহুবার পরীক্ষিত এবং সত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাসই—মন্ত্রদাতা গুরূপাসনার মূলে বর্ত্তমান।

অবতার পুরুষোচ্চারিত মন্ত্র আশুফলপ্রদ কারণ উহাতে বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে। সহস্র বৎসর বা তদধিক কাল পরেও সে শক্তির স্বল্পাধিক পরিচয় পাওয়া যাইয়া থাকে। সিদ্ধ পুরুষোচ্চারিত মন্ত্রও দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই ফল প্রত্যক্ষ করায়, ইহা লোক প্রসিদ্ধি। সাধু সাধকোচ্চারিত মন্ত্রের ফল উপলব্ধি করিতে তদপেক্ষাও অধিক কাল লাগে।

মন্ত্রফল উপলব্ধি করিতে কেবল যে উপযুক্ত গুরুর আবশ্যক তাহা নহে। "দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী" শ্রদ্ধাসম্পন্ন উপযুক্ত শিষ্যেই গুরুশক্তি সঞ্চারিত হইলে আশুফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুফল লাভ করিতে এখানেও উর্ব্বর জমি, উত্তম কর্ষণ, উত্তম বীজ এবং তদুপরি ঐ বীজের যত্নের সহিত সংরক্ষা এবং জলসেকাদির প্রয়োজন। বীজ উত্তম হইলেও যে অনেক সময় মন্ত্রফল প্রত্যক্ষ হয় না তাহার কারণ ঐ সকল প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির অভাব বৈ আর কিছুই নহে। আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বলিতেন "নোঙ্গর ফেলিয়া দাঁড় টানিলে যেমন নৌকা কখন অগ্রসর হয় না সেইরূপ ঐ সকলের অভাব হইলে ভগবচ্ছক্তি উপলব্ধিরূপ প্রত্যাশাও বিফল হয়"।

মন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাস বিষয়াসক্ত মনের অনেক সময় অপকারেরও কারণ হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির মন অপর ব্যক্তির মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে জানিয়া কাম ক্রোধান্ধ পুরুষ অনেক সময়ে নিজস্বার্থতৃপ্তি আশয়ে ঐ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা দুর্ব্বল নীচচেতা পশুবৃত্তি মানব আপন পাশব প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য পবিত্র গুরুনামের অযোগ্য অপর নীচতর পুরুষের সহায়ে ঐ শক্তি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ঐরূপ চেষ্টা কদাচিৎ সফল হইলেও ঐ দুর্ব্বৃত্তেরাই পরিণামে নানাবিধ দুঃখ অশান্তি এবং মানসিক অবনতিরূপ দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। তন্ত্র শাস্ত্রের অনেকগ্রন্থেই পবিত্র ঐশীশক্তি আরাধনার বিশেষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মারণ উচাটন বশীকরণাদির বিশেষ ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় পাশবপ্রকৃতি মানব উহা পরে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া ধর্ম্মের নামে প্রবৃত্তির পৈশাচিক অভিনয় দেখাইয়া কলঙ্কিত করিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনকালে তাহাতে যে ঐ প্রকার দুর্ব্বৃত্তের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল তাহাও ইহাতে প্রমাণিত। ঐ ধর্ম্মগ্লানি দূর করিবার জন্যই পরে জ্ঞানগুরু শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের এবং ভক্তিপ্রাণ শ্রীচৈতন্যের

ভাবতে উদয়। তাঁহাবাই পুনর্ব্বাব শক্তি উপাসনার পবিত্রাদর্শ জনসাধারণে দেখাইয়া শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের যথার্থ মর্য্যাদা সংস্থাপন কবিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্কবাচার্য্য লিখিত শিবদুর্গাদি বিষয়িণী স্তববাজি এবং অন্যান্য গ্রন্থ এবং শ্রীচৈতন্যেব অন্নপূর্ণা দেবীকে আপন ইষ্টরূপে উপাসনাতেই উহা অবগত হওযা যায়। অন্নপূর্ণা শ্রীশঙ্কবেরও যে ইষ্টদেবী ছিলেন ইহাবও প্রমাণ পাওযা যায।

শ্রীবামকৃষ্ণদেব বলিতেন "প্রত্যেক অবতাবই সযত্নে শক্তিব উপাসনা কবিযা গিযাছেন। শক্তিব বিশেষ অনুগ্রহলাভ না কবিযা কখনই লোকগুরু হইতে পাবা যায না। অথবা ধর্ম্ম ভাগিবথীর প্রবল তবঙ্গে দেশ আপ্লাবিত কবিযা জনসাধাবণে যথার্থ ধর্ম্ম প্রচাব কবিতে পাবা যায না"। শ্রীচৈতন্যেব বেদান্ত ভাব বা শক্তি উপাসনার কথা শুনা যায় না বলিযা আপত্তি উত্থাপিত হইলে তিনি বলিযাছেন "যেমন হাতির দুই প্রকার দাঁত থাকে, একপ্রকাব বাহিবে শত্রু আক্রমণ কববাব জন্য এবং অপব প্রকার ভিতরে খাবাব জন্য শ্রীচৈতন্যেও সেইরূপ দুইপ্রকার ভাব ছিল। ভক্তি তাঁহার বাহিবেব ভাব, সাধাবণেব নিকট প্রচাবেব জন্য এবং বেদান্ত ওশক্তি উপাসনা তাঁহাব ভিতবেব ভাব, উহা নিজেব জন্য—কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ এবং অন্নপূর্ণা দেবীব উপাসনাতেই উহা বুঝা যায়"।

যে শক্তিবই উপাসনা কব, অতি পবিত্রভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইযা অগ্রসর হইতে হইবে। বিশেষতঃ স্বার্থানুসন্ধানেব নাম গন্ধ পর্য্যন্তও মন হইতে দূরে বাখিতে হইবে। নতুবা উপাসনায সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং অনেক সময়ে বিপবীত ফলেবও উদয হইয়া উপাসককে অবসন্ন করে। এ কথাটি মনে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিযা অগ্রসব হইতে হইবে। অযথা শক্তিপ্রয়োগ বা নিজের স্বার্থসুখেব জন্য শক্তিপ্রযোগে পবিণামে শক্তিহানি এবং দুঃখ আসিযা উপস্থিত হইবে নিশ্চয়। অগ্নি লইযা খেলা কবিতে যাইযা অনেকে অনেক সময় নিজের গাত্রগৃহাদি দগ্ধ কবিযা বসে। স্থূল শক্তিতে উহা যেমন সূক্ষশক্তির সহিত খেলাতেও উহা ঠিক তদ্রূপ এবং কুফল অধিক প্রসব করে। শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকাব শক্তিব প্রযোগই জানিয়া শুনিযা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইযা সাবধানে কবিতে হইবে। শারীবিক শক্তিব অপব্যযে কত লোকেই না অকালবৃদ্ধ হইয়া আক্ষেপভাব পীড়িত জীবন বহন কবিযা আপনাকে ও সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। মানসিক শক্তির অপব্যযে কতলোকেই

আবার মেধাশূন্য অস্থির মন উন্মাদপ্রায় হইয়া আপনাকে এবং অপরকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যয়ে কতবার ভারত এবং ভারতের দেশ পশু বর্ব্বর তুল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। হে উপাসক! এ সকল দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত সাবধানে শক্তিপূজায় অগ্রসর হইও।

মন্ত্রদাতা-গুরুপাসনার কথাপ্রসঙ্গে বঙ্গের লৌকিকাচার কুলগুরু বা গুরু-বংশের উপাসনার কথা মনে উদয় হয়। আমরা উহাকে বঙ্গের আচার বিশেষ বলিলাম, কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঐরূপ আচার আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। সেখানে সংসার ত্যাগী সাধু বা নিষ্ঠবান্ ধার্ম্মিক গৃহস্থ যাহার উপরেই কোন ব্যক্তির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে তাহারই নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণের রীতি প্রচলিত। সংসার ত্যাগী, গুরু হইলে তিনি যে কোন প্রদেশের কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিযাছেন তাহার ঠিকানাই অনেক সময়ে পাওয়া যায় না। কাজেই গুরুকুলের উপাসনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এবং ধার্ম্মিক গৃহস্থ গুরু হইলে তাঁহার জীবৎকাল পর্য্যন্ত বা তাঁহার শরীর ত্যাগের কিছু পর পর্য্যন্ত শিষ্যের ভক্তি ঐ বংশের উপর প্রবাহিত থাকে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু গুরুর পুত্র উপযুক্ত হউন বা নাই হউন এবং শিষ্যপুত্রের তাঁহার উপর শ্রদ্ধার উদয় হউক বা নাই হউক তাঁহার নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর লাভের সহায় রূপে গ্রহণ করিতে হইবে—এ প্রথার প্রচলন নাই।

বঙ্গে সংসার ত্যাগী সাধুর সংখ্যা অল্প হওয়াতে এবং পিতার গুণ সন্তানে উপগত হয় এই বিশ্বাস থাকাতে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভদ্র বংশীয়দের সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের কথা প্রায় শ্রবণ গোচরই হইত না। বিরল কেহ কেহ উত্তরপশ্চিম প্রদেশাগত সাধু সন্ন্যাসীর ভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐ পথ অবলম্বন করিলেও প্রায় জন্মের মত দেশত্যাগ করিয়া যাইত। কাজেই তাহাদের দ্বারা আর সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইতে পাইত না। আবার বঙ্গের তন্ত্র মতের প্রচলন সমধিক থাকাতে এবং ঐ মতে সস্ত্রীক ধর্ম্মোপাসনায় আশু ভগবৎকৃপা লাভ হয়, প্রচার থাকাতে নিষ্ঠাবান্ উদারমনা গৃহস্থকে গুরুরূপে বরণ করার প্রথাই প্রচলিত হয়।

বঙ্গের ঐ আচার এখন অনেকাংশে দূষণীয় হইলেও যতদিন না গুরু-কুলের শিষ্যব্যবসায়বৃত্তি এবং তদ্দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহরূপ কুপ্রথার প্রচলন

হয় ততদিন এপ্রদেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিযাছে। উহা গুরুবংশের সন্তানগণের ভিতর গুরুনামের উপযুক্ত হইবার বাসনা প্রবল রাখিয়া বিদ্যা ও সদাচার পুষ্ট রাখিযাছিল। আবার সমাজের একশ্রেণী অনেকটা নিশ্চিত মনে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাতে নিযুক্ত থাকায ধর্ম্মাদর্শও তাঁহাদের ভিতর উজ্জ্বল থাকিয়া লোককল্যাণ সাধন করিত। ঔপনিষদিক সমযের ঋষিকুল গৃহস্থ হইলেও ঐরূপ অবসর লাভে ধর্ম্মচর্চ্চায নিযুক্ত থাকিয়া সমগ্র দেশ এবং জাতির কত কল্যাণ সাধন করিযাছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

পূর্ব্বে বঙ্গে অন্নও সুপ্রতুল ছিল। মুসলমান রাজাধিকারেও সময়ে সময়ে টাকায আটমণ চাউলের কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এখন অন্ন পর্য্যাপ্ত জন্মিলেও বাষ্পীয় সকটের কৃপায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বাষ্পীয় পোতবাহনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বপ্তানির প্রবল স্রোতে বঙ্গের অন্ন অন্যত্র নীত হয়। তদুপরি বিলাতি সভ্যতার মহার্ঘতা, বিলাতি রাজার শোষণ, বিদ্যাশিক্ষার বিপরীত ব্যয় প্রভৃতিতে গুরু এবং শিষ্য উভযেই ব্যতিব্যস্ত। উভয়কেই নানা উপাযে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। পরিশ্রম না করিযা নিশ্চিন্ত হইযা জীবিকানির্ব্বাহ গুরুকুলের বহুকালাভ্যস্ত। কাজেই তাঁহারা সমধিক বিপদে পতিত হইয়াছেন এবং মিথ্যাভাষণ চাটুকারীতা প্রভৃতি নীচউপায অবলম্বন করিযা এককালে ধর্ম্মতেজবিহীন হইয়া হতশ্রী ও ইতর হইযা পড়িযাছেন। উপযুক্ত গুরুর অভাবে শিষ্যের ভক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। এখন এ প্রথার উচ্ছেদ অনিবার্য্য এবং উচ্ছেদ হইলেও দেশের অকল্যাণ হইবে বলিযা বোধ হয না।

আবার দেখা যায, অবতার বা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ যে বংশ পবিত্র করেন তাহার ক্রমে লোপ হইযাই যায এবং সে বংশে আর সেরূপ শক্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাব হয না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "Genius বা বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষ বংশে জন্মিবার কালে ঐ বংশের পূর্ব্বাপর যাবতীয় শক্তি আকর্ষিত হইযা তাঁহাতে সমাবিষ্ট এবং প্রকাশিত হয। সেজন্যই তাঁহার জন্মের পরে ঐবংশে বাতুল শ্রীহীন বা অতি সাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমে ঐবংশের অনেক স্থলে লোপও হইয়া যায়!" সেই জন্য অবতার বা সিদ্ধ পুরুষ যে বংশ পবিত্র করিযা থাকেন তাহার উপর স্বতঃই লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রবাহিত হইলেও উহা স্থির থাকে না। উহাও বোধ হয় শিষ্যকুলের গুরুকুলের উপর ক্রমশঃ ভক্তিহীনতার অন্যতম কারণ।

মন্ত্রদাতা গুরু একজন হইলেও শিষ্য তাঁহার নিকট যাহা শিক্ষিতব্য শিক্ষা ও নিজ জীবনে সাধন করিয়া, ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষা অপর গুরুর নিকটে সম্পূর্ণ করিতে পারে ইহা বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান। যাঁহারা ঐরূপ শিক্ষার সহায়তা করেন তাঁহারাই উপগুরু নামে প্রসিদ্ধ।

আধ্যাত্মিক জগতে গুরূপাসনা ভিন্ন ভারতে ব্যবহারিক অপরাবিদ্যা (যথা রাজনীতি যুদ্ধবিদ্যাদি) বা অর্থকরী বিদ্যার শিক্ষয়িতারও বিশেষ সম্মান এবং পূর্ব্ববিধান আছে। বর্ত্তমানকালে উহার বিশেষ অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। উহাতে গুরু এবং শিষ্য অথবা শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই দোষ বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষক ছাত্রদিগকে নিজ তনয়ের ন্যায় ভালবাসা ও স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন না—ছাত্রেরাও শিক্ষককে পিতার ন্যায় ভক্তি ভালবাসা প্রদর্শন করে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধাহীনতাই আমাদের শিক্ষাজগতে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং শ্রদ্ধার অভাবেই আমাদের বালকদিগের যথার্থ শিক্ষালাভ হইতেছে না"। ছাত্র ও শিক্ষকের ভিতর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকাতে এবং বিদ্যা যে কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য নহে—জ্ঞানলাভের জন্যই এই ভাব বর্ত্তমান থাকাতেই ইউরোপে বহুদিন বিদ্যার এত উন্নতি হইয়াছে। শিক্ষাকালে গুরুর সহিত একত্র বাসের এবং তাঁহার প্রতি কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি যাহাতে ভক্তির উদয় হয়। সে সকল বন্দোবস্তের অভাবই ঐ প্রকার শ্রদ্ধাহীনতার কারণ বলিয়া বোধ হয়। পুরাকালে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ গুরুকুলে বাস করিয়া যে কতদূর যথার্থ শিক্ষালাভ করিত তাহা পুরাণেতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়।

মানবে গুরুরূপিণী ঐশীশক্তি আবির্ভূতা হইয়া মানব জাতির পরম কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্তা হন, বর্ব্বর বন্য মানবকে সমাজ, নীতি, বিদ্যা, ধর্ম্মাদি আদান-প্রদানে দেবতা করিয়া তুলেন—একথার পরিচয় যেদিন হইতে পাইয়াছে সেই দিন হইতেই ভারত বুঝিয়াছে গুরু মনুষ্য নহেন। গুরু নরশরীরে ঐশী বিকাশ! সে দিন হইতেই "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরাদি" মন্ত্রের প্রচার। সেই সময় ইহাতেই প্রচার—

যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। হে ভারত! শ্রীগুরুর মূর্ত্তিতে শক্তিপূজা করিতে যতদিন তুমি না ভুলিবে ততদিন

পৃথিবীতে এমন কে আছে যে তোমার জাতীয় জীবন বা শক্তির লোপ করিতে পারে? গুরুবলে বলীয়ান্! গুরুরূপি ধ্রুবতারানিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হও!

আর তুমি, হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো! তুমি আমাদের জ্ঞান চক্ষু সম্যক্ প্রস্ফুটিত কর! তোমাকে বার বার প্রণাম করি! তোমার কৃপায় ভারতের দীর্ঘনিশার শীঘ্র অবসান হউক। নবীন জাতীয় জীবনে ভারত অপূর্ব্বভাবে অমিততেজে সম্যক্ উদ্বুদ্ধ হউক এবং শ্রদ্ধাসহকারে তোমার পূজা করিয়া ভারতের প্রত্যেক নরনারী সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদানে সমর্থ হউক! হে শ্যামা, গুরুরূপিণী! পদাশ্রিত উদ্বোধনে নব বর্ষে নবশক্তি সঞ্চারিত কর। যাহাতে তোমার শ্রীমূর্ত্তির জীবন্ত পূজা প্রচারে সে চিরকৃতার্থ হইতে পারে, ভারতকেও করিতে পারে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।)

পল্লিগ্রামে এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া পূজা স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ সুপণ্ডিত রামকুমারের আর ভাল লাগিল না। তিনি কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক ঝামাপুকুরে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; আর সুবিখ্যাত সাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া আসিলেন। এই শেষোক্ত কারণে তিনি নানাস্থান হইতে বিদায়ের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাইতেন। রামকুমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন সেই জন্য রামকৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠ করিতে বলিলে তিনি পূর্ব্বের মত উত্তর করিতেন, "পড়ে কি হবে? কেবল শ্রাদ্ধ করাতে হবে আর সেই শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে হবে, তা হলে আমার ঈশ্বর ভক্তি পালিয়ে যাবে"। এই জন্য তিনি পাঠ না করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। রামকুমার ক্রমে একজন গণ্য মান্য পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদের বাটীতে সেই জন্য গতিবিধি আরম্ভ হইল।

রামকৃষ্ণ তখন মাত্র ষোড়শ বর্ষের। বাল্যাবধি অতি মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন, এবং কেহ গান করিতে অনুরোধ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মনস্তুষ্টি করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। যে একবার তাঁহার গান শুনিয়াছে সে জীবনে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই এবং তিনি যাহার সহিত একবার আলাপ করিতেন সে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। তাঁহার ভ্রাতার টোলের নিকটস্থ অনেক গৃহস্থের অন্তঃপুরে যাইয়া রমণীগণকে ঈশ্বরীয় গান শুনাইতেন, আর তাঁহারা তাঁহার মধুর কণ্ঠ উথলিত ভক্তির ভাব ও কিশোর মুখকান্তি প্রেমাশ্রুতে ভাসমান দেখিয়া মুগ্ধা হইতেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। কলিকাতা জানবাজার নিবাসিনী মাড়-বংশীয়া সুবিখ্যাতা রাণী রাসমণি কালী ও রাধাশ্যাম প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণেশ্বরে একসুবৃহৎ মন্দির এই সময় নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। তিনি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজা ও অন্নাদি ভোগ দিবার বিধি লইবার মানসে দেশদেশান্তর হইতে বহু অর্থব্যয়ে পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিলেন। কিন্তু রাণী নীচ জাতি সম্ভূতা বলিয়া পণ্ডিতগণ একবাক্যে অন্নভোগের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করায়, ভক্তিমতী রাণী মর্ম্মাহতা ও অপার চিন্তামগ্না হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাণী পণ্ডিতগণের নিরুৎসাহ-জনক বাক্যে উদ্যমহীনা না হইয়া মা কালীকে অন্নভোগ দিয়া নিত্যপূজা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন ও দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিলেন এবং সমাগত পণ্ডিতগণকে বিধিমত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। রাণী-প্রেরিত এক ব্যক্তি রাম কুমারের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইয়া রাণীর সঙ্কল্প তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবা মাত্র রামকুমার রাণীর অপার ভক্তির প্রশংসা করিলেন ও কহিলেন, "এ জন্য আপনারা চিন্তিত কেন? রাণী তাঁহার গুরুদেবের নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলে অন্নভোগ দিবার আর কোনও বাধা থাকিতে পারে না"। সেই ব্যক্তি রামকুমারের এই আশ্বাসবাণী রাণীর কর্ণগোচর করিলে তিনি যেন পূর্ণজীবিতা হইলেন এবং ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে স্নান যাত্রার দিবস শ্যামা মায়ের প্রতিষ্ঠার দিনস্থির করিলেন। দিন আগত-প্রায় কিন্তু কোন ব্রাহ্মণই নিত্যপূজার কার্য্যে ব্রতী হইতে সম্মত হন না। রাণী জাতীতে কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তের অন্নে কেমন করিয়া মায়ের ভোগ দিবেন, এই তাঁহাদের সমস্যা, রামকুমারের বিধান তাঁহাদের মনঃপূত নহে। অগত্যা রাণী রাসমণি যে ব্যক্তি অন্নভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাঁহাকেই নিত্যপূজা কার্য্যে

ব্রতী হইতে লোক দ্বারা অনুরোধ করিলেন। শ্যামাভক্ত রামকুমার চতুষ্পাঠীর অনিশ্চিত উপার্জ্জনের উপর নির্ভর অপেক্ষা রাসমণির অনুরোধ রক্ষা করিলে সংসার নির্ব্বাহের জন্য আর চিন্তিত হইতে হইবে না, অথচ কায়মনোবাক্যে শ্যামার পূজায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া সম্মত হইলেন। রাসমণির আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রার দিন বহু সমারোহে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক অসংখ্য দরিদ্র কাঙ্গালগণকে সুচারুরূপে ভোজন করান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বহু অর্থ দান করা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে গিয়াছিলেন এবং প্রতিষ্ঠার সময় মহাজনতা ভেদ করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শ্যামা মাকে দর্শন করেন এবং তৎপরে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া একটী দোকান হইতে এক পয়সার মুড়কী ও কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া জলযোগ করেন। তথা হইতে সেই দিবস ঠনঠনিয়ায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চতুষ্পাঠীতে আসিয়া আহার করেন। ছয় সাত দিন তথায় অবস্থানের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন রামকুমার কালীপূজায় ব্রতী।

রামকৃষ্ণদেব ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পূজার কার্য্যে কেন ব্রতী হইলেন" ?

রামকুমার উত্তর করিলেন, "এঁরা রাজার মত ধনী ইঁহাদের আশ্রয়ে থাকিলে কোন অভাব থাকিবে না। মথুরও রাজার তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী, আর আমাকে অত্যন্ত যত্ন করে রেখেছেন, তাই এখানে শ্যামা পূজায় ব্রতী হয়েছি।

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "আমাদের পিতা কখনও শূদ্রের বাটিতে গমন করেন নি, আপনি কিপ্রকারে এখানে থাকিলেন" ?

রামকুমার ভ্রাতার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া পুনরায় কহিলেন, "ভাই লৌকিকমতে নিন্দের কথা স্বীকার করি; কিন্তু আমি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিনি, তোমাকে শাস্ত্রের প্রমাণ দেব। আজ বেলা হয়েছে এইখানেই আহার কর, কাল তোমাকে শাস্ত্র বচন পুঁথি খুলে দেখাব"। এই বলিয়া ভ্রাতাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "রাসমণি নীচজাতি সম্ভূতা বটে কিন্তু এ দেবালয় তাঁহার গুরুদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মতঃ তাঁহার গুরুদেবেরই ইহাতে অধিকার এবং সেই জন্যই তিনি শূদ্রের স্থানে নহে, ব্রাহ্মণের অধিকারে আছেন। সুতরাং ইহাতে তিনি ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্য করেন নাই"। রামকৃষ্ণ ভ্রাতার এই সকল কথায় অত্যন্ত সুখী হইয়া তথায় আহার ও অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন।

পরদিন রামকুমার শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ একটি ধর্ম্মপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ দিলেন যে এ কার্য্য অন্যায় হয় নাই এবং ইহাতে কোনও হানি হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেবের আর কোনও আপত্তি রহিল না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এজন্য সেই খানেই কিছুদিন অবস্থিতি করিলেন।

এক দিবস রাণী রাসমণির জামাতা প্রসিদ্ধ জমিদার মথুরনাথ বিশ্বাস রামকৃষ্ণের অপরূপ তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রামকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মনোহর মূর্ত্তি ব্রহ্মচারিটি কে?"

রাম কুমার উত্তর করিলেন, "ইনি আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর।"

মথুর কহিলেন, "ইনি এখানে থাকিলে ভাল হয়।"

রামকুমার বলিলেন, "উনি এখানে থাকিতে সম্মত হবেন না।" কিন্তু মথুরের মন তাহা বুঝিল না, "কেন থাকিবে না? সমুচিত যত্ন করিলে কেন থাকিবেন না"? এই চিন্তা এবং সেই তেজঃপুঞ্জ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিল।

এই সময় রামকৃষ্ণের পিসতুত ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় চাকরী করিবার মানসে বর্দ্ধমানে আইসেন। তথায় শুনিলেন তাঁহার প্রিয়মাতুলদ্বয় রাণীরাসমণির দক্ষিণেশ্বরস্থ দেবালয়ে আছেন। হৃদয় রামকৃষ্ণ অপেক্ষা দুই বৎসরের কনিষ্ঠ, বয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ। রামকৃষ্ণকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। মাতুলদ্বয়কে দেখিবার জন্য এবং যদি রাসমণির আশ্রয়ে কোন প্রকার কর্ম্ম পাওয়া যায় এই আশয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেবও প্রিয় সুহৃদ ভাগিনেয়কে পাইয়া পরমাহ্লাদে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে একদিবস মথুরানাথ কালীমন্দিরে পূজা করিতে যাইতেছেন। মন্দির প্রাঙ্গনে রামকৃষ্ণদেবকে হৃদয়ের সঙ্গে একত্রে পদচারণ করিতে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণদেব কোন উত্তর প্রদান না করায় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামকুমারকে কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনার ভ্রাতাকে অনুগ্রহ করে একবার এখানে আসিতে অনুমতি করবেন কি"? এই কথা শুনিয়া রামকুমার ভ্রাতৃ সন্নিধানে যাইলে মথুর মন্দির মধ্যে পূজায় বসিলেন।

এদিকে হৃদয় মথুরানাথের বারম্বার আহ্বান শ্রবণ করিয়া মাতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মামা, তোমার রাজাবিশেষ মানুষ তোমায় ডাক্‌ছেন, আর তুমি কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন? ওঁর কাছে যাও"। রামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "হৃদু, আমি ওঁর কাছে গেলে আমায় এখানে থাক্‌তে বল্‌বে"।

হৃদয় কহিলেন, "তা বেশ এখানে থাকনা কেন? এখানে থাক্‌লে ভাল হবে"।

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "না আমি চাকরীতে আবদ্ধ থাক্‌বো না। তুই থাক্‌বি"?

হৃদয় কহিল মামা, তুমি যদি থাক ত থাকি।" দুইজনে এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে এমন সময় রামকুমার আসিয়া রামকৃষ্ণকে কহিলেন, "একজন মান্যমান্ লোক তোমায় ডাক্‌ছেন, তুমি আসছনা কেন"? এই বলিয়া তিনি ভ্রাতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মথুরের নিকট কালী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মথুর জপ করিতেছিলেন, রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে পশ্চিম দিকে যাইয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি এখানেই থাক"।

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "এ সমস্ত কাজে বড় হাঙ্গাম, জিনিষ পত্র হেঁপাজত করা বড় কঠিন" এবং হৃদয়কে দেখাইয়া পুনরায় কহিলেন, "যদি আমার ভাগ্নে হৃদয়কে রাখেন তাহলে আমি থাক্‌তে পারি"। ইতিমধ্যে রামকুমার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কথা বার্ত্তা হল"?

মথুরানাথ উত্তর করিলেন, "এই হচ্ছে", তৎপরে রামকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, "তা বেশ কথা, আপনাদের ভাগ্নে শ্যামার বেশকারী হন। আর তুমি বাবা এইখানেই থাক"। রামকুমারও মথুরানাথের সহিত অনুরোধ করিলেন দেখিয়া রামকৃষ্ণ সম্মত হইলেন। মথুর পুনরায় রামকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর হৃদয়ঠাকুর আপনাদের দুই ভাইয়ের আর সমস্ত জিনিষ পত্রের হেঁপাজৎ কর্‌বেন"। মথুর তৎপরে দাওয়ানকে ডাকাইয়া নূতন বন্দোবস্তের সমস্ত আজ্ঞা দিলেন। তদবধি রামকৃষ্ণ, বিষ্ণু মন্দিরে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহদ্বয়ের বেশ ভূষা করিতেন এবং হৃদয় মা কালীর বেশ ভূষা করিতেন।

গঙ্গার পূর্ব্বকূলে কলিকাতার প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে রাণী রাসমণির

বিখ্যাত দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট কালী মন্দিরের উত্তরে বিষ্ণু মন্দির, তাহাতে রাধাশ্যাম মূর্ত্তি। এই মন্দিরদ্বয়ের পশ্চিমে সুবৃহৎ প্রাঙ্গন, পূর্ব্বে দেবসেবার জন্য রন্ধনশালা ও পুষ্করিণী, প্রাঙ্গনের পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির, তাহাদের মধ্যস্থলে বৃহৎ চন্দ্রাতপ ও তৎসংলগ্ন বাঁধা ঘাট; এই ঘাটের উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান। দেবালয়ের উত্তরে ও দক্ষিণে দুই সারি প্রকোষ্ঠ, দেবালয়ের কর্ম্মচারীগণের আবাস। পশ্চিমোত্তর কোণের প্রকোষ্ঠে রামকৃষ্ণদেব বাস করিতেন। ইহার উত্তরে সুপ্রশস্ত উদ্যান তন্মধ্যে একটী সুসজ্জিত অট্টালিকা। রাণী ও তাঁহার সংসারভুক্ত ব্যক্তিগণ দেবালয়ে আসিলে ঐ অট্টালিকায় বাস করিতেন। স্রোতস্বতী ভাগিরথীর তীরে এই দেবালয় ও তৎসংলগ্ন উদ্যান, ভক্তের মানসকল্পিত শিল্পরূপের একটি আদর্শ। অনেকে ইউরোপ আমেরিকা এবং ভারতের বহু স্থান পর্যটনেও এতাদৃশ সুন্দর ছবি আর নয়নগোচর করেন নাই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

হৃদয় আসিবার অল্পকাল পরে জন্মাষ্টমীর দিবস বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কান্তজীউর পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্নান করাইবার জন্য বিগ্রহটী বাহিরে আনিয়া অনবধানতাবশতঃ একটী পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ক্ষেত্রনাথ সেই অপরাধে রাণীর দেবালয় হইতে বিতাড়িত হন। ভগ্ন বিগ্রহের পূজা হইতে পারে কি না এই ভাবিয়া রাণী অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলিলেন বিগ্রহ ভগ্ন হইলে তাহাতে আর পূজা চলে না, শাস্ত্র নিষিদ্ধ। তাঁহারা ভাস্কর আনাইয়া নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত করাইতে অনুমতি দিলেন; রাণীও তাহাই করিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেব রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'তুমি এক দিন পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে আনাও, আর জিজ্ঞাসা কর—যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে যায়, তা হলে কি সে স্ত্রীলোক সে স্বামীকে ত্যাগ করে নূতন স্বামী করবে? কিম্বা যদি কারো ছেলের পা ভেঙ্গে যায়, তা হলে সে ছেলেকে ত্যাগ করবে?"

রাণী রামকৃষ্ণদেবের এই অপূর্ব্ব যুক্তিসিদ্ধ কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন, এবং অচিরে একটি পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান করাইয়া তাঁহাদিগকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতগণ মহা সমস্যায় পড়িলেন, সব শাস্ত্র বিচার ঘুরিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরস্পর মুখাবলোকন

করিয়া পরে কহিলেন যে "স্বামী বা পুত্র ত্যাগ করা উচিৎ নহে বরং তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থাই বিধি"। রাসমণি তখন কহিলেন, "এক্ষণে ঠাকুরের বিগ্রহ ত্যাগ করা উচিৎ না চিকিৎসা করান উচিৎ"? তখন তাঁহারা এক বাক্যে কহিলেন, "বিগ্রহ ত্যাগ না করিয়া উপযুক্ত লোক-দ্বারা চিকিৎসা করান উচিৎ"। এই কথা বলিয়া পণ্ডিতগণ প্রস্থান করিলে পর রাণী রামকৃষ্ণদেবের নিকট করযোড়ে বলিলেন "তবে বাবা, তুমি অনুগ্রহ করে বিগ্রহের চিকিৎসা করবে কি"? রামকৃষ্ণ সেই বিগ্রহের ভগ্ন পদটী এমন পুনর্যোজনা করিয়াছিলেন যে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেও যোজিত স্থানটী কাহারও লক্ষিত হয় না এবং অদ্যাপিও সেই বিগ্রহ সেই ভাবেই আছেন।

পরে ভাস্কর যখন নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া আনিল মথুরানাথ রামকৃষ্ণ-দেবকে সেইটী দেখাইয়া কহিলেন, "মহাশয় এই নূতন মূর্ত্তিটী কি সেই মূর্ত্তির মত হয়েছে"? রামকৃষ্ণ দুইটি মূর্ত্তি একত্র করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীরাধার ভাব হইল, এবং সেই ভাবাবস্থায় চিৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার স্বামীর মত ঠিক হয় নি"। মথুরানাথ এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন মূর্ত্তি ঠিক হয় নাই, কিন্তু ভাস্করকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন এবং সেই নূতন মূর্ত্তিটী সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন। রাধাকান্তজীউর পূজক ক্ষেত্রকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, এক্ষণে এক জন পূজকের আবশ্যক। মথুরানাথ রামকুমারকে কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনার ভাই যদি রাধাকান্তের পূজায় ব্রতী হন ত বড় ভাল হয়। আপনি উঁহাকে বলে রাজী করাবেন কি"? রামকুমারের অনুরোধে রামকৃষ্ণ সম্মত হইলেন।

রাধাকান্তজীউর পূজায় ব্রতী হইয়া রামকৃষ্ণ পূজান্তে স্বহস্তে শিব গঠন করিয়া পূজা করিতেন। এক দিবস নিবিষ্ট চিত্তে শিব পূজা করিতেছেন, নিকটে হৃদয় উপবিষ্ট, এমন সময়ে মথুরানাথ আসিয়া তথায় উপস্থিত। মৃত্তিকার শিব ত্রিশূল ডমরু ও মুণ্ডমালার অনুপম গঠন দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শিব কে গড়েছেন? হৃদয় উত্তর করিলেন, "মাতুল স্বয়ং গড়েছেন"। মথুর ইহাতে আরও বিস্মিত হইয়া পূজার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পূজান্তে অতি যত্ন সহকারে সেই সমস্ত মূর্ত্তিগুলি রাণীর নিকট উপস্থিত করিলেন এবং রামকৃষ্ণের বহুল

প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "যদি ইঁহাকে শ্যামা পূজায় ব্রতী করিতে পারা যায় ত ইনি অতি শীঘ্রই মাকে জাগ্রত করিতে পারিবেন"। দুইজনে এই পরামর্শ করিয়া মথুরানাথ রামকৃষ্ণ সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, "বাবা তোমায় অনুগ্রহ করে শ্যামা পূজার ভার নিতে হবে।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নি, শাস্ত্রমত পূজা কেমন করে করবো"?

এই কথা শুনিয়া মথুর কহিলেন, "বাবা তোমার যে ভক্তি সেই ভক্তিই মাকে বেঁধে ফেলবে। তোমার পূজায় মন্ত্র তন্ত্রের দরকার নেই। তুমি ভক্তিভাবেই যা বলে পূজা করবে মা অবশ্যই গ্রহণ করবেন"। মথুরের এই অপার বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হইয়া রামকৃষ্ণ জগন্মাতার পূজায় ব্রতী হইলেন, আর রামকুমার বিষ্ণু পূজার ভার গ্রহণ করিলেন। হৃদয় তাঁহার প্রিয় কনিষ্ঠ মাতুলের সহকারীর কার্য্য করিতেন। তিনি মাকালীকে মনের সাধে সাজাইয়া দিতেন আর রামকৃষ্ণদেব সুরাপানোন্মত্ত ব্যক্তির মত মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বজননীর পূজা করিতেন। তিনি ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাসাদি করিবার সময় সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করিতেন। 'বং ইতি জলধারয়া অগ্নি প্রাকারং বিচিন্ত্য' এই সকল যেমন উচ্চারণ করিতেন অমনি সেই প্রকার অর্থাৎ অগ্নির বেড়া ইত্যাদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন আর তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়িত। এই সময়ে যিনি তাঁহার রূপ তাঁহার পূজা ও সুন্দর আধ্যাত্মিক অবলোকন করিতেন, তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন, স্বতঃই তাহার মনে হইত যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবই শ্যামার পূজা করিতেছেন, এবং তিনি বহু শুভাদৃষ্ট বশতঃ সেই অলৌকিক ব্যাপার চাক্ষুষ দর্শন করিতে পাইতেছেন। এইরূপে আরও পাঁচ ছয় মাস পূজা করিবার পর হৃদয়কে মধ্যে মধ্যে পূজা করিতে দিতেন, হৃদয়েরও পূজা করিবার প্রবল বাসনা ছিল। একদিন রামকৃষ্ণদেব পূজা করিতেছেন এমন সময় মথুরানাথ বিশ্বমাতার সেই মনোহর পূজা দেখিবার জন্য মন্দির মধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব পূজা করিতে করিতে হঠাৎ ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আসন হইতে উঠিয়া হৃদয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিজ আসনে বসাইয়া মথুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি পূজা করিলেও যা হবে, হৃদু পূজা করিলেও তাই হবে"। মথুরানাথ কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া পরে হৃদয়কে অন্তরালে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার

ভাগ্যের সীমা নাই। যাহা হোগ তুমি একজন পণ্ডিতের কাছে পূজার পদ্ধতি গুলি পড়ে লও"। হৃদয়ও তাহাই করিলেন। পূজার সময় হৃদয় রামকৃষ্ণকে আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া রামকৃষ্ণদেবের চরণে অর্ঘ্য পুষ্প চন্দনাদি ও মাকালীর পদেও ঐরূপ অর্ঘ্য পুষ্প চন্দনাদি দিয়া রামকৃষ্ণ ও মাকালীকে একজ্ঞানে পূজা করিতেন।✓

এই সময়ে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত শ্যামা মূর্ত্তির সুঠাম কমনীয় গঠন দেখিতে দিগ্‌দেশান্তরের সাধু সন্ন্যাসী, ইতর ভদ্র, যুবা বৃদ্ধ, ধনীদরিদ্রলোকের বহু সমাগম হইতে লাগিল, এবং যাহার যেমন সংস্থান সেই মত প্রণামী দিয়া শ্যামা দর্শনে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া যাইত। রাসমণির দেবালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রণামী পূজারীর প্রাপ্য কিন্তু রামকৃষ্ণ সেই সমস্ত প্রচুর অর্থ স্পর্শ করিতেন না; হৃদয়কে দিয়া তাহা কাঙ্গাল দরিদ্রগণকে বিতরণ করাইতেন।

শ্যামার পূজা করিয়া তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়ক গান গাইতেন, আর আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। কখন বা ক্রমাগত কাঁদিতেন, আর বলিতেন, "মা তুই আমায় দেখাদে মা; তুই শুন্‌চিস্ নি মা? তুই রাম প্রসাদকে দেখা দিলি আমায় দেখা দিবি নি মা"? কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার মনের বেগ এতই প্রবল হইয়া উঠিল, যে তিনি ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করিতেন। ধ্যান করিতে বসিয়া স্থানুবৎ স্থির ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন এবং সেই অবস্থায় তিন চারি ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। ক্রমেই ভাবাবেশের প্রগাঢ়তা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। জগজ্জননীর পূজার প্রারম্ভে আত্মপূজা করিতে গিয়া আপন মস্তকে একটী ফুল দিয়াই বিহ্বলচিত্ত হইয়া সংজ্ঞা হীন হইতেন। কখন বা আরাত্রিক করিতে করিতে অবিরাম আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল সিক্ত, নয়নদ্বয় ও মুখমণ্ডল রক্তাভ, মাতালের মত সর্ব্বাঙ্গ টলমল, বাহ্য চৈতন্য নাই, কতক্ষণ আরতি করিতেছেন কিছু মাত্র হুঁস নাই, অথচ বাম হস্তের ঘণ্টা ও দক্ষিণ হস্তের আরতি প্রদীপ সমভাবেই চলিতেছে; ক্রমে একঘণ্টা অতীত, বিরাম নাই, সঙ্গে যাহারা ঘড়ি কাঁসর ইত্যাদি বাজাইতেছিল তাহারা অবসন্নপ্রায়, আরও এক ঘণ্টা অতীত হইলে, তাহারা নিরস্ত হইল, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সমভাবেই আরতি করিতেছেন, কেবল মধ্যে মধ্যে বদনে 'মা মা' রব। ক্রমে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল, অবশেষে ভূতলে

পড়িয়া গেলেন ; হয়ত সমস্ত রজনী আর বাহ্যচৈতন্য আসিল না। কখন বা পরদিনও সহজাবস্থা আসিল না।

এই সময়ে তিনি আপনার ভিতরে ও বাহিরে সমভাবে মা কালীকে প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করিতেন। পূজায় বসিয়া আপন পদে অর্ঘ্য পুষ্প চন্দনাদি দিতেন ও গলদেশে মালা পরিতেন, কখন মা কালীর চরণে জবাবিল্বাদি দিয়া পূজা করিতেন ; আবার কখন একটি অর্ঘ্য লইয়া প্রথমে আপনার মস্তকে বক্ষে, লিঙ্গে ও পদে স্পর্শ করাইয়া পরে মা কালীর পাদপদ্মে দিতেন। কখন সিংহাসনের উপর এক পদ রাখিয়া মাকালীর চিবুক ধরিয়া আদর করিতেন, গান করিতেন, হাসিতেন, আবার কখন বিশ্বজননীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অনুপম নৃত্য করিতেন। ভোগের অন্ন শ্যামাকে নিবেদন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িলেন ও কিঞ্চিৎ অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া মাকালীর মুখে দিলেন তাহার পর কহিলেন, "মা বল্‌লে, 'তুই একটু খা"। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি খাব ?—আচ্ছা আমি খাচ্চি"। এই বলিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, আবার মার মুখে দিলেন। কখন বা ভোগ দিতেছেন, একটা বিড়াল, 'ম্যাও', করিতেছে দেখিয়া, "মা খাবি ? মা খাবি", বলিয়া তাহাকে ভোগের কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেন, পরে শ্যামার পালঙ্কে মাকে শয়ান করাইয়া আপনিও তাহাতে শয়ন করিলেন।

এই সময় তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাসনা হইলে, কলিকাতা বৈঠকখানা নিবাসী তান্ত্রীক কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট শক্তিমন্ত্র লইবার দিন স্থির করিলেন। কেনারাম মন্দির মধ্যে শ্যামার সমক্ষে রামকৃষ্ণদেবের কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি হুঙ্কার দিয়া ভাবস্থ হইলেন ও লম্ফ দিয়া শিবের উপর উঠিয়া বসিলেন।

রামকৃষ্ণদেব ভাবোন্মত্ত হইয়া সাধারণের সমক্ষে এই সকল নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া দেবালয়ের খাজাঞ্চী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী-গণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিল, "ভট্‌চাজ্জি মশাই পাগল হয়ে সব নষ্ট কল্লে। ঠাকুরের পূজা ভোগ ত কিছুই হচ্চে না। এসব কথা মথুর বাবুকে জানাতে হবে"। তাহারা এই পরামর্শ স্থির করিয়া মথুর বাবুকে জানাইলে তিনি এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া গুপ্তভাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে, ইঁহার মা কালীর সাক্ষাৎকার হইয়াছে, ইঁহার পূজাই ঠিক্

পূজা এবং ইঁহার পূজাই মাকালী গ্রহণ করিতেছেন, এই নির্ণয় করিয়া তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। দেবালয়ের কর্ম্মচারীগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল মথুর আসিয়া, ভট্টাচার্য্যকে দূর করিয়া দিবেন কিন্তু তাহা না করিয়া মথুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে দেখিয়া এবং, "এত দিনের পর মাকালীর প্রতিষ্ঠা সার্থক হল আর পূজা এত দিনের সার্থক হল", বলিতে শ্রবণ করিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইল। রামকৃষ্ণদেব তখন ভাবে বিভোর, অঙ্গ টলমল, চৈতন্য রহিত। মথুরও ইহা দেখিয়া ভাবতরঙ্গোত্থিত হৃদয়ে জানবাজারে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তথা হইতে পত্র দ্বারা দেবালয়ের কর্ম্মচারীবর্গকে আজ্ঞা করিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। কর্ম্মচারীরা এই পত্র পাইয়া আরও আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু তদবধি তাহারা রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আর কোনও প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিত না।

এই সময়ে রামকুমার এক বৎসরকাল রাণী রাসমণির দেবালয়ে বাস করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন। তাঁহার পিতৃব্য পুত্র রামতারক চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইবার মানসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেবালয়ের অন্ন আহারে আপত্তি করায় মথুরানাথ তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার ভাই রামকৃষ্ণ, আপনার ভাগ্নে হৃদয়, তাঁরা কেমন করে এই অন্ন আহার করেছেন? আর তাঁরা যখন সেই অন্ন ভোজন করেছেন তখন আপনার আপত্তি কি"?

রাম তারক (ওরফে হলধারী) কহিলেন, "মশাই আমার ভাইয়ের একটা অবস্থা হয়েছে তার কিছুতেই কোন দোষ হয় না। কিন্তু আমারত সে অবস্থা হয় নি আমি কেমন করে খাব, আমার খেলে দোষ হবে"। মথুর এই কথা শুনিয়া হলধারীর জন্য সিধার বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন; হলধারী সেই সিধা লইয়া পঞ্চবটীর নিকটে একটী ভগ্ন কুটিরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন।

এইরূপে ভাবোন্মত্তাবস্থায় তিন চারি বৎসর অতিবাহিত করিলে পর তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে এক সময় তিনি তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের বসত বাটিতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একজন অতিথি খঞ্জনি বাজাইয়া গান করিতেছিল। এবং পল্লি-

নিকটস্থ অনেকেই সেই গান শুনিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আপনার তিন বৎসরের দৌহিত্রীকে ক্রোড়ে করিয়া তথায় গান শুনিতে উপস্থিত হইলে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুই মা এই এত লোকের মধ্যে কাকে বে করবি বলত"? বালিকা অমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে রামকৃষ্ণদেবের আত্মীয়গণ সেই বালিকার জন্মপত্রিকা দেখিয়া তাঁহার সহিত বিবাহের স্থির করেন। রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে তাঁহার উন্মত্ত ভাব সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং বিবাহের দিন অতিপ্রফুল্ল চিত্তে ও সহজ অবস্থায় বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন এবং বাসর ঘরে শ্যামা বিষয়ক গান শুনাইয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর কিছুদিন কামারপুকুরে অবস্থিতি কালে তিনি গ্রাম হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে ভূতির খালের শ্মশানে সর্ব্বদাই যাইতেন, কোন কোন দিন তথায় রাত্রি দুই তিন প্রহর পর্য্যন্ত একাকী থাকিতেন। তিনি স্বহস্তে সেই শ্মশানে একটী বেলগাছ বসাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে তুলসীর বেড়া দিয়াছিলেন; এবং সেইস্থানে গোপনে সাধনা করিতেন। এই বেলগাছটী অদ্যাপি বর্ত্তমান। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা রামেশ্বর তাঁহাকে এতই ভাল বসিতেন যে রামকৃষ্ণ আহার না করিলে তিনি আহার করিতেন না। এজন্য রামেশ্বর তাঁহার প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব বুঝিতে পারিলে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন, কখন বা সিধা লইয়া শ্মশানে উপনীত হইতেন। সিধা লইয়া গেলে রামকৃষ্ণদেব শ্মশানের কাষ্ঠাদি দ্বারা আপনি রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। কিন্তু সাধনাদি গোপনের কার্য্য, রামকৃষ্ণ ভ্রাতাকে কহিলেন, "তুমি এখানে আর এসনা, আমি সময় মত যাব"। তদবধি সময় মত যাইয়া আহার করিয়া আসিতেন।

কিছুদিন পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার ভগবদ্বিরহ এতই প্রবল হইয়া উঠিত যে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভূমিতে মুখ ঘসিতেন। কখন কখন বদন ক্ষতবিক্ষত হইয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িত। কখন বা আপন মনে ভাগীরথীর তীরে পদচারণ করিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে, "মা আমায় দেখা দে মা! আমি মান চাইনি ঐশ্বর্য্য চাইনি, আমি কিছু চাইনি, মা! তুই কেবল আমায় দেখা দে মা", বলিয়া হৃদয় বিদারক ক্রন্দন করিতেন। নিকটস্থ

সকল লোক তাঁহার এই ভাব বুঝিতে না পারিয়া "ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাগল হয়েছেন" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন!

শিল্পশিক্ষা ও শিল্পবিদ্যালয়।

(ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ এম, বি।)

বর্ত্তমান দেশব্যাপী আন্দোলনে, বাঙ্গালার অসহায়তা ও অভাব যেরূপ প্রমাণীত হইয়াছে, তাহাতে স্বদেশহিতৈষী প্রত্যেকেরই এসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য চিন্তা করা উচিত। বিদেশীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আমরা কতদূর প্রতিজ্ঞারক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি? বিলাতি জুতা ও সিগারেট ছাড়িয়াছি, কারণ এ সকল বিলাসিতার দ্রব্যমাত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় নহে আমরা দুইমাস যাবৎ ম্যানচেষ্টারের পরিবর্ত্তে, বোম্বাই কাপড় ক্রয় করিয়াছি, বিলাতপুলের পরিবর্ত্তে কলকচ্ খাইয়াছি, আর সামান্য পরিমাণ বিটের বদলে দেশী চিনি ব্যবহার করিয়াছি। আজ চারিমাস ধরিয়া পরামর্শ হইতেছে, কাপড়ের কারখানা বসাইব কি ঠক্‌ঠকি তাঁত চালাইব, বিলাতি সূতা কেনা উচিত কি পুরাতন চরকায় ঘরে ঘরে সূতা কাটা আরম্ভ হইবে। পাট বন্ধ করিয়া তুলার চাষের পরামর্শও স্থানে স্থানে হইতেছে। বঙ্গদেশ কৃষিজীবী থাকিলে ও কৃষির উন্নতি হইলে দেশের কল্যাণ কি শিল্পজীবী হইলে দারিদ্র্যতার লাঘব হইতে পারে এ গুরুতর প্রশ্নের মিমাংসায় বিভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদেশী কলকারখানায় প্রস্তুত সস্তা শিল্পদ্রব্যে বাঙ্গালার শিল্পজীবিকুলের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, অনিশ্চিত ব্যবসায় বা কুলির কার্য্য তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা হওয়াতে দিন দিন দরিদ্রতায় ডুবিয়া যাইতেছে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইলে এই সকল লোকের জীবিকার উপায় হয় সুতরাং এ দেশের উপযোগী বিবিধ শিল্প কার্য্যের প্রতিষ্ঠা যে একান্ত আবশ্যক এ বিষয়ে মতান্তর নাই। কিন্তু ঈদৃশ জাতীয় উত্তেজনার সময় আমরা কি নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন ও পুরাতন শিল্পোন্নতির সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইয়াছি? যে বিলাতি কাপড়ের আমদানি আমরা দেশ হইতে উঠাইয়া দিতে প্রথম উদ্যম করিয়াছি—তাহাতে কতদূর সফল হইলাম? হাতে চালান

তাঁতের বস্ত্র কলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে পারিবে কিনা সে সম্বন্ধে বহুদর্শীতা কাহার আছে? এই সকল তাঁত চালাইতে হইলে হাতে ভাঙ্গা সুতার প্রচলন করিতে হইবে কি দেশীয় কলের প্রস্তুত সুতা উপযোগী হইবে অথবা বিদেশী বিলাতি সুতার আশ্রয় লইয়া স্বদেশীব্রত উদ্‌যাপিত হইবে? এক টাকায় তিন খানা কাপড় ক্রয় করিবার সামর্থ্য যে দেশের দরিদ্র প্রজা সাধারণের নাই অধিক মূল্যের হাতের বুনন কাপড় সে দেশে কিরূপে ব্যবহৃত হইবে? বাঙ্গালার শিল্পোন্নতির পথ এইরূপ বিঘ্ন, বিপত্তি, সন্দেহ ও ভয় সঙ্কুল; এসম্বন্ধে শিক্ষা এবং বিজ্ঞতারও একান্ত অভাব। অর্থ, সময়, পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রচুর ব্যয় করিলে এই অজ্ঞানিত জলধির কূল পাইতে পারি। একাজ দুইদিনে বা দুইমাসে সাধিত হইবার নহে।

কোনরূপ ব্যবসায় চালাইবার আবশ্যকীয় শিক্ষালাভ এক কথা, এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বৈজ্ঞানিক শিল্প শিক্ষায় (Technical Education) সুশিক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। একের উদ্দেশ্য কোন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ, অপরের উদ্দেশ্য বিভিন্ন কৌশল পূর্ণ উপায় উদ্ভাবন করিয়া শিল্প কার্য্যের উন্নতি ও বিস্তৃতি। প্রথমটি কোন কারিগরের নিকট শিক্ষানবিসী (Apprentice) করিয়া লাভ করিতে হয়, দ্বিতীয়টি অর্জ্জন করিতে হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়া যাইতে হয়। দেশী কাপড় বুনিবার জন্য হস্ত চালিত উন্নত তাঁতের সাহায্যে যে সকল অনুষ্ঠান আজকাল দেখা যাইতেছে তাহা প্রথম উপায় দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে বিদেশীয় শিল্প দ্রব্যের প্রতিযোগীতা বিনষ্ট হইয়া দেশজাত দ্রব্যের প্রচলন হইতে পারে তাহা বৈজ্ঞানিক শিল্পশিক্ষাসম্ভূত। বাঙ্গালার যে সকল শিল্প ও ব্যবসায় ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহা পুনর্জীবিত করিতে হইলে এদেশে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু কেবল শিল্পশিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলেই শিল্পোন্নতি হইবে না। এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিপ্রাপ্ত যে সকল কৃতবিদ্য যুবক বিলাতের প্রসিদ্ধ কৃষিবিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেও বঙ্গদেশ তাঁহাদের উন্নত শিক্ষার কি ফল লাভ করিয়াছে? কৃষিজীবি বঙ্গদেশে কৃষির উন্নতি যে প্রথম প্রয়োজন তাহা সকলেই স্বীকার করেন

কিন্তু যাঁহাদের দ্বারা তাহা কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদের সেই বহু আয়াসে উপার্জ্জিত জ্ঞান, কৃপণের ঐশ্বর্য্যবৎ মনেই বিলীন রহিল। সমগ্র বঙ্গদেশে এই শিক্ষার উপকারিতা কার্য্যে পরিণত করিয়া দারিদ্র-পীড়িত দেশে অন্নকষ্ট নিবারণের একটী পথ সুগম করেন এমন উদ্যমশীল স্বদেশ বৎসল নাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা বাঙ্গালাদেশের উপযোগী করিতে কিছুকাল ধরিয়া নানাবিধ পরীক্ষা আবশ্যক। ইহা অবচ্ছিন্ন আয়াস, বহু অধ্যবসায় ও অকাতর অর্থব্যয় ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। এ দেশের কৃষিজীবিগণ অজ্ঞ ও দরিদ্র, ভূস্বামীবর্গ উদাসীন ও অমনোযোগী, কৃতবিদ্যগণ ধনমানলাভশূন্য দেশহিতকর কার্য্যে পশ্চাৎপদ। কেবল কি সমিতি ও বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার হইবে? নিশ্চয়ই বলিতে হয়, এ দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবীজ বপন করিবার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই। যেমন শিল্প শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে সেই শিক্ষা কার্য্যকরী করিতে তদুপযুক্ত ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। যে দেশে কলকারখানা স্থাপিত হয় নাই, লাঙ্গলের ফাল ঘরামির দা ও বন্ধনের হাতা বেড়ি প্রধান লৌহঘটিত দ্রব্য সে দেশে—mechanical Engineering—শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। যে দেশের লোকে বহির্বাণিজ্যে বিরত, নৌবিদ্যা শিক্ষায় তাহাদিগের কি ফল লাভ হইবে? আমার জনৈক আত্মীয় খনিজ বিদ্যায় (mining) বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন কিন্তু স্বদেশীয় ব্যবসায়ীর অসদ্ভাব প্রযুক্ত কোন ফরাসী বণিক সমিতি তাঁহার শিক্ষার সাহায্যে এদেশ হইতে প্রভূত অর্থ শোষণ করিতেছেন।

অতএব এদেশে শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে শিল্প শিক্ষা যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেই শিক্ষার উপযোগী শিল্পশালা ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ আবশ্যক। সকলের মুখে যে আজকাল জাপানের কথা শুনা যাইতেছে সেই নূতন জাপানের শিল্প পূর্ব্বোক্ত উপায়েই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। জাপানে যেমন টকিও বিশ্ববিদ্যালয়, টকিও ও ওসাকা শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল তৎসমকালেই জাপানি গবর্ণমেণ্ট রেসম, পশম, সুতা, পাট, সিমেণ্ট, কাচ, কাগজ, সাবান, পোরসিলেন, রং প্রভৃতির কলকারখানাও নূতন স্থাপিত করিয়া শিল্প ও ব্যবসায়ের অভিনব সূত্রপাত করিয়াছিল। যখন এই সকল কারখানা প্রথম স্থাপিত হয়, সে সময়ে বিদেশীয় দিগের হস্তে সেই সকল চালাইবার ভার বিন্যস্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এখন এত দেশীয় লোক ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছে যে আর বিদেশীর সাহায্য আবশ্যক করে না। জাপানের এই শিল্প শিক্ষা আমেরিকার অনুকরণে। শিল্প সম্বন্ধে আমেরিকাই জাপানের শিক্ষক।

কিছুদিন হইল ডাক্তার হেন্‌ডারসন্ নামক আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ভারত পরিভ্রমণ করিতে আইসেন। তাঁহার এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত আমাদের কোন মাননীয় বন্ধু আমেরিকায় কি প্রকারে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ভারতে ঐ শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গকে দিতেছি। এ দেশের ন্যায় সর্ব্বত্রই কলকারখানা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতে হইলে কারিকরের অধীনে শিল্পশালায় শিক্ষানবিসী (apprentice) করিতে হইত। ইউরোপ ও আমেরিকায় কলকারখানার প্রাদুর্ভাবে অধিকাংশ শিল্পকার্যে এইরূপ শিক্ষানবিসী উঠিয়া গিয়াছে। এখন শিল্প বিদ্যালয়ে (Technical School) এইশিক্ষা লাভ করিতে হয়। কোন বিশেষ শিল্প বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রাইমারী ও উচ্চশিক্ষা (Primary and High School course) লাভ আবশ্যক। সুতরাং শিল্প বিদ্যালয়সকল কলেজের (college) সমশ্রেণী। আজকাল আমেরিকার অনেক উচ্চবিদ্যালয়ে (High School) ম্যানুয়েল (manual training) ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য যাহারা শিল্প শিক্ষা (Technical Education) লাভ করিতে চায় তাহাদের পক্ষে এই প্রাথমিক শিক্ষা (manual training) লাভ করিলে, ঐ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা সহজ ও সুগম হইয়া থাকে, আর পূর্ব্বে শিক্ষানবিসী করিয়া যে ফল লাভ হইত তাহাও সুসিদ্ধ হয়। আমেরিকার অনেক বহুদর্শী, বিজ্ঞ অধ্যাপকগণের মতে এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্র, কেবল যে শিল্প শিক্ষার বিশেষ উপযোগী তাহা নহে, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যাদি সাধারণ শিক্ষা-তেও অল্পায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকে। এই সকল কারণে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় আমেরিকার সর্ব্বত্র বহুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমেরিকার কোন নগরের অধিবাসী সংখ্যা বিশ হাজার হইলেই তাহাতে। এরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া বিনাবেতনে শিক্ষা দান করিবার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয় স্থাপনের ও রক্ষার ভার তত্রত্য মিউনিসিপালিটিকে বহন করিতে হয়।

আমেরিকার উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল (High School Course)

চারি বৎসর। গণিত সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষার সহিত প্রাথমিক শিল্পশিক্ষাও দেওয়া হয়। শিল্পশালায় প্রধানতঃ মাটি কাঠ এবং ধাতু এই তিনটি লইয়া বিভিন্ন বিভাগ আছে। প্রতি সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টারমধ্যে পনের ঘণ্টা এই শিল্প শিক্ষায় ব্যায়িত হয়, সুতরাং প্রত্যেক শিল্পশালায় সপ্তাহে পাঁচ ঘণ্টা মাত্র নিযুক্ত থাকিতে হয়। প্রথম বিভাগে—প্রথম বর্ষে হাতে আঁকা (Freehand Drawing); দ্বিতীয় বর্ষে যন্ত্র সাহায্যে আঁকা ও গৃহাদির নক্সা প্রস্তুত করা (Mechanical and Architectural Drawing); তৃতীয় বর্ষে মাটি লইয়া নানাবিধ গড়নের কায; চতুর্থবর্ষে কাঠের খোদাই (carving) কায। দ্বিতীয় বিভাগে—প্রথম বর্ষে বেঞ্চের উপর রখিয়া ছুতারেরা যে সকল কায করে, যথা :—কাঠ চাঁচা, কাঠের নানাবিধ জোড় মিলান (Joining) ও অন্যান্য কাঠের ভাল কাজের জন্য যন্ত্রাদির ব্যবহার শিক্ষা; দ্বিতীয় বর্ষে কাঠের কোঁদাই কাজ দেশী ভাবে ও লেদ নামক (Lathe) যন্ত্রের সাহায্যে, তৃতীয় বর্ষে ধাতু ঢালাই করিবার ছাঁচের জন্য অতি সূক্ষ্ম মাপ পর্য্যন্ত ঠিক রাখিয়া কাঠের নমুনা (Pattern) তৈয়ার, চতুর্থ বর্ষে কাঠের খোদাই কায। তৃতীয় বিভাগে—ধাতুর কায প্রথম বর্ষে বাইসের (Vice) কায যথা :—উকা (File) ঘসা, কাটা ও মোটা ধাতু দ্রব্যের জোড় মেলান (Joining); দ্বিতীয় বর্ষে লোহা পেটা (Forging), জোড়া, গড়ন দেওয়া ও তাহা ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করা। তৃতীয় বর্ষে টীনমিস্ত্রির কায। টীনের কৌটা বাক্স ল্যাম্প প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য কাটা, যোড়া ইত্যাদি। চতুর্থ বর্ষে কল ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে হয়; উপরোক্ত সমস্ত বিদ্যাই ইহাতে আবশ্যক করে এবং শিক্ষিত ছাত্রেরা জল তুলিবার যন্ত্র (Pump) ছোট ছোট ইঞ্জিন (Steam Engine) প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

উল্লিখিত প্রাথমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর, বিশেষ শিল্প শিক্ষার্থ উচ্চ শিল্প বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়। শিল্প বিদ্যালয়ে (Technical School) সকল প্রকার শিল্প শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং (mechanical Engineering) ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং (Electrical Engineering) সেতু, অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ, খনিজ বিদ্যা (Mining) রেলওয়ে সম্বন্ধীয় কায, রাসায়নিক পদার্থ (Acids, Alkalies) প্রস্তুত, চিনি, কাচ, সাবান, সিমেণ্ট, চিনামাটি (Porcelain) কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা এই সকল বিদ্যালয়ে

লাভ হইয়া থাকে। এই সকল শিল্প বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত আমেরিকায় আর এক শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে (Trade School) তাহাতে কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা দিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা রীতিমত দেওয়া হয় না। যে সকল লোক অবস্থা বা বুদ্ধির অপকর্ষতা বশতঃ উচ্চশিক্ষা লাভে অক্ষম, তাহারা দুই চারি বৎসর এই সকল বিদ্যালয়ে ছুতার, কামার, ইটগড়া, পাথর কাটা, ছাপাখানার কায প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া থাকে।

ভারত শিল্পশিক্ষার্থ কি উপায় অবলম্বন করিবে এ সম্বন্ধে ডাক্তার হেন্‌ডারসন্ বলেন,—"আমি নিজে আমেরিকাবাসী বলিয়া একথা বলিতেছিনা কিন্তু যদি কেহ আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন—ভারত কাহার নিকটে এই বৈজ্ঞানিক শিল্প শিক্ষা করিবে?—উত্তরে আমি নিশ্চয়ই বলিব, আমেরিকার নিকট। জাপান শিল্প সম্বন্ধে পরিপুষ্ট শিক্ষা এখনও লাভ করিতে পারে নাই এখনো আমেরিকা হইতে বহুদূরে রহিয়াছে। সে এখনও শিল্প শিক্ষায়, প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। তাহার জ্ঞানালোক আমাদের দ্বারাই প্রজ্বলিত হইয়াছে, আমেরিকাই তাহার শিক্ষাগুরু। অপর দিকে ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে জাপান ও ভারতের জাতীয় ভাব অনেকটা একরূপ। ভারতের ছাত্রবৃন্দ জাপানের দৈনিক জীবনে স্বদেশের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। আমেরিকা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিজাতীয়। আর এক কথা আমাদের দেশে এই সকল শিক্ষা পদ্ধতি এরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় ও বিস্তারিত ভাবে প্রবর্ত্তিত যে, এ দেশের লোকের নিকট তাহার অনুকরণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। জাপান স্বল্পব্যয়ে কিরূপে এই শিক্ষা স্বদেশের উপযোগী করিয়াছে তাহা ভারত বুঝিতে পারিবে। সামান্য উপায়ে এসিয়া যেরূপ মহৎ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারে এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। ইহাই এশিয়ার মহত্ত্ব। অপর পক্ষে আমাদের ষ্টানফোর্ড (Standford) বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার অপরাপর স্থান অপেক্ষা শিক্ষার ব্যয় অল্প। সেখানে শিল্প শিক্ষার ব্যয় কিছুই নাই বলিলেই হয়। মিতব্যয়ি হইলে বাৎসরিক এক সহস্র টাকার অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জাপানে পঞ্চাশ ষাট টাকায় মাস চলিতে পারে। অতএব আমার বক্তব্য যাঁহারা সমর্থ, শিল্প শিক্ষার্থে যেন তাঁহারা আমেরিকায় গমন করেন। যাঁহারা ইহাতে অক্ষম জাপানই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক।"

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

কল্যাণবরেষু

তোমাদের এক পত্রে অনেক সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তবে সকলের বিশেষ সমাচার লিখ নাই।—র এক পত্রমধ্যে সে সিলোনে যাইতেছে সম্বাদ পাই।—যা করিতেছে, তাহাই আমার অভিমত তবে রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন নিজের নাম ঘোষণা করিতে নহে। চেলারা গুরুর নাম করে গুরু যা শেখাতে এসেছিলেন তাতে জলাঞ্জলি দেয় আর দলাদলি ইত্যাদি তার ফল। ** কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে, যাবৎ জ্ঞান না হয় তাবৎ কর্ম্ম। দলাদলি দল বাঁধা কূপমণ্ডূকের মধ্যে আমি নাই, আর আমি যেথায় থাকি। আমি একমাত্র কর্ম্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই। আমি বৈদান্তিক, সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান্ রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখ্‌তে পারছি না। অবতার মানে যাঁরা সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত—অবতার বিশেষত্ব আমি দেখ্‌তে পাচ্চি না—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম্ম—বাকি অধর্ম্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম্ম বাকি কুকর্ম্ম আর আমি কিছু দেখ্‌ছি না। অন্যবিধ তান্ত্রিক বা বৈদিক কর্ম্মে ফল থাকিতে পারে—কিন্তু তদবলম্বন কেবল বৃথা জীবনক্ষয়—কারণ, কর্ম্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকার মাত্রে ঘটে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা অসম্ভব। *** সমস্তই প্রত্যেকের আত্মাতে বর্ত্তমান, যে বলে আমি মুক্ত সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীনাহীনাভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", "অস্তি ব্রহ্ম বদসি চেদস্তি ভবিষ্যতি নাস্তি ব্রহ্ম বদসি চেৎ নাস্ত্যেব ভবিষ্যতি"। যে সদা আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে কোনও কালে বলবান্ হইবে না, যে আপনাকে

সিংহ জানে, সে "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"। দ্বিতীয়তঃ রামকৃষ্ণ পরমহংস কোনও নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে অর্থাৎ He was the embodiment of all the past religious thought of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant and the whole plan and scope of the old Shastras.

মিসনরি ফিসনরি এ দেশে বড় চৌল্‌লো না। এরা ঈশ্বরেচ্ছায় আমায় খুব ভালবাসে, কারুর কথায় ভোলবার নয়। এরা আমার ideas যেমন বোঝে, আমার দেশের লোক তেমন পাবে না এবং এরা বড় স্বার্থপর নয়। অর্থাৎ ঐ jealousy আর হামবড়া ভাবগুলো এরা কাজের বেলা দূর করে দেয়। তখন সকলে মিলে একজন কাজের লোকের কথামত চলে। তাইতেই এরা এত বড়। তবে এরা হচ্চে টাকা দেবতার জাত সকল কথায় পয়সা। আমাদের দেশের লোক টাকার বিষয়ে বড় উদার, এরা তত নয়। কৃপণ ঘরে ঘরে। ওটা ধর্ম্মের মধ্যে। তবে অন্যায় কর্ম্ম কর্লে পর পাদরিদের হাতে পড়ে। তখন টাকা দিয়ে স্বর্গে যায়। ওগুল সব দেশেই সমান—priestcraft. আমি কবে দেশে যাব কি না যাব কিছুই বল্‌তে পারি না। এখানেও ঘুরে বেড়ান, সেখানেও তাই, তবে এখানে হাজারও লোকে আমার কথা শোনে বোঝে—হাজারও লোকের উপকার হয়। সেখানে কি?

* * * মান্দ্রাজ ও বম্বেতে আমার মনের মত লোক অনেক আছে। তারা বিদ্বান্ এবং সকল কথা বুঝে এবং তারা দয়াল অতএব পরহিতচিকীর্ষা বুঝতে পারে। * * আমি বই টই কিছুই ছাপাই নাই, এখানে লেক্‌চার করে বেড়াই মাত্র। * * আমার জীবনের প্রতি দেখে আমার আপ্‌সোষ হয় না। দেশে দেশে কিছু না কিছু লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছি তার বদলে রুটীর টুকরা খেয়েছি। যদি দেখ্‌তুম যে, কোনও কাজ করি নি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তা হলে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তুম। যারা লোক-শিক্ষা দিতে আপনাদিগকে অযোগ্য মনে করে; তারা শিক্ষকের কাপড় পরে লোক ঠকিয়ে কেন খায়? ইতি

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ৮ই মাঘ রবিবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে শাস্ত্রাদি পাঠ, সঙ্গীত ও দরিদ্রসেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে।

আগামী ২২শে মাঘ রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাঘ মহোৎসব হইবে।

স্বদেশী আন্দোলনে আমরা আমাদের অভাব ও দুর্ব্বলতা বিশেষরূপেই বুঝিয়াছি। দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিধান করিতে হইলে শুধু ক্রেতাগণের স্বদেশপ্রিয়তা ও ত্যাগশীলতার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, ইহা আমরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। সস্তায় উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত করাই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা। সমবেত চেষ্টা ব্যতীত ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইহাতে অধিক সফলতার আশা করা যায় না। সমবেত চেষ্টার জন্য যে পরস্পর বিশ্বাস ও দলবন্ধন (Organization) আবশ্যক, ইহাও আর কাহারো বুঝিতে বাকি নাই। জড়বিজ্ঞানের রীতিমত সাধনা না হইলে আধুনিক সভ্য জগতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব, ইহাও আমরা বুঝিতেছি। জাতীয় উন্নতির জন্য অনেক জিনিষ আবশ্যক—আর তাহা ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছাসমাত্র লভ্য নহে, তাহাতে হৃদয়ের সহিত দৃঢ়ভাবে চেষ্টা আবশ্যক।

"বর্ত্তমান সমস্যা" প্রবন্ধে স্বামীজির জনৈক সেবক যে সকল বিষয় অবতারণা করিতেছেন, তাহা খুব সময়োপযোগী ও সারবান্ সন্দেহ নাই। আশা করি, তিনি এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করিবেন। স্বামীজির হৃদয়বত্তা ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সত্য। আমরা তাঁহার জীবনের দুই একটী ঘটনা বলিয়া তাঁহার কথার সমর্থন করিতে ইচ্ছা করি। এই মহাপুরুষের উচ্চ আদর্শ অনুসারে আশা করি, আমরা সকলে চলিতে চেষ্টা করিব।

চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় যোগদান করিয়া লাভের পর তথাকার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি অতি যত্ন ও সম্মানের সহিত স্বামীজিকে আপন আলয়ে লইয়া

রাখিলেন। রাত্রিতে শয়ন কক্ষে যাইয়া তাঁহার জন্য রচিত শয্যা দেখিয়া স্বামীজি অবাক্। পাশ্চাত্য দেশে যাইবার অগ্রে অজ্ঞাত ভাবে ভারত পর্য্যটন কালে অনেক রাজারাজড়ার আদর যত্ন পাইয়াছিলেন; ভারতের সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিকৃষ্ট লোকের অবস্থা তিনি বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন। কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব ভোগ বিলাস ও তৎসঙ্গে অদম্য কার্যকারিতা ভারতে দেখেন নাই। মহাপ্রদর্শনী দেখিয়াই তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়াই তাঁহার মনোমধ্যে ভারতের হৃদয়বিদারক দরিদ্রতার পার্শ্বে আমেরিকার সম্পদ ও সুখস্বাচ্ছন্দের চিত্র উদিত হইল। স্বামীজি চিন্তায় অভিভূত, নিদ্রা আসিল না,—চিন্তা গাত্রদাহে পরিণত হইল। অনেকক্ষণ সেই দেবদুর্লভ শয্যায় ছট্‌ফট্ করিলেন, অশ্রুজলে শয্যা ভিজিয়া গেল, তিনি ভূতলে পাপোশের উপর আসিয়া শয়ন করিলেন, এবং প্রাণের আবেগে বিশ্বজননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মা, আমরা এমন কি পাপ করেছি যে আমরা দুটো অন্নের জন্যে লালায়িত! আর এরা কি পুণ্য করেছে যে এদের এত সুখ এত ঐশ্বর্য্য। মা, তোর এ কি বিচার যে আমরা না খেতে পেয়ে লাখে লাখে মরে যাচ্ছি, আর এরা এক এক জন নিজের জন্যে কোটী কোটী টাকা জলের মত খরচ করচে?" এইরূপ নানা আর্ত্তিরোক্তি করিয়া রোদন করিতে করিতে ধূলি শয্যায় রাত্রি কাটিয়া গেল।

একবার আমেরিকায় একটা রাখালের দলে পরামর্শ করিল যে, স্বামী বিবেকানন্দকে অদ্ভুত লোক সকলেই বলে, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। স্বামীজির নিকট নিমন্ত্রণ আসিল, তিনি বক্তৃতা দিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলে পরিষ্কার কথা তাঁহাকে বলা হইল, তিনি সম্মত হইলেন। গোপপল্লির ময়দানে একটা কাষ্ঠের টব উবুড় করিয়া তাঁহার বেদী করা হইল। স্বামীজি তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। যখন বক্তৃতা জমিয়া আসিল, তখন হটাৎ গুড়ুম্ গুড়ুম করিয়া উপর্য্যুপরি বন্দুকের শব্দ আরম্ভ হইল। স্বামীজির কর্ণের পার্শ্বদেশ দিয়া সন্ সন্ শব্দে গুলির পর গুলি চলিতে লাগিল। স্বামীজির ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। রাখালবালকগণ স্বামীজির অকুতোভয়তা ও একাগ্রতা দেখিয়া সকলেই তাঁহার অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িল।

REGISTERED No. C 295.

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

IMPERIAL LIBRARY
19 MAR 1906
WRITERS BUILDINGS

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা	শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্	৩৩
২।	বর্ত্তমান সমস্যা	স্বামীজির জনৈক সেবক ...	৪৩
৩।	স্বামী বিবেকানন্দের পত্র	... ...	৫১
৪।	স্বর্গরাজ্য (কবিতা)	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী —	৫২
৫।	সংবাদ ও মন্তব্য	... ...	৫৪
৬।	ভারতে বিবেকানন্দ	... ...	৫৭

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের গলি, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। ১৫ই মাঘ, ১৩১৪ সাল

IMPERIAL LIBRARY

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গলা রাজযোগ	১৲
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	।৹	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	।৹
„ ভক্তিযোগ	।৹	„ কর্ম্মযোগ	।৶৹
„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹	„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹
„ বক্তৃতা ও পত্র	।৹	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
„ কথোপকথন	।৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত বড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেনিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।).

রাসমণীর দেবালয়ের উদ্যানে এখন যে স্থানে পঞ্চবটী আছে রামকৃষ্ণদেব যখন পূজায় ব্রতী হয়েন তখন সেই স্থানে একটী আমলকী বৃক্ষ ছিল, এবং সেইস্থানে একটী খাদ ও চতুর্দ্দিকে জঙ্গল ছিল। কেহ সেইজন্য ঐ স্থানে যাইত না। রামকৃষ্ণদেব সেই আমলকী বৃক্ষের তলায় নীচু স্থানটীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর উলঙ্গ হইয়া ধ্যান করিতেন; হৃদয় ইহা জানিতেন না। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে সন্ধ্যার পর দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইতেন না। একদিন রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, তুমি রোজ সন্ধ্যার পর কোথায় যাও?"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "ঐখানে একটা আমলকী গাছ আছে, তার তলায় বসে ধ্যান করি। সেখানে বস্‌লে আপ্‌নি ধ্যান হয়। আমার বোধ হয় সেখানে যে যা মনে কোরে ধ্যান করে তার তা সিদ্ধ হয়।"

এই কথা শুনিয়া হৃদয় সন্ধ্যার পর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, রামকৃষ্ণদেব যজ্ঞোপবীত ও পরিধেয় বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। হৃদয় এই দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "কি হচ্চে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে ন্যাংটা হয়ে বসেছ যে?"

রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "তুই জানিস্ নি। ঐ রকম করে ধ্যান করতে হয়। আমি এখনি আবার সব পরচি।" হৃদয়ের মনে হইল এই সকল পাগলের কার্য্য,—তাঁহার মাতুল কেন এরূপ আচরণ করিবেন? এই ভাবিয়া রামকৃষ্ণদেবকে ঐ প্রকার কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য নানা প্রকার তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় হৃদয় দূর হইতে তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার গায়ে ঢিলি নিক্ষেপ ও নানা প্রকার উৎপাত করিতেন। একদিন রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে বলিলেন, "তুই অমন করিস্ কেন? এইখানে বসে জপ কর।" হৃদয় কহিলেন, "আমি কি জপ করব?" তিনি আজ্ঞা করিলেন, "কালীনাম জপ কর।" তখন হৃদয় সেই স্থানে উপবেশন করিয়া কালীনাম জপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে হৃদয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,

"মামা, পুড়ে মলুম গো, আমার গায় কে তিন ঝুড়ী আগুন ঢেলে দিলে, জলে মলুম মামা, রক্ষা কর মামা, মলুম।" রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ ছিলেন কিছুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া "কি হয়েছে রে?" বলিয়া হৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিয়া দিলেন, হৃদয়ও শান্ত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যা, তোর অবিদ্যাপাশ পুড়ে গেল, আর তুই আমার সঙ্গে ওরূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করিস্ নি, এখন ক্রমে সব বুঝতে পারবি।" তদবধি হৃদয় পুনরায় ঐরূপ ব্যবহার করিতেন না; বরং রামকৃষ্ণদেব যখন যাহা করিতেন তাহার ভাব অল্প অল্প বুঝিতে পারিতেন, এবং তাঁহার সেবা করিতেন।

রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে নিয়মমত মা কালীর পূজা করিতে পারিতেন না। হৃদয় নিয়মমত পূজা করিতেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে পূজা করিতেন এবং পূজান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতেন আর আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। একদিন তিনি শ্যামার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে ঐরূপ গান করিতেছেন, এমন সময় রাণী রাসমণি তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব হঠাৎ গান বন্ধ করিয়া রাণীর পৃষ্ঠদেশে এক দৃঢ় চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ! এখানেও মোকদ্দমা?" রাণীর মন প্রকৃতই ভগবৎ বিষয়ে নিবিষ্ট ছিল না, তিনি একটী মোকদ্দমার চিন্তাই করিতেছিলেন। "রামকৃষ্ণ মনোভাব জানিতে পারেন?" ইহা দেখিয়া রাণী অবাক হইলেন! "রামকৃষ্ণ আমার প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন? নতুবা আমি মোকদ্দমা ভাবিতেছিলাম কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন? ইনি সাধারণ লোক নহেন,"—এই প্রকার চিন্তা করিয়া, রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। নিকটে তাঁহার যে সকল দাসদাসী উপস্থিত ছিল তাহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্পর্দ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং রাণী নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বলিতে লাগিল, "মা, ভট্‌চায্যি মশাই বড়ই অন্যায় ব্যাভার করেছেন।"

রাণী রাসমণী উত্তর করিলেন, "নারে, তোরা জানিস্‌নি, আজ মা কালী স্বয়ং আমাকে চড় মেরে জ্ঞান দিলেন, আজ আমার জ্ঞান হল, তোরা যা, এই সরবৎ আর জলখাবার ভট্‌চায্যি মশাইকে দিয়ে আয়।" এই বলিয়া স্বহস্তে মিছরির ও বেদানার সরবৎ প্রস্তুত করিয়া রামকৃষ্ণের সেবার্থে পাঠাইলেন।

হৃদয় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শ্যামার আরতি করিতেন, আর রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইয়া আরতি দেখিতেন। একদিবস সন্ধ্যার ঈষৎ পূর্ব্বে হৃদয় রামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন, "মামা চল, আরতি দেখবে চল।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যা তুই জানা, আমি যাব না!" হৃদয় পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না; আপনার ঘরে বসিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও গাঢ় অন্ধকার হইয়া আসিল। মন্দির মধ্যে হৃদয় একমনে ঘোরকপিণী শ্যামার আরাত্রিক করিতেছেন, এমন সময় মেদিনী কাঁপাইয়া ঘোর মেঘনাদে মন্দিরস্থ একটী কুটীরের উপর বজ্রাঘাত ও সেই শব্দে মন্দিরস্থিত একজন ভৃত্য মূর্চ্ছিত হয়। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার ঘরে বসিয়া কালী মন্দিরের দিকে দেখিতেছেন আর বলিতেছেন, "আমি কি করব? সব মার খেলা" আর খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছেন। মূর্চ্ছিত ভৃত্যের মস্তকে পাঁচ সাত কলসী জল দিবার পর সে সংজ্ঞা প্রাপ্ত ও সুস্থ হইল।

এই ঘটনার কিছু পরে, একদিন রামকৃষ্ণদেব যেখানে সন্ধ্যার পর যাইয়া ধ্যান করিতেন সেই স্থানটী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া হৃদয়কে কহিলেন "দেখ, ঐ খানে পঞ্চবটী করতে ইচ্ছে হচ্ছে কি করি বল্ দেখি?" হৃদয় কহিলেন, "এ ত সামান্য কথা এর জন্যে ভাব্‌না কি?" এই স্থানের নিকটেই একটা ক্ষুদ্র ডোবা ছিল, সকলে তাহাকে হাঁসপুকুর বলিত। এই কথার প্রায় একমাস পরে ঐ পুষ্করিণী ভাল করিয়া কাটান হয়। হৃদয় সেই মাটি দ্বারা খাদটী পূর্ণ করাইলেন, জঙ্গল পরিষ্কার করাইলেন এবং সেই স্থানে অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকীর চারা লাগাইয়া পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব স্বহস্তে কেবল মাত্র অশ্বত্থ বৃক্ষটী রোপণ করিয়াছিলেন। পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে গোলাকার করিয়া তুলসীর বেড়া লাগাইতে অনুমতি করিলে হৃদয় তাহাও করিয়া দিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থলে একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ভর্ত্তাভাবী নামক দেবালয়ের মালীকে দিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের কেয়ারী করা হইল। সেই বৃক্ষগুলি অল্প দিনের মধ্যে সতেজ হইয়া উঠিল এবং তুলসীগুলি এত বড় হইয়া উঠিল যে রামকৃষ্ণদেব তাহার মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিতেন কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। এইরূপে প্রত্যহ তথায় বসিয়া সন্ধ্যার পর ধ্যান করিতেন।

রামকৃষ্ণদেব সাধনার এই উন্মত্তাবস্থায় মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরে যাইয়া

কিছুদিন ধরিয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেন। এই সময়ে গ্রামস্থ প্রায় সকল লোকেই আসিয়া জাতি নির্ব্বিশেষে অন্নাদি ভোজন করাইয়া যাইত, তিনি কোন প্রকার আপত্তি করিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ তিনি বাতুল হইয়াছেন স্থির করেন। এই সকল লোকের কথায় তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী অত্যন্ত ভীতা হইয়া গ্রামস্থ একটী শিবালয়ে যাইয়া 'হত্যা' দিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন মহাদেব বলিতেছেন, "তোমার ছেলে রামকৃষ্ণ পাগল হবে কেন? তাতে যে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। তার জন্যে ভাব্‌ছ কেন?" স্বপ্নে শিবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধার মন অনেকটা শান্ত হইল।

রামকৃষ্ণ প্রায় প্রত্যেকবারই পানিহাটির মহোৎসব দেখিতে যাইতেন। এই সময়ে সেই উৎসব আরম্ভ হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয় সেবক হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া পানিহাটির মহোৎসব দেখিতে গেলেন। তথায় যাইয়া তিনি মণি সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়া আছেন, এদিকে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ সেইস্থানে আসিয়া তাঁহাকে না দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন, "এখানে কোন মহাপুরুষের আগমন হয়েছে?" এই কথা বলিতে বলিতে বৈষ্ণবচরণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে যথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসিয়াছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া বৈষ্ণবচরণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরে ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "ইনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণীর দেবালয়ে থাকেন।"

বৈষ্ণবচরণ কহিলেন, "তবে আমরা কলিকাতায় যাবার সময় ঐ স্থানে নেমে যাব।"

কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবচরণ পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া রামকৃষ্ণদেবকে লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে লইতে অনুমতি করিলেন এবং সেই অর্থে আম, চিড়া, মুড়কী ইত্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। হৃদয় ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলে পর, বৈষ্ণবচরণ ও অপরাপর সকলে মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া মহা আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার ভাব হইয়া পড়িলে, বৈষ্ণবচরণ সেই সকল ভোগের সামগ্রি হইতে কিঞ্চিৎ তাঁহার

মুখে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের তাহা গলাধঃকরণ হইল না, তিনি ভাবসমাধিস্থ রহিলেন, খাইতে পারিলেন না। বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য সকলে সেই প্রসাদ ধারণ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সেই দিবসই বাষ্পীয়-পোতযোগে কলিকাতায় আসিবার পথে দক্ষিণেশ্বরে নামিয়াছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব হওযায় সাক্ষাৎ হয় নাই। রামকৃষ্ণদেব আসিয়া শুনিলেন বৈষ্ণবচরণ আসিয়া চলিযা গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণদেবের উন্মত্ত ভাবের কথঞ্চিৎ সাম্য হইয়াছে বটে কিন্তু এক উপসর্গ উপস্থিত। গাত্রদাহ, এক মালসা 'আগুন' রাখিলে যেমন উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয, বুকের ভিতর সেই রূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। তাহা নিবারণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন কবিযাছিলেন কিন্তু কিছুতেই সেই দারুণ যন্ত্রণার উপশম হইল না। এই অবস্থায় তিনি এক দিন কামারপুকুরে যাইয়া উপস্থিত। তথায় জনসাধাবণে তাঁহাব অসাধাবণ ভাব বুঝিতে না পারিযা অনেকে স্থিব কবিলেন ইনি বায়ুবোগগ্রস্ত, আবার কেহ বা মনে করিলেন, হযত ইঁহাকে ভূতে পাইযাছে। চন্দ্রাদেবী নানালোকের নানাকথায় এবং পুত্রেরও ভাববৈলক্ষণ্য দেখিয়া স্থির করিলেন—রামকৃষ্ণ উপদেবতা-গ্রস্ত। তিনি এই স্থির কবিযা একজন প্রসিদ্ধ ওঝা ডাকাইলেন। কথিত আছে ওঝা চণ্ড নামাইলে পব ভূত রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "তোমাকে ত ভূতে পায নি, তুমি যে সাধু হবে. এত সুপুবি খাও কেন?" এই সময তিনি সত্যই সুপারি কিছু অধিক খাইতেন। গ্রামবাসীগণ ভূতের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করিলেন যে তাঁহাকে ভূতে পায নাই বটে, কিন্তু পাগল হইযাছেন। রামকৃষ্ণ এই ঘটনার অব্যবহিত পবেই দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গাত্র-দাহ নিবাবণের জন্য গঙ্গা মৃত্তিকা মাখিয়া গঙ্গার জলে সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কিছুতেই কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হইত না। অবশেষে বাবাসত নিবাসী শক্তিমন্ত্র উপাসক কানাইলাল ঘোষাল নামক এক জন মোক্তার তাঁহাকে একখানি কবচ লিখিয়া দেন, সেই কবচ ধারণ কবিযা যন্ত্রণা অনেক নিবাবণ হয।

ক্রমেই তাঁহার মনের আবেগ বাড়িতে লাগিল; সদাই আপনার

ভাবেই আছেন, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না, আপনার মনে যখন যাহা উদয় হয় তখনি তাহাই করেন, কখন নাট-মন্দিরে বসিয়া শ্যামা মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান, কখন বা সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ হইয়া ধ্যান; কখন উলঙ্গ হইয়া নৃত্য, কখন আপনার ভাবে আপনি হাস্য, কখন ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন, আবার কখন বা নানা পুষ্প চয়ন করিয়া আপনি আপনাকে পূজা করেন। এইরূপ ভাবে আছেন, এমন সময়ে এক দিন দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে নীলাম্বরা গজমতিভূষিতা সীতাদেবী তাঁহার নিকটে আসিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেন, এবং ঠিক সেই সময় একটা হনুমান হুপ্ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি হনুমানের ভাবে থাকিয়া ক্রমাগত 'রঘুবীর' 'রঘুবীর' করিতেন, ফল মূল ব্যতীত অন্য কিছুই আহার করিতেন না; আমূল তুলসী গাছ তুলিয়া রঘুবীরের পূজা করিতেন; এবং কখন কখন কাপড়ের লাঙ্গুল পরিয়া বট বৃক্ষের শাখায় বসিয়া বিকট চীৎকার করিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাসমণির দেবালয়ে সাধু সন্ন্যাসীর অনেক সমাগম হইত। এই সময়ে পঞ্চবটীর নিকট একদিন এক জটাধারী রামাৎসন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার নিকট একটি রামলালা ঠাকুর ছিল। তিনি সর্ব্বদা সেই ঠাকুরটীকে ক্রোড়ে বা বক্ষে করিয়া রাখিতেন। গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে কখন কখন চীৎকার করিয়া বলিতেন, "ওরে অত জলে যাস্‌নি ডুবে যাবি। আয় এইদিকে আয়"। স্নান করিয়া রামলালাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুষ্প চয়ন করিতেন, তাহার পর যখন পূজা করিয়া ভোগ দিতেন, তিনি প্রত্যক্ষ রামলালাকে আহার করিতে দেখিতেন। রামকৃষ্ণ এই জটাধারী সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং তিন দিবস সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিলেন। ইহার পরে জটাধারী রামলালাকে সেইরূপ আর প্রত্যক্ষ করিতেন না, রামলালা আর তাঁহার সঙ্গে থাকে না, ভোগ দিলে আর সে অন্ন আহার করিতে আইসে না, বরং সর্ব্বদাই রামকৃষ্ণের সঙ্গেই থাকে। জটাধারী ইহা দেখিয়া অতি বিষণ্ণ বদনে রামকৃষ্ণকে কহিলেন, "রামলালা আর আমার কাছে আসে না, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তবে আর আমি কার সেবা কর্‌বো"? এই বলিয়া তিনি রামলালা মূর্ত্তিটি রামকৃষ্ণকে প্রদান করিয়া

স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। অদ্যাবধি সেই রামলালা ঠাকুর রাণী রাসমণির দেবালয়ে আছেন এবং অদ্যাপিও তাঁহার রীতিমত নিত্যসেবা চলিতেছে।

রামকৃষ্ণ সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ হন, পৈতা ফেলিয়া দেন, কাপড়ের লাঙ্গুল পরিয়া বটবৃক্ষের শাখার উপর বসিয়া বিকট চীৎকার করেন; হলধারী এই সমস্ত দেখিয়া ভাবিতেন রামকৃষ্ণ পাগল, আবার কখন স্থির করিতেন ইনি কোন উপদেবতাগ্রস্থ, আবার কখন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হৃদয়কে অন্তরালে কহিতেন, "হৃদু, এ কাপড় ফেলে দেয়, পৈতে ফেলে দেয়, এ বড় দোষের কথা, কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, এ সেই ব্রাহ্মণের অভিমান ত্যাগ করতে চায়, এর এমন কি অবস্থা হয়েছে? তুমি একে বন্ধন দেও। তোমার কথা ও অনেক শোনে, তোমাকে অনেকটা মানে, যাতে পৈতে না ফেলে দেয় তা কর।" এই কথা বলিয়াই পুনর্ব্বার কহিলেন, "আচ্ছা হৃদু, তুমি কি এঁর ভেতর কিছু দেখেছ?"

হৃদয় উত্তর করিল, "মামা, তা না দেখ্‌লে কি আমি এত সেবা করি? আমি ইঁহার মলমূত্র হাত দিয়ে ফেলি, না দেখ্‌লে কি এ রকম সেবা করতে পারি? কৈ আর কারো ত এ রকম করি নি?"

হলধারী রামভক্ত। তিনি রামকৃষ্ণকে একদিন বলিলেন, "কালী তামস মূর্ত্তি তার আরাধনা কর্‌লে অধোগতি হয়। তুমি কেন কালীর আরাধনা কর?" রামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া কালীমন্দিরে যাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুই কি তামস?" তৎপরে তিনি জানিতে পারিলেন, না তামস নহে শুদ্ধ সত্ত্ব। তিনি এই কথা জানিয়াই হলধারীর অন্বেষণে গেলেন। হলধারী পূজা করিতেছিলেন এমন সময় রামকৃষ্ণ যাইয়া তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া কহিলেন, "তুই মাকে তামস বলিস্? মা কি তামস? মা যে শুদ্ধ সত্ত্ব" হলধারী তখন ফুলচন্দন লইয়া রামকৃষ্ণের পদে দিয়া পূজা করিলেন। এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব তৎপরে কহিলেন, "এর পরে তোমার আর এ সব মনে থাকবে না"। হলধারী বলিলেন, "থাকবে"। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "না তুমি সব ভুলে যাবে"। হৃদয় ইহা দেখিয়া হলধারীকে একদিন বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "মামা তুমি ওঁকে পূজা কর্‌লে কেন?"

হলধারী কহিল, "কি জানি হৃদু, আমাকে এমনি করে দিলে যে আমি সব ভুলে গেলুম। এঁর কাছে যখন থাকি তখন এঁর ভেতর ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখ্‌তে পাই।"

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"হলধারী বড় তার্কিক ছিল কিন্তু আমার সম্মুখে আমাকে কিছু বলিতে পারিত না, বরং আমার ভিতর ঈশ্বরের আবির্ভাব মানিত। কিন্তু যখন একেলা বসিয়া নস্য লইয়া বিচার করিত অথবা গীতা পাঠ করিত, তখন নিশ্চয় করিত যে আমাকে উপদেবতায় পাইয়াছে। আবার এক দিবস যখন দেখিল গাছের উপর উলঙ্গ বসিয়া আছি তখন পাকা ধারণা করিল যে আমাকে ব্রহ্মদৈত্যতে পাইয়াছে"।

দক্ষিণেশ্বরের জনসাধারণেও রামকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাকে বাতুল বলিয়া স্থির করিল। হৃদয় ভাবিলেন, তাঁহার মাতুলের যদি যথার্থই বায়ুরোগ হইয়া থাকে তবে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই স্থির করিয়া তিনি রামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া একদিন কুমারটুলির প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট গেলেন। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার লক্ষণাদি দেখিয়া মহানারায়ণতৈল মর্দ্দন ও চতুর্ম্মুখ বটীকা সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিছুদিন নিয়মমত সেই ব্যবস্থার অনুসরণ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যাইতেন। কিন্তু রোগের কিছু-মাত্রও উপশম হইল না। একদিন কবিরাজের নিকট উপস্থিত হইলে সেখানে অপর একজন কবিরাজ কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের লক্ষণাদি দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইঁনি কি কোন প্রকার যোগ অভ্যাস করেন?" হৃদয় কহিলেন "সাধনাদি করেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদকে কহিলেন "ইঁনি ত দেবোন্মাদ; ঔষধাদির দ্বারা আরোগ্য হবার নয়।" গঙ্গাপ্রসাদও তজ্জন্য ঔষধাদি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবও তদবধি আর ঔষধাদি ব্যবহার করিতেন না।

শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ ঠিক্ বুঝিয়া ছিল যে রামকৃষ্ণ সাধারণ পাগল নহেন, দেবোন্মাদ, ইহার আর চিকিৎসা কি হইতে পারে? এই রূপ উন্মত্ত অবস্থায় মাকালীর নিত্য পূজা তাঁহার দ্বারা অসম্ভবই হইয়া ছিল, কিন্তু তিনি স্নানের সময় যে দিন মনে হইল হয়ত সে দিন তর্পণ করি-লেন। এক দিন স্নানান্তে তর্পণ করিবার মানসে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া

গঙ্গোদক তুলিতে গিয়া অঙ্গুলিগুলি একেবারে এমন বাঁকিয়া গেল যে জল উঠিল না। পুনরায় অঞ্জলি করিয়া জল তুলিবার চেষ্টা করিলেন, পূর্ব্ববৎ অঙ্গুলি বাঁকিয়া সমস্ত জল পড়িয়া গেল। উপর্য্যুপরি চেষ্টা করিয়াও সেদিন তাঁহার আর তর্পণ করা হইল না। এরূপ এক দিন নহে, পরে তর্পণ করিবার জন্য অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জল তুলিতে গেলেই অমনি অঙ্গুলিগুলি বাঁকিয়া জল পড়িয়া যাইত, তর্পণ করা আর হইত না।"

এই সময়ে তাঁহার এমন একটী ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহার সম্মুখে কেহ ঘাসের উপর দিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার মনে হইত যেন তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যথার্থ বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গেলে যেমন যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে তাঁহার এই ভাবটী আন্দাজ ছয় ঘণ্টা কাল ছিল।

এই সময়ে বাহ্যিক পূজা ত্যাগ করিয়া মানস পূজা আরম্ভ করেন। মানস পূজা করিতে বসিয়াই তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মাকালীর নিকট প্রার্থনা করিতেন—"মা আমার জ্ঞান অজ্ঞান যাক্ মা, আমায় তুই শুদ্ধা ভক্তি দে মা।" এই রূপ প্রার্থনা ও মানস পূজা করায় তাঁহার ভাবের প্রগাঢ়তা এতই বাড়িয়া উঠিল যে একেবারে উন্মাদ, স্থির, বাহ্যশূন্য, সূর্য্যোদয়ের সময় হইতেই শিবনেত্র ও বাহ্যহারা হইতেন। সন্ধ্যার আরাত্রিকের শঙ্খ ঘণ্টা ও অন্যান্য বাদ্যের শব্দে ঈষৎ সহজাবস্থা পাইয়া অতি করুণ স্বরে কহিতেন, "আর একদিন গেল মা তবু তুই দেখা দিলি নি মা?"

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল রামকৃষ্ণ সেই একই ভাবে আছেন, অতি সামান্য আহার অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করান হইত। এই রূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইলে তাঁহার একটু সহজভাব আসিল। এই সময়ে তিনি হলধারীর চরিত্রসম্বন্ধে লোক মুখে নিন্দা শুনিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য হলধারীকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। হলধারী কিন্তু অতিশয় কুপিত হইয়া কহিলেন, "আমি তোর বড় ভাই, আমায় তুই এমন কথা বলিস্? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌বে।" তিনি হলধারীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু দুই তিন দিন পরে হঠাৎ তাঁহার তালু হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত স্রোত বহিতে লাগিল। রক্তের বর্ণ সবুজ, যেন সিম পাতার রস। সকলে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। রক্ত ক্রমে মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া ঘনীভূতাবস্থায়

রজ্জুবৎ নির্গত হইতে লাগিল। হলধারী পূজা করিতেছিলেন। তিনি এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "দাদা তোমার শাপ ফলে গেল এখন কি করি?" হলধারীও কাঁদিতে লাগিলেন; কোন উপায়ে রক্তস্রাব নিবারণ হয় না, সকলে আরও ভীত হইলেন।

ঘটনাক্রমে একজন সন্ন্যাসী দেবালয়ে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সম্বাদ পাইবামাত্র রামকৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিলেন। পরে কহিলেন, "ভয় নাই, রক্ত বন্ধ কর্‌বার চেষ্টা কোরো না। এতে তোমার মহা উপকার হয়েছে, তোমার সহস্রারে সুষুম্নামার্গ খুলে গেছে। রক্ত বেরিয়ে না গেলে যদি ঐ রক্ত মাথায় উঠে যেত তা হলে তোমার শরীর থাকতো না।" সাধুটীর ঐ আশ্বাস বাক্যে সকলের ভয় দূর হইল; কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার বক্ষের মধ্যদেশে রক্ত জমিয়া একটী গোলাকার ফোস্‌কার ন্যায় হইয়া উঠিল এবং ক্রমেই তাহা বাড়িতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেবের সেবক হৃদয় ভূকৈলাস হইতে এক জন বৈদ্য আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করান। কিছু দিনের মধ্যে সেই চিকিৎসাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

রামকৃষ্ণদেব ইতিপূর্ব্বে সমস্ত দিবাভাগে মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হইতেন আবার মধ্যে মধ্যে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেন; কিন্তু এই ঘটনার পরেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শিবনেত্র হইয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকিতেন, এবং তাঁহার দৃষ্টিও সূর্য্যাভিমুখী হইয়া তাহার গতির সঙ্গে ফিরিত। ইহার উপর দিবারাত্রে তিলার্দ্ধ সংজ্ঞা হইত না। তাঁহাকে আহার করান যায় না। সেই সাধুটী এই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, "এ অতি উচ্চ অবস্থা, কিন্তু আহার করাতে না পার্‌লে শরীর থাক্‌বে না।" তিনি নিরুপায় হইয়া রামকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে ক্রমাগত একটী কুলের আঘাত করিলে তাঁহার মন দেহেরপ্রতি ক্ষণিক নামিয়া আসিত, অমনি কিছু খাদ্য তাঁহার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিতেন, কিন্তু উহা দুই এক বার চর্ব্বণ করিয়াই পুনরায় সংজ্ঞাহীন হইতেন। পুনরায় পৃষ্ঠদেশে পূর্ব্ববৎ কুলের আঘাত করিলে তবে চর্ব্বণ করিতেন। এই হৃদয় বিদারক অনুষ্ঠান দ্বারা কথঞ্চিৎ আহার তাঁহার উদরস্থ হইত। এইরূপ অবস্থায় পূর্ণ এক বৎসর অতীত হয়।

বর্ত্তমান সমস্যা।

৪।

বিধিসঙ্গত আন্দোলন (Constitutional agitation) বয়কট (Boycott) ও ত্যাগ (Renunciation) জাতীয় উন্নতির এই ত্রিবিধ উপায় বিভিন্ন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইযাছে ও হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলন বা স্বদেশী শিল্প বিস্তারের চেষ্টা পূর্ব্বে যে আকারেই থাকুক, উহা এক্ষণে বয়কটেব উৎসাহেই শতগুণে প্রজ্বলিত হইযা উঠিযাছে এবং সেই কারণেই গভর্ণমেণ্টের প্রতিকুলতা পাইতেছে। শত শত মেমোরিয়াল অগ্রাহ্য করিযা গভর্ণমেণ্ট জনসাধাবণেব অপ্রীতিকব এই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদসাধন করাতে নেতৃগণ বিচলিত হইযা সহসা নিজেদেব বলাবল বিবেচনা না কবিয়া এই বয়কটের প্রস্তাব করেন। তাঁহাদেব প্রস্তাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে সমালোচিত হইলে তাঁহাবা নিজেদের ভ্রম বুঝিয়া সাময়িক বযকটেব পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ী স্বদেশী আন্দোলন নীতি অবলম্বন করেন। বক্তৃতা ও সভাসমিতিতে দেশ পূর্ণ হইল—বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই। বালকগণ যুবকগণ লোককে মিনতি করিযা, কোথাও বা মৃদু ভৎর্সনায সাধাবণ ক্রেতাকে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে নিষেধ করিতে লাগিল। উৎসাহের আতিশয্যে অনেক বিলাতী দ্রব্য ভস্মীভূত হইল। গভর্ণমেণ্ট কিছুদিন নীরব থাকিযা সার্কুলাবের পব সার্কুলার জারি করিযা ছাত্রদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। মিল, তাঁত প্রভৃতি নানা কথার আলোচনা হইল, জাতীয ভাণ্ডাবে অর্থসংগ্রহ হইল, রাখীবন্ধন হইল, ফিড্যারেশন হলের ভিত্তি হইল, বন্দে মাতরং রবে বঙ্গদেশ মুখরিত হইল, অনেক যুবক স্থানে স্থানে দেশী কাপড় প্রভৃতিব দোকান কবিলেন। কিন্তু যাহা অসম্ভব, তাহা হইল না। বাঙ্গালী একদিনে গভর্ণমেণ্টের বা সওদাগরআফিসের চাকবি, ওকালতী বা ডাক্তারি বা মাষ্টারি ছাড়িযা চট্ করিযা বড় ব্যবসাদাব হইতে পারিল না। ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছু নাই, যাঁহাবা আলাদিনের ল্যাম্প যোগে একদিনে প্রাসাদ সৃষ্টির কল্পনা করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই সাময়িক বাধাবিঘ্নে নিরুৎসাহ আসিতে পাবে, বুদ্ধিমান্‌গণ কিন্তু অবিচলিত।

যে বিষয়ে যে পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহার কার্য্যও ততটা পরিমাণ হইয়া থাকে, বেশীও নহে কমও নহে। পূর্ব্বে যে তিনটী উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু কার্য্যকারিতা আছে, কিন্তু প্রত্যেকটীই অসম্পূর্ণ, প্রত্যেক প্রণালীতেই কিছু না কিছু দোষ আছে। আজ ২১ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে—প্রতি বৎসরই বক্তাগণ মহারাণীর ঘোষণাপত্রের দোহাই দিয়া, ইংরাজজাতির সাম্য নীতির দোহাই দিয়া শাসনকার্য্যে উচ্চ উচ্চ অধিকার চাহিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে বলেন, আমরা এই রূপ আন্দোলন না করিলে যে সকল অনর্থ আমাদের ঘটিতেছে, তদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টপাত হইত। ইহা বলাও যা আর আমাদের এই মহাসমিতি বিফল হইয়াছে বলাও তাই। আজ কাল ইহার সহিত শিল্প প্রদর্শনীর সম্মিলন হওয়াতে ইহাতে সাধারণের অধিক সহানুভূতি হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ যদি এই কংগ্রেসের সহিত এক ধর্ম্মমহাসমিতির আয়োজন করা যায়, এবং তাহাতে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই মত আলোচনা করিবার অবসর দেওয়া যায়, তবে ইহাতে ক্রমশঃ সাধারণের অধিকতর সহানুভূতি হইবার সম্ভাবনা। তারপর আর এক কথা। বার্ষিক শারদীয়াপূজার ন্যায় কেবল ৩ দিন মাত্র ইহার কার্য্য হইলে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। দেশের সাধারণ লোক যাহাতে দেশের অবস্থা, রাজা প্রজার সম্বন্ধ, বিভিন্ন রাজবিধিতে আমাদের ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষরূপে বিজ্ঞপ্ত হয়, তাহার রীতিমত চেষ্টা আবশ্যক। আমাদের রাজনীতি বিষয়ক আলোচনাতে অনেক সময় প্রকৃত তথ্য সন্নিবেশ অপেক্ষা বাগাড়ম্বর ও অলঙ্কার প্রিয়তারই চাতুর্য্য দেখা যায়। নেতৃগণ অনেক সময় গভর্ণমেণ্টের তাড়া খাইয়া শক্তির বাহ্য প্রদর্শনই (demonstration) ভাল বাসেন, শক্তি সঞ্চয় কতটা হইল না হইল সে দিকে তত দৃষ্টি নাই। গভর্ণমেণ্ট বলিলেন, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে সর্ব্বসাধারণ বিচলিত হয় নাই, আমরা অমনি এক (mass meeting) করিয়া বহুলোক জড় করিয়া সেই সংবাদ গভর্ণমেণ্টের তরফে পেশ করিলাম। গভর্ণমেণ্ট বলিলেন,এ সকল সভা বালকগণের সভামাত্র, অমনি আমরা বালক-বিবর্জ্জিত ব্যবসায়িগণের এক সভা করিলাম। কেহ কেহ আবার আইনের বুট সূত্র ধরিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ অবৈধ প্রতিপন্ন করিলেন এবং সেক্রেটারী অব

ষ্টেট প্রভৃতিকে নালিশের ভয় দেখাইলেন। বিজ্ঞগণের এই সকল বালকোচিত চপলতা দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয় হয়। হে ভগবান্! কবে আমাদের মধ্যে একটু হুঁস আসিবে! আমরা নিজেদের অবস্থা নিজেরা বুঝিব ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে শিখিব!

২। বয়কট অর্থে বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পিকুলকে জব্দ করা। এই বয়কট চিন্তা সাময়িক ক্রোধোত্তেজনার চিহ্নমাত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, ইহাকে তদপেক্ষা কিছু গুরুতর ব্যাপার বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, প্রকৃত-পক্ষে বয়কট ইংরাজ বণিকদিগের স্বার্থে ঘা দিয়া তাহাদের দ্বারা পার্লিয়া-মেণ্টকে উত্তেজিত করিয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টামাত্র। এইভাবে গভর্ণমেণ্টকে আমাদের মনোমত কার্য্য সাধনে বাধ্য করা সম্ভব কি না, ইহা ঘোর সন্দেহের বিষয়। এটী যদি কর্ত্তব্যও হয়, তাহা হইলে প্রথম আমাদের বলাবল বুঝিয়া নিজদিগকে সবল করিয়া পরে শত্রুর দুর্গে আক্রমণ করা উচিত। ইহাকে একরূপ পরোক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সংঘর্ষ বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা যুদ্ধকার্য্যে যে সকল নীতিজ্ঞান, বলাবল প্রভৃতি আবশ্যক, ইহাতেও প্রায় তাহার সকলগুলিই আবশ্যক। কিন্তু এই বয়কট ব্যাপারে আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, আমরা বয়কট করি, আর গভর্ণমেণ্ট আমাদের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিয়া দিবেন। তৎপরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট পুলিস লাগাইলেন, গুর্খা আনাই-লেন, লিডারগণকে ষ্টীমারে আনিয়া ধমকাইলেন, স্পেশাল কন্‌ষ্টেবল করিলেন। আর আমরা? আমরা খবরের কাগজে—হে ইংরাজ ভাবিয়াছিলাম, তোমরা দেবতা, দেখিতেছি তোমরা তাহা নহ, বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিলাম। কেহ কেহ কন্‌ষ্টিটিউশনাল এজিটেশনের পুনরায় গুণগান আরম্ভ করিলেন, কেহ বা হতশ্বাস হইয়া যা অদৃষ্টে আছে বলিয়া বসিয়া পড়িলেন, কেহ বা এখনও 'বকাণ্ড প্রত্যাশায়' যুবরাজ ও নূতন লাট মিণ্টোর দিকে চাহিয়া আছেন! আমরা কৃতিত্ব দেখাইতেছি বটে!!! ইহা হইতে বয়কটের বিফলতা এবং আমাদের উহা করিতে অক্ষমতা প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলতা লাভও সাধন সাপেক্ষ।

আর এক উপায়ের কথা কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন—ত্যাগ। তাঁহারা সমগ্র ভারতবাসীকে স্বার্থত্যাগব্রতে দীক্ষিত হইতে আহ্বান করিতে-ছেন। হে ক্রেতৃগণ, বহুমূল্য আপাত মনোরম বিলাতি দ্রব্য ছাড়িয়া

অধিক মূল্য স্থায়ী স্বদেশীয় দ্রব্য গ্রহণকর। স্বদেশের কল্যাণ হইবে এবং দেশের শিল্পিকুল উৎসাহ পাইয়া পুরাতন শিল্পের উন্নতি বিধান করিবে ও নূতন শিল্পের সৃষ্টি করিবে। এইটীই প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলন। নানা-স্থানে সভাসমিতির বিপুল আযোজন হইযাছে, সকলকে শপথ করাইযা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ কবান হইয়াছে। স্থানে স্থানে জমিদার ও গণ্য মাণ্য ব্যক্তিগণ বা কোন প্রতিষ্ঠাবান্ সভাসমিতি স্থানীয দোকানদারগণকে নানা উপাযে বশীভূত কবিযা স্বদেশী প্রচলনের চেষ্টা কবিযাছেন।

এ কার্য্যটী মন্দ হয় নাই তবে ইহার স্থাযী ফললাভ কবিতে হইলে এই ত্যাগশক্তির একটা আধার আবশ্যক হয়। সমগ্র জাতি স্বদেশহিতৈষি-তার বলে কোন বিশেষ principle এর অনুবর্ত্তী হইতে পাবে না। সস্তা অথচ সুন্দর জিনিষে অধিকাংশ লোক আকৃষ্ট হইবেই হইবে। নেতৃগণ মনুষ্য স্বভাবের এই স্বাভাবিক ভাবটুকুর শক্তির পরিমাণ কেন যে বুঝিতে পারেন নাই, বলিতে পারি না। জোর করিযা অধিক দিন এ স্বদেশহিতৈষিতা রক্ষা করা যায় না। কার্য্যেও তাহাই দেখা যাইতেছে।

এই কারণেই আমাদের প্রস্তাব—এক দল স্বদেশাহিতব্রত ত্যাগী সম্প্র-দাযের গঠন। ইহাব সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিছু কিছু বলা হইযাছে। এ বিষযে একেবারে যে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই, তাহা নহে। ব্রতিসমিতি প্রভৃতি সংগঠিত হইযাছে। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যকলাপের এখনও বিশেষ কিছু পরিচয় পাওযা যায় নাই।

আমরা এই সম্প্রদাযের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কতক কতক আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। অসম্প্রদাযিক ধর্ম্মভিত্তিতে এই সম্প্রদাযের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। ইহার মূলমন্ত্র—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায চ'। ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগ ইহাব ভিত্তি। স্বদলকে দৃঢ় করা ও তাহাব বিস্তার প্রথম কার্য্য। সাধারণের জন্য কার্য্য প্রথম হইতেই কিছু কিছু আরম্ভ হইতে পারে, দলে অধিকসংখ্যক লোক হইলে ইহার বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য বিভিন্নরূপে আরম্ভ হইতে পারে। ইহার কতকগুলি কার্য্যেব মোটামুটি উল্লেখ করা যাই-তেছে। (১) পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম প্রচার, (২) ভারতে ধর্ম্ম প্রচার, (৩) তৎসঙ্গে বিদ্যাপ্রচার, (৪) শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার্থ পাশ্চত্যদেশে ছাত্রপ্রেরণ, (৫) তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া আসিলে তাঁহাদের বিদ্যা কাযে লাগাইবার জন্য

বিদ্যালয় ও কারখানা সমূহ স্থাপন, (৬) এই সকল কার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ। বড় বড় কাযের জন্য অর্থ সহজলভ্য হইবার জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সমবেত কার্য্যের জন্য যে পরিমাণে পরস্পর বিশ্বাস ও একত্র কার্য্য করিবার সহিষ্ণুতা আবশ্যক, প্রথমতঃ তাহা যাহাতে আসে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কোম্পানির কাগজে টাকা আবদ্ধ না করিয়া ধনিগণের টাকা ব্যবসায়ে খাটাইবার প্রস্তাব ও হইয়াছে- কিন্তু ধনিগণকে ঠিক ঠিক না বুঝাইতে পারিলে কোন কার্য্য হইবে না।

বাঙ্গালীরা তিনটী গুরুতর কার্য্যে এক্ষণে হাত দিয়াছেন। ১ম—ফিডারেশন হল, ২য়—জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, ৩য়—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। আমরা পূর্ব্বে যে দল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র এই ফিডারেশন হলে হইতে পারে। জাতীয় ভাণ্ডারের অর্থ ইঁহাদের ভরণপোষণে অনায়াসে ব্যয়িত হইতে পারে—কারণ, ইঁহারা জাতীয় উন্নতির জন্য সমুদয় ব্যক্তিগত উন্নতির চেষ্টাশূন্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মন্তব্য পাঠ করিলাম, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার কোন স্থান না দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। আমাদের জাতীয় যাহা কিছু, ধর্ম্মই তাহার মূল ভিত্তি। যেখানে তাহার স্থান নাই, সে বিদ্যালয় কার্য্যে পরিণত কতদূর হইবে, এ বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

সম্প্রতি সম্বাদপত্রে পাঠ করিলাম, কলিকাতা সমাজসংস্কারক-সভা সাধারণে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কতকগুলি কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবেন। খোস খবরের ঝুটাও ভাল। তাঁহারা যে প্রণালীই স্থির করিয়া থাকুন, ইহাতে কতকগুলি লোকের বিশেষ প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ আছে কি?

যতই এবিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা যায়, বর্ত্তমান সমস্যার এই এক মাত্র মীমাংসা বলিয়া বোধ হয় যে; কতকগুলি স্বার্থত্যাগী লোকের প্রয়োজন। পেশাদার লোকের এখন প্রয়োজন নাই। আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির দিকে আশাপূর্ণ নেত্রে তাকাইয়া আছি। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বিনী ভাষায় একবার বঙ্গীয় যুবকগণকে আহ্বান করিয়া বলি—

ভ্রাতৃগণ, লজ্জার বিষয় হইলেও ইহা আমরা জানি যে, বৈদেশিকগণ যে সকল প্রকৃত দোষের জন্য হিন্দু জাতিকে নিন্দা করেন, তাহার কারণ আমরা। আমরাই ভারতের অন্যান্য জাতির মস্তকে অনেক অশুচিত্ব

গালি বর্ষণের কারণ। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা ইহা সম্পূর্ণ জানিতে পারিয়াছি এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমরা শুধু আপনাদিগকেই শুদ্ধ করিব, তাহা নহে, সমুদয় ভারতকেই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত আদেশানুসারে জীবন গঠন করিতে সাহায্য করিতে পারিব। প্রথমে আইস, প্রকৃতি ক্রীতদাসের কপালে সদাই যে ঈর্ষ্যারূপ তিলক অঙ্কিত করেন, তাহা মোচন করি। কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইও না। সকল শুভকর্ম্মানুষ্ঠায়ীকেই সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক। ত্রিলোকীর প্রত্যেক জীবের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা প্রেরণ কর।

আমাদের ধর্ম্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য—যাহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাহার উপর দণ্ডায়মান হই আইস। সেই কেন্দ্রীভূত সত্য এই মানবাত্মা, অজ, অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত মানবাত্মা, যাঁহার মহিমা স্বয়ং বেদ প্রকাশ করিতে অক্ষম, যাঁহার মহিমার সমক্ষে অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র তারকা নীহারময় নক্ষত্রপুঞ্জ বিন্দু তুল্য। প্রত্যেক নরনারী, শুধু তাহাই নহে, উচ্চতম দেব হইতে তোমাদের পদতলস্থ ঐ কীট পর্য্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা, হয় উন্নত, নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নহে, পরিমাণ গত।

আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করিলে ভৌতিক উন্নতি হয়, চিন্তার উপর প্রয়োগ করিলে মনীষার বিকাশ এবং আপনার উপর প্রয়োগ করিলে মানুষকে ঈশ্বর করিয়া তুলে।

প্রথম আমরা ব্রহ্মত্ব লাভ করি আইস, পরে অপরকে ব্রহ্ম হইতে সাহায্য করিব। "আপনি সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর," ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। মানুষকে পাপী বলিও না, তাহাকে বল, তুমি ব্রহ্ম। যদিও শয়তান কেহ থাকে, তথাপি আমাদের ব্রহ্মকেই স্মরণ করা কর্ত্তব্য—শয়তানকে নহে।

যদি গৃহ অন্ধকার থাকে তবে সর্ব্বদা অন্ধকার অন্ধকার বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না। আলো লইয়া আইস। জানিয়া রাখ, যাহা কিছু অভাবাত্মক, যাহা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই নিযুক্ত, যাহা কিছু কেবল দোষদর্শনাত্মক তাহা চলিয়া যাইবেই যাইবে; যাহা কিছু ভাবাত্মক, যাহা কিছু গড়িতে চেষ্টা করে, যাহা কোন একটি সত্য স্থাপন করে, তাহাই অবিনাশী, তাহাই চিরকাল থাকিবে।

এস, আমরা বলিতে থাকি, "আমরা সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ আর আমরাই ব্রহ্ম, শিবোঽহং শিবোঽহং"—এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া যাই, চল। জড় আমাদের লক্ষ্য নহে, চৈতন্য। যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহাই নামরূপহীন সত্তার অধীন। শ্রুতি বলেন, ইহাই সনাতন সত্য। আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার আপনিই চলিয়া যাইবে। বেদান্তকেশরী গর্জ্জন করুক, শৃগালগণ তাহাদের গর্ত্তে পলায়ন করিবে। ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাক, ফল যাহা হইবার হউক। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ একত্রে রাখিয়া দাও; উহাদের মিশ্রণ আপনা আপনিই হইবে। আত্মার শক্তির বিকাশ কর, উহার শক্তি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দাও, যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আপনা আপনিই আসিবে।

তোমার আভ্যন্তরিক ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট কর, সমুদয়ই উহার চারিদিকে সামঞ্জস্যভাবে বিন্যস্ত হইবে। বেদে বর্ণিত ইন্দ্রবিরোচনসংবাদ * স্মরণ কর; উভয়েই তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে উপদেশ পাইলেন। কিন্তু অসুর বিরোচন তাঁহার দেহকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, ইন্দ্র কিন্তু দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিক আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তোমরা সেই ইন্দ্রের সন্তান, তোমরা সেই দেবগণের বংশধর। জড় কখন তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না, দেহ কখন তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না।

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর বেশসহায়ে; অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্ব্বল; বাস্তবিক, সেই আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। রামকৃষ্ণের শ্রীচরণের দেবস্পর্শে যে ঐ কয়েকটী মুষ্টিমেয় যুবকের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহারা আসাম হইতে সিন্ধু ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশামৃত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা পদব্রজে ২০০০০ ফুট উর্দ্ধবর্ত্তী হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছেন। তাঁহারা চীবরধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন। কত অত্যাচার তাঁহাদের উপর দিয়া গিয়াছে—এমন কি, তাঁহারা পুলিস দ্বারা অনুসৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অবশেষে

* ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষাংশ দেখ।

যখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নির্দ্দোষিতার বিষয়ে বিশেষরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে তাঁহারা বিংশতি জন মাত্র। কালই যেন এই সংখ্যা দ্বিসহস্রে পরিণত হয়। হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ, তোমাদের দেশের জন্য ইহা প্রয়োজন, সমুদয় জগতের জন্য ইহা প্রয়োজন। তোমাদের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মশক্তি জাগরিত কর; উহা তোমাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত উষ্ণ সমুদয় সহ্য করিতে সক্ষম করিবে। বিলাসপূর্ণ গৃহে বসিয়া, সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগে পরিবেষ্টিত থাকিয়া একটু সখের ধর্ম্ম করা অন্যান্যদেশের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের অস্থিমজ্জায় ইহা হইতে উচ্চতর ভাব জড়িত। সে সহজেই প্রতারণা ধরিয়া ফেলে। তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। মহৎ হও! স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। পুরুষ স্বয়ং জগৎসৃষ্টি করিবার জন্য, আপনার স্বার্থত্যাগ করিলেন, আপনাকে বলি দিলেন। তোমরা সর্ব্বপ্রকার আরাম, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নাম, যশ অথবা পদ, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞানরূপ শৃঙ্খলগঠিত এমন একটী সেতু নির্ম্মাণ কর, যাহার উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবন সমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকারী শক্তিকে একত্রীভূত কর। তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া যাত্রা করিতেছ, সে দিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাকা নীল, হরিত বা লোহিত, তাহা গ্রাহ্য করিও না, কিন্তু সমুদয় বর্ণ মিশাইয়া প্রেমরূপ শ্বেতবর্ণের তীব্র জ্যোতির প্রকাশ কর। আমাদের আবশ্যক—কার্য্য করিয়া যাওয়া—ফল যাহা, তাহা আপনা আপনি হইবে। যদি কোন সামাজিক নিয়ম তোমার ব্রহ্মত্বলাভের প্রতিকূল হয়, তাহা আত্মার শক্তির সম্মুখে আর টিকিবে না। আমি ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা দেখিতে পাইতেছি না, দেখিবার জন্য আমার আগ্রহও নাই। কিন্তু আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনামাতা আবার জাগরিতা হইয়াছেন, পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা হইয়া পুনর্ব্বার নবযৌবনশালিনী হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ সহকারে তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর"।

স্বামীজির জনৈক সেবক।

সমাপ্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত)

২০শে মে, ১৮৯৪।

প্রিয়—

আমি তোমার পত্র পাইলাম ও—আরোগ্য লাভ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমি তোমাকে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতেছি শুন। যখনই তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজে অথবা তোমাদের মধ্যে অপর কেহ তাহাকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিবে। ঐ-রূপে দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিবে ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করিবে যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। ইহাতে সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে না জানাইয়াও তুমি এরূপ করিতে পার। সহস্র মাইলের ব্যব-ধানেও এই কার্য্য চলিতে পারে। এইটী সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আর কখন অসুস্থ হইও না।

—তাহার কন্যাগণের বিবাহের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া এত অস্থির হইয়াছে কেন, বুঝিতে পারি না। সে নিজে যে সংসার পলায়নে ইচ্ছুক, তাহার কন্যা-গণকে সেই পঙ্কিল সংসারে নিমগ্ন করিতে চাহে!!! এ বিষয়ে আমার এক-মাত্র মত আছে—সম্পূর্ণ অসম্মতি ও ঘৃণা। বালক বালিকা যাহারই হউক না আমি বিবাহের নাম পর্য্যন্ত ঘৃণা করি। তুমি কি বলিতে চাও, আমি একজনের বন্ধনের সহায়তা করিব? যদি আমার ভাই আজ বিবাহ করে, আমি তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিব না। আমি এ বিষয়ে স্থিরসংকল্প।

এখন বিদায়—

তোমাদের

বি—

স্বর্গরাজ্য।

(১)

কে বলে স্বরগ রাজ্য ধরাযাঝে নয় ?
জ্যোতির্ম্ময় স্থান তাহা, মানব নযনে যাহা,
হেবিতে পাবে না কভু বিনে জ্ঞানোদয !
ইন্দ্রেব রাজত্ব তথা, নাহি শোক ভয ব্যথা,
অজর অমর স্থান সদানন্দময !
বহে তথা মন্দাকিনী, পবিত্র সে পযস্বিনী,
সুখে যাহে অবগাহে দেবতানিচয।
সদা ষড়ঋতু বয, সতত বসন্তোদয়,
দিবস যামিনী নাই—সম সমুদয।
অপ্সরী কিন্নরীগণ, কবে নৃত্য অনুক্ষণ,
পিককুল গায তথা কণ্ঠ মধুময !
স্বরগে নন্দনবন, অমব বাঞ্ছিত ধন,
নিত্য তাহে শোভে ফুল্ল পাবিজাতচয।
করিতে সে মধুপান, অলিকুল কবে গান,
মলয মাকত সদা ফুলমধু বয !
কামরতি দুযে খেলে, ছয বাগ সদা মেলে,
জ্ঞানীব নযনে তাহা সতত উদয !
মিলন আছে যে তথা, নাহি বিচ্ছেদের ব্যথা,
নিষ্কাম সকলি তাহা—বাসনাব ক্ষয।
তবে কি স্বরগ নাই ধবায নিশ্চয ?
এই ত অবনী'পরে, স্বরগ বিবাজ করে,
বিশ্বশিল্পী বিবচিত মানব-হৃদয !

(২)

জ্ঞানালোক জ্যোতি যাব, বিবেক বাসব,
প্রেম-ধাবা মন্দাকিনী, বিভু ভক্তি সঞ্চাবিণী,
ধৌত করে যাব জলে মন-কালি সব।
অপ্সরী কিন্নরী যথা, কবিতা কল্পনা তথা,
হেরিলে লাবণ্য যার হয় সুখোদ্ভব।

এ চিত্ত নন্দনবন, বিবুধ-বাঞ্ছিত-ধন,
আত্মা তাহে পারিজাত অমর বিভব!
মানস ভ্রমর হয়, আত্মায় নিহিত রয়,
বিভু-ভাব-রসে মজি করে "গুণ" রব!

(৩)

যদি ইহা স্বর্গরাজ্য ভবে না হইত?
এই সব পুণ্যকাজ, কে করিত ধরামাঝ,
কাহার বা পরদুঃখে করুণা উদিত?
কে জানিত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য কিবা পাপকর্ম্ম,
মানব পশুতে কিবা প্রভেদ থাকিত?
সনাতন ধর্ম্মতরে, প্রাণ দিয়ে অকাতরে,
কেবা বল ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিত?
ঘুচাতে বৈষম্যভাব, কর্ম্মযোগী অমিতাভ,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" স্থাপিতে পারিত?
যদি ইহা স্বর্গরাজ্য ভবে না হইত?

(৪)

ইহাই স্বরগ রাজ্য ধরণী ভিতর!
প্রেম ভক্তি মোক্ষ কাম, এ হৃদি সকল ধাম,
ইহাতেই গয়া কাশী আছে বিশ্বেশ্বর!
কর আত্মা জাগরণ, পাইবে অমূল্য ধন,
হইবে স্বরগ রাজ্য প্রত্যক্ষ গোচর।
প্রেম-মন্দাকিনী-নীরে, ডুবে যাও ধীরে ধীরে,
লভিতে পারিবে তবে শান্তির আকর!
অতীত বৈষম্য যত, কর সব অপগত,
স্নেহের নয়নে হের বিশ্বচরাচর!
ঘুচিবে সকল দুখ, পাইবে অমর সুখ,
সকলে সমান বোধ হবে ধরা'পর!
ইহাই স্বরগরাজ্য ধরণী-ভিতর।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক বিবরণী (১৯০৪ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯০৫ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসর সর্ব্বসমেত ৯২৫ জন নরনারী নানারূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯২৫ জনের মধ্যে ৫১৩ জন পুরুষ ও ৪১২ জন স্ত্রীলোক, এবং ৪২ জন মুসলমান ব্যতীত সকলেই নানাজাতীয় ও বিভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দু। ১৩৫ জন রোগী আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছেন, ৫১০ জন উপস্থিত হইয়া ঔষধ পথ্যাদি লইয়া গিয়াছেন ও ২৫২ জনকে তাঁহাদের বাটীতে গিয়া ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রোগিগণের মধ্যে অন্যান্য রোগ ব্যতীত ৪ জন ওলাউঠা ও ১২ জন প্লেগাক্রান্ত রোগীরও সেবা করা হইয়াছে।

সেবাশ্রম রামাপুরার পুরাতন বাটীতেই আছে। সেবকদিগের সাধ্যমত চেষ্টা দ্বারা ঐ বাটীতে যতদূর সম্ভব রোগিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে কিন্তু রোগীর সংখ্যাধিক্য হেতু স্থানাভাব বশতঃ সংক্রামক রোগিগণের সহিত অন্যান্য রোগিগণকে বাধ্য হইয়া এখনও একত্রই রাখা হইতেছে। সেবকগণের কার্য্য সম্বন্ধে এখনও অনেকেই অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়, নচেৎ সেবার্থ গৃহনির্ম্মাণকল্পে এখনও উপযুক্ত অর্থ উঠিল না কেন? ৺বারাণসীধামে কতদেশ হইতে কতলোক সমাগম হয় তাহা সকলেই জানেন। ৺দর্শন ভিন্ন বহু বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ জীবনের শেষকাল অতিবাহিত করিয়া ৺কাশীপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া বাস করেন। বহু শিক্ষার্থীও যে এখানে অবস্থান করেন, তাহাও বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইঁহাদের অনেকেরই অভিভাবক অথবা আত্মীয় কেহই না থাকায় তাঁহারা রোগাক্রান্ত হইলে বা তাঁহাদের কোন অভাব উপস্থিত হইলে কোনরূপ সাহায্য না পাওয়ায় ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। এইরূপ অধিকাংশ রোগীকে বারাণসীর সংকীর্ণ গলি হইতে সেবাশ্রমে আনিয়া ঔষধ পথ্যাদি ও সেবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ভিন্ন দরিদ্র গৃহস্থদের অভাব উপস্থিত হইলে তাঁহারা লজ্জা বশতঃ কাহাকেও উহা জ্ঞাপন না করিয়া যে

কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করেন ও অনেক সময়ে সহস্রদুঃখহারী মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শারীরিক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন, তাহা বলা বাহুল্য। সেবকগণ ইঁহাদের প্রত্যেকের বাটিতে গিয়া অভাব মোচনের বন্দোবস্ত করিয়া আসেন। কাহাকেও খাদ্য, কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও বা বস্ত্রাদি দিয়া থাকেন।

৺বারাণসীতে সর্ব্বসমেত ৩৬৫টি ছত্র ও কয়েকটি হাসপাতাল আছে বটে কিন্তু তাহাদ্বারা ঐ সকল অভাব মোচন হওয়া অসম্ভব। এই জাতি বর্ণ নির্বিশেষ সেবা সমগ্র ভারতের যে কত কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত ধারণা করা যায় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত গৃহ নির্ম্মাণ ফণ্ডে মোট ৬৬২৪৷৵০ আনা মাত্র উঠিয়াছে। বঙ্গদেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে এইরূপ কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত সাহায্য অবিলম্বেই হওয়া উচিত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও প্রায় ২০ হাজার টাকার আবশ্যক।

কাহারও সেবাশ্রম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ জানিবার ইচ্ছা হইলে তিনি এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ হোম অফ্ সার্ভিস, রামাপুরা, বেনারস সিটির ঠিকানায় লিখিতে পারেন। অর্থাদি সাহায্যও উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

ভাস্করানন্দ চরিত—কাশীর পরমহংস যতীন্দ্র শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দের জীবন চরিত। মূল্য ১৲ টাকা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও সোদপুর, ২৪পরগণার ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

পুস্তকখানি সচিত্র, ছাপাও সুন্দর। সাধু সন্ন্যাসীর জীবনী সম্বন্ধীয় এরূপ পুস্তকের প্রচার অতীব বাঞ্ছনীয়। পুস্তকখানি পাঠ করিলেই গ্রন্থকারের উদ্যোগ এবং আয়াসের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার শিষ্যের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে বর্ণিত কতকগুলি ঘটনা সাধারণের ধারণাতীত হইলেও পুস্তক খানি উপাদেয়।

গত ৪ঠা মাঘ বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম তিথি পূজা হইয়াছিল এবং ৮ই মাঘ রবিবার তদুপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র নানাবিধ মনোহর লতাপুষ্পে সজ্জিত করা হইয়াছিল। শাস্ত্রাদি পাঠ, সঙ্গীত এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজি সম্বন্ধীয় কথা সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। সমাগত ভদ্রলোক এবং দরিদ্র সকলকে অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি দ্বারা সেবা করা হয়।

গত ৮ই মাঘ রবিবার বাঙ্গালোরে মহা সমারোহে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে ৪ঠা মাঘ তিথিপূজা উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে চণ্ডীপাঠ গীতা হইতে ৩ অধ্যায় ও কঠোপনিষদের কিয়দংশ পাঠ করা হয়। স্বামীজির এক খানি বড় ফটো ফুল ও পত্রে সুসজ্জিত করিয়া হলে রাখা হয়। সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত এবং মিস্ ওয়াল্ডো লিখিত 'স্বামীজির আমেরিকায় অবস্থান' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়, তৎপরে ফল এবং পান সুপারি ইত্যাদি প্রসাদ বিতরিত হয়। রবিবার সাধারণ উৎসবের দিন প্রাতে ৯টার সময় ক্যান্টন্‌মেণ্ট বেদান্ত সোসাইটি হইতে ৭।৮ দল নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। দুইটি সুবৃহৎ ছত্রের নীচে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ও স্বামীজির ছবি লতাপুষ্প শোভিত করিয়া ধ্বজা ছত্র ও নানাবিধ বাদ্য সহকারে সংকীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে নীত হইয়াছিল। বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ দরিদ্রব্যক্তিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও তৎপরে ইংরাজী ও তামিল ভাষায় স্বামীজি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বক্সি মিঃ নরসিংহ আয়েঙ্গার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। তাঁহার বক্তৃতা বড়ই মর্ম্মস্পর্শিনী হইয়াছিল।

এবৎসর প্রয়াগে কুম্ভমেলা উপলক্ষে অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রিগণ সমাগত হইয়াছেন। এরূপ মহা জনতায় স্বাস্থ্যরক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট বহু পূর্ব্ব হইতেই নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও বিশেষ সুফল উৎপাদনে সক্ষম হন নাই। মেলায় ওলাউঠা ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সরকারি হাঁসপাতালটি অতীব সংকীর্ণ। পীড়িত যাত্রিগণের ঔষধ পথ্যাদির সমূহ অভাব। তাঁহাদের সেবার্থ কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে স্বামী কল্যাণানন্দ প্রয়াগে আসিয়াছেন। এরূপ বৃহৎকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। আশা করি, সর্ব্বসাধারণে ঔষধ পথ্যাদির জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া সাধুসন্ন্যাসী ও যাত্রিগণকে রক্ষা করিতে সত্বর হইবেন। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সাধু ক্যাম্প, এলাহাবাদ, এই ঠিকানায় পত্র ও সাহায্যাদি প্রেরণ করিতে পারেন।

গির্জ্জায় বা বৌদ্ধ মন্দিরেই উপাসনা করুক, জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতসারে সে তোমারই উপাসনা করিতেছে। যে কোন নামে যে কোন মূর্ত্তির উদ্দেশে যে ভাবেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা তোমারই পাদপদ্মে পৌঁছে, কারণ, তুমি সকলের একমাত্র প্রভু, সকল আত্মার অন্তরাত্মা স্বরূপ। জগতে কি অভাব, তাহা তিনি তোমা আমা অপেক্ষা অনেক ভালরূপ জানেন। সর্ব্ববিধ ভেদ তিরোহিত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান, উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। জগতে অনন্ত প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব সমূহ বিদ্যমান থাকিবেই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পরে বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। অতএব সেই মূল সত্য, আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবল মাত্র এখান হইতে—আমাদের মাতৃভূমি হইতেই—প্রচারিত হইয়াছিল। আর একবার ভারতকে জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে। কেন আমি একথা বলিতেছি? কারণ এই সত্য শুধু যে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থেই নিবদ্ধ, তাহা নহে। আমাদের জাতীয়সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখানে—কেবল এখানেই ইহা প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে আর চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্য্যে পরিণত করা হয় না। এই ভাবে আমাদিগকে জগৎকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। ভারত এতদপেক্ষাও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা দিতে সমর্থ বটে কিন্তু সেগুলি কেবল পণ্ডিতদের জন্য। এই শান্তভাব, এই তিতিক্ষা, এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য, এই সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাব রূপ মহান্ শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বজাতি সর্ব্ববর্ণ শিক্ষা করিতে পারে। "একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

কলম্বোর দেবমন্দিরে।

পরদিন রবিবারেও অনেক ব্যক্তি স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিলেন। স্বামীজিও সকলকে মধুর উপদেশ দানে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যাকালে স্বামীজি স্থানীয় মন্দিরে দেবদর্শনে যাত্রা করিলেন। অগণ্য ব্যক্তি তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামাইয়া গোলাপ জল ও

ইহার অভিমুখে ফিরিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

পুষ্পমাল্য দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া ফলোপহার দিতে লাগিল। স্বামীজির অভ্যর্থনার্থ স্থানীয় প্রথানুসারে তাঁহার যাইবার পথে প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর গৃহের দ্বারদেশই, বিশেষতঃ কলম্বোর তামিল পল্লীর মধ্যভাগে অবস্থিত চেকুট্টীটের প্রত্যেক গৃহদ্বার আলোকমালা ও ফলরাশিতে সুশোভিত হইয়াছিল। মন্দিরে পৌঁছিবামাত্র সমাগত জনগণ 'জয় মহাদেব' ধ্বনি করিয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিল। মন্দিরের পুরোহিতগণ ও সমাগত জনগণের সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া স্বামীজি মন্দির হইতে নিজ বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদের সহিত রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিলেন। সোমবার এখানে স্বামীজির আর একটী বক্তৃতা হয়।

কাণ্ডি।

কলম্বো হইতে স্বামীজির জাহাজে করিয়া বরাবর মান্দ্রাজে যাইবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সহর হইতে ক্রমাগত তার আসিতে লাগিল যে, আপনি একবার মাত্র পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। সকলের অনুরোধে স্বামীজি তাঁহার পূর্ব্ব অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া স্থলপথে ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ১৯শে মঙ্গলবার প্রাতে রেলযোগে কাণ্ডি যাত্রা করিলেন। কাণ্ডি সিংহলের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। কাণ্ডিনিবাসীরা দেবমন্দিরের চিহ্নিত পতাকা লইয়া জয় ও বাদ্য ধ্বনি সহকারে স্বামীজিকে একটী বাঙ্গালায় লইয়া গিয়া এক মনোহর অভিনন্দন প্রদান করিলেন।

অভিনন্দনের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও সহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনের পর স্বামীজি কাণ্ডি পরিত্যাগ করিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যাকালে মাতালে নামক স্থানে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।

জাফনাভিমুখে—অনুরাধাপুর।

বুধবার প্রাতে স্বামীজি প্রায় দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী জাফনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথের উভয়পার্শ্ব শস্যভারশ্যামলাঙ্গ হইয়া উজ্জ্বল শোভা ধারণে

যাত্রিগণের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে দাম্বুল নামক স্থান হইতে কয়েকমাইল গিয়াই গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে পথে প্রায় তিনঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। তৎপরে গোরুকট যোগে কানাহাড়ি ও তিনপানি হইয়া ধীরে ধীরে অনুরাধাপুরে পৌঁছিলেন। অনুরাধাপুর এক অতি প্রাচীন সহর। এখানে অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। সেই সকল দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইহা পৃথিবীর এক বৃহত্তম সহর ছিল। এখানে বৌদ্ধগণের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। যথা বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের একশাখা হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ, সেই সুপ্রাচীন যুগের স্থাপত্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এক প্রাচীন সরোবর, দাগোবা নামে বিখ্যাত প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধান বলে যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, তামিলগণের দ্বারা সিংহল আক্রমণের পর হইতে এই সকল দাগোবার মধ্যে পূর্ব্বকালীন বৌদ্ধগণের দ্বারা অধিকৃত রাশি রাশি মণি মুক্তা, হীরা, জহরৎ গুপ্তভাবে রক্ষিত রহিয়াছে।

এই বৃক্ষতলে প্রায় দুই তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে স্বামীজি 'উপাসনা' সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। তিনি ইংরাজীতে বলিতে লাগিলেন আর দ্বিভাষিগণ তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে অসার পূজাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বেদের উপদেশাবলি কার্য্যে পরিণত করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা বুঝাইয়া দিয়া এই বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রধান স্থানে তিনি বলিলেন, ঈশ্বরকে শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ অথবা যে নামই দাও না, তিনি সেই একই। এই কারণেই অপরের ধর্ম্মের প্রতি শুধু বিদ্বেষশূন্য হইলেই চলিবে না, উহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

জাফনার পথে—ভাভোনিয়া।

অনুরাধাপুর হইতে জাফনা ১২০ মাইল দূরবর্ত্তী। এদিকে পথও যেরূপ কদর্য্য, অশ্বগুলিও তদ্রূপ, সুতরাং অতি কষ্টে যাইতে হইল। কেবল পথের অপূর্ব্ব শোভায় এ কষ্ট তত গায়ে লাগিল না। যাহা হউক, পথে দুই রাত্রি কাহারও নিদ্রা হয় নাই। মধ্যে ভাভোনিয়া নামক স্থানের হিন্দুগণ স্বামী-

জিকে এক অভিনন্দন প্রদান করিল। ইহারা স্বামীজির দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়াছিল—তাহারা অভ্যর্থনায় বলিল, স্বামীজির মধুর স্বভাব, উদার ভাব ও নিঃস্বার্থতা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

জাফনা।

সংক্ষেপে ইহাদিগের অভিনন্দনের উত্তর দিয়া আবার সিংহলের শোভাময় জঙ্গলের মধ্য দিয়া জাফনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে সিংহল ও জাফনা দ্বীপের সংযোগসেতু 'হস্তী গিরিবর্ত্মে' স্বামীজিকে এক অভ্যর্থনা প্রদত্ত হইল। জাফনা সহর হইতে ১২ মাইল অগ্রে উক্ত সহরের গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে গাড়ী করিয়া সকলেই স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। জাফনা সহরের প্রত্যেক রাস্তা, এমন কি, প্রতি গৃহ নানারূপে শোভিত হইয়াছিল। সায়ংকালে যখন মশালের আলো জ্বালিয়া স্বামীজিকে হিন্দুকলেজের প্রাঙ্গনে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সেই দৃশ্য অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই স্থানে এক বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করা হইল—সমবেত লোকসংখ্যা ১০০০০ হইতে ১৫০০০ হইবে। এই অভিনন্দন পত্রের বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

জাফনাসহরবাসী আমরা হিন্দুগণ সিংহলে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ এই স্থানে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। লঙ্কাদ্বীপের এই অংশে পদার্পণ করিবার জন্য আপনাকে যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, আপনি তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীকার করাতে আমরা ধন্য হইয়াছি।

প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন। তখন জাফনায় তামিল রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা উঁহাদের ধর্ম্মের পোষকতা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের রাজ্য গিয়া পর্ত্তুগিজ ও ওলন্দাজের অধিকার হইল, তখন তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিতে লাগিল, প্রকাশ্যে পূজাপাঠ বন্ধ করিয়া

দিল এবং পবিত্র মন্দির সমূহ, এমন কি, এখানকার যে দুইটী মন্দিরের কথা বহুদূরব্যাপী ছিল, সেগুলিও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। ইহারা ক্রমাগত বলপূর্ব্বক আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না, তাহাই তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসে ধরিয়া রহিলেন। এই ধর্ম্মই আমরা তাঁহাদিগের নিকট মহামূল্য দায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে সেই ধর্ম্মের পুনরায় উন্নতি হইতেছে, শুধু ইহাই নহে, যে সকল মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল, সেই গুলির কিছু কিছু পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে, কতক কতক হইতেছে।

আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচার করিয়াছেন, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশবাসীকে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসমূহ জানাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা পাশ্চাত্যদেশকে প্রাচ্যভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থ-ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা এই সুযোগে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আরও এই জড়বাদ-সর্ব্বস্ব যুগে যখন সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার হ্রাস ও আধ্যাত্মিক সত্যান্বেষণে লোকের অরুচি, এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমাদের বহুতর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আপনি পাশ্চাত্যদেশবাসীকে আমাদের ধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্ত করিয়াছেন এবং তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের অন্তরে এই সত্য দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এমন সকল বিষয় হিন্দুদিগের দর্শনে রহিয়াছে। এই সকল কারণে আমরা যে আপনার প্রতি কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

বলাই বাহুল্য, আপনি যখন পাশ্চাত্যদেশে আমাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে-ছিলেন, তখন আমরা উৎসুক ভাবে আপনার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে-ছিলাম। আপনি যেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন এবং উহাতে সফলকামও হইতেছিলেন, তাহাতে আমরা অন্তরে অন্তরে পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলাম। পাশ্চাত্য দেশের যে সকল স্থান জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় সমুন্নত,

সেই সকল স্থানের সংবাদপত্র আপনার ও আপনার অমূল্য গ্রন্থরাশির যে গুণগান করিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, আপনার মহান্ ব্রত কিরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি যে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি যেমন বেদকে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূলভিত্তি স্বরূপ মনে করেন, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। আশা করি, আমরা আপনাকে বহুবার এখানে দেখিতে পাইব।

ঈশ্বর আপনার মহৎকার্য্যের সহায় হইয়া আপনাকে সফলকাম করিয়াছেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন স্বাস্থ্য ও বল দান করিয়া দীর্ঘকাল আপনাকে আপনার মহান্ ব্রতসাধনে নিযুক্ত রাখেন।

বশম্বদ

জাফনাবাসী সমগ্র হিন্দুগণের পক্ষ হইতে।

স্বামীজি এই অভিনন্দনের যে উত্তর দিলেন, তাহা অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। পরদিন (বুধবার) সন্ধ্যাকালে উক্তস্থানেই স্বামীজি 'বেদান্ত' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া গেলঃ—

জাফনায় স্বামীজির বক্তৃতা।

বেদান্ত।

বিষয় বৃহৎ কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত; একটী বক্তৃতায় হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি যত সহজ ভাষায় পারি বর্ণনা করিব। যে হিন্দু নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার এখন কিন্তু আর সার্থকতা নাই, কারণ, ঐ শব্দের অর্থ এই—যাহারা সিন্ধু নদের পারে বাস করিত। প্রাচীন পারসিকদিগের উচ্চারণবৈকল্যে এই সিন্ধু শব্দ হিন্দুরূপে পরিণত হইয়াছে; তাঁহারা সিন্ধুনদের পরপারনিবাসী সকল লোককেই হিন্দু বলিতেন।

হিন্দু।

এইরূপে হিন্দুশব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য এই শব্দ ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন ইহার আর সার্থকতা নাই; কারণ, বর্ত্তমান কালে সিন্ধুনদের পারবর্ত্তী সকলে আর প্রাচীন কালের মত এক ধর্ম্ম মানেন না।

সুতরাং ঐ শব্দে শুধু হিন্দুমাত্র বুঝায় না, উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন এবং ভারতের অপরাপর অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অতএব আমি হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে আমরা কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব? আমরা বৈদিক শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথবা বৈদান্তিক শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। জগতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্ম্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা অন্য কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষবিশেষের বাক্য সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি। পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদিগের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদসম্বন্ধে কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

বেদনামক শব্দরাশি পুরুষমুখনিঃসৃত নহে। উহার সন তারিখ এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কখনই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। আর আমাদের (হিন্দুদের) মতে, বেদ অনাদি অনন্ত। একটী বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বর নামক ব্যক্তির অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়; হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ কারণ, বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনই লিখিত হয় নাই, উহা কখনই সৃষ্ট হয় নাই, অনন্ত কাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। বেদ অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি (বিদ্ধাতুর অর্থ জানা)। বেদান্ত নামক জ্ঞানরাশি ঋষিনামধেয় পুরুষসমূহের দ্বারা আবিষ্কৃত। ঋষির অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন অথবা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র, ঐ ভাবরাশি অনন্তকাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল। ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্ত্তা।

বেদ।

ঋষি।

বেদনামক গ্রন্থরাশি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে নানাবিধ যাগযজ্ঞের কথা আছে; উহাদের মধ্যে

অধিকাংশই বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি এখনও কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান। কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয় গুলি যথা সাধারণ মানবের কর্ত্তব্য—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই সকল বিভিন্ন আশ্রমীর বিভিন্ন কর্ত্তব্য এখনও পর্য্যন্ত অল্প বিস্তর অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

বেদের দুই বিভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ্‌ই সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ।

দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানকাণ্ড আমাদের ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অংশ—উহার নাম বেদান্ত—বেদের শেষ ভাগ—বেদের চরম লক্ষ্য! বেদজ্ঞানের এই সার ভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব—যে কেহ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদ্ ভাগকে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহারা উপনিষদ্ নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই আমরা হিন্দু শব্দের পরিবর্ত্তে বৈদান্তিক শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। ভারতের সকল প্রাচীনপন্থী দার্শনিককেই বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে আর আজকাল ভারতে হিন্দুধর্ম্মের যত শাখাপ্রশাখা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, উহাদের উদ্দেশ্য যতই জটিল বোধ হউক না কেন, যিনি বেশ করিয়া উহাদের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, উপনিষদ্ হইতেই উহাদের ভাবরাশি গৃহীত হইয়াছে। এই সকল উপনিষদের ভাব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের খুব অমার্জ্জিত শাখাবিশেষেরও রূপকতত্ত্ব আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, উপনিষদে রূপকভাবে বর্ণিত তত্ত্ব সেই রূপকের দৃষ্টান্ত বস্তুতে পরিণত হইয়া ঐ সকল ধর্ম্মে স্থানলাভ করিয়াছে। উপনিষদেরই বড় বড় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি আজকাল স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের যত প্রকার পূজার যন্ত্র প্রতিমাদি আছে, সকলই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে, কারণ, বেদান্তে ঐগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ঐ ভাবগুলি জাতির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে যন্ত্র প্রতিমাদিরূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

REGISTERED No. C 293

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

IMPERIAL LIBRARY
19 MAR 1906
WRITERS BUILDINGS

সূচী।

	বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	স্বামী বিবেকানন্দের পত্র	...	...	...	৬৫
২।	ওঙ্কার মান্ধাতা	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিক		...	৭১
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা	শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্	...	...	৮২
৪।	সংবাদ ও মন্তব্য	...	...	...	৮৭
৫।	ভারতে বিবেকানন্দ	...	...	...	৮৯

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ১লা ফাল্গুন, ১৩১২ সাল।

IMPERIAL

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲ বাঁধান ১৷৹
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	৷৹	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৹
„ ভক্তিযোগ	৷৹	„ কর্ম্মযোগ	৷৵৹
„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹	„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹
„ বক্তৃতা ও পত্র	।৹	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
„ কথোপকথন	।৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

কল্যাণবরেষু

তোমাদের কয়েকখান পত্র পাইলাম।—প্রভৃতি যে ধুমক্ষেত্র মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুসি। ধুমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কম চল্‌বে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধুমক্ষেত্র মেচে যাবে 'বা গুরুকা ফতে'। আরে দাদা 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড় লোক তৈরি হয়ে যায়। * * মিসনরি ফিসনরির কি কর্ম্ম এ ধাক্কা সাম্‌লায়? এখন মিসনরির ঘরে বাঘ সেঁধিয়েছে—এখানকার দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পাদ্‌রিতে ঢের চেষ্টা বেষ্টা করলে। এ গিরিগোবর্দ্ধন টাল্‌বার যো কি? মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতির কর্ম্ম ফার্সি পড়া? ও সব চল্‌বে না, ভায়া কিছু চিন্তা কোরো না। সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে। আপনার কার্য্য করে চলে যাও—কারুর কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি? সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন বৈ পন্থা বিততো দেবযানঃ। * * সব হবে ধীরে ধীরে।

এ দেশের গরমির দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায়—আমিও গিয়াছিলাম। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাবার বড়ই বাতিক। ইয়াট বলে ছোট ছোট জাহাজ ছেলে বুড় যার পয়সা আছে, তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায় আর ঘরে আসে, খায় দায়—নাচে কোঁদে—গান বাজনা ত দিবারাত্র। পিয়ানোর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠাবার যো নাই।

ঐ যে হে—র ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। সে আর তার স্ত্রী বুড়োবুড়ি। তার দুই মেয়ে দুই ভাইঝি এক ছেলে। ছেলে রোজগার কর্ত্তে দোসরা যায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়—মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ী যায়। এরা বলে—

'Son is son till he gets a wife.
The daughter is daughter all her life.'

চারিজনেই যুক্তী—বে থা করে নি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম মনের মত বর চাই। দ্বিতীয়—পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় কর্‌বার চেষ্টা করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম কর্ত্তে কর্ত্তে একটা লড় হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ—তবে হে—র মেয়েরা রূপসী, বড় [redacted]ষের ঝি, ইউনিভার্সিটি গার্ল—নাচ্‌তে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া—ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না—তারা বোধ হয় বে থা কর্‌বে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগিরি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত। মেয়ে দুটীর চুল সোনালি অর্থাৎ ব্লণ্ড আর ভাইঝি দুটী Brunette অর্থাৎ কালচুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ এরা সব জানে। ভাইঝিদের তত পয়সা নাই—তারা একটা Kindergarten School করে—মেয়েরা কিছু রোজগার করে না। এদের দেশের অনেক মেয়ে রোজগার করে। কেউ কারুর উপর নির্ভর করে না। কোটপতির ছেলেও রোজগার করে তবে বে করে আর আপনার বাড়ী আলাদা করে থাকে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়ীতে। আমি যেখানেই কেন যাই না, তারা সব ঠিকানা করে। এ দেশের ছেলেরা ছোট বেলা থেকেই রোজগার কর্ত্তে যায়, আর মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেখে—তাইতে করে একটা সভায় দেখ্‌বে যে 90 per cent মেয়ে। ছোঁড়ারা তাদের কাছে কল্‌কেও পায় না।

এদেশে ভূতুড়ে অনেক। Medium হল যে ভূত আনে। মিডিয়ম একটা পরদার আড়ালে যায় আর পর্দ্দার ভেতর থেকে ভূত বেরুতে আরম্ভ করে বড় ছোট হর রঙ্গের। আমি গোটাকতক দেখ্‌লাম বটে, কিন্তু ঠগ্‌বাজি বলেই বোধ হল। আর গোটাকত দেখে তবে ঠিক সিদ্ধান্ত কোর্‌বো। ঘরে ভূতুড়েরা আমাকে অনেকে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দোসরা হচ্ছেন ক্রশ্চিয়ান সায়ান্স—এরাই হচ্ছে আজকালকার বড় দল সর্ব্ব ঘটে। বড়ই ছড়াচ্ছে—গোঁড়াদের বুকে শেল বিধ্‌ছে। এরা হচ্ছে বেদান্তী অর্থাৎ গোটাকত অদ্বৈতবাদের মত যোগাড় করে তাই বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর সোঽহং সোঽহং বলে রোগ ভাল করে দেয়—মনের জোরে। এরা সকলেই আমাকে বড় খাতির করে।

আজকাল গোঁড়াদের ত্রাহি ত্রাহি এদেশে। Devil worship আর বড় একখানা চল্‌ছে না। আমাকে তারা যমের মত দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, রাজ্যির মাগিমদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে—গোঁড়ামীর জড় মারবার জোগাড়ে আছে! আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিব্‌বার নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিক্‌লে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনেরা খুব টের পাচ্ছেন।

খিওসফিষ্টদের জোর বড় একটা নাই। তবে তারাও গোঁড়াদের খুব পিছু লেগে আছে।

এই কৃশ্চিয়ান সাষাঙ্গ ঠিক আমাদের কর্ত্তাভজা। বল্ রোগ নেই—বস্ ভাল হয়ে গেল আর বল সোঽহং বস—চুটি, চরে খাওগে। এদেশ ঘোর Materialist—এই কৃশ্চিয়ান দেশের লোক—বেশ ভাল কর, আজগুবি কর, পয়সার রাস্তা হয়, তবে ধর্ম্ম মানে—অন্য কিছু বড় বোঝে না। তবে কেউ কেউ বেশ আছে। যত দুষ্ট মিসনরিরা তাঁদের ঘাড় আর ভাঙ্গে তাদের পাপ মোচন করে। তার উপর এদেশের পাদ্‌রিদের আর এক রোগ আছে। ঐ যে পাদ্‌রিদের দেখ্‌ছ, ওরা বড় জিতেন্দ্রিয় নয়। প্রথম প্রথম মাগীগুলো আমাকে ঘেঁকে ধর্ত্ত, লভ কর্ত্তে আসত, তার পর রেগতিক দেখে ক্রমে ক্রমে সরে পড়্‌লো। তারা বলে, এমন ত দেখি নি। আমি বলি, তোদের পাদ্‌রিরা ধর্ম্মের কি ধার ধারে? ওরা ব্যবসাদার। তাইতে করে যদিচ পয়সা কড়ি বড় পায় না, তবু এরা এক নূতন ডোলের মানুষ দেখেছে। গোঁড়াদের পর্য্যন্ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। আর এখন সকলে বড়ই ভক্তি কচ্ছে। বাবা, ব্রহ্মচর্য্যের চেয়ে কি আর বল আছে?

আমি এখন মাদ্রাজিদের Address যা এখানকার সব কাগজে ছেপে ধুমকেতু মেচে গিয়েছিল, তারই জবাব লিখতে ব্যস্ত। যদি সস্তা হয় ত ছাপিয়ে পাঠাব, যদি মাগ্‌গি হয় ত Type writing করে পাঠিয়ে দিব। তোমাদেরও এক কাপি পাঠাব—ইণ্ডিয়ান মিরারে ছাপিয়ে দিও। এদেশের অবিবাহিতা মেয়েরা বড়ই ভাল, তারা ভয় ডর করে। * * * এরা হল বিরোচনের জাত। শরীর হল এদের ধর্ম্ম, তাই মাজা, তাই ঘসা—তাই নিয়ে আছে। নখ্ কাটবার হাজার যন্ত্র, চুল কাট্‌বার দশ্ হাজার আর কাপড় পোষাক গন্ধমলার ঠিক ঠিকানা কি! * * এরা ভাল মানুষ,

দয়াবান্, সত্যবাদী সব ভাল, কিন্তু ঐ যে "ভোগ." ঐ [illegible] ত্যাজ্যম্। টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যের ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

অদ্ভুত তেজ আর বলের বিকাশ—কি জোর, কি কার্য্যকুশলতা, কি ওজস্বিতা। হাতীর মত ঘোড়া বড় বাড়ীর মত গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্চে। এইখান থেকেই সুরু ঐ ঢোল সব। মহাশক্তির বিকাশ—এরা বামাচারী। তারই সিদ্ধি এখানে, আর কি। যাক্—এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা। আমাকে যেন বাচ্চাটীর মত ঘাটে মাঠে দোকান হাটে নিয়ে যায়। সব কায করে—আমি তার সিকির সিকিও কত্তে পারি নি। এরা রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা এদের পূজা কল্লে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি করে মর্ত্তে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে মরব। তবে তোদের দেশের লোক মানুষের মধ্যে হবে। তোদের পুরুষগুলো এদের মেয়েদের কাছে ঘেঁসবার যুগ্যি নয়—তোদের মেয়েদের কথাই বা কি! হরে হরে আরে বাবা, কি মহাপাপী। ১০ বৎসরের মেয়ের বে দেয়। হে প্রভু, হে প্রভু। কিমধিকমিতি।

আমি এদের এই আশ্চর্য্যি মেয়ে দেখি। এ কি মা জগদম্বার কৃপা। একি মেয়ে রে বাবা! মদ্দগুলোকে কোণে ঠেলে দেবার যোগাড় করেছে। মদ্দগুলো হাবুডুবু খেয়ে মচ্চে। মা তোরি কৃপা। * * মেয়ে পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়বো। বাবা, আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে না কি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। শরীরাভিমান ছেড়ে দাঁড়াও। বল অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল। সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে, ওরে, নেই নেই বলে কি কুকুর বেরাল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুন্‌লে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ঐ যে দীনাহীনা ভাব ও হোলো ব্যারাম—ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার। ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং সমতা সর্ব্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণং। অস্তি অস্তি অস্তি সোঽহং সোঽহং চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদির কেশরী। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

Avalanche (১) এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাগ্ চড় চড় করে, হর, হর মহাদেব। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং।

* * * এমন দিন কি হবে যে পরোপকারায় জান যাবে? দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরি করেন—এই হয়ে আসছে চিরকাল—একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায় আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু এবমস্তু শিবোঽহং শিবোঽহং।

মান্দ্রাজে হুজুক খুব মেচেছে, ভাল কথা বটে।

* * * * তোমাদের একটা কি না কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর? সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে, কাউকে চটাতে হবে না। All the powers of good against all the powers of evil—এই হচ্ছে কথা। Do not insist upon everybody's believing in our Guru. * * একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit কর্ত্তে হবে, আদ্ধেক বাঙ্গালা আদ্ধেক হিন্দী—পার ত আর একটা ইংরাজীতে। যেখানে যাবে, সেইখানেই একটা permanent টোল্ পাঁতে হবে। তবে লোক change হতে থাকিবে। আমি একটা পুঁথি লিখ্‌ছি—এটা শেষ হইলেই এক দৌড়ে ঘর আর কি। * * সর্ব্বদা মনে রেখ যে পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—নামের বা মানের জন্য নয়। তিনি যা শেখাতে এসেছিলেন, তাই ছড়াও। তাঁর নামের দরকার নাই—তাঁর নাম আপনা হতে হবে। 'আমার গুরুজীকে মান্‌তেই হবে' বল্‌লেই দল বাঁধবে—আর সব ফাঁস হয়ে যাবে—সাবধান! সকলকেই মিষ্টবচন—চট্‌লে সব কাজ পণ্ড হয়। যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নাই। বলে একে বিশ্বাস কর ওকে বিশ্বাস কর—বলি প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself—all power is in you—be conscious and bring it out—বল আমি সব কর্ত্তে পারি। "নেই নেই বল্‌লে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।" খবরদার! No নেই নেই, বল হাঁ হাঁ 'সোঽহং সোঽহং।'

কিরাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্ব্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভবদং স্বরূপং।

(১) যে বৃহৎ বরফরাশি পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া যায়।

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ং কদাচিৎ ॥ (১)

মহা হুহুঙ্কারের সহিত কার্য্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কোর সাধ্য বাধা দেয়? কুর্ম্মস্তারকচর্ব্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামঃ বল্লাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্?—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্। (২) ডর? কার ডর? কাদের ডর?

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়াজনাঃ
নাস্তিক্যাস্ত্বিদন্ত অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়াঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যাস্ত্বিদন্ত চিহ্নমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥
পীত্বা পীত্বা পবনমমৃতং বীতসংসারবরাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিনীং স্বার্থসিদ্ধিং।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা গুরুবরপদং সর্ব্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকলভুবনম্ পাতুমামন্ত্রয়ামঃ ॥
প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্ত প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্বলং।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনাবাপণানাং।
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রং ইদং ভো ॥ (৩)

---

(১) হে সখে, তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমাতেই ত সব শক্তি রহিয়াছে। হে ভগবন্, তোমার ঐশ্বর্য্যশালী স্বরূপ প্রকাশ কর। এই ত্রিভুবন সমস্তই তোমার পাদমূলে। জড়ের, কোন ক্ষমতা নাই—আত্মারই শক্তি প্রবল।

(২) তারকা চর্ব্বণ করিব, ত্রিভুবন বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।

(৩) দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে, তাহারা কাতর হইয়া সকরুণভাবে বলে আমরা ক্ষীণ ও দীন, ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত হইব, তখনই ভয়শূন্য হইয়া আমরা বীর হইব। আমরা রামকৃষ্ণদাস।

সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া পবনামৃত পান করিতে করিতে সর্ব্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া তাহাদিগকে ঐ অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি।

অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতা যাহাতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা পার্থিব নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের অবতারগণের প্রাণসারের দ্বারা পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্রস্বরূপ দেহ ধারণ করিয়াছেন।

ইংরেজি লেখাপড়া জানা Youngmenদের ভিতর কার্য্য করতে হবে। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'। ত্যাগ ত্যাগ—এইটী খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না। * * *

—অত ভুগ্‌ছে কেন? দীনা হীনা ভাবের জ্বালায়। ব্যাম ফ্যাম সব ঝেড়ে ফেলে দিতে বল—এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যাম ফ্যাম সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যামো ধরে না, কি? ছুট্! ঘণ্টাভর বসে ভাবতে বল,—আমি আত্মা—আমাতে আবার রোগ কি? সব চলে যাবে। তোমরা সকলে ভাব—আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। কিসের দীনাহীনা? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? দীনাহীনা ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করে দিকি। সব মঙ্গল হবে। No negative, all positive, affirmative. I am, God is, everything is in me. I *will* manifest health, purity, knowledge, whatever I want, আবে, এরা ম্লেচ্ছগুলো আমার কথা বুঝ্‌তে লাগ্‌লো আর তোমরা বসে দীনাহীনা ব্যামোয় ভোগো? কার ব্যামো—কিসের রোগ? ঝেড়ে ফেলে দে! * * বীর্য্যমসি বীর্য্যং বলমসি বলম্ ওজোঽসি ওজো সহোঽসি সহোময়ি দেহি। রোজ ঠাকুর পূজার সময় যে আসনপ্রতিষ্ঠা—আত্মানং অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ—ওর মানে কি?. বল—আমার ভেতর সব আছে—ইচ্ছা হলেই বেরুবে। তুমি নিজের মনে মনে বল—আত্মা,—তারা পূর্ণ, তাদের আবার রোগ কি? বল ঘণ্টাখানেক দুচারিদিন। সব রোগ বালাই চুর হয়ে যাবে।

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

ওঙ্কার মান্ধাতা।

(শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক।)

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমরেশ্বরম্।
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।

বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে।
সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘুস্থণেশং শিবালয়ে॥ *
(শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।)

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে নর্ম্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কারনাথের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সরিদ্বরা নর্ম্মদা, মেকলাচল বা অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া মধ্য ভারতের বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম সাগরে ভরুচো (Broach) সহরের নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। নর্ম্মদার দক্ষিণ তটস্থিত পর্ব্বতকে বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং বামতটস্থিত পর্ব্বতকে ঋক্ষবান্ পর্ব্বত বলে। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই বিন্ধ্য পর্ব্বতে পূর্ব্বে ও জাতির বাস ছিল এবং এখনও জব্বলপুরের নিকট গোণ্ডদিগের রাণী দুর্গাবতীর কেল্লা বর্ত্তমান। এই বিন্ধ্য পর্ব্বত এক সময় সুমেরু পর্ব্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া নিজ দেহ উন্নত করিতে আরম্ভ করেন। বিন্ধ্য ক্রমে আকাশমার্গ অবরোধ করিয়া ভগবান্ সূর্য্যের গতি রোধ করিলে, দিবা ও রাত্রির বিভাগ লোপ পাওয়ায়, জগৎসংসার বিচলিত হইয়া উঠিল। শেষে দেব ও মহর্ষিগণ বিন্ধ্যের গুরু মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শিষ্যের বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে, অগস্ত্য জগতের হিতার্থ নিজ শিষ্য বিন্ধ্যের নিকট গমন করিলেন। বিন্ধ্য নিজ গুরুকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে, অগস্ত্য শিষ্যকে নিজ প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিতে আজ্ঞা দিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। তদবধি অগস্ত্য দক্ষিণ দেশে গোদাবরীর তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি আর বিন্ধ্যের নিকট ফিরিয়া না আসায় বিন্ধ্য পর্ব্বত তদবস্থায়ই রহিল, এ কারণ বিন্ধ্য পর্ব্বত অধিক উচ্চ নহে।

মধ্য ভারতের আধুনিক নিমার জেলার অন্তর্গত নর্ম্মদার দক্ষিণ তটে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপর ওঙ্কারমূর্ত্তিধারী মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। পূর্ব্বে এই স্থানে যুবনাশ্ব তনয় মান্ধাতার রাজধানী ছিল বলিয়া এই স্থানের নামও

* (১) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, (২) শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, (৩) উজ্জয়িনীতে মহাকাল, (৪) নর্ম্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কার, (৫) হিমালয়ে কেদার, (৬) ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, (৭) বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, (৮) গৌতমীতীরে ত্র্যম্বক, (৯) চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ, (১০) দ্বারকায় নাগেশ, (১১) সেতুবন্ধে রামেশ্বর, (১২) শিবালয়ে ঘুস্থণেশ।

মান্ধাতা বা ওঙ্কার মান্ধাতা। মান্ধাতার প্রাচীন নাম বৈদূর্য্য শৈল ছিল। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে লিখিত আছে, রাজা মান্ধাতা ওঙ্কারনাথের নিকট এই পর্ব্বতের নাম পরিবর্ত্তন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে, ওঙ্কারনাথ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তদনুযায়ী রাজা মান্ধাতা বৈদূর্য্য শৈলের পরিবর্ত্তে নিজ নামানুসারে মান্ধাতা নাম রাখিলেন। রাজা মান্ধাতার পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। সরিদ্বরা নর্ম্মদা পুরুকুৎসের পত্নী ছিলেন। এখনও এই স্থানে পর্ব্বতের উপর মান্ধাতা ও মুচুকুন্দের পুরাতন কেল্লা দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা মুচুকুন্দ এখানে স্থানের অল্পতা হেতু, পরে মাহিষ্মতী নামক পুরী নির্ম্মাণ করেন। হরিবংশে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজর্ষি মুচুকুন্দ স্বীয় পুরী নির্ম্মাণ স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে নর্ম্মদা নদী তীরে বিন্ধ্যাচলের দারুণ শিলাময় প্রদেশ মনোনীত করিলেন। তাঁহার যত্নে তত্রত্য স্থান সকল সমতল ও পরিষ্কৃত হইল। চতুর্দ্দিকে সেতু, গভীর জলাকীর্ণ পরিখা, রাজপথ, প্রাসাদ, চত্বর, উপবন ও যথাস্থানে দেবমন্দির সকল পরিকল্পিত হইল। অতি অল্প দিন মধ্যে, সেই নগরী, ধন ধান্যে পরিপূর্ণ এবং পতাকা পরিশোভিত হইয়া পুরন্দর পুরী সদৃশ হইয়া উঠিল। পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই নৃপবর বিন্ধ্যাচলের উপরিভাগে মহান্ অশ্মময় প্রদেশে পুরী প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া তাহার মাহিষ্মতী নাম প্রদান করিলেন। বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের পাদদেশে পরম সুশোভন ইন্দ্রপুরী সদৃশ যে মহাপুরী নির্ম্মিত হয় তাহার নাম পুরিকা। প্রবল প্রতাপ ধর্ম্মাত্মা মুচুকুন্দ রাজধর্ম্মানুসারে সেই দুই মহতী পুরী প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পরে এই মাহিষ্মতী পুরী হৈহয় বংশীয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজধানী হয়। সর্ব্বশেষে এই স্থানে হোলকারের রাজপাট ছিল। এখন মাহিষ্মতী পুরীতে অহল্যাবাইয়ের কেল্লা, তন্মধ্যে তাঁহার বাসবাটী, দেবমন্দির এবং নর্ম্মদার সুন্দর ঘাট দর্শন যোগ্য। ওঙ্কার হইতে নৌকা যোগে পশ্চিমদিকে অল্পদূর যাইলেই পণ্যদ্রব্যপূর্ণ মণ্ডলেশ্বর নগর ও ইহার ৫ মাইল পশ্চিমে নর্ম্মদার দক্ষিণ তটে সুপ্রসিদ্ধ মাহিষ্মতী পুরী, চুলি মহেশ্বর বা সহস্র বাহুকা বস্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

তুকারাম জাবাজী সঙ্কলিত বৃহৎ হিন্দী স্তোত্ররত্নাকর গ্রন্থে, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রে ওঙ্কারের স্থান এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে :—

"কাবেরীকানর্ম্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায়।
সদৈব মাংধাতৃ পুরে বসন্তমোঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে॥"

এখনও এই স্থানের পূর্ব্বদিকে কিছুদূরে কাবেরী নামে নর্ম্মদা নদীর একটী শাখা প্রবাহিত হইতেছে, পশ্চিম দিকে অদূরেই নর্ম্মদা ও কাবেরী সঙ্গম, আবার ঐ নামে আর একটী ছোট নদী ওঙ্কারের উত্তর দিক হইতে আসিয়া নর্ম্মদাতে মিলিত না হইয়া মান্ধাতার নিকট কাবেরী সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। এ কারণ ওঙ্কার মান্ধাতা স্থানটী একটী ছোট দ্বীপ। এই দ্বীপের পরিমাণ প্রায় দেড় ক্রোশ। এই স্থানে দুইটী সঙ্গম থাকায় এরূপ পবিত্র তীর্থ ভারতবর্ষে অতি অল্প। পুরাণোক্ত তীর্থমাহাত্ম্য মতে এরূপ তীর্থে বাস করিলে অথবা স্নান করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। এখানকার নর্ম্মদার উভয় পার্শ্বে সবুজ বর্ণের পাহাড় দেখিতে অতি সুন্দর। নদীর জলও গভীর স্বচ্ছ ও প্রশান্ত। এই জলে অসংখ্য মাছ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

ওঙ্কার লিঙ্গ আজকালের নয়। স্কন্দ, শিব, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে ওঙ্কারের নাম উক্ত হইয়াছে। শিব পুরাণে লিখিত আছে যে, কোন সময়ে মহর্ষি নারদ গোকর্ণ তীর্থ হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে আগমন করেন। বিন্ধ্য বহু সম্মানে তাঁহার পূজা করিলেন। পূর্ব্বে নারদের বিশ্বাস ছিল যে বিন্ধ্য পর্ব্বতে সকলই আছে কিছুরই অভাব নাই, সেই জন্যই বিন্ধ্য "আমার সব আছে" বলিয়া অহঙ্কার করেন। তাই নারদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। বিন্ধ্য জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! আমি কি দোষ করিয়াছি যে আপনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন"। নারদ কহিলেন "বিন্ধ্য তোমার সকলই আছে কিন্তু তোমার উপর দেবতাগণ বাস করেন না; মেরু তোমার অপেক্ষা উচ্চ তাহাতে দেবগণ বাস করেন" এই বলিয়া নারদ যথা হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় চলিয়া গেলেন। তখন বিন্ধ্য আপনাকে ধিক্কার দিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন; এবং শিবের পূজা করিবার ইচ্ছায় এখন যেখানে ওঙ্কার বিদ্যমান সেইখানে এক মাটির শিব নির্ম্মাণ করিলেন। এবং অচল ভাবে ছয় মাস কাল শিবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। আশুতোষ প্রসন্ন হইয়া বিন্ধ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর"। তখন বিন্ধ্য কাতর ভাবে কহিলেন "হে দেবাদিদেব! যদি প্রসন্ন হইলেন তবে যেন আমি ইচ্ছামত শরীর বৃদ্ধি করিতে পারি। প্রভো!

তোমার যে জ্যোতির্ম্ময় (ওঙ্কার) রূপ সকল বেদে বর্ণিত হইয়াছে, সেই রূপে আমায় দেখা দাও"। মহাদেব ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কহিলেন "এরূপ বরদান অন্যের দুঃখজনক হইবে বটে, তথাপি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম"। এই সময় দেব ও ঋষিগণ শিবের পূজা করিলেন, এবং তাঁহাকে সেইখানে সেই রূপে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মহাদেব মানবের কল্যাণার্থ তথায় রহিলেন। এইরূপে এক মূর্ত্তি ওঙ্কার ও পার্থিব লিঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। ওঙ্কার মূর্ত্তির নাম সদাশিব এবং পার্থিব লিঙ্গের নাম অমরেশ্বর! (শিব পুরাণ, জ্ঞানসংহিতা ৪৬ অঃ)। দ্বীপের মধ্যভাগে ওঙ্কার লিঙ্গের মন্দির এবং নদীর দক্ষিণ ভাগে অমরেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। এখানকার পূজকেরা ওঙ্কারকে আদি লিঙ্গ বলিয়া থাকেন। রেবাখণ্ডেও ওঙ্কারকে আদিদেব বলা হইয়াছে। যথা "ওঙ্কারমাদিদেবঞ্চ যে বৈ ধ্যায়ন্তি নিত্যশঃ" (২২ অঃ)। তীর্থ যাত্রীগণ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিবার ইচ্ছায় গমন করিলে অগ্রে ওঙ্কার দর্শন করিয়া তৎপরে শিবের পার্থিব লিঙ্গ অমরেশ্বর দর্শন করেন।

আমি উজ্জয়িনী হইতে রাজপুতানা মালওয়া রেল যোগে ফতেহাবাদ জংশন ও ইন্দোর অতিক্রম পূর্ব্বক নর্ম্মদা পার হইয়া প্রাতঃকালে মরটাকা (Mortakka) বা খোড়িঘাট ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেসনটী নর্ম্মদার বাম তটে অবস্থিত। ষ্টেসনের বাহিরেই যাত্রীদের থাকিবার জন্য কয়েকটী দোকান বা বাটী আছে। ষ্টেসনেই জনকতক ওঙ্কারনাথের পাণ্ডা যাত্রীর চেষ্টায় উপস্থিত ছিল। আমি উহাদের মধ্যে একজনকে নিজ পাণ্ডা ঠিক করিলাম। ষ্টেসন হইতে ওঙ্কারের পারঘাট প্রায় ৩ ক্রোশ পথ। এই পথ নর্ম্মদার উপকূলস্থ জঙ্গলময় পর্ব্বত ভূমির মধ্য দিয়া গিয়াছে; রাস্তাটী বালুকা ও বড় বড় উপলখণ্ডে পূর্ণ একারণ যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা। পথে গোরুর গাড়ী ও ডুলি ভিন্ন আর কোন সোয়ারি পাওয়া যায় না। আমি পাণ্ডার সহিত একখানি গরুর গাড়ী করিয়া ওঙ্কারের পারঘাটে উপস্থিত হইলাম। এখানে পাশাপাশি দুইটী ছোট সহর আছে। ইহার একটীর নাম বিষ্ণুপুরী ও অপরটীর নাম ব্রহ্মপুরী; পর পারেই ওঙ্কার বা শিবপুরী। এই স্থানে নর্ম্মদায় অবতরণ করিবার জন্য উভয় পারেই পাথরের বাঁধা ঘাট আছে। আমি ঘাটে নামিয়া পাণ্ডার সহিত খেয়া নৌকায় চড়িয়া ওঙ্কারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ওঙ্কার মান্ধাতা খুব ছোট সহর, নর্ম্মদার

দক্ষিণ তটে পর্ব্বতের পাদদেশে লম্বভাবে অবস্থিত। সহরের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী ওঙ্কারের মন্দির হইতে একটী রাস্তা নদীর উপকূল দিয়া বরাবর সহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার দুই দিকে অর্থাৎ নদীর দিকে ও পর্ব্বতের দিকে দুই সারি বাটী। এই বাটিগুলির নীচেকার ঘরগুলিতে দোকান বা বাজার আছে। উপরকার ঘরে পাণ্ডারা বা যাত্রিগণ থাকেন। আমার পাণ্ডা এই রাস্তার নদীর দিকে একটী বাটীর উপরকার ঘর আমার বাসার জন্য ঠিক করিয়া দিলেন; এ ঘরের এক দিকের বারাণ্ডা নর্ম্মদার দিকে, অপর দিকের বারাণ্ডা রাস্তা বা বাজারের দিকে।

আমি এই বাসায় নিজ দ্রব্যাদি রাখিয়া পাণ্ডার সহিত ওঙ্কারনাথের মন্দির সন্নিহিত ঘাটে স্নানাদি করিতে গমন করিলাম। নদীর পাড় উচ্চ বলিয়া এখানকার সকল ঘাট গুলিতে জলে নামিবার জন্য অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়। আমি পাণ্ডার সাহায্যে নর্ম্মদার পূজা দিয়া স্নান করিলাম। স্নানান্তে ঐ স্থানেই শ্রাদ্ধকার্য্য করিতে হইল। শ্রাদ্ধ শেষ হইলে নর্ম্মদা জলে পিণ্ড ফেলিবার সময় বড় বড় মাছ জল মধ্যে আমার চতুর্দ্দিকে লাফালাফি করিতে লাগিল; হরিদ্বারের গঙ্গায়ও এত অধিক মাছ দেখা যায় না। এই ঘাটে দুই তিনটী দোকানে বাণলিঙ্গ বিক্রয় হইতেছে। যেমন গণ্ডকী নদী জলে শালগ্রাম পাওয়া যায় সেই রূপ নর্ম্মদা জলে বাণলিঙ্গ পাওয়া যায়। "নর্ম্মদা সম্ভবং রৌদ্রং বাণলিঙ্গ বদীরিতম্"। লিঙ্গ দুই প্রকার, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গ প্রভৃতির নাম অকৃত্রিম। শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, যে সকল লিঙ্গ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় নাই, যে সকল লিঙ্গ নানা চিত্র যুক্ত ও নানা বর্ণবিশিষ্ট ও যাহার অঙ্গ কর্কশ এবং যাহার মূল দৃষ্ট হয় না, তাহার নাম স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। ভারতবর্ষে সকল অংশেই অনেক স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। তন্মধ্যে সোমনাথ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রধান লিঙ্গের নাম জ্যোতির্লিঙ্গ। তাঁহারা সর্ব্বোপরি পূজনীয়।

বাণলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"পুরা বাণাসুরেণাহং প্রার্থিতো নর্ম্মদাতটে।
আবিরাসং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ॥
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোঽর্থাজ্জগতী তলে॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বে নর্ম্মদা নদীর তীরে বাণাসুরের প্রার্থনাক্রমে তত্রস্থ পর্ব্বতে আমি লিঙ্গরূপী শিব হইয়া বাস করি, এ নিমিত্ত ভূমণ্ডলে বাণলিঙ্গ বলিয়

আমার খ্যাতি রহিয়াছে। নর্ম্মদা নদীর তীরে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম বাণলিঙ্গ। অনেকে অনুমান করেন, প্রথমে বাণরাজা কর্ত্তৃক পূজিত হওয়াতে ঐ সমুদয় প্রস্তরখণ্ড বাণলিঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। পুরাণে ইহার অনুকূল অনেকানেক কথা ও উপাখ্যান বিদ্যমান আছে। নানা পুরাণে ও নানা গ্রন্থে বাণরাজা অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার দ্বারা বাণলিঙ্গ স্থাপনার বিষয়ও কথিত হইয়াছে। দৈত্যরাজ বলির জ্যেষ্ঠপুত্র বাণরাজার রাজধানী শোণিতপুর এই নর্ম্মদাতটেই অবস্থিত ছিল।

নর্ম্মদার ঘাট হইতে আমি পাণ্ডার সহিত ওঙ্কারের মন্দিরে গমন করিলাম। ঘাটের উপরেই প্রস্তরে নির্ম্মিত এই মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির ও নর্ম্মদার ঘাট হোলকারের মহারাণী অহল্যাবাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরটী দোতলা; উপরকার মন্দিরের শিখর বেশ উচ্চ। মন্দির মধ্যে একটী ছোট লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত; ইহাকে ওঙ্কারের সাক্ষীমূর্ত্তি বলে, সম্মুখেই পাথরের নন্দী বা ষাঁড় রহিয়াছে। মন্দিরটী পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত বলিয়া উপরের মন্দিরটীতে যাইলে উহার নীচে মন্দির আছে তাহা জানা যায় না। বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারের ভয়ে মহারাণী অহল্যাবাই এই মন্দির ও উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দির এইরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আমরা উপরের মন্দির দেখিয়া নীচের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই একটী বড় দালান অনেকগুলি স্তম্ভ দ্বারা সুরক্ষিত; ইহার মধ্যে পাথরের নন্দী, গণেশ প্রভৃতি রহিয়াছেন। এই দালানের সম্মুখেই একটী ছোট ঘর, ইহার মধ্যে দেবী ভগবতীর মূর্ত্তি বিরাজিত। এই ঘরের ডান দিকে আর একটী ঘরে ওঙ্কারের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ঘরের ভিতরের স্থান ও প্রবেশের পথ বড়ই সংকীর্ণ। লিঙ্গটী ছোট, বন্ধুর এবং সুডোউল নহে; গাত্রের এক স্থান হইতে ক্রমাগত অল্প অল্প জল বাহির হইতেছে। বোধ হয় লিঙ্গটী পাহাড়েরই অংশ বলিয়া ঐ স্থান দিয়া প্রস্রবণের (Surface stream) জল বাহির হইতেছে। আমি পাণ্ডার সহিত মহাদেবের পূজাদি করিলাম ও মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মন্দির সংলগ্ন আর একটী মহল দেখিতে পাইলাম। এই বাটীর মধ্যে মন্দিরের মালিক ও পূজারীরা থাকেন। ইঁহারা নাথ বা গুরু গোরক্ষনাথ দলভুক্ত।

গোঁসাই। পূর্ব্বে এই স্থান ভীলরাজ নাথুর অধিকারে ছিল। এখনও ওঙ্কারের কিছু দূরে পাহাড়ের উত্তরে কয়েকটী প্রাচীন মন্দির নাথুর বংশধরদিগের অধীনে রহিয়াছে। নাথুভীলের সময়ে দুর্জ্জয়নাথ নামে একজন গোঁসাই ওঙ্কারের পূজা করিতেন। প্রবাদ আছে যে তৎকালে কাল ভৈরব ও মহাকালী নরমাংস আহার করিতেন, এই ভয়ে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসিতে সাহসী হইত না। যাত্রিগণের হিতের জন্য দুর্জ্জয়নাথ তপোবলে কালীদেবীকে তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে গুহা মধ্যে স্থাপন করিলেন কিন্তু কালস্বরূপ কালভৈরব সহজে তৃপ্ত হইলেন না। দুর্জ্জয়নাথ তাঁহার সন্তোষের জন্য নরবলির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তদবধি কালভৈরব নরবলি পাইয়া আসিতেছিলেন, অবশেষে ১৮২৪ খৃঃ ইংরাজ কর্ম্মচারীর যত্নে এই প্রথা উঠিয়া যায়। দুর্জ্জয়নাথের শিষ্য-পরম্পরা ওঙ্কারের পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখনও এই মহলের মধ্যে দুর্জ্জয়নাথের ও অপরাপর গোঁসাইদের গদি রহিয়াছে।

অহল্যাবাইয়ের নির্ম্মিত ওঙ্কারের মন্দির এখন স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, ইহার মেরামত করিতে মন্দিরের মালিক বা অপর কাহারও কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না। অহল্যাবাই তাঁহার সমুদয় রাজভাণ্ডার ব্যয় করিয়া ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র তীর্থেই দেবমন্দির, রাজপথ, জলাশয়, অন্নসত্র প্রভৃতি করিয়া দিয়া হিন্দুদিগের প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, বর্গীরা যখন তাঁহার রাজধানী মাহিষ্মতী পুরী লুণ্ঠন করিতে আইসে তখন অহল্যাবাই তাহাদের আক্রমণ রোধ করা অসম্ভব বোধে রাজভাণ্ডারের সমুদয় ধনসম্পত্তি, রাজসভার সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া, তদুপরি তুলসীপত্র দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া দেন। বর্গীরা মাহিষ্মতী পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক, সমুদয় রাজভাণ্ডার কৃষ্ণার্পিত হইয়াছে দেখিয়া উক্ত ধনসম্পত্তি স্পর্শ না করিয়াই ফিরিয়া যায়। বর্গীরা চলিয়া গেলে মহারাণী অহল্যাবাইও আর উক্ত সম্পত্তি নিজ ভাণ্ডারে তুলিলেন না। তিনি ঐ অর্থ ভারতের প্রায় সকল তীর্থের উন্নতিসাধনকল্পে ব্যয় করেন। ইহা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, এবং এতদ্দ্বারা তদানীন্তন সর্ব্বসাধারণের এমন কি লুণ্ঠনকারিগণেরও ধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল ইহা প্রমাণিত হয়।

অনন্তর ওঙ্কারের মন্দির দেখিয়া আমি পাণ্ডার সহিত উক্ত স্থান হইতে খানিকটা উপরে পর্ব্বত গাত্রে স্থানীয় রাজবাটী দেখিতে গেলাম। প্রাসাদটী

বেশ বড়, দুই তিন তলা, উপরে গম্বুজ আছে। ইহাকে মান্ধাতা রাজার মহল বলে। বাহির মহলে সুসজ্জিত দরবার গৃহ ও একজন মহাত্মার গদি বা আসন আছে। এই প্রাসাদটী পর্ব্বতগাত্রে অনেক উচ্চে অবস্থিত বলিয়া দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। মান্ধাতার বর্ত্তমান রাজগণ বলিয়া থাকেন, ভারতসিংহ নামে একজন চৌহান রাজপুত তাঁহাদের আদিপুরুষ। তিনি ১১৬৫ খ্রীঃ নাথুভীল নামক এই স্থানের তদানিন্তন রাজাকে পরাস্ত করিয়া মান্ধাতা অধিকার করেন ও নাথুভীলের কন্যাকে বিবাহ করেন। অদ্যাপি ওঙ্কার মান্ধাতা সহর ও নিকটবর্ত্তী অপরাপর স্থান ইঁহাদের অধিকারভুক্ত। এই মহল দেখিয়া আমি ওঙ্কারজীর মন্দিরের নিকট ফিরিয়া আসিলাম; এবং এখান হইতে সহরের মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া, নর্ম্মদা তটে আর দুটী শিবমন্দির দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া গেলাম। বৈকালে নিজ বাসার নর্ম্মদার দিকস্থ বারাণ্ডায় বসিয়া এই স্থানের শোভা দেখিতে লাগিলাম। বহু নিম্নে পুণ্য-তোয়া নর্ম্মদা নদী কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উভয় তটে বহু দূর পর্য্যন্ত পাথরের বাঁধান ঘাট; এবং ঐ ঘাটে স্থানীয় লোক সমুদয় জল আহরণার্থ গমনাগমন করিতেছে। উভয় তীরে ছোট বড় হরিৎবর্ণের পর্ব্বত সকল শোভা পাইতেছে। সুদূর পশ্চিম গগণে একখানি সিন্দুর বর্ণ থালির ন্যায় সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে অস্তাচলে গমন করিতেছেন। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি বড়ই প্রসন্ন হইলাম।

সন্ধ্যার সময় নর্ম্মদায় যাইয়া সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক রাত্রের জন্য এক ঘটি জল লইয়া বাসায় আসিলাম। ক্ষণেক পরে ওঙ্কারজীর আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া মন্দিরে গেলাম। মন্দিরে যাইয়া দেখি দীপালোকে মন্দির আলোকিত। ভিতর মন্দিরে চন্দন ও পুষ্পাদি দ্বারা ওঙ্কারজীর সুন্দর বেশ, বাহির মন্দিরে পার্ব্বতী দেবীরও তদ্রূপ বেশ করান হইয়াছে। পূজারী প্রথম ওঙ্কারজীর আরতি করিয়া পরে পার্ব্বতী ও গণেশ প্রভৃতির আরতি শেষ করিলেন। আরতির পর ওঙ্কারজীর ঘর হইতে সমুদয় লোককে বাহির করিয়া দিয়া উক্ত ঘর জল দিয়া ধোয়া হইল। পরে ঐ স্থানে হর পার্ব্বতীর পাশা খেলিবার জন্য দুইখানি আসন পাতিয়া মধ্যে পাশা খেলিবার ছক ও উপকরণাদি রাখিয়া পূজারী ঐ ঘর হইতে পার্ব্বতীর ঘরে আসিলেন। এই ঘরে, উপর হইতে রৌপ্যময় শৃঙ্খল দ্বারা একখানি রূপার চৌকি ঝুলান হইল। ইহার উপর বিছানা পাতিয়া পূজারী হর

পার্ব্বতীকে উদ্দেশে শয়ন করাইলেন। পূজারী ও আমরা, সকলেই রূপার আশাশোটা চামর, পাখা প্রভৃতি হস্তে পাইয়া উক্ত চৌকির চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া ব্যজন করিতে লাগিলাম; এবং মহাদেবের ভজন গাহিতে গাহিতে ধীরে ধীরে উক্ত চৌকি দোলাইতে লাগিলাম। ভজন সমাপ্ত হইলে পূজারী আমাদের সকলকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। আমিও বাসায় আসিয়া রাত্রের মতন শয়ন করিলাম।

পর দিন প্রাতে আমি পাণ্ডার সহিত সহর মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত রাস্তা দিয়া সহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে নর্ম্মদার ধার দিয়া প্রায় ১ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিকে যাইয়া, নর্ম্মদা-কাবেরীর সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। আমি এই সঙ্গমে স্নানাদি করিয়া নিকটবর্ত্তী ২।৩টী দেবমন্দির দেখিলাম পরে কাবেরী নদীর ধার দিয়া পাহাড়ে আরোহণ করিলাম। পাহাড়ের উপর উঠিয়াই একটি গড়ের ন্যায় চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত স্থান দেখিতে পাইলাম। ইহার মধ্যে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের একটি মঠ বা মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে রামসীতার মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরটী খুব পুরাতন হইলেও সংস্কারের বন্দোবস্ত থাকায় কিছুই ক্ষতি হয় নাই। পাহাড়ের এই স্থানে বিস্তর হনুমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে পাহাড়ের উপর দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রায় এক পোয়া পথ গিয়া মান্ধাতা ও মুচুকুন্দের কেল্লা দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে কেল্লার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ভিন্ন আর সকলই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই কেল্লার মধ্যে ও বাহিরে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তর স্তম্ভ, চৌকাট ও দেবমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। এই কেল্লা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের উপর দিয়া যাইলে গৌরী-সোমনাথ মহাদেবের মন্দির পাওয়া যায়। এখন এই মন্দিরের অবস্থা শোচনীয়, অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গৌরী-সোমনাথের মন্দির হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণে নর্ম্মদা তীরস্থ সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির পর্য্যন্ত এক ক্রোশ পথের দুই দিকে অনেক ভগ্ন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কোন স্থানে গগনস্পর্শী মন্দিরের চূড়া হেলিয়া পড়িয়াছে, কোথাও মন্দির ভবন বিধ্বস্ত হইয়া তথায় কুক্কুর শৃগালের বাসস্থান হইয়াছে, কোথায় ভগ্ন দেব দেবীর মূর্ত্তি গড়াগড়ি যাইতেছে। আমি এই সকল দেখিতে দেখিতে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত

হইলাম। এই সুরম্য মন্দিরও এখন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই মন্দিরের চারিদিকে চারিটী দ্বার, প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে ১৪ ফিট উচ্চ ১৪টী স্তম্ভবিশিষ্ট এক একটী পাথরের চাঁদনি শোভা পাইতেছে। এই মন্দিরের দেয়ালের গোড়ায় সারি সারি পাথরের হাতী খোদা। এখন কেবল দুইটী হাতী ভাল অবস্থায় আছে, অপর সমস্তগুলি বিকৃত। মন্দিরেব মধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। এই মন্দিরে এখনও পূজাদির বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে জনকতক সন্ন্যাসী বাস করেন। আমি মন্দির দেখিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া নর্ম্মদা তটে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান ওঙ্কারজীর মন্দির হইতে অর্দ্ধমাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী নর্ম্মদা তটে গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস কবিতেছেন। এখান হইতে পূর্ব্ব মুখে এক মাইল পথ নর্ম্মদার উপর দিকে যাইলে, নর্ম্মদা হইতে একটী শাখা নদী উত্তর পশ্চিম দিকে গিযাছে দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর এই দ্বিধারার মুখে বড় বড় অনেক মন্দির আছে; তন্মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বিষ্ণুব দশাবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাওযা যায়। একটী মন্দিরে বিষ্ণুব বৃহদাকার মহাবরাহ মূর্ত্তি ছিল, পরে তথায় এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছুদূরে রাবণ নালা, ঐ নালার মধ্যে ১৮½ ফিট উচ্চ এক কাল পাথরের রাবণ মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির দশ হাত ও এক মুণ্ড। কথিত আছে রাবণ এই স্থানে শিব পূজা করিযাছিলেন। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দেখা যায় যে রাবণ হৈহযপতি বলবান্ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নাম শুনিয়া তাহার সহিত যুদ্ধাভিলাষে আসিযা, এই স্থানে নর্ম্মদা তটে স্বীয় অনুচরগণ কর্ত্তৃক আনীত জাম্বুনদময শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিতে বসিলেন। ঐ সময় এই স্থান হইতে অর্দ্ধযোজন পথ নর্ম্মদার নীচের দিকে মাহিষ্মতী পুরীর অধিপতি অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত নর্ম্মদা সলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তৎকালে রাজা স্বীয় সহস্র বাহুর দ্বারা নর্ম্মদার বেগ রুদ্ধ করিলে তাহার নির্ম্মল জল, কূল প্লাবিত করতঃ স্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়া রাবণের পূজোপকরণ সমুদায ভাসাইয়া লইযা গেল। রাবণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধানার্থ স্বীয় মন্ত্রী শুকসারণকে প্রেরণ করিলেন। শুকসারণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এরূপ ঘটিয়াছে দেখিয়া রাবণকে উহা নিবেদন করিলে রাবণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। অর্জ্জুন দশাননকে পরাজয় পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া মাহিষ্মতী পুরীতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।

পরে পুলস্ত্য ঋষি হৈহয়রাজ অর্জ্জুনের নিকট গিয়া স্বীয় পৌত্র রাবণকে মুক্ত করেন।

রাবণ নালার কিছুদূরে কয়েকটী জৈন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দেখিবার জন্য ওঙ্কারের ঘাট হইতে নৌকা করিয়া আসিলেই সুবিধা হয়। আমি এখান হইতে ওঙ্কারের মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম এবং মহাদেবের পূজাদি করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাসায় আসিলাম। বৈকালে পাণ্ডার সহিত নর্ম্মদার পর পারে বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মাপুরী দেখিতে গেলাম। খেয়া নৌকা দ্বারা নর্ম্মদা পার হইয়া বিষ্ণুপুরীর বাঁধা ঘাটে উঠিয়া উপবিস্থিত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরটী নূতন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভিতরে নারায়ণের মূর্ত্তি বিরাজিত। এই মন্দির প্রাঙ্গনের তলদেশে ভূগর্ভে একটী ঘর আছে, ইহার মধ্যে অনেকগুলি পুরাতন ভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। উহা দেখিয়া ব্রহ্মাপুরীর পার্শ্বে অমরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরটীও নূতন ও বৃহৎ; ভিতরে অমরেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত, চতুর্দ্দিকে অপর দেবদেবীর ও নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মন্দিরের পশ্চাতেই ব্রহ্মার পুরী। এখানেও ২।৩টী মন্দির আছে। আমি এই সকল দেখিয়া এই স্থান হইতে গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া পুনরায় মরটাকা ষ্টেশনে ফিরিয়া গিয়া, তথা হইতে রেল যোগে অপর গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।)

রামকৃষ্ণদেব এখনও দিবানিশি সেই একই প্রকার উন্মত্তাবস্থায় আছেন, মন্দিরে যাইয়া পূজা করেন না বটে কিন্তু প্রায় প্রত্যহই পুষ্পচয়ন করিয়া মা-কালীর মন্দিরে এবং পঞ্চবটীতে দিয়া আসেন, আর হৃদয় পূজা করেন। এক দিন তিনি ভাবাবেশে মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা তুই নিজে শেখাস্ ত আমি শিখি, আমি ত কি কর্‌ব কিছুই জানি নি।" তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিবার কিছুদিন পরে এক দিবস প্রাতঃকালে ফুলের সাজি হস্তে

জাহ্নবী তীরে পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, গৈরিকবসনা আলুলায়িত-কেশা, একখানি পুঁথি হস্তে একজন সন্ন্যাসিনী চাঁদনীর মধ্যে উপবিষ্টা। সন্ন্যাসিনী দেখিলেন, একজন তেজঃপুঞ্জকায় দীর্ঘকেশবিশিষ্ট যুবা পুরুষ মধুর রমণী-গতিতে বামপদ অগ্রসর করিয়া পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। একান্ত প্রিয়জনের দীর্ঘবিচ্ছেদে কাতর ও তাহার অন্বেষণে বিফলকাম ব্যক্তির পূর্ণ নৈরাশ্যের সময় হঠাৎ তাহার দর্শনে মনে যে প্রকার আবেগ উপস্থিত হয়, সন্ন্যাসিনী সেই দেবপ্রভাযুক্ত রামকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনে তদ্রূপ ভাবার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেব সন্ন্যাসিনীকে রোদন করিতে দেখিয়া, নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তুমি কাঁদ্‌চ কেন?"

সন্ন্যাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রয়েছ? আমি জান্‌তে পেরেছি, তিনজন আছে, দুজনকে পূর্ব্বদেশে পেয়েছি, আর একজন গঙ্গার ধারে আছে জেনে, এতদিন ধরে খুঁজ্‌ছিলুম, এখন পেলুম।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণদেব আপন কক্ষে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হৃদয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ হৃদু, চাঁদনিতে একজন স্ত্রীলোক এসেছে, গেরুয়া পরা, তাকে ডেকে আন্ ত"। হৃদয় সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া আনিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মাখন প্রভৃতি দিয়া জলযোগ করিতে কহিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসিনী তাহা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আপনি খাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন, তখন তিনি জলযোগ করিলেন।

সন্ন্যাসিনী পরিচয় দিলেন, তিনি ব্রাহ্মণী, নিবাস যশোহর জেলায়, আকাশবাণীতে জানিতে পারেন তিন জন মহাপুরুষ বঙ্গদেশে আছেন। তাহার মধ্যে দুইজনের নাম চন্দ্র ও গিরিজা; বরিশাল অঞ্চলে উঁহাদের নিবাস; 'আর একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব জাহ্নবী তীরে আছেন'। ব্রাহ্মণী যাইয়া চন্দ্র ও গিরিজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর তাহাতে পরিতৃপ্তি হয় নাই; তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া যতই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার আকুলতা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এত দিনের পর তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা সত্য সত্যই পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সেই আনন্দে অশ্রু বর্ষণ এবং আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন।

এই সময় সাজি হস্তে পুষ্পচয়ন কালে রামকৃষ্ণদেব রামপদ অগ্রসর করিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করিতেন। ব্রাহ্মণীর ইহা দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে স্বর্ণসাজি হস্তে পুষ্প-চয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন।

রামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মণীর পরিচয় এবং তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল সমস্ত শ্রবণ করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা আমার এ কি হয়, বল্‌তে পার"? এই বলিয়া তাঁহার যে যে অবস্থা হইত সমস্ত ব্রাহ্মণীকে জানাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবাই আমাকে পাগল বলে, সত্যি সত্যি কি পাগল হলুম"?

ব্রাহ্মণী ভক্তি-সমুজ্জ্বল নয়নে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমার ত এ পাগলামি নয়। এ যে মহাভাবের লক্ষণ। চৈতন্যদেবেরও ঐ রকম হয়েছিল। এ সব যে শাস্ত্রে আছে।" এই কথা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে যে পুঁথি ছিল, তাহা হইতে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেবের যে সকল অবস্থা হইয়াছিল সমস্ত গুলি শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমার কি এ পাগলামি? তোমায় কেউ চিন্‌তে পারেনি;

'অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার॥
কীর্ত্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার।
অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গৌরবায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

বাবা, সেই চৈতন্যদেব তুমি উদয় হয়েছ—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব"। এই কথা শুনিবামাত্র প্রভুদেব বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, আর অমনি ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন, "এই ভাব হল। বাবা তুমি জীব উদ্ধারে এসেছ, তোমায় এখন পাগল বলুক, এর পরে সবাই তোমায় পূজো করে মুক্তি পাবে। কিন্তু তুমি আপনি না চেনা দিলে কে তোমায় চিন্তে পার্‌বে"? ইহার পূর্ব্বে ভাব কাহাকে বলে, দক্ষিণেশ্বরের কেহ জানিতেন না, ব্রাহ্মণীর নিকটে শ্রবণ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে রামকৃষ্ণদেবের যে মূর্চ্ছার ন্যায় অবস্থা হইত, যাহাকে সকলে মৃগীরোগ বলিয়া নির্ণয় করিতেন তাহাকে শাস্ত্রে ভাবসমাধি বলে। ব্রাহ্মণী ঐ সমস্ত বিভিন্ন ভাবাবস্থা

শাস্ত্রসঙ্গত তাহা বুঝাইয়া বলিতেন,—ইহা ভাবাবস্থা, ইহা প্রেমের অবস্থা, ইহাকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার কহে ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণীর সহিত এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর প্রভুদেব হৃদয়কে ব্রাহ্মণীর জন্য সিধা দিতে আজ্ঞা করিলেন। হৃদয় ঘৃত ময়দা প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। প্রভুদেব ব্রাহ্মণীকেই সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া পঞ্চবটীতে পাক করিতে কহিলেন। ব্রাহ্মণীর নিকট একটী রঘুবীর শিলা ও একটী গোপাল মূর্ত্তি ছিল। তিনি পাকান্তে সেই ঠাকুরদ্বয়ের ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ প্রভুদেব তথায় আসিয়া সেই ভোগের লুচি তরকারি খাইতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণী চক্ষু চাহিয়া অবাক্! তাঁহার নয়ন হইতে শ্রদ্ধাশ্রু পড়িতে লাগিল, তিনি কহিতে লাগিলেন, এত দিনের পর আমার পূজা করা সার্থক হল! আর এখন আমার পূজা কর্‌বার আবশ্যক নেই"। এই বলিয়া তিনি তখনি মূর্ত্তিদ্বয়কে জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিলেন।

'মা তুই নিজে এসে শেখাস্ ত শিখি'; মা কালীর নিকট প্রভুদেবের এই প্রার্থনা সমাগত ব্রাহ্মণী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণী অতি পণ্ডিতা, সর্ব্বশাস্ত্র তাঁহার পড়া ছিল, ঈশ্বর প্রেমে সদাই বিহ্বলা, দেখিতে দেবীসম সুন্দরী, যেন বিশ্বপতির শিক্ষার্থ স্বয়ং পার্ব্বতী কৈলাস হইতে অবতীর্ণা। তিনি দিবানিশি রামকৃষ্ণদেবের নিকটে থাকিয়া চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিতেন।

এইরূপে এক সপ্তাহ কাল অতীত হইলে প্রভুদেব তাঁহাকে কহিলেন, "দেখ, তুমি এখানে থাক্‌লে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে। একটা বদনাম হবে। তুমি দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের বাড়ী যাও। নবীন মণ্ডলের স্ত্রীর কাছে যাও। সে খুব ভাল স্ত্রীলোক, তোমাকে ভারি যত্ন কর্‌বে, থাকবার স্থান দেবে"। ব্রাহ্মণী তাহাই করিলেন। নবীন মণ্ডলের বাটী যাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন, এবং দেবমণ্ডলের ঘাটের একটী কুঠরীতে থাকিবার স্থান দিয়া, এক মণ চাউল, তাহার উপযুক্ত ডাল ঘৃত লবণ প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যাদি আনাইয়া দিলেন। এই প্রকার আতিথ্যে ব্রাহ্মণী পরম তুষ্ট চিত্তে প্রভুদেবের নিকট আসিয়া কহিলেন, "বাবা, এ সমস্ত তোমার খেলা, তুমি আগে থেকে সব যোগাড় করে রেখে আমাকে পাঠিয়েছিলে। আমি যাবামাত্র তখনি খুব যত্ন করে সমস্ত বন্দোবস্ত

করে দিলে"। ব্রাহ্মণী তদবধি সেই স্থানেই আহারাদি ও রাত্রি যাপন করিতেন, আর সমস্ত দিন প্রভুদেবের সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্ব প্রকার তন্ত্রোক্ত সাধনার সহায়তা করিতেন। মা কালীর নিকট রামকৃষ্ণদেবের প্রার্থনা এইরূপে পূর্ণ হইল।

ব্রাহ্মণী আসিয়া চৈতন্যদেবের কথা কহিত, চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত পাঠ করিয়া শুনাইত বটে কিন্তু রামকৃষ্ণদেব চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তৎপরে একদিন তিনি ভাবাবস্থায় চৈতন্যদেবকে অবতার ভাবে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ধর্ম্মসংক্রান্ত যাহা আপনি সমাধিস্থ হইয়া অবগত হইতেন তাহাই মানিতেন তদ্ভিন্ন কাহারও কোন কথায় ভুলিতেন না।

কানাই ঘোষালের কবচ পরিয়া প্রভুদেবের গাত্রদাহ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় নাই সেইজন্য ব্রাহ্মণী এক দিবস তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম ফুলের মালা পরাইয়া দিবামাত্র গাত্রদাহ একেবারে নিবারিত হইল। একদিন প্রভুদেব ব্রাহ্মণীকে কহিলেন যে তাঁহার ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না। পরদিন ব্রাহ্মণী বহু পরিমাণে নানাবিধ ভোজ্য বস্তুর আয়োজন করিয়া একটী ঘর সজ্জিত করিলেন; তৎপরে রামকৃষ্ণদেবকে তথায় আনয়নপূর্ব্বক সেই সমস্ত দেখাইলেন। কেবল সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্যাদি অবলোকন মাত্রেই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল।

রামকৃষ্ণদেবের যখন যেরূপ সাধনা করিতে ইচ্ছা হইত তিনি তাহা ব্রাহ্মণীকে বলিতেন, আর ব্রাহ্মণী সেই সমস্ত সাধনার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া আহরণ করিয়া দিতেন। তন্ত্রসাধনার জন্য 'পঞ্চ-মুণ্ডির আসন' আবশ্যক হইলে বহুদূরস্থ শ্মশান হইতে পাঁচটী মড়ার মাথা সংগ্রহ পূর্ব্বক উদ্যানের উত্তর সীমায় একটী বিল্ব বৃক্ষের তলে সেইগুলি প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই বেদীর উপর উপবেশন করিয়া ধ্যান করিতেন। সমস্ত সাধনকার্য্য শেষ হইলে পর একটী মুণ্ড তুলিয়া তিনি গঙ্গায় নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। তন্ত্রোক্ত সাধনায় যে যে স্থলে সুরাপানের ব্যবস্থা আছে, রামকৃষ্ণদেব সে স্থলে কারণ আনাইয়া তাহা অঙ্গুলীর দ্বারা আপন কপালে স্পর্শ করাইতেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার অজ্ঞাতসারে নানা প্রকার গুপ্ত সাধনার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে সাধন করিতে অনুরোধ করিতেন; কিন্তু তিনি সেই সমস্ত আয়োজন

দর্শন মাত্রেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন আর সে সকল সাধনা করিতে হইত না। এই সকল সাধনকালে তাঁহার নানাবিধ ভাব উপস্থিত হয়। যখন ধ্যানস্থ হইতেন পক্ষিগণ স্থাণুবৎ স্থির দেখিয়া তাঁহার মস্তকোপরি বসিয়া তাহা হইতে পূজার শস্যকণা সকল খুঁটিয়া খাইত। শরীরস্থিত নাড়ী সমূহ নিষ্ক্রান্ত ও ধৌত করিয়া নূতন করিতেন; সমস্ত পক্ষী ও জীবজন্তুর শব্দ শুনিয়া তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন এবং অনাহত শব্দ শুনিতে পাইতেন, যেন সমস্ত জগৎ সমস্বরে ওঙ্কারধ্বনি করিতেছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী সোমবার, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক মিনার্ভা থিয়েটারে সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি সভা আহূত হয়। স্বামী সারদানন্দ "বর্ত্তমান যুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

গত ৪ঠা মাঘ বুধবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে পূজা হোম ও অন্ধ আতুরগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। সমবেত গরীবদিগকে পয়সা বিতরণ করা হইয়াছিল। ঐ দিবস অপরাহ্ণে ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় টাউনহলে সিষ্টার নিবেদিতা "জীবন্ত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভিতরে স্থানাভাব বশতঃ অনেককে বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, খাজাঞ্চির বাগান, লাক্সা হইতে স্বামী শিবানন্দ লিখিতেছেন :—গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২৬শে মাঘ হইতে এই আশ্রমে একটী অবৈতনিক বালবোধক পাঠশালা খোলা হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দুইজন স্থানীয় ব্রাহ্মণ সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক বালকগণকে হিন্দী ও সংস্কৃত পড়াইতেছেন। স্থানাভাব বশতঃ শীঘ্রই একটী ঘর ভাড়া লইতে হইবে এবং শিক্ষকগণকেও বেতন দিতে হইবে। সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য আবশ্যক।

গত ২২শে মাঘ রবিবার দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণীর দেবালয়ে মহা সমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাঘ মহোৎসব হইয়া গিয়াছে।

গীত, বাদ্য, কথকতা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। বন্দে-মাতরং-সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছিলেন। সমাগত সাধারণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

অঙ্কুর—মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ দ্বারা সম্পাদিত ও ৪ নং ভুবন চাটুর্য্যের লেন, কাঁসারিপাড়া, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। "শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি বার্ত্তাশাস্ত্রের আলোচনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।" "কালে এই অঙ্কুর মহান্ মহীরুহে পরিণত ও ফল-ফুলে সুশোভিত হইয়া আমাদের—দেশের উদ্দেশ্য ও বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে" আশা করা যায়।

আগামী ১৩ই ফাল্গুন রবিবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ত্রিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজাদি এবং তৎপরের রবিবার ২০শে ফাল্গুন মহামহোৎসব হইবে।

বেদান্তের পরই স্মৃতির প্রামাণ্য। এগুলিও ঋষিলিখিত গ্রন্থ, কিন্তু এগুলির প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। কারণ, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের শাস্ত্র যেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, বিশেষ বিশেষ ঋষিমুনি এই সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই অর্থে অন্যান্য ধর্ম্মের শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য যেরূপ, স্মৃতির প্রামাণ্যও তদ্রূপ; তবে স্মৃতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোন অংশ যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার কোন প্রামাণ্য থাকিবে না। আবার এই সকল স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি, সত্যযুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলিতে আবার অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশকালপাত্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আমি এই বিষয়টী তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি। বেদান্তে ধর্ম্মের যে মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। কেন? কারণ, ঐগুলি মানব ও প্রকৃতিতে যে অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে, তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলির কখন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতির তত্ত্ব কখন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, এখনও তাহাই আছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তাহাই থাকিবে। কিন্তু যে সকল ধর্ম্মকার্য্য আমাদের সামাজিক অবস্থা ও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সেগুলিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সময়বিশেষে কোন বিশেষ বিধিই সুতরাং সত্য ও ফলপ্রদ হইবে, অপর সময়ে নহে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, কোন সময়ে কোন খাদ্যবিশেষের বিধান রহিয়াছে, অন্য সময়ে তাহা আবার নিষিদ্ধ। সেই খাদ্য সেই সময়বিশেষের উপযোগী ছিল, কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তন ও অন্যান্য কারণে উহা তৎকালের অনুপযোগী হওয়ায় স্মৃতি ঐ খাদ্য ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে স্বভাবতঃই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, যদি বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তবে ঐ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে; ঋষিরা আসিয়া কিরূপে ঐ সকল পরিবর্ত্তনসাধন করিতে হইবে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিবেন। আমাদের ধর্ম্মের মূল সত্যগুলি এক বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইবে না, উহারা সমভাবে থাকিবে।

স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন।

তৎপরে পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণ। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, দার্শনিকতত্ত্ব সকলের নানাবিধ রূপকের দ্বারা বিবৃতি প্রভৃতি নানা বিষয় আছে।

পুরাণ।

বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। বেদ যে ভাষায় লিখিত, তাহা অতি প্রাচীন; পণ্ডিতদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই ঐ সকল গ্রন্থের সময় নিরূপণে সক্ষম। পুরাণ তৎকালীন লোকের ভাষায় লিখিত—উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ঐগুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য, আর সাধারণ লোকে দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ঐ জাতির মধ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ঋষিরা যে কোন বিষয় পাইয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটীই ধর্ম্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

তার পর তন্ত্র। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মত এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগযজ্ঞকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

তন্ত্র।

এই সকলগুলিই হিন্দুদের শাস্ত্র। আর যে জাতিতে এত অধিক পরিমাণে ধর্ম্মশাস্ত্র বিদ্যমান এবং যে জাতি অগণ্য বর্ষ ধরিয়া দর্শন ও ধর্ম্মের চিন্তায় তাহার শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে এত অধিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় অতি স্বাভাবিক। আরও সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় কেন হইল না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কোন কোন বিষয়ে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় বিভিন্নতা বিদ্যমান। সম্প্রদায় সকলের এই সকল খুঁটিনাটি বিভিন্নতা বুঝিবার এক্ষণে আমাদের সময় নাই। সুতরাং যে সকল মতে যে সকল তত্ত্বে হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, সম্প্রদায় সকলের সেই সাধারণ তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়েরই এই মত যে, এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় নাই—একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগৎসৃষ্টি করিলেন, তার পর তিনি ঘুমাইতেছেন, ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনও বর্ত্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। গীতায় বিষ্ণু বলিতেছেন,—

সৃষ্টিতত্ত্ব।

'যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
* * * উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥'

যদি আমি ক্ষণকাল কর্ম্ম না করি, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

জগতে এই যে সৃষ্টিশক্তি দিবারাত্র কার্য্য করিতেছে, ইহা যদি ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। এমন সময়ই ছিল না, যখন সমগ্র জগতে এই শক্তি বিদ্যমান ছিল না, তবে অবশ্য যুগশেষে প্রলয় হইয়া থাকে। আমাদের সৃষ্টি ইংরাজী Creation নহে। Creation বলিতে বুঝায়—কিছুনা হইতে কিছু হওয়া, অসৎ হইতে সতের উদ্ভব। আমি এরূপ অসঙ্গত কথা বিশ্বাস করিতে বলিয়া তোমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অবমাননা করিতে চাহি না। এই প্রপঞ্চ পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, প্রলয়ের সময় উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে একেবারে অব্যক্তভাব ধারণ করে। পরে কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর আবার কে যেন উহাকে বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়; তখন পূর্ব্বের ন্যায়ই সমবায়, পূর্ব্বের ন্যায়ই ক্রমবিকাশ, পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রকাশ হইতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ খেলা চলিয়া আবার ঐ খেলা ভাঙ্গিয়া যায়—ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে সমুদয় আবার লীন হইয়া যায়। আবার বাহির হইয়া আসে। অনন্তকাল এইরূপ তরঙ্গতুল্য গতিতে একবার সম্মুখে আর বার পশ্চাতে আসিতেছে। দেশ কাল এবং অন্যান্য সমুদয়ই এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই কারণেই সৃষ্টির আরম্ভ আছে বলা সম্পূর্ণ পাগ্‌লামি মাত্র। সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। এই হেতু যখনই আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি বা অন্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই কোন যুগবিশেষের আদি অন্ত বুঝিতে হইবে; উহার অন্য কোন অর্থ নাই।

ঈশ্বর।

কে এই সৃষ্টি করিতেছেন? ঈশ্বর। ইংরাজীতে সাধারণতঃ God শব্দে যাহা বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণ স্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ব্রহ্ম—নিত্য, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যজাগ্রত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময়, সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, নিরংশ। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি এই ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও নিত্য বিধাতা হন, তাহা হইলে দুটী আপত্তি উপস্থিত হয়। জগতে যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে—এখানে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ ধনী, কেহ

দরিদ্র। এরূপ বৈষম্য কেন হয়? আবার এখানে নিষ্ঠুরতাও বর্ত্তমান। কারণ, এখানে একের জীবন অন্যের মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে। এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, প্রত্যেক মানবই নিজ ভ্রাতার গলা টিপিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিযোগিতা, এই নিষ্ঠুরতা, এই উৎপাত, এই দিবা রজনী গগনব্যাপী দীর্ঘ নিশ্বাস—ইহাই জগতের অবস্থা!—ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর ঘোরতর নিষ্ঠুর। মানুষ যত নিষ্ঠুর দানব কল্পনা করিয়া থাকুক না কেন, এই ঈশ্বর তাঁহা অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার কারণ নহেন। তবে কে ইহা করিল? আমরা নিজেরাই ইহা করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিল। কিন্তু যে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কৃষ্ট, তাহাই উহাতে শস্যশালী হইল। যে ভূমি সুকৃষ্ট নহে, তাহা ঐ বৃষ্টির ফল লাভ করিতে পারিল না। ইহা সেই মেঘের অপরাধ নহে। তাঁহার অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় দয়া—আমরাই কেবল এই বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি। কিরূপে আমরা এই বৈষম্য সৃষ্টি করিলাম? কেহ জগতে সুখী হইয়া জন্মাইল, কেহ বা অসুখী। তাহারা ত এই বৈষম্য সৃষ্টি করে নাই? করিয়াছে বৈ কি। তাহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দ্বারা এই ভেদ—এই বৈষম্য হইয়াছে।

ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ।

সুতরাং এক্ষণে আমরা সেই দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোচনায় আসিলাম—যাহাতে শুধু আমরা হিন্দুরা নহি—বৌদ্ধ ও জৈনগণও একমত। আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, সৃষ্টির ন্যায় জীবনও অনন্ত। শূন্য হইতে যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। তাহা হইতে পারে না। এইরূপ জীবনে কোন প্রয়োজনই নাই। কালে যাহার আরম্ভ, কালে তাহার অন্ত হইবে। গত কল্য যদি জীবনের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে আগামী কল্য উহার শেষ হইবে—শেষে উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। অবশ্যই জীবন পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। আজ কাল ইহা বড় বেশী বুঝাইবার আবশ্যক নাই, কারণ, আজকালকার সমুদয় বিজ্ঞান এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে—আমাদের শাস্ত্রনিহিত তত্ত্বগুলি জড়জগতের ব্যাপারগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতেছে। তোমরা সকলেই ইহা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্ম্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। কবিগণের বর্ণনানুযায়ী শিশু প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ প্রসূত হইয়া

কর্ম্মফল।

আসে না, শিশুর স্কন্ধে অনন্ত অতীতকালের কর্ম্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক মন্দই হউক, সে নিজের অতীত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে আসে। আমরা জানি, এই কারণেই জন্ম হয়। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি। ইহাই কর্ম্মফল। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের গঠনকর্ত্তা। এই মতবাদের দ্বারা অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং ইহাই ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নিরাকৃত করে। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য্য ও আমরাই কারণ স্বরূপ। সুতরাং আমরা স্বাধীন। যদি আমি অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে, আমিই আমাকে অসুখী করিয়াছি। ইহা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত; তাহা হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে পারি। এইরূপ সমুদয় বিষয়ে বুঝিতে হইবে। মানবের ইচ্ছা কোন ঘটনাধীন নহে। ইহার সম্মুখে সকল শক্তি, এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পর্য্যন্ত মাথা নোয়াইবে, উহার দাস হইয়া থাকিবে। তাহা হইলেই এই দাঁড়াইল যে, মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা অনন্ত, প্রবল ও মহান্।

আত্মতত্ত্ব।

এইবারে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আসিবে, আত্মা কি। আত্মাকে না জানিলে আমাদের শাস্ত্রের ঈশ্বরকেও জানিতে পারি না। ভারতে ও ভারতেতর প্রদেশে বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা দ্বারা সেই সর্ব্বাতীত সত্তার আভাস পাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আমরা জানি, ইহার ফলও অতি শোচনীয় হইয়াছে। অতীত সত্তার আভাস পাওয়া দূরে থাক্, আমরা যতই জড়জগতের আলোচনা করি, ততই অধিক জড়বাদী হইতে থাকি। যদিও একটু আধটু ধর্ম্মভাব পূর্ব্বে থাকিত, তাহাও জড়জগতের আলোচনা করিতে করিতে দূর হইয়া যায়। অতএব আধ্যাত্মিকতা ও সেই পরম পুরুষের জ্ঞান বাহ্য জগৎ হইতে পাওয়া যায় না, অন্তরমধ্যে, আত্মার মধ্যে উহার অন্বেষণ করিতে হইবে। বাহ্য জগৎ আমাদিগকে সেই অনন্ত সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে না, অন্তর্জগতে অন্বেষণ করিলেই উহার সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব কেবল আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় সকলের মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু কতক কতক বিষয়ে সকলের ঐক্য আছে:—তাহা এই,—জীবাত্মা

সকল অনাদি অনন্ত—তাহারা স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক আত্মায় সর্ব্ববিধ শক্তি, আনন্দ, পবিত্রতা, সর্ব্বব্যাপিতা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব রহিয়াছে। এই গুরুতর তত্ত্বটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আত্মায় আত্মায় ভেদ নাই—কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার ও ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে—স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন ভেদ নাই, সে আমার ভ্রাতা, তাহারও যে আত্মা, আমারও তাহাই। ভারত এই মহত্তম তত্ত্ব জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছে। অন্যান্য দেশে সমগ্র মানবের ভ্রাতৃভাব তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া থাকে—ভারতে উহা সর্ব্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাব এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি, ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ পর্য্যন্ত আমার ভাই—তাহারা আমার দেহস্বরূপ। 'এবং হি পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্' ইত্যাদি। এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই প্রভুকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে উপাসনা করেন। সেই কারণেই ভারতে তির্য্যগ্‌জাতি ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্ত্তমান; সকল বস্তু সম্বন্ধেই, সকল বিষয়েই ঐ দয়ার ভাব। আত্মার সমুদয় শক্তি বর্ত্তমান, এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি।

স্বভাবতঃই এইবার আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আত্মা সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অনেক সময় soul ও mind এই দুইটী কথায় বড় গোলযোগে পড়িয়া যান। সংস্কৃত আত্মা ও ইংরাজী soul শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচী। আমরা যাহাকে মন বলি, তাঁহারা তাহাকে soul বলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশ গত বিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে নাই। এখন যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে। আমাদের এই স্থূল শরীর রহিয়াছে, ইহার পশ্চাতে মন। কিন্তু মন আত্মা নহে। উহা সূক্ষ্ম শরীর—সূক্ষ্ম তন্মাত্রায় নির্ম্মিত। উহাই জন্ম জন্মান্তরে বিভিন্ন শরীর আশ্রয় করে—কিন্তু উহার পশ্চাতে soul বা মানুষের আত্মা রহিয়াছেন। এই আত্মা শব্দ soul বা mind শব্দের দ্বারা অনূদিত হইতে পারে না—সুতরাং আমাদিগকে সংস্কৃত আত্মা শব্দ অথবা আজকালকার পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুযায়ী self শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। যে শব্দই আমরা ব্যবহার করি না কেন, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত্মা—মন ও স্থূলশরীর উভয় হই-

Soul কি আত্মা?

হতেই পৃথক্। আর এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। যখন ইহা সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণ হয়, তখনই ইহার আর জন্মমৃত্যু হয় না। তখন ইহা স্বাধীন হইয়া যায়,—ইচ্ছা করিলে এই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে রাখিতেও পারে অথবা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত কালের জন্য স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। স্বাধীনতাই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব। আমাদের ধর্ম্মেও স্বর্গ নরক আছে, কিন্তু উহারা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ নরকের স্বরূপ বিচার করিলেই সহজেই প্রতীত হয় যে, উহারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এই মর্ত্ত্যলোকেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র হইবে—

স্বর্গ।

একটু না হয় বেশী সুখ, একটু না হয় বেশী ভোগ। তাহাতে বরং আরও খারাপই হইবে। এইরূপ স্বর্গ অনেক। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ইহলোকে কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পর এইরূপ কোন স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদমাত্র। এই দেবতারাও এক সময়ে মানুষ ছিলেন; সৎকর্ম্মবশে ইহাঁদের দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইন্দ্রবরুণাদি নাম কোন দেববিশেষের নহে। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইবেন। রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সৎকর্ম্মের ফলে উন্নত হইয়া ইন্দ্রত্বলাভ করিলেন, কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন আবার সেই দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেন। মনুষ্যজন্ম আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম। কোন কোন দেবতা মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যেমন এই জগতের অধিকাংশ লোক ধনমান ঐশ্বর্য্য হইলে উচ্চ তত্ত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ দেবতাই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মুক্তির চেষ্টা আর করেন না। তাঁহাদের শুভ কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে তাঁহারা এই পৃথিবীতে পুনরায় আসিয়া মনুষ্য রূপ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি; এই পৃথিবী হইতেই আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। সুতরাং এই সকল স্বর্গ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে কোন্ বস্তু লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত?

মুক্তি আমাদের লক্ষ্য।

মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র বলেন, শ্রেষ্ঠতম স্বর্গেও তুমি প্রকৃতির দাসমাত্র। বিশ হাজার বৎসর তুমি রাজত্ব ভোগ করিলে—তাহাতে কি হইল? যতদিন তোমার শরীর থাকে, ততদিন তুমি সুখের দাসমাত্র। যতদিন দেশকাল তোমার উপর কার্য্য করিতেছে,

ততদিন তুমি ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণেই আমাদিগকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কেই জয় করিতে হইবে। প্রকৃতি যেন তোমার পদতলে থাকে—প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া তোমাকে তাহার বাহিরে গিয়া স্বাধীন মুক্তভাবে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হইলে—সুতরাং তুমি মৃত্যুরও পারে যাইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়া গেল—সুতরাং তুমি তখন দুঃখেরও অতীত হইলে। তখনই তুমি সর্ব্বাতীত অব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে। আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মা লিঙ্গ ও বয়োবর্জ্জিত।

আত্মা যেমন অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা তেমনি লিঙ্গবর্জ্জিত। আত্মাতে নরনারী ভেদ নাই। দেহসম্বন্ধেই নরনারী ভেদ। অতএব আত্মাতে স্ত্রীপুং-ভেদারোপ ভ্রমমাত্র—শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ বয়সও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ সর্ব্বদাই একরূপ।

বন্ধন ও মুক্তি।

কিরূপে এই আত্মা বদ্ধ হইলেন? আমাদের শাস্ত্র ঐ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দিয়া থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জ্ঞানোদয়েই উহার নাশ হইবে, আমাদিগকে এই অন্ধতমের অপর পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি? ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা এবং সর্ব্বভূতকে ভগবানের মন্দির জ্ঞানে সর্ব্বভূতে প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরে পরমানুরক্তিবলে জ্ঞান উদয় হইবে—অজ্ঞান দূরীভূত হইবে—সকল বন্ধন খসিয়া যাইবে ও আত্মা মুক্তিলাভ করিবেন। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বিবিধ স্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—সগুণ ও নির্গুণ।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম।

সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্ব্বব্যাপী জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা—জগতের অনাদি জনক জননী। তাঁহার সহিত আমাদের নিত্যভেদ। মুক্তি অর্থে তাঁহার সামীপ্য ও সাযুজ্যপ্রাপ্তি। নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় তাঁহার প্রতি সচরাচর প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না—কারণ, জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। তাঁহাকে চিন্তাশীল বলা যাইতে পারে না, কারণ, চিন্তা সসীম জীবের জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। তাঁহাকে বিচারপরায়ণ বলা

REGISTERED No. C 295.

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

IMPERIAL LIBRARY
9 MAY 1906

সূচী।

	বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	...	...	১৭
২।	পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার কার্য্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	এস্, ই, ওয়াল্ডো		—	১০৮
৩।	স্বামী বিবেকানন্দের পত্র	...	...	...	১১৭
৪।	সংবাদ ও মন্তব্য	...	...	...	১২০
৫।	ভারতে বিবেকানন্দ	...	...	...	১২১

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩১২ সাল।

IMPERIAL

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲ বাঁধান ১৷৹
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	৷৹	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৹
„ ভক্তিযোগ	৷৹	„ কর্ম্মযোগ	৷৵৹
„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹	„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹
„ বক্তৃতা ও পত্র	।৹	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
„ কথোপকথন	।৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

1925
3
40

শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

সর্ব্বলোকললামভূত, বিজ্ঞানময়বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট স্বীয় বিভূতির কিয়দংশ বর্ণন করিয়া কহিলেন, "এ জগতে যে কোন জীবে বিশেষ শক্তি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিও।" সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়-ভূতা এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতনধর্ম্মাবলম্বী পুরুষমাত্রেই দেবকীনন্দনকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেহ কেহ আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন, এমন কি, কেহ কেহ আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, নাস্তিকতা বা সন্দেহবাদ অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধিদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। হে মানব, যদি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে তাহাই পাইতে, তাহা হইলে আমি তোমায় ঈশ্বর আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। যদি তোমায় বাধা দিবার শক্তি কাহারও না থাকিত, যদি তুমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মৃত্যুভয় অতিক্রমপূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতে, যদি তোমার জ্ঞানপিপাসা নির্ব্বাণ করিবার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তুমি অজ্ঞান অন্ধকারের সমূলে উন্মূলনক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতে, যদি তুমি সর্ব্বকাল, অনায়াসে, স্বেচ্ছানুসারে তোমার অসংখ্য প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিতে পারিতে, তাহা হইলে ঈশ্বর তুমিই হইতে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি ঠিক ইহার বিপরীতাবস্থাপন্ন কি না? তুমি কি আপনাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিতে চাও না? কিন্তু হায়! তোমার রূপ তোমার অভিমত নয়। তুমি কি কোটিপতির সন্তান হইয়া স্বয়ং কোটিপতি হইতে চাও না? কিন্তু হায়, তোমার অনিচ্ছাক্রমে তুমি দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি তোমার স্বেচ্ছাক্রমে এই সংসার নগরে অবতীর্ণ হইবার শক্তি থাকিত, তাহা

হইলে তুমি দরিদ্রের কুটীর দ্বার দিয়া কখনও ইহাতে প্রবেশ করিতে না, ধনাঢ্যের অশেষ কারুকার্য্যসমন্বিত, সুবিপুল সিংহদ্বার দিয়াই এখানে আসিতে। তুমি কখনও অশেষ রোগের নিলয়ভূত, ভগ্ন, কদাকার, দুর্গন্ধময় দেহকে আশ্রয় করিতে না, বিপুলবীর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আশ্রয়ভূত, সুস্থ, সৌরভময় দেহকেই অধিকার করিতে। কিন্তু, ইচ্ছা না থাকিলেও তোমায় কখন কখন কুব্জ, অন্ধ, বধির হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, দুর্ভাগ্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিতে হয়। তুমি সকলের উপর আধিপত্য করিতে চাও, কিন্তু প্রাণসম পুত্রগণ ও প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীও কখন কখন তোমার আজ্ঞাপালন করিতে চাহেন না, অন্যে তো তোমার কথায় কর্ণপাত করিতেও ইচ্ছুক নহে। এ অবস্থায় নিরীশ্বর হইয়া আপনাকে ঈশ্বরজ্ঞান করা কেবলমাত্র বাতুলতার কর্ম্ম। যে শক্তি তুমি বাধা দিতে পার না, কিন্তু যাহা অবাধে তোমায় বাধা দিতেছে, সেই মহাকালশক্তি কালীর অধীনে শুদ্ধ তুমি নও, চরাচর সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে। কাল-ক্রমে মহাবীর্য্যশালী, মহাযশস্বী, মহাবদান্য, মহাধার্ম্মিক, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রিয়তম নিলয়ভূত রাজচক্রবর্ত্তীকেও ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া শ্মশানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাঁহার জীবিতাবস্থার যাবতীয় আশা, উদ্যম, লোকহিতচিকীর্ষা, বিপুলকুলবিমর্দ্দনেচ্ছা, তৎসমস্তই চিতাগ্নি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে, কারণ কালশক্তি কালীকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না, "কালো হি দুরতিক্রমঃ"। কালে ধনী নির্ধনী, এবং নির্ধনী ধনী হইতেছে, সর্ব্বলোকঘৃণ্য সর্ব্বলোকপূজ্য এবং সর্ব্বলোকপূজ্য সর্ব্বলোকঘৃণ্য হইতেছে। মহাকাল ভিন্ন কে এই কালশক্তির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হয়? অতএব হে মানব, তুমি এই মহাশক্তির প্রভাব যখনই বিস্মৃত হইয়া আপনাকে স্বাধীন জ্ঞান কর, তখনই তুমি মহাভ্রমে পতিত হও, তখনই উক্ত ভ্রমবশতঃ মনে কর, "কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া" আমার মত আর কে আছে? তখনই তোমার জ্ঞানচক্ষু, অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই কালশক্তিই ঈশ্বর নামে অভিহিত। কালশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনিই ব্রহ্ম নামে অভিহিত 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'।

যেখানে এই কালশক্তির বিকাশ সমধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়, সেই খানেই ঈশ্বরত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ভিতর এই

মহাকালীর বিকাশ যে প্রভূত পরিমাণে ছিল, ইহা যে কেহ তাঁহার জীবনী শ্রীমদ্ভাগবতাদি পরম পবিত্র পুরাণ সমূহে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন! কোন মহাশক্তিই তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি তাৎকালিক যাবতীয় রাজশক্তিকে পদানত করিয়া, নিজ অভিমত ধর্ম্মপ্রাণা-রাজশক্তিরই অভ্যুদয় সাধনপূর্ব্বক গীতোক্ত স্ববাক্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" "অর্জ্জুন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মের জয় সাধনের জন্যই আমি প্রতি যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।" বিশ্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক পরম ভীত হইয়া অর্জ্জুন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ। বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যম্ ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥" "দেববর, প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে নমস্কার করি, উগ্ররূপধারী আপনি কে? আপনি চরাচর বিশ্বের আদিভূত। আপনার অভিলাষ কি তাহা জানি না বলিয়া আমি আপনার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।" এইরূপে পৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ কহিলেন, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" "আমি সর্ব্বলোক সংহারকারী অনাদি কাল"। আবার কহিলেন, 'ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে,' 'তোমার ন্যায় কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ লোক ভিন্ন আর কাহাকেও রক্ষা করিব না।' এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অনাদি-মধ্যান্ত কাল ধর্ম্মেরই পক্ষপাতী, কারণ ধর্ম্মসংস্থাপনই ইঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিকই কালশক্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি অনাদি কাল হইতে ধর্ম্মেরই অভ্যুদয় সাধন করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ধর্ম্মের জয় লক্ষিত হয় বটে কিন্তু কলিতে ধর্ম্মের চারিটী পাদের মধ্যে কেবল একটি বর্ত্তমান আছে বলিয়া অধুনা অধর্ম্মেরই জয় সম্বত্ব পরিলক্ষিত হয়। এ সিদ্ধান্তটী সত্য নহে, কারণ যদিও মিথ্যাবাদ, চৌর্য্য, নৃশংসতা ও অধার্ম্মিকতাকে আশ্রয় করিয়া কখন কখন কোন কোন মনুষ্যকে সুখলাভ করিতে দেখা যায়, তথাপি যদি তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি ধর্ম্ম বা অধর্ম্মদ্বারা অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক পার্থিব সুখ ভোগ লাভে সমর্থ হইয়াছে, সে কখনও আপনাকে অধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিবে

না পরন্তু তুমি তাহার ধার্ম্মিকতায় সন্দিহান হইয়াছ বলিয়া তোমার প্রতি বিশেষ কষ্ট হইবে। অধর্ম্ম এখনও নিশাচর পেচকের ন্যায় রজনীযোগেই বাহির হয়, দিবাভাগে লোক সমক্ষে বাহির হইবার শক্তি তাহার কখনও ছিল না এবং হইবেও না। এখনও জগতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুল, ধর্ম্মরক্ষক শ্রীবিষ্ণুর অবতারসমূহ, শঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শেষাবতার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, আঞ্জনেয়াবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ধর্ম্মময় বিগ্রহ জরথুষ্ট্র ঈশা ও মহম্মদ এবং জ্ঞানময়বিগ্রহ পূজ্যপাদ শাক্যসিংহ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব সমগ্র জগৎকে শাসন করিতেছেন। ইঁহারা বর্ত্তমান সম্রাট্ ও রাজগণের উপর এখনও আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতএব কালশক্তি যে ধর্ম্মেরই পক্ষপাতিনী, ইহা নিঃসন্দেহ, এবং ইহার বিকাশ যাঁহাতে প্রভূত পরিমাণে লক্ষিত হয়, তাঁহাকে লোকে ঈশ্বরাবতার না বলিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ঈশ্বর শব্দটী যদি প্রভুবাচী হয়, তাহা হইলে যিনি সকলের পরিচালক কিন্তু স্বয়ং পরিচালিত নহেন, তাঁহাকে প্রভু বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে শিক্ষা দিলেন যে "এ জগতে যে কোন জীবে বিশেষ শক্তি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিও"। কারণ, বিশেষ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যবান্, বিশালহৃদয় মহাত্মাগণই এখানে প্রভুর স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। মানবগণ স্বেচ্ছানুসারে তাঁহাদের পদানত হইয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। যে কেহ এতাদৃশ মহাপুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইয়াছে বা হইবে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অপদস্থ ও সকলের ঘৃণাভাজন হইয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছে বা হইবে। ইহজীবনেই যে তাহাকে এরূপ নরকভোগ করিতে হয় তাহা নহে, পরজীবনেও তাহার সুখের আশা কোথায়? যাহার মন বিস্তীর্ণমনা মহাপুরুষগণের অনুগামী হইতে পারিল না, তাহা যে নিরতিশয় জঘন্যপ্রবৃত্তিপরায়ণ এবং সুতরাং তাহাতে যে কখন কোন সুখশান্তি আসিতে পারে না, ইহা কি প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে? মলিনহৃদয় দুঃখেরই নিবাসভূমি ও নির্ম্মলহৃদয় সুখের আবাস স্থান, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ। তিনটি বস্তু জগতে বড় দুর্লভ—মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। সুতরাং মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা ইহজীবনে আপনাদিগকে দুঃখজননী

মলিনতার হস্ত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক কৃতার্থ করিতে পারিল না, তাহারা নিতান্ত শোচনীয়।৬ মহাপুরুষগণ কালশক্তির মূলস্থান অধিকার করিয়া আছেন, কারণ সমগ্র জগৎ আবহমান কাল হইতে তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কালশক্তি কালী যেমন সর্ব্বলোকশাসনকর্ত্রী, মহাপুরুষগণও তেমনি সর্ব্বলোক শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাক্যই শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়া নিত্যকাল জগতের যাবতীয় নর নারীর কল্যাণ বিধান করিতেছে। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখময়সংসারে তাঁহারাই মানবমনে বল ও আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের পথ জনসাধারণের গোচর করিয়া, এবং নিজেরা সেই পথের পথিক হইয়া কত শত নরনারীকে যে চিরশান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহারাই যথার্থ পিতৃনামের যোগ্য। পার্থিব পিতা জন্মদাতা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা নিত্যসুখশান্তিপ্রসবিনী, অপবর্গকারণভূতা পরমাবিদ্যা দান করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহারা গুরুপাদবাচ্য। এই জন্যই গুরুকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী কালশক্তির স্বরূপ ও তদতীত বলিয়া পূজা করা হয়, যথা গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবোমহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। কালশক্তি বিরূপা বা রুষ্টা হইলে গুরু মানবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু "গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন"। অর্থাৎ গুরু রুষ্ট হইলে আর কাহারও উদ্ধার করিবার শক্তি নাই।

বর্ত্তমানকালে এই কালশক্তি মহাকালীর মূল স্থান কোন্ মহাপুরুষ অধিকার করিয়া আছেন, কাঁহার শ্রীচরণতরণী আশ্রয় করিলে সংসারসাগরে মগ্নপ্রায় শত শত নরনারী নিষ্কৃতি লাভ করিবে? নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদ-রূপ রাক্ষসদ্বয়ের করালকবলে পতিত অন্ধ, বিপন্ন মানবগণকে কোন্ মহাবীর রক্ষা করিতে সমর্থ? বর্ত্তমান মন্থন্ ধর্ম্মবিপ্লবের সময় অজ্ঞানান্ধকার-তিতীর্ষু সত্যপিপাসুগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া কাঁহার প্রত্যাশায় রহিয়াছেন? মাতৃকণ্ঠনিঃসৃত অমৃতময় বাক্যতুল্য কোন্ স্নেহময়ী গুরুমূর্ত্তির সুললিত, সরল বাক্যামৃতবিন্দু ত্রিতাপতপ্তের নৈরাশ্যময় হৃদয়ে স্বর্গের জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে সমর্থ? বিজ্ঞানময়বিগ্রহ, ভক্তিরস-পরিপ্লুত অলৌকিক ভাবরাশির অদ্বিতীয় আধার, কোন্ লোকোত্তর পুরুষের নিরক্ষরতার সম্মুখে, অদ্য পৃথিবীর যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ভীতভীতের ন্যায়, শিষ্য প্রশিষ্যের ন্যায়

যুক্তকরে অবস্থিত? কোন্ ছদ্মবেশী মায়াধিনায়ক আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া শ্রীমদ্বিবেকানন্দ রূপ স্বকীয় বিজ্ঞান দীপ্তি দ্বারা অদ্য সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন?

বস্তুতঃ, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সকলই অলৌকিক। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, 'সে ঘরের উল্‌টো চাবি' অর্থাৎ জ্ঞানের ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পার্থিব উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণও এরূপ উপদেশ দিয়াছেন যথা,—যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র উক্ত উপদেশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। কারণ, লোকে যাহাকে ভাল বলে, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে মন্দ, লোকে যাহাকে সুখশান্তির কারণ বলিয়া জানে, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা দুঃখ ও অশান্তির হেতু। তাঁহার শক্তি দুর্নিবার্য্য ও অতুলনীয়। এ সকল বিষয় উত্তম রূপ হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে তাঁহার পরমপাবন জীবনের দুই চারিটী ঘটনার আভাস দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যেখানে শক্তির বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরত্ব পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, নিরক্ষর সপ্তমুদ্রামাত্রবেতনভোগী জনৈক পুরোহিতের এমন কি শক্তি থাকা সম্ভব, যদ্দ্বারা লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারে? মনুষ্যদৃষ্টিতে অসম্ভব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যদিও কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি লোকবুদ্ধির অগোচর ছিল, অধুনা সভ্যজগতে এমন কেহই নাই, যিনি উক্ত মহাশক্তির পূজা না করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে আমরা বলি যে, নিরক্ষরতা ও নির্ধনতাই তাঁহার অতুল-শক্তির পরিচায়ক। উপায় দ্বারাই উপেয় বস্তু লাভ করা যায়, সাধন দ্বারাই সাধ্য বস্তু আয়ত্তাধীন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বিনা উপায়ে বিনা সাধনে সাধ্য বস্তুকে আপন আয়ত্তে অনায়াসে আনিতে পারেন, তিনি যে বিপুলশক্তি-সম্পন্ন ইহা বুঝিতে কি আর প্রমাণ প্রমেয়ের আবশ্যক হয়? অস্ত্র শস্ত্র ও বিপুল বাহিনী সহায় যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, কিন্তু যিনি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া একাকী বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন অসংখ্য সৈন্য সহায় বাহিনীপতিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি যে ঈশ্বরীয় শক্তির আধার ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমানকালে পণ্ডিত হইতে হইলে লোকে গ্রন্থরাশির আশ্রয় লয়েন। যিনি যত পরিমাণে গ্রন্থাভ্যাস করিতে শিখিয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে পণ্ডিত বলিয়া গণনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রন্থপাঠ

একবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কখন কখন গ্রন্থকে গ্রন্থি স্বরূপ বলিতেন। কারণ অনেকস্থলে গ্রন্থপাঠ পাণ্ডিত্যাভিমানের কারণ হয় ও তজ্জন্য নানাবিধ গ্রন্থির বন্ধন মানবমনকে সংসারে আবদ্ধ রাখে। যুবাকালে জনৈক বুদ্ধিমান্ বেদান্তশাস্ত্রাধ্যায়ীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এ ব্যক্তির নিকট তিনি সর্ব্বদাই জগতের মিথ্যাত্ব, অবস্তুত্ব এবং ব্রহ্মের সত্যত্ব ও বস্তুত্ব সম্বন্ধে শুনিতেন, এবং উক্ত বেদান্তাধ্যায়ী যে সর্ব্বতোভাবে সাংসারিক বাসনা শূন্য, ইহা তাহার তর্ক ও যুক্তি পূর্ণ বাক্য দ্বারা একপ্রকার স্থিরই করিয়াছিলেন। কিন্তু যৎসামান্য তণ্ডুলের লোভে একদা তাহাকে হীন পৌরোহিত্যকর্ম্মে ব্রতী হইতে দেখিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, গ্রন্থপাঠে জ্ঞানলাভ হয় না, তাহার অন্য উপায় নিশ্চয়ই আছে। এইরূপে তিনি গ্রন্থপাঠে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। সামাজিক পণ্ডিতগণ সভামধ্যে বেদান্ত শাস্ত্রের অপার্থিব সত্যসমূহের আলোচনা করিতেছে দেখিলে তিনি তাহাদিগকে সুদূর গগনগামী গৃধ্রাদি খেচর সমূহের সহিত তুলনা করিতেন। কারণ, তাহারা গগন প্রদেশের মহোচ্চস্থান অধিকার করিলেও সর্ব্বদা পূতিগন্ধময় মৃত জীবদেহের অন্বেষণে পৃথিবীর অতি কদাকার স্থান সমূহে ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া থাকে। তদ্রূপ পণ্ডিতগণের বদন হইতে তত্ত্ববাক্যের স্রোত প্রবাহিত হইলেও তাহাদের মন সর্ব্বদা অর্থের উপর পতিত থাকে। একদা জনৈক মূর্খ শিষ্য তাঁহার সংসারতারিণী অভয়দায়িনী সেবা পরিত্যাগ করিয়া ফার্সি গ্রন্থপাঠে অভিনিবিষ্ট হইলে তিনি মৃদুবাক্যে তাহাকে কহিয়াছিলেন "বৎস, ইদৃশ গ্রন্থপাঠে মন বিক্ষিপ্ত হয়। এমন কি ইহাতে ভগবদ্ভক্তির হানি হয়।" তাঁহার এই শাসন বাক্যে উক্ত শিষ্যের চৈতন্য লাভ হইয়াছিল।

বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিলে মানব মন অন্যের চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয় ও স্বকীয় চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে। গ্রন্থপাঠ যদি কাহারও চিন্তার সহায় হয়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই উপাদেয় কিন্তু যদি তাহা কাহারও চিন্তাশক্তির নাশক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার পরম পবিত্র মনোমধ্যে সুগুপ্ত অতুল জ্ঞানরাশির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং স্বল্পকাল মধ্যে এত জ্ঞানধনের অধিকারী হইলেন যে, স্বীয় অক্ষয় কোষ হইতে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে তাহা অহরহ অবাধে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পণ্ডিত

মূর্খ, ধনী নির্ধনী তাঁহার অক্ষয়জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানধন লাভ করিয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতেন।

আমরা উপনিষদে পাঠ করিয়াছিলাম যে, দুই প্রকারের বিদ্যা আছে, পরা ও অপরা। তথায় বেদ বেদাঙ্গাদি পাঠ অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু পরা বা শ্রেষ্ঠা বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাপিকা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা তখন আমরা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, পরা বিদ্যা কাহাকে বলে। এই পরাবিদ্যা বলেই তিনি মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খেরও মোহ আবরণ অপসারিত করিতে পারিতেন। এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিশেষ পরিচায়ক।

ইদানীং ধন না থাকিলে জগতে কাহারও সম্মানলাভের সম্ভাবনা নাই। ধনে মূর্খকেও পণ্ডিত করায়। ধনে অসম্ভব সম্ভবপর হয়। সুতরাং অধুনা সর্ব্বত্র অর্থশক্তিরই পূজা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থকে সর্ব্বানর্থের মূল জানিয়া তাহার ধাতুময়ী মূর্ত্তির প্রতি এতাদৃশ ঘৃণাপরায়ণ হইয়াছিলেন যে, কোনও ধাতুময় দ্রব্য তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না, তাহা করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। তিনি এইরূপ ধনস্পর্শলেশশূন্য ছিলেন বলিয়াই মহাধনিগণ তাঁহার দাসত্ব করিয়া, তাঁহার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যিনি অর্থ চাহেন না, অর্থ যে আপনা আপনি তাঁহার নিকট আইসে, অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন পর্য্যালোচন দ্বারা ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

ভবিষ্যতের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করা অত্যাবশ্যক, কারণ, অভাবময় মনুষ্যজীবনে কখন কি অভাব হইবে তাহা কাহারও জানা নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পর মুহূর্ত্তের জন্যও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। একদা তিনি ৺শম্ভুচরণ মল্লিকের উদ্যান বাটিকায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত মল্লিক মহাশয় তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। এই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার উদ্যানে গমন করিয়া ক্ষণকাল সংলাপাদি করতঃ স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন। মল্লিক মহাশয় একদিবস তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদীয় ব্যবহারার্থ কিঞ্চিৎ অহিফেন বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যাগমন কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্ট দিবালোকে গৃহদ্বার অন্বেষণ করিতে সমর্থ না হইয়া বিপথে গমন করিতেছেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় কহিলেন, "বাবা, দ্বার তো ওদিকে নয়।"

তাহাতে তিনি কহিলেন, "আমার সমুদয় অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। তুমি কি আমার কাপড়ে কিছু বাঁধিয়া দিয়াছ?" মল্লিক মহাশয় কহিলেন, "আপনার ব্যবহারার্থ কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়াছি।" পরে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া লইতে তিনি প্রকৃত দ্রব্য দেখিতে পাইলেন। সঞ্চয়সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ এরূপ উদাসীন ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার জন্য অন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছিলাম,

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে,
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"।

"যাঁহারা অন্য সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণের জন্য আমি দ্রব্য আহরণ ও সঞ্চয় করিয়া থাকি"। তখন ইহা বোধগম্য হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবন ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে।

এ জগতে বন্ধনই একমাত্র সহায় ও সুখের কারণ। প্রেমবন্ধন আছে বলিয়া সাংসারিক জীবন এত সুখকর হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণে বস্ত্র বয়নে, পেটিকাদি করণে বন্ধন অপরিহার্য্য। গৃহদ্বারে বন্ধন না দিলে চৌরের ভয়। বেশবিন্যাসে বন্ধন আবশ্যক। যাহার কোন বিষয়ে বন্ধন নাই, তাহাকে অচিরাৎ পথের ভিক্ষুক হইতে হইবে। এমন কি, ভিক্ষুকও আপনার চীর-খণ্ডগুলিকে একত্র বন্ধন করিয়া রাখে, পাছে হারাইয়া ফেলে। অতএব বন্ধন সাংসারিক লোকের পরম সহায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ধনের কথায় ভয় পাইতেন। বন্ধন মনুষ্যকে পৃথিবীতে বাঁধিয়া রাখে, ভগবৎপাদপদ্মে যাইতে দেয় না। বন্ধনে মানব স্বাধীনতা ধন হইতে বঞ্চিত হয়। বন্ধন হৃদয়কমলকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না। সুতরাং যে কেহ ভগবৎপাদ-পদ্মের মধু পান করিতে সমুৎসুক, যে কেহ স্বাধীনতা লাভ করিয়া অকুতো-ভয়ে মহামায়ার রাজ্যে আনন্দে বিহার করিতে অভিলাষী, তিনি কখনও বন্ধনকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না। এইরূপে তিনি বন্ধনকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন যে, কোনও দ্রব্যে তিনি বন্ধন দিতে পারিতেন না। বস্ত্র পরিধানে বন্ধন আবশ্যক, সুতরাং স্বয়ং পারিতেন না বলিয়া অন্যে তাঁহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিত। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় তাঁহার স্বভাব ছিল, সুতরাং জগজ্জননী কাল-শক্তি কালী তদীয় সেবার্থ অনেক দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা সেই মহাপুরুষের সেবা করিয়া আপনাদের পরম ভাগ্যবান্ মনে করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎপ্রসূতি কালীকেই আপনার জন্মদাত্রী বলিয়া জানিতেন। শিশু যেরূপ কখনও মাতৃ অঙ্ক ত্যাগ করিতে চাহে না, তিনিও সেইরূপ কখনও মাতৃ অঙ্ক হইতে উত্থিত হইতে চাহিতেন না। অহরহ মাতৃ সমক্ষে থাকিয়া নির্ভয়ে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেন এবং জানিতেন, এ সংসারে মাতৃপাদমূল ভিন্ন আর কুত্রাপি নির্ম্মল আনন্দভোগের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই তিনি আনন্দপ্রিয় মানবগণকে নিজ জননীর নিকট লইয়া যাইতে চাহিতেন। বাস্তবিকই যতদিন স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার মাতৃভাব থাকে, ততদিন তাঁহারা তোমায় সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু যখনই তাঁহাদের প্রতি তুমি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ কর, তখনই বিবাহেচ্ছা তোমার হৃদয়ে বলবতী হয়। বিবাহের পর নারীকে পত্নীরূপে লাভ করিলে লালন পালনের ভার আর নারীতে থাকে না, তাহা তোমার উপর আসিয়া পড়ে। পত্নী ভার্য্যা বা ভরণীয়া হয়েন। এতদিন বালকের ন্যায় লালিত পালিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলে, এক্ষণে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিন্তারূপ জ্বরে শরীর মনকে মলিন করিয়া দুঃখময় সংসারে দুঃখের ভার মস্তকে ধারণ করতঃ অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছ। নির্ম্মল ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিল, হৃদয় হইতে শান্তি চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ এইজন্য বলিতেন যে, "দেখ, নবজাত গোবৎস কেমন সুন্দর, কত আনন্দময়, ইতস্ততঃ কেমন লম্ফ ঝম্প দিয়া বেড়াইতেছে। যেন জগতে কেবল আনন্দভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে উহার গলায় রজ্জু সংলগ্ন হইবে, সেই দিন হইতেই উহার রূপ ও আনন্দ উভয়ই ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে। বিবাহ বন্ধনের পূর্ব্বে মানব সন্তানও ঐরূপ আনন্দে জীবন যাপন করে, কিন্তু সংসারের রজ্জু গলদেশে একবার সংলগ্ন হইলে, সে সুখ কোথায় পলাইয়া যায়।"

স্বাধীনতাই সুখের মূল। স্বাধীনতাই মানবকে অমিততেজঃসম্পন্ন করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্বাধীনতাধন কখনও নষ্ট করেন নাই। কোনও রূপ বন্ধন তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় অনন্ত আকাশের ন্যায় বিশাল ছিল। এই হেতুই তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি কহিতেন, "ভগবানের কখন ইতি করিও না। কেহ কখন তাঁহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয় নাই, হইবেও

না। তিনি চিৎসমুদ্রস্বরূপ, শিব শুক সনক নারদাদি সেই সমুদ্রের এক এক ফোঁটা জল পান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সাকার, নিরাকার, ও এতদুভয়ের অতীত, ইহা জানিয়াছি। আর যে তিনি কি তাহা জানি না। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মমত আছে, তৎসমস্তই তাহার শ্রীপাদমূলে যাইবার এক একটি পথ। তুমি যে পথে আজন্ম স্থাপিত হইয়াছ, সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হও, কালক্রমে চিরশান্তিনিকেতন বিভু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর আমিত্ব ছিল না। তিনি "আমি, আমার" এই দুই কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। যে স্থলে সচরাচর লোকে "আমার" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তিনি সেই স্থলে নিজ হৃদয়ে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক "এখানকার" শব্দ প্রয়োগ করিতেন যথা "আমার ভাব এরূপ নয়" বলিতে হইলে তিনি "এখানকার ভাব এরূপ নয়" ইহা বলিতেন। তাঁহার নিজের আমিত্ব তাঁহার ভিতর ছিল না বলিয়া জগৎপ্রসূতি কালীর আমিত্বই তাহার ভিতর দিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পাইত। অর্থাৎ বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে মানব, শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস আমি তোমায় দিলাম। আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র জীব তাঁহার অনন্ত শক্তির এক কণাও বিবৃত করিয়া বলিতে সমর্থ নয়। তুমি যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হও, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বলোকপাবন নিখিল সন্তাপহর চরিত্র সাগরে অবগাহন কর। ক্রমে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি দ্বারা তোমার হৃদয় সমুদ্ভাসিত হইবে। প্রাণে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইবে। মন আনন্দময় হইয়া যাইবে ও তুমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে।

পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারকার্য্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।*

(এস্, ই, ওয়াল্ডো।)

স্বামী বিবেকানন্দের মান্দ্রাজী শিষ্যগণ যখন ১৮৯৩ সালে চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় স্বামীজিকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়া তাঁহার পাথেয়স্বরূপ অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ঠিক কোন্ তারিখে মহাসভা বসিবে, তাহা জানিতেন না। এই কারণে প্রতিনিধিগণের একত্র মিলিত হইবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহার কয়েকমাস পূর্ব্বেই চিকাগোয় (Chicago) উপস্থিত হন। তাঁহার নিকট টাকা কড়ি অতি অল্পই ছিল। তাহা আবার তাঁহার ভ্রমণসঙ্গিগণের তত্ত্বাবধানের দোষে অনেক কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে অনেক দিন এখানে থাকিতে হইবে, তখন তিনি প্রথমে একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এত দিন এই বিদেশে তিনি কিরূপে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, ইহা তাঁহার নিকট মহা ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি কোনরূপে বোষ্টনে (Boston) গেলেন এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে একরূপ কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে লোকে সহজেই মুগ্ধ হইত। এই কারণে তিনি শীঘ্রই অনেকগুলি বন্ধু পাইলেন, তাঁহার বিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসিল।

হার্ভার্ড কলেজের (Harvard College) জনৈক অধ্যাপক তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইনি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বসংকল্পানুযায়ী ধর্ম্ম মহাসভায় বক্তৃতা দিতে সম্মত করিলেন। ইঁহার পরামর্শানুসারে স্বামীজি চিকাগোয় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

---

* এই প্রবন্ধ বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামীজির জন্ম তিথি পূজার দিবস পঠিত। 'প্রবুদ্ধ ভারত' জানুয়ারি সংখ্যা হইতে অনূদিত।

সেই চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় স্বামীজি যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা যাঁহারা তাঁহার সেদিনকার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার মধুর কণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ হইবামাত্র সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী উৎসাহে করতালি ধ্বনি দিতে লাগিল। যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার এই প্রথম ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনও স্বামীজি যে জীবনে কখন বক্তৃতা করেন নাই, তাহা জানিত কিনা সন্দেহ। তাঁহার বক্তৃতায় কিছু মাত্র ইতস্ততঃ ছিল না, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অদ্ভুত অধিকার, ভাষা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আবার তিনি সুরসিকতায় সিদ্ধ হস্ত। এই সকল দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল, ইনি সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্ত। নিশ্চয়ই সেদিন তাঁহার গুরুদেবের শক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিয়াছিল।

ধর্ম্ম মহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে যুক্ত রাজ্যের (United States) নানা স্থান হইতে তিনি বক্তৃতা দিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার ভারতীয় সন্ন্যাসী ভ্রাতাগণের সাহায্যের জন্য এরূপ উৎসুক ছিলেন যে, তিনি একটী বক্তৃতা-কোম্পানির * সহিত বন্দোবস্ত করিয়া যুক্ত রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশ সমূহে অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। শীঘ্রই কিন্তু তিনি দেখিলেন. এরূপ ভাবে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী নহে। বিভিন্ন প্রকৃতির শ্রোতার সমক্ষে তিনি স্বভাবতই তাঁহার নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বক্তৃতা দিতে পারিতেন না। তার পর আবার তাঁহার ন্যায় ধ্যানপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্রমাগত একস্থান হইতে আর একস্থানে যাতায়াত কষ্টকর হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই যেন উধাও হইয়া থাকিত। তিনি সময়ে সময়ে এরূপ ধ্যানে বিভোর থাকিতেন, নিজের চিন্তায় এরূপ মগ্ন হইয়া থাকিতেন যে, অনেক সময়ে তাঁহার নিকট কি ঘটিতেছে, সে বিষয়ে তাহার খেয়াল থাকিত না। পরে তাঁহার এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমাগত বিরোধী চিন্তার সংঘর্ষ, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, পাশ্চাত্য

* Lecture Bureau—আমেরিকায় এইরূপ অনেক বক্তৃতা কোম্পানি আছে। ইহারা ভাল ভাল বক্তা যোগাড় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ায়। তাহারা বক্তৃতার সমুদয় বন্দোবস্ত করে ও বক্তৃতার টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থের কিয়দংশ বক্তাকে দিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজেরা গ্রহণ করে।

প্রদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহিত অবিরত তীব্র দ্বন্দ তাঁহার ভিতর এক স্বতন্ত্র ভাব জাগরিত করিল। তিনি তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জগতের সকল বিষয়েই সতর্ক ও জাগ্রত হইয়া উঠিলেন।

বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া স্বামীজি সেই বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন, এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্যের অবসর পাইয়া নিউইয়র্কে (New York) গমন করিলেন। চিকাগোর জনৈক বন্ধুর সাহায্যে তিনি ১৮৯৪ সালের প্রথম ভাগে যুক্তরাজ্যের রাজধানী নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। এই পাশ্চাত্য দেশে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, আমেরিকায় অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা আনন্দের সহিত ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতে প্রস্তুত। তাঁহার আশা হইল, তিনি এই সহরে এইরূপ অনেক জিজ্ঞাসু ব্যক্তি পাইবেন।

তিনি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কয়েকটী বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু নিয়মিতভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবার এখনও তাঁহার সুবিধা হয় নাই, কারণ, এতদিন তিনি কোন না কোন বন্ধুর গৃহে অতিথিভাবে অবস্থান করিতেন। এই বর্ষের গ্রীষ্মকালে তিনি এইরূপ অতিথিভাবেই নিউইংলণ্ডে (New England) গমন করিলেন ও গ্রীনএকারে (Greenacre) দুই এক সপ্তাহ যাপন করিলেন। এই সময়ে এই স্থানে মিস্ ফার্ম্মার (Miss Farmer) 'গ্রীনএকার সমিতি'র প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। পরে এই স্থানে সর্ব্বধর্ম্মালোচনা সমিতি হওয়াতে ইহা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ডাঃ লিউইস জি, জেন্‌স (Dr. Lewis G. Janes) সাহেব যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রুকলিন (Brooklyn) নৈতিক সমিতির উদারমনা দক্ষ সভাপতি ছিলেন, তিনিই উক্ত ধর্ম্মসমিতির পরিচালনা করিতেন।

শরৎকালে স্বামীজি নিউইংলণ্ড হইতে নিউইয়র্কে প্রত্যাগত হইলেন। এখানে তিনি কোন বন্ধুর বৈঠকখানায় যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তাঁহার সহিত উক্ত জেন্‌স সাহেবের পরিচয় হয়। তিনি প্রথম আলাপেই স্বামীজি যে অসাধারণ চরিত্র ও ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে উক্ত ব্রুকলিন সমিতির সমক্ষে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন হইতে তাঁহারা পরস্পরে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহারা আজীবন এই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ব্রুকলিনে প্রথম বক্তৃতা দেন। পাউচ ম্যান্‌সন (Pouch Mansion) নামক বিখ্যাত হলে বহু শ্রোতা আগ্রহসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি শ্রোতৃবর্গের মনোহরণে কৃতকার্য্য হইলেন। উক্ত স্থানে এবং পথে ব্রুকলিনের অন্যান্য অনেক স্থানে তাঁহার ক্রমান্বয়ে কয়েকটী বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। এই সময় হইতেই আমেরিকায় তাঁহার প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইল। তিনি নিজের বাসাভাড়া করিয়া প্রতি সপ্তাহে সেখানে কয়েকটী ক্লাস করিতে লাগিলেন। এখন হইতে তাঁহার ছাত্রদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হইতে লাগিল। অনুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উদার শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। তিনিও আনন্দের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। স্বামীজি বলিতেন,—সকল আত্মাই মুক্তিলাভ করিবে, সকল ধর্ম্মই সত্য—এই সকল ধর্ম্মরূপ সোপান পরম্পরার সহায়ে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির একপদ হইতে আর এক পদে অগ্রসর হয়। বিশেষতঃ পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য ও ধর্ম্মে উদারভাব তাঁহার প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল।

এই সময় স্বামীজি নিউইয়র্কে অতি সামান্যভাবে বাস করিতেন। প্রথম প্রথম তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহেই ক্লাস করিতেন—তখন মাত্র ৩।৪ জন ছাত্র ছিল। যাহা হউক, ছাত্রসংখ্যা আশ্চর্য্যভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—যখন সেই ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইত, তখন দেখিতে অতি সুন্দর হইত। স্বামীজি সর্ব্বদাই মেজেয় বসিতেন, তাঁহার অধিকাংশ ছাত্রও ঐরূপে বসিতেন। যতই লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল, তখন তাহারা স্থানাভাবে কেহ বা মার্ব্বেল নির্ম্মিত ক্রশ চিরুণি প্রভৃতি রাখিবার টেবিলে, কেহ বা সোফার হাতলে, কেহ বা মুখ ধুইবার জায়গায় বসিত। দরজা খোলা রাখা হইত—অতিরিক্ত লোকগুলিদ্বারা হল ভরিয়া যাইত—তাহারা সিঁড়িতে বসিত। এই সময়কার স্বামীজির বক্তৃতাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত। যিনি সৌভাগ্য ক্রমে ঐ সকল বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তিনি কখনই উহা ভুলিতে পারিবেন না। স্বামীজির মূর্ত্তি মহিমাব্যঞ্জক অথচ সবল—অতিশয় আবেগের সহিত উদ্দীপনাময়ী ভাষায় শিক্ষা দিতেছেন আর ছাত্রগণ ঠেসাঠেসি বসিয়া সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া উদগ্রীবভাবে স্বামীজির প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন।

ভবিষ্যতে যে কার্য্য এতাদৃশ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, সেই কার্য্যের এরূপ আরম্ভই ত উপযুক্ত। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপে নীরবে ধীরে ধীরে নিউইয়র্কে বেদান্ত চর্চ্চার প্রবর্ত্তন করিলেন। স্বামীজি এই শিক্ষার জন্য কোনরূপ অর্থাদি লইতেন না। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে যাহা কিছু দিত, তাহাতেই ঘর ভাড়াটা চলিয়া যাইত। যখন দেখিলেন, খরচে কুলাইতেছে না, তখন একটী হল ভাড়া লইয়া সেখানে ভারতের ধর্ম্ম বাদ দিয়া অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন ও ঐ বক্তৃতা হইতে যে আয় হইতে লাগিল, তাহা তিনি সমিতির কার্য্যে লাগাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, হিন্দু ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাঁহাদের শিক্ষালয়ের ব্যয় বহন এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাদের ছাত্রদেরও ভরণপোষণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন—তাঁহারা ছাত্রদের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত।

১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্লাস আরম্ভ হইয়া জুন মাস পর্য্যন্ত চলিল। ইহার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই কার্য্য খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই বাড়ীর নীচের সমুদয় অংশটীতে ক্লাস আরম্ভ হইয়াছিল! প্রায় প্রতিদিন প্রাতে এবং সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন সন্ধ্যাকালে ক্লাস হইত! রবিবারে সর্ব্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা হইত। আর যাহারা তাহাদের নিকট এই শিক্ষা নূতন বলিয়া আরও বিশদতর ব্যাখ্যার জন্য আগ্রহ দেখাইত, তাহাদের জন্য প্রশ্নোত্তর ক্লাসের বন্দোবস্ত ছিল।

চারি মাস ক্রমাগত বক্তৃতা ও শিক্ষাদানের পর স্বামীজি তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিমন্ত্রণে নিউ হ্যাম্পশায়ারের অন্তর্গত পার্সি (Percy N. H.) নামক স্থানে দেবদারু কাননে নির্জ্জন বাসের জন্য গমন করিলেন। নিউইয়র্ক ছাড়িবার পূর্ব্বে স্বামীজি তাঁহার ছাত্রদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, যদি কেহ বেদান্তচর্চ্চার এরূপ আগ্রহ বোধ করে যে, সহস্র দ্বীপোদ্যান (Thousand Island Park) নামক স্থানে তাঁহার নিকট যায়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দিতে পারেন। তাঁহার একজন ছাত্রীর তথায় এক কুটীর ছিল। তিনি স্বামীজিকে তথায় যত দিন ইচ্ছা বাসের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামীজি কহিলেন, যাহারা বেদান্তে এরূপ অনুরক্ত যে, ঐ অনুরাগে অন্য সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে ও এই প্রায় ৩০০ মাইল দূরে তাঁহার নিকট যাইতে প্রস্তুত, তাহারাই যথার্থ জিজ্ঞাসু, তাহাদিগকেই তিনি শিষ্য করিতে প্রস্তুত। তিনি আশা

করেন নাই যে কেহ এরূপভাবে কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে। কিন্তু যদি কেহ প্রস্তুত হয়, তবে তিনি যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

জুন মাসের মধ্যভাগেই ছয় সাত জন ছাত্র পূর্ব্বোক্ত কুটীরে সমবেত হইল। স্বামীজিও তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঐ মাসের ২০শে তারিখে ঐ স্থানে আসিলেন, সাত সপ্তাহ ঐ স্থানে বাস করিলেন। পরে আরও কতকগুলি ছাত্র আসিলেন—আমরা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ জন হইলাম। যাঁহারা এই সময়ে স্বামীজির সহিত বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই সময়কার পবিত্র স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন সুবিধা আর কখন আমাদের হয় নাই। এই শুভ সুযোগে আমাদের ক্ষুদ্র দলটী যে কিরূপ উপকৃত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সকলেই আনন্দের সহিত স্বামীজির সেবা করিতেন ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। স্বামীজি সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন—তাঁহার উপদেশগুলি দৈববাণীর ন্যায় বোধ হইত। প্রতিদিন প্রাতে তিনি শিক্ষা দিবার জন্য এতদূর উৎসুক হইতেন যে, গৃহকর্ম্ম শেষ হওয়া অপেক্ষা করিতে পারিতেন না। যত সকালে সম্ভব, আমরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে একত্র হইতাম এবং প্রায় দুই ঘণ্টা, কখন কখন বা তিন ঘণ্টা ধরিয়া তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা আমাদের নিকট নূতন ও অদ্ভুত রকমের ঠেকিত; আমাদের ঐ সকল ভাব ধারণা করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজির অটল ধৈর্য্য, অদম্য উৎসাহ। অপরাহ্ণে স্বামীজির সঙ্গে অনেকটা খোলাখুলি কথা হইত—আমরা প্রায়ই এক নিকটবর্ত্তী বারান্দায় যাইতাম। ঐ স্থান হইতে সম্মুখবর্ত্তী প্রশস্ত নদীর জলরাশি ও তন্মধ্যবর্ত্তী দ্বীপসমূহ বড় শোভাময় দেখাইত। আমাদের চক্ষু যে দৃশ্যের উপর বিস্তীর্ণ হইত, তাহা বড়ই প্রাণমুগ্ধকারী। আমাদের পদতলে নিবিড় অরণ্যানী; উহার বৃক্ষগুলির অগ্রভাগ ঢেউ খেলান ভাবে বিস্তৃত হইয়া নিবিড় হরিদ্বর্ণ হ্রদের ন্যায় দেখাইতেছে ও ক্রমশঃ সেণ্টলরেন্সের (St. Lawrence) চঞ্চল নীল জলে যেন মিশিয়া গিয়াছে। কোন রূপ ঘর বাড়ী দেখা যাইতেছে না, কেবল এক দূরবর্ত্তী দ্বীপে অবস্থিত এক হোটেল মাত্র দেখা যাইতেছে। উহার আলোকমালা তরঙ্গ রাজির উপর প্রতিফলিত হইয়া তরঙ্গগুলিও আলোকময় হইয়া

উঠিয়াছে। প্রকৃতি ও আমাদের মধ্যে যেন কোন ব্যবধান নাই। স্বামীজির ন্যায় আচার্য্যের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশাবলী শুনিবার উপযুক্ত স্থানই বটে! স্বামীজি আমাদের সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেন না; বোধ হইত যেন তিনি আপনা আপনি কথা কহিতেছেন। তিনি যেন প্রাণের আবেগে অগ্নিময় ওজস্বী ভাষায় কথা কহিতেছেন আর তাঁহার বাক্যগুলি যেন তাঁহার শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অগ্নিময় অক্ষরে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যাইতেছে। আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাপ্রবাহে ব্যাঘাত হয়, পাছে তাঁহার দৈববাণী তুল্য উপদেশগুলির একটীও হারাই, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে নিশ্বাসপ্রশ্বাস একরূপ রুদ্ধ করিয়া নিস্তব্ধভাবে তাঁহার সমুদায় কথা শুনিতাম।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে লাগিল। ক্রমশঃ আমরা স্বামীজির উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে লাগিলাম—যখন বুঝিলাম, তখন আনন্দের সহিত ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী চলিতে কৃতসংকল্প হইলাম। এই সময়ে স্বামীজি আমাদের সকলকেই দীক্ষা দিলেন। আমরা দ্বাদশ জন ছিলাম। দীক্ষায় কোন আড়ম্বর ছিল না। গ্রীষ্মকালের এক পরম রমণীয় প্রাতে বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল—সুন্দর ফুলে চারিদিক সজ্জিত হইল, আচার্য্যদেব গম্ভীর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এখনও সেই ছবি যেন আমাদের স্মৃতিতে জীবন্ত রহিয়াছে। যাঁহারা সে দিন ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষালাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের দেহত্যাগ হইয়াছে। একজন ভারতবর্ষে স্বামীজির প্রিয়কার্য্য—ভারতবাসীর উন্নতি-সাধনকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। আর অনেকেই এই দশ বৎসর ধরিয়া বেদান্ত প্রচারকার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

আগষ্ট মাসে স্বামীজি প্রথমে ফ্রান্সে, পরে ইংলণ্ডে এক বেদান্তপ্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য গমন করেন। নিউইয়র্কস্থ স্বামীজির অনেকগুলি বন্ধু ও ছাত্রের অনুরোধে তিনি ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় তথায় গমন করিয়া ক্লাস আরম্ভ করেন। প্রতি সপ্তাহে নয়টী করিয়া বক্তৃতা হইত—এই সকল বক্তৃতায় শ্রোতা অনেক হইত—ঘর পুরিয়া যাইত। এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে আমরা একজন উত্তম সাঙ্কেতিক লিখনবিদের সাহায্য লাভ করিলাম। তাঁহার নিজ বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি অব-শেষে স্বামীজির গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর হইয়াছিলেন। ইনি স্বামীজি এবং তাঁহার শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িলেন, এবং

তাঁহার কার্য্যের সহায়তার জন্য কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইনি পরে স্বামীজির সহিত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে গমন করেন; তাঁহারই চেষ্টায় ঐ সকল স্থানে স্বামীজির বক্তৃতা পুস্তকাকারে রক্ষিত হইতে পারিয়াছে। নিউইয়র্কে স্বামীজির প্রদত্ত বক্তৃতা রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ নামক পুস্তকাকারে পরিচিত—এতদ্ব্যতীত রবিবাসরীয় কয়েকটী বক্তৃতা ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে বর্ত্তমান। নিউইয়র্কে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, সে গুলি মোটেই প্রকাশিত হয় নাই। সেগুলি কিন্তু স্বামীজির সর্ব্বোৎকৃষ্ট বক্তৃতাগুলির অন্যতম। জ্ঞানযোগ নামে যে পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অন্তর্গত বক্তৃতাগুলি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল।

আরও কয়েকটী ছাত্র নিউইয়র্কে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ১৮৯৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিবস দীক্ষা লাভ করেন। এই বৎসরের মাঘ মাসে স্বামীজি বোষ্টন, ডিট্রয়েট (Detroit) চিকাগোয় বক্তৃতা দিতে গমন করেন। তিনি ম্যাসাচুসেট্‌সের (Massachussetts) অন্তর্গত কেম্‌ব্রীজ (Cambridge) নামক স্থানে কয়েকটী বক্তৃতা দেন। সেই গুলির মধ্যে একটী হার্ভার্ড বক্তৃতা নামে যুক্তরাজ্য ও ভারতে পরিচিত। উহা ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে পরিরক্ষিত হইয়াছে।

এপ্রেল মাসের মধ্য ভাগে স্বামীজি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। এখানে কয়েক মাস থাকিয়া তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। এখানে প্রথমে স্বামী সারদানন্দ ও পরে স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই অভেদানন্দ স্বামীই এক্ষণে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির পরিচালন করিতেছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামীজি তাঁহার বিশ্বস্ত সাঙ্কেতিক লেখক ও কয়েকটী বিলাতী শিষ্যের সহিত ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেখানে তিনি সাধারণের জন্য অনেক কার্য্য করেন। সেখানকার অনেকগুলি বক্তৃতা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রমে স্বামীজির স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; তিনি দেলুড়ের মঠে বিশ্রাম লইতে বাধ্য হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনি লণ্ডনে অধিক দিন বাস করেন নাই—শীঘ্রই পুনরায় যুক্তরাজ্যে আগমন করিলেন। অল্পদিন মাত্র নিউইয়র্কে থাকিয়া স্বামীজি কালি-

ফোর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। তথাকার জল বায়ুতে তাঁহার বিশেষ উপকার হইল। তাঁহার শরীর এরূপ সুস্থ হইল যে, তিনি লস এঞ্জেলিস্ (Los Angeles) হইতে সানফ্রান্সিস্কো (Sanfrancisco) পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন। এইরূপে প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলে কার্য্যের সূচনা করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের উপর সেই কার্য্য পরিচালনার ভারার্পণ করিলেন। জনৈক বন্ধু আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য কালিফোর্ণিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে একটী বৃহৎ ভূমিখণ্ড প্রদান করিলেন। ইহা হ্যামিল্টন পর্ব্বতে অবস্থিত লিক (Lick) মানমন্দির হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে শান্তিআশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির পরিচালক এখানে বৎসরের মধ্যে দুই মাস তাঁহার অনুরাগী শিষ্যগণকে লইয়া আসিয়া সাধন ভজন করান। তাঁহারা প্রধানতঃ তাঁবুতেই বাস করেন—কয়েকটী ছোঠ ছোট কাষ্ঠগৃহও এখানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে স্বামীজি নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। পথে চিকাগো ও ডিট্রয়েটে অল্প অল্প দিন থাকিয়া তাঁহার প্রাচীন বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিউইয়র্কে পঁহুছিয়া স্বামীজি দেখিয়া সুখী হইলেন যে, তথাকার বেদান্তসমিতি একটী বেশ ভাল বাড়ী পাইয়াছে। উহা ইষ্ট ৫৮ ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল—স্বামীজি তথায় সাত সপ্তাহ রহিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য কয়েকটী বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু তিনি এরূপ কার্য্য বড় ভাল বাসিতেন না। তিনি প্রধানতঃ তাঁহার পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই উৎসুক ছিলেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানের ন্যায় এখানেও তিনি অধিকাংশ সময় তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া ও তাহাদের সহিত কথোপকথনেই কাটাইলেন। গুরুশিষ্য উভয়েরই পরমসুখে সময় কাটিয়া গেল। কিন্তু অতি শীঘ্রই এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল। স্বামীজি পারিস প্রদর্শনীর ধর্ম্মসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আগষ্ট মাসে তথায় শুভযাত্রা করিলেন। আর ফিরিলেন না।

পারিসে স্বামীজির সহিত অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়—অনেকে তাঁহার সহিত দৃঢ় বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি ফরাসী ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, যাহারা ইংরাজী জানে না, তাহাদের সহিত ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন। ফ্রান্স হইতে তিনি কয়েকটী বন্ধুর সহিত নীলনদীর বৃহৎ জলপ্রপাত দর্শনার্থ গমন করেন। কিন্তু আলেক্জান্দ্রিয়ায় পঁহুছিয়াই তাবতীয় জনৈক বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ায় তাঁহাকে অবিলম্বেই

ভাবতে কিবিতে হইল। তাঁহার অনেক পাশ্চাত্য শিষ্য আর তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমাদের হৃদয় হইতে কখনই অন্তর্হিত হইবে না—তিনি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আমাদের যে শিক্ষা দিয়া গিযাছেন, তাহাব জন্য চিবকাল আমবা তাঁহাব নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। এইরূপ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ বহুভাগ্যেব কথা। তিনি যথার্থই একজন মহাত্মা ছিলেন। তিনি মহৎ কার্য্য করিয়া গিযাছেন। তাঁহাব স্বদেশবাসী এবং তাঁহার ইউরোপীয় ও আমেবিকাবাসী বন্ধুগণের জীবনে তাহার প্রভাব চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। জয স্বামীজির জয়।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

ওয়াশিংটন।
২৭শে অক্টোবর, '৯৪।

প্রিয় আ—

আমার শুভ আশীর্ব্বাদ জানিবে। এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আমার অপর পত্রখানি পাইযাছ। আমি কখন কখন তোমাদিগকে কড়া চিঠি লিখি; তজ্জন্য কিছু মনে কবিও না। তোমাদিগকে আমি কতদূর ভালবাসি, তাহা তুমি ভালরূপই জান।

তুমি আমাকে অনেকবাব আমি কোথায় কোথায ঘুরিতেছি, কি করিতেছি, তাহাব সমুদয় বিবরণ ও আমার বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত আভাস জানিতে চাহিযাছে। মোটামুটী জানিয়া রাখ, ভারতেও যা করিতাম, এখানেও ঠিক তাহাই করিতেছি। ভগবান্ যেখানে লইযা যাইতেছেন, তথায়ই যাইতেছি—পূর্ব্ব হইতে সংকল্প করিযা আমার কোন কার্য্য হয় না। আরও একটী স্মরণ রাখিও, আমাকে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং আমার চিন্তারাশি একত্র করিযা পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার সাবকাশ নাই। এত বেশী কায দিন রাত ধরিযা করিতে হইতেছে যে, আমার স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হইযা পড়িতেছে—আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ভারত

হইতে যথেষ্ট কাগজ পত্র আসিয়াছে, আর আবশ্যক নাই। তুমি এবং অন্যান্য মান্দ্রাজের বন্ধুগণ আমার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি যে কি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা জানিয়া রাখ, তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহার উদ্দেশ্য আমার নাম বাজান নহে—ঐ কার্য্যের উদ্দেশ্য এই—যাহাতে তোমরা তোমাদের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত হও। সম্প্রদায় গঠন করা আমার প্রকৃতিসিদ্ধ নয়—ধ্যানধারণা ও স্বাধ্যায়—ইহাই আমার প্রকৃতির উপযোগী। আমার মনে হয়, যথেষ্ট কায করিয়াছি—এখন একটু বিশ্রাম করিতে চাই—আমি এক্ষণে আমার গুরুদেবের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লোককে একটু শিক্ষা দিব। তোমরা এখন জানিয়াছ, তোমরা কি করিতে পার। মান্দ্রাজের যুবক তোমরাই প্রকৃত পক্ষে সব করিয়াছ—আমি সাক্ষী গোপাল মাত্র। আমি একজন ত্যাগী। আমি কেবল একটী জিনিষ চাই:—যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুক্‌রা রুটি দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম্ম নাম দিই না। চক্ষু আমাদের পৃষ্ঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও, আর যে ধর্ম্ম তোমরা নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত কর—ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন।

আমার প্রতি নির্ভর করিও না, নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখ। আমি যে সর্ব্বসাধারণের ভিতর একটা উৎসাহ উদ্দীপিত করিবার উপলক্ষস্বরূপ হইয়াছি, ইহাতে আমি আমাকে সুখী বিবেচনা করিতেছি। এই উৎসাহের সহায়তা লইয়া অগ্রসর হও—এই উৎসাহ স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখন বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্যজাতিকে ভাল বাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও। সামান্য

নামযশে কি হইবে? খবরের কাগজে কি বলে না বলে, আমি তাহার কোন খবর রাখি না। তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? তাহা থাকিলেই তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করিতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভেও রক্ষা করিয়া থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন—তোমরা বীর হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। সকলেই আমাকে ভারতে আসিতে বলিতেছে। তাহারা মনে করে, আমি গেলে তাহারা বেশী কায করিতে পারিবে। বন্ধো, সকলে ভুল বুঝিয়াছ। আজকাল যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, ইহা একটু স্বদেশহিতৈষিতামাত্র—ইহাতে কোন কায হইবে না। যদি ইহা খাঁটি হয়, তবে দেখিবে, অল্পকালের মধ্যেই শত শত বীর অগ্রসর হইয়া আসিবে এবং কার্য্যে লাগিয়া যাইবে। অতএব জানিয়া রাখ যে, তোমরাই সব করিয়াছ—ইহা জানিয়া আরো কার্য্য করিতে থাক। আমার দিকে দেখিও না। অ—ষ এক্ষণে লণ্ডনে আছেন—তিনি মিস্ মুলারের নিকট যাইবার জন্য আমাকে একখানি সুন্দর নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়াছেন। বোধ হয়, আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে লণ্ডন যাইব। ভট্টাচার্য্য আমাকে ভারতে যাইতে লিখিতেছেন। আ—, এস্থান প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমি বিভিন্ন মতবাদ লইয়া কি করিব? আমি ভগবানের দাস। উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ইহার অপেক্ষা আর কোথায় পাইব? এখানে যদি একজন আমার বিরুদ্ধে থাকে ত শত শত জন আমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এখানে মানুষ মানুষের জন্য ভাবে, নিজের ভ্রাতাদের জন্য কাঁদে, এখানকার রমণীগণ দেবীস্বরূপা। মূর্খদিগকেও যদি প্রশংসা করা যায়, তবে তাহারাও কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। যদি সব দিকে সুবিধা হয়, তবে অতি কাপুরুষও বীরের ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কার্য্য করিয়া চলিয়া যান। একজন বুদ্ধ জগতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শত শত বুদ্ধ নীরবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রিয় বৎস আ—, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কায বলিয়া বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্যগণের কথা কি বলিব আ—, তাহারা আমাকে খাইতে দিয়াছে, পরিতে দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, তাহারা আমার সহিত

পরস্ব বস্তুর ব্যবহার করিয়াছে—খুব গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান পর্য্যন্ত। তাহাদের একজন পাদরী যদি ভারতে যায়, আমাদের দেশের লোক তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে? তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্ত কর না, তাহারা যে ম্লেচ্ছ!!! বৎস, কোন ব্যক্তি, কোন জাতিতেই অপরের প্রতি ঘৃণাসম্পন্ন হইলে জীবিত থাকিতে পারে না! যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ শব্দ আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদের প্রতি উক্ত ভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও। বেদান্তের কথা মুখে আওড়ান খুব ভাল বটে, কিন্তু উহার একটী ক্ষুদ্র উপদেশও কার্য্যে পরিণত করা মহা কঠিন।

আমি শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, সুতরাং এখানে আর খবরের কাগজ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। প্রভু তোমাকে চিরদিনের জন্য আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমাবই চিরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ।

পুঃ—দুইটী জিনিষ হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষ্যা। সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।—ইতি বি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ত্রিসপ্ততিতম জন্ম মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে বৈকাল ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা, ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ভজন ও সঙ্গীত এবং ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত দরিদ্রসেবা হইবে।

যাইতে পারে না, কারণ, বিচারও সসীমতার—দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না, কারণ, বদ্ধ ভিন্ন মুক্ত পুরুষের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার আবার বন্ধন কি? প্রয়োজন ভিন্ন কেহই কোন কার্য্য করে না। তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? বেদে তাঁহার প্রতি পুংলিঙ্গ প্রযুক্ত হয় নাই। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট না হইয়া নির্গুণ ভাব বুঝাইবার জন্য 'তদ্' শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই নির্গুণ পুরুষের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? তাঁহার সহিত আমরা অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সেই সর্ব্বপ্রাণীর মূল কারণ স্বরূপ নির্গুণ পুরুষের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। যখনই আমরা এই অনন্ত নির্গুণ পুরুষ হইতে আমাদিগকে পৃথক্ ভাবি, তখনি আমাদের দুঃখের উৎপত্তি আর তাঁহার সহিত আমাদের অভেদ জ্ঞানেই মুক্তি। সংক্ষেপতঃ আমাদের শাস্ত্রে আমরা ঈশ্বরের এই দ্বিবিধ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদই সর্ব্বপ্রকার নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—মনুষ্য জাতিকে আত্মতুল্য ভাল বাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতর জাতিতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, প্রাণী নির্ব্বিশেষে সকলকেই আত্মতুল্য প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণিবর্গকে আত্মতুল্য ভাল বাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে এক মাত্র সমর্থ। যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ড স্বরূপ জানিলে, তখনই তুমি জানিতে পারিলে, অপরকে ভাল বাসিলে নিজেকেই ভাল বাসা হইল, অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল। অদ্বৈতবাদের কথা বলিতে গিয়া আরো অনেক কথা আসিয়া পড়ে। সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি। বিভিন্ন সময়ে ভক্তিবলে মানুষের যে বিবিধ শক্তি বিকাশ হয়, তাহা আমি জানি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্য্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাসী হইলে—সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারবিবর্জ্জিত হইয়া আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম এই জ্ঞান সহায়ে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বলা যায় না। ভয়? কার ভয়? আমি

অদ্বৈতবাদই নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি।

চাই বীর্য্য। উপায় অদ্বৈতবাদ।

প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তুমাত্র। মানুষ তখন নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত হয়, যে আত্মা অনাদি অনন্ত ও অবিনাশী, যাঁহাকে কোন যন্ত্র ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অনন্ত, জন্মরহিত, মৃত্যুশূন্য, যাঁহার মহিমার সম্মুখে সূর্য্য, চন্দ্র সমূহ—এমন কি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সিন্ধুতে বিন্দুতুল্য প্রতীয়মান হয়, যাঁহার মহিমার সম্মুখে দেশকালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। আমাদিগকে এই মহিমাময় আত্মার প্রতি বিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে। তবেই বীর্য্য আসিবে। তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তুমি তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্ব্বল ভাব, তবে তুমি দুর্ব্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র, আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু আপনাকে তেজস্বী, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়। আমার ভিতর ঐ ভাব এখনও প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহা ত আমার ভিতরে রহিয়াছে। আমার মধ্যে সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, পূর্ণ পবিত্রতা ও স্বাধীনতার ভাব রহিয়াছে। তবে আমি ঐগুলি জীবনে প্রকাশিত করিতে পারি না কেন? কারণ, আমরা উহাতে বিশ্বাস করি না। যদি আমি এখনই উহাতে বিশ্বাসী হই, তবেই উহার প্রকাশ হইবে—নিশ্চয়ই হইবে। অদ্বৈতবাদ ইহাই শিক্ষা দেয়। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্ব্বলতা, কোনরূপ অনুষ্ঠানপদ্ধতি শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক, সাহসী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বংসহ হউক। এই সকল গুণসম্পন্ন হইতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে আত্মার মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা বেদান্তেই—কেবল বেদান্তেই পাইবে। উহাতে অন্যান্য ধর্ম্মের মত ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু আমি যে ভাবের কথা বলিতেছি, তাহাই জীবন ও শক্তিপ্রদ ও অতি অপূর্ব্ব। বেদান্তেই কেবল সেই মহান্ তত্ত্ব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাববাশিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্ব সকল বলিলাম। ঐ গুলি কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে

গুটিকতক কথা বলিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে যে কারণ সকল বর্ত্তমান, তাহাতে এখানে অনেক সম্প্রদায় থাকিবারই কথা। কার্য্যতঃও দেখিতেছি, এখানে অনেক সম্প্রদায়। আরও একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করে না।

ইষ্টনিষ্ঠা।

শৈব এ কথা বলে না যে, বৈষ্ণব মাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, অথবা বৈষ্ণবও শৈবকে এ কথা বলে না। শৈব বলে, আমি আমার পথে চলিতেছি, তুমিও তোমার পথে চল, পরিণামে আমরা একস্থানে পৌঁছিব। ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাকেই ইষ্টনিষ্ঠা বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ কথা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। ইহাও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধন প্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ করিবে, সে প্রণালী হয়ত আমার খাটিবেনা, হয়ত তাহাতে আমার ক্ষতি হইতে পারে। সকলকেই এক পথে যাইতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে, সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি কখন পৃথিবীর সর্ব্বলোক এক ধর্ম্মমতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব একেবারে বিনষ্ট হইবে। ভেদই আমাদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র। সম্পূর্ণরূপে ভেদ চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। যতদিন চিন্তাপ্রণালীর এই বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিনই আমরা বর্ত্তমান থাকিব। তবে ভেদ আছে বলিয়া বিরোধের প্রয়োজন নাই। তোমার পক্ষে তোমার পথ ভাল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। আমার পক্ষে আমার পথ ঠিক, কিন্তু তোমার পক্ষে নহে। প্রত্যেকের ইষ্ট বিভিন্ন, এ কথায় এই বুঝায় যে, প্রত্যেকের পথ বিভিন্ন। এটী মনে রাখিও, জগতের কোন ধর্ম্মের সহিত আমাদের বিবাদ নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ইষ্টদেবতা। কিন্তু যখন দেখি, লোকে আসিয়া আমাদের নিকট বলিতেছে, ইহাই একমাত্র পথ এবং ভারতের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দেশে জোর করিয়া আমাদিগকে ঐ মতাবলম্বী করিতে চায়, তখন আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকি। যাহারা ঈশ্বরলাভোদ্দেশে বিভিন্নপথাবলম্বী ভ্রাতাদিগের বিনাশ সাধন করিতে

ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথা বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন। তাহাদের প্রেমের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অপরে অন্য পথের অনুসরণ করিতেছে যে ইহা সহ্য করিতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথা বলে। যদি ইহাই প্রেম হয়, তবে আর দ্বেষ কি? খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ—জগতের যে কোন অবতারেরই উপাসনা করুক না, কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিবাদ নাই। হিন্দু বলেন, 'এস ভাই, তোমার যে সাহায্য আবশ্যক, তাহা আমি করিতেছি, কিন্তু আমি আমার পথে চলিব, তাহাতে কিছু বাধা দিও না। আমি আমার ইষ্টের উপাসনা করিব। তোমার পথ খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে হয় ত উহাতে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কোন্ খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী, তাহা আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিতে পারি, কোটি কোটি ডাক্তার সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। এইরূপ কোন্ পথ আমার উপযোগী হইবে, তাহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি ঠিক বুঝিতে পারি। ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। এই কারণেই আমরা বলিয়া থাকি যে, যদি কোন মন্দিরে গির্জা অথবা কোন যন্ত্র বা প্রতিমার সাহায্যে তুমি তোমার আত্মায় অবস্থিত ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতে পার, বেশ ত। দুশো প্রতিমা গড় না কেন। যদি কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার ঈশ্বর উপলব্ধির সাহায্য হয়, তবে শীঘ্র ঐ সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন কর। যে কোন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর, যে কোন মন্দিরে যাইলে তোমার ঈশ্বর লাভের সহায়তা হয়, তাহাতেই গিয়া উপাসনা কর। কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবাদ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি ঈশ্বর পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ। তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশঃ পশুপদবীতে উপনীত হইতেছ।

সমাজসংস্কার।

আমাদের ধর্ম্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কোলে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলি ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট আপাততঃ বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে। এক্ষণে আমার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়াই

বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি ঐগুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির কোনটীর বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে। কাল্‌কের শিশু, যে কালই হয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সে যদি আসিয়া আমাকে আমার অনেক দিনের সংকল্পিত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিতে বলে, এবং আমি যদি সেই শিশুর কথা শুনিয়া তাহার মতানুসারে আমার কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করি, তবে আমিই আহাম্মক হইলাম, অপর কেহ নহে। ভারতের নানা দেশ হইতে আমরা সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইতেছি, তাহারও অধিকাংশ ঐ ধরণের। তাহাদিগকে বল, তোমরা যখন একটী স্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া থাকিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও, ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন। বুদ্বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি, বুদ্বুদের ন্যায় লয়। অগ্রে আমাদের ন্যায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর। প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্ত্তন কর, যাহাদের শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। তখন তোমাদের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় হইবে, কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা বালক মাত্র।

আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হইয়াছে। আমি এক্ষণে বর্ত্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন কয়েকটী কথা তোমাদিগকে বলিব। মহাভারতকার বেদব্যাসের জয় হউক, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। অন্যান্য যুগে যে সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। দান শব্দে কি বুঝায়? ধর্ম্মদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তার পর বিদ্যাদান, তার পর প্রাণদান। অন্ন বস্ত্র দান সর্ব্ব নিকৃষ্ট দান। যিনি ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম মৃত্যু প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যাদান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি, প্রাণদান পর্য্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান হইতে অন্যান্য সর্ব্ব কর্ম্ম

কলিযুগে ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠ সাধন।

নিকৃষ্ট। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্য জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়। আমাদের শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত প্রস্রবণ। আর এই ত্যাগের দেশ ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথায় এরূপ ধর্ম্মের অপরোক্ষানুভূতির দৃষ্টান্ত পাইবে? জগৎ সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমায় বিশ্বাস কর, অন্যান্য দেশে অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানেই, কেবল এখানেই এমন লোক পাওয়া যায়, যে ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিয়াছে। শুধু ধর্ম্মের লম্বা চৌড়া কথা বলিলেই ধর্ম্ম হয় না, তোতা পাখীও লম্বা লম্বা কথা কয়, আজকাল কলেও কথা কয়, কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি, যাহাতে ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতা, তিতিক্ষা ও অনন্তপ্রেম বিদ্যমান। এই সকল গুণ থাকিলেই তুমি ধার্ম্মিক পুরুষ হইলে। যখন আমাদের শাস্ত্রে এই সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং এমন মহৎ জীবন সকল উদাহরণ স্বরূপ রহিয়াছেন, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তারত্নগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ সকল তত্ত্ব আবার সুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে, তাহা নহে, সমগ্র জগতে উহা ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের এক শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আর যতই তুমি অপরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই তুমি দেখিবে, তুমি নিজের কল্যাণ বিধান করিতেছ। যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের ধর্ম্ম ভালবাস, তবে তোমাদিগকে সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র হইতে এই সকল রত্নরাশি লইয়া তাহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণকে দান রূপ মহাব্রত সাধনে তৎপর করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদিগকে একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হায়, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষ্যাবিষে জর্জ্জরিত হইতেছি! আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের হিংসা করিতেছি। অমুক আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন হইল—আমি কেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলাম না—অহরহ আমাদের এই চিন্তা। এমন কি, ধর্ম্মকর্ম্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষ্যার দাস হইয়াছি! ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে কোন প্রবল পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষ্যাপরায়ণতা। সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্ব্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হইতে পারিবে।

প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবেই ইহা ঘটিয়াছে। ঈর্ষ্যাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে সব বড় বড় কায পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন—আমরা ভক্তি ও স্পর্দ্ধার সহিত তাঁহাদের কার্য্যকলাপের আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এক্ষণে আমাদের কার্য্য করিবার সময়—আমাদের পরবংশীয়েরা যেন আশীর্ব্বাদ ও গৌরব সহকারে আমাদের কার্য্য-কলাপের আলোচনা করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যতই শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত হউন না কেন, প্রভুর আশীর্ব্বাদে আমরা প্রত্যেকেই এমন কার্য্য সকল করিব যে, তাহাতে তাঁহাদেরও গৌরবরবি ম্লান করিয়া দিবে।

ভারত।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

সিংহলে স্বামীজির অভ্যর্থনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। কলম্বো হইতে জাফনা পর্য্যন্ত লোকে একবাক্যে উৎসাহসহকারে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। সিংহলদেশে পূর্ব্বে কেহই স্বামীজিকে জানিত না, উক্তদেশে তাঁহার জন্মও নহে, তার পর বড় বড় সহর হইতে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের এমন সুবিধা নাই, যাহাতে স্বামীজির আগমনবার্ত্তা সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে। সুতরাং তাঁহার এই অভ্যর্থনা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই অল্প কয়েকদিনেই লোকের মনের উপর স্বামীজি এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, কিছু দিন পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শিবানন্দ যাইয়া কিছুদিনের জন্য এখানে কার্য্য করেন। এক্ষণে সিংহলে একটী বিবেকানন্দ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

জাফনায় স্বামীজির বক্তৃতা হইয়া গেলে পর স্বামীজি ভারতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জাফনা হইতে জলপথে ভারতবর্ষ ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী। একখানি দেশী জাহাজ ভাড়া লওয়া হইল। রাত্রি বারটার কিছু পরেই স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণ রওনা হইলেন। বায়ু অনুকূল থাকাতে বড়ই আনন্দের সহিত সকলে ভারতাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পাম্বানে জাহাজ পঁহুছিল, অপরাহ্নে একখানি নৌকা করিয়া স্বামীজি তীরে অবতরণ করিলেন। জেটিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাদের রাজা স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। জেটির নিম্নেই এক চন্দ্রাতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে অতি সুন্দররূপে শোভিত হইয়াছিল। এই চন্দ্রাতপের নিম্নে পাম্বানবাসীর পক্ষ হইতে নাগলিঙ্গম্ পিলে মহাশয় এক অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অভিনন্দনে তাঁহারা স্বামীজিকে তাঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্যরূপে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পাশ্চাত্যদেশে আপনার হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তাহার বহুদিনের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। রামনাদের রাজাও

REGISTERED No. C 295.

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

BENGAL LIBRARY
9 MAY 1906
WRITERS BUILDINGS

সূচী।

বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১। শঙ্কর প্রসঙ্গ	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	...	১২৯
২। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা	শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্	...	...	১৩৭
৩। সংবাদ ও মন্তব্য	...	...	...	১৪৩
৪। গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	...	...	১৪৫
৫। ভারতে বিবেকানন্দ	...	...	...	১৫৩

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

IMPERIAL LIBRARY

৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। ১লা চৈত্র, ১৩১২ সাল।

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲ বাঁধান ১৷৹
" জ্ঞানযোগ	১৲	" জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
" কর্ম্মযোগ	৷৹	" ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৹
" ভক্তিযোগ	৷৹	" কর্ম্মযোগ	৷৵৹
" চিকাগো বক্তৃতা	৷৹	" চিকাগো বক্তৃতা	৷৹
" বক্তৃতা ও পত্র	৷৹	" স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
" কথোপকথন	৷৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

শংকর প্রসঙ্গ।

(ত্রিচুর)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

ত্রিচুরের সেই হোটেলে ব্রাহ্মণ বালকগণ যাহা বলিল তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলাম ও স্থানীয় বিজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়া তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের সঙ্কল্প করিলাম। মাদ্রাজের যে মালায়ারি সন্ন্যাসীটীর সহিত আলাপ হইয়াছিল তাঁহার নিকট হইতে ত্রিচুরের পণ্ডিতগণের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি স্থানীয় সরকারী স্কুলের হেড্ মাষ্টার পণ্ডিত কৃষ্ণমেনন বি, এ, মহাশয়ের বিশেষ সুখ্যাতি করেন সুতরাং বালকগণের নিকট হইতে হেডমাষ্টারের বাটীর ঠিকানা জানিতে চাহিলাম। বালকগণ বড়ই ভদ্রস্বভাবাপন্ন, একজন বলিল আমার সহিত আসুন, আমি তাঁহার বাটীতে আপনাকে লইয়া যাইতেছি। এদিকে সন্ধ্যাকাল নিকট-বর্ত্তী, আমি বালকটীর সঙ্গে চলিলাম।

এইবার ত্রিচুর সহরটী দেখিবার সুবিধা হইল। পূর্ব্বে গাড়ী করিয়া হোটেলে আসিবার সময় সহরের কোন্ দিকে কি আছে তাহা ততটা নির্ণয় করিতে পারি নাই, এইবার কিন্তু আশানুরূপ সুবিধা পাইলাম। দেখিলাম ত্রিচুর সহর একটী মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত। মন্দিরটী খুব বৃহৎ নহে তথাপি মন্দিরসংলগ্ন গৃহপ্রাঙ্গণ ও বহির্দ্দেশের প্রাচীর অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ৪টী ফটক। ফটকের উপর চাইনিজ প্যাগোডার মত তিন চার তলা নহবৎখানা। তন্মধ্যে পশ্চিম ফটকটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উহার উভয় পার্শ্বে সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা। বোধ হয় যেন কর্ম্মচারিগণের কর্ম্মস্থান। প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত চতুষ্কোণ দুর্ব্বাদল আবৃত প্রান্তর। প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত রাজপথ। রাজপথের ধারে বৃহৎ বৃহৎ আঁব কাঁটাল অশ্বত্থ প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ, মধ্যে মধ্যে দুই একটী বড় বড় ইঁদারা।

এই রাজপথের দক্ষিণ দিকে দোকান পাট, ভদ্রলোকের বসতি, টেলিগ্রাফ অফিস ও একটী বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে বাজার। পূর্ব্বদিকে

হাঁসপাতাল, স্কুল ও ভদ্রলোকদিগের বসতি। উত্তর দিকে ভদ্রলোকদিগের বসতি, একটী বৃহৎ বাঁধান সরোবর, স্কুল, অফিস, কাছারী প্রভৃতি, এবং পশ্চিমদিকে দোকানপাট ব্রাহ্মণগণের হোটেল, বসতি, বৈদিক বিদ্যালয় ও রেলপথ, ষ্টেশন প্রভৃতি। দক্ষিণদিকে রাজপথ হইতে একটী শতাধিক ফিট প্রশস্ত পথ মন্দিরের পশ্চিম দ্বার পর্য্যন্ত মযদানের মধ্য দিয়া চলিয়া গিযাছে। এই পথের উভয় পার্শ্বে অতি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ এই স্থানটীকে এক প্রকার গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন করিয়া তুলিযাছে। অতঃপর আমরা উক্ত প্রান্তরের ভিতর দিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিলাম। এই সময বিদ্যালয হইতে ছাত্রগণ গৃহাভিমুখে যাইতেছে। ছাত্রগণের বেশভূষা বড নূতন নহে। আমরা যেমন কোট গাযে দিই, ইহাদেরও গাযে প্রায সেইরূপ জামা ও পাযে জুতা কাহারো কাহারো মাদ্রাজী ধরণে চাদর আছে। কাপড় সাধারণ মালাবারীর মত পরা। মধ্যে মধ্যে ছাত্রীগণ দলবদ্ধ হইযা যাইতেছিল। ইহাদের মধ্যে ৪।৫ বৎসর হইতে ১৬।১৭ বৎসর বযস্কাও দৃষ্টিগোচর হইল। ইহারা সকলেই নাযার বা ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয় বা পরদেশী ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত। নম্বুরীগণ কেহ ইংরাজি বিদ্যালযে যায না, তাহাদের সন্তানগণ বেদ বিদ্যালযে অধ্যযন করে। বালিকাগণ শুভ্রবস্ত্র পরিধানা, আমাদের মেযেরা যেরূপ কাপড পরেন সেরূপ নহে। ইঁহারা কটিদেশে কাপড়খানি দুটি ফের দিয়া বেষ্টন করেন এবং পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল একটী হাতকাটা জামা দ্বারা আবৃত করেন, তাহার পর একটী রুমালের মত শাদা কাপড় বক্ষঃস্থলের উপর দিয়া উভয় পার্শ্বে স্কন্ধে ফেলিয়া দেন। কেহ কেহ হাতকাটা জামার বদলে কাঁচুলীর মত এক প্রকার জামা পরিধান করেন। দেশীয় খৃষ্টান বালিকাগণ আমাদের দেশের পার্শী ও ব্রাহ্ম মহিলাদের মত বেশভূষা করেন।

যাহা হউক কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা হেডমাষ্টার মহাশযের বাটীতে আসিলাম। বাড়ীটী এক প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের মধ্যে। বাগানে কলাগাছ সুপারিগাছ ও ফুলগাছ প্রভৃতি প্রচুর। প্রাচীরের ফটক দিয়া আমরা বাটীর সম্মুখে আসিলাম ও ভৃত্য প্রভৃতির সাক্ষাৎ নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিযৎক্ষণ অপেক্ষার পর কাহাকেও না দেখিযা উচ্চরবে মাষ্টার মহাশযকে আহ্বান করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। অতঃপর সঙ্গী বালকটী আমাকে স্কুলে যাইতে বলিল, আমরা

উভয়ে স্কুলাভিমুখে চলিলাম। দেখিলাম কোন একটী ধনী লোকের আগমনে সেদিন এ স্কুলে একটী সভা ছিল, সুতরাং অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি একে একে বহির্গত হইতে লাগিলেন। বালকটি হেডমাষ্টার মহাশয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু হেডমাষ্টার মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইল না। অতঃপর এক ব্যক্তি বলিল, তিনি বোধ হয় ক্রিকেট খেলিবার স্থলে খেলা করিতেছেন। যাহা হউক সেইখানে যাওয়াই স্থির করিলাম। অনতিদূরে ক্রিকেট খেলিবার স্থানে দেখিলাম মাষ্টার মহাশয় স্থানীয় বিচারপতি মহাশয়ের সহিত খেলায় ব্যাপৃত। সুতরাং খেলা সাঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার পর তিনি গৃহাভিমুখী হইলে পথিমধ্যেই আমার সহিত আলাপ করিলেন।

অতঃপর তিনি আমায় তাঁহার বাটী লইয়া গেলেন। বালকটী এইখানে বিদায় লইল। মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া শংকরাচার্য্য সম্বন্ধে নানাবিধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। মাষ্টার মহাশয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় একে একে আমায় বলিতে লাগিলেন। শংকরের জন্মস্থান, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ, তাঁহার জন্মসম্বন্ধে প্রবাদ, নম্বুরী-দিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি নানা কথার আলোচনা হইল। ইঁহারই নিকট শুনিলাম যে, শংকরসম্বন্ধে অনেক পুস্তক নম্বুরীদিগের নিকট আছে। কোচিন রাজ্যে সংস্কৃত লাইব্রেরীতে খুবই অধিক পুস্তক সংগ্রহ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সাধারণে প্রকাশ্য নহে। ইঁহার একবার সুযোগ হওয়ায় ইনি তাহার সন্ধান পাইয়াছেন মাত্র। ইঁহার বিশ্বাস উক্ত পুস্তক সমূহ প্রকাশিত হইলে, শংকরের দোহাই দিয়া নম্বুরীগণ যে সর্ব্ব জাতির উপর অন্যায় প্রভুত্ব করেন, বিশেষতঃ নম্বুরীকুলের কনিষ্ঠ সন্তানগণ যে বিনা দাবিত্বে নায়ার রমণীর পাণিগ্রহণ করেন তাহার বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতে পারে, শংকর প্রচারিত আচার পদ্ধতি কখনই এরূপ অবৈদিক হইতে পারে না। অতঃপর তিনি আমায় একখানি মযালম পুস্তক সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন যে ইহা একখানি প্রাচীন নম্বুরী পণ্ডিত বিরচিত শংকর চরিতের অনুবাদ মাত্র, ইহা তাঁহার মতে খুব প্রামাণিক। যাহা হউক ইনি শংকর সম্বন্ধে অনেক সন্ধান রাখেন। ইনি স্কুলের দীর্ঘ অবকাশ হইলে প্রায়ই শংকরের জন্মস্থান দর্শনে গিয়া থাকেন, এবং শংকরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আমি ইহার বিনয়

ব্যবহারে ও স্পষ্টবাক্যে বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। ইঁহার নিকট যাহা শুনিলাম তাহা অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সহ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ক্রমে রাত্র অধিক হইল, এবং তিনি আরও বিশেষ সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার এক বন্ধুর সহিত পরদিন প্রাতে পরিচয় করিতে অনুরোধ করিলেন। ইনি বন্ধুটীর যেরূপ পরিচয় দিলেন তাহাতে আমার অনুসন্ধানের পক্ষে তিনি যে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। অতঃপর আমি বিদায় লইলাম। মাষ্টার মহাশয়ের বাটী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি আমায় সর্পভয়ের জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন। পরিষ্কার রাত্রিকালে সর্পগণ ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকে, সুতরাং জুতার অথবা যষ্টির শব্দ করিয়া যাইতে বলিয়া দিলেন। আমিও পূর্ব্বপথে বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখি যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অন্ন প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন, ও গৃহের সম্মুখে একটী আলোক রাখিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বালকগণ অনেকেই খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমি হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক অন্নভোজন করিয়া বারাণ্ডায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। যাহা খাইলাম তাহা অনেকটা সোরাসুরের অন্নব্যঞ্জনের মত সুতরাং তাহার উল্লেখ আর করিব না। পূর্ব্বে বলিয়াছি তথা এক ধনী লোকের সমাগম হইয়াছিল এক্ষণে দেখি তাঁহার অর্থে সম্মুখস্থ মন্দিরের সম্মুখে বাজী ছোড়া হইতেছে। বোমা, হাউই, তুবড়ী প্রভৃতি বাজী ও মন্দির গাত্রসংলগ্ন অসংখ্য দীপরাশির আলোকে ময়দানটী একটী উৎসব ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরদিন প্রাতে আবার হেডমাষ্টারের নিকট গেলাম। তিনি আমায় তাঁহার উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। উপরের দুইটী ঘর আমার দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিলাম, একটী গৃহে তাঁহার লিখিবার পড়িবার স্থান একটী টেবিল ২।৩ খানি চেয়ার ও পুস্তকাদি মাত্র রহিয়াছে ও অপর ঘরে শুইবার একখানি খাট ও অত্যল্প আসবাব। গৃহ দুইটী, সিঁড়ি প্রভৃতি এতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বায়ু সঞ্চালনের এমনই বন্দোবস্ত যে ইঁহাদের বাস পদ্ধতি আমাদের অনুকরণীয় বলিয়া বোধ হইল। সমস্ত বাটীটির মধ্যে কোথাও একটু ধূলা বা ময়লা দেখিলাম না। অদ্য পুনরায় অনেক কথা হইল, এবং সাম্প্রদায়িক বিশেষ সংবাদ জন্য তাঁহার বন্ধুর নিকট যাইতে আমায় অনুরোধ করিলেন। সুতরাং কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত বসতির অভিমুখে যাইতে লাগিলাম।

পথিমধ্যে অনেক ভদ্রলোকের বাটী নয়নগোচর হইল, প্রায় সকল গুলিই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও প্রাচীর বেষ্টিত বাটীর মধ্যে কতকগুলি বালিকা সঙ্গীত বিদ্যা সাধন করিতেছে, কোথাও বা হারমোনিয়ম, বীণ্ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে বেশ গান বাজনা চলিতেছে। সঙ্গীত চর্চ্চার যে এখানে খুবই প্রচলন তাহা উপলব্ধি হইল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পণ্ডিত কুঞ্জনমেননের বাটীর সন্ধান পাইলাম এবং বাগানের ভিতর দিয়া বাটীর সম্মুখে আসিবামাত্র দুইটি ব্রাহ্মণ ও একটি ভদ্রলোক বাটীর রকের উপরে পর্দ্দার অন্তরালে লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন দেখিলাম। ইংরাজীতে পণ্ডিত কুঞ্জনমেননের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, ভদ্রলোকটি বলিলেন যে তিনিই উক্ত নামধারী ব্যক্তি, এবং আমায় বসিতে অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তাঁহার বন্ধু হেডমাষ্টারের নাম ও আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তিনি বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং স্বীয় কর্ম্ম বন্ধ করিয়া আমার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বেলা ৯টা। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমাদের কথোপকথন চলিল।

এইবার আমি উপযুক্ত স্থানে আসিয়াছি বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম চেষ্টা করিলে ভগবান্ সহায় হন। ইনি দুইটী পণ্ডিত সাহায্যে ভগবদ্গীতা মলয়ালম ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। শাংকরভাষ্যের অনুবাদ, শংকরানন্দ, মধুসূদন ও স্বামীকৃত টীকার মর্ম্ম সহিত উহা প্রকাশিত হইতেছে পণ্ডিত দুইজনও সুপণ্ডিত দার্শনিক তত্ত্ববেত্তা। ইঁহাদের সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইল ও অনেক সমাচার সংগ্রহ হইল। এদিকে বেলা প্রায় ১॥ টা সুতরাং নিজ বাসায় আসিলাম। কুঞ্জনমেননের বাটী হইতে আমার বাসা অধিক দূর নহে, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই বাসায় আসিলাম।

পূর্ব্বে যে সরোবরের কথা বলিয়াছি উহা পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত উহাতে স্নানের মহাফল, সুতরাং সে সুযোগটী কেনই বা পরিত্যাগ করি এই ভাবিয়া ত্বরা পূর্ব্বক উহাতে স্নানার্থ চলিলাম। সরোবরটী খুব বৃহৎ ও গভীর চারিদিকে ইষ্টকের বাঁধান সিঁড়ী ও প্রাচীর দিয়া ঘেরা। মধ্যে মধ্যে প্রাচীরের গাত্র হইতে একটী একটী প্রাচীর সিঁড়ির উপর দিয়া জলের মধ্যে কিয়দ্দূর চলিয়া গিয়াছে। এই সরোবরের প্রতি দিকে ৫।৬টা করিয়া প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ঘাটগুলি একটী ছাদবিহীন প্রকোষ্ঠ বিশেষ হইয়া

পড়িয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য স্নানকালে স্ত্রীলোকগণের লজ্জাশীলতার কোন ব্যাঘাত না ঘটে। সরোবরটী খুব প্রাচীন বোধ হইল। ইহার জল নির্ম্মল হইলেও প্রাচীন তীর্থস্থানের সরোবর সমূহের জল যেমন এক প্রকার সবুজ ক্লেদ মিশ্রিত দেখা যায় ইহাও কিয়ৎপরিমাণে তদ্রূপ দেখা গেল।

অতঃপর বাসায় আসিয়া আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক পুনরায় কুঞ্জনমেননের বাটী আসিলাম। এবার সেই পণ্ডিত দুইজন ব্যতীত আর এক জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল। ইনি কুঞ্জনমেননের আত্মীয়, একজন ফরেষ্ট অফিসার এক্ষণে ছুটীতে রহিয়াছেন। এই বার আমি একে একে ইহাদের কথাগুলি সব লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পণ্ডিতগণ ও কুঞ্জনমেনন ইঁহারা সকলেই আমায় নানাবিধ বিষয় বলিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ইঁহাদের নিকট অতিবাহিত করিলাম। শংকরের জন্মস্থান কালাডির কথা ইঁহারা অনেক বলিলেন। ফরেষ্ট অফিসারটী তথায় গিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক সম্বাদ রাখেন। ইঁহাদের সরলতা ও সদ্ব্যবহারে আমি যেন বন্ধু লাভ করিলাম বলিয়া বোধ হইল। ইঁহারা আমার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য নানাবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন। কালাডি যাইবার সঙ্কল্প আমার পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাদের বলিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে হইল যদি আমার সঙ্গে যাইতে ইঁহাদের অনুরোধ করি তাহা হইলে ইঁহারা কি অনুরোধ রক্ষা করিবেন না? প্রকৃত পক্ষে ইঁহাদের নিকট হইতে পথ ঘাট জানিয়া অপর লোকের সহিত যাইলেও যে আমার উদ্দেশ্য অধিকাংশ অসিদ্ধ থাকিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অনুরোধ করিলাম। তাঁহারা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, পরিশেষে সম্মত হইলেন।

পরদিন নানা কারণে যাওয়া হইল না, এইরূপে ত্রিচুর দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিবস প্রাতে পুনরায় কুঞ্জনমেননের বাটীতে আসিলাম, এবং তাঁহারই বাটীতে স্নানান্তে মন্দির দর্শনে যাইলাম। পথে দেখিলাম কতগুলি নায়ার মহিলা দেবদর্শন করিয়া পাত্র হস্তে প্রসাদান্ন লইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, কোথাও বা ২।১টী ব্রাহ্মণ প্রসাদান্নের পাত্র স্কন্ধে করিয়া গৃহে গমন করিতেছেন। আমি পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই একটী প্রাঙ্গন এবং এই প্রাঙ্গণের মধ্যে আর একটী প্রাচীর। ইহার প্রধান দ্বার উত্তরমুখী সুতরাং সেই পথেই আমি গেলাম। দ্বিতীয় প্রাচীরে আমি প্রবেশ করিবামাত্র ডান দিকে একটী ক্ষুদ্র মন্দির দেখি-

লাম। মন্দিবে প্রবেশ করিবার কালে এই মন্দিরটী যেন অগ্রে দর্শন করিতে হয় মনে হইল। তাহাব পর আর ১টী প্রাচীরের দ্বারের ভিতর দিয়া প্রধান মন্দিবেব নিকট আসিলাম। এই মন্দিরটী গোল ও পরিসরে প্রায় ১ কাঠা জমীব উপব ও একপ্রকার বিচিত্র গঠনেব, ইহার উপরি ভাগ ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া আকাশে উঠিয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রদীপ বসান। ইহার দ্বাব-দেশে লৌহনির্ম্মিত প্রদীপগুলি মন্দির গাত্রে প্রোথিত রহিযাছে এবং তাহাব তৈলে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ অতি অপবিষ্কৃত হইয়া বহিয়াছে। ভিতবে পবশুবাম প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য কতকগুলি দেবমূর্ত্তি রহিযাছেন।

ইহাব সম্মুখে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত নাটমন্দির এখানে সাধকগণ জপ তপ করেন। একটি বৃদ্ধ ও একটি ১৭।১৮ বর্ষীয় যুবা একগাছি মালা লইযা জপ কবিতেছেন। যুবকটিব চেহারা এতই মনোমুগ্ধকব যে মন্দিব প্রদক্ষিণ কবা স্থগিত রাখিযা আমি তাহাব মুখপানে চাহিযা রহিলাম। তাহার সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তিতে যে ভাবেব পবিচয় দিতেছিল তাহা যেন অনির্ব্বচনীয। যেন সরলতা ও পবিত্রতার ছবি, যেন ঈশ্বর নির্ভবতা—ভগবন্নিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি, যেন আনন্দ ও ঔদাসীন্যেব পুত্তলিকা বিশেষ। পবিধানে একখানি কৌপীন, গলায উপবীত, আসনোপরি উপবিষ্ট। শ্রীযুৎ শবৎ শাস্ত্রী মহাশযের শংকবচরিত নামক গ্রন্থে একটী মনোমুগ্ধকব শংকরের চিত্র দেখিযাছিলাম, ইঁহাকে দেখিযা বোধ হইল যেন ইনি জীবন্ত শংকব। আমি অবাক হইযা ইঁহার দিকে চাহিযা বহিযাছি দেখিযা ইনি একটু মৃদু হাস্যে আমায মালযালম ভাষায কি জিজ্ঞাসা কবিলেন, আমি কিন্তু হিন্দীতে উত্তর দিলাম, সুতরাং ইঁনি কিছুই বুঝিলেন না। অতএব আমি বলিলাম যে আমি বাঙ্গালী ও কলিকাতা নিবাসী। তখন তিনি সংস্কৃত ভাষায বলিলেন যে আপনি সংস্কৃত জানেন, আমি বলিলাম যে হ্যাঁ আমি বুঝি কিন্তু কথাবার্ত্তায সমর্থ নহি। সুতবাং আব কথাবার্ত্তা বেশী হইল না, যুবকটিও যেন তাহাব জপে মনোনিযোগ কবিতে ইচ্ছা প্রকাশ কবিযা আমায বিদায়সূচক আশীর্ব্বাদ করিলেন। এ দিকে তখন বেলা দ্বিপ্রহব, ক্ষুধাব উদ্রেক হওযার আমারও আর ভাল লাগিতেছিল না। তাহাব পব মূল মন্দিরটি পরিক্রম কবিয়া তৎপার্শ্বে একটী চতুষ্কোণ মন্দির দেখিলাম ইহাতে বিষ্ণু ও শক্তিমূর্ত্তি প্রভৃতি রহিয়াছেন। ইহাও একটি প্রধান মন্দির বলিয়া বোধ হইল। মোট কথা

এখানে শিব বিষ্ণু শক্তি প্রভৃতি সকল দেবতাই সমধিক সম্মানে পূজিত হয়েন। সাম্প্রদায়িক বিবাদ কিছু কম।

প্রায় অধিকাংশ গৃহস্থই প্রত্যহ দেবদর্শন করেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই বেশী আসেন। তখন ভোগশালায় একটু লালবর্ণের চাউলের অন্ন ও ২।১টি তরকারী সহিত প্রসাদ গৃহস্থগণকে বিতরণ হইতেছিল। যেন এটা এখানকার নিত্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর আমি বাসায় ফিরিলাম ও আহারাদি সমাপন করিয়া ক্যামেরাটি লইয়া আবার কুঞ্জনমেননের বাটি গেলাম। ইচ্ছা অপরাহ্ণে বৈদিক বিদ্যালয়ের ছবি ও তত্রস্থ ব্রহ্মচারী বালক ও ছাত্রদিগের ফটো লইব। কিছুক্ষণ পরে কুঞ্জনমেননকে সঙ্গে লইয়া বৈদিক বিদ্যালয়ে আসিলাম। দেখিলাম একটি বাঁধান সরোবর উহার চারিদিকে পাকা পথ এবং তাহার চারিদিকে গৃহস্থগণের বাটি। সরোবরের পূর্ব্ব তীরে কতকগুলি অট্টালিকা জল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই অট্টালিকা একটি নহে বুঝা যায়। ইহা ৩টি পৃথক অট্টালিকার সমাবেশ। শুনিলাম এই ৩টি পৃথক মঠ ও ৩ জন কর্ত্তার অধীন। তাহার মধ্যে একটি বেদ বিদ্যালয় ও দুটি সন্ন্যাসীগণের আশ্রম। আমি দূর হইতে ৩টি বাটিরই ফটো লইলাম। অতঃপর ইহার দ্বারদেশে আসিলাম এবং আমার অনুরোধ অনুসারে কুঞ্জনমেনন একটি ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাঁহাদের মঠের ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণগণের ফটো তুলিবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন যে মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত উহা অসম্ভব, তবে তিনি চেষ্টা করিতে সম্মত হইলেন। এই সময় নম্বুরী ব্রাহ্মণ ও নায়ারগণের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখিবার বিষয় বোধ হইল। কুঞ্জনমেনন নায়ার জাতীয় শিক্ষিত ভদ্র ও ধনী ব্যক্তি তাঁহার পিতা একজন পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ নম্বুরী ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি যখন মঠের একজন নম্বুরী ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন তখন যেন তিনি ভীত ও নিতান্ত সঙ্কুচিত বোধ করিতেছিলেন। মঠের প্রধান দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে যাইতে কোন মতে সাহস করিলেন না, অবশ্য মঠে নম্বুরী ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারো প্রবেশ করিবার আদেশ নাই আমারও আর মঠের ভিতর দর্শন হইল না। সরোবরের অপর পার হইতে মঠের ভিতর একটু মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা ব্যতীত আর কিছুরই দর্শন ঘটিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।)

ব্রাহ্মণীর আগমনের কিছুদিন পরে এক দিবস রামকৃষ্ণদেব পঞ্চবটীতে উপবিষ্ট, নিকটে মথুর ও হৃদয় আছেন। ঈশ্বরীয় নানা কথা হইতেছে, রামকৃষ্ণদেব মথুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ একজন ব্রাহ্মণের মেয়ে এসেছে, সে আমাকে বলে অবতার"।

এই কথা শুনিয়া মথুর কহিলেন, "আচ্ছা, অবতার ত দশটী। এ ছাড়া ত অবতার নাই; অবতার কি করে হতে পারে? মা কালীর দয়া হয়েছে"।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "সে বলে আমি অবতার। তার কাছে অনেক পুঁথি আছে, আর সে সব শাস্ত্র জানে। সে বলে, শাস্ত্রে আছে, তোমার যে যে লক্ষণ হয় সে সব অবতার ভিন্ন মানুষে কখন হতে পারে না"।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় ব্রাহ্মণী হস্তে একখানি থালায় নানারূপ মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছেন। মথুরানাথ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ কি সেই ব্রাহ্মণী?"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "হ্যাঁ ঐ সেই।" ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণদেবের নিকটে আসিয়া রোদন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। হৃদয় অমনি ব্রাহ্মণীর হস্তস্থিত থালাখানি লইয়া রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে ধরিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে পর সকলে সেই প্রসাদ ধারণ করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় ব্রাহ্মণীকে দেখাইয়া মথুরানাথকে কহিলেন, "ইনি আমাকে অবতার বলেন।"

মথুরানাথ প্রশ্ন করিলেন, "এ কথা কোন শাস্ত্রে আছে?"

ব্রাহ্মণীর চৈতন্য ভাগবৎ কণ্ঠস্থ ছিল; তিনি সেই গ্রন্থ হইতে শ্লোক শুনাইয়া তৎপরে চৈতন্যদেবের লক্ষণের সহিত রামকৃষ্ণদেবের লক্ষণাদি মিলাইতে লাগিলেন। মথুরানাথ সমস্ত শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে যাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহার সহিত প্রভুদেবের কথা কহিতেন, এবং অনেকে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া প্রভুদেবকে

দর্শন করিয়া যাইতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণদেবকে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াই মন্দিরস্থিত ও নিকটবর্ত্তী অনেকে প্রভুদেবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণী আসিয়া অবধি প্রায় প্রত্যহই রামকৃষ্ণদেবকে বলিতেন, "বাবা, চন্দ্র বড় ভাল লোক। সে আমায় 'মা মা' করে। গিরিজা আর চন্দ্র দুজনেই খুব ভাল লোক। তুমি বল ত তাদের চিটি লিখে আনাই"?

রামকৃষ্ণদেব এ কথায় প্রায় কোনই উত্তর দিতেন না, পাঁচ কথায় ব্রাহ্মণীর প্রস্তাবটী চাপা পড়িয়া যাইত। এক দিবস তিনি ব্রাহ্মণীকে পত্র লিখিবার অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণী পত্র লিখিয়া চন্দ্রকে দেব মণ্ডলের ঘাটে আনাইলেন। যে দিবস চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই দিবস ব্রাহ্মণী সাহস করিয়া রামকৃষ্ণদেবকে তথায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন, কিন্তু চন্দ্রের আগমন বার্ত্তা গোপন রাখিলেন। ব্রাহ্মণীর নিকট চন্দ্র উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণী অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত অন্য কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব দুই একটী মাত্র কথা কহিয়াই ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং সেই অবস্থায় জানিতে পারিলেন যে চন্দ্র আসিয়াছে। চন্দ্রের আগমন জানিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এই যে চন্দ্র। হ্যাঁগা এঁর নাম চন্দ্র না"? তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে স্থাণুবৎ স্থির হইয়া গেলেন। চন্দ্র এই সময়ে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক "ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ" তিন চারিবার বলিয়া তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিল; এবং কহিল, "আপনি আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন কিন্তু এত দিন কেন আমায় ভুলে ছেলেন"?

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা"।

চন্দ্র কহিল, "আপনিই ত ঈশ্বর, আপনার কেন ভুল হয়"?

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেহ ধারণ কল্লেই ভুল হয়"।

চন্দ্র এইরূপ যখন ইচ্ছা করিতেন রামকৃষ্ণদেবের প্রগাঢ় সমাধিও ভঙ্গ করিতে পারিতেন। রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার অত্যন্ত সুখ্যাতি করিতেন এবং তাঁহাকে ভালবাসিতেন। চন্দ্র পরম ভক্ত, রামকৃষ্ণদেব কহিতেন তাঁহার ভিতর প্রভূত বিষ্ণু শক্তি আছে। চন্দ্র সেই শক্তির দ্বারাই রামকৃষ্ণদেবের প্রায় সকল প্রকার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিতেন। যে সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য হৃদয় ও অন্যান্য সকলে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে

পারেন নাই সেই সমাধি চন্দ্র দুই চারিবার রামকৃষ্ণদেবের হস্ত ধরিয়া ডাকিলেই বাহ্যজ্ঞান আসিয়া পড়িত। ইহা দেখিয়া সকলেই মহা আশ্চর্য্য হইতেন। চন্দ্র একজন যথার্থই মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে তাহা বোধ হইত না। তিনি কালাপেড়ে কাপড় করিয়া গোঁপে চাড়া দিয়া থাকিতেন। সেই জন্য হৃদয় বলিতেন, "মা, মা, এ যে বদমায়েস, একে তুমি ভালবাস কেন"?

ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিতেন, "নারে তুই জানিস্‌নি। ওর বড় উঁচু অবস্থা, আমি জান্‌তে পেরেছি"।

এক দিন হৃদয়ের সঙ্গে এরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে অন্তরালে কহিলেন, "হৃদে, ওকে গেরুয়া পরিয়ে দে দেখি, তা'হলে বুঝতে পার্‌বি"। হৃদয় তাহাই করিলেন। চন্দ্র গৈরিক বসন পরিবামাত্র একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হইয়া গাত্র কাঁঠালের মতন বোধ হইতে লাগিল; তখন রামকৃষ্ণদেব হাঁসিতে হাঁসিতে হৃদয়কে কহিলেন, "দেখ্‌লি হৃদু দেখ্‌লি"?

চন্দ্রের অলৌকিক ক্ষমতাও অনেক ছিল। তিনি কিছু দিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া স্বদেশে চলিয়া যান এবং তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিবার পর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় আগমন করিলে রামকৃষ্ণদেব এক দিবস হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, চন্দরের বড় অহঙ্কার, আমি আগে থেকেই বুঝেছিলুম। কিন্তু ওর স্বভাবও ক্রমে খারাপ হয়ে পড়েছে। তুই দেখ্‌ আমি ওর সমস্ত শক্তি টেনে নেব"। যে দিবস তিনি হৃদয়কে এই কথা বলিলেন সেই দিন হইতেই চন্দ্রও আর তাঁহার হস্ত ধরিয়া সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। চন্দ্র ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং পরিতাপের জ্বালায় সে স্থান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব পুনরায় হৃদয়কে কহিলেন, "ওর ঐ সব দোষ ছিল বলে তাই টান্‌তেই সব শক্তি আমাতে চলে এল"। সেই পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণদেব আর চন্দ্রকে ভাল বাসিতেন না, তিনি পত্র লিখিলে হৃদয়কে তাহার উত্তর দিতে নিষেধ করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চন্দ্র আসিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আলাপ করেন, এবং স্বামীজির সহিত আলাপে চরিতার্থ হইয়া কয়েক দিবস তাঁহার নিকট মঠে বাস করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

এক দিবস রামকৃষ্ণদেব কালী মন্দিরের রকে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, আর মথুরানাথ ছাদের উপর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। মথুর কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে সেই ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবার পর ছাদ হইতে দৌড়িয়া নামিয়া আসিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবের চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "বাবা তুমি কখনি মানুষ নও। তুমি কে আমায় দয়া করে বল বাবা। আমি তোমাকে দেখলুম সাক্ষাৎ শিব বসে আছ। বাবা তুমি আমায় কৃপা কর, বল তুমি কে, আমার জন্ম সার্থক হোগ্"।

রামকৃষ্ণদেব তাঁহার পদদ্বয় মথুরের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া সেই স্থানে পাদচারণ করিতে লাগিলেন কোনও উত্তর করিলেন না। ভাবে বিভোর হইয়া তিনি আগে আগে যাইতেছেন মথুরানাথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাদচারণ করিতেছেন, দুইজনেই নীরব, মথুরের চক্ষু আর অন্য কোন বস্তু দেখিতে যেন ইচ্ছুক নহে, কেবল রামকৃষ্ণ দর্শনে পিপাসু হইয়া তাঁহার রূপেই আবদ্ধ। মথুর কখন দেখিতেছেন রামকৃষ্ণের শরীর শিবরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন কখন বা কালীরূপ ধারণ করিয়া আবার কখন বা রামকৃষ্ণরূপেই বেড়াইতেছেন। এই ব্যাপার অবলোকন করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, "ছায়া পড়ে কি না দেখি"? এই ভাবিয়া মথুর যেমন ছায়া দেখিবেন অমনি রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মথুর কি দেখ্‌ছ? ছায়া পড়ে কি না? স্থূল শরীরের ছায়া পড়্‌বে বই কি। সূক্ষ্ম শরীরের ছায়া পড়ে না"। রামকৃষ্ণদেবের এইরূপ অভ্রান্ত ঐশীভাব ও ঐশী শক্তিতে মথুর দিন দিন বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

একদিন মথুরানাথ মন্দিরে বসিয়া ইষ্ট পূজা করিতেছেন এমন সময় রামকৃষ্ণদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে আপন সমক্ষে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চরণে অর্ঘ্য জবা বিল্বাদি দিয়া আপন ইষ্টপূজা সমাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। এই ঘটনার পরে মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে মন্দিরে পাইলেই মহা আনন্দে তাঁহার চরণ পূজা করিতেন, আর হৃদয় রামকৃষ্ণদেবের চরণ হইতে অর্ঘ্য পুষ্পাদি লইয়া শ্যামার চরণে সাজাইয়া দিতেন।

রামকুমারের পুত্র অক্ষয় বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত রামভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্‌সিদ্ধ পিতা যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেন যে অক্ষয়ের

আয়ু অল্প এবং বলিতেন, "ও বাঁচবে না" আর সেই জন্য শৈশবকালে অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিতেন না। হলধারী প্রায় দ্বাদশ বৎসর রাণী রাসমণির দেবালয়ে অবস্থিতি করিয়া পরলোক গমন করেন এবং তৎপরে অক্ষয় রাধাকান্তজীউর পূজায় ব্রতী হইলেন। এই সময় অক্ষয়ের বয়স চতুর্দ্দশবর্ষ মাত্র। তিনি রাধাকান্তের সেবা করিয়া বঙ্কবটী তলায় ১০৮ শিব পূজা করিতেন এবং সেই স্থানেই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। রাধাকান্তের পূজা করিতে এরূপ ধ্যানমগ্ন হইতেন যে কেহ শব্দ করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেও তাঁহার সংজ্ঞা হইত না, এবং এরূপ শ্বাস করিতেন যে নাক মুখ দিয়া অনর্গল রুধির বহিষ্কৃত হইত। শেষে রামকৃষ্ণদেব যাইয়া তাঁহার বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিতেন।

অক্ষয় কার্য্যে অবসর পাইলেই অন্য কোন কার্য্য না করিয়া কেবল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। এক দিবস বিষ্ণুমন্দিরের সমক্ষে বসিয়া পাঠ করিতেছেন রামকৃষ্ণদেব তথায় বসিয়া শ্রবণ করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া জ্যোতির্ম্ময় শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন যে সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত জ্যোতি আসিয়া ভাগবতে পড়িয়া তৎপরে রামকৃষ্ণদেবের বক্ষে আসিয়া তিনই সংলগ্ন করিল। ইহা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ভাগবত ভক্ত ও ভগবান্ এই তিনই একরূপ।

অক্ষয়ের বয়ঃক্রম এখন আন্দাজ সপ্তদশ বা অষ্টাদশের অধিক নহে। তাঁহার পিতৃব্য বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি কুঁচেকোল নামক গ্রামে একটী সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের লক্ষণাদি ধরিয়া রামকৃদেব বলিয়াছিলেন যে বিবাহটী শুভ নহে। বিবাহের কিছুকাল পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া পীড়িত হইলেন। পীড়া পৃষ্ঠব্রণ! তিনি পীড়াগ্রস্থ হইয়াই পিতৃব্য রামেশ্বরকে পত্র লিখেন। রামেশ্বর সেই পত্র পাইবামাত্র রামকৃষ্ণদেবকে অক্ষয়ের অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন। রামকৃষ্ণদেব অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "হৃদু লক্ষণ বড় খারাপ! কোন রাক্ষসী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে! ছোঁড়া মারা যাবে দেখ্‌চি!"

হৃদয় বলিলেন, "হ্যাঃ! তোমার এক কথা। আচ্ছা; ও সব কথা তুমি কেন কও, বল দেখি? বিয়ের বিষয় কেউ জিজ্ঞেস কল্লে তাতে উত্তর কর্‌তে পার না। ছোঁড়াটার স্বভাব বিগ্‌ড়ে যাচ্ছিল বলে, দেখে শুনে বিয়ে

দেওয়া গেল। এখন বল কি না রাক্ষসীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, ছোড়া বুঝি বাঁচবে না"।

রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি করুণ স্বরে কহিলেন, "হৃদু আমি কি বলি, মা যে আমায় বলান, আমি কি ইচ্ছে করে বলি? আমায় মা যা জানিয়ে দেন আমি তাই বলি"!

যাহা হউক রামেশ্বর যাইয়া ডুলি করিয়া অক্ষয়কে কামার পুকুরে আনয়ন করিলেন। তথায় কিছুদিন পরে আরোগ্য লাভ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। এখানে অতি অল্প দিনের মধ্যে বেশ সুস্থ হইলেন। তৎপরে হঠাৎ একদিবস তাহার সামান্য জ্বর হইল। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "না হৃদু পটিক বড় ভাল নয়। এক বৎসর যেতে না যেতে পৃষ্ঠব্রণ, তাও ভাল হয়ে এখানে এসে বেশ চেহারা ফিরেছিল কিন্তু আবার জ্বর; এ ভাল পটিক দেখচিনি, হৃদু"। ষষ্ঠ দিবসে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। হৃদয় রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া গিয়া দেখাইলেন। তিনি অক্ষয়কে সম্বোধন করিলেন।

"অক্ষয়"।

"আজ্ঞা"।

"তুই ভুল বক্‌চিস্ কেন"?

"কৈ ভুল বক্‌চি"? অক্ষয় এই কথা বলিয়া থু থু করিয়া ঊর্দ্ধে থুৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, "হৃদু, ডাক্তারগুলোর আট্‌কাল নেই, রোগ চিন্‌তে পারে নি। এ পুরো বিকার হয়েছে। যদি তুই আশ মিটিয়ে এর চিকিচ্ছে কত্তে চাস্ ত একজন ভাল ডাক্তার এনে দেখা। তোর যাকে ইচ্ছে এনে দেখা, নইলে শেষে আপশোষ কর্‌বি? কিন্তু আমি বল্‌ছি এ বাঁচ্‌বে না"।

হৃদয় মহা আগ্রহের সহিত কহিল, "ছি, ছি! মামা এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে কেন বেরোয়"?

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "হাঁ রে, আমার কি ইচ্ছে? আমি যে দেখ্‌ছি, মা যে আমায় জানিয়ে দিচ্ছেন"।

যাহা হউক হৃদয় ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যাদি খাওয়াইবার অতি উত্তম

তদ্বির করিয়াও অক্ষয়কে বাঁচাইতে পারিলেন না। বিংশতি দিবসে অক্ষয় মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইল। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিলেন, "অক্ষয়, বল্ গঙ্গা, নারায়ণ রাম"।

অক্ষয় "গঙ্গানারায়ণ ওঁ রাম," তিনবার বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হনু, এর সদ্গতি হবে"।

অক্ষয় কেবল তিন বৎসর মাত্র পূজা করিয়াছিলেন। ইঁহার পরলোক গমনের পর রামেশ্বর বিষ্ণুপূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বৎসর মাত্র পূজা করিয়া তিনিও পরলোক গমন করেন। এই সময়ে পুত্রশোকার্ত্তা চন্দ্রাদেবী স্বদেশে আর অবস্থিতি করিতে না পারিয়া দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে ঘরে বাস করিতেন তাহার পশ্চিমোত্তর কোণে যে নহবৎখানা আছে তাহাতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ২০শে ফাল্গুন রবিবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রিসপ্ততিতম জন্ম মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ২০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ষ্টিমারের বিশেষ সুবন্দোবস্ত থাকায় কাহারও যাতায়াতের কষ্ট হয় নাই। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতিমূর্ত্তি নানাবিধ পত্র পুষ্পে সুশোভিত করিয়া সুবৃহৎ সামিয়ানার নিম্নে রাখা হইয়াছিল। আন্দুলের অবৈতনিক কালীকীর্ত্তন ও বহু সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন পূর্ব্বক ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ও যোগদান করিয়াছিলেন। মধ্যদানের দুইটী স্থানে স্বদেশী সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। সমস্ত দিবস সমাগত জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

গত ১৩ই ফাল্গুন, ইংরাজি ২৫এ ফেব্রুয়ারি, পবিত্র শুক্ল দ্বিতীয়া তিথি সমাগত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ ব্যাপার যাবতীয় ভক্ত হৃদয়ে জাগরূক করিয়া তুলিল। শুদ্ধ বঙ্গ দেশে নহে, মাদ্রাজেও অনেক ভক্ত এই পবিত্র দিবসকে পরমানন্দ সহকারে পূজা করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালেই অনেকে

কুসুমরাজি হস্তে লইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিশাল হর্ম্ম্যস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরম ভক্তি সহকারে সমস্ত দিবস পূজা ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা আপনাদের পবিত্র করতঃ, অপরাহ্ণ ৪টার সময়, সকলে দেব বিগ্রহের সম্মুখে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রায় সার্দ্ধ এক ঘণ্টা কাল ধ্যানসুখ অনুভব করিয়াছিলেন। উক্ত পবিত্র ক্ষণই বর্ত্তমান কালের লোক গুরুকে বহুজন-হিতায় বহুজন সুখায় জগতীতলে আনয়ন করায় তৎকালে সকলে পরম পবিত্রভাবে সাংসারিক আসক্তির হস্ত হইতে ক্ষণকালের জন্য বিদায় লইয়া, ভগবদ্ভক্তিতে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক পৃথিবীতে স্বর্গসুখের ভাগী হইয়াছিলেন। পরে প্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণ করিয়া তাঁহারা পরম আনন্দে দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে অনেক বন্ধুর সমাগম হইয়াছিল। ইঁহারাও ভগবৎ প্রসাদ দ্বারা স্ব স্ব চিত্ত প্রসাদ সাধন করতঃ ক্ষণকালের জন্য সর্ব্ব দুঃখের পারে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, রাত্রি ১০॥ টার সময় হোমান্তে কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেলে সকলে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

পর রবিবার ৪ঠা মার্চ্চ, মাদ্রাজ নগরবাসী যাবতীয় ভক্তবৃন্দ দীন হীন দুঃখী দরিদ্রগণের দুঃখ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিবার জন্য প্রাতঃকালেই মঠে আগমন পূর্ব্বক পাকাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত হইলেন। পূর্ব্ব রাত্রি হইতে বাট্ মোণ তণ্ডুল, ও তদুচিৎ ব্যঞ্জনরাশি পাচকগণ কর্ত্তৃক পক্ব হইতেছিল। বেলা সাড়ে দশটার পর ভোগান্তে দরিদ্র সন্তর্পণ আরম্ভ হইল। অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত প্রায় আট হাজারের উপর দীন দুঃখী প্রসাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করতঃ যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়াছিল। প্রায় ছয় শত ভক্ত ও নানা-বিধ প্রসাদ দ্বারা আপনাদের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। চারিটার পর বি, এ উপাধিধারী তাতাচারী নামক জনৈক কৃতবিদ্য যুবক "গরুড় গর্ব্বভঙ্গ" বিষয়ে সুন্দর কথকতা করিয়া সকলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। সাড়ে পাঁচ ঘটি-কার সময় সভাপতি জষ্টিস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার উপস্থিত হইলে, জজ্ পার্থসারথি আয়েঙ্গার শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়িণী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন, পরে সভাপতি ও অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্যের বক্তৃতার পর, আরাত্রিক ও প্রসাদ বিতরণ করা হইল। এই উপলক্ষে প্রায় দুই হাজার লোকের সমাগম হয়। রাত্রি নয়টার সময় কার্য্য সমাপ্ত হইল।

শ্রূয়তে কিং তৎ সদসৎ, সৎ বিদ্যমানং অসচ্চ যত্র নাস্তি ইতি বুদ্ধিঃ তে উপধানভূতে সদসতী যস্য অক্ষরস্য তৎ সদসদিত্যুপচর্য্যতে। পরমার্থতস্তু সদসতঃ পরং তৎ যদক্ষরং বেদবিদো বিদন্তি তত্ত্বমেব নান্যদিতি অভিপ্রায়ঃ। ৩৭।

ভাষ্যানুবাদ। হে মহাত্মন্ কি কারণে ইহারা তোমাকে নমস্কার না করিবে? তুমি গরীয়ান অর্থাৎ গুরুতর যেহেতু তুমি 'ব্রহ্মা' হিরণ্য গর্ভের ও প্রথম উৎপাদক (এই কারণে তোমার নমস্কার উচিত ইহাই তাৎপর্য্য) এই জন্যই তুমি নমস্কার ও হর্ষের স্থান অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্র ইহাই অর্থ। হে অনন্ত হে দেবেশ হে জগন্নিবাস তুমিই সেই পর অক্ষর যাহা বেদান্ত শাস্ত্র সমূহে শ্রুত হয়। তাহা কি? তাহা সৎ ও অসৎ। সৎ এই শব্দটীর অর্থ বর্ত্তমান অর্থাৎ ভাববস্তু অসৎ এই শব্দটীর অর্থ তাহা—যাহাকে বিষয় করিয়া, নাই এই প্রকার বুদ্ধি হয় (অর্থাৎ নাই বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহাকে লোকে অসৎ বলিয়া থাকে) সেই সৎ ও অসৎ এই দুই প্রকার পদার্থ যে ব্রহ্মের উপাধিস্বরূপ সেই পরব্রহ্মই এই স্থানে সৎ ও অসৎ এই দুইটী শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক ধরিতে গেলে সৎ এবং অসৎ হইতে যাহাকে ভিন্ন বলিয়া বেদবিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন সেই বস্তু তুমি ছাড়া অন্য কিছুই নহে ইহাই অভিপ্রায়। ৩৭।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। ত্বং আদিদেবঃ ত্বং পুরাণঃ পুরুষঃ ত্বং অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ত্বং বেত্তা অসি ত্বং বেদ্যং পরং ধাম অসি ত্বয়া হে অনন্তরূপ বিশ্বং ততং। ৩৮।

মূলানুবাদ। তুমি আদিদেব, তুমি পুরাতন পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয় তুমিই বেত্তা আবার তুমি সেই বেদ্য পরম ধাম; হে অনন্ত রূপ তুমি এই জগৎকে সর্ব্বপ্রকারে ব্যাপিয়া রহিয়াছ। ৩৮।

ভাষ্য। পুনরপি স্তৌতি ত্বমাদিদেবঃ জগতঃ স্রষ্টৃত্বাৎ, পুরুষঃপুরি শয়নাৎ, পুরাণশ্চিরন্তনঃ ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্ জগৎ সর্ব্বং মহাপ্রলয়াদাবিতি। কিং চ বেত্তাসি বেদিতাসি সর্ব্বস্যৈব বেদ্যজাতস্য

ত্বঞ্চ বেদ্যং বেদনার্হং তচ্চাসি। পরং চ ধাম পরমং পদং বৈষ্ণবং। ত্বয়া ততং ব্যাপ্তং বিশ্বং সমস্তমনন্তরূপ! অন্তো ন বিদ্যতে তব রূপাণাং। ৩৮।

ভাষ্যানুবাদ। পুনর্ব্বার স্তুতি করিতেছেন (অর্জ্জুন)। তুমিই আদিদেব কারণ তুমিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি পুরুষ, কারণ দেহরূপ পুরীতে তুমি শয়ন করিয়া থাক। তুমি পুরাণ অর্থাৎ চিরন্তন। তুমিই এই বিশ্বের 'পর' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট নিধান যাহাতে প্রলয়াদি কালে সমুদয় জগত নিহিত থাকে তাহারই নাম নিধান। আরও তুমিই বেত্তা অর্থাৎ জগতের যাবতীয় বস্তু নিচয়ের একমাত্র জ্ঞাতা (অর্থাৎ তুমি সর্ব্বজ্ঞ) যাহা "বেদ্য" জানিবার যোগ্য বস্তু তাহাও তুমি, হে অনন্তরূপ কারণ তোমার কতরূপ তাহার অন্ত নাই তুমিই সেই পরমধাম অর্থাৎ বৈষ্ণবপদ। ৩৮।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥ ৩৯॥

অন্বয়। ত্বং বায়ুঃ ত্বং যমঃ ত্বং বরুণঃ ত্বং শশাঙ্কঃ ত্বং প্রজাপতিঃ ত্বং প্রপিতামহশ্চ। তে সহস্রকৃত্বঃ নমঃ অস্তু তে নমঃ তে পুনঃ নমঃ তে ভূয়োপি নমঃ অস্তু। ৩৯।

ভাষ্য। কিঞ্চ বায়ুস্ত্বং যমশ্চাগ্নির্বরুণোঽপাংপতিঃ শশাঙ্কশ্চন্দ্রমাঃ প্রজাপতি স্ত্বং কশ্যপাদিঃ প্রপিতামহঃ পিতামহস্যাপি পিতা ব্রহ্মণোঽপি পিতা ইত্যর্থঃ। নমো নমস্তে তুভ্যং অস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চভূয়োঽপি নমোনমস্তে। বহুশো-নমস্কারক্রিয়াভ্যাসাবৃত্তিগণনং কৃত্বসুচোচ্যতে পুনশ্চ ভূয়োঽপি ইতি শ্রদ্ধাভক্ত্য-তিশয়াদপরিতোষমাত্মনো দর্শয়তি। ৩৯।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (স্তুতি করিতেছেন যে) তুমিই বায়ু যম অগ্নি ও বরুণ অর্থাৎ সকল জলের অধিপতি, তুমি শশাঙ্ক অর্থাৎ চন্দ্রমাঃ তুমিই কশ্যপাদি প্রজাপতি, তুমি প্রপিতামহ অর্থাৎ পিতামহেরও পিতা—ব্রহ্মারও পিতা। তোমাকে নমস্কার--নমস্কার, তোমাকে সহস্রবার নমস্কার করি আবার (বলি) তোমাকে প্রচুর নমস্কার "সহস্রকৃত্বঃ" এই শব্দটি সহস্র শব্দের উত্তর কৃত্বসুচ নামে তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃত্বসুচ এই প্রত্যয়ের অর্থ এই স্থানে নমস্কার বাহুল্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান রূপ আবৃত্তি। এই

প্রকার পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অর্জ্জুন ভগবানের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য দেখাইতেছেন এবং তাহাতে বারম্বার নমস্কার করিয়াও যে তৃপ্তি হইতেছেন না তাহাও দেখাইতেছেন। ৩৯।

নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বতএবসর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ৪০॥

অন্বয়। তে (তুভ্যং) পুরস্তাৎনমঃ পৃষ্ঠতঃ নমঃ হে সর্ব্ব! সর্ব্বতএব তে নমোঽস্তু ত্বং অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ। ত্বং (যতঃ) সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততঃ সর্ব্বোঽসি। ৪০।

মূলানুবাদ। তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি তোমাকে পশ্চাৎদিকে নমস্কার করি হে সর্ব্বস্বরূপ আমি তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি তোমার বীর্য্যের অন্ত নাই তোমার পরাক্রমেরও সীমা নাই। যেহেতু তুমি সকল বস্তুকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছ এই জন্যই তুমি সর্ব্ব স্বরূপ। ৪০।

ভাষ্য। তথা নমঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাংদিশি তুভ্যমথ পৃষ্ঠতস্তে পৃষ্ঠতোঽপিচতে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্বত এব সর্ব্বাসু দিক্ষু সর্ব্বত্রস্থিতায় হে সর্ব্ব! অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ অনন্তং বীর্য্যং যস্য অমিতো বিক্রমোঽশ্চ বীর্য্যং সামর্থ্যং বিক্রমঃ পরাক্রমঃ বীর্য্যবান্ অপি কশ্চিৎ শস্ত্রাদিবিষয়ে ন পরাক্রমতে মন্দ-পরাক্রমোবা, ত্বং অনন্তবীর্য্যঃ অমিতবিক্রমশ্চ ইত্যনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ সর্ব্বং সমস্তং জগৎ সমাপ্নোষি সম্যগ্ একেন আত্মনা ব্যাপ্নোষি যতস্তস্মাদসি সর্ব্বঃ, ত্বদ্ বিনাভূতং ন কিঞ্চিদস্তি ইত্যর্থঃ। ৪০।

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপেই তোমাকে পূর্ব্বদিকে নমস্কার করিতেছি এবং পৃষ্ঠদেশেও তোমাকে নমস্কার করিতেছি তুমি সকল দিকে সর্ব্ব স্থানে অবস্থিত সুতরাং সকল দিকেই তোমার প্রতি নমস্কার হউক। হে সর্ব্ব তুমি "অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রম" যাহার বীর্য্যের অন্ত নাই এবং যাহার বিক্রমেরও সীমা নাই সেই অনন্ত বীর্য্য ও অমিত বিক্রম, বীর্য্য শব্দের অর্থ সামর্থ্য এবং বিক্রম শব্দের অর্থ পরাক্রম জগতে এমন অনেক লোক আছে যাহার সামর্থ্য আছে বটে কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার কালে পরাক্রম নাই তুমি কিন্তু অনন্তবীর্য্য ও অমিত পরাক্রম এইজন্য তোমার নাম "অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রম" তুমি নিজস্বরূপ

এই সকল জগতকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ সেইজন্যই তুমি সর্ব্ব, অর্থাৎ এ সংসারে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা তোমা ছাড়া হইয়া থাকিতে পারে। ৪০।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়াপ্রমাদাৎপ্রণয়েন বাপি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়। সখা ইতি মত্বা (ময়া) হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখে ইতি যৎ-প্রসভং যদুক্তং (কিং ভূতেন ময়া?) ইদং (বিশ্বং) তবৈব মহিমানং অজানতা। (তথা) প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা যদুক্তম্। ৪১।

মূলানুবাদ। এই বিশ্ব তোমারই মহিমা ইহা আমি জানিতে পারি নাই কিন্তু তুমি আমার সখা ইহাই বুঝিয়া প্রমাদ বা প্রণয়ে বশে আমি হঠাৎ তোমাকে হে কৃষ্ণ! হে যাদব ও সখে ইত্যাদি যাহা কিছু বলিয়াছি। ৪১।

ভাষ্য। যতোঽহং ত্বন্মাহাত্ম্যাপরিজ্ঞানাপরাধী অতঃ—সখা সমান বয়াঃ ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিপরীতবুদ্ধ্যা প্রসভং অভিভূয় প্রসহ্য যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চা জানতা অজ্ঞানিনা মূঢেন। কিমজানতা ইত্যাহ মহি-মানং মাহাত্ম্যং তবেদমীশ্বরস্য বিশ্বরূপং তবেদং মহিমানং অজানতা ইতি বৈয়ধিকরণ্যেন সম্বন্ধঃ। তবেমমিতি পাঠঃ যদ্যস্তি তদা সামানাধিকরণ্যেন অন্বয়ঃ। ময়া প্রমাদাৎ বিক্ষিপ্তচিত্ততয়া প্রণয়েন বাপি প্রণয়োনাম স্নেহনিমিত্তো বিশ্রম্ভঃ। তেনাপি কারণেন যদুক্তবানস্মি। ৪১।

ভাষ্যানুবাদ। যে কারণ আমি তোমার মাহাত্ম্য জানি নাই সুতরাং আমি অপরাধ করিয়াছি এইজন্যই (বলিতেছি যে) সখা অর্থাৎ বয়স্য এই প্রকার ভাবিয়া অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি করিয়াও হঠাৎ অভিভব করিয়া যাহা বলিয়াছি "হে কৃষ্ণ হে যাদব ও হে সখে ইত্যাদি (সেই সকল উক্তি কিন্তু) না জানিয়াই (হইয়াছে) কি না জানিয়া? (তাহাই বলিতেছেন) তোমার "মহিমা" মাহাত্ম্যই এই বিশ্বরূপ এই বিশ্বরূপময় তোমার মাহাত্ম্য না জানিয়া (ইহাই তাৎপর্য্য) এই ইদং শব্দটী ক্লীবলিঙ্গ এবং মহিমানং এই পদটী পুংলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচন সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে পরস্পর অন্বয় হইতেছে তাহাকে বৈয়ধিকরণ্যের অন্বয় হইল ইহা বুঝিতে হইবে। যদি কোন পুস্তকে মহিমানং তবেমং এই প্রকার পাঠ থাকে তাহা হইলে ইমং

এই (বিশেষণ বা বিশেষ্য) পদটীতে পুংলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচন থাকায় মহিমানং এই পদটীর সহিত উহার যে অন্বয় হইবে তাহাকে সামানাধিকরণ্যেরই অন্বয় বলা যাইতে পারে (কারণ দুইটী পদে তুল্য বিভক্তি থাকিয়া অন্বয় হইলে বৈয়াকরণগণ ঐ অন্বয়কে সামানাধিকরণ্যের অন্বয় বলিয়া থাকেন এইরূপ অন্বয় ভিন্ন আর সকল প্রকার অন্বয়কে তাঁহারা বৈয়ধিকরণ্যের অন্বয় বলিযা থাকেন) আমি "প্রমাদ" অর্থাৎ চিত্ত বিক্ষেপ বশতঃ অথবা "প্রণয়" স্নেহ নিবন্ধন বিশ্বাসের বশে ও যাহা কিছু বলিয়া বসিয়াছি। ৪১।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু।
একোঽথবাঽপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়। হে অচ্যুত বিহারশয্যাসন ভোজনেষু একঃ সন্ অবহাসার্থং ত্বং মযা যৎ অসৎকৃতোঽসি অথবা সমক্ষং (জনানামিতিশেষঃ) যৎ অসৎ কৃতশ্চাসি তৎসর্ব্বং অহং অপ্রমেযং (অপরাধজাতং) ত্বাং ক্ষাময়ে। ৪২।

মূলানুবাদ। হে অচ্যুত! ক্রীড়াস্থলে শযনে আসনে ও ভোজনকালে একাকী তোমাকে (লোকজনের অসমক্ষে) আমি পরিহাস প্রসঙ্গে অন্যায় কথা বলিযা বা অন্যায ব্যবহার করিযা যে অসৎকার করিয়াছি বা লোকের সমক্ষেও ঐ প্রকার ব্যবহারে তোমার প্রতি যে অনুচিত আচবণ কবিযাছি অদ্য আমি তোমাব নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবিতেছি। ৪২।

ভাষ্য। যচ্চেতি। যচ্চ অবহাসার্থং পবিহাস প্রযোজনায, অসৎ কৃতঃ পবিভূতঃ অসি, ভবসি, ক? বিহার শয্যাসন ভোজনেষু বিহবণং বিহাবঃ পাদব্যাপাবঃ শযনং শয্যা আসনং আস্থাযিকা, ভোজনমদনং ইতি এতেষু বিহাব শয্যাসন ভোজনেষু—একঃ পবোক্ষঃ সন্ অসৎকৃতোঽসি, পরিভূতোঽসি অথবাঽপি হে অচ্যুত! তৎসমক্ষং তচ্ছব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণার্থঃ, প্রত্যক্ষং বা অসৎকৃতোঽসি তৎসর্ব্বমপবাধজাতং ক্ষামযে ক্ষমাং কাবযে ত্বাং অহং অপ্রমেযং প্রমাণাতীতম্। ৪২।

ভাষ্যানুবাদ। যচ্চ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। অবহাস অর্থাৎ পরিহাস মাত্র প্রযোজনেব জন্য তোমাকে আমি যে অসৎকৃত অর্থাৎ পবিভূত করিয়াছি, কোথায? বিহাব, শয্যা, আসন ও ভোজন এই কয়স্থলে, বিহার শব্দের অর্থ

বিহরণ—চরণ ব্যাপার, শয্যা—শুইবার স্থান, আসন,—বসিবার স্থান, ভোজন—আহার করা এই কয়টী ব্যাপারে এক অর্থাৎ তুমি যখন লোকের সাক্ষাতে ছিলে না সেই সময় তোমাকে পরিহাস প্রসঙ্গে যাহা কিছু অসৎকৃত করিয়াছি অথবা সাক্ষাৎ যাহা কিছু পরিভব করিয়াছি তাহা অর্থাৎ সেই পরিভব করা রূপ আমার গুরুতর অপরাধ নিচয়কে যাহাতে তুমি ক্ষমা কর তাহার জন্য আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি তুমি অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণের অগোচর। ৪২।

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়। হে অপ্রতিমপ্রভাব। ত্বং চরাচরস্য লোকস্য পিতাঽসি ত্বং অস্য (চরাচরস্য) পূজ্যঃ গুরুঃ অসি (তথা) গরীয়ান্ চ অসি। লোকত্রয়ে ত্বৎসমঃ ন অস্তি অধিকঃ কুতঃ (অস্তি অপিতু নৈবাস্তি)। ৪৩।

মূলানুবাদ। হে অপ্রমেয় প্রভাব। তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, তুমি ইহার পূজনীয় গুরু, অথবা তুমি গুরু হইতেও উৎকৃষ্টতর ত্রিভুবনে কেহই তোমার সমান নাই তোমার অপেক্ষা অধিক আর কে হইতে পারে?। ৪৩।

ভাষ্য। পিতাঽসি জনয়িতাঽসি, লোকস্য প্রাণিজাতস্য চরাচরস্য স্থাবর জঙ্গমস্য, নকেবলং ত্বমস্য জগতঃ পিতা, পূজ্যশ্চ পূজার্হশ্চ, যতো গুরুঃ গরীয়ান্ গুরুতরঃ, কস্মাৎ গুরুতরঃ ত্বমিত্যাহ ন ত্বৎসমঃ তত্তুল্যঃ অন্যঃ অস্তি নহীশ্বর-দ্বয়ং সম্ভবতি অনেকেশ্বরত্বে ব্যবহারানুপপত্তেঃ। ত্বৎসম এবতাবদন্যো ন সংভবতি কুত এবান্যোঽভ্যধিকঃ স্যাৎ। লোকত্রয়েঽপি সর্ব্বস্মিন্ অপ্রতিম প্রভাব প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা ন বিদ্যতে প্রতিমা যস্য তব প্রভাবস্য সত্ত্বম প্রতিমপ্রভাবঃ হে অপ্রতিমপ্রভাব নিরতিশয় প্রভাব ইত্যর্থঃ। ৪৩।

ভাষ্যানুবাদ। চরাচর অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ "লোকের" প্রাণীগণের তুমিই পিতা (অর্থাৎ) জন্মদাতা, কেবল যে তুমি এই জগতের পিতা তাহা নহে তুমি এই জগতের "পূজ্য" পূজার যোগ্য গুরু (শুধু গুরু নহ) গুরু হইতেও গুরুতর, কেন তুমি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর? তাহাই বলা

যাইতেছে যে তোমার সদৃশ এ জগতে কেহই নাই তাহার কারণ এই যে এক জগতে দুইটী ঈশ্বর থাকিতে পারেন না যে হেতু দুইটী ঈশ্বর হইলে সকল প্রকার ব্যবহারেরই লোপ হইয়া উঠে। যখন কেহ তোমার সমানই হইতে পারে না তখন তোমা অপেক্ষা অধিক কেহ হইবে কি প্রকারে? তুমি "অপ্রতিম প্রভাব" যাহার সহিত কোন বস্তুর সাদৃশ্য দেওয়া যায় তাহার নাম প্রতিমা যাহার প্রভাবের প্রতিমা নাই তাহাকেই অপ্রতিম প্রভাব বলা যায় তুমি অপ্রতিম প্রভাব অর্থাৎ তোমার প্রভাব অপরিসীম। ইহাই তাৎপর্য্য। ৪৩।

তস্মাৎপ্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসিদেব সোঢুম্॥ ৪৪॥

অন্বয়। তস্মাৎ কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যং ঈশং ত্বাং অহং প্রসাদয়ে, পিতা পুত্রস্যেব সখা সখ্যুরিব প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দেব সোঢুং অর্হসি। ৪৪।

মূলানুবাদ। সেই কারণে আমি নতদেহে প্রণাম করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি তুমিই স্তুতির পাত্র (কারণ) তুমি ঈশ্বর—পিতা যেমন পুত্রের—সখা যেমন সখার—প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকে তুমি ও আমার অপরাধ সেইরূপে ক্ষমা করিও। ৪৪।

ভাষ্য। যত এবং তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য প্রণিধায় নীচৈর্ভূত্বা কায়ং শরীরং প্রসাদয়ে, প্রসাদং কারয়ে, ত্বামহং ঈশং ঈশিতারং ঈড্যং স্তুত্যং। ত্বং পুনঃ পুত্রস্যাপরাধং পিতা যথা ক্ষমতে সর্ব্বং সখেব চ সখ্যুঃ অপরাধং যথা বা প্রিয়ায়া অপরাধং প্রিয়ঃ ক্ষমতে এবমর্হসি হে দেব সোঢুং প্রসহিতুং ক্ষন্তুমিত্যর্থঃ। ৪৪।

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু এই প্রকার তুমি, সেই কারণেই আমি "কায়" দেহকে প্রণিহিত করিয়া অর্থাৎ নত করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, তুমি ঈশ অর্থাৎ জগতের নিয়ন্তা এবং তুমি "ঈড্য" স্তুতির পাত্র। তুমি কিন্তু দেব! যেমন পিতা পুত্রের অপরাধকে সহিয়া থাকেন যেমন সখা সখার অপরাধ ক্ষমা করেন এবং যেমন কান্ত কান্তার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন সেইরূপ আমার সকল প্রকার অপরাধ সহিও অর্থাৎ ক্ষমা করিও। ৪৪।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমে
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়। অদৃষ্ট পূর্ব্বং রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি ভয়েন মে মনঃ প্রব্যথিতঞ্চ দেব তে তদেব রূপং দর্শয় হে দেবেশ হে জগন্নিবাস প্রসীদ। ৪৫।

মূলানুবাদ। তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি অথচ আমার মন ভয়ে ব্যথিত হইতেছে দে দেব আমাকে আবার তোমার সেইরূপ দেখাও হে দেবেশ হে জগন্নিবাস তুমি প্রসন্ন হও। ৪৫।

ভাষ্য। অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি, অদৃষ্ট পূর্ব্বং ন কদাচিদপি দৃষ্টপূর্ব্বমিদং বিশ্বরূপং তব ময়া অন্যৈর্বাতদহং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমে অতঃ তদেব মে মম দর্শয় হে দেব রূপং যৎ মৎসখং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস জগতো নিবাসো জগন্নিবাসঃ হে জগন্নিবাস। ৪৪।

ভাষ্যানুবাদ। অদৃষ্টপূর্ব্বং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অদৃষ্টপূর্ব্ব" আমি কিংবা অন্য কেহ যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই তাহাই অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দেখিয়া আমি হৃষিত হইয়াছি, অথচ আমার মন ভয়ে প্রব্যথিত হইতেছে, এই কারণে তুমি আমাকে তোমার সেইরূপ (অর্থাৎ যেরূপকে আমি আমার সখা বলিয়া জানি) পুনর্ব্বার দেখাও হে দেব হে জগন্নিবাস তুমি প্রসন্ন হও জগৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহারই নাম জগন্নিবাস, জগন্নিবাস ইহা ভগবানের সম্বোধন। ৪৫।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়। অহং ত্বাং তথৈব কিরীটিং গদিনং চক্রহস্তং চ দ্রষ্টুং ইচ্ছামি হে সহস্রবাহো হে বিশ্বমূর্ত্তে ত্বং তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব। ৪৬।

মূলানুবাদ। আমি তোমাকে সেই প্রকার পূর্ব্বের ন্যায় কিরীট ভূষিত গদাধারী এবং চক্রহস্ত দেখিতে চাহি হে বিশ্বমূর্ত্তে হে সহস্রবাহো তুমি আবার পূর্ব্বের ন্যায় সেই নিজ চতুর্ভুজরূপ গ্রহণ কর। ৪৬।

হৃদয়ের আবেগের সহিত স্বামীজিকে এক স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করিলেন। স্বামীজি নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিলেন।

পাশ্চান অভিনন্দনের উত্তর।

আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। এখানেই বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই, কেবল এখানেই ত্যাগধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। এখানেই, কেবল এখানেই অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

আমি পাশ্চাত্য দেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি—অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছি—অনেক জাতি দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়, প্রত্যেক জাতিরই এক একটী মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শই যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে, ধর্ম্মই, কেবল ধর্ম্মই যথার্থ ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ। ধর্ম্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।

শারীরিক শক্তিবলে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে সত্য, বুদ্ধিবলে বিজ্ঞান সাহায্যে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য্য দেখান যায়, ইহাও সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ প্রভাব, এগুলির প্রভাব তাহার তুলনায় কিছুই নহে।

ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ভারত বরাবরই কার্য্যকুশল। আজকাল আমরা শিক্ষা পাইয়া থাকি—হিন্দুরা হীনবীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা—যে সকল ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা পাওয়া যায়, তাঁহাদের নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষায় এই ফল ফলিয়াছে যে, অন্যান্য দেশের লোকের নিকট 'হিন্দুরা হীনবীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা' ইহা একটী কিম্বদন্তী স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভারত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল, এ কথা আমি কোন মতেই স্বীকার করি না। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কর্ম্মপরায়ণ, অন্য কোন স্থানই সেরূপ নহে। তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান্ জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। আর ইহার মহামহিমাময় জীবনের প্রতি সন্ধিতে ইহা যেন অবিনাশী অক্ষয় নব যৌবন লাভ করিতেছে। ভারতে কর্ম্মপরায়ণতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু অপরের উহাতে লক্ষ্য না পড়িবার কারণ এই,—মনুষ্য প্রকৃতিই এই

যে, যে যে কার্য্য করে বা ভাল বোঝে, সে সেটীকেই জগতের একমাত্র কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। ছুচি জুতো শেলাইই বুঝে, মিস্ত্রি গাঁথনিই বুঝে—জগতে যে আর কিছু করিবার বা বুঝিবার আছে, তাহা তাহাদের বুঝিবাব অবসর হয় না। যখন আলোকের পরমাণুর স্পন্দন অতি তীব্র হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না, কারণ, আমাদের দর্শনশক্তির একটা সীমা আছে—তাহার বাহিরে আর আমরা দেখিতে পাইব না। যোগী কিন্তু তাঁহাব আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে সাধারণ অজ্ঞ লোকের জড়দৃষ্টি ভেদ কবিযা ভিতবের জিনিষ দেখিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সমগ্র জগৎ আধ্যাত্মিক সত্যের জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইযা আছে। ভারতকে জগতেব সকল জাতিব কল্যাণ সাধনের জন্য কার্য্য করিতে হইবে। এখানেই মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সকল বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এক্ষণে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে নিবদ্ধ ভারতবাসীর সনাতন বিশেষত্ব-পবিচায়ক এই আদর্শকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইতিহাসের প্রাবম্ভ হইতে আলোচনা কবিলে দেখা যায়, কোন ধর্ম্ম-প্রচারকই ভারতেব বাহিরে হিন্দু মত প্রচারে গমন করেন নাই। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে অদ্ভুত পবিবর্ত্তন আসিতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মেব অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকি'। ধর্ম্মেতিহাস গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, যে কোন জাতির ভিতর উত্তম নীতি শাস্ত্র প্রচলিত, তাহারাই উহাব কতক অংশ আমাদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে আর যে সকল ধর্ম্মে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট, তাহারাও মুখ্য বা গৌণ ভাবে উহা আমাদের নিকট গ্রহণ করিযাছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্ব্বলের উপর প্রবলেব যেরূপ অত্যাচার, দস্যুতা, জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, জগতের ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সকলেই জানেন, বাসনা জয় না কবিলে মুক্তি নাই। যে প্রকৃতির দাস, সে কখন মুক্ত হইতে পাবে না। জগতের সমগ্র জাতিই এক্ষণে এই মহাসত্য বুঝিয়া উহার আদর করিতে শিখিতেছে। যখনই শিষ্য এই সত্য ধাবণার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহাব উপর গুরুব কৃপা হয়। ভগবান্ অনন্ত কাল ধরিয়া সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণেব প্রতি অনন্ত দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের জন্য সাহায্য প্রেবণ করিতেছেন। আমাদের প্রভু সকল

ধর্ম্মেরই ঈশ্বর। এই উদার ভাব কেবল ভারতেই বর্ত্তমান। জগতের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ উদার ভাব দেখাও দেখি।

বিধির বিধানে আমরা হিন্দুগণ বড় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিসকল আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্য আসিতেছে। সমগ্র ভারতসন্তানগণের এক্ষণে কর্ত্তব্য—তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে মানব-জীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম্ম শিখাইতে ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ বাধ্য। একটী বিষয় আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারি। অন্যান্য দেশের ভাল ভাল ও বড় লোকেরা কোন দস্যু ব্যারণ হইতে তাঁহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ বাহির করিতে পারিলে বড়ই প্রীতি অনুভব করেন। এই সকল ব্যারণ পার্ব্বত্য দুর্গে বাস করিত, সময়ে সময়ে বাহির হইয়া পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুটপাট করিত। এইরূপ দস্যু ব্যারণের সন্তান বলিয়া পরিচিত হওয়া পাশ্চাত্য দেশের বড় লোকদিগের বড় গৌরবের বিষয়। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আমাদিগকে পর্ব্বতগুহানিবাসী, ফলমূলাহারী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ঋষিমুনির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি। আমরা এক্ষণে অবনত ও হীন হইয়াছি বটে কিন্তু যদি আমরা আমাদের ধর্ম্মের জন্য আবার প্রাণ পণ করি, তবে আমরা আবার মহৎপদবীতে উন্নীত হইতে পারি।

আপনারা আমাকে যে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। রামনাদের রাজা আমার উপর যে ভালবাসা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি যে কি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। যদি আমার দ্বারা কিছু সৎকার্য্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটীর জন্য ভারত এই মহাপুরুষের নিকট ঋণী, কারণ আমাকে চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হয়, তিনি আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উত্তেজিত করেন। তিনি এক্ষণে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে আরো অধিক কার্য্যের আশা করিতেছেন। যদি ইঁহার ন্যায় আরো কয়েকজন রাজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

স্বামীজির উত্তর শেষ হইলে তিনি একখানি গাড়ীতে চড়িয়া রাজার বাঙ্গালাভিমুখে চলিলেন। রাজার অভিপ্রায়ানুসারে গাড়ীর ঘোঁড়া খুলিয়া লওয়া হইল—সকলে মিলিয়া, এমন কি, রাজা পর্য্যন্ত সেই শকট সেই ক্ষুদ্র সহরের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তিন দিন স্বামীজি এখানে বড়ই আনন্দে কাটাইলেন। পাম্বান ও তন্নিকটবর্ত্তী রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে আসিয়া স্বামীজির দর্শন লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিল। একদিন স্বামীজি রামেশ্বর মন্দির দর্শনার্থে গমন করিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজি এখানে পদব্রজে আসিয়াছিলেন—তখন তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না। যাহা হউক, স্বামীজির গাড়ী যখন মন্দির সন্নিধানে পৌঁছিল তখন এক বৃহৎ জনতা হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা, দেশী সঙ্গীত এবং অন্যান্য সম্মানের চিহ্ন লইয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। স্বামীজি সমস্ত মন্দিরটী বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন—তাঁহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য সকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটীও স্বামীজি দেখিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমবেত লোকগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে বলা হইল। স্বামীজি ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। নাগলিঙ্গম্ মহাশয় তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিলেন।

রামেশ্বর মন্দিরে বক্তৃতা।

ধর্ম্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই ধর্ম্ম। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিব পূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন। আর যাহারা অশুদ্ধস্বভাব হইয়াও অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গ মাত্র—মানস পূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিষ। এইগুলি না থাকিলে বাহ্য পূজায় কোন ফল লাভ হয় না। এই কলিযুগে লোকে এত হীনস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা মনে করে, অতি সহজেই ধর্ম্মলাভ হয়। তাহারা মনে করে, তীর্থস্থানে গমন করিবামাত্র তাহাদের পাপ ক্ষালিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যদি কেহ অপবিত্র ভাবে কোন তীর্থে গমন করে, তবে সেখানে অপরাপর ব্যক্তির যত পাপ সব তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে আরও গুরুতর পাপের বোঝা লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়। তীর্থে সাধুগণ বাস করেন, তথায় অন্যান্য পবিত্র ভাবোদ্দীপক বস্তুসমূহও থাকে। কিন্তু যদি কোন স্থানে কেবল কতকগুলি সাধু ব্যক্তি বাস করেন অথচ সেখানে যদি একটীও মন্দির না থাকে, তাহাকেই তীর্থ বলিতে হইবে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, অথচ যদি তথায় অনেক অসাধু লোক বাস করে, তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না। আবার তীর্থে বাস করাও বড় কঠিন ব্যাপার। কারণ, অন্য স্থানের পাপ তীর্থে খণ্ডে, কিন্তু তীর্থের পাপ কিছুতেই খণ্ডে না। সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্ত্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

কোন ধনী ব্যক্তির এক বাগান ছিল—তাহার দুই মালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কায করিত না; কিন্তু তাহার প্রভু আসিবা মাত্র করযোড়ে 'প্রভুর কিবা রূপ—কিবা গুণ' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিত। অপর মালিটী বেশী কথা জানিত না—সে খুব পরিশ্রম করিয়া প্রভুর বাগানে সকল প্রকার ফল ও শাক্‌সবজি উৎপন্ন করিত ও সেই গুলি মাথায় করিয়া অনেক দূরে তাহার প্রভুর বাটীতে লইয়া যাইত। বল দেখি, এই দুই জন মালীর ভিতরে প্রভু সর্ব্বাপেক্ষা কাহাকে অধিক ভাল বাসিবেন? এইরূপ শিব আমাদের সকলের প্রভু, জগৎ তাঁহার উদ্যান-স্বরূপ আর এখানে দুই প্রকার মালী আছে। এক প্রকার মালীরা অলস, কপট, কিছুই করিবে না, কেবল শিবের রূপ—তাঁহার চোক নাক ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করিবে; আর এক প্রকার লোক আছেন, যাঁহারা শিবের দরিদ্র, দুর্ব্বল সন্তানগণের জন্য তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দ্বিবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের মধ্যে শিবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কে হইবে? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানগণের সেবা করেন।

যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে—অগ্রে জগতের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাস। অতএব এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে, এবং যে কেহ তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম্ম। এই সৎকর্ম্ম বলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয় দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পাপ এই স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে, আমি আগে যাইব, আমি অপরাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইব, আমি সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হইব, যে মনে করে, আমি অপরের অগ্রে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের অগ্রে মুক্তিলাভ করিব, সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর। স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের অগ্রে যাইতে চাই না, সকলের শেষে যাইব—আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি পরোপকারের জন্য নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। কেহ ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক পরখ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্ম্মিক, সেই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিক নিকটবর্ত্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি জগতে যত দেবমন্দির আছে, দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

পাম্বানে স্বামীজির স্মৃতিস্তম্ভ।

পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারের পর স্বামীজি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম পাম্বানে পদার্পণ করেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ রামনাদের রাজা একটী স্মৃতি-

স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। উহার উপর যে কথাগুলি খোদিত আছে, তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে আশ্চর্য্য-রূপে কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার ইংরাজ শিষ্যগণের সহিত ভারতের যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি সেই স্থানে এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন।

রামনাদে অভ্যর্থনা।

পাঠকবর্গের জানা আবশ্যক, পাম্বান ভারতের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। সুতরাং পাম্বান হইতে আবার জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিতে হইল। ভারতে পৌঁছিয়া রামনাদের রাজার ছত্রে স্বামীজি প্রাতর্ভোজন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। তার পর তিরুপিলানি নামক স্থানে পৌঁছিলে তথাকার অধিবাসিগণ স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় রামনাদ দেখা গেল। সমুদ্রতীর হইতে স্বামীজি বরাবর গোশকটে যাইতেছিলেন, কিন্তু রামনাদের নিকট পঁহুছিয়া স্বামীজি একখানি নৌকায় উঠিয়া একটী বৃহৎ হ্রদের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন—দাক্ষিণাত্যে এরূপ অনেক বড় বড় হ্রদ আছে। সুতরাং রামনাদে উক্ত হ্রদের তীরে স্বামীজির অভ্যর্থনা হইল—হ্রদতীরে অভ্যর্থনা হওয়ার দরুণ অভ্যর্থনা সভা বেশ জমিয়াছিল। রামনাদের রাজা অবশ্য অভ্যর্থনাকারীদের অগ্রণী। তিনি স্বয়ং স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া রামনাদের কয়েকটী সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। যখন সকলে রামনাদের নিকট পঁহুছিয়াছিলেন, তখনই স্বামীজির সম্মানার্থ তোপ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল—যখন রামনাদে পহুঁছিলেন, তখন রকেট (Rocket) বাজি ছোঁড়া হইতে লাগিল। স্বামীজি রাজার গাড়ীতে চড়িয়া রাজভ্রাতা পরিচালিত রাজার শরীর-রক্ষকগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া চলিতে লাগিলেন। রাজা পদব্রজে সমবেত জনতার নেতৃস্বরূপ হইয়া স্বামীজির অনুধাবন করিতে লাগিলেন। রাস্তার দুই ধারে মশাল জ্বলিতেছিল। দেশী বিলাতী দুই প্রকার বাদ্য হইতেছিল। স্বামীজি জাহাজ হইতে নামিবার পর হইতে নগর প্রবেশ পর্য্যন্ত বিলাতী বাদ্য চলিতেছিল—তাহারা 'হের এসেছেন বিজয়ী বীর' (See the Conquering hero comes) এই গান গাহিতেছিল। অর্দ্ধেক পথ এইরূপে

আসা হইলে রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজি সুন্দর রাজশিবিকায় আরোহণ করিয়া শঙ্কর ভিলায় আসিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর স্বামীজি উক্ত স্থানের বৃহৎ বক্তৃতা হলে গমন করিলেন। ইতিমধ্যেই তথায় লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজিকে দেখিবামাত্র তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। রাজা প্রথমতঃ স্বামীজিকে বহু প্রশংসাবাদ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রাজা দিনকর সেতুপতিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে বলিলেন। অভিনন্দন পাঠ শেষ হইলে উক্ত অভিনন্দনপত্রটী অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত একটী বড় রূপার গিল্‌টি করা বাক্সে করিয়া তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

রামনাদ অভিনন্দন।

শ্রীপরমহংসযতিরাজদিগ্বিজয়কোলাহলসর্ব্বমতসম্প্রতিপন্নপরমযোগেশ্বরশ্রীমদ্ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকরকমলসঞ্জাত, রাজাধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী পূজ্যপাদেষু,

স্বামিন্,

এই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাথপুরম্ বা রামনাদের অধিবাসী আমরা আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। যে স্থান সেই মহাধর্ম্মবীর আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রভু শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছে, সেই ভারতে প্রথম পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা আপনাদিগকে মহা সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি।

আমাদের সনাতন ও মহান্ ধর্ম্মের প্রকৃত মহত্ত্ব পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ এবং ঐ চেষ্টার যে অভূতপূর্ব্ব সুফল ফলিয়াছে, তাহাতে আমরা অকপট আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছি। আপনি অপূর্ব্ব বাগ্মিতা সহকারে ও স্পষ্ট অভ্রান্ত ভাষায় ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন ও তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মই আদর্শ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম এবং উহা সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীরই প্রকৃতির উপযোগী। আপনি

517

REGISTERED No. C 205.

3 5 42

উদ্বোধন।

Jan 2nd 2nd-1906

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

BENGAL LIB. 23 MAY 1906 WRITERS BUILDING

সূচী।

	বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা	শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্	...	...	১৬১
২।	শঙ্কর প্রসঙ্গ	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	...	১৬৭
৩।	শারীরিক শিক্ষা	শ্রীঅমরবন্ধু গুহ	...	...	১৭৬
৪।	ফুল (কবিতা)	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	...	...	১৮২
৫।	সংবাদ ও মন্তব্য	...	...	...	১৮৩
৬।	ভারতে বিবেকানন্দ	...	...	...	১৮৫

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৮নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

3 5 42

IMPERIAL LIBRARY

৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ১৫ই চৈত্র, ১৩১২ সাল।

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ বাঁধান	১৷৹
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	৷৷০	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৷০
„ ভক্তিযোগ	৷৷০	„ কর্ম্মযোগ	৷৷৵০
„ চিকাগো বক্তৃতা	।০	„ চিকাগো বক্তৃতা	।০
„ বক্তৃতা ও পত্র	।০	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৷০
„ কথোপকথন	।০		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকাট্যক্রম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

182042
23 MAY 1900
WRITERS

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।)

রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরনিবাসী কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্যের নিকট অধ্যাত্ম রামায়ণ শুনিতে যাইতেন। একদিন তিনি শুনিলেন রামায়ণ শুনিলে বা রাম নাম করিলে মানুষ পবিত্র হয় 'কোন ময়লা থাকে না'। ইহার দিন কয়েক পরে তিনি কৃষ্ণকিশোরের বাটী গিয়া শুনিলেন কৃষ্ণকিশোর শৌচে গিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং কৃষ্ণকিশোর আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যাঁ, আমি জান্‌তুম্ তুমি নির্ম্মল হয়েছ, তোমার আর কোন ময়লা নেই, তুমি শৌচে যাও" ?

রামকৃষ্ণদেব সরল বালকের মত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণকিশোর করজোড়ে তাঁহার নিকট কাঁদিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, "এই রকম সরল বিশ্বাস হলে তবে ভগবান্ লাভ হয় কৃষ্ণকিশোর অহর্নিশি ভগবানের নাম করিতেন। কোন কার্য্যবশতঃ দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় গমন করিতে হইলে তিনি 'রাম রাম' করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন এবং আসিবার সময়ও 'রাম রাম' বলিতে বলিতে চলিয়া আসিতেন। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "কৃষ্ণকিশোর রাম নামে সিদ্ধ ছিল"।

মথুরানাথ আর জানবাজারে গমন না করিয়া একাক্রমে দক্ষিণেশ্বরেই ছয় বৎসর অবস্থিতি করেন এবং দিবানিশি রামকৃষ্ণদেবের নিকটে থাকিয়া ঈশ্বরীয় কথা শুনিতেন ও কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোষ্ঠী লিখিত ছিল যে তাঁহার ইষ্টদেবতা তাঁহার সঙ্গেই থাকিবেন। মথুরানাথ এই কথা স্মরণ করিয়া আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে রামকৃষ্ণদেবই তাঁহার ইষ্টদেবতা এবং সেই ধারণা দৃঢ়ীভূত করিয়া রামকৃষ্ণসেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

একদিন তাঁহার পরম আরাধ্য ইষ্টদেব রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নানা প্রকার ঈশ্বর প্রসঙ্গ হইতেছে, মথুরানাথ তাঁহার মনের সন্দেহ মিটাইয়া নানা প্রশ্ন করিতেছেন এবং রামকৃষ্ণদেব তাহার উত্তর দিতেছেন। মথুরানাথ কহিলেন, "মশাই, ভগবান্ যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হন, তবুও ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত

নিয়ম ভাঙ্গতে পারেন না? এই দেখুন সাদা জবাফুলের গাছে সাদা জবাই ইষ লাল জবা ত হয় না"?

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ভগবান্ কোন নিয়মে বদ্ধ নন। তাঁর ইচ্ছা হয় ত এই সাদা জবার গাছেই লাল জবা হতে পারে"।

পর দিন মথুরানাথ পূর্ব্ববৎ রামকৃষ্ণদেবের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় রামকৃষ্ণদেব মথুরকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইলেন যে সেই শ্বেত জবার গাছে একটী বৃন্তে দুইটী জবা একটী শ্বেত আর একটী লাল। মথুরানাথ পরীক্ষা করিবার জন্য পুষ্পদ্বয়কে তুলিয়া দেখিলেন যে সত্য সত্যই একটী বৃন্তে দুইটী দুই রকমের ফুল। মথুর ইহা দেখিয়া অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তিনি এইরূপে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে থাকিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, এক দিবস রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মথুর তুমি যত দিন এখানে থাকবে আমিও তত দিন থাকব"।

মথুর যেন শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "সেকি বাবা! দোষারিও যে তোমাকে ভক্তি করে"?

রামকৃষ্ণদেব কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "আচ্ছা তবে দোয়াবি যত দিন এখানে থাকবে, আমিও তত দিন থাকব"। প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়া ছিল। মথুরানাথের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার উল্লিখিত পুত্রের জীবদ্দশা পর্য্যন্তই রামকৃষ্ণদেব সেই দেবালয়ে ছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের ভাবোন্মত্ততা যথার্থ পক্ষে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী। তিনি নিজ বক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন, "বার বৎসর ধ'রে ভেতরে একটা সাধনার ঝড় বয়েছিল। দিন রাত যে কোথা দিয়ে যেত তার কিছুই ঠিক্ ছিল না। এই বার বৎসর ঘুম হয় নি"। এই দ্বাদশ বর্ষ তাঁহার চক্ষের পাতা পড়িত না, এবং তিনি চেষ্টা করিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলিতেন, "লোকের একটা ভাব সাধন কত্তে জীবন কেটে যায়, আর এই শরীরে আঠারটা ভাব সাধন হয়েছে"।

তন্ত্র সাধনার সময়ে দিন কয়েক তিনি রজনী প্রভাতের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাইখানার ময়লা পরিষ্কার করিয়া সেই স্থানটী আপন মস্তকের দীর্ঘ কেশ দ্বারা মুছিয়া দিতেন, আর মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মা তুই আমায় দীনের দীন করে দে মা, আমার অভিমান নাশ করে দে মা"।

রামকৃষ্ণদেবের জননী আপনার পুত্রের এরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে করিতেন, "বুঝি বা পরীতে পেয়েছে" এবং সেই জন্য নানা দেবতার নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতেন। রামকৃষ্ণদেবেরও এই সময়ে আপনার দেহের প্রতি এতই অল্প দৃষ্টি ছিল যে মধ্যে মধ্যে আত্ম পূজার সময় আপন মস্তকে যে সমস্ত অর্ঘ্য ও শস্যাদি দিতেন তাহার কতকগুলি কেশের মধ্যে থাকিয়া যাইত। যখনই মনে হইত আপনি যাইয়া গঙ্গাস্নান করিতেন, কেশ মুছিতেন না। কেশমধ্যস্থ সেই সমস্ত শস্যাদির উপর পলি পড়িয়া শস্যগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত। সময়ে সময়ে আপনার মনে ভাগীরথী তীরে বসিয়া "মা আমার দীনের দীন কবে দে মা,' বলিয়া রোদন করিতেন এবং সেই সময় তাঁহার এতই অশ্রুপাত হইত যে যেস্থানে বসিয়া থাকিতেন সেই স্থানটীর মাটী ভিজিয়া কাদা হইত :

কিছু দিন গঙ্গার তীরে যাইয়া এক হস্তে মৃত্তিকা ও অপর হস্তে একটা টাকা লইয়া আপনার মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেন, "এর নাম টাকা, এতে ধান চাল কাপড় হয়, সকল জিনিষ হয়। এর নাম মাটী, এতে ধান চাল কাপড় চোপড় সব হয়। এতেও যা হয় ওতেও তাই হয়। এও মা, ওও তাই"। তৎপরে 'টাকা মাটী, মাটী টাকা" বার কয়েক বলিয়া দুইটীই জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি এইরূপে কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া অবধি কোন ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এমন কি নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার অঙ্গে ধাতু স্পর্শ করাইলে সমস্ত দেহের মাংসপেশী সমূহ কুঞ্চিত ও সর্ব্বাঙ্গ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার শরীরে ভীষণ কষ্ট উৎপাদন করিত।

এক দিবস কালী মন্দিরের সম্মুখে রামকৃষ্ণদেব, হৃদয় ও মথুরানাথ বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে রামা-কণ্ঠের গান শ্রবণ গোচর হইল। ক্রমে সেই স্বর যেন নিকটে আসিতে লাগিল। মন্দির প্রাঙ্গনে সেই গান স্পষ্ট শুনা গেলেই রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হইলেন। একজন স্ত্রীলোক একখানি বারাণসী সাটী ও নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, মাখন প্রভৃতি ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন পূর্ণ একখানি থালি হস্তে লইয়া, এবং কতকগুলি রমণী পরিবেষ্টিতা হইয়া উচ্চৈস্বরে গান গাহিতে গাহিতে ধীর পাদবিক্ষেপে আগমন করিতেছেন। রমণী যশোদার ভাবে বিভোরা লোচনদ্বয় আরক্তিম, প্রাণের গোপালের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রাণ করিতেছেন, একটি মাত্র পাদবিক্ষেপ করিতেছেন আবার স্থির হইয়া মধুর উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছেন,

—"দ্বারে দাঁড়ায়ে আছে তোর মা নন্দরাণী। (গোপাল আয়রে তোরে নিতে আসিনে বাপ্) কেবল দেখে যাব চাঁদ বদনখানি," আর তাঁহার নয়নজলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। একপদ অগ্রসর হইতেছেন আবার স্থির হইয়া গাহিতেছেন। এইরূপে ক্রমে তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র একেবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। হৃদয় ক্ষিপ্রহস্তে মিষ্টান্নের থালাখানি ধরিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পরে রমণী উঠিয়া বসিলে রামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে শিশুর ন্যায় 'মা মা' বলিতে বলিতে রমণীর ক্রোড়ে উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। তখন সকলে বুঝিলেন রমণী আর কেহ নহেন সেই পার্ব্বতীসম যোগেশ্বরী নারী ব্রাহ্মণী। হৃদয় সেই থালা হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া প্রথমে রামকৃষ্ণদেবের মুখে দিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা শিশুর মত চুষিয়া চুক্-চুক্ শব্দে খাইতে লাগিলেন। তৎপরে হৃদয় সেই প্রসাদ উপস্থিত সকলকে বিতরণ করিলেন। মথুরানাথ এই সমস্ত অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্য হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী যশোদার ভাব, এবং রামকৃষ্ণদেব তাঁহার গোপাল-ভাব সম্বরণ করিলেন। ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত অলঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিধবার বেশ ধারণ করিলেন।

তন্ত্র সাধনার শেষ হইলে রামকৃষ্ণদেব স্ত্রী ভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। বাল্যকালে যখন স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন তখন তাঁহার হাব ভাব পাদক্ষেপ অঙ্গ পরিচালনা ইত্যাদি সকল কার্য্যেই স্ত্রীভাব জাজ্জ্বল্যমান থাকিত। এখনও নানা প্রকার অলঙ্কারাদি পরিয়া স্ত্রীবেশে মা কালীর বা রাধাকান্তর সখী-ভাবে যখন অবস্থিতি করিতেন তখনও তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সকলের ভ্রম জন্মিত। মথুরানাথ বহু সহকারে নানাবিধ স্বর্ণ অলঙ্কার পরাইয়া এবং বহুবিধ উত্তম উত্তম বস্ত্র ও কাঁচুলি ক্রয় করিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিতেন। এইরূপ সুসজ্জিত স্ত্রীবেশে কখন মাকালীর পার্শ্বে কখন বা রাধাকৃষ্ণের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চামর ব্যজন এবং সখীর মত নৃত্য গীত করিতেন।

মথুরানাথ প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় রামকৃষ্ণদেবকে জানবাজারে লইয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইলে তবে প্রতিমার চক্ষুদান করা হইত। মথুরানাথ প্রতি বৎসরই এই নিয়মে পূজা করাইতেন। স্ত্রীভাবে সাধনার সময় সপ্তমী পূজার দিবস রামকৃষ্ণদেব জানবাজারে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর দালানে যাইবা মাত্র তাঁহার ভাবাবস্থা আসিল এবং সেই ভাবাবেশে

তিনি দুর্গার নৈবেদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। পুরোহিতগণ এবং অন্যান্য সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া চীৎকার করিয়া "উঠিলেন, ভট্‌চায্যি মশাই সব নষ্ট কল্লে, পূজার নৈবিদ্যি সব নষ্ট কল্লে"। একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। মথুরানাথের নিকটে সংবাদ গেল। তিনি এই কথা শুনিবামাত্র মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন এবং পুরোহিতগণকে বলিলেন, "আজ ঠিক মার পূজা হল, মা নৈবিদ্যি গ্রহণ কল্লেন, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা ঐ সব নৈবিদ্যিই মা দুর্গাকে নিবেদন করে দেও"। তাহার পর রামকৃষ্ণদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "মা সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছেন"। মথুরানাথের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না অবশেষে তাঁহারই কথা মত সেই সমস্ত নৈবেদ্যই মা দুর্গাকে নিবেদিত হইল।

সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণদেব মথুরকে কহিলেন, 'মথুর, আমায় সখি সাজিয়ে দেও"। অমনি মথুরানাথের স্ত্রী পাঁচ ছয় জন পরিচারিণীর সাহায্যে তাঁহাকে বারানসী সাটী সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার ও উত্তম ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। তৎপরে রামকৃষ্ণদেব যে স্থানহইতে স্ত্রীলোকেরা প্রতিমা দর্শন করেন সেই স্থানে যাইয়া চামর হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিমাকে চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার চামর করিবার অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সকলেই অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যে সকল স্ত্রীলোক তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারাও তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ইনি কাদের বাড়ীর মেয়ে? এরূপ ভাব ত কখন দেখিনি! যেন সাক্ষাৎ যাত্‌র্গার সখী"। হৃদয়ানন্দ এই সময়ে পূজা দেখিবার জন্য জানবাজারে উপস্থিত হইলে মথুরানাথ তাঁহাকে গোপনে লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে উপস্থিত স্ত্রীলোকগণকে দেখাইয়া কহিলেন, "হৃদয় এঁদের মধ্যে থেকে তোমার মামাকে খুঁজে নেও দেখি"? হৃদয় অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এই সময়ে রামকৃষ্ণদেব যত দিন জানবাজারে ছিলেন প্রত্যহই বৈকালে চারিটার সময় মথুরানাথের জায়া তাঁহাকে স্বহস্তে এইরূপে সাজাইতেন এবং মথুর নিকটে থাকিয়া বলিতেন, "দেখ, ইনি জগৎ পালন, প্রাণ ভরে সেবা করে নেও," আর আপনিও আনন্দ সাগরে মগ্ন হইতেন।

মথুরানাথ মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণদেবকে জানবাজারে লইয়া গিয়া রাখিতেন

তখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গ করিতেন। উত্তম গোলাপজল উত্তম উত্তম নানাবিধ সুগন্ধি তৈল, অত্যুৎকৃষ্ট আতর, নানাবিধ ফুলের মালা দিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। সাধারণতঃ লোকে নিত্য দেব-সেবা বা ইষ্ট পূজার জন্য সাধারণ দ্রব্যাদিরই বন্দোবস্ত করিতে দেখা যায়। কিন্তু মথুরানাথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দিয়া আপন ইষ্টদেবতার সেবা করিতেন, আর অন্তরালে হৃদয়কে সজল নয়নে বলিতেন, "প্রভু আমার স্ত্রী, পুত্র, বিষয় আশয়, সবই মিথ্যে; কেবল রামকৃষ্ণই সত্যি"। তাঁহার যথার্থই এই ধারণা ছিল এবং এইজন্য মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্যাগী রামকৃষ্ণদেবকে জানবাজারে আনিয়া প্রাণের সম্পূর্ণ আশ মিটাইয়া সেবা করিতেন।

রামকৃষ্ণদেব এক বৎসর কাল স্ত্রীভাবে সাধন করিবার পরে কিছুকাল বলরামের ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেন; আবার কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বলরামকে ডাকিতেন। এই সমস্ত বিভিন্নভাবে যখন ভগবানকে ডাকিতেন তখন অবিরল নয়নধারায় মাটী ভিজিয়া কর্দ্দম হইত এবং সমাধি অবস্থায় তাঁহার দেহে অত্যন্ত পুলক হইত। একদিন এমন পুলক হইয়াছিল যে আপাদ মস্তক লোমকূপগুলি কাঁটালের কাঁটার ন্যায় ফুলিয়া প্রতি লোমকূপ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অভিমান ত্যাগ করিবার জন্য পাইখানা পরি-ষ্কার করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া রামকৃষ্ণদেব কাঙ্গালিদের উচ্ছিষ্ট শালপাতা মাথায় করিয়া নৃত্য করিতেন ও প্রার্থনা করিতেন, "মা আমার অভিমান ঘুচিয়ে দে"। এইরূপ করিয়া তৎপরে অভিমান গিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আপনাআপনি কলহ করিয়া মনে কোধের উদয় হয় কি না দেখিতেন।

মথুরানাথ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিয়া রামকৃষ্ণদেবের সেবা করিতেন। তাঁহার মনে বড়ই প্রবল বাসনা ছিল যে তিনি মহামূল্য রত্নাদি দ্বারা তাঁহার পরমারাধ্য ইষ্ট দেবতাকে সর্ব্বদা সুসজ্জিত রাখেন। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু কোন বিষয় ভ্রূক্ষেপ করেন না। মথুর একখানি উত্তম কাপড় তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন কিছুক্ষণ পরেই তিনি উলঙ্গ হইয়া সেই কাপড়খানি হয়ত কাহা-কেও দান করিলেন। একদিন মথুরানাথ একখানি বহুমূল্য শাল ক্রয় করিয়া স্বহস্তে রামকৃষ্ণদেবকে পরাইয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা পরিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এর নাম শাল, শাল গায় দিলে লোকে

বড় মানুষ মনে করে, আর মনে অভিমান হয় 'আমি এমন শাল পরেছি'; শাল গায় দিলে ত ভগবান্ লাভ হয় না, উল্‌টে অহঙ্কার বাড়ে. তবে এমন শালে আমার কাজ কি"? এই বলিয়া শালখানি খুলিয়া মাটিতে পাতিয়া তাহার উপর পাদচারণ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে উত্তেজিত হইয়া সেই শালকে মহা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই প্রকার করিয়া পরে তাহার উপর থুৎকার দিয়া পলায়ন করিলেন।

শঙ্কর প্রসঙ্গ।

(ত্রিচুর)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

পূর্ব্বোক্ত মঠ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা সংক্ষেপতঃ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমাদের তথায় আগমনের কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি ছাত্র বাহিরে আসিল, ও আলোকের অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমাদের সম্মুখের উত্তর তীর দিয়া মঠের উত্তর দ্বারে আসিতে বলিল। উত্তর দ্বারে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মঠের অনেকটা বাহিরের অংশ দেখিতে পাইলাম। অট্টালিকাটী সুবৃহৎ এবং খুব ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন। ৫।৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই সমস্ত নম্বুরী ব্রাহ্মণকুমার এই মঠে প্রেরিত হয় তথায় তাহারা ১০।১২ বা কিঞ্চিদধিক বয়স পর্য্যন্ত বাস করে ও বেদ অভ্যস্থ হইলে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং বিবাহাদি হয়। বালকগণের পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ যথাসাধ্য মঠের উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে দান করিয়া থাকেন। পাঠান্তে প্রায় সকলেই কিছু কিছু গুরুদক্ষিণা না দিয়া বালকগণকে গৃহে লইয়া যান না। মঠ অবশ্য এই দানের উপর নির্ভর করে না ইহার যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে, যথেষ্ট আয়ও আছে। এই মঠ দেখিয়া পুরাণাদি বর্ণিত মুনিবালকগণের আশ্রমবাসের কথা অনেকবার আমার মনে উদয় হইল। মনে হইল বুঝি একালে ইহাপেক্ষা হৃদয়ুরূপ আশ্রমাদি আর দেখিতে পাইব না।

ইতিপূর্ব্বে নম্বুরী ব্রাহ্মণ অল্পই আমার নয়নগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্তু বিস্তর একত্রে দেখিতে পাইয়া তাহাদের রীতি নীতি লক্ষ্য করিবার

সুবিধা হইল। এখন বুঝিলাম পূর্ব্বোক্ত পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে যে একটী যুবক জাপক দেখিয়াছিলাম তিনি নম্বুরী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সাধুজীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহাঁদের আশ্রম-ভেদে ইঁহাদের বেশভূষার পার্থক্য থাকে। এখানে ব্রহ্মচারী দেখিলাম, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত অবিবাহিত যুবক দেখিলাম এবং গৃহস্থও দেখিলাম। মঠে বালকগণ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালন পূর্ব্বক বেদাভ্যাস করিতে থাকে। পরিধানে কৌপীন, গলায় যজ্ঞসূত্রের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, হস্তে তৃণ। মস্তকের ঠিক উপরে চুলগুলি ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। নিয়ত বেদাভ্যাস গুরুসেবা ও মঠের কার্য্যই ইহাদের কর্ত্তব্য। পালা করিয়া ইহারা নিজেদের জন্য রন্ধন করিয়া থাকে। শীতল জল ইহারা প্রায় পান করে না এ জন্য সর্ব্বদাই জল গরম হইতেছে। ইহার ভারও বালকগণের উপর। যে গরম জল ইহারা পান করে তাহা আবার দুই প্রকার। এক প্রকার মরিচ মৌরী প্রভৃতি কতিপয় মসলা সিদ্ধ জল আর একপ্রকার আদা ও লঙ্কা প্রভৃতি মসলা সিদ্ধ জল। ঘটনাচক্রে আমার ইহা আস্বাদ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল, দেখিলাম ইহা মন্দ লাগে না। যে পুষ্করিণীর তীরে ইহাদের মঠ অবস্থিত তাহার জল স্নান ব্যতীত আর কোন কর্ম্মে ব্যবহৃত হয় না। পানীয় জলের শুদ্ধির জন্য মঠস্থ সকলেরই খুব নজর। এখানে ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণই অধিক সুতরাং মঠস্থ ছাত্রগণকে ঋগ্বেদ খানি একেবারে কণ্ঠস্থ করিতে হয়। মুখস্থের রীতি যাহা শুনিলাম তাহা খুবই কঠিন বোধ হইল। সকল বালকের প্রায় ৭।৮ বৎসর কাল মঠে থাকিতে হয়। বেদগানে পারগ হইলেই ইহাদের বেদ পড়া হইল। অর্থাবগতিতে ইহাদের লক্ষ্য নাই। কদাচিৎ কোন কোন বালক বেদার্থ জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়। বেদ পাঠকালে ইহারা সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান লাভার্থ লঘু কৌমুদী ব্যাকরণ ও রঘুবংশ প্রভৃতি পুস্তক পড়িয়া থাকে, বেদখানি যথারীতি কণ্ঠস্থ হইলে ইহাদের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা ইহাদের খুবই কঠিন। ত্রিচুরের কিছুদূরে কুডালোর নামক স্থানই পরীক্ষার্থ নির্ব্বাচিত হয়। প্রতিযোগী মঠের শিক্ষকদ্বারা ছাত্রগণকে নানারূপে ভুলাইবার চেষ্টা করা হয়। শুনিলাম ইহাদের পরীক্ষা দেখিবার বিষয়। স্মৃতিশক্তি যে মনুষ্যের কতদূর বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা ইহাদের পরীক্ষা দেখিলে বোধগম্য হইবে। প্রতিযোগী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করা হয় ইঁহারা পরীক্ষাফল রাজার নিকট প্রেরণ করেন।

রাজা ইহা প্রচার করেন। এজন্য কোচিনের রাজাই সর্ব্বপ্রধান, ট্রাভাংকোর ও কালিকটের রাজগণ ইঁহার পরবর্ত্তী। পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণ অতঃপর গৃহে যাইয়া যথারীতি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করে। যাহাদের জ্ঞান লিপ্সা প্রবলা তাহারাই অতঃপর দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। মধ্যে মধ্যে কোনও ছাত্র পরীক্ষান্তে গৃহে না ফিরিয়া একেবারে সন্ন্যাসও গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা একটু পাণ্ডিত্য লাভ করেন তাঁহারা প্রায়ই পূর্ব্ব মীমাংসা, স্মৃতিশাস্ত্র, কাব্য ও ইতিহাস পুরাণাদিতেই জ্ঞান লাভ করেন। ন্যায় বেদান্ত বা সাংখ্য শাস্ত্রের প্রকৃত পণ্ডিত সমগ্র নম্বুরী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে আরও অল্প। বেদান্তের শাংকর ভাষ্যই ইহাঁদের নিকট আদৃত, অন্য ভাষ্য ইঁহারা পড়েন না। ইঁহাদের একখানি স্মৃতি গ্রন্থ আছে তাহার নাম শংকর স্মৃতি। ইহা শংকরাচার্য্য রচিত বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত। নম্বুরীদিগের আচার ব্যবহারের ইহাই প্রমাণ। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় মূল পুস্তক পড়েন না তাঁহারা প্রায় সকলেই মালয়ালম ভাষায় রচিত বেদান্ত, মীমাংসা, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শিক্ষার ফল ইঁহাদিগের মধ্যে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। ইঁহাদের মধ্যে অনেক অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন তাঁহাদের রচিত বিস্তর সংস্কৃত ও মালয়ালম ভাষায় শাস্ত্রীয় পুস্তক আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সাধারণের জানিবার উপায় নাই। শুনিলাম কোচিন রাজার পুস্তকাগারে ইহাঁদের বিরচিত বিস্তর পুস্তক আছে কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার আদেশ নাই। ইহা প্রচার হইলে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে ৩টী মঠের কথা উক্ত হইয়াছে এক্ষণে ইহাদের পরিচয় একটু প্রয়োজন। ইহাদের নাম যথাক্রমে দক্ষিণ পাকশ মঠ, মধ্য পাকশ মঠ, এবং উত্তর পাকশ মঠ। শুনিতে পাওয়া যায় উত্তর মঠে একজন সন্ন্যাসী আচার্য্য থাকিতেন। ইঁহার নিকট হইতে লোকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিত পরন্তু ইনি উত্তর বা ব্রিটীশ মালাবার দেশীয় টুলু ব্রাহ্মণ বলিয়া নম্বুরীগণ এ মঠের তত অনুরাগী ছিলেন না। একদিন ইনি ভিক্ষার্থ বহির্গত হন, এবং কোনও অপরাধে এক গৃহস্থ ইঁহাকে শাপ দেন যে, ইনি শিষ্য শূন্য হইবেন। এতদ্ব্যতীত ইনি যখন সন্ন্যাস লয়েন তখন মাতার অনুমতি লাভের নিমিত্ত ইনি আর কাহাকেও সন্ন্যাস দিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা

পাশে আবদ্ধ হন। তাহার পরে ইনিই এই মঠের মঠাধিপতি হইলেন। তদবধি ইঁহার কোন শিষ্য না থাকায় এই মঠটী শূন্য থাকে। অতঃপর ব্রাহ্মণগণ ইহাকে বেদ পাঠশালায় পরিণত করেন।

কতকগুলি নম্বুরী কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কালিকটের জামোরিণকে (অর্থাৎ রাজাকে) একটী পৃথক মঠ স্থাপনে অনুরোধ করেন। রাজা তাঁহাদের অনুরোধে তিরুনাড্য নামক স্থানে একটী মঠ স্থাপন করেন। এইরূপে এই ৩টী মঠ ব্যতীত আরও একটী মঠের উৎপত্তি হইল। এখানেও বেদ বিদ্যা প্রদান করা হয়।

সাম ও যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। শুনিলাম অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ এ দেশে আদৌ নাই। মধ্য ও দক্ষিণ মঠ দুইটী সন্ন্যাসীদিগের জন্য। তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষা তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি যত কিছু করিবার ও শিখিবার আছে তাহার ব্যবস্থা এই দুইটী মঠ হইতেই হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র প্রধানতঃ বেদান্ত এই মঠদ্বয়ে শিক্ষাদান হইয়া থাকে। অনেক সন্ন্যাসী আজীবন এইখানেই বাস করেন। এতদ্ব্যতীত ইটানির নামক স্থানেও একটী ক্ষুদ্র মঠ আছে। শংকর এই সমস্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এইরূপ ইঁহাদের বিশ্বাস। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ইহা স্থাপন করেন নাই, তাঁহারও মতে এ রীতি পূর্ব্বেও ছিল।

ত্রিচুরের মঠ ৩টীর নামের মধ্যে একটী পাকশ শব্দ শুনিলাম। ইহাতে বোধ হয়, পরশুরামের সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধ আছে। মঠগুলি শংকর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যেরূপ প্রবাদ আছে পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত বলিয়াও আবার অন্য প্রবাদ আছে, এ স্থলে শংকর ইহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা না হইয়া ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বা সংস্কার কর্ত্তা বলিলে অন্যায় হয় না। বস্তুতঃ ইঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল যে ইঁহাদের দেশে শংকর ব্যতীত আরও অনেক বড় বড় লোক জন্মিয়াছিলেন।

বেদান্ত মত প্রচারে যেমন শংকরের কীর্ত্তি পূর্ব্বমীমাংসায় তদ্রূপ মেঝাতুর অগ্নিহোত্র নামক একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি শংকরের পূর্ব্ববর্ত্তী। কলিকালে সন্ন্যাস যজ্ঞ প্রভৃতি নাই ইত্যাকার শাসনবাক্যবলে এ দেশে সন্ন্যাস ও যজ্ঞ প্রভৃতি লোপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু শংকরের পূর্ব্বে ইনিই যজ্ঞের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন, ইনিই কর্ম্মমীমাংসার বহুল প্রচার করেন। নম্বুরীগণ এই মতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে

শংকরকে স্বীয় মত প্রচারকালে নিতান্ত বিপজ্জালে পতিত হইতে হইয়াছিল।

ত্রিচুরের প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিকে চোরানুর নামক একটী স্থান আছে। মীমাংসকগণ প্রবল হইলে এই স্থানে তাঁহারা একটী মঠ স্থাপন করেন। ইহা এক্ষণে শোভামঠম্ নামে খ্যাত। শংকর মতের প্রাদুর্ভাব কালে ইহাতে বেদান্তেরও স্থান হইয়াছে। শুনা যায় এখানে ব্যাকরণ বেদান্ত মীমাংসা প্রভৃতি যথারীতি এখনও পড়ান হয়। এতদ্ব্যতীত ক্র্যাঙ্গানোর নামক সহরটীও বহুদিন হইতে এই মালাবার দেশে বিদ্যার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহাতে পাঠকগণ সহজেই মনে ভাবিতে পারেন যে এ দেশে এখনও বিদ্যার চর্চ্চা আছে, পণ্ডিত সংখ্যা কম হইলেও অস্তিত্ব হারায় নাই। বৈদিক আচার ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখনও এখানে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, কিন্তু শুনিলে দুঃখিত হইতে হয় যে, ইঁহাদের যাহা কিছু তাহা ইঁহাদের জন্যই অপর কাহারো জন্য নহে। যথার্থ সদাচারী ব্রাহ্মণ হইলেও অপর দেশ হইতে এখানে আসিয়া ইঁহাদের সহিত মিশিতে পান না, ইঁহারা নম্বুরী ব্যতীত আর কাহাকেও শিক্ষা দেন না। অধিক কি, নম্বুরী সন্ন্যাসীগণের নিকট হইতে নম্বুরী ব্যতীত অপর কাহারো বিশেষ উপকার লাভের আশা নাই। ইহাঁদের পবিত্রতার প্রতি এতই লক্ষ্য, নিয়ত অনুষ্ঠানের প্রতি এতই কর্ত্তব্য বোধ যে ইঁহারা সাধারণের সমক্ষে প্রায়ই বহির্গত হন না। যে শংকর এই দেশে সন্ন্যাসের পথপ্রদর্শক যিনি পরহিতের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া বিপদসংকুল মহারণ্য প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া দেশে দেশে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন ও কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারই পথ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই নম্বুরী সন্ন্যাসীগণ পরহিত সাধনে উদাসীন।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা ও মঠ পরিদর্শন করিতে করিতে এ দিকে সন্ধ্যা হইল। অতঃপর আমরা কুঞ্জনমেননের সঙ্গে তাঁহার বাটী ফিরিলাম। পরদিন কালাডি যাইবার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল সুতরাং হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর আহারাদি সমাপন করিলাম এবং পরদিন কালাডি যাইবার জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি যথাসম্ভব গুছাইয়া রাখিয়া শয়ন করিলাম।

এই সময়ে ত্রিচুরের আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হইল। ইতিপূর্ব্বে এদেশের খাদ্যের পরিচয় কতক দিয়াছি সুতরাং তাহা আর উল্লেখ করিলাম

না তবে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। সকালে বিকালে এদেশে কফি পান করার প্রচলন আছে সুতরাং এ কয়দিন বন্ধুবরের বাটীতে থাকিয়া আমিও কফি সেবনের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে আবার বন্ধুবরের বাটীতে যাইলাম এবং তথায় তাঁহার পণ্ডিতগণের নিকট হইতে সন্ন্যাসীগণের আচার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সন্ন্যাসীগণের আচার ব্যবহার বর্ণনার প্রথমেই ইঁহারা বলিলেন যে তাঁহাদের সাধন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ইহারা অনভিজ্ঞ। সম্প্রদায়গত বিশেষনিয়ম সমূহও সাধারণের জানিবার উপায় নাই যেহেতু ইহাঁরা লোকের সহিত বড় মিশেন না। ইহাঁরা নিজেদের সাধন ভজন লইয়া নির্জ্জন বাস করেন; তবে বাহিরের আচার ব্যবহার যতটা জানিতে পারা যায় তাহা আমায় বলিতে পারেন। আমি তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম ও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু লিখিয়া লইতে লাগিলাম। পণ্ডিতগণ প্রথমে মালয়ালম ভাষায় বলিতেছিলেন সুতরাং বন্ধুবরকে ইংরাজীতে আমায় অনুবাদ করিয়া বলিতে হইতেছিল। কিছু পরে বন্ধুবরের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য একজন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় বলিতে লাগিলেন। যাহা হউক পাঠকগণের গোচরার্থ আমি সংক্ষেপে তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ইহাঁদের মস্তকাদি মুণ্ডিত। কটীদেশে কৌপিন এবং তদুপরি একখণ্ড কষায় বস্ত্র বেষ্টিত, অপর একখণ্ড বস্ত্র মস্তকের উপরিভাগ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত অর্দ্ধাবৃত অবস্থায় রক্ষিত হয়। হস্তে একটী দণ্ড। ইহাঁদের গমন কালে একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্য অগ্রে অগ্রে এবং তাহার অগ্রে একজন শূদ্র ভৃত্য "হা—হায়" এইরূপ শব্দ করিতে করিতে লোক সরাইয়া দিতে থাকে। ইঁহারা কেবল প্রদেশ কখনও পরিত্যাগ করেন না। কপালে শৈব সন্ন্যাসীর মত ভস্ম লেপন করেন।

রাত্রি ৩টার সময় ইঁহারা শয্যা ত্যাগ করেন। ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে ইহারা স্নান করেন। স্নানান্তে ভস্ম লেপন ও তৎপরে স্বীয় অভীষ্ট বিগ্রহের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পূজার আর কোন বিশেষ নিয়ম নাই, এ সময়ে ইঁহারা সম্ভবতঃ প্রণবই উচ্চারণ করেন ও প্রায় সকলেরই এক একটী অভীষ্ট দেবতা আছে। শুনিলাম উক্ত সন্ন্যাসিগণের মঠে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূজান্তে ইঁহারা শিবুরের প্রধান মন্দিরে আসেন এবং উক্ত প্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পুনরায় মঠে ফিরিয়া যান।

অতি প্রত্যূষ কালেই তাঁহারা মন্দির দর্শনে আসেন, সুতরাং সাধারণের চক্ষে প্রায়ই তাঁহারা পড়েন না। দিনান্তে কোন শ্রেষ্ঠ নম্বুরী ব্রাহ্মণের গৃহে একবার মাত্র যান, কেহ কেহ তাহাও করেন না, মঠেই পরদেশী ব্রাহ্মণগণ প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের নিকট ইঁহারা ভিক্ষা করেন না। পরন্তু অপর বর্ণ উপবাচক হইয়া সিধা দিলে মঠেই পাক করাইয়া ভোজন করেন। সাধারণতঃ ইহাঁরা একাহারী। অসমর্থ বা অসুস্থ হইলে রাত্রে ফলা ও দুগ্ধ সেবন করেন। ইহাঁরা কোন প্রকার অশৌচ পালন করেন না, কিন্তু মাতার মৃত্যু হইলে ইঁহারা অশৌচ কালটী একপ্রকারে পালন করেন। ইহাঁরা কখন দেশে দেশে ভ্রমণ করেন না, যদি নিতান্ত তীর্থ দর্শনে আগ্রহ জন্মে তাহা হইলে কেরল প্রদেশের তীর্থ সমূহই দর্শন করেন, কদাচিৎ কেহ কেহ কাশীধামেও আসেন।

ভিক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে ইহাঁরা নম্বুরী ব্রাহ্মণের গৃহে আসিলে হরিতকী, কাষ্ঠ, গোপীচন্দন, ভস্ম, রুদ্রাক্ষ বা তুলসীমালা দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েন। অসমর্থ হইলেও প্রথম ৩টী প্রয়োজন। ব্রতের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত। যিনি যত বার চাতুর্ম্মাস্য করিতে পারেন তিনি স্বসম্প্রদায় মধ্যে তত সম্মানার্হ হইয়া থাকেন। বেদান্ত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ইহাঁদের সাধনা। নিজের সন্ন্যাসী শিষ্য ব্যতীত বড় আর কাহাকেও শিক্ষা দেন না। বৈদিক নম্বুরী কুলোদ্ভব না হইলে সন্ন্যাস দেওয়া হয় না। সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থকে বড় মন্ত্র দেন না বা গৃহস্থশিষ্য করেন না, ইহা খুব অল্প স্থলেই ঘটিয়া থাকে। ইঁহারা অর্থ স্পর্শ করেন না, বৈরাগ্য ইঁহাদের প্রধান লক্ষণ। অর্থের প্রতি আসক্তি লক্ষিত হইলে ইঁহারা পতিত হয়েন। শুনিলাম এরূপ পতিতের সংখ্যা ইঁহাদের মধ্যে অতি অল্প। যেহেতু সন্ন্যাস দিবার কালে শিষ্যের প্রবৃত্তি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়াই দেওয়া হয় কাজেই বিপরীত ফল খুব অল্প স্থলেই ফলিতে দেখা যায়। তাহার পর মঠে বাস করিতে হয় বলিয়া ইঁহাদের পতনের সুযোগ বড়ই অল্প। ইঁহাদের কোন অপরাধ হইলে রাজদ্বারে বিচারিত হইতে হয় না সম্প্রদায় শাসনের কাঠিন্যেই অস্থির হইতে হয়। প্রতি অমাবস্যাতে ইহাঁরা মুণ্ডিত হয়েন। শৈব বৈষ্ণবের বিবাদ যেরূপ অন্যত্র দৃষ্ট হয় মালাবার দেশে সেরূপ নহে। ইহাঁরা কোন দেবতাকে উচ্চাসন বা কাহাকে নীচাসন প্রদান করেন না। সন্ন্যাসীগণের মধ্যে এ ভাবটী আরও পরিস্ফুট। অভীষ্ট দেবতারূপে কোন দেবতাকে

বিশেষ ভাবে পূজা করিলেও তাঁহারা যে সেই একেরই প্রকাশ, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চনীচ ভাব নাই, তাহা সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। এদেশে সন্ন্যাসীগণের চারিটী শ্রেণী স্বীকার করা হয়। যথা হংস, পরমহংস, কুটীচক ও বহুদক। সাধারণতঃ সকলেই হংস শ্রেণীভুক্ত, শুনিলাম অন্য শ্রেণীভুক্ত কোন সন্ন্যাসীই আজকাল এদেশে নাই।

দেহান্ত হইলে সন্ন্যাসিগণের ক্রিয়াদি জানিবার বিষয়। সন্ন্যাসীর শেষ ক্রিয়ার নাম নারায়ণ বলি। ইহাতে একমাত্র প্রধান শিষ্যেরই অধিকার অপর কাহারও অধিকার নাই। মৃত্যুর একাদশ দিবসে আত্মার সহিত নারায়ণের একত্ব কামনায় নারায়ণের পূজা করিয়া উহা সমাপ্ত করা হয়। শুনিলাম মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সন্ন্যাসীর মস্তকের ঊর্দ্ধে একটী নারিকেল ভাঙ্গা হয়, যতদূর বুঝিলাম বোধ হয় নারিকেল জলে স্নান করানই ইহার উদ্দেশ্য। অতঃপর কোন দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী গর্ত্ত খনন করা হয়, সেই গর্ত্তে মৃত দেহটীকে উপবিষ্ট অবস্থায় চতুর্দ্দিকে লবণের মধ্যে রাখিয়া গর্ত্তটীকে বুজাইয়া দেওয়া হয়। গর্ত্তটী বন্ধ করিবার পূর্ব্বে পায়স প্রভৃতি নৈবিদ্যাদি দ্বারা দেবতা প্রতিষ্ঠা কালে যেরূপ পূজা পাঠ করিতে হয় তদ্রূপ পূজা করা হয়। এই সময়ে কুশনির্ম্মিত একটী রজ্জু মন্দিরস্থ দেবতার সহিত ও মৃত দেহে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। নম্বুরী ব্রাহ্মণগণ অতঃপর গর্ত্তটী বন্ধ করিয়া দর্ভ রজ্জুটীকে ছেদন করিয়া দেন। তাহার পর গর্ত্তের উপরে একটী সমাধি মন্দির করিয়া দেওয়া হয় এবং তথায় প্রত্যহ পূজা করা হইয়া থাকে। পূজাবশিষ্ট পায়সান্ন নায়ারগণ অথবা নম্বুরী রমণীগণ পুত্রকামনায় ভোজন করিয়া থাকে।

সন্ন্যাসীগণের আচার ব্যবহার কথা শুনিতে শুনিতে বেলা হইতে লাগিল, আমি অদ্য বন্ধুবরের বাটীতেই কূপজলে স্নান করিয়া ভোজনার্থ হোটেলে আসিলাম। আহারান্তে হোটেল স্বামীর সমস্ত পাওনা চুকাইয়া দিলাম এবং হোটেল স্বামীকে কুঞ্জনমেননের বাসায় জিনিষ পত্রগুলি লইয়া যাইবার জন্য একটী লোক দেখিতে বলিলাম। তখন দ্বিপ্রহর কাল, অন্য কোন লোক না পাওয়ায় হোটেল স্বামী নিজেই আমার জিনিষ পত্রগুলি লইয়া যাইতে সম্মত হইল। আমিও তাহাকে সঙ্গে করিয়া কুঞ্জনমেননের বাটীতে আসিলাম। কুঞ্জনমেনন ও কালাডি যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে

লাগিলেন। কালাডি যাইবার গাড়ী বৈকালে সুতরাং তখনও যথেষ্ট সময় ছিল, কাজেই নানা কথায় আমাদের সময় কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে তাঁহার একটী বালিকা ভগ্নী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকাটী আসিবামাত্র বন্ধুবর তাঁহাদের দেশের সংগীত শ্রবণ করিবার অভিপ্রায় আছে কি না আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার ইচ্ছা আছে দেখিয়া বালিকাটীকে বসিতে বলিলেন। বালিকাটী তখনই বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছিল বলিয়া একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এবং তাহার পর আমার সমক্ষে তাহাকে একটী গান করিতে বলা হইলে বড়ই লজ্জা অনুভব করিল। এমন সময়ে একটী নম্বুরী যুবক তথায় আসিলেন, তিনিও নাকি সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী। সুতরাং বন্ধুবরের আনন্দ একটু বৃদ্ধি হইল, এবং তাঁহাকে একটী তানপুরা আনিতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও কোন আপত্তি না করিয়া নিকটস্থ একটী বাটী হইতে একটী তানপুরা আনিলেন। অনেক বুঝাইয়া বালিকাটীকে বন্ধুবর রাজী করিলেন। যাহা হউক যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে হইল এদেশে সংগীত চর্চ্চা খুব প্রবল। বালিকাটী যে কয়টী গান করিল তাহা সমস্তই সংস্কৃত ও ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের গান এবং তাল মান ঠিক রাখিবার জন্য যৎপরোনাস্তি সতর্কতা। ক্রমে আমাদের গাড়ীর সময় নিকট হইল সুতরাং বন্ধুবর তাঁহার গাড়ীটী আনিতে বলিলেন।

যথা সময়ে আমরা তিনজনে ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ীতে চড়িলাম এবং ৫।৬টী ষ্টেসন ও ২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হইয়া অঙ্গমালী ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম। ত্রিচুরে দূরবর্ত্তী পাহাড়ের দৃশ্য নাই কিন্তু অঙ্গমালীতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং সহরের ভাবের পরিবর্ত্তে বন্য ও গ্রাম্য ভাবের স্মৃতি জাগরুক করিয়া দিতে লাগিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখি ৩।৪ জন শুভ্রবস্ত্রধারী পাদরীও গাড়ী হইতে নামিয়াছেন। অন্য যাত্রী আর বড় দৃষ্টিগোচর হইল না। এই ষ্টেসনটী নিতান্তই ক্ষুদ্র, একটী যাত্রীদিগের স্নান ও একটী টিকিট ঘর আছে মাত্র। কুঞ্জনমেননের মামাত ভাইটী একজন ফরেষ্ট অফিসার, তাঁহার এ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তিনি একটী লোকের জন্য ব্যস্ততা সহকারে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছিলেন। আমরা প্রথমে তাঁহার এরূপ চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিতে পারি নাই, পরে যখন দেখিলাম যে একটী লোক তাঁহার ইঙ্গিতে আমাদের নিকট আসিতেছে তখন তাঁহার চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিলাম।

আমার সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র ব্যাগ ছিল, কিন্তু তাঁহারা একরাত্রের জন্য ত্রিচুর হইতে কালাডি আসিতেছেন তথাপি তাঁহাদের একটী মোট আসিয়াছে, কাজেই তাঁহাদের লোকের দরকার। যাহা হউক লোকটী পাওয়ায় আমারও সুবিধা হইল, ব্যাগটী আর আমায় বহন করিতে হইল না। যে পথে কালাডি যাইতে হয় পাঠক ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন সুতরাং পথের বর্ণনা না করিয়া একেবারে কালাডির কথা বলিলে ক্ষতি নাই। প্রায় সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা কালাডির সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। ফরেষ্ট অফিসারটী আমাদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন কালাডি যাইবার পূর্ব্বে সম্মুখস্থ মাণিক্যমঙ্গলম্ নামক গ্রামে যাওয়া কর্ত্তব্য। তথায় তাঁহার পরিচিত এক ঘর জমিদার বাস করেন, যদি জমিদার বাটী থাকেন তাহা হইলে আমাদের সকল রকমে সুবিধা হইবে। আমরা ইহাতে সম্মত হইয়া ট্রিভ্যাণ্ড্রামের রাজ পথ ছাড়িয়া ধানক্ষেত ও মাঠের মধ্য দিয়া উক্ত গ্রামাভিমুখে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া আবার আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হইল। ফরেষ্ট অফিসারটী কুলিটীকে লইয়া মাণিক্যমঙ্গল গ্রামে গেলেন, আমি ও কুঞ্জনমেনন কালাডির অভিমুখে চলিলাম। আমাদের শীঘ্র যাইবার উদ্দেশ্য যদি কালাডির কোন ফটো তুলিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় চাকরটীর নিকটে ব্যাগ থাকায় সে উদ্দেশ্য সে দিন সিদ্ধ হইল না। যাহা হউক আমরা দুই জনে ঠিক সন্ধ্যার সময় কালাডি আসিলাম। অদ্য ইংরাজী ১৯০৫ সালের মার্চ্চ মাসের ১২ তারিখ।

শারীরিক শিক্ষা।

(শ্রীঅমরবন্ধু গুহ।)

অধুনা বঙ্গদেশে জাতীয় জীবনোন্মেষের যে অভূতপূর্ব্ব সূচনা দেখা যাইতেছে স্বদেশী আন্দোলনের তুমুল তরঙ্গ তাহারই একটী নিদর্শন। এক্ষণে আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি যে আমাদের ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় জীবনের উন্নতি এবং বিকাশ সম্পূর্ণরূপে আমাদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। এই আত্মশক্তি, দেখিতে গেলে, তিন প্রকার দৈহিক, মানসিক

ও আধ্যাত্মিক। এই তিন প্রকার শক্তির উন্নতি এবং যথার্থ সামঞ্জস্যতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে। এতদিন আমরা জাতীয় জীবনের যে নিদ্রাময় অবস্থা অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের প্রতি যতদূর পরিমাণে অমনোযোগী ছিলাম, বোধ হয়, দৈহিক শক্তির প্রতি যে তদপেক্ষা অধিক উদাসীন ছিলাম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বোধ হয় একটী কথা বলা আবশ্যক। আজকালের দিনে সভ্যসমাজে লালিত পালিত বালকগণ পূর্ণ বয়স্ক হইলে অনেক স্থলে মানসিক বিকাশের এরূপ দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া থাকে যে, গুরু মহাশয়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস না করিলে সম্যক্ বিদ্যাভ্যাস হয় না বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা এরূপ স্থলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। এই সমস্ত বালকেরা নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া, ও বহুলোকের কার্য্য অনুসরণ প্রভৃতি উপায় দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ অভিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মানসিক ক্ষমতা, যাহারা রীতিমত শৃঙ্খলাবদ্ধ উপায়ে জ্ঞানলাভ করে তাহাদের সমতুল্য হয়, এ কথা সত্য নহে। কারণ, এই শেষোক্ত শ্রেণী, তাহাদের নিজের মানসিক ক্ষমতার উপর যে প্রকার আধিপত্য লাভ করে এবং তাহারা আপনাপন মনোবৃত্তি গুলিকে যেরূপ সুচারু ও সুশৃঙ্খলরূপে বিবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করিতে সক্ষম, যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারা কখনই সেরূপ ক্ষমতাবান্ হয় না। মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য।

শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথা উঠিতে পারে যে একটী বালক তাহার পাঠের অবসর কালে যখন যথেচ্ছ ভাবে তাহার শরীর পরিচালনা করিয়া বেড়াইতেছে তখনই কি তাহার শারীরিক শিক্ষা হইতেছে না? বালকটী নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মে কার্য্য করিতেছে। কোনও আদিম বর্ব্বর জাতির জনগণ যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ বিষয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন ও আধুনিক সভ্যসমাজের রীতিনীতি দ্বারা যৎসামান্যও বিচলিত হয় নাই, তাহারা বোধ হয়, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে উপরোক্ত বালকগণ অপেক্ষা কিছু-মাত্র অধিক অনুষ্ঠান করিত না। কিন্তু সামান্য ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা একটী ভ্রম সংস্কার মাত্র,—কারণ, আধুনিক সভ্য সমাজে লালিত পালিত

কোনও ব্যক্তি—যুবা বৃদ্ধ বা শিশু হউক না কেন, সভ্য সমাজের অবশ্যম্ভাবী চিন্তা, আলস্য ও বিলাসীতা প্রভৃতির গণ্ডী হইতে কখনই বাহিরে যাইতে পারে না। আবার, আদিম অসভ্য জাতির ব্যক্তিগণ যাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের উপর শারীরিক শিক্ষা নির্ভর করিত, তাহাদের দৈহিক বিকাশ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়বদ্ধ দৈহিক বিকাশ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ইহা বলা যায় না। অতএব শারীরিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ফলদায়ক হইতে হইলে ইহাকে সুচারুরূপে প্রণালীবদ্ধ, ক্রমোন্নত ও ব্যক্তিগত শরীরের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে এবং ইহার পরিচালনা সম্বন্ধেও মানসিক বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে।

ব্যায়াম ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্যক্ পরিচালন শিক্ষার নামই শারীরিক শিক্ষা। ব্যায়াম ব্যতীত এমন কোনও উপায় নাই যাহা দ্বারা শারীরিক উন্নতি হইতে পারে। ব্যায়াম শারীরিক যন্ত্রের স্ফূরণ হয় এবং জীবন জড়তা-শূন্য ও স্ফূর্ত্তিময় হয়। আবার যথোপযুক্ত বিশ্রামাভাবেও যে শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং অবনতি আনয়ন করে তাহাও বলা আবশ্যক।

ব্যায়ামের উপযোগীতা এবং শরীর ও মনের উপর আধিপত্য সম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হইল।

শরীরের উপর ব্যায়মের ফল—

ব্যায়াম দ্বারা মাংসপেশীগুলি পরিপুষ্ট বলশালী ও দৃঢ়তর হইয়া থাকে, সহজে স্থানচ্যুতি কিম্বা অতিক্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা কমিয়া হইয়া যায়। মাংস-পেশীর সঙ্গে সঙ্গে অস্থি গুলিও বলশালী হয়। ব্যায়ামকালে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হওয়ায় ফুস্‌ফুস্ এবং বক্ষ-গহ্বরের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং দেহের সর্ব্বত্রই রক্ত সঞ্চালনের বেগ ও পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য দেহের সকল অংশই সুস্থ এবং সবল হইয়া উঠে।

পরিমিত ব্যায়ামে দেহের আয়তন এবং সৌষ্ঠব কিরূপভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এ বিষয়ে ম্যাক্‌লারেন্ (Maclaren) ও সারফ্রেড্রিক ট্রেভিস (Sir Fredric Treves) প্রভৃতি উচ্চতম বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকগণ বহুল গবেষণা করিয়াছেন। ইহা লইয়া বিজ্ঞান সমাজে একটী কমিটী (Anthropometric committee) হইয়াছিল এবং তাঁহারা এই গবেষণার ভার লইয়াছিলেন। কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ যে তাঁহারা ৯০ জন ব্যবসায়ী ও সৌখীন মল্লের মাপ লইয়া ছিলেন। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে

যে, মল্লদেহের প্রতি ইঞ্চের ওজনের সহিত উচ্চতার হার ২·১০০ পাউণ্ড, কিন্তু সাধারণ লোকের হার ২·৩৩২ পাউণ্ড। ব্যায়ামের অভাবে শরীর কিরূপ মেদময় হয় এবিষয়ে বোধ হয় সকলেরই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের দেশের লোকেরা উদরের মেদ (অর্থাৎ ভুঁড়ি) দ্বারা লোকের আর্থিক অবস্থা কিরূপভাবে অনুমান করিয়া থাকেন এ বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ দেশের লোকে একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্তই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের যৎকথঞ্চিৎ স্বচ্ছলভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় এরূপ অর্থ আছে, তাঁহাদের অধিকাংশই আলস্য, দিবানিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা শরীরকে মেদাক্রান্ত করিয়া দুর্ব্বহ করিয়া তুলেন এবং তৎসহ জীবনের অধিকাংশ সুখ, সচ্ছন্দতাও বিসর্জ্জন দেন। তাঁহাদের অনেকেই শারীরিক হীনাবস্থার যথার্থ কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। এই দেহের দুর্ব্বহ ভার অদৃষ্ট কিম্বা ভগবানে আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি শারীরিক শিক্ষা প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া ব্যায়াম দ্বারা শরীর পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের যে কেবলমাত্র শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, জীবনের দীর্ঘতাও অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক উচ্চতাও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিত-বর্গের মতভেদ আছে। ইহার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন। কারণ শরীর বৃদ্ধি কালে যাঁহারা ব্যায়াম অভ্যাস করেন তাঁহাদের শরীরের বৃদ্ধি ব্যায়ামের দ্বারা হইতেছে কিম্বা স্বাভাবিক উপায়ে হইতেছে এ বিষয়ে সঠিক নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। শারীরিক বৃদ্ধির বয়স পার হওয়ার পর ব্যায়াম অভ্যাস করিলে উচ্চতার কিছু বৃদ্ধি অনুভূত হয়, কিন্তু এই উচ্চতার বৃদ্ধি দেহের বৃদ্ধির জন্য হয় না, পরন্তু ব্যায়াম অভ্যাসের পূর্ব্বে মেরুদণ্ড কিছু পরিমাণে বক্রভাব থাকে এবং ব্যায়াম দ্বারা মেরুদণ্ড অনেক পরিমাণে সরলভাব লাভ করে, সেই জন্য উচ্চতার বৃদ্ধি প্রতীয়মান হয়।

আরও বুঝিতে হইবে যে, ব্যায়াম দ্বারা মাংসপেশী প্রভৃতির বৃদ্ধির একটি সীমা আছে। এই সীমা লঙ্ঘন করিলে মাংসপেশী গুলি বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয় হইতে পারে। ব্যায়াম দ্বারা মাংসপেশীর সংকোচক শক্তির বৃদ্ধি হয়, শরীরের গতিবিধি অতি সহজ ও সুন্দর হয়। প্রণালীবদ্ধ ব্যায়ামে যে কেবল শরীর সম্পূর্ণ বিকশিত ও সুগঠিত হয় তাহা নহে, উহার চালচলন ও হাবভাব

তেজস্বীও কর্ম্মঠ হইয়া থাকে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে বিকশিত কঙ্কাল ও মাংসপেশীর উপরই নির্ভর করে, কতকগুলি মেদপিণ্ডের উপর নির্ভর করে না। যাঁহারা মুক্তবায়ুতে ও রৌদ্রে গেলে শরীরের রং মলীন হইবে বলিয়া ভীত হন এবং বাহিরের খেলাধূলাতে যোগ দেন না, তাঁহারা জীবনের অর্দ্ধেক আমোদই উপভোগ করিতে সমর্থ হন না—প্রভাত কিরণ তাঁহাদের জন্য বিমল আনন্দ আনয়ন করে না।

মনের উপর ব্যায়ামের ফল—

ব্যায়াম দ্বারা মাংসপেশী গুলি ইচ্ছা শক্তির অধিকতর বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, কাজে কাজেই দেহের উপর মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অধুনাতন বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের চিন্তাশক্তির ক্ষমতা সর্ব্বতোভাবে মস্তিষ্কের অবস্থার উপর নির্ভর করে। মস্তিষ্কের বিকৃতির সহিত চিন্তাশক্তিরও বিকৃতি হয়—মস্তিষ্কের জড়তার সহিত চিন্তাশক্তির জড়তা আসে—এবং মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তির সহিত চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কমধ্যে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও তজ্জন্য মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিরূপ ক্ষমতার স্ফূর্ত্তি হয়। ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক সুস্থতার সহিত মস্তিষ্ক স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। সেজন্য যাঁহারা অত্যধিক মানসিক চিন্তা করেন তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম অতি আবশ্যকীয়। কারণ—ব্যায়াম ব্যতীত তাঁহাদের কর্ম্মক্লান্ত মস্তিষ্ক বিশ্রাম করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। পরীক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে নিয়মিত ভ্রমণ অতীব বিধেয়।

কিন্তু যাঁহারা শরীরের বিকাশই ইহ জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করেন তাঁহাদের মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক বিকাশ লাভের অবসর কম হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের মধ্যে পশুর গুণ সকলও সংক্রামিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা ফুটবল, ক্রিকেট হাডুডুডু প্রভৃতি দলবদ্ধ খেলায় যোগদান করেন তাঁহাদের যে কেবল মাংসপেশী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের উপকার হয় তাহা নহে—তাঁহারা স্বভাবতঃ কার্য্যে উদ্যোগীতা ও তৎপরতা, আত্ম নির্ভরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রভৃতি গুণ লাভ করেন। তাঁহারা বিপদে স্থির থাকিতে পারেন এবং ইহ জীবনে উদারতা বীরত্ব ও প্রকৃত বন্ধুত্ব উপভোগেরও সুযোগ পান।

শারীরিক শিক্ষার উপযোগীতা—

ব্যায়াম এমন প্রণালীবদ্ধ করা অসম্ভব যাহা দেশকালপাত্র ভেদে, ও সকলের পক্ষে, উপযুক্ত ও প্রকৃষ্ট এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। বয়স, উচ্চতা, স্ত্রীপুরুষ ভেদে ব্যায়ামের স্বরূপ এবং প্রকার অবশ্যই বিভিন্ন করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যায়াম স্থির করিতে হইবে। জীবন বীমা করিবার সময় যেমন শারীরিক সমস্ত যন্ত্র গুলির পরীক্ষা করা যায়, সেরূপ পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। এবং সেই অনুসারে ব্যায়ামের প্রণালী নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য।

দেশীয় ব্যায়াম—

আমাদের বালকদিগের মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি পাশ্চাত্য ব্যায়াম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের দেশীয় হাডুডুডু, লাঠীখেলা, ও কুস্তি প্রভৃতি যে সকল ব্যায়াম প্রচলিত আছে তাহা যে বিদেশীয় ব্যায়াম হইতে কোনও অংশে নিকৃষ্ট তাহা বলা যাইতে পারে না। আমাদের স্কুলগুলিতে Drill এবং Dumbell শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহাতে বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেকস্থলে উপযুক্ত স্থানাভাব বশতঃ দিবা দুই প্রহরের নিদাঘতাপে অল্প এবং সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যেই এই সকল ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা কোনও প্রকারে বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যজনক নহে। মুক্তবায়ুতে এবং অবসর কালে ব্যায়াম করাই বিধেয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণই আমাদের দৈহিক অধঃপতনের প্রধান কারণ। এই অনুকরণের বিষময় প্রভাব কেবলমাত্র পুরুষদিগের উপর নহে স্ত্রীলোকদিগের উপরও সমভাবে বিস্তার করিয়াছে। মহিলাগণের মধ্যে পাশ্চাত্য বিলাসীতা বিস্তারের জন্য পুরুষেরাই প্রধানতঃ দায়ী এবং তাহাদিগকেই ইহার অধিকতর ফল ভোগ করিতে হয়। সংসার কার্য্যে অভিজ্ঞা, কর্ম্মঠা ও সুস্থা মাতা আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে যত আবশ্যক, বাদ্য যন্ত্রে সুনিপুণা, রমনকুশলা রুগ্না ললনাগণ কখনই সেরূপ নহেন অধিকন্তু উন্নতি পথের কণ্টক স্বরূপ।

রুষ জাপান যুদ্ধের অত্যাশ্চার্য্য ফল সমস্ত সভ্য জগতের দৃষ্টিকেই জাপানের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই জাতির এরূপ উন্নতির কারণ বিষয়ে অনেকেই গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, জাপানীদের দৈহিক শিক্ষাই এই উন্নতির প্রকৃষ্ট উপাদান। বালক বালিকা

দিগের দৈহিক শিক্ষার বিষয়ে জাপানীরা সবিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করেন। অতি অল্প বয়স হইতে জাপানী বালক বালিকাদিগকে জিজুৎসু নামক তাহাদের দেশীয় মল্লক্রীড়া অভ্যাস করান হয়। অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে এই ব্যায়ামবলেই খর্ব্বাকার জাপানী সৈন্যগণ দুর্দ্ধর্ষ কশাক সৈন্যদিগকে এত সহজে পরাভূত করিতে পারিয়াছিল। এই জিজুৎসু মল্ল-ক্রীড়ার বিবরণ অনেক স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং অতীব সুখের বিষয় যে ক্রমশঃ তাহার অনুশীলন ও ছাত্রগণের মধ্যে আরম্ভ হইয়'ছে।

ফুল।

কেন ওরে ভ্রান্ত মন,
হয়ে এত উচাটন,
বাছিয়ে বাছিয়ে লও প্রফুল্ল নলিনী ?
পূজিবে কি এই ফুলে,
বসি আশা-তরু মূলে,
কবি-কুল-হৃদি-কুঞ্জবন-বিহারিণী ?
এ কুসুম চির নয়,
একদিনে বাসি হয়,
শুকায় পলক মাঝে কিবণ প্রখর।
দেওনা এমন ফুল,
চিরদিন সম তুল,
এর চেয়ে মধুময় সুবাস সুন্দর,
মুগ্ধ যার পরিমলে বিশ্ব চরাচর।
শুকায় না রবি করে,
নিরন্তর সুধা ক্ষরে,
ঝরে না পড়ে না যাহা নহে বিনশ্বর!
হৃদয় সরসী মাঝে
যে ফুল রতন রাজে,
কর না অর্পণ তাহা কুসুম অতুল।

প্রেম ভক্তি মধুমার,
স্বরগীয় সুধা সার,
তুচ্ছ যত তার কাছে নব জাত ফুল।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৩ই ফাল্গুন রবিবার কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজা উপলক্ষে পূজা ৺ চণ্ডীপাঠ হোম ও ভোগাদি হয় এবং সমাগত ভক্তবর্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী ২০শে ফাল্গুন রবিবারে উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালি এবং এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র এবং শিক্ষাপ্রদ জীবনের আলোচনা প্রথমে বঙ্গভাষায় এবং পরে হিন্দিতে হয় এবং সমাগত সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন। পরে বাঙ্গালি টোলস্থ দুই দল ভদ্র লোকের সম্প্রদায় মধুর হরিনাম গান করিয়া সকলের চিত্ত দ্রব করিয়া দেন। শেষে কিছু কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ সকলকেই বিতরণ করা হয়। অনেকগুলি দরিদ্রও উপস্থিত হইয়াছিল তারাও তৃপ্তিপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়াছিল। আশ্রমস্থ অবৈতনিক বালবোধক পাঠশালার ছাত্রগণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। স্থানীয় সাধু পাঠশালার কতকগুলি আগত সাধুদিগকে ঠাকুরের হিন্দি ভাষায় মুদ্রিত জীবনী ও উপদেশ বিতরণ করা হয়।

গত ২০শে ফাল্গুন রবিবার দিবস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণ ৺ মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে পরমহংস দেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি হইতে স্তোত্র ও জন্মকথা পাঠ করেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দদেব আমেরিকায় প্রদত্ত 'My Master' নামক বক্তৃতার কতক অংশ পাঠ করা হইলে, অযোধ্যা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শত্রুঘ্ন দাসজী একটী বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপর কিছুকাল সংকীর্ত্তন হইলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৭ই ফাল্গুন রবিবার স্বনাম ধন্য স্বর্গীয় বাবু অভয়ানন্দ দাসগুপ্ত মহাশয়ের বরিশালের সন্নিকটস্থ কাশীপুর বাগানে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। একখানি সুন্দর দ্বিতল টিন গৃহের দোতালার উপর পূজার স্থান হইয়াছিল। গৃহের সর্ব্বত্র নানা প্রকার পত্র পুষ্পে সুশোভিত করা হইয়াছিল। একটী সুন্দর বেদীর উপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি প্রতিমূর্ত্তি রাখা হয়। উহার পার্শ্বে স্বামীজির ছবি ও চারি পার্শ্বে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছিল। বেলা ১০ ঘটিকার সময় পূজা আরম্ভ হয়। তদনন্তর ভোগের সময় খুব কীর্ত্তনানন্দ হইয়াছিল। ভোগান্তে উপস্থিত জনমণ্ডলী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। তৎপর সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ, সঙ্গীত ও উপাসনা হয়। রাত্রি ১০টার সময় পুনরায় ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হয়।

পূর্ব্বোক্ত স্থানেই গত ২০শে ফাল্গুন রবিবার পুনরায় মহোৎসব হয়। বেলা ১২টার সময় পূজা আরম্ভ হইল। পূজান্তে ঠাকুরের স্তব পাঠ ও নাম-গান করিয়া অঞ্জলি প্রদান করা হয়। ভোগের সময় কীর্ত্তন ও তৎপরে সমবেত জনমণ্ডলী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রত্যাগমন করেন।

বাঙ্গালোরে সমারোহে মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে কয়েক দল সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় একটী সুবৃহৎ ছত্রের নিম্নে পত্র পুষ্পে সুশোভিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজির প্রতিমূর্ত্তি লইয়া নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হন এবং ১১টার সময় ফিরিয়া আসিলে পূজা আরাত্রিকের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বাঙ্গালোরের জনৈক ধনী বণিকের স্কুল গৃহে মধ্যাহ্ন কাল হইতে প্রায় ২৫০০ হাজার দরিদ্রগণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হয়। বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্যামরাজেন্দ্র সংস্কৃত কালেজের সুবৃহৎ হলে নানাবিধ সঙ্গীত হয়। হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজির চারিখানি বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইয়াছিল এবং অতি সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছিল। ট্রান্সলেটর মিঃ এস, জি, নরসিমাচার ১ ঘণ্টাকাল কানাড়ি ভাষায় অতি সুন্দর উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন। তৎপরে আরও দুইজন কিছু বলিলে, জনৈক বন্ধু স্বামীজির স্মৃতি-বিষয়ক স্বরচিত একটী ইংরাজী কবিতা পাঠ করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ের তেজঃপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ও সাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সমাগত জনগণকে প্রসাদ ও পান সুপারি বিতরণ করা হয়। হলটী স্থানীয় ভদ্রলোকে একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রায় ৮ শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কার্য্য শেষ হয়।

মহানিঃস্বার্থ ভাবের প্রেরণায়, মহোচ্চ উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া ও মহা স্বার্থত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকায় সত্য ও শান্তির সংবাদ বহন করিয়াছেন এবং ভারতের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। আপনি উপদেশ ও জীবন—উভয়তঃ সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যে পরিণতির সম্ভাবনীয়তা দেখাইয়াছেন। সর্ব্বোপরি, আপনার পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্রকন্যাগণের প্রাণে অনেক পরিমাণে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মের মহত্ত্বের ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্য ধর্ম্মের চর্চ্চা ও অনুষ্ঠানে একটা আন্তরিক আগ্রহ জন্মিয়াছে।

এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অনুরক্ত শিষ্য আমাদের রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এ কথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দনপত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করার জন্য তিনি আপনাকে যেরূপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ।

উপসংহারে আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আপনি যে কল্যাণকর কার্য্য এত সুন্দররূপে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পরিচালন করিতে আপনাকে দীর্ঘ জীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করেন। আপনার পরম ভক্ত আজ্ঞাবহ শিষ্যগণের শ্রদ্ধা ও প্রেমসংকৃত এই অভিনন্দন।

স্বামীজি এই অভিনন্দনের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহার সমগ্রটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর।

ভারত আবার জাগিতেছে।

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগরিত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জ্ঞান-

ভক্তিকর্ম্মরূপ হিমালয়ের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে। হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থি-মাংসে পর্য্যন্ত যেন প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত-মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি কাহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগরিত হইতেছেন। আর যেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর কিছুতেই ইহাকে নিদ্রিত করিয়া রাখা যাইবে না—কোন বাহ্য শক্তিই এক্ষণে আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে।

হে রাজন্, হে রামনাদবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে দয়া প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের সহিত আমাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা আমার প্রতি যে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি। বন্ধুগণ, মুখের ভাষা অপেক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে ভাববিনিময় অতি অপূর্ব্ব—আত্মা নীরবে অথচ অভ্রান্ত ভাষায় অপর আত্মার সহিত বাক্যালাপ করেন—তাই আমি আপনাদের ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। হে রামনদাধিপ, আমাদের ধর্ম্ম ও মাতৃভূমির জন্য যদি এই দীনজনের দ্বারা পাশ্চাত্য দেশে কোন কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীর চিত্ত তাহাদের গৃহেই অজ্ঞাত ও গুপ্তভাবে রক্ষিত অমূল্য রত্নরাশির প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য কোন কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, যদি তাহারা অজ্ঞানান্ধতা-বশে অপর স্থানের মলিন পয়ঃপ্রণালীর জল পান না করিয়া তাহাদের স্বগৃহ সমীপবর্ত্তী অনন্ত প্রবাহিনী নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জল পান করিতে আহূত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ম্ম পরায়ণ করিবার জন্য, রাজনীতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য্য হইলেও ধর্ম্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম্ম গেলেই যে ভারতের প্রাণও যাইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য যদি কোন কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, হে রামনদাধিপ, ভারত অথবা ভারতেতর প্রদেশে যে কিছু কার্য্য হইয়াছে, তাহার সমুদয় প্রশংসার ভাগী আপনি। আপনি যেন অন্তর্দৃষ্টি বলে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া আমাকে বলবার সাহায্য

করিয়া আসিয়াছেন, কখনই আমাকে উৎসাহ দিতে বিরত হন নাই। অতএব আপনি যে আমার সফলতায় প্রথম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং আমি যে ভারতে আসিয়া প্রথম আপনার রাজ্যে নামিলাম, ইহা ঠিকই হইয়াছে। হে ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের রাজা যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—আমাদিগকে বড় বড় কায করিতে হইবে, অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখাইতে হইবে, অপর জাতিকে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। দর্শন, ধর্ম্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বল, অথবা তিতিক্ষা, কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্‌গুণরাজিই বল, আমাদের এই মাতৃভূমি এই সকলেরই প্রসূতি। এখনও ভারতে এইগুলি বিদ্যমান আর আমি পৃথিবীর সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এখন দৃঢ়ভাবে সাহসের সহিত বলিতে পারি, এখনও ভারত এই সকল বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপারটী লক্ষ্য করিয়া দেখ। গত ৪।৫ বর্ষ ধরিয়া জগতে অনেক গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে বড় বড় রাজনৈতিক সম্প্রদায় উহার বিভিন্ন প্রদেশের সমাজশরীরকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইতেছে। আমাদের দেশের লোককে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা এ সকলের কথা কিছু শুনিয়াছে কি না। তাহারা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু চিকাগোয় ধর্ম্মমহাসভা বসিয়াছিল, ভারত হইতে সেই মহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং সেই অবধি পাশ্চাত্য দেশে কার্য্য করিতেছেন, এখানকার অতি দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত তাহা জানে। লোকে বলিয়া থাকে আমাদের দেশের সাধারণ লোক বড় স্থূলবুদ্ধি, তাহারা দুনিয়ার কোন প্রকার সংবাদ রাখে না, সংবাদ চাহেও না। পূর্ব্বে আমারও ঐ মতের দিকে ঝোঁক ছিল, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, আমি অনভিজ্ঞতা বশতঃ ওরূপ মনে করিতাম। কল্পনাপ্রিয় লেখকগণের অথবা এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণকারী ও ত্বরিতদৃষ্টিতে দেশদর্শকগণের পুস্তক পাঠ অপেক্ষা নিজের চোকে দেখিলে অনেক বেশী জ্ঞানলাভ হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে নির্ব্বোধও নহে অথবা তাহারা যে জগতের সংবাদ লইতে কম ব্যাকুল, তাহাও নহে, জগতের অন্যান্য স্থানের লোক যেমন সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহান্বিত, ইহারাও তদ্রূপ।

ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড রাজনীতি বা অপর কিছু নহে।

তবে প্রত্যেক জাতিরই এক একটী জীবনোদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সকল জাতি মিলিয়া যেন এক মহা ঐক্যতান বাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক একটী পৃথক্ পৃথক্ সুর দিতেছে। উহাই উহার জীবনীশক্তি। উহাই উহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরাশি উপার্জ্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতালাভের অপূর্ব্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এ সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাহাদের নিকট ধর্ম্ম, ঈশ্বর, আত্মা, অনন্ত, মুক্তি—এ সকল সম্বন্ধে কথা কও। আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি, অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক হইতে আমাদের দেশের হীনতম কৃষক পর্য্যন্ত এ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ। ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি এখনও আমাদিগের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই কারণেই শত শত বর্ষ অত্যাচারে ও প্রায় সহস্র বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক শাসন ও পীড়নেও এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত—কারণ, এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্ম্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।

আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও যে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যারূপ নিঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও প্রতিদিন নূতন ভাব সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্দ্ধমৃত হীনদশাপন্ন পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে। নানাবিধ মতমতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য, কোন সুর ঠিক তালেমানে বাজিতেছে, কোনটী বা বেতালা বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটী প্রধান সুর যেন ভৈরব রাগে সপ্তমে উঠিয়া অপর গুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পঁহুছিতে দিতেছে না। ত্যাগের ভৈরব রাগের নিকট অন্যান্য রাগরাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ' ভারতীয় সকল শাস্ত্রেই এই কথা—ইহাই সকল শাস্ত্রের মূলমন্ত্র স্বরূপ। দুনিয়া দুদিনের একটা মায়ামাত্র। জীবন ত ক্ষণিকমাত্র। ইহার পশ্চাতে দূরে অতি দূরে, সেই অনন্ত অপার রাজ্য—যাও, সেখানে চলিয়া যাও। এ রাজ্য মহা বীর, মনীষিগণের হৃদয়-

ত্যাগ।

জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—তাঁহারা এই তথা-কথিত অনন্ত জগৎকেও একটী ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপমাত্র জ্ঞান করেন—তাঁহারা ক্রমশঃ সে রাজ্য ছাড়াইয়া আরও দূরে—দূরতম রাজ্যে চলিয়া যান। কাল, অনন্ত কালেরও তথায় অস্তিত্ব নাই- তাঁহারা কালের সীমা ছাড়াইয়া দূরে, অতি দূরে চলিয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে দেশেরও সত্তা নাই—তাঁহারা তাহারও পারে যাইতে চাহেন। ইহাই ধর্ম্মের গূঢ়তম রহস্য। ভূতপ্রকৃতিকে এইরূপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা, যেরূপেই হউক, যতই ক্ষতিস্বীকার করিতে হউক, কোনরূপে প্রকৃতির মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া অন্ততঃ একবারও চকিতের মত সেই দেশ-কালাতীত সত্তার দর্শনচেষ্টা—ইহাই আমাদের জাতির প্রকৃতি। তোমরা আমাদের জাতিকে উৎসাহ উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও -তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি, সমাজসংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই বল না, তাহারা এক কাণ দিয়া শুনিবে, অপর কাণ দিয়া তাহা বাহির হইয়া যাইবে। অতএব জগৎকে তোমাদিগকে এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই, জগতের নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি না। সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাযে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যদিগের নিকট ঐ সকল বিষয় কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত,—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ভোগ সুখই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়জগৎই ভারতবাসীর ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমে তাহার স্থান নাই—ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ও সব মিথ্যা। ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমাত্র—ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্ম্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।

তথাপি যাহারা উচ্চতম সত্যের এখনও অধিকারী হয় নাই, আমাদের এরূপ ভ্রাতৃবর্গের পক্ষে এক প্রকার জড়বাদ বাস্তবিক কল্যাণের কারণ হইতে পারে—অবশ্য উহা আমাদের কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটী বিষম ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতে পূর্ব্বে এই ভ্রম কখনও হয় নাই—কিন্তু কিছুদিন হইতে এখানেও এই ভ্রান্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেই ভ্রম এই—অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা প্রদান। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সকলের এক পথ নহে। তুমি যে সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমারও সেই প্রণালী হইতে পারে না। তোমরা সকলেই জান, সন্ন্যাসাশ্রমই হিন্দু জীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। যে না করে, সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে *হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই*। *সংসারের সুখ সমুদয় ভোগ* করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষ ভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার, তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে- আমরা জানি ইহাই হিন্দুর আদর্শ। যখন বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিবে, সংসারফলের ভিতরটা ভূষামাত্র—আমড়ার ন্যায় উহার আঁটি ও চামড়াই সংসার, তখন সংসার ত্যাগ করিয়া যেখান হইতে আসিয়াছ, তথায় ফিরিবার চেষ্টা কর। মন যেন চক্রগতিতে সম্মুখে ইন্দ্রিয়ের দিকে ধাবমান হইতেছে—উহাকে আবার চক্রগতিতে ফিরিয়া পশ্চাতে আসিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই আদর্শ। কিন্তু কতকটা ভোগ না করিলে এই আদর্শে উপনীত হওয়া যায় না। শিশুকে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যায় না। সে জন্মিয়া অবধি সোনার স্বপন দেখিতেছে। সে ইন্দ্রিয়গত প্রাণ। তাহার জীবনটা কতকগুলা ইন্দ্রিয় সুখের সমষ্টি মাত্র। সকল সমাজের বালকবৎ অজ্ঞান লোকসকলও এইরূপ। তাহাদিগকে সংসারের অসারতা বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে কিছু ভোগ করিতে হইবে—তবেই তাহারা বৈরাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল সন্ন্যাসীর নিয়ম অনুসারে সমাজের আপামর সাধারণ সকলকে পরিচালিত করিবার একটা বিশেষ চেষ্টা

জড়বাদের প্রয়োজনীয়তা।

দেখা যাইতেছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখদারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে। গরিব লোকের অত শত ধর্ম্মের বাঁধনের কোন আবশ্যক নাই অথচ তাহাকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মে বাঁধিবার চেষ্টা। তাহাকে অত বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া হাত গুটাইয়া লও দেখি। বেচারা একটু সংসারের সুখ ভোগ করিয়া লউক। দেখিবে, সে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে—ক্রমশঃ ত্যাগ তাহার আপনা আপনিই আসিবে। হে ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট ভোগচেষ্টায় কিরূপে সফলতা লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাকে অতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আজকাল আমরা যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাঁহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। আমাদের এখন একদিকে প্রাচীন হিন্দু সমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। যদি আমায় কেহ এই দুইটীর মধ্যে কোন একটীকে পছন্দ করিয়া লইতে বলে, তবে আমি প্রাচীন হিন্দু সমাজকেই পছন্দ করিব। কারণ, সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ড হীন—সে চারিদিক্ হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই—সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই—কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারে না—তাহার মাথা দিন রাত্র বোঁ বোঁ করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছে। সে যে সকল কার্য্য করে, তাহার গূঢ় কারণ কি শুনিবে? আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ইংরাজ লোকে কিসে তাহার পিট চাপ্‌ড়াইয়া দুটা বাহবা দিবে, ইহাই তাহার সর্ব্বকার্য্যের অভিসন্ধির মূল্যে। সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ ঐ সকল আচার সাহেবদের মত বিরুদ্ধ। কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ? কারণ, সাহেবেরা এরূপ বলিয়া থাকে। এরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও।

প্রাচ্য না পাশ্চাত্য?

যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্ব্বলতাই সেই পাপ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—দুর্ব্বলতাই মৃত্যু, দুর্ব্বলতাই পাপ। এই প্রাচীন পথাবলম্বী ব্যক্তিগণ সকলেই মানুষ ছিলেন—তাঁহাদের সকলেরই একটা দৃঢ়তা ছিল—কিন্তু এই পাশ্চাত্য ভাবমোহে বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট জীবপদবী লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে পুরুষ বলিব না স্ত্রী বলিব না পশু বিশেষ বলিব! তবে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতকগুলি আদর্শ পুরুষও আছেন। আপনাদের রাজা একজন এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতে ইহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুও দেখিতে পাইবে না আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল বিষয়েরই সবিশেষ সংবাদ রাখেন, এমন রাজাও এ ভারতে বাহির করিতে পারিবে না। ইনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন—উভয় জাতির যে টুকু ভাল, তাহাই ইনি গ্রহণ করিয়াছেন।

মনু মহারাজ তৎকৃত সংহিতায় বলিয়াছেন,—

শ্রদ্দধানো শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরো ধর্ম্মঃ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অর্থাৎ মুক্তিমার্গের উপদেশ লইবে। নীচকুল হইতেও বিবাহার্থ উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

মনু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন, এ ঠিক কথা। আগে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, তার পর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহা কিছু পার আপনার করিয়া লও, যাহা কিছু তোমার কাযে লাগিবে, তাহা গ্রহণ কর। তবে এইটী মনে রাখিও, তোমরা যখন হিন্দু তখন তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, সকলই যেন তোমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ ধর্ম্মের নিম্নস্থান গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক এক বিশেষ কার্য্যসাধনোদ্দেশ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে। তাহার অনন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে তাহার জীবনের এই নির্দ্দিষ্ট গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। হে রামনাদনিবাসিগণ! তোমরাও প্রত্যেকে এক বিশেষ ব্রতসাধনোদ্দেশ্যে জন্মিয়াছ। মহামহিমময় হিন্দুজাতির অনন্তভূত জীবনের সমুদয় কর্ম্মসমষ্টি তোমাদের এই জীবনব্রতের নির্দ্দেশক।

'বৈটিয়ে আপনা ঠাম'।

PUNJAB 23 MAY 1900 IMPERIAL

REGISTERED No. C 295.

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

সূচী।

	বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	বিরাট্ উপাসনা	স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী	...	...	২০৩
২।	রামানুজ চরিত	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	...	...	২০২
৩।	শঙ্কর প্রসঙ্গ	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	...	২০৯
৪।	সংবাদ ও মন্তব্য	...	...	...	২১৬
৫।	ভারতে বিবেকানন্দ	...	...	...	২১৮

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। ১লা বৈশাখ, ১৩১৩ সাল।

IMPERIAL LIBRARY

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ ১৲, বাঁধান	১৷৹
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	৷৷৹	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৷৹
„ ভক্তিযোগ	৷৷৹	„ কর্ম্মযোগ	৷৷৶৹
„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹	„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹
„ বক্তৃতা ও পত্র	।৹	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৷৹
„ কথোপকথন	।৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

9(2)5243
3

বিরাট্ উপাসনা।

(স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।)

বহু শতাব্দি হইতেই মনুষ্যসমাজে ঈশ্বরস্বরূপ অধিকার করিয়া বিভিন্ন মতসমূহের কোলাহল ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে। যদ্যপি উহাদের অনেকগুলিরই জীবন চিরস্থায়ী হয় নাই তথাপি ঐ সকলের পরস্পর সংঘর্ষ-শূন্য সময়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়া অসম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যগণের আদিম গ্রন্থ বেদ এবং উপনিষদাদিও প্রোক্ত ব্যাপারের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতেও যে ঈদৃশ বিসম্বাদী ধ্বনিতে পৃথিবীর দিক্ সমূহ প্রতিধ্বনিত হইবে না তাহারও কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। তথাপি আশা হয় যুক্তিযুক্ত বিষয় গ্রহণ করিতে যথার্থ পরীক্ষক মাত্রেই সম্মত হইবেন এবং যুগপৎ না হইলেও ক্রমশঃ নরনারী-সমাজে উহার মহিমাসৌরভ অবশ্যই বিস্তীর্ণ ও উপাদেয় বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। আমাদের অভিজ্ঞতা ও বিবেক বিরাট্ উপাসনাকেই অভ্রান্ত সত্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছে, সত্য লুকায়িত রাখা ধীশক্তিসম্পন্নের কার্য্য নহে বরং নিরক্ষরতারই জ্ঞাপক। এজন্যই এ প্রবন্ধে জনসাধারণকে অপৌরুষেয় বাণীর হৃদয়স্থ অলঙ্কারস্বরূপ বিরাট্ পরমেশ্বরের উপাসনা উপহার করা যাইতেছে। অবশ্যই ইহার অনুষ্ঠান সুফলপ্রদ হইবে এবং ইহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহারা মানব জন্ম সফল করিবেন।

বিরাট্ পরমেশ্বর আর্য্যজাতির পক্ষে কোন অভিনব বস্তু নহে; কেন না যে বেদ খ্রীষ্ট আবির্ভাবের ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানব মণ্ডলীতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে উহাই তারস্বরে ইহার মহিমা ঘোষণা করিয়া আস্তিকগণের হৃদয়াসনে বিরাট্ দেবকে উপবেশিত করিতেছে। বেদ যে আর্য্যমাত্রেরই শ্রদ্ধেয় বস্তু, এ বিষয়ে চার্ব্বাকাদি নগণ্য নাস্তিক সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কাহারও মতভেদ নাই। ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সকল দেশের পণ্ডিতগণও নিগম যে যাবতীয় গ্রন্থাপেক্ষা পুরাতন এ বিষয়ে এক মত। আস্তিক হিন্দুসমাজ যে বেদ নিত্য বা ঈশ্বরীয় জ্ঞান মনে করেন ইহাও একবাক্যে উড়াইয়া দিবার কথা নহে। ইহাকে অসম্বদ্ধ প্রলাপও বলা যাইতে পারে

না। কেন না, যুক্তি জ্ঞানকে নিত্যই প্রতিপাদন করে; বিষয় সংস্রবেই আপাততঃ জ্ঞান অনিত্য বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা সনাতন ও শুদ্ধতম। মূলশব্দকে আবার জ্ঞান হইতে বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না; এ জন্য শব্দ সমষ্টই বেদ এই পক্ষেও কোন বিপ্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্দেহ হইতেছে, যে নব শিক্ষিত দলের পক্ষে উক্ত সমাধান হৃদয়গ্রাহী হইবে কি না। না হইলেও তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার নাই। কেন না, তাঁহাদিগকেও শ্রুতি যে সম্মান ও আদরের যোগ্য এই বিষয়ে আপত্তি করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর্য্যগণের পূজনীয় বেদ আজ তন্ত্র ও পুরাণ দ্বারা পরাজিত প্রায় হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে গৃহে গৃহে পুরাণাদির প্রভুত্ব জমিয়া বসিয়াছে। সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং যজ্ঞাদিতেও উহাদের অধিকার বাড়িতেছে। বৈদিক ক্রিয়া কেবল নামমাত্রই রহিয়া গিয়াছে। এমন কি বেদ মন্ত্রের উচ্চারণও আজ আর্য্য জাতির পক্ষে কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। ঐশীবাণীর প্রচার-সত্ত্বেও সমস্ত জগতে বিশেষ ভারতবর্ষে যে মহান্ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা চিন্তাশীল মাত্রেই বিদিত আছেন। কহিতে শোক স্ফীত হইয়া উঠে যে বেদের ঈশ্বর আজ আর্য্যজাতির হৃদয়সিংহাসনে স্থান পাইতেছেন না। আজ উহাঁর পরিবর্ত্তে জলদমালাস্তরস্থ ব্যক্তিবিশেষই ঈশ্বররূপে ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ইহার পরিণাম- ভেদবুদ্ধির তিমিরময় আবরণ-প্রসার ও সাম্প্রদায়িক ভাবের তুমুল গণ্ডগোল! অনেকেই ইহাতে আত্মনিবেদন করিয়া কূপমণ্ডূকের আচরণ অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাঁরা আসল ভ্রমে নকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। হৃদয়স্থ চন্দ্রহারকে দিগ্‌দিগন্তে অন্বেষণ করিতে যাইয়া কতই কষ্ট পাইতেছেন! আহা! কি অবিমৃষ্যকারিতাই বর্ত্তমান মানব সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে! নতুবা বিরাট্ পরমেশ্বরকে অকাতরে উপেক্ষা করিয়া কল্পনা মরীচিকাসম্ভূত এক কিম্ভূতকিমাকার পৃথগীশ্বরে মুগ্ধ হইয়া কেমনে রহিয়াছে। এই অজ্ঞানময়ী দশার কি পরিহার হইবে না! ইহা কি চিরদিনই নরনারীদিগকে আত্মসুধাপানে বঞ্চিত রাখিবে? না—বেদাদি শাস্ত্র যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন আত্মজ্যোতির সমুদ্রে বিনাশ কখনই বিলুপ্ত হইবে না। ঐশীবাণীর পর্য্যালোচনা ও বিস্তার সমুত্থিত বিবেকতরবারি বিসম্বাদী মতরূপ বিষবৃক্ষ সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবেন ইহা দ্বারাই ভারতাকাশে জ্ঞানশশীর পূর্ণ উদয় হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে

তমোময় ভেদভাব স্বাংই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কবে সে সুদিন আসিবে যবে ভারতের প্রতি গৃহেই অপ্রাচীন গ্রন্থের আপাতরমণীয় ধ্বনির পরিবর্ত্তে অপৌরুষেয় বাণীর স্নিগ্ধপাবন মন্দ্রধ্বনি উত্থিত হইবে।

ঐ ধ্বনিই এক দিন প্রাচীন ভারতে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া আর্য্য-গণকে বহির্জ্জগত হইতে অন্তর্জ্জগতে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং উহাই আবার নব্য ভারতকে অধ্যাত্ম শৈলের উন্নত শিখরে আরোহণ করাইয়া নির্ব্বাণরূপ শান্তিসঞ্জীবন সেবন করাইবে এবং জগতের আদর্শস্থল করিয়া তুলিবে!

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব একমাত্র বেদেই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সগুণ ব্রহ্মই সে বিরাট্ পুরুষ ইহাও বেদ চিরকাল তারস্বরে ঘোষণা করে, যথা—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং
উতামৃতত্বস্যেশানঃ যদন্নেনাতিরোহতি" ॥

বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যত—(ত্রৈকালিক নিখিল জগতই সেই বিরাট্ পুরুষ জগৎরূপে পরিণত হইলেও তিনি দেবভাবে পরিপূর্ণই রহিয়াছেন। কেন না, জীবদিগের ভোগের নিমিত্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতীয়মান হইলেও উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। এক্ষণে দেখা গেল যে, অবিবেকী সমাজ যাহাকে অনিত্য ও জড় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে বেদ তাহাকেই আবার পরমেশ্বর বলিতেছে এবং বেদার্থের অপরিজ্ঞান হইতেই নরনারী ঈদৃশ প্রত্যক্ষ ভগবানকে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। নতুবা বিশ্বসমষ্টি কখনও জড় নহে কিন্তু নিত্য চৈতন্যময়। জ্ঞানিগণ উহাকেই চিদানন্দময় জানিয়া শোকমোহাদি অনর্থপারাবারের পরপারে চলিয়া যান ও স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান হন। মোহপরতন্ত্র অবোধ মানব উহাকে তুচ্ছ বলিয়া বুঝিলেও উহা কখনও তুচ্ছ নহে। তত্ত্বজ্ঞানী সত্য সত্যই সমষ্টি বিশ্বকে চৈতন্যময়রূপে পরমেশ্বর দেখিতে পান! অবিদ্যা নর্ত্তকী তাঁহার নিকট আর কখনও ভেদভাবের অভিনয় দেখাইতে পারে না। বেদই এ কথা আমাদিগকে বার বার বলিয়া থাকেন—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যে অবস্থাতে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট নিখিল জগৎ একমাত্র ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয় সেই অবস্থাতেই শোক ও মোহ এককালে দূর হইয়া যায়। কারণ

শোকমোহাদির মূলই বিভিন্ন জ্ঞান। যাহাকে অবিকার করিয়া শোকাদি আবির্ভূত হয় তাহা আত্মাতিরিক্ত বলিয়াই ভ্রমবশতঃ হইয়া থাকে উহাকে একবার আত্মরূপে জানিলে আর কখনও ঐ উপদ্রব আসিতে পারে না। নানাজ্ঞান যে সকল প্রকার দুঃখেরই উপাদান এই তত্ত্ব আমরা উপনিষদ হইতে শিখিয়াছি—

"মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"

যে অজ্ঞানী পরমেশ্বরে নানাভাব দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু আবর্তে পড়িয়া থাকে। অনর্থ সমুদায়ের কারণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মুক্তিও আমাদিগকে ভেদবুদ্ধি দূর করিবার নিমিত্ত উপদেশ করে। এক্ষণে সিদ্ধ হইল যে, নানাজ্ঞানই নিখিল অনর্থের মূল নিদান।

এখন 'বিরাট্' শব্দের অর্থ করা আবশ্যক। সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, 'বিবিধানি রাজন্তে বস্তূনি যত্রেতি বিরাট্' এই অর্থ সকলপ্রকারে নির্দ্দোষ বলিয়াই শ্রুতীয়মান হয়। এই জন্য এই বিষয় লইয়া বহুল বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

অনেকে বেদোক্ত সগুণ ঈশ্বরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন, যথা—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর। পরন্তু পুরুষসূক্তে ঐ ভাগ ত্রিতয়ের পৃথক উল্লেখ হয় নাই, কেবল বিরাট্ শব্দই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং বিরাট্ পুরুষই পরমেশ্বররূপে বর্ণিত হন। এই কারণ উক্ত অবস্থাত্রয়াপন্ন পুরুষকেই বিরাট্ বলা যাইতেছে ইহা বুঝা যায়। গীতাও সমষ্টিকেই বিরাট্ পদের বাচ্য নির্দ্দেশ করিয়াছে।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

হে সর্ব্বাত্মক বিরাট্ পুরুষ। তুমি সম্মুখে পৃষ্ঠদেশে ও সর্ব্বস্থলে রহিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অনন্ত বলশালী ও অপরিমিত পরাক্রমের নিলয় নিখিল জগত ব্যাপিয়া রহিয়াছ বলিয়া তুমিই সকল বস্তুর নিজরূপ। গীতাই বিরাট্ দেবকে সর্ব্বব্যাপীত্বনিবন্ধন সর্ব্বাত্মক শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়া জগৎ হইতে পৃথগীশ্বরবাদের অসারতা দেখাইতেছে এবং সমষ্টি ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুর সর্ব্বব্যাপীত্ব নিরাকরণ করিতেছে। যুক্তি নয়ন মুদিত করিয়া নিরাকার সাক্ষীশ্বরবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কুস্তকার সদৃশ

নিরাকার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও সকল বস্তু হইতে ভিন্ন। বস্তু সমুদয় হইতে যিনি ভিন্ন অবশ্যই তাঁহাকে সমষ্টির কোন না কোন স্থান হইতে বিশিষ্ট হইতে হইবে, নিশ্চয়ই তিনি সমষ্টির সর্ব্বদেশে থাকিতে পারেন না। রাম যদি শ্যামের সকল গুণ ও সকল পরমাণুর স্থান অধিকার করিয়া বসে তবে তাহাকে শ্যামই বলিতে হইবে। কোন প্রকারেই শ্যাম হইতে ভেদ তাহাতে লক্ষিত হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে আকাশ সর্ব্বব্যাপী। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরেও কি উহা রহিয়াছে? ইহা কঠিন সমস্যা। একদিক রক্ষা করিতে গেলে অপরদিক নষ্ট হয়। বৈদ্যুতিক অণুর মধ্যে আকাশ মানিলে উহার সর্ব্বব্যাপীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে বটে কিন্তু উক্ত অণুর অণুত্বই বিলীন হইয়া যায়। কেন না, অবিভাজ্য অংশকেই অণু নাম দেওয়া হইয়া থাকে; উহার অভ্যন্তরে আকাশ মানিলে অবশ্যই উহা বিভাজ্য হইয়া পড়িবে যাহার মধ্যে আকাশ আছে, তাহাকে কখনও সূক্ষ্মদর্শী অখণ্ড বলিতে পারেন না, নিশ্চয় তাহা সখণ্ড বস্তু। এ জন্যই আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। এইরূপে যদি প্রত্যেক অণুর অভ্যন্তরে ঈশ্বর মানা যায় তবে উহা ঈশ্বর ছাড়াই হইয়া পড়ে, ভিন্নতা কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যতস্থান রোধ করিয়া অণু রহিয়াছে ঈশ্বরকেও তত স্থান রুদ্ধ করিয়া থাকা চাই, যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী। এরূপ স্থলে কোন্‌টি ঈশ্বর কোন্‌টি অণু ইহা বুঝিতে পারা যায় না। গুণকেও ভেদ নিয়ামক বলা যাইতে পারে না। কেন না, ইহা অণুর গুণ, উহা ঈশ্বরের গুণ ইহার পরিচায়ক কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

নিরাকার ঈশ্বর সগুণ—এই বাক্যেরও কোন সারবত্তা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না বরং বিবেকদর্পণে ইহার অসারতাই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। কপিল ব্যাস ও পতঞ্জলি ঋষির মতে গুণ প্রকৃতি বা মায়াতেই বর্ত্তমান উহা চেতন বস্তুর নহে। ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা তাঁহাদের আরাধ্যদেবকে কখনও জড় বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু অনন্ত জ্ঞান ও ইচ্ছাদির আধার বলিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানের আপনা হইতে ভিন্ন আধার কেবল কল্পনারই শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে উহা কখনও প্রমাণ বা যুক্তিসাপেক্ষ হইতে

পারে না। মনে করুন যে, জ্ঞানের আশ্রয় যে হইবে তাঁহাকে অবশ্যই ঐ জ্ঞানের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকা চাই, কিন্তু তাহার প্রমাণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেন না জ্ঞানই প্রমিতি, উহা পূর্ব্বে ছিল না, সুতরাংই জ্ঞানশূন্য সময়ে ঐ আশ্রয় থাকা অপ্রমাণিত, এবং আশ্রিত কখন আশ্রয়ের প্রদর্শক হইতে পারে না। নিখিল শাস্ত্রজলধিমন্থন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জগত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেও স্বপ্রকাশ জ্ঞানদেবের অন্য অবলম্বন প্রমাণিত হইবে না।

জ্ঞানই নিখিল জগতের আশ্রয় জ্ঞানই রবিশশী আদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রকাশক, তদ্ব্যতিরেকে শতশত বিদ্যুতালোকও যেন তমোময় হইয়া পড়ে, ইহার অভাবে সসাগরা পৃথিবী ও অন্য কোন বস্তুই মানব সমাজের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। যাঁহারা আত্মাকে গুণপুঞ্জ দ্বারা সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সুষুপ্তিই উপদেশ করে যে, আত্মা নির্গুণ তোমরা মহা ভ্রমজালে পড়িয়া রহিয়াছ।

ইচ্ছাদ্বেষশীর্ষক সূত্রে ন্যায়াচার্য্য ভগবান্ গৌতম ঋষি দেখাইয়াছেন যে, ইচ্ছাদি গুণ আত্মানুমিতির হেতু। ইহাকে মূল ভিত্তি করিয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ আত্মাকে যেন গুণী করিয়া তুলিয়াছেন। সুষুপ্তিতে অন্বয় ব্যভিচার হওয়াতে আত্মার জ্ঞানাদি গুণ বলা যুক্তি বিরুদ্ধ, জাগ্রত আদিতে অন্বয় ও সুষুপ্তিতে ব্যতিরেক হয় বলিয়া উহা মানসিক গুণ বলাই ন্যায়সঙ্গত, আর দ্রব্য বর্ত্তমান, তাহার গুণ অবস্তুমান ইহার দৃষ্টান্তাভাব। গুণ যে দ্রব্যাতিরিক্ত বস্তু নহে ইহা অগ্রে প্রদর্শন করা গিয়াছে, সুতরাং নিত্য আত্মার অনিত্য গুণ মানিলে গুণগত অনিত্যতা আত্মাতেও সংক্রামিত হইয়া পড়ে সগুণাত্মবাদীগণ 'অসংস্পোয়ং পুরুষঃ, সাক্ষীচেতাকেবলো নির্গুণশ্চ, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' ইত্যাদি ঐশীবাণীর প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি না তাহা ভগবানই জানেন। বস্তুতঃ আত্মা নির্গুণ, জাগ্রত এবং স্বপ্নে মন বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, এইজন্য চিন্ময় আত্মা উহাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া উহারই ন্যায় মায়া জালে জড়িত বলিয়া প্রতীয়মান হন। যেরূপ কাষ্ঠসংযুক্ত অগ্নি কাষ্ঠবৎই প্রতীত হয়। অবিবেকী সমাজ ঈদৃশ অবস্থাপন্ন মনকেই আত্মা মানিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। নৈয়ায়িকগণও এবম্বিধ মনকে আত্মা জানিয়া নিরুক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মন অণু প্রভৃতি না মানিলেও অবচ্ছেদকের ভিন্নতা দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে—যেমন ব্যাপক আত্মার জ্ঞান শরীরাবচ্ছেদেই হয়, কিন্তু তদ্বাহ্যাবচ্ছেদে নহে।

অপৌরুষেয়বাণীও মনের ব্যাপকত্ব ঘোষণা করিতেছে, 'তন্মনোঽসৃজত মনঃ প্রজাপতিমসৃজত প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তদ্বা ইদং সর্বং মনস্যেব প্রতিষ্ঠিতং'। মূল অজ্ঞান মনের মন প্রজাপতির ও প্রজাপতি প্রজার সৃষ্টি করিল। সেই সৃষ্ট সকল বস্তুই মনেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মনের অণুত্ব স্বীকার করিলে এই স্থলে মনে সকল বস্তুর অবস্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠে। সমষ্টি বিরাট্ পরমেশ্বরের পূজাতেই কেবল প্রমাণ ও যুক্তিরূপ উপহার প্রযুক্ত হইতে পারে, নিরাকার পৃথগ্ব্যক্তীশ্বরের বলি কেবল মান কল্পনা। উক্ত উপহার প্রদান করিলে প্রভু যে কোথায় অন্তর্ধান করেন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রেম ও ভক্তি নিরাকার ঈশ্বরে কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না যেহেতু তিনি অপত্যক্ষ। পরোক্ষ বস্তুতে ভক্তি এবং প্রেম জীবনে বঞ্চিত না হইলেও শৈথিল্য অতিক্রম করিতে পারে না। আমাদের আরাধ্য সমষ্টিই পরমেশ্বর যাবতীয় মনুষ্যেরই প্রত্যক্ষ সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে নিরাকারপক্ষীয় দোষ আসিতে পারে না। যিনি সৌন্দর্য্য রাশির কেন্দ্রস্থান ও সর্ব্বসাধারণের অপরোক্ষ সেই পরম পূজনীয় বিরাট্ ভগবানে যে প্রেম ও ভক্তি অখিল পরাকাষ্ঠা লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি?

পাঠকগণ আমি কবিত্ব শক্তিতে বঞ্চিত আপনারাই হিমাচল ও জলধি প্রভৃতি সুন্দর বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া বিরাট্ সৌন্দর্য্যের পরিচয় লাভ করুনাক অসভ্য বন্য লোকেরাও বিরাট্ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকে। তাহারাও কুসুমরাশি ও চন্দ্রকলার সৌন্দর্য্যে আত্মনিবেদন করে।

এ স্থলে মহাকবি কালীদাসের এক শ্লোক স্মৃতিপটে উদয় হইতেছে।

"নিবারিত নিমেষাভির্নেত্রপংক্তিভিরুন্মুখঃ।
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি" ॥

মানব ঊর্দ্ধমুখ হইয়া নিমেষশূন্য লোচনে নূতন চন্দ্রকলা দেখিতে দেখিতে কি অপূর্ব্ব ভাবই অনুভব করে। হয় ত পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই এইরূপ অবস্থাতে উপনীত হইয়া থাকিবেন। ঋগ্বেদ বিরাট্ সৌন্দর্য্যের মহিমা জ্বলন্ত বাক্যে কীর্ত্তন করিতেছে—

'যত্তেদ্যেষিষ্যবক্তোঽবিষ্যা গৃভসমুদ্রং রথয়ারথাহঃ.
যত্তেমাঃ প্রদিশোবাহু কৃধে দেবায় হবিষা বিধেমঃ' ॥

শৈলরাজহিমালয় সুরতটিনী আদি নদী ও জলধি যাঁহার মহিমা এবং দিক্ সমূহ যাঁহার করযুগল সেই বিরাট্ ভগবানকে (বিরাট্ ভগবানকে) আমরা হবিদ্বারা আপ্যায়িত করিতেছি।

পাঠক একবার বিরাট্ ভগবানের সৌন্দর্য্যপারাবারে মন ডুবাইয়া দিন, দেখিবেন যে অতলস্পর্শ সৌন্দর্য্যজলধি হইতে উহা সহসা উঠিতে সমর্থ হইবে না। অবশ্যই উহা কিছুক্ষণের জন্যও মুগ্ধ হইয়া দুঃখশোকময় সংসার ভুলিয়া যাইবে এবং পরাধামে স্বর্গের অভিনব অনুভব করিবে। যাহা বিরাট্ পরমেশ্বরের শ্রীঅঙ্গ যাহাকে জ্ঞানীগণ ব্রহ্মরূপে জানিয়া থাকেন সেই পীযূষময় জগৎ দর্শন করিয়াও কেন অধিকাংশ মনুষ্যগণ শোকমোহাদির অধীন? কেন তাঁহারা অলৌকিক সুখ ও শান্তিতে বঞ্চিত—ইহার কি কোন উত্তর নাই? ইহা কি চির দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা? বিবেক বারিধির অন্তস্থলে অপ্রবিষ্ট ব্যক্তির মনে অবশ্যই এরূপ ভাবনার উদয় হইতে থাকে। নিশ্চয়ই চতুর্দশ স্থলে তিনি চক্রভূমীর অভিনয় দেখাইয়া থাকেন কিন্তু দূরদর্শী মনীষী ব্যক্তি এমবিধ সুকঠিন সমস্যাতেও পশ্চাৎপদ হন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকেন যে সমষ্টিভাব ভুলিয়া ব্যষ্টি ভাবের ক্রীড়াপুত্তল হওয়াই ঐ শোচনীয় দশার মূল; কারণ, উহাই জনসমাজকে অধ্যাত্মশৈলের সুশীতল সমীরণ সেবনে বঞ্চিত রাখিয়াছে, উহাই অনাদিকাল হইতে নিখিল জীবদিগকে সুদৃঢ় সংসার বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে, উহার কুহকে পড়িয়াই অসংখ্য প্রাণিগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে। জগতে যে কিছু কমনীয় বস্তু প্রীতিসুধার অভিনব আস্বাদনে অধিকারী করিবার নিমিত্ত নরনারীর মনকে বরণ করিতেছে ঐ সকলই আরাধ্য বিরাট্ দেবের অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ! প্রত্যেক নরনারীও উঁহারই অংশবিশেষ বা আপন স্বরূপ। অথর্ববেদ এইরূপ শিক্ষা দিতেছে—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখ"॥

হে বিশ্বব্যাপিন্! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী ও তুমিই বার্দ্ধক্যে দণ্ড ধারণ করিয়া থাক এবং তুমিই নিখিল জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছ। সত্যই এই বেদ মন্ত্র হইতে যেন অমৃত প্রসবণ বহিতেছে ইহার গম্ভীর মাধুর্য্যময় ভাব যেন জগতকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে! বিষয়হিমে অবশাঙ্গ ব্যক্তিরাই ইচ্ছা করিয়া নিজ শিরে ব্যষ্টি ভাবের গুরু ভার

বহন করিয়া থাকে এবং বিষাদ ও মোহরূপ দস্যুগণও অবসর বুঝিয়া তাহাদিগকে ঐ অবকাশে আক্রমণ করিয়া পদে পদে বিপদগ্রস্ত করে। অপর্য্যাপ্ত সুকৃতির ফলে সমষ্টি ভাবের মহত্ব মনে উদিত হইলে উহাঁরা আবার হৃদয়ের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। ব্যোমসমষ্টি কম্বলের সমষ্টি, কম্বলভাব ভুলিয়া ব্যষ্টি রোমভাবের চিন্তা করিলে কাহার না মনে তুচ্ছতা ও ঘৃণার উদয় হয়? আবার সমষ্টিভাব আসিবামাত্রই উহার শীতনাশকতাদি গুণের স্বতঃই উদয় হইয়া শীতার্ত্ত ব্যক্তির মনে আনন্দ উপস্থিত হয়। নিখিল বিশ্বগত সমষ্টিভাবে নিমগ্ন ব্যক্তিরও ঐ প্রকার অবস্থায় উদয় হইয়া পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। তিনি তখন—

"খংবায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতিংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিত্ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ" ॥

অনন্য ভক্ত হইয়া আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, রবি, শশী আদি জ্যোতিষ্ক, নিখিল প্রাণী জাত দিক্‌সমূহ, বৃক্ষ, নদী ও সমুদ্র প্রভৃতি সকল বস্তুকেই শ্রীহরির অঙ্গ স্বরূপে অনুভব করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মস্তক অবনত করেন। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের এমনি অপার মাহাত্ম্য যে ইহা জড়জগৎকে চিদানন্দময় করিয়া তুলে—কাচকে কাঞ্চন করিয়া থাকে। উহার সঞ্চারে মানব অমানুষী সুখের অধিকারী হয় ও অবিরত শান্তিরস পান করে এবং অকিঞ্চনও বিশাল রাজ্যের অধীশ্বরকে দীন বলিয়া মনে করে! একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই স্বকীয় প্রভাবে অনিত্য জগৎকে চিন্ময় করিয়া জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া থাকে এবং ব্যষ্টি ভাবে প্রতীয়মান জগৎকে সমষ্টি পরাবারে নিমগ্ন করিয়া দেয়। অপৌরুষেয় বাণীই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে:—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রহ্ম পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরীষ্ঠং ॥

এই ব্রহ্মই অমৃত, সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে, দক্ষিণে, উত্তরে, নীচে ও উপরে কেবল এই ব্রহ্মই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন! প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নিখিল জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে! অমৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মেতেই সংঘটিত হয় কেন না, ইনিই কেবল মৃত্যুর ভীম আক্রমণ বিনির্ম্মুক্ত; অন্য যাবতীয় বস্তু মৃত্যুমুখে পতিত, বিনাশগ্রস্ত!

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে ব্যষ্টি বস্তুমাত্রই অনিত্য, ইহা যদি মানা যায়, তবে উহার অনিত্যতারোগ সমষ্টিতেও সঞ্চারিত হইয়া পড়ে—যে হেতু ব্যষ্টি সমুদায়েরই নাম সমষ্টি—যেরূপ প্রত্যেক সূত্র লোহিত বর্ণ হইলে সূত্রসমষ্টি বস্ত্রও লোহিত বর্ণ হইয়া থাকে। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জগৎ ব্যষ্টিভাবে অনিত্য হইলেও উহার প্রবাহ নিত্যই চলিতেছে। জাহ্নবী প্রবাহের ন্যায় ইহার কখনও বিরাম নাই, অবিশ্রান্তই বহমান। যে সময়ে এক ব্যষ্টির নাশ হইতেছে ঠিক ঐ সময়েই অপর ব্যষ্টি দৃষ্টির সম্মুখে বর্ত্তমান পরক্ষণেই আবার অন্য ব্যষ্টি উদিত হইয়া মানস আকাশ সুশোভিত করিতেছে। মনে কর, উদাহরণস্থ বস্ত্রাকারে সন্নিবেশিত সূত্রপ্রবাহ অবিরত স্থানান্তরিত হইতেই পশ্চাতের নূতন সূত্র সমূহ তৎস্থান অধিকার করিতেছে এইরূপ স্থলে কখনও বস্ত্রনাশ সম্ভাবিত নহে। বস্তুতঃ ব্যষ্টি রাশির ভাবাত্মক ধর্ম্মই সমষ্টিতে সংক্রামিত হয়, অভাব নহে এবং নাশ অভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামানুজ চরিত।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এই ঘটনার পর একদা শ্রীরামানুজ শুনিলেন যে, তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ কোনও শূদ্রভক্তের মৃতদেহকে সৎকৃত করিয়াছেন এবং সকলে তাঁহাকে তজ্জন্য, ইহা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম হয় নাই বলিয়া নিন্দা করিতেছে। এই বিষয়ের তত্ত্বলিপ্সু হইয়া তিনি গুরু-গৃহে গমন পূর্ব্বক অবগত হইলেন, যে মহাপূর্ণের যাবতীয় আত্মীয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সেই হেতু শ্বশ্রূগৃহ হইতে অত্তুলা আগমন করিয়া পিতৃসেবায় নিযুক্তা আছেন। শ্রীরামানুজ ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, এতাদৃশ আচরণের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, "বৎস, সত্য বটে ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্ম কাহাকে বল? "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা", মহাপুরুষগণ যে পথ দিয়া গমন করেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ। দেখ, তির্য্যক্ যোনিজ হইলেও শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর সৎকার সাধন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্র বিদুরের পূজা করিতেন। ইহার কারণ কি? প্রকৃত

ঈশ্বরানুরাগী ভক্তের কোনও জাতি নাই, তাঁহারা সর্ব্ববর্ণ শ্রেষ্ঠ, এ প্রশ্নের ইহাই উত্তর হওয়া উচিত। কারণ রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মের পরিরক্ষক-দ্বয়ের কখনও বিসদৃশ আচরণ সম্ভব হয় না। আমি যে ভক্তের দেহটিকে সংস্কৃত করিয়াছি, তিনি আমাপেক্ষা সহস্রগুণে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, তাঁহার কৈঙ্কর্য্য করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।" ইহা শুনিয়া যতিরাজ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীগুরুর পাদযুগল ধারণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ স্বীয় সন্দেহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একদা মহাপূর্ণ আসিয়া শ্রীরামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে, যখন তিনি তাহাতে কোনরূপ বিচলিত হইলেন না, তখন তাঁহার পার্শ্বস্থ ভক্তবৃন্দ সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যতিরাজ, আপনার গুরু আপনাকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন, আপনি তাহাতে কোনরূপ বাধা দিলেন না ইহার কারণ কি?" তিনি কহিলেন,—

"গুরুণোক্ত প্রকারেণ বর্ত্তনং শিষ্য লক্ষণং।
অতঃ তেনোক্তমার্গেণ বর্ত্তেঽহং বৈ ন চান্যথা॥"

প্রকৃত শিষ্যের লক্ষণ কি, অর্থাৎ তিনি গুরু সমীপে কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইহা শিখাইবার জন্যই শ্রীগুরুদেব এইরূপ আচরণ করিলেন। অতএব, আমি তৎপ্রদর্শিত মার্গই আশ্রয় করিব, তাহার কোনও অন্যথা করিব না।" তাঁহারা মহাপূর্ণকে তদীয় এরূপ বিসদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন "আমি যতিরাজের ভিতর মদ্‌গুরু শ্রীযামুনার্য্যকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম"। এতদ্দ্বারা মহাপূর্ণ যতিরাজের অসাধারণত্ব সর্ব্বসমক্ষে প্রকটিত করিলেন।

শ্রীগোষ্টিপূর্ণকে রামানুজ সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিতেন। একদা তাঁহাকে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করতঃ অনেকক্ষণ ধ্যান করিতে দেখিয়া, যতিরাজ ধ্যানান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কো মন্ত্রঃ কিঞ্চ তে ধ্যানম্", "আপনি আবার কোন মন্ত্র উপাসনা করিতেছেন এবং কোন দেবতারই বা ধ্যান করিতেছেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "মদ্‌গুরু শ্রীযামুনাচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মই আমার ধ্যেয়। আমি তাঁহারই সর্ব্বসন্তাপহারী নাম জপ করিয়া থাকি।" রামানুজ তদবধি নিজ গুরুদেবকে নারায়ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে মহাপূর্ণ পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরামানুজ

তাহাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইলেও ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তুলা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিলেন।

সেই সময় কৃমিকণ্ঠ নামে চোলাধিপতি স্বীয় রাজধানী কাঞ্চিপুরে থাকিয়া সমগ্র চোলরাজ্যকে শৈবমতাবলম্বী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা নৃশংসহৃদয় নরপতি ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন যদি রামানুজকে শৈবমতে আনয়ন করা যায় তাহা হইলে সমগ্র চোলরাজ্য উক্ত মতাবলম্বী হইবে। যদি উক্ত মহানুভব বৈষ্ণবমত ত্যাগপূর্ব্বক শৈব মত গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াও শৈব মতের একাধিপত্য সমস্ত চোলরাজ্যে স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া তিনি রামানুজকে কাঞ্চিপুরে আনয়ন করিবার জন্য কতিপয় বলিষ্ঠ নৃশংসাত্মা রাজপুরুষকে তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলে শ্রীরামানুজ তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুগমন করিতে স্বীকার করিলেন ও প্রস্তুত হইবার জন্য মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কুরেশ তাঁহাকে কহিলেন, "লোকমুখে শুনিলাম যে কৃমিকণ্ঠ আপনার প্রাণ সংহার করিবার জন্যই আপনাকে কাঞ্চিতে লইতে পাঠাইয়াছে। আপনি বর্ত্তমানে চোল রাজ্যে শৈব মত প্রচার দুঃসাধ্য জানিয়া ঐ নৃশংস এই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। অতএব আপনার সেখানে যাওয়া কখনই উচিত নয়। কারণ, আপনার জীবন রক্ষা হইলে সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করা হইবে। ভগবৎ পাদমূলে যাইবার আপনিই একমাত্র পথ; আমার ন্যায় সংসার তাপতপ্ত, পরম বিপন্ন লোক এ জগতে অনেক আছে, একমাত্র আপনিই তাহাদের আশ্রয়দানে সমর্থ। তাহাদের আর দ্বিতীয় সহায় কেহই নাই। অতএব আপনি আমায় অনুমতি করুন, আমি আপনার পরিবর্ত্তে গমন করি। আপনার কাষায় বসন আমি পরিধান করি এবং আপনি আমার শুভ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অপর দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গম হইতে প্রস্থান করুন। আর কাল বিলম্বের অবসর নাই। এখনই প্রস্তুত হউন।" শ্রীরামানুজ ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করতঃ কুরেশবাক্যে সম্মত হইলেন। তিনি অনন্তর বিলম্বে কুরেশের বেশ ধারণ করিয়া ও কুরেশকে কাষায়বসনে সজ্জিত দেখিয়া স্বমঠ হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনোদ্দেশে দ্রুতপদ সঞ্চারে প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দাদি শিষ্যেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

এ দিক কুরেশ স্বীয় মহানুভব গুরুদেবের কাষায় বস্ত্রাধারণ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজপুরুষগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে প্রকৃত রামানুজ জ্ঞান করতঃ কাঞ্চিপুরে কৃমিকণ্ঠ সমীপে লইয়া গেল। চোলরাজ তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রথমতঃ বড়ই সমাদর করিলেন। তিনি যে মহাগুণী ও জ্ঞানী ইহা তাঁহার বিশেষ ধারণা ছিল কারণ যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় আট বৎসর ছিল সেই সময় তাঁহার ভগিনী পিশাচগ্রস্তা হইলে উক্ত রামানুজই তাঁহার আরোগ্য বিধান করেন। অতএব কুরেশকে রামানুজ জ্ঞান করিয়া তিনি কহিলেন, "মহাত্মন্, আপনি আসন গ্রহণ করুন। আপনার নিকট ধর্ম্মবিষয়ক সদালাপ শ্রবণ মাননসেই আমি আপনাকে এখানে আনাইয়াছি আমার সভাস্থ অনেক পণ্ডিতমণ্ডলিও আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতে পিপাসু। অতএব অনুগ্রহ করিয়া অস্মদ্‌বিধ মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি তাহা বলুন।" কুরেশ এতচ্ছ্রবণে কহিলেন, "হে রাজন্, হে সুধীমণ্ডল, সর্ব্বলোকপাবণ শ্রীবিষ্ণুই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের উপাস্য।" ইহা শুনিয়া কৃমিকণ্ঠ সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, "আমার আপনাকে মহাপণ্ডিত ও পরম ভক্ত বলিয়া ধারণা ছিল। এখন দেখিতেছি আপনি পরম ভণ্ড। কারণ লোকগুরু, সর্ব্বসংহারক হরকে পরিত্যাগ করিয়া যখন আপনার বিষ্ণুপাসনায় প্রবৃত্তি, তখন ইহা স্পষ্ট যে আপনার বুদ্ধিবৃত্তি ইতর সাধারণের ন্যায়। যিনি সর্ব্বলোকসংহারকারী কালকেও সংহার করিয়া থাকেন বলিয়া মহাকাল নামে বিখ্যাত. কালক্রমে বিষ্ণুকেও যাঁহার হস্তে নাশ পাইতে হইবে আপনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া যখন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বিষ্ণুর উপাসনা করিতে পরামর্শ দিলেন, তখন আপনার ন্যায় অর্ব্বাচীন লোকে আর দ্বিতীয় নাই। আপনি উক্তমত পরিত্যাগ করুন। অত্রস্থ পণ্ডিতগণ পরম শিবতত্ত্ব শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক অদ্যই আপনি শৈবমতে দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে অদ্য আপনার নিস্তার নাই।"

কৃমিকণ্ঠ এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, মৃগয়াপটু কুক্কুর দল স্বামীর ইঙ্গিতে যেরূপ বহু অন্বেষণের পর লভ্য কোনও দুর্দ্দমনীয় যুথপতি হস্তীর উপর যুগপৎ পতিত হয়, ও তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করে, সভাস্থ পণ্ডিতদল ও কুরেশের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিল। তাহারা শাস্ত্রের একদেশ মাত্র লইয়া তাঁহার সহিত বৃথা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কুরেশও

নির্ভয়ে আপনার মত সমর্থন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গত হইল। পরিশেষে কৃমিকণ্ঠ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন "হে পণ্ডিতাভিমানিন্ তুমি যদি আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে স্বীকার কর যে, 'শিবাৎ পরতরো নাস্তি'—'শিবাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেহই নাই।' ইহাতে নির্ভিক কুরেশ হাস্য করিয়া কহিল, 'দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্" অর্থাৎ "শিবের অপেক্ষা দ্রোণ বড়।" এ স্থলে "শিব" ও "দ্রোণ" শব্দ পরিমাণবাচী। প্রায় দ্বাত্রিংশৎ সের পরিমিত দ্রব্যকে এক দ্রোণ পরিমিত বলা যায়। কুরেশের এইরূপ উপহাসের কারণ এই যে, চোলরাজ এবং তাঁহার সভাসদ্-বর্গ অনন্ত, অপরিমেয়, অদ্বিতীয়, দেবাদিরও অগোচর শ্রীভগবানের ইতি করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভগবান্ এইটি, ইহা ভিন্ন তিনি আর কিছুই নহেন এবং হইতেও পারেন না, এই হীনবুদ্ধিপ্রসূত সিদ্ধান্তকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যেখানেই ধর্ম্ম লইয়া বিষম দ্বন্দ্ব হইয়াছে সেইখানেই অনন্ত ভগবানকে অন্তবান্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য, ইহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সুখশান্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ, পরম পবিত্র ধর্ম্মের নামে এ জগতে কত শোণিতপাত, কত অসুখ ও অশান্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহা গণনা করা যায় না। মানবসন্তানের এরূপ আচরণ যে নিরতিশয় কদর্য্য ও ঘোর অজ্ঞান-প্রসূত ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কুরেশ বুদ্ধিমানদিগের অগ্রগণ্য, ও পরম ভক্ত। তিনি শ্রীরামানুজ পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আপনার মন প্রাণ জ্ঞান বুদ্ধি বল দেহ ও আত্মা সমর্পণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ঘটনাটি তাঁহার গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করিতেছে তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে চোল-রাজের নিকটে গমন ও মৃত্যুমুখে পতন একই কথা। কিন্তু স্বীয় গুরুর বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিবার জন্য তিনি আপনার জীবনকে পরিত্যাগ করা মহা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া অতি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই করাল রাজ-শার্দ্দূলের কবলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্ত ও জ্ঞানীর মন স্বভা-বতঃই ভয়লেশ শূন্য। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" সুতরাং রাজার ভয় প্রদর্শন, রাজপুরুষদিগের তাড়না তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিল না। প্রত্যুত তিনি তৎকালে আপনার সৌভাগ্যাতিরেক উপলব্ধি করিয়া মনোমধ্যে শ্রীভগবানকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, "হে স্বামিন্ এই অধম সন্তানের প্রতি তোমার অসীম করুণার বিষয় স্মরণ

করিয়া অদ্য শ্রীমদ্‌যামুন মুনিবরের অমৃতময় বাক্য আমার কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি তোমায় বার বার নমস্কার করি।

নমোঽস্তু নমো বাঙ্‌মনসাবিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্ত মহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্ত দয়ৈকসিন্ধবে॥

এই রাজচক্রবর্ত্তী ও এই সকল গণ্যমান্য লোকও তোমার অনন্ত মহিমার বিষয় অবগত নহে কিন্তু তুমি এই নগণ্য জীবকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়া তাহাকে নিরহঙ্কার ও বিনীত হইতে শিখাইয়াছ, ইহাপেক্ষা তাহার আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?"

কুরেশ যখন এইরূপে ধ্যানপর হওতঃ প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া নিজ প্রিয়তম হৃদয়নাথের অনন্ত সদ্‌গুণরাশি আস্বাদন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার উপহাস বাক্য কৃমিকণ্ঠের ও তদীয় সভাসদ্‌বর্গের নিরতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন করিয়াছিল। চোলভূপতি তীব্রস্বরে কুরেশকে বন্ধন করিতে আদেশ দিয়া রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, "তোমরা এই দুরাত্মাকে অচিরাৎ আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যাও এবং এই মুহূর্ত্তেই উহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেল। পূর্ব্বে আমার ভগ্নী পিশাচগ্রস্তা হইলে এই দুরাচার তাঁহার আরোগ্য বিধান করিয়াছিল, এই হেতু ইহার প্রাণনাশ করিও না, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখজনক শাস্তি দিয়া শিবদ্বেষীর ইহজীবনেই ভবিষ্যৎ অনন্ত নরকভোগের অবতারণ কর।"

তদীয় নিদেশ ক্রমে রাজপুরুষগণ কুরেশকে কান্তারদেশে লইয়া গিয়া নানারূপ যন্ত্রণা দিবার পর একে একে তাঁহার দুইটি নেত্র উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কিন্তু নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করিলেও সেই মহানুভব কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হইলেন না। প্রত্যুত তিনি উৎপীড়নকারীদিগের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বীয় সংসারার্ণবতরণের কর্ণধারকে ঈদৃশ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। দৈহিক সুখ দুঃখ লইয়াই সাধারণ মনুষ্য ব্যস্ত। তাহার যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ সুখেপ্সা ও দুঃখজিহাসা দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়া কেবল তাহাকে দৈহিক সুখই অন্বেষণ

করায়। এতদপেক্ষা যে অন্য কোন উচ্চ আদর্শ আছে, ইহা তাহার উপলব্ধি হয় না। অর্থলভ্য কামাদির উপভোগই তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় সে নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনে যত্নশীল হয়। কিন্তু হায়! বহুকষ্টে অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক সে যখন ইন্দ্রিয়সুখভোগ করিতে আরম্ভ করে, কিঞ্চিৎমাত্র তৃপ্তিলাভ না হইলেও তাহাকে পার্থিব প্রিয়-জনসমূহের নিকট হইতে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। সে যদি একবার ভাবিয়া দেখে, যে কত দুঃখরাশিদ্বারা তাহাকে স্বল্প সুখলব ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে ঈদৃশ বাণিজ্য তাহার কখনই রুচিকর হইবে না। এইজন্য প্রকৃত পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কোনরূপে লালায়িত হয়েন না। প্রত্যুত ইন্দ্রিয়সমুদয় যে সর্ব্বদুঃখের মূল ইহা তাঁহারা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। অনিত্য বস্তুতে আসক্তি দুঃখের কারণ। অদ্যই হউক বা কিছুদিন পরেই হউক, দুর্দ্দমনীয় কাল তোমার অতিপ্রিয় বস্তুটিকে কাড়িয়া লইবে। তখন আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই জন্য স্ত্রীপুত্রদেহগৃহাদিতে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিত্যবস্তু সর্ব্বসুখের আকর শ্রীহরিপাদপদ্মে করিলে, নিত্যানন্দ ভোগ হইয়া থাকে। যিনি এরূপ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে আর কখনও দুঃখানুভব করিতে হয় না। কুরেশ ইহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই, অতুল ঐশ্বর্য্যকে সর্ব্বদুঃখের মূল জানিয়া তৎসমস্তকে ত্যাগ করতঃ শ্রীরামানুজ পাদপদ্মের সর্ব্বসন্তাপহারিণী ছায়াকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও যে তদীয় পথানুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন ইহা আমরা পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিয়াছি। সুতরাং কৃমিকণ্ঠের কর্কশ বাক্য ও অতি নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাকে ব্যথিত না করিয়া আনন্দিতই করিয়াছিল। নানাবিধ যন্ত্রণা দিবার পর নৃশংসগণ যখন তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল, তখন তিনি সেই দুরাত্মা-দিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ, তোমরাই আমার প্রকৃত বন্ধু। যে নয়নদ্বয় সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট না লইয়া গিয়া মানবমনকে মায়াময়ী নশ্বর সৃষ্টিতে আবদ্ধ রাখে, তোমাদের কৃপায় অদ্য আমি সেই দুই পরম শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলাম। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন"।

তাঁহাকে অবিচলিত চিত্তে সর্ব্ববিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে দেখিয়া ও তাঁহার অকপট আশীর্ব্বাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পাষাণতুল্য রাজপুরুষগণের হৃদয়েও কিঞ্চিৎ ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হইল। তাহারা তাঁহার উপর আর অধিক অত্যা-

চারি আঁ করিয়া পথপার্শ্বস্থ জনৈক ভিক্ষুককে ডাকিয়া তাহাকে আদেশ করিল, "তুই এই সাধুর হাত ধরিয়া ইহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া যা। কিছু অর্থ দিতেছি পথে ব্যয় করিস্"। ভিক্ষুক আনন্দের সহিত কুরেশকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া চলিল।

কথিত আছে ইহার অল্পদিবস পরেই কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট, ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। চোলরাজ শিবভক্ত হইলেও, হরি-হরে অভেদ জ্ঞান না থাকায়, তিনি বিষ্ণু-বৈষ্ণব দ্বেষী হইয়াছিলেন। এ দোষটি যে শৈবদেরই ছিল তাহা নহে, বৈষ্ণবগণও নিরতিশয় শিবদ্বেষী ছিলেন। কুরেশের ন্যায় মহাপুরুষ সঙ্কীর্ণমনা না হইতে পারেন, কিন্তু শিবকে লক্ষ্যপূর্ব্বক তাঁহারই উপহাসটি লইয়া বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে তিনি এতদ্দ্বারা শিবের ক্ষুদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং কোনও বৈষ্ণবের শিবভক্তি থাকা উচিত নহে। শিবমন্দিরে গমন করা দূরে থাকুক তদ্দর্শনেও মহাপাপ। ধাবমান মত্তহস্তীর পদতলে প্রাণত্যাগ করা ভাল, কিন্তু পথপার্শ্ববর্ত্তী শিবালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করা বৈষ্ণবোচিত কর্ম্ম নহে। কুরেশ প্রভৃতি আচার্য্যগণের আচরণ বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইলেও, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বা আধুনিক কোনও বৈষ্ণব তাঁহাদের হৃদ্গত ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শিবনিন্দা ও শিবদ্বেষ আপনাদের অঙ্গের ভূষণ করিয়া তুলিয়াছে, এবং তাহার যে ভীষণ, শোচনীয় ফল, তাহা তাহাদের ভোগ করিতে হইতেছে।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের দুই দল শিষ্য আছে। একদলের নাম তেঙ্গেলে ও অপর দলের নাম বাড়কেলে। ইহাঁরা সকলে নিরামিষাশী, জীবহিংসাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইঁহাদের মতে শৈব হিংসায় দোষ নাই, শুদ্ধ তাহা নহে; বাড়কেলে বলেন তেঙ্গেলে মারিলে দোষ নাই, এবং তেঙ্গে-লেও বলেন বাড়কেলের সর্ব্বনাশ করাই তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শিবনিন্দা করিলে সর্ব্বত্র এইরূপ শোচনীয় ফল হয়। (ক্রমশঃ)

শঙ্কর প্রসঙ্গ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]　　[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

ইতিপূর্ব্বে কালাড়ি গ্রামের একটী মানচিত্র বিশেষ প্রদত্ত হইয়াছে, এস্থলে পাঠকগণ তাহা একবার স্মরণ করুন। কালাড়ির উত্তর সীমা একটী পাকা

রাস্তা। এই রাস্তাটী কোচিন হইতে ট্রিভেণ্ড্রাম অভিমুখী রাজপথ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে মালাইতুর নামক গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমি ও কুঞ্জনমেনন কালাডির পশ্চাৎভাগের মাঠের উপর দিয়া আসিয়া এই পথ পার হইয়া কালাডির ভিতরে প্রবেশ করি। যে পথটী গ্রামের মধ্যে গিয়াছে, সেটী একটী সরু কাঁচা রাস্তা, উভয় পার্শ্বে বাটীর চতুষ্পার্শস্থ বাগানের কাঁখি দেওয়া বেড়া। মধ্যে মধ্যে বাঁশের ঝাড় পথটীর উপরে একটু একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এ স্থানের দৃশ্য কতকটা বঙ্গদেশের পল্লিগ্রামের মত। এই পথে কিয়দ্দূর যাইয়া আলোয়াই নদীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। ঠিক তীরের উপরেই একটী পতিত বাগানের মত খানিকটা বেড়া দেওয়া জমির উপর দিয়া গমন কালে বন্ধুবর কুঞ্জনমেনন ঐ স্থানটীর প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, বলিলেন ইহাই শংকরের জন্মভূমি। তাহার পর সম্মুখে একটী মন্দির ও তৎসংলগ্ন পাকা বাটী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া গেল, শুনিলাম ইহাই সেই শঙ্করের কুল দেবতা বিষ্ণুর মন্দির। এই মন্দিরকে ডান দিকে ফিরিয়া আর একটু যাইয়া নদীতীরে একটী ঘাটে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম এই ঘাটেই শংকরকে কুমীরে ধরে, এই ঘাটেই শংকর মাতার নিকট হইতে সন্ন্যাসের অনুমতি পান। ঘাটটী প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, খুব প্রাচীন।

এই সময় সন্ধ্যার প্রাক্কাল। বড় গাছের উপর কেবল সূর্য্যরশ্মি রহিয়াছে: আমরা ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল পথ আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি সুতরাং ঘাটের উপর বসিয়া পড়িলাম। নাতিশীতোষ্ণ মালাবার দেশে এখন বসন্ত-কাল, অপরাহ্ণের মৃদুমন্দ সমীরণ, বড়ই চিত্তপ্রফুল্লকর। সম্মুখে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি নাতিবৃহৎ আলোয়াই নদী মন্থর গতিতে প্রবাহিত। পরপারে একটী সমৃদ্ধিশালী পল্লিগ্রামের উদ্যান প্রভৃতির সতেজ বৃক্ষ নিচয়ের শোভা নয়নযুগল আকৃষ্ট করিতেছে। আলোয়াই নদীর জলপ্রবাহ দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া নদী বক্ষে একটী চরভূমি বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। এ পারে আমাদের উভয় পার্শ্বে কালাডি গ্রামের নানা জাতীয় বৃক্ষ সমূহ নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। শিরোপরে নির্ম্মল অপরাহ্ণের নভোমণ্ডল প্রাণে কি এক উদাস ও অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। ইহার উপর শংকরের স্মৃতি, সেই জ্ঞানসূর্য্য শংকরের কীর্ত্তি-রশ্মি হৃদয়ের অজ্ঞান মেঘরাশি ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতেছিল

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী নম্বুরী ব্রাহ্মণ স্নানার্থ ঘাটে আসিলেন। বন্ধুবরকে বলিলাম- যে ইহার নিকট হইতে শংকর সম্বন্ধে যাবতীয় কথা সংগ্রহ করুন। বন্ধুবর ইহাঁর সহিত আলাপ করিলেন ও আমার পরিচয় দিয়া নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইনি একজন শংকরের জ্ঞাতি-কুলের বংশধর। কথায় কথায় ইনি আমাদিগকে শংকরের মাতার সৎকার স্থান অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিলেন। সুতরাং আমরা তৎক্ষণাৎ তথায় যাইতে উদ্যত হইলাম। বন্ধুবর ব্রাহ্মণটীকে সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করায় তিনিও আমাদের সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। ঘাটের পূর্ব্ব-ভাগে প্রায় দুই শত হস্ত দূরে সেই বাগানটীর পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে আসিলাম। দেখিলাম একটী প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকটে একটী ১০।১২ হাত পরিমিত ভূমি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিম দিকে একটী ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বার। প্রাচীর-গাত্রে ২৫।৩০টা বড় বড় লৌহের প্রদীপ প্রোথিত। বোধ হইল প্রদী পগুলি মধ্যে মধ্যে জ্বালা হয়, কারণ তৈলের ধারার সহিত ধুলা মিশিয়া প্রাচীর গাত্র ময়লা হইয়া রহিয়াছে। উপরে কোন ছাদ না থাকায় প্রাচীর মধ্যস্থ ভূখণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্য গুল্ম প্রভৃতি জন্মিয়াছে। প্রাচীরটী পুরাতন বোধ না হওয়ায় ব্রাহ্মণটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে কোন সময়ে ট্রাভ্যাঙ্কোরের রাজা ঐ স্থানটী দর্শনে আসেন, এবং তাঁহারই আদেশে এই স্থানটী প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া রাখা হয়। এদিকে সন্ধ্যার আগমনে অন্ধকারহওয়ায় আমরা আবার ঘাটে ফিরিয়া আসিলাম।

ইতিমধ্যে কুঞ্জনমেননের মামাত ভাই সেই ফরেষ্ট অফিসারটী মাণিক্যমঙ্গল নামক নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম হইতে নায়ার জমীদার বংশীয় একটী যুবকের সহিত আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটীও ফরেষ্ট বিভাগের কর্ম্মচারী, তিনি আনন্দ সহকারে আমাদিগকে তথায় আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমরাও তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় সম্মতি প্রদান করিলাম। শুনিলাম এ গ্রাম শংকরের সময় খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের পর, মাতার নিকট প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি মাতার মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন ও তাঁহার সৎকার কালে জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কোন সাহায্য না পাওয়ায়, জ্ঞাতিগণের প্রতি শাপ দেন তাহার পর হইতেই এ গ্রামটীর অবনতি। পূর্ব্বে ইহা জনপূর্ণ ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম ছিল, এক্ষণে ইহা প্রায় জনশূন্য ও সিরিয় ক্রিশ্চানপ্রধান এবং অবস্থা অতি

শোচনীয়। ৬০।৭০ ঘর সিরিয় ক্রিশ্চান, ২ ঘর নম্বুরী ব্রাহ্মণ, ও ৩।৪ ঘর নায়ার বংশ মাত্র বর্ত্তমান। শুনিলাম এই দুই ঘর নম্বুরীই শংকরপ্রদত্ত শাপগ্রস্ত কতি পয় নম্বুরী বংশের অবশেষ। অপর বংশগুলি লুপ্ত ও গ্রামান্তরে বসতি করেন। শাপ হইতে মুক্তি লাভের আশাই তাঁহাদের পলায়নের হেতু। দেখিতে দেখিতে আর একটী নম্বুরী ব্রাহ্মণ স্নানার্থ আসিলেন, ইনিও শংকরের জ্ঞাতি-কুলসম্ভূত। সুতরাং ইহাঁদের নিকট হইতে অনেক কথা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। ইহাঁরা উভয়ে শাপগ্রস্ত বংশ সম্ভূত ইহাঁদের নাম যথাক্রমে রমন নম্বুরী ও দামোদর নম্বুরী। ইহাঁদের বাটীতে কোন সন্ন্যাসী আর ভিক্ষা করেন না। তবে বেদপাঠ ইহাঁরা এখনও করিয়া থাকেন; কারণ ইহাঁরা বলিলেন যে, শংকর শাপ দিবার পর তাঁহার নিকট ইহাঁরা ক্ষমা ভিক্ষা করেন ও পুনঃ বেদপাঠে অধিকার প্রাপ্ত হন। শংকর তৃতীয় শাপ দিয়াছিলেন যে যেমন তাঁহাকে তাঁহার বাটীর উদ্যানের এক কোণে মাতার সৎকার করিতে জ্ঞাতিগণ বাধ্য করিয়াছিল তদ্রূপ প্রতি ঘরে মৃতের সৎকার প্রতি বাটীর উদ্যানের এক কোণে যেন হয়। বলিতে কি এ আচার অদ্যাবধি এ দেশে বর্ত্তমান সমগ্র নম্বুরী সমাজ ইহা পালন করিয়া থাকে। আমার কিন্তু বোধ হইতে লাগিল যে শেষোক্ত আচারটী যেন শংকরের পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কারণ কয়েকটী জ্ঞাতি কুল তাঁহার সহিত শত্রুতা করাতে কি জন্য অন্যান্য কুলও তাহার ফলভোগ করিবে। তাহা ব্যতীত ইহাঁরা বলিলেন যে শংকর এই গ্রামস্থ জ্ঞাতি নম্বুরীদিগকে শাপ দিয়াছিলেন, সমগ্র নম্বুরী সমাজকে শাপ দেন নাই। ইহাই আমার এরূপ অনুমানের হেতু। এদেশে আজকাল দেখা যায় যাহা গৌরবের, যাহা সম্মানের, যাহাতে প্রশংসনীয় কিছু আছে তাহার প্রতিষ্ঠা বা প্রবর্ত্তন প্রথমত শংকরের নামে আরোপিত হয় তাহার পর পরশুরামের উপর, এবং সর্ব্বশেষে আরও কয়েকটি মহাত্মাদের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এটী কিন্তু অনুসন্ধানের বিষয়। কারণ অনেক প্রথা আছে, যাহা এদেশবাসী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না কোন্‌টী কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত।

অতঃপর আমরা শাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে ইহাঁরা বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শংকরের মাতার সৎকার কালে শংকরকে কোনরূপ সাহায্য না করায় এমন কি অগ্নি পর্য্যন্ত না দেওয়ায় তিনি ঐরূপ শাপ দেন। তখন আমরা ঐরূপ করিবার কারণ কি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,

তাহাতে তাঁহারা বলেন যে শংকরকে সমাজচ্যুত করা হয় সুতরাং কোন নম্বুরী, নম্বুরী ভৃত্য বা কোন নায়ার তাঁহার নিকট যায় নাই। আমরা সমাজ-চ্যুতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন যে শংকরের পিতা শিবগুরুর বৃদ্ধ বয়সে শংকরের জন্ম হয়। অতি শৈশবে শংকরের পিতৃবিয়োগ হয়। শংকরের মাতা বৃদ্ধা আর্য্যাম্মা সংসারে অপর কেহ না থাকায় শিশু শংকরকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। শংকরের মাতুল বংশ কালাডি হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ২৪মাইল দূরে পাঝুর নামক গ্রামে অদ্যাবধি বাস করিতে-ছেন। এ স্থানে যাইতে হইলে "এরনাকুলাম" নামক ষ্টেসনে নামিয়া ১৬ মাইল পূর্ব্বদিকে যাইতে হয়। "এরনাকুলাম" সোরনুর—কোচিন রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন, এই স্থান হইতেই কোচিন যাইতে হয়। পাঝুর গ্রামে শংকরের মাতুল বংশ অতিশয় ধনশালী। এই বংশের নাম "মেলপাঝুর"। মাতুলালয়ে শংকর প্রায় ৩।৪ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত থাকেন, তাহার পর মাতার সহিত কালাডি ফিরিয়া আসেন। অতিশৈশব শংকর অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, সুতরাং মাতা পঞ্চম বৎসরেই উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া শংকরকে গুরু গৃহে পাঠান। এই গুরুবংশ অদ্যাপিও বর্ত্তমান ইহাঁদের বংশের নাম "পায়-মাক্কেল" ইহাঁরা এক্ষণে সোরনুরের নিকট বাস করেন। ইহাঁদের বংশের কয়েক ঘর শিষ্য এখনও কালাডির নিকট বাস করেন। কালাডির অবনতিতে ইহাঁরা পরে সোরনুরে উঠিয়া যান।

গুরুগৃহে শংকরের প্রতিভা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল, শীঘ্রই গুরুর সমু-দয় বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া শংকর গৃহে ফিরিলেন। এই সময় শংকর মাতুলনি-কটে থাকিয়া শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের সহিত ইহাঁর শাস্ত্রীয় তর্ক প্রভৃতি প্রায়ই হইত, ক্রমে সমাজের অবস্থা ইহাঁর পরিচয় হইতে লাগিল। বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বাহ্যাড়ম্বরে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে ব্রাহ্মণগণের অধোগতি অনিবার্য্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। বালসুলভ চাপল্যবশতঃ বৃদ্ধগণের লক্ষ্য ভ্রষ্ট আচার ক্রমে অবনতির পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপে কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বৃদ্ধগণের সক্রোধ প্রতিবাদ ও কটূক্তিতে কিছুমাত্র ভীত বা সংকুচিত না হইয়া সমুচিত বাক্য প্রয়োগে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই সমস্ত কারণে অনেকেই বালক শংকরের বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। বালকের কথায় নিজ দোষ দেখিয়া, অতি অল্প ব্যক্তিই বয়োবৃদ্ধ হইয়াও মস্তক অবনত করিতে

সম্মত হইলেন। এদিকে শংকর নিঃস্ব ছিলেন না, পিত্রালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জ্ঞাতিগণভুক্ত সম্পত্তি শংকরের মাতা নিজেই পর্য্যবেক্ষণ করাতে জ্ঞাতিগণ ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিলেন। তাহার পর শংকর জাতীয় কল্যাণ কামনায় বিদ্যাবিবাদে ব্যাপৃত হইয়া অনেকের চক্ষুঃশূল হইতেছিলেন। এই সকল কারণে শংকর ও তাঁহার মাতার ক্রমে ক্রমে শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে শংকরের মনে সন্ন্যাস বাসনা বলবতী হইল। জীবনের অনিত্যতা বোধ ও জীবের কল্যাণ কামনা একত্র হইয়া বৃদ্ধা অসহায়া জননীর কষ্টের গুরুত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। নিজ জননীর কষ্ট ও সমগ্র মানব জাতীর কষ্ট একত্র তুলনা করিয়া মানবজাতীর কষ্ট-মোচনই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। নিজের অল্পায়ুঃ পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়া একে একে উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হওয়া তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনে অসম্ভব স্থির করিলেন। মাতৃসেবা সমাপন করিয়া জীবের কল্যাণসাধন জন্য কাল বিলম্ব করিলে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য অসিদ্ধ থাকিয়া যাইবে। অগত্যা শংকর মাতৃসেবা পরিত্যাগ জনিত পাপভার বহন করিয়াও জীবের কল্যাণ নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। মাতার অনুমতি অসম্ভব বুঝিয়া কৌশলে উহা লাভ করিলেন। গৃহের সন্নিকটস্থ নদীতে অব-গাহন কালে, কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত বলিয়া মাতাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মাতা বিহ্বলা হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে শংকর নিজের শেষ সময় জ্ঞাপন করিয়া মাতার নিকট সন্ন্যাসের ভিক্ষা চাহিলেন। সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না বলিয়া জীবনের শেষ ভিক্ষা মাতার চরণে নিবেদন করিলেন। মাতা পুত্রের মঙ্গল কামনায় তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কুম্ভীর শংকরকে ছাড়িয়া দিল, শংকর মাতার সহিত গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু গৃহত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসে কৃতসংকল্প-শংকর গৃহে বাস এক্ষণে অন্যায় বলিয়া মাতার নিকট বিদায় চাহিলে জননী নিরুত্তর থাকিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শংকর বোরুদ্য-মানা জননীকে নানাবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। গৃহত্যাগ করিয়া শংকর কেরল ভূমিও পরিত্যাগ করিলেন। স্বদেশ পরিত্যাগ করিলে নম্বুরিগণের জাতিচ্যুতি ঘটে, শংকর আজ তাহাও করিলেন। তীব্র ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসা আজ শংকরকে কোন বাধাই দিতে পারিল না।

কর্ম্মমিমাংসা পক্ষপাতী কর্ম্মপরায়ণ নম্বুরী কুলের শংকর আজ দেশাচার বিরুদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ মানসে স্বদেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। গমনকালে কতিপয় প্রতিবেশী দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতিগণকে মাতার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে বলিয়া জননীর সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যাইলেন। নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতিগণ শংকরের মাতার বিরোধি থাকায় শংকর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন নাই।

শংকর জননী পিত্রালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহাঁদেরই নিকট হইতে বিষয় স্বহস্তে গ্রহণ করায় ইহাঁরা তাঁহারও উপর কুপিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইতে পারায় বারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। শংকরের কুল লোপ হইলে যাহা তাঁহাদেরই হইত, যাহা তাঁহারা মধ্যে কিছুদিন ভোগ দখল করিয়াছিলেন তাহা আজ হস্তচ্যুত হইল দেখিয়া ক্রোধ চরম সীমায় উঠিল। তাঁহারা এইবার শেষ পন্থা অবলম্বন করিলেন যাহাতে উক্ত সম্পত্তিতে শংকরের বা তাঁহার মাতার কোন স্বত্ব না জন্মে শংকর ভ্রষ্টার সন্তান, শংকর বিধবার সন্তান, ইত্যাদি কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। যাহা হউক এ কথা তখন জনসমাজে স্থান পাইল না, লোকে কেহ বিশ্বাস করিল না। যে সমস্ত জ্ঞাতিগণ শংকরের মাতার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত তাহারা ঐ সব কথার প্রতিবাদ করিতেছিল কাজেই উহা কাহারো নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় নাই। এদিকে শংকর নিরুদ্দেশ ৫।৭ বৎসর কাটিয়া গেল কোন খবরই নাই। জ্ঞাতিগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে এবং শংকরজননীর মৃত্যুকাল অপেক্ষা করিতেছে। শংকর জননী ক্রমে পীড়াগ্রস্তা হইলেন। গৃহত্যাগকালে রোরুদ্যমানা জননীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে শংকর জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুকালে যেখানেই থাকুন, জননী সমীপে সমাগত হইবেন। বলিয়াছিলেন "মা! তুমি অন্তিমকালে আমায় স্মরণ করিলেই তোমার স্তন-দুগ্ধের আস্বাদ আমার স্মরণ পথে উদিত হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার চরণান্তিকে উপস্থিত হইব। আরও বলিয়াছিলেন আমি সন্ন্যাসী হইলেও তোমার সৎকার করিব, আমি তোমার শ্রাদ্ধশান্তি করিব, আমি বিদেশস্থ

* যে সময়ে শংকর জন্মগ্রহণ করেন সে সময় তাঁহার পিতার বৃদ্ধাবস্থা। অতি শৈশবেই পিতার মৃত্যু হয়। (যিনি এই গল্প আমাদিগকে শুনাইতেছিলেন তাঁহার অনুমান ১ বৎসরের ভিতর)। শংকর জননী নিজ বাটী ত্যাগ করিয়া শিশু শংকরকে লইয়া ৩।৪ বৎসর ১২ ক্রোশ দূরে নিজ পিত্রালয়ে বাস করেন। এই সমস্ত ঘটনা দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধির সুন্দর সহায় হইল।

গৃহীপুত্রের ন্যায় তোমার সম্বন্ধে সমস্ত সমাচরণ করিব"। আজ সেই জননী পীড়ায় কাতর হইয়া শংকরকে স্মরণ করিলেন, শংকর বহুদূরে দিগ্বিজয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও হঠাৎ আজ মাতৃস্তনদুগ্ধের আস্বাদ জিহ্বায় অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে শিষ্যগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হন। জ্ঞাতিগণ শংকরকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মাতৃসেবায় তৎপর শংকর যে কয়দিন মাতার নিকট থাকেন সন্ন্যাসের আচার পালনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। জ্ঞাতিগণ এইরূপ দেখিয়া চিন্তিত হইলেন ভাবিলেন শংকর বুঝি বা আবার গৃহী হয়, প্রদত্ত সম্পত্তি বুঝি বা আবার কাড়িয়া লয়। (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

মুরশিদাবাদ রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমে স্বামীজি ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, হোম, বেদপাঠ এবং সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। আশ্রমস্থ বালক গণের মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত বেদগান সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। এতদুপলক্ষে স্কুলের সমুদয় ছাত্র ও সমাগত বন্ধুবান্ধব-গণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হয়। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে স্বামী অখণ্ডানন্দের অদম্য উৎসাহ ও অদ্ভুত অধ্যবসায়ে আশ্রমটির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। নানাবিধ শিল্পশিক্ষার প্রসার এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু স্থানাভাব হওয়ায় তিনি সত্বর উপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণে ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহাতে সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। অর্থাদি সাহায্য এবং পত্রাদি মহুলা পোঃ আঃ মুরশিদাবাদ ঠিকানায় পাঠাইলেই হইবে।

গত ৪ঠা চৈত্র রবিবার ঢাকার তৃতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু বরদা প্রসাদ রায় এম, এ, বি, এল মহাশয় জগন্নাথ কলেজগৃহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও রাম-কৃষ্ণ মিশনসম্বন্ধে অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। সভায় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। জজ কোর্টের উকিল বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিছুকাল বক্তৃতা করিলে জজ কোর্টের উকিল বাবু কালি নাথ চট্টোপাধ্যায় কিছু বলেন। তৎপর জুবিলী স্কুলের শিক্ষক বাবু মথুরা মোহন চক্রবর্ত্তী স্বামীজি কর্ত্তৃক আমেরিকায় প্রদত্ত My Master নামক বক্তৃতার কতক অংশ পাঠ করিলে পরমহংসদেব সম্বন্ধে একটী গান হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সাবধান, তোমাদের লক্ষ লক্ষ পিতৃপুরুষ তোমাদের প্রত্যেক কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন! সেই ব্রত কি, যে ব্রত সাধনোদ্দেশ্যে প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানের জন্ম? মনুমহারাজ মহা স্পর্দ্ধার সহিত ব্রাহ্মণের জন্মের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই?

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

'ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে'—ধর্ম্মরূপ ধনভাণ্ডারের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের জন্ম। আমি বলি, এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে কোন নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তাহারই জন্মগ্রহণের কারণ—'ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে'। অন্যান্য সকল বিষয়কেই আমাদের জীবনের সেই মূল উদ্দেশ্যের অধীন করিতে হইবে। যেমন সঙ্গীতে একটী প্রধান সুর থাকে, অন্যান্য সুরগুলি তাহারই অধীন, তাহারই অনুগত হইয়া তবে সঙ্গীতে ঠিক লয় হইয়া থাকে এখানেও তাহাই করিতে হইবে। এমন জাতি থাকিতে পারে, যাহাদের মূলমন্ত্র—রাজনৈতিক প্রাধান্য—ধর্ম্ম ও অন্যান্য সমুদয় বিষয় তাহাদের এই মূল উদ্দেশ্যের নিম্নস্থান অধিকার অবশ্যই করিবে। কিন্তু এই আর এক জাতি রহিয়াছে, যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য—যাহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র এই যে—এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী ভ্রমমাত্র, মিথ্যা—ধর্ম্ম ব্যতীত আর যাহা কিছু—জ্ঞান বিজ্ঞান ভোগ ঐশ্বর্য্য নাম যশ ধন দৌলত—সবই উহার নিম্নে। তোমাদের রাজার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব—তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য বিদ্যা, তাঁহার ধন মান পদমর্য্যাদা সবই তাঁহার ধর্ম্মের অধীন—ধর্ম্মের সহায়ক করিয়াছেন—যে ধর্ম্ম যে আধ্যাত্মিকতা, যে পবিত্রতা হিন্দুজাতির, প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের জন্মগত সংস্কারস্বরূপ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার লোকের মধ্যে—একজন যাহার মধ্যে হিন্দুজাতির জীবনের মূলশক্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান, যাহার আর কিছু নাই, অর্থাৎ প্রাচীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত সম্প্রদায়, আর একজন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলি নকল হীরা জহরত লইয়া বসিয়া আছে অথচ যাহার ভিতর সেই জীবনপ্রদ শক্তিসঞ্চারী আধ্যাত্মিকতা নাই—এই উভয় সম্প্রদায়ে যদি তুলনা করা যায়, তবে আমার বিশ্বাস—সমবেত শ্রোতৃবর্গ সকলেই একমত হইয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায়েরই পক্ষপাতী হইবেন—কারণ, এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের উন্নতির কতকটা আশা করিতে পারা যায়। তাহার একটা ধরিবার জিনিষ আছে। জাতীয়

মূলমন্ত্র তাহার প্রাণে জাগিতেছে—সুতরাং তাহার বাঁচিবার আশা আছে—শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যেমন কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে, যদি তাহার মর্ম্মে কোন আঘাত না লাগিয়া থাকে, তাহার মর্ম্মস্থান যদি অব্যাহত থাকে, তবে অন্য কোন অঙ্গে যতই আঘাত লাগুক না, তাহাকে সাংঘাতিক বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ আমাদের জাতির মর্ম্মস্থানে ঘা না লাগিলে তাহার বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এইটী বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদসর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল—সুতরাং ফল দাঁড়াইল—সম্পূর্ণ ধ্বংস।

অতএব হে বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইহাই পথ—আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে অমূল্য ধর্ম্মধন উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি—তাহাই প্রাণপণে ধরিয়া থাকাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ, যে দেশে বড় বড় রাজারা আপনাদিগকে প্রাচীন রাজগণের অথবা পুরাতন দুর্গনিবাসী পথিকদিগের সর্ব্বস্বলুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যারণগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ না করিয়া অরণ্যবাসী অর্দ্ধনগ্ন তাপসগণের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন? তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক, শুন—আমাদের মাতৃভূমিই সেই দেশ। অন্যান্য দেশে বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণ আপনাদিগকে কোন প্রাচীন রাজার বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, এখানে বড় বড় রাজারা আপনাদিগকে কোন প্রাচীন ঋষির বংশধর বলিয়া প্রমাণে সচেষ্ট। এই কারণেই আমি বলিতেছি, তোমরা ধর্ম্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্ম্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর—কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ-ভারত অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত হইয়া

ভবিষ্য ভারত।

আবির্ভূত হইবে—আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে—আমার বিশ্বাস—ভারত কোন কালে যাহা ছিল না, শীঘ্রই সে শ্রেষ্ঠতার অধিকারী হইবে। প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের বংশধরগণের এই অদ্ভুতপূর্ব্ব অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহারা পরলোকে আপন আপন স্থান হইতে তাঁহাদের বংশধরগণকে এরূপ মহিমান্বিত, এরূপ মহত্বশালী দেখিয়া আপনাদিগকে মহা গৌরবান্বিত জ্ঞান করিবেন। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, ঘুমাইবার আর সময় নাই। আমাদের কার্য্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। তাঁহাকে জাগাও আর নূতন জাগরণে নব প্রাণে পূর্ব্বাপেক্ষা মহাগৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। আর যিনি শৈবদিগের শিব, বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণু, কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম, বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, জৈনদিগের জিন, ঈশাহি ও য়াহুদীদিগের যাহে, মুশলমানদিগের আল্লা, বৈদান্তিকদিগের ব্রহ্ম, যিনি সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের প্রভু, সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষ যাঁহার সম্পূর্ণ মহিমা ভারতই কেবল জানিয়াছিল (প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান ভারতই কেবল লাভ করিয়াছিল, আর কোন জাতিই প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তোমরা হয় ত আমার একথায় আশ্চর্য্য হইতেছ, কিন্তু অন্য কোন শাস্ত্র হইতে প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বাহির কর দেখি। অন্যান্য জাতীর এক এক জন জাতীয় ঈশ্বর, বা জাতীয় দেবতা ছিল—যাহুদীর ঈশ্বর, আরাবের ঈশ্বর ইত্যাদি আর সেই ঈশ্বর আবার অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের দয়াময়ত্ব, তিনি যে পরম দয়াময়, তিনি যে আমাদের পিতা, মাতা, সখা, প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা—এ তত্ত্ব কেবল ভারতই জানিত) সেই দয়াময় প্রভু আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমাদিগকে শক্তি দিন, যাহাতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।

ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
ওঁ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মাবিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

আমরা যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহা যেন ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায় আমাদের পুষ্টি বিধান করে, আমাদের উহা বলস্বরূপ হউক, উহা দ্বারা আমাদের এমন বীর্য্য উৎপন্ন হউক যে, আমরা যেন অপরের কিছু সাহায্য করিতে পারি। আমরা—আচার্য্য ও শিষ্য যেন কখনও পরস্পর বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।"

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে রাজা প্রস্তাব করিলেন, স্বামীজির রামনাদে শুভ পদার্পণের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক।

স্বামীজি যে কয়দিন রামনাদে ছিলেন, অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আসিত। একদিন তিনি এখানকার খৃষ্টীয়ান স্কুলগৃহে একটী বক্তৃতা দেন। স্বামীজির সম্মানার্থ একদিন রাজপ্রাসাদে দরবার হয়। এখানেও তাঁহাকে তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। এখানে স্বামীজি একটী সুন্দর ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দেন—তাহাতে তিনি বলেন, রামনদাধিপ যদিও সাংসারিক পদমর্য্যাদায় খুব উচ্চ, তথাপি তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরে যুক্ত। স্বামীজি এই কারণে তাঁহাকে রাজর্ষি আখ্যা প্রদান করিলেন। এখানে স্বামীজি একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন, উহা ফনোগ্রাফে তোলা হয় তাহাতে তিনি ভারতে শক্তিপূজার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেন। রবিবার সন্ধ্যাকালে এই দরবার হয়। ঐ দিনই নিশীথকালে স্বামীজি রামনাদ হইতে যাত্রা করিলেন।

পরমকুডি অভিনন্দন।

রামনাদ হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া স্বামীজি পরমকুডি নামক স্থানে পঁহুছিলেন। তৎস্থান নিবাসিগণ পরম সমারোহ সহকারে স্বামীজির অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা স্বামীজিকে একখানি অভিনন্দন পত্রও প্রদান করেন। এই অভিনন্দন পত্রে তাঁহারা স্বামীজির পাশ্চাত্য প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্য শিষ্যগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যেরা আপনার ধর্ম্মোপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সায় দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—উহা তাহাদের জীবনকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে।

আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিগণের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, যাঁহারা তপস্যা ও আত্মসংযমদ্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া মানবজাতির প্রকৃত আচার্য্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পরমকুড়ি অভিনন্দনের উত্তর।

স্বামীজি এই অভিনন্দনের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইলঃ—

"আপনারা আমাকে যেরূপ যত্নসহকারে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে কি ভাষায় ধন্যবাদ প্রদান করিব, তাহা আমি খুঁজিয়া পাইতেছিনা। তবে যদি আমাকে অনুমতি করেন ত আমি বলিতে চাই, লোকে আমাকে পরম যত্নের সহিত অভ্যর্থনাই করুক অথবা আমাকে দূর দূর করিয়া এখান হইতে তাড়াইয়াই দিক, আমার স্বদেশের প্রতি, বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কিছু ইতরবিশেষ হইবে না, কারণ, আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছি—"কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করা উচিত—আমাদের ভালবাসাও নিষ্কাম হওয়া উচিত"। পাশ্চাত্য দেশে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহা অতি অল্পই—এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই; যিনি আমাপেক্ষা শতগুণ কার্য্য করিতে না পারিতেন। আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া আছি, যেদিন মহা মনীষী ধর্ম্মবীরগণ অভ্যুত্থিত হইয়া সমগ্র জগতে ভারতের অরণ্যরাজি হইতে সমুত্থিত ও ভারতভূমির নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগতত্ত্ব প্রচার করিবেন। মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সব জাতির মধ্যে যেন একটা সংসারে বিরক্তির ভাব আসিয়া থাকে। তাহারা দেখে, তাহারা যে কোন মতলব করিতেছে, তাহাই যেন হাত ফস্‌কিয়া পলাইতেছে, প্রাচীন আচার প্রথাগুলি যেন সব ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সব আশা ভরসা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সবই যেন আল্‌গা আল্‌গা হইয়া যাইতেছে। জগতে দুই প্রকার বিভিন্ন ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—এক ধর্ম্মভিত্তির উপর, আর এক সামাজিক প্রয়োজনের উপর। একটীর ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, অপরটীর জড়বাদ। একটীর ভিত্তি অতীন্দ্রিয়বাদ, অপরটীর প্রত্যক্ষবাদ। একটী এই ক্ষুদ্র জড় জগতের সীমার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে, এবং এমন কি, অপরটীর সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া

আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের তরঙ্গগতিতে আবির্ভাব ও তিরোভাব।

কেবল আধ্যাত্মিক ভাব লইয়াই জীবন যাপন করিতে সাহসী হয়, অপরটী নিজের চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখিতে পায়, তাহারই উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তৃপ্ত; সে আশা করে, ইহারই উপর সে জীবনের দৃঢ় ভিত্তিস্থাপনে কৃতকার্য্য হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কখন কখন অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়, তাহার পরই আবার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে—যেন তরঙ্গবৎ গতিতে একটীর পর আর একটী আসিয়া থাকে। এক দেশেই আবার বিভিন্ন সময়ে এই বিভিন্ন তরঙ্গ দেখিতে পাইবে। এক সময়ে জড়বাদ পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকে—ঐশ্বর্য্য সম্পদের উপায় যতই আবিষ্কৃত হয়, ততই জীবনের সমুদয় অংশই যেন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, যে শিক্ষায় অধিক অন্নাগমের উপায় হয়, যাহাতে অধিক সুখলাভের উপায় হয়, তাহারই আদর হইতে থাকে। ক্রমে এই অবস্থা হইতে আবার অবনতি আরম্ভ হয়। সৌভাগ্য সম্পদ্ হইলেই মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঈর্ষ্যাদ্বেষও প্রবলাকার ধারণ করে। পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই যেন তখনকার যুগধর্ম্ম হইয়া পড়ে। 'চাচা আপনা বাঁচা'—ইহাই তখন সকলের মূলমন্ত্র স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন লোকে আবার বুঝিতে আরম্ভ করে যে, তাইত কর্লুম কি, সবই যে বৃথা হোল, ধর্ম্ম সহায় না হইলে,—ক্রমশঃ জড়বাদের গভীর আবর্ত্তে মজ্জমান জগতের সাহায্যার্থ ধর্ম্ম অগ্রসর না হইলে,—জগতের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। তখন লোকে নব আশায় আশান্বিত হইয়া নব অনুরাগে নূতন ভাবে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন ভিত্তির পত্তন করে। তখন ধর্ম্মের আর এক বন্যা আসে।

কালে আবার ইহার অবনতি হয়। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয় * যাহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়া দাবী করিয়া থাকে। ইহার অব্যবহিত ফল,—পুনরায় জড়বাদের দিকে গতি। জড়বাদের দিকে গতি একবার আরম্ভ হইলে—বিভিন্ন প্রকার শত শত বিষয়ে একচেটিয়া দাবী আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এমন সময় আসে, যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নহে, তাহার

* এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে স্বামীজির বর্ত্তমান ভারত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। উদ্বোধন ১ম বর্ষ ১৯৯, ৩০৫ পৃষ্ঠা দেখ। অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশিত বর্ত্তমান ভারতের ১৬-১৮, ৪২ পৃষ্ঠায় দেখ। বর্ত্তমান ভারত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে ও প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার দোকানে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি অল্পসংখ্যক কয়েকটী ব্যক্তির একচেটিয়া হয়। এই অল্পসংখ্যক লোক সর্ব্বসাধারণের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন সমাজকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হয়। তখন জড়বাদ দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। যদি তোমরা আমাদের মাতৃভূমি ভারতভূমির দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—এখানেও এক্ষণে সেই ব্যাপার ঘটিতেছে। ইউরোপে তোমাদের ধর্ম্মপ্রচারার্থ একজন গিয়াছিলেন, আজ যে তোমরা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছ, ইউরোপীয় জড়বাদ ইহার পথ উন্মুক্ত করিয়া না দিলে ইহা অসম্ভব হইত। সুতরাং এক হিসাবে জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে—উহা সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া অধিকার দূর করিয়া দিয়াছে—অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তে যে অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল, এবং তাহারাও যাহার ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ অমূল্য রত্নের অর্দ্ধভাগ নষ্ট হইয়াছে, অপরার্দ্ধ এমন সকল লোকের হস্তে রহিয়াছে, যাহারা গরুর আবপাত্রে শয়ান কুকুরের মত নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবেনা।

পাশ্চাত্য সমাজের অসম্পূর্ণতা।

অপর দিকে আবার আমরা ভারতে যে সকল রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, সে সকল ইউরোপে যুগযুগ ধরিয়া রহিয়াছে, শত শত শতাব্দী ধরিয়া ঐ গুলি পরীক্ষিত হইয়াছে, আর সেগুলি যে সামাজিক প্রয়োজন পরিপূরণে অসমর্থ, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক শাসনসংস্থ সর্ব্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইযাছে আর এক্ষণে ইউরোপ অশান্তি সাগরে ভাসিতেছে, কি করিবে, কোথায় যাইবে বুঝিতে পারিতেছে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদের অত্যাচার অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটী ব্যক্তির হস্তে—তাঁহারা নিজেরা কোন কার্য্য করেন না, কিন্তু তাঁহারা লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কায করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখেন। এই ক্ষমতা বলে তাঁহারা সমগ্র জগৎ রক্তে প্লাবিত করিতে পারেন। ধর্ম্ম ও আর আর যাহা কিছু, সবই তাঁহাদের পদতলে। তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় শাইলকের শাসনে পরিচালিত হইতেছে। তোমরা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শুন,

সেগুলি বাজে কথা মাত্র। পাশ্চাত্যপ্রদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত, প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতগণের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। উভয়কেই পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে।

মনে করিও না, ইহাদের মধ্যে একটী দ্বারা মাত্র জগতের কল্যাণ হইবে। অপক্ষপাতী ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে সকলকেই সম্পূর্ণ সমান করিয়াছেন। অতি অধম অসুর প্রকৃতি মানবের পর্য্যন্ত এমন কিছু গুণ আছে, যাহা একজন মহাসাধুরও নাই। অতি নগণ্য কীটেরও এমন কিছু গুণ থাকিতে পারে, যাহা হয়ত মহাপুরুষেরও নাই। অতি দরিদ্র শ্রমজীবী, তুমি মনে করিতেছ, যাহার জীবনে ভোগ করিবার কিছু নাই, যাহার তোমার মত বুদ্ধি নাই, যে বেদান্ত দর্শনাদি বুঝিতে পারে না, তাহার শরীর কিন্তু তোমার মত কষ্টে অত কাতর হয় না। তুমি তাহাকে একরূপ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পার, পর দিনেই সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাহার জীবন ইন্দ্রিয়-গত, কিন্তু সে সেই ইন্দ্রিয় সুখভোগেই তৃপ্ত। সুতরাং তাহার জীবনে একদিকে যেমন সুখের অভাব, অপর দিকে তেমনি সুখের আধিক্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহার জীবনেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অতএব ঐন্দ্রিয়িক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক, ভগবান্ সকলকে অপক্ষপাতিতা সহ-কারে সম্পূর্ণ সমান সুখ দিয়াছেন। অতএব মনে করিও না, আমরাই জগতের উদ্ধার কর্ত্তা। আমরা জগৎকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারি বটে, কিন্তু আমরাও জগতের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। আমরা জগৎকে যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, জগৎ তাহার জন্য এক্ষণে অপেক্ষা করিতেছে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী ৫০ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানবজাতিকে তরবারি বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। তোমরা দেখিবে, যে সকল স্থান হইতে পাশববলে জগৎ শাসন এই ভাবের উদ্ভব, সেই স্থানগুলিতেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়—সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। জড়শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ যদি নিজের ভিত্তি সরাইয়া আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ স্থাপন না করে, তবে ৫০ বৎসরের মধ্যেই ইউরোপীয় সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদ্ই ইউরোপকে রক্ষা করিবে।

ভগবান্ সকলকে সমান করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারের অত্যাবশ্যকতা।

REGISTERED No. C 295.

Acc 261. Bk 371 1906

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

IMPERIAL LIBRARY 4 JUL 1906

সূচী।

	বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলন	শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়	...	...	২২৫
২।	বিরাট উপাসনা	স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী	...	...	২৩০
৩।	স্বামী বিবেকানন্দের পত্র	...	...	...	২৩১
৪।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র	স্বামী অভেদানন্দ	...	...	২৩৫
৫।	সংবাদ ও মন্তব্য	...	...	...	২৩৮
৬।	ভারতে বিবেকানন্দ	...	...	...	২৪১

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। ১লা বৈশাখ, ১৩১০ সাল।

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	
„ কর্ম্মযোগ	৷৷০	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৷
„ ভক্তিযোগ	৷৷০	„ কর্ম্মযোগ	৷৷০
„ চিকাগো বক্তৃতা	।০	„ চিকাগো বক্তৃতা	।০
„ বক্তৃতা ও পত্র	।০	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৷০
„ কথোপকথন	।০		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৷০

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলন।*

পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবকুমার রায় চৌধুরী
বরিশাল "সাহিত্য সম্মিলন" সম্পাদক

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার প্রীতিপূর্ণ নিমন্ত্রণপত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। নানাকারণে পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আপনি যে বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের সম্মিলনে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন ইহা বড়ই সুখের কথা। রবীন্দ্রবাবু সভাপতি, আপনি সম্পাদক আরও আনন্দের বিষয়। বন্ধুবিচ্ছেদের কথা শুনিলে আমার বড়ই দুঃখ হয়, বন্ধু সম্মিলনে তেমনি আনন্দ হয়। একদিকে উদীয়মান "অরুণ" কবির পবিত্র উষারশ্মি। অন্য দিকে মধ্যাহ্ন রবির পরিস্ফুট সৌষ্ঠব-গরিমা। ঈশ্বর আপনাদিগের উদ্যোগ সফল করুন, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হউক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য উন্নত ও পুণ্য হউক, এই আমার আন্তরিক কামনা।

প্রস্তাবিত সাহিত্য সম্মিলন সম্পর্কে আপনি আমার মত জানিতে চাহিয়াছেন, স্থানে স্থানে সাহিত্যিক-সম্মিলন যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে যে উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক-সম্মিলন, তাহা কি প্রকারে সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহা আলোচনা-সাপেক্ষ।

(১) প্রাদেশিক সমিতির সহিত সাহিত্য সমিতিকে সংযুক্ত না করিলেই ভাল হইত। যাঁহারা প্রাদেশিক সমিতিতে প্রতিনিধি তাঁহারাই সম্ভবতঃ সাহিত্যিক সম্মিলনে প্রতিনিধিরূপে আসন গ্রহণ করিবেন। এখন রাজনীতি যে প্রকার কড়া সুরে বাঁধা, তাহাতে লোকের চিত্ত আকুল হইবারই কথা। এমন অবস্থায়, সাহিত্যের কোমল পর্দ্দা কতদূর খাপিবে বলিতে পারি না। সুরেন্দ্র বাবুর মেঘমন্দ্রের পর, বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক

---

* আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ভাগলপুরের উকিল মাননীয় হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতে আহূত হন এবং স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারায় এই পত্রখানি প্রেরণ করেন।

সং—

প্রবন্ধ পাঠ, লোকের নিকট কতদূর প্রীতিকর হইবে জানি না। রাজনৈতিক নিষ্পীড়ন কাহিনীর অব্যবহিত পরে সাহিত্যের কোমলকান্ত পদাবলী কেমন অপ্রকৃত খাপছাড়া হইবে। রাজনৈতিক আলোড়নে, মনটা যাহা ক্ষণিক ও আশু মঙ্গলদায়ী তাহার দিকে স্বতঃই ধাবিত হয়। মানসিক অস্থির-অশান্তিতে সাহিত্য পুষ্ট হইবার কম সম্ভাবনা। বরিশালে রাজনৈতিক আলোচনায়, পাছে সাহিত্যিক-সম্মিলন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, এই আমার আশঙ্কা। রাজনৈতিক চিত্তচাঞ্চল্য উদ্বেগ উৎসাহ, সাহিত্যিক সুস্থির সুশান্ত সৌন্দর্য্যের বিরোধী। মনটা রাজনৈতিক ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত থাকিলে সাহিত্যানুরাগ অনেক সময় প্রাণহীন উদ্যমে পরিণত হয়।

(২) দুইটি বিশেষ অনুষ্ঠান এক সময়ে সমাহিত হইলে, সফলতা লাভ করা কঠিন। একটী অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ করিতে হইলে তাহার জন্য স্থানীয় লোকের বিশিষ্ট সাধনা প্রয়োজন। সেই সাধনার ফলে, ইংরাজিতে যাহাকে atmosphere বলে—অর্থাৎ অনুষ্ঠানের উপযোগী অবস্থা, তৈয়ারী হয়, সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের উপযোগী অবস্থা, রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের অনেকটা বিরোধী। দুইটী পরস্পর প্রতিযোগী অবস্থার একত্র সম্মিলন বা অব্যবহিত সমাবেশ সফলতার বিরোধী। জন্ মর্লি তাঁহার Compromise পুস্তকে এই রাজনীতি ও সাহিত্যবিষয়ক পরস্পর বিরোধিভাবের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"Practically and as a matter of history a society is seldom at the same time successfully energetic in temporals (i. e., political spirit etc) and spirituals (literary or intellectual spirit). The vast military and political strength of Germany for instance did not exist and was scarcely anticipated in men's minds during the time of her most strenuous passion for abstract truth and deeper learning and new criticism. In France never was political and national spirit so debilitated, so extinct as it was during the reign of Lewis the Fifteenth: her intellectual interest was never so vivid, so fruitful or so widely felt."—আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে, ধর্ম্ম-পরম-সত্য ও আনন্দপূর্ণ-শান্তির-ভাব যেমন জাতীয়-স্বার্থ-সীমা-বদ্ধভাবের বিরোধী হইয়াছিল, তেমনি অধুনা রাজনৈতিক অশান্তির

ভাব বঙ্গীয়-সাহিত্য-উৎকর্ষের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে আমি অবশ্য এ কথা বলি না, যে যখন রাজনীতির বড় জোর টান্, তখন অন্য লোকে সাহিত্যসেবা করিবে না। বরং সমাজের মঙ্গলবিধানের জন্য রাজনৈতিক চিত্তচাঞ্চল্যের আবর্ত্তে সাহিত্যটা যাহাতে 'মাঠে মারা' না যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। "It is an indispensable condition of social well-being that the divorce between political responsibility and intellectual responsibility, between respect for what is instantly practicable and search after what is only important in thought should not be too complete and universal." (John Morley's Compromise)—এখন এই প্রকার উন্মত্ত রাজনৈতিক অবস্থায় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কি প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা সাহিত্য-সেবিগণের বিবেচ্য। এ বিষয় রবি বাবুর ও আপনাদিগের কি মত জানাইলে সুখী হইব।

(৩) আমার মনে হয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য সাহিত্যকে রাজনৈতিক আবর্ত্ত হইতে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল। রাজনীতিতে সাক্ষাৎভাবে যোগ দেওয়া এক, আর রাজনৈতিক আলোচ্য দুঃখের কথা কবির ভাবে দেখা এক। যদি কবি বা সাহিত্যসেবী রাজনৈতিকের গদ্যময় কাজও নিজের সুকোমল পদ্যময় করকমলে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন, তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ সাহিত্য ক্ষুণ্ণ ও মলিন হইবে এবং রাজনীতিও পরিপুষ্ট হইবে না।—সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রয়োজন—সুস্থির সুখাস্ক অবসাদবিহীন অবসর, সহৃদয়তা, সবল প্রার্থনা পরিপূর্ণ—একপ্রাণতা এবং ভগবদ্দত্ত শক্তি।—তবে এ কথা স্বীকার করি, সময়ে সময়ে এমন রাজনৈতিক বন্যা আসিয়া পড়ে, যখন কবি, দার্শনিক, সাহিত্য-সেবীকেও বাধ্য হইয়া রাজনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এ প্রকার আলোড়ন আন্দোলনের অবস্থায়, প্রকৃত সাহিত্য—যাহা শান্তি সৌন্দর্য্যের আদর্শে ঘটিত,—হীনপ্রভ হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এখন দেখা যাউক প্রস্তাবিত বরিশাল সাহিত্যিক সম্মিলন কি প্রকার ভাবে পরিচালিত হইলে স্থায়ী সুফল লাভ করিতে পারে।

(১) অধিবেশনের স্থান—যেখানে ধর্ম্ম সাহিত্য বা পাণ্ডিত্যের স্মৃতি এখনও বর্ত্তমান কিম্বা বিদ্যা-সাহিত্যের চর্চ্চা বিদ্যমান প্রধানতঃ সেইখানেই

সাহিত্যিক-সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া উচিত। তবে যদি নাতিপ্রসিদ্ধ স্থানে অধিবাসিগণ সাগ্রহে "সাহিত্যিক-সম্মিলন" আহ্বান করেন, তবে সেখানেও অধিবেশন হইতে পারে।

(২) অধিবেশনের সময়—সরস্বতী পূজার সময় সারস্বত-সম্মিলন হওয়া উচিত। তবে যদি বঙ্গসাহিত্যের প্রতি দেশের ঔদাস্যের পরিমাণ বুঝিয়া প্রাদেশিক সমিতির সহিত সারস্বত-সম্মিলনকে সংযুক্ত করা আপাততঃ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ সারস্বত সম্মিলনে উৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয়, যাত্রা, কথকতা, সঙ্গীত, উৎকৃষ্ট কবিতা ও আনন্দমঠ প্রভৃতি পুস্তকের স্থানাংশের আবৃত্তির বহুল অনুষ্ঠান প্রয়োজন। কারণ, এই প্রকার অনুষ্ঠান রাজনৈতিক চিত্তচাঞ্চল্যকে অপসারিত করিয়া, সাহিত্য-সেবার উপযোগী সুশান্ত সুস্থির সৌন্দর্য্যকে আনয়ন করিতে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

(৩) আলোচ্য বিষয়—(ক) দেশের ও অধিবেশনস্থানের বঙ্গসাহিত্যের গতি—উন্নতি বা অবনতি; অবনতির কারণ নির্দ্ধারণ ও উন্নতির উপায় উদ্ভাবন; (খ) বঙ্গসাহিত্যের প্রচারকল্পে উদ্যোগ ও আয়োজন—এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্যকে মূল অবলম্বন করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে শাখা প্রশাখা সংস্থাপন, গ্রন্থকারগণের পুস্তকাদি ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান। বঙ্গীয় সাহিত্যে অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্য কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটী বিশেষ উদ্যোগশীল প্রচার সমিতি সংগঠন প্রয়োজন। যাঁহারা এই সারস্বত-সম্মিলনে যোগ দিবেন তাঁহারা কে কে মফঃস্বলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রচার-সমিতির প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের তালিকা লওয়া হইবে। তাঁহারাই বঙ্গ সাহিত্য প্রচারকল্পে শাখা প্রশাখা সংস্থাপন করিবেন। (গ) বাঙ্গলা মাসিক পত্রে অনেক কাজের কথা থাকে, স্ত্রীলোকের পাঠ্যও অনেক বিষয় থাকে কিন্তু আজ কাল যে প্রকার লোকের সংবাদ পত্রের দিকে বিষম ঝোঁক, তাহাতে মাসিক পত্রগুলি তেমন সুফল প্রসব করে না। বরিশালে সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিনিধিগণ অন্ততঃ দুইখানি বাঙ্গলা মাসিক পত্রের গ্রাহক হইবেন এবং নিজের নিজের জেলায় মাসিক পত্রের প্রচুর প্রচলন পক্ষে সহায়তা করিবেন; (ঘ) পূর্ব্ববঙ্গে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিক। এই মুসলমান আধিক্যের কারণ কি? এই মুসলমানদিগের পূর্ব্ব-

পুরুষেরা হিন্দু অর্থাৎ আর্য্যবংশসম্ভূত না অনার্য্য বংশ সম্ভূত ? যে সকল স্থানে মুসলমান অধিক সেখানে মুসলমানেরা প্রায় চাষী; জমীদার, ব্যবসায়ী, বিদ্বান ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। ঐতিহাসিক প্রমুখ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুমান করেন যে অনার্য্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং হিন্দুসমাজে অতি নীচ শ্রেণীতে স্থান পান, পরে এই হীনাবস্থা ত্যাগ করিয়া মুসলমান রাজত্বে রাজার সহিত সমধর্ম্মী হইয়া যান। পূর্ব্ববঙ্গের, বঙ্গ সাহিত্যে, হিন্দুধর্ম্ম ও আচার—ব্যবহারে, রীতিনীতি, কথাবার্ত্তা, শব্দ প্রয়োগে এই মুসলমান আধিক্য বা প্রভাবের ফলাফল, বরিশালের সাহিত্য-সম্মিলনের বিবেচ্য। অবস্থা চক্রে হিন্দুও মুসলমান হইতে পারে, যেমন, (প্রথম) হিন্দু ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের শিথিলতা, সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে অনাস্থা, অনাসক্তি সুতরাং হিন্দু প্রভাবের ক্রমিক ক্ষুণ্ণতা, (দ্বিতীয়) নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের প্রতি উচ্চশ্রেণী হিন্দুগণের কঠোর ব্যবহার নীতি বা নিষ্পীড়ন।—পূর্ব্ববঙ্গ,—পশ্চিম বা দক্ষিণ বঙ্গের ন্যায়, নবদ্বীপের নীতিনিয়ামক রঘুনন্দনের শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধে অনুশাসিত ছিল না। রঘুনন্দনের এই বিধি-নিষেধের অভাব ফলে, পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে, লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত ইহা স্বদেশী সেবক ও বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবিগণের বিবেচনা করা উচিত। আমার বিবেচনায় ক্ষতিগ্রস্থ।

(৪) আলোচনা-সমিতি সংগঠন ও তাহার কার্য্যপ্রণালী—সাহিত্য বিষয়ক বিস্তৃত বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠ অপেক্ষা সাহিত্য বৈঠকে কথাবার্ত্তার ছলে, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় বেশী ফল লাভ করা যায়, এই আমার বিশ্বাস। অনেক সময় দেখা যায় যাঁহারা বক্তৃতা করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক তাঁহারা কথাবার্ত্তায় অনেক কাজের কথা বলিতে পারেন। ইহাতে আরও একটা সুবিধা যে অল্প সময়ে অনেক লোক, বহু বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিতে পারেন এবং সরল বিনম্র আগ্রহপূর্ণ মিষ্ট কথাবার্ত্তায় পরস্পরের পরিচয় ও সদ্ভাব সম্ভবপর হয়। মৎপ্রস্তাবিত আলোচনা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে বক্তৃতাকে বিশেষ খর্ব্বাকার করিতে হইবে। কেবলমাত্র সারস্বত সম্মিলনের সভাপতি এবং নিমন্ত্রণ-সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। অন্যান্য সভ্যগণ আলোচনা সমিতির আলোচ্য বিষয়ে যোগ দিবেন এবং নিজের অভিমত ব্যক্ত করিবেন।

সম্ভবতঃ, সভাপতি রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতায়, বঙ্গসাহিত্যের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা, বঙ্গসাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ ও অভাব, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির সদুপায় প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় আলোচিত হইবে। এবং নিমন্ত্রণ সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক, নিজের জেলায় বঙ্গসাহিত্য কতদূর উন্নতি বা প্রসার লাভ করিয়াছে, যদি বাস্তবিকই উহার গতি—তেমন সন্তোষজনক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার কারণ কি কি এবং কোন্ উপায় বা ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে উহা ভাল হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবেন।

(৫) সাহিত্যসূত্রে, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ যাহাতে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়, তাহার জন্য সাহিত্যিক-সম্মিলন বিশেষ উদ্যোগশীল হইবেন। এই সম্পর্কে—বঙ্গসাহিত্য গ্রাম্য-চলিত শব্দ বা সংস্কৃত শব্দ বহুল হইবে তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আর যদি বঙ্গ সাহিত্যের আরও উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, সে বাঙ্গালা অতিক্রম করিয়া অন্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িবে, তাহা হইলে মনে হয় বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ হওয়া বিধেয়। বঙ্গসাহিত্যকে অসংস্কৃত চলিত গ্রাম্যশব্দে পরিপূর্ণ করিলে, উহা ক্রমশঃই অসবল অগম্ভীর জটিল দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িবে। আর পূর্ব্ববঙ্গ যে চিরকালই বঙ্গসাহিত্যে, পশ্চিমবঙ্গের চলিত কথা প্রয়োগ বিষয়ে, অনুমোদন করিবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? বিশেষত্ব রক্ষা করিতে গেলে, পূর্ব্ববঙ্গকেও ক্রমে নিজের চলিত-গ্রাম্যশব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। তবে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এমন অবস্থায় এখনও আসে নাই, যখন ব্যাকরণ অভিধানের বিধি-নিষেধে অনুশাসিত হইতে পারে। বহুল সংস্কৃতশব্দ বা বহুল চলিতশব্দ বা বহুল নূতন অপ্রচলিতশব্দ বঙ্গভাষায় স্থান লাভ করিবে বা করা উচিত কি না, তাহা বরিশালে সাহিত্যসেবিগণ বিচার করিবেন। এ বিষয়টী নিতান্ত জটিল, স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে সুতরাং সাহিত্য-বৈঠকে বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত।

(৬) প্রাদেশিক সারস্বত সম্মিলনে, প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। অধিবেশনের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে প্রবন্ধের বিষয়াদি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হওয়া উচিত। প্রবন্ধগুলি এ রকম হওয়া উচিত যাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের জ্ঞান ও চর্চ্চা বৃদ্ধি পায়, যেমন,

(১) বঙ্গ সাহিত্যের উৎকর্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সমালোচনা; (২) বঙ্গ সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের সমালোচনা; (৩) রাজনৈতিক আন্দোলন ও বঙ্গসাহিত্য; (৪) বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় অনুবাদ ও সমালোচনার উপকারিতা।

(৭) যাহাতে বরিশালের কুলমহিলাগণ সারস্বত সম্মিলনের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এটা অতি সহজেই হইতে পারে।

(৮) আমাদের দেশটা ক্রমশঃ নিরানন্দ ও প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের আবাসভূমি হইয়া পড়িতেছে। ম্যাজিক লণ্ঠনে জাপানের দৃশ্যাদি প্রদর্শন, সঙ্গীত, যাত্রা, অভিনয়, কথকতায় অনেক লোক সানন্দে যোগ দিতে পারেন এবং লোক শিক্ষার পথও সুগম ও সুপ্রশস্ত হইয়া থাকে। আনন্দ-উল্লাস-উৎসবের সম্মিলিত উপভোগে, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ক্ষমতাপ্রিয়তা যেমন চলিয়া যায়, তেমনটী সহস্র উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা বা জ্ঞানগর্ভ বাক্যে হয় না।

(৯) আপনি যখন সম্পাদক এবং রবি বাবু সভাপতি, রবিবাবু যখন অধিনায়ক এবং আপনি তাঁহার সহযোগী তখন আদর আপ্যায়নের কখনই ত্রুটি হইবেনা। লোকে, প্রীতিপূর্ণ বিনম্র হৃদয়ের আহ্বানে যেমন পরিতুষ্ট হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। যদি বাস্তবিক হৃদয়ের টান্ থাকে, তাহা হইলে সামান্য আহার বিহারের আয়োজনই যথেষ্ট হইবে। অশ্বিনী বাবু, রবি বাবু, আপনি এবং বরিশালের অন্যান্য লোক যদি অভ্যাগতের নিকট গিয়া দুটো মিষ্ট সরল প্রাণের কথা বলেন, তাহা হইলেই লোকে পরম আপ্যায়িত হইবে। দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে কোন প্রকার বিলাস আর শোভা পায় না।—"আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেৎ, গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ" ইহা, লৌকিক ব্যবহারে, আমাদের শাস্ত্রীয় অনুশাসন। অভ্যাগতের আগমনে, সকলের আগে, নিজের প্রাণ ও হৃদয়কে রাখিবেন, এবং অশ্রুসিক্ত বিদায় গ্রহণ কালে যেন সেই হৃদয় ও প্রাণ তাঁহাদের অনুগমন করে, তাহা হইলেই বরিশাল-সারস্বত-সম্মিলন সফলকাম হইবে।

সারস্বত সম্মিলন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রয়াসী। কিন্তু এ প্রয়াস সফল হইবে কখন বা কি প্রকারে তাহা বিবেচনা করা উচিত। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশেষ বিশেষ জাতি কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছে। হিন্দুর জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি বা মেরুদণ্ড—ধর্ম্ম। প্রকৃত হিন্দু জানে, ত্যাগে তাহার প্রাণ, ভোগ তাহার মৃত্যু; প্রকৃত হিন্দু প্রাণে প্রাণে অনুভব করে তাহার গতি নিবৃত্তিমার্গে, প্রবৃত্তি মার্গে নহে। হিন্দু না বোঝে রাজনীতি, না বোঝে ধন সঞ্চয়নীতি, না বোঝে বাণিজ্যনীতি। আমাদের শাস্ত্রে সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ বা চরমমার্গ বলিয়া উপদিষ্ট।—বঙ্গ সাহিত্যকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে হিন্দুর এই ত্যাগের ভাবকেই পরিপুষ্ট করিতে হইবে। সাহিত্য সেবীও হইব, গাড়ী ঘোঁড়া চড়িব, বিলাস বাসনায় ভরপুর থাকিব, এটা সম্ভবপর নহে। আর একটা বিশেষ হিন্দু-ভাবের কথা, যাহা নিতান্ত সত্য, তাহা এলোমেলো পাশ্চাত্যভাবে বিলোড়িত হইয়া, আমরা ভুলিয়া যাই। সেটা—অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা ভেদ, আমার বিশ্বাস, এই ভাবটার অভাবে বঙ্গ সাহিত্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে। ধর্ম্ম-পরায়ণ সাহিত্যসেবী ব্রাহ্মণকেও যদি ঠক্‌ঠকে তাঁত লইয়া দোকানদারী বা তাঁতির কাজে যোগ দিতে হয়, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য নিতান্তই মলিন হইয়া যাইবে। সাহেবীভাবের বদ হজমে আমাদের দেশটা মাটি হইয়া যাইতেছে। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ গভীর বিশ্বাসে মেঘমন্দ্রে বলিয়াছিলেন "আমাদের এখন একদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। যদি আমায় কেহ এই দুইটীর মধ্যে কোন একটিকে পছন্দ করিয়া লইতে বলে, তবে আমি প্রাচীন হিন্দু সমাজকেই পছন্দ করিব। কারণ, সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ, কুসংস্কারাপন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে, সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ড বিহীন—সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে না—তাহার মাথা দিন রাত্র বোঁ বোঁ করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছে। মনু বলিয়াছেন—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নীচব্যক্তির নিকট উত্তম বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, এ ঠিক কথা। তবে আগে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, তার পর সকল জাতির নিকট শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহা কিছু পার আপনার করিয়া লও, যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে, তাহা গ্রহণ কর। তবে এটা মনে রাখিও, তোমরা যখন হিন্দু তখন তোমরা যাহা শিক্ষা কর না কেন সকলই যেন জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ ধর্ম্মের নিম্নস্থান গ্রহণ করে"। বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে, বিশিষ্ট সাধনা চাই—সেই সাধনার মূলে হিন্দুর ত্যাগের ধর্ম্ম,

নিবৃত্তির ধর্ম্ম চাই, অধিকার ভেদে ব্যবস্থা ভেদ চাই, হিন্দুর প্রাচীন সমাজে আস্থা ও সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ চাই।

আমি নিজে বঙ্গ-সাহিত্যের কৃতী সন্তান নহি;—দীন উপাসক মাত্র। যে প্রকার ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে ঘুরিতেছি, যে প্রকার আমার শক্তি সামর্থ্য, তাহাতে বঙ্গসাহিত্যকে উন্নত বা পুষ্ট করিতে পারিব, এ প্রকার ভরসা রাখি না। আমি বিবেচনা করি বরিশাল সাহিত্য-সম্মিলন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে গৌরবান্বিত ও বিশিষ্ট ভাগ্যবান্। রবি বাবুর নিকট বঙ্গসাহিত্য বিবিধ প্রকারে উপকৃত এবং আরও অনেক প্রত্যাশা করে। সাহিত্য সম্মিলন সফল পুণ্য ও ধন্য হউক এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
২৬শে চৈত্র, ১৩১২।

বঙ্গ সাহিত্যের দীন উপাসক
শ্রীহরেন্দ্রলাল দেবশর্ম্মা।

বিরাট্ উপাসনা।

স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এই সৃষ্টিপ্রবাহ কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় যাইতেছে ইহা বড় কঠিন সমস্যা। ইহা ভেদ করা লৌকিক বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে। একমাত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই ইহার অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইতে পারে। উহা দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হয়। সৃষ্টিতটিনীর প্রবাহ নানারূপে সুরঞ্জিত হইয়া নরনারীর মন মুগ্ধ করিতেছে—অপ্রবুদ্ধ মানব উহাতেই ভাসিয়া যায় এবং কূল কিনারা দেখিতে না পাইয়া মগ্ন হইবার উপক্রম হয়। সে যে দিকে দৃষ্টি-পাত করে সেই দিকেই রূপের খেলা সেই দিকেই নামের রঙ্গভূমি দেখিতে থাকে। সর্ব্বত্রই এই নামরূপ আপন স্বরূপ অসঙ্খ্য ভাবে বিভক্ত করিয়া নৃত্য করিতেছে এবং ইহাদেরই পণ্যবীথিকা চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে দেখে। অজ্ঞানী মানব চিরদিনই কি এই ভাবে থাকিবে—জন্মজন্মান্তরেও কি বিশ্রান্তি লাভ করিবে না? অবশ্যই অন্ধকার অন্তর্হিত

হইবে, চিরদিন কখনও ইহা থাকিতে পারে না! তিমিরময়ী অমানিশার পরেই চন্দ্রকলা নয়নপথের অতিথি হয়। অজ্ঞ মূঢ়েরাও প্রবুদ্ধ বীরের শরণাপন্ন হইয়া বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিতে যোগ্যতা লাভ করে। উহারাও একদিন তাহাদের প্রসাদে জ্ঞানচন্দ্রমার সুকুমার কিরণালোক সম্ভোগে অধিকারী হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সুধাময় জ্যোতিঃ হইতে জীব দূরে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তই তিমিরময়ী অবিদ্যার মুখব্যাদান, ততদিন পর্য্যন্তই বিষাদরূপ কালসর্পের ভীম আক্রমণ, অনন্তর—অভয় পদ ও ব্রহ্মজ্যোতির দিগন্তব্যাপী প্রকাশে নিখিল দুঃখরাশির বিনাশ ও সুখ-সন্ততির ধারাবাহিক উপভোগ।

সৃষ্টি প্রবাহরূপে অনাদি ও অনন্ত—কেবল উহার আকৃতিগত পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া থাকে। উহা কোথাও স্থূলরূপে বহমান হইয়া রবি শশী আদি আকারে নানা অভিনয় দেখাইতেছে, কোথাও সূক্ষ্মরূপে প্রবাহিত হইয়া অনিল সংযোগে সমুদ্র বক্ষে হিল্লোলময়ী খেলা খেলিতেছে; কোথাও জ্যোতির্ম্ময়রূপে মানবের অন্তঃকরণ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিতেছে, আবার কোথাও বা তমোময় অবগুণ্ঠনে সকল আলোক আবরিত করিয়া প্রলয় আনয়ন করিতেছে। এইরূপে কেবল আগন্তুক আকৃতিরই বাতি-হার ঘটিতেছে, কিন্তু মূলবস্তু বিন্দুমাত্রও নষ্ট হইতেছে না; সৃষ্টি-প্রবাহ এইরূপে ব্যষ্টিভাবে বহুরূপী হইয়া অবিশ্রান্ত বিভিন্নরূপ দেখাইলেও সমষ্টিভাবে আপন আশ্রয় পরমপুরুষের একত্ব ঘোষণা করিতেছে। সমষ্টি সৃষ্টিপ্রবাহ অচল ও অটল, না ইহার নাশ, না ইহার উৎপত্তি, না ইহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কেন না উহাতে ব্যষ্টিগত একভাবে প্রলয় হইবামাত্রই অপর ব্যষ্টিভাবের অভ্যুদয় হইয়া সমষ্টি প্রবাহকে সকল অবস্থাতে সমভাবে বর্ত্তমান রাখিতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে বৈষম্য কেবল মাত্র ব্যষ্টিগত, বৈষম্য অজ্ঞান প্রসূত। পণ্ডিতেরা বিভোর হইয়া সমতামৃত পানে জগতের ব্যষ্টিগত ভিন্নতা চিরকালের মত ভুলিয়া যান। ভগবান্ কপিলও সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন—

'কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টমেব তদন্য সাধারণত্বাৎ'।

মুক্ত পুরুষের পক্ষে কার্য্যের সহিত অবিদ্যার নাশ হইলেও উহা জনসাধারণের নিকট অনষ্টই থাকে; যেহেতু বদ্ধ মানবের পক্ষে জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত ঐ অবিদ্যা বর্ত্তমান। বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা যে জ্ঞানাভিমানে স্ফীত

হইয়া সৃষ্টির অনিত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার কারণ, উহাঁদের সমষ্টি-তত্ত্বসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও ঐশীবাণীর প্রকৃত মর্ম্মের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞানতা মাত্র। তাঁহারা কেবল ব্যষ্টিভাব লইয়াই মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছিলেন ও উহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এ জন্যই তাঁহারা সমষ্টি সৃষ্টিসম্বন্ধে 'সর্ব্বমনিত্যমঞ্চবং' আদি মত সমূহের প্রচারে ক্রমশঃ ভারতাকাশে নাস্তিকতামেঘ আনয়ন করিয়া শঙ্করসূর্য্যোদয়ের আবশ্যকতা সূচনা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধগণ যদি সমষ্টিতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতেন তবে অবশ্যই উহার পরিবর্ত্তে 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরীষ্ঠং রূপপীযুষময়ী' ঐশীবাণীর ঘোষণা করিতেন এবং বৌদ্ধমত কখনও ভারত হইতে অন্তর্হিত হইত না। সমষ্টির সৃষ্টির আদিভাবনার ন্যায় অন্তভাবনাও মানবীয় শক্তির আয়ত্তাধীন নহে। মনুষ্য কখনও সমষ্টিশূন্য অবস্থা ধারণ করিতে পারে না। ঐ ধারণাতে প্রবৃত্ত হইলেই কোন না কোন পদার্থ আসিয়া মন অধিকার করিয়া বসে, এবং বস্তুজ্ঞানের প্রভা মানসাকাশে প্রকাশিত হইতে থাকে। সমষ্টি ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া মানিবার অন্যতম কারণ নিরবচ্ছিন্ন নিমিত্তকারণবাদ। ইহাই মেঘান্তরালস্থ ঈশ্বরকে মানব হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া দেয় এবং ভেদভাবের কোলাহলে জগত শান্তিহারা করিয়া তুলে। ইহাতেই ভিত্তি স্থাপন করিয়া জনসমাজ আপন আপন রুচি অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর কল্পনা করিয়া বসিয়াছে এবং পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। নিমিত্তকারণবাদীগণ বলেন যে পৃথিবী আদি পদার্থের অবশ্যই কোন না কোন কর্ত্তা আছে যে হেতু উহা কার্য্য—যথা কুম্ভকারোৎপন্ন ঘট। এই যুক্তিকেই পৃথগীশ্বরবাদীগণ বজ্রসম সুদৃঢ় মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে ইহা অন্তঃসারহীন ও অতি সহজেই ভগ্ন হইয়া যায়। কারণ ঘটকুম্ভকারের দৃষ্টান্তে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিলে তিনি অবয়ব বিশিষ্টই সিদ্ধ হইয়া থাকেন এবং উহাঁর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি একই কথা হইয়া যায়। কেননা সাবয়ব হওয়াতে তাঁহাতে অনিত্যতাও আরোপিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে কার্য্যমাত্রই কর্ত্তা দ্বারা সম্পাদিত, এই নিয়ম সাধারণ হইতে পারে না। প্রাকৃতিক পদার্থে ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গের নিম্নাংশ জড়ই প্রমাণিত হওয়ায় নাস্তিকেরা অনুমান

করিয়া থাকেন যে জগতও কর্ত্তা দ্বারা নির্ম্মিত নহে যেহেতু উহা কোন শরীর দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই।

ব্যতিরেক দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারাও উক্ত ঘট দেখাইয়া দেন। আমরা বলি হেতু অপ্রযোজক এই দোষ উভয় পক্ষেই তুল্য ভাবে বর্ত্তমান। নিত্য পরমাণুবাদে কুম্ভকার সদৃশ ঈশ্বর যে অন্যথা সিদ্ধ, ইহা বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। কারণ ঈশ্বর ব্যতিরেকে জীববৃন্দের অদৃষ্টপুঞ্জ দ্বারা পরমাণু সমুদায়ই সৃষ্টি রচনা করিতে সমর্থ। যদি আপত্তি করা যায় যে চেতন বস্তুর সাহায্য ব্যতীত কখনও জড় কার্য্য করিবার উপযোগী হইতে পারে না। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে অসঙ্খ্য জীব বর্ত্তমান থাকিতে চেতন বস্তুর অভাব কোথায়। ভগবান্ কপিল ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে স্বকীয় হৃদয় ও গ্রন্থে স্থান না দিয়া, প্রকৃতি আদি দ্বারাই সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন। পক্ষান্তরে অনন্ত নিত্যবস্তুর সাহায্য ঈশ্বরেরও অপেক্ষণীয় এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে বিশ্বনির্ম্মাণ ক্রিয়ারই সঙ্কোচ হইয়া পড়ে, কেন না পরমাণু আদি নিখিল বস্তুই বিশ্বের অন্তর্গত।

নিরবয়ব পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর মিলিত হইয়া সাবয়ব ত্রসরেণু প্রভৃতি স্থূল বস্তুরূপে পরিণত হয় ইহা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না এবং নিরবয়ব বস্তুর রূপ প্রভৃতি গুণ থাকাও অত্যন্ত অসম্ভব। বাতুলের ন্যায় ঐরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাণুর অস্তিত্ব সম্ভবপর স্থির করিলেও উহা রূপাদি বিশিষ্ট হওয়াতে অনিত্যই প্রমাণিত হইবে। বস্তুতঃ সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান দ্বারা বিশ্বকর্ত্তার অস্তিত্ব ও স্বরূপবিষয়ক সিদ্ধান্ত কখন নিঃসংশয় হইতে পারে না। যেহেতু অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সম্বন্ধে অনুমিতি দ্বারা কখনও প্রামাণ্য সংশয় দূর হইতে পারে না। যাঁহারা নিত্যপরমাণু না মানিয়া ঐরূপ অদ্ভুত ঈশ্বর স্বীকার করিয়া লয়েন তাঁহাদের মতে সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়ে; কেন না, উপাদান কারণের সম্পূর্ণ অভাব। মৃৎপিণ্ডের অভাবে কলস ও সুবর্ণের বিরহে কুণ্ডল হওয়া যদি প্রমাণিত হয় তবেই উক্ত ঈশ্বর উপাদানের অভাবেও সৃষ্টিক্রিয়ায় সমর্থ হইতে পারেন।

পরমাণু নিরপেক্ষ ঈশ্বরবাদীগণের স্বপক্ষ সমর্থনে প্রযুক্ত প্রধান অস্ত্র সৃষ্টিকৌশলবাদ। ইহাঁরা দিব্য চক্ষু দ্বারা সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্ত্তার কৌশল দেখিতে পান। যাহাকে কৌশল বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন তাহা যে প্রকৃতির নহে একমাত্র প্রভুরই অধিকৃত, এ সুখ স্বপ্ন তাঁহাদের

ভাগ্যে কোথা হইতে উদয় হইল বলিতে পারি না। বোধ হয়, "হে বৎসগণ, সৃষ্টিতে যে সকল কৌশল দেখিতেছ উহারা আমারই বটে, কখনও প্রকৃতির নহে" এইরূপ আকাশবাণীই বা তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন! স্ব স্ব মনের আগ্রহরূপ মায়াজালই তাহাদিগকে জগতে জগৎকর্ত্তার কৌশল দেখাইতেছে এবং মোহিত করিয়া যথার্থ যুক্তি ও বিচারের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টিপাত করিতে দিতেছে না। ইঁহারা কখন কখন ভাবাবেশে বলিয়া থাকেন "আর বিচারে কায নাই প্রেমে ভেসে যাই!" এইরূপ প্রেমে ভাসার মহত্ত্ব উক্ত মহাপুরুষেরাই বুঝিতে পারেন! কঠোর বিবেক কিন্তু ইহাই উপদেশ করে যে ধরাধামের সমস্ত নামরূপ না ভুলিতে পারিলে কোন প্রকারেই ভগবৎ প্রেম লাভ হইতে পারে না।

এই ত গেল নিরবচ্ছিন্ন নিমিত্ত কারণবাদের কথা। অনন্তর আইস পাঠক! অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণবাদের সুশীতল ছায়াতে একবার উপবিষ্ট হওয়া যাউক। যিনি ইহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাকে আর কখনও ভেদবাদের শুষ্ক কোলাহল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হয় না। অথবা অন্তরীক্ষনিকেতনবাসী প্রায় আমাদেরি মত কামাক্রোধাদিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষকে প্রভু স্বীকার করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয় না। এই অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণবাদের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই জগৎ শিবময় হইয়া যায় এবং নিখিল অনর্থ রাশিও আপনাপনিই সুদূরপরাহত হয়। নির্ব্বাণ পদের ইহাই মূল ভিত্তি। ইহার অবলম্বন ব্যতিরেকে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা বা অনশনাদি ব্রত করিলেও ব্রহ্মসংস্পর্শে আত্মা আনন্দে অবশ ও সুখময় হইতে পারে না। ভগবান্ ব্যাস সমগ্র বেদজলধি মন্থন করিয়া ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহার সূত্র দেখিয়া আমরা মোক্ষনগরের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারি ও ভেদবাদের প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ পাই।

ব্যাস সূত্র—'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুরোধাৎ'।

অর্থ—পরমেশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই, যেহেতু 'এত-দাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এই প্রতিজ্ঞা ও 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং' এবম্বিধ দৃষ্টান্ত শ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভগবান্ ব্যাস তদবলম্বনে নিম্নে কার্য্য ও কারণের একতা প্রদর্শন করিতেছেন—

'তদনন্যত্বমারম্ভণাদি শব্দেভ্যঃ'।

অর্থ—কার্য্য ও কারণের বাস্তবিক অভিন্নতা সিদ্ধ হইতেছে যেহেতু 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং' ও 'এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ স্বরূপ এ বিষয়ে পাওয়া যাইতেছে।

১ম শ্রুতির অর্থ—ঘটাদি বিকার বাগিন্দ্রিয়প্রসূত নামমাত্র অর্থাৎ মিথ্যা, একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য।

২য় শ্রুতির অর্থ—এই দৃশ্যমান সমগ্র জগতই ব্রহ্মস্বরূপ। কার্য্যের সহিত একীভূত কারণই উপাদানাখ্যায় অভিহিত হয়। তদ্ভিন্ন কারণেরই নিমিত্তকারণ সংজ্ঞা।

যজুর্ব্বেদ সংহিতাও সৃষ্ট বস্তু ও স্রষ্টার একত্ব ঘোষণা করিতেছে—

যস্মান্নজাতঃ পরোঽন্যোঽস্তি
য আবিবেশ ভুবনানিবিশ্বা
প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণ
স্ত্রীণিজ্যোতীংষি স চ তে স ষোডশী॥ (অং ৮ মন্ত্র ৩৬)

অজ্ঞানী লোকের নিকট ভিন্নরূপে প্রতীয়মান জগৎ বস্তুতঃ যে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে এবং যিনি সমস্ত জগতে প্রবেশ করিয়াছেন সেই ষোড়শ-কলাবিশিষ্ট প্রজাপতি প্রজার সহিত রমণ করিতে করিতে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিকে যথারূপে নিয়মিত করিলেন।

পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহার অর্থ কি? কারুকার যেরূপ উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, সেরূপ উপাদান সংগ্রহ করিয়া কি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরচনাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, না ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তৎস্বীকারে তাঁহার বিশ্বনির্ম্মাতৃত্ব ও আত্মতন্ত্রতার সঙ্কোচ হইয়া যায় এই অভিপ্রায়েই ঋগ্বেদে মহা প্রলয়ের বর্ণন বক্ষ্যমান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো ন ব্যোমাপরোযৎ
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্ম
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং (১০ মঃ—১২৯ সূঃ)

মহা প্রলয়ে কার্য্য, ফলোপধায়ক প্রকৃতি, সত্ত্বাদিগুণ, পঞ্চভূত ও ভৌতিক বস্তু কিছুই ছিল না কোথায় কাহাকে সুখী করিবার নিমিত্ত কিসে আবরণ করিবে! দুর্গম ও গভীর সলিলরাশি কি ছিল? অর্থাৎ কোন বস্তুই ছিল না।

অন্য মন্ত্র— ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ
আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥ (১০মঃ—১২৯ সূঃ)

মহাপ্রলয়ে মৃত্যু, জীবন, চন্দ্র ও সূর্য্য ছিল না। একমাত্র ভুবনোপাদান শক্তির সহিত পরব্রহ্ম ছিলেন অন্য কিছু ছিল না।

এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা এই শিক্ষা লাভ হইতেছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বকালে বিশ্ব-প্রসবিণী আদি শক্তি ও পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন অন্য কোন বস্তুই ছিল না। মহৎ তন্মাদি বিকারসমূহ ও পরমাণু আদি রজ ও উহাদের বিমল অঙ্গ কলুষিত করিয়া ভাবী দ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। এক্ষণে এক প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মহাপ্রলয়ে শক্তি স্বীকার করিলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের উপর আঘাত লাগে অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্ম এই পদার্থ যুগলের সমাবেশ হওয়াতে দ্বৈতাপত্তি হইয়া পড়ে।

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সে লুপ্তক্রিয়াত্মিকা শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই—একই বস্তু। প্রলয়কালীন সুপ্ত শক্তি আপন স্বামীর অঙ্গে বিলীনা। এজন্য তৎকালে তাহার গুণময় স্বরূপ থাকে না। সুতরাংই তিনি প্রপঞ্চ রচনাতে তৎপর হয়েন না। ঈদৃশাবস্থাপন্ন শক্তিকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। কেন না পার্থক্যজ্ঞানের কারণীভূত গুণাদি তাহাতে অলক্ষিত। যখন শক্তি কার্য্যোন্মুখ হয়েন তখনই তাঁহার পৃথগ্‌ভাব মানবীয় ধারণার বিষয় হইতে পারে। পরন্তু উহাও অজ্ঞান-প্রসূত অদূরদর্শিতাসাপেক্ষ। যেহেতু মহানুভবগণ শক্তি ও শক্তিমানের একতাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দৈনিক সুষুপ্তির তুলনায় উক্ত প্রলয় বুঝিবার চেষ্টা করিলে তদবস্থার স্বরূপ কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সুষুপ্তিকালীন অনুভূতি দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞানাবস্থানের ভাব অনেকটা অনুমিতি হইতে পারে। উহাই প্রতিদিন যেন জীবদিগকে মহাপ্রলয়ের নমুনা দেখাইয়া দেয়। যে মহা-প্রলয় লইয়া এত বাক্যবিন্যাস হইল উহা কি সমষ্টির বিলোপ সাধন করে? পল্লবগ্রাহী ব্যক্তির নিকট ঐরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইলেও উহা কখনও দূরদর্শীর গ্রহণীয় নহে। কারণ মহাপ্রলয়ে কেবল মাত্র কার্য্যকারণ ভাবের তিরোভাব শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সমষ্টি নাশের বিন্দুমাত্রও ইঙ্গিত উহাতে দৃষ্ট হয় না। প্রত্যুত উহা ঐ সময়ে নির্ব্বিকার শুদ্ধস্বরূপে প্রকাশ-

মান থাকে, শাস্ত্র এই কথাই বার বার বলেন। সৃষ্টিকালে যে সমষ্টিপারাবার অবিশ্রান্ত তরঙ্গায়িত থাকিত, যাহাতে নিশিদিন দৈবী ও পৈশাচিক উভয় ভাব মূর্ত্তিমান হইয়া খেলা করিত, তাহাই মহাপ্রলয়ে প্রশান্ত নিস্তব্ধ ও নীরব হইয়া থাকে। উত্তাল তরঙ্গতাণ্ডবের সম্পূর্ণ অন্তর্ধানে উহার শুদ্ধ চৈতন্যময় নিত্যস্বরূপই প্রকাশিত থাকে। যেমন জলধি স্থির হইলে ক্ষোভিতাবস্থা অপেক্ষা অল্পমাত্রও অপচয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। সমষ্টিও প্রলয়কালে তদ্রূপ কেবল আকৃতিগত ভিন্নতাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহার প্রকৃত ভাব ও বাস্তবিক রূপ উভয় অবস্থাতেই সমভাবে বিদ্যমান থাকে। পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টির অর্থ তাঁহার জগৎ রূপ ধারণ করা। সুবর্ণের কুণ্ডল রূপ ধারণ করিলেও যেমন উহার সুবর্ণ রূপের নাশ হয় না, জগৎরূপ পরিগ্রহ করিলেও তদ্রূপ ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ যাহা তাহাই থাকে। পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে যে ঈশ্বর জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদন কারণ কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ নহেন এবং মহাপ্রলয়ে যে শক্তিমান পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব ছিল না ইহাও শ্রীশ্রীবাণী দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং জগৎপাতার জগৎরূপে আবির্ভাবই তাঁহার জগৎ রচনার অর্থ এই বিষয়ে কখনও প্রামাণ্য সংশয় উপস্থিত হইতেপারে না। কারণ বেদ সুস্পষ্ট ভাষাতে উপদেশ করে যে,—"ততোবিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ

সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ" ॥ (ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত)

শক্তিমান ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, উহা আশ্রয় করিয়া তিনিই জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং জন্মিয়া মনুষ্যাদি জীবরূপে পরিণত হইলেন, পশ্চাৎভূমিও শরীর নির্ম্মাণ করিলেন। এই স্থলে এক প্রশ্ন হইতে পারে, নিরঞ্জনদেব যদি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইলেন তবে তাঁহার নিরঞ্জনতা অর্থাৎ নির্ব্বিকারতা কোথায় রহিল।

উত্তর—পরমাত্মার অংশ মাত্রই জগৎরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। অবশিষ্টাংশ নির্ব্বিকার ও শুদ্ধতমই থাকে।

বেদান্ত সূত্র—'মন্ত্রবর্ণাচ্চ'।

ঈশ্বরের অংশাংশীভাব বেদ মন্ত্র দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

মন্ত্র যথা—পুরুষ সূক্তে—

"এতাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চপুরুষঃ

পাদোস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ॥

এই নিখিল জগতই পরব্রহ্মের মহিমা কিন্তু তিনি ইহা হইতেও মহান্ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই এক অংশ অবশিষ্ট তিন অংশ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত।

বেদান্ত শাস্ত্রাভিজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন যে, ব্রহ্মশক্তিরই নাম মায়া। ব্রহ্মের এই মায়া সংযুক্ত ভাগকেই সমষ্টিভাবে ঈশ্বর ও ব্যষ্টিভাবে সংসার বলা হয়। পক্ষান্তরে মায়াতীত ভাগের নাম ব্রহ্ম আত্মা ও ভূমা ইত্যাদি। মায়াজলধির পরপারে অবস্থিত ভাগকে অধিকার করিয়াই নির্গুণ নির্ব্বিকার অসঙ্গ ইত্যাদি বিশেষণ চরিতার্থ হইয়া থাকে। অভিহিত বিভাগ দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে পরমাত্মা সাকার ও নিরাকার, জড় ও চেতন, স্ত্রী ও পুরুষ। নিখিল বস্তুরাশিই তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ কেবল ব্রহ্মবিমুখ ও বিষয়কীটদষ্ট ব্যক্তিগণের কল্পনার অভ্যন্তরেই স্থান পায়। উহার আপাত রমণীয় চমকে একমাত্র মোহমদিরান্ধ জনেরাই মুগ্ধ হইতে পারে। যাঁহাদের মন ভগবদুপাসনা প্রভাবে শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহারা স্বপ্নেও অনাত্ম বস্তু দেখেন না, তাঁহারা ভ্রমেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

সর্বশক্তিমান আদি বিশেষণের একমাত্র সমষ্টি ঈশ্বরেই সামঞ্জস্য হইতে পারে। কেন না নিখিল বস্তুর শক্তি কোন এক পদার্থে বা দেহ বিশেষে মানিয়া লওয়া আর যুক্তিশাস্ত্রকে কূপে নিক্ষেপ করা একই কথা। এইরূপে সর্বজ্ঞতাদি বিশেষণও ব্যক্তিবিশেষরূপ ঈশ্বরে সংলগ্ন হয় না। দ্বৈতবাদীরা কেবল কল্পনা প্রভাবেই স্বকীয় প্রভুকে উক্ত বিশেষণ বিশিষ্ট করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই যুক্তিপ্রয়োগকারী ও নাস্তিক তাঁহাদের অনেকের নিকট সমান আদর পাইয়া থাকে। সমষ্টি ঈশ্বর সম্বন্ধে আর এক প্রশ্ন উঠিতে পারে। যথা জড়বস্তুনিচয়ও সমষ্টি সৃষ্টিরই অন্তর্ভূত। সমষ্টি ঈশ্বর স্বীকারে ঐ সকলকেও ঈশ্বর রূপে ভাবনা করা উচিত হইয়া পড়ে। কাচকে কাঞ্চন বলিয়া ধারণা করা কেবল বিকৃতমস্তিষ্কের পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে, ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও উহা অনুমোদন করিতে পারেন না।

উত্তরে বলা যাইতে পারে—সমুদ্রাদি জড় পদার্থ নিচয় বিরাট্ ভগবানের শ্রীঅঙ্গ মনে করিলে সে জড়ভাব কদাপি তাঁহার ঈশ্বরভাবের বিরোধী হইতে পারে না। ঐরূপ স্বীকার করা যে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদে যুক্তিবিরুদ্ধ ইহা সুনিশ্চিত ; কেন না উহাতে ঈশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াই থাকেন। সমষ্টি ঈশ্বরবাদী কিন্তু জড় চেতন সমস্ত বস্তুই সমষ্টি শ্রীভগবানের

বিরাট্ রূপের অঙ্গ বা অংশ মাত্র স্বীকার করিয়া যুক্তির পথ ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে শ্রীভগবানই সমষ্টি সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত; জড়সমষ্টি তাঁহার স্থূল শরীর, মন সমষ্টি তাঁহার মন, বুদ্ধি সমষ্টি তাঁহার বুদ্ধি, চৈতন্য সমষ্টি তাঁহার চৈতন্য—এরূপ স্বীকারে বিরুদ্ধ দোষ কোথায়? জড়-চৈতন্যগত পূর্ব্বোক্ত বিরোধ ব্যষ্টিদ্বয়ের মধ্যেই সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে ঐ প্রকার বিরোধভাব আদৌ সম্ভবপর নহে, যেহেতু ব্যষ্টি সমষ্টিরই অঙ্গ বা অবয়ব। অঙ্গুলি আদি অঙ্গের সহিত কখনও অঙ্গী শরীরের বিরোধ হইতে পারে না। অতএব সৃষ্ট সমষ্টিকে শ্রীভগবানের বিরাট্ মূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করা সর্ব্বথা নির্দ্দোষ। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।*

কালিফর্ণিয়া

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০।

"কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ কর্লুম। বিদ্যা, বুদ্ধি, বাড়ীর ভাগ, ওপরের চাকচিক্য মাত্র, সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়। জ্ঞানবলক্রিয়াশালী আত্মার অধিবাস হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। শতঞ্চ একাবহৃদয়স্য নাড্যঃ ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট Sympathetic Ganglia নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা। হৃদয় যত দেখাতে পার্‌বে ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে বোঝে। তবে, আমাদের দেশে, মড়াকে চেতান; দেরি হবে, কিন্তু অপার অধ্যবসায়, ও ধৈর্য্যবল যদি থাকে, ত নিশ্চিৎ সিদ্ধি, তার আর কি?

ইংরেজ, রাজপুরুষদের দোষ কি? যে পরিবারটীর অস্বাভাবিক নির্দ্দয়তার কথা লিখেছ উটি কি ভারতবর্ষে অসাধারণ? না সাধারণ। দেশ

* রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পরই স্বামী অখণ্ডানন্দ এই পত্রখানি প্রাপ্ত হয়েন। অনাথ আশ্রমের জন্য সাহায্য অথবা পত্রাদি মহুলা পোঃ আঃ, মুরশিদাবাদ, এই ঠিকানায় তাঁহার নামে পাঠাইতে পারেন।

শুদ্ধই ঐ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, আমাদের দিশি স্বার্থপরতা, নেহাৎ দুষ্টামি করে হয়নি, বহু শতাব্দী যাবৎ বিফলতা আর নির্য্যাতনের ফল-স্বরূপ এই পশুবৎ স্বার্থপরতা। ও আসল স্বার্থপরতা নয় ও হচ্ছে গভীর নৈরাশ্য। একটু সিদ্ধি দেখ্‌লেই ওটা সেরে যাবে। ইংরেজ রাজ পুরুষেরা ঐটিই দেখ্‌ছে চারিদিকে, কাজেই প্রথমে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্‌বে কেন? তবে যথার্থ কায দেখ্‌তে পেলে কেমন ওরা সহানুভূতি করে বল? দেশী রাজপুরুষেরা অমন করে কি?

এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ, মহামারীর দিনে, কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালারা কে কোথায় বল? খালি "আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও" বল্লে কি চলে? কে বা শুন্‌ছে ওদের কথা!! মানুষ কাজ যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বল্‌তে হয়? তোমাদের মত যদি ২০০০ লোক জেলায় জেলায় কাজ করে—ইংরেজরা ডেকে রাজকার্য্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবে যে!! "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ" * * * অ-কে centre খুল্‌তে দেন নি, তার বা কি, কিষণগড় দিয়েছে ত,—মুখটি বুজিয়ে সে কাজ দেখিয়ে যাক্—কিছু বলা কওয়া ঝগ্‌ড়া ঝাঁটির দরকার নাই। মহামায়ার এ কায যে সহায়তা কর্‌বে সে তাঁর দয়া পাবে, যে বাধা দেবে "অকারণাবিষ্কৃতবৈরদারুণঃ" সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌বে।

শনৈঃ পন্থাঃ ইত্যাদি, বাই কুড়িয়ে বেল।—যখন প্রধান কায হয়, ভিত্তি স্থাপন হয়, রাস্তা তৈয়ারি হয়, যখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়—তখন নিঃশব্দে দু একজন অসাধারণ পুরুষ নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কায করে। যখন হাজার হাজার লোকের উপকার হয়—ঢাক ঢোল বেজে ওঠে, দেশ শুদ্ধ বাহবা দেয়। তখন কল চেলে গেছে—তখন বালকেও কায কর্ত্তে পারে, আহাম্মকেও কলে একটু বেগ দিতে পারে। এইটী বোঝ, ঐ দু একটী গাঁয়ের উপকার, ঐ ২০টী অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম—ঐ ১০ জন ২০ জন কার্য্যকারী, এই যথেষ্ট এই [redacted]বীজ। ঐ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে—এখন ২।১০টা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত শত শৃগালেও উত্তম কাজ কর্ত্তে পার্‌বে।

অনাথ মেয়ে হাতে পড়্‌লে তাদের আগে নিতে হবে। নৈলে কৃশ্চান্‌রা সেগুলিকে নিয়ে যাবে। এখন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই তার আর কি। মায়ের ইচ্ছায় বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ঘোঁড়া হলেই চাবুক আপনি আসবে।

এখন যেযে ছেলে এক সঙ্গেই রাখ—একটা ঝি রেখে দাও মেযেগুলিকে দেখ্‌বে, আলাদা কাছে নিযে শোবে তারপর আপনিই বন্দোবস্ত হযে যাবে। যা পাবে টেনে নেবে, এখন বাচ্‌ বিচার করোনা—পরে আপনি সিধে হযে যাবে। সকল কাযেই প্রথমে অনেক বাধা—পরে সোজা রাস্তা হযে যায়।

তোমার সাহেবকে আমার বহু ধন্যবাদ দিও। নির্ভযে কাজ করে যাও—ওযাহ বাহাদুর !! সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্ !! ভাগলপুরে যে কেন্দ্র স্থাপনের কথা লিখেছ সে কথা বেশ স্কুলের ছেলে পুলেকে চেতান ইত্যাদি কিন্তু আমাদের mission হচ্ছে অনাথ দরিদ্র মূর্খ চাষা ভুষোর জন্য, আগে তাদের জন্য করে যদি সময থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষা ভুষোরা ভালবাসা দেখে ভিজ্‌বে পরে তারাই দু এক পযসা সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে মিশন্ start কর্‌বে এবং ক্রমে ওদেরই মধ্য হতে শিক্ষক বেরুবে।

কতকগুলো চাষার ছেলেমেযেকে একটু লিখ্‌তে পড়্‌তে শেখাও ও অনেকগুল ভাব মাথায ঢুকিযে দাও—তার পর গ্রামের চাষারা চাঁদা করে তাদের এক একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখ্‌বে। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং সকল বিষযেই এই সত্য। We help them to help themselves ঐ যে চাষারা চাল ডাল দিচ্ছে—ঐটুকু হযেছে আসল কায ওরা যখন বুঝ্‌তে পারবে নিজেদের অবস্থা উপকার এবং উহার আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক্ কায হচ্ছে জান্‌বে। তাছাড়া পযসা ওযালারা দযা করে গরীবের কিছু উপকার কর্‌বে—তা চিরস্থন হয না এবং তায আখেরে উভয পক্ষের অপকার মাত্র। চাষা ভুষো মৃতপ্রায, এজন্য পযসা ওযালারা সাহায্য করে তাদের চেতিযে দিক্—এই মাত্র তার পর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক্ দেখুক এবং করুক্। তবে ধনী দরিদ্রের বিবাদ যেন বাঁধিযে বসো না। ধনীদের আদতে গাল মন্দ দেবে না—স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ, তাছাড়া ওরা ত মহামূর্খ অজ্ঞঃ ওরা কি কর্‌বে।

জয গুরু, জয জগদম্বে, ভয কি? ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধান আপ্‌না হতেই আসবে। ফলাফল আমার গ্রাহ্য নাই, তোমরা যদি এতটুকু কাজ কর তাহলেই আমি সুখী। বাকি্য খাতনা, শাস্ত্র ফাস্ত্র, মতামত, আমার এ বুড়ো বযসে বিষবৎ হযে যাচ্ছে। যে কাজ কর্‌বে, সেই আমার মাথার মণি ইতি নিশ্চিতং। মিছে বকাবকী চেঁচামেচিতে সময যাচ্ছে—আযুক্ষয় হচ্ছে—

লোকহিত একপাও এগোচ্ছে না। মা ভৈঃ সাবাস্ বাহাদুর—গুরুদেব তোমার হৃদয়ে বসুন—জগদম্বা হাতে বসুন—ইতি—

"বিবেকানন্দ"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র।*

অথ শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ স্তোত্রং প্রারভ্যতে—

রে ভ্রান্ত! ভোগবিষয়েষু কথং হি বক্তো
মোহং গতো ভ্রমসি বর্ত্মনি দীর্ঘকালং।
বিশ্রান্তিমিচ্ছসি যদি হ্যনিশং সুখার্ত্তো
সন্তাপ সংসৃতি হরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১ ॥

দুর্ব্বার ঘোর ভবদাব দিদহ্যমানো,
জঙ্গম্যসে মলিন বাসনয়া সুখাপ্তৌ।
নীচাশ্রয়ং কথমহো যদি শান্তি কামঃ,
সন্তাপ সংসৃতি হরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ২ ॥

শাস্ত্রেষনাত্মসু কথং হি তব প্রবৃত্তিঃ,
দুস্তর্ক জালমিহ দেশিকবাগ্বিরুদ্ধং।
সিদ্ধান্তহীনমপি সত্যজ মন্দ বুদ্ধে,
সন্দেহ বিভ্রম হরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৩ ॥

স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু সদা যদি তেঽনুরক্তিঃ,
তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্নসিসেব্যমানে।
বিজ্ঞায তান্নিগড়বদ্ভববন্ধহেতূন্,
সন্ত্যক্ত কামকনকং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৪

ভার্য্যামশেষগুণভূষিতভক্তিযুক্তাং
যোষাঞ্চ কামবশগাং সকলাং তথৈব।
দূরাৎ প্রণম্য জিতবান্ য ইমাতৃবুদ্ধ্যা,
তং কাম গন্ধরহিতং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৫ ॥

---

* স্বামী অভেদানন্দ কর্ত্তৃক রচিত এই স্তোত্রটী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে তৎকর্ত্তৃক পঠিত হয়।

সংস্পৃশ্য ধাতুনিচয়ান্ পরিকল্পিতাঙ্গঃ,
সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতাঙ্গুলিশ্চ।
সদ্যো ভবেজ্জড়বদিন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্য
স্তং ত্যাগপারগমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৬ ॥

প্রেয়ঃ স্বরূপমিহ যদ্বিমলং পবিত্রং
নিঃস্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং সুবোধৈঃ।
তৎপ্রাপ্তুমিচ্ছসি যদি প্রণযার্দ্রচিত্তান্,
কুর্ব্বন্তমাশ্রিত জনান্ ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৭ ॥

স্নেহোহি মাতুরিহ কারণ সন্নিবদ্ধো,
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হেতু শূন্যঃ।
যৎ প্রেম হেতুরহিতং নহি কেন তুল্যাং,
তং প্রেমসিন্ধু সদৃশং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৮ ॥

প্রাপ্তে যথা প্রিযতমে ললনা প্রসন্না
হৃষ্যন্তর্হিতে ভবতি ভাববিকাবযুক্তা।
আবাদ্গতে প্রিযতমে চ তথা স্বভক্তে,
প্রেষ্ঠাযমানমিহ তং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৯ ॥

সংসাব দুঃখ বিকৃতো ভজনানুবাগঃ,
শুদ্ধীকৃতঃ প্রিযকথা করুণা কটাক্ষৈঃ।
আশ্বাসিতা প্রতিদিনং পুরুষার্থ কামা
স্তং ধর্ম্ম মোক্ষদমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১০ ॥

যোগৈশ্চ সাধন শতৈঃ ফলমাপ্যতে যৎ,
যদ্বা সুখং ভবতি চিত্তনিবোধনেন।
যচ্ছন্নিধিং মূহুরুপেত্য পুমাল্লভেত্তং,
তং শান্তিশর্ম্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১১ ॥

নাবাযনং হি পুরুষং পুরুষং প্রতীতং
দৃষ্ট্বা শিবাঞ্চ রমণীং রমণীং প্রতীতাং,
ভৃত্যাযতে হপ্যখিল ভূত মহেশ্বরো য
স্তং স্বাভিমানরহিত ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১২ ॥

নাধীত শাস্ত্র ইহ যোঽখিল শাস্ত্রবেত্তা,
নাধীত বেদ ইহ যঃ শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ।
নাধীত তন্ত্র ইহ যঃ কুলধর্ম্ম বক্তা,
তং তত্ত্ববোধকমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১৩ ॥

নিবাসনোঽপি সততং পরমঙ্গলার্থী,
নিষ্কর্ম্মকোঽপি সততং পরকর্ম্মকর্ত্তা।
নির্দুঃখলেশমপিতং সততং পরেষাং,
দুঃখেষু কাতরমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১৪ ॥

ভক্তৈঃ সদা পরিবৃতো নিজ পার্ষদৈর্যো,
গায়ন্ হসন্ ভগবতঃ সুখয়ন্ প্রসঙ্গৈঃ
তারাগণৈরিব বিধুদ্যুতিমত্র ধত্তে,
তং স্বর্গ শর্ম্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১৫ ॥

শাক্তৈঃ শিবেতি শিব ইত্যাপি শম্ভুভক্তৈঃ,
কৃষ্ণাবতার ইতি বৈষ্ণব শেখরৈশ্চ।
জ্ঞানীতি যঃ পরমহংস ইতীহ ধীরৈঃ,
সঙ্গায়তে চ তমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১৬ ॥

ভ্রমন্নানা যোনৌ, বহুবিধ শরীরং পরিগতঃ,
সুখং নাল্পং লেভে, কনকযুবতী ভোগবিষয়ৈঃ।
ইদানীং জ্ঞাত্বাত্বাং, প্রণত সুহৃদং শান্তি সুখদং,
বিরক্তোঽহং যাচে, তব চরণযোর্ভক্তিমচলাং ॥ ১৭ ॥

গৃহিত্বা ভ্রান্তং মাং, কুমতি বিষযাশা পরিবৃতং,
সদা রক্ষ ব্রহ্মণ্, কুপথগমনাদ্দুঃখগহনাৎ।
কৃপা সারান্ প্রাণে, বিতর সততং শোকদলিতে,
বিবেকং বৈরাগ্যং, পরমমপি মে দেহি ভগবন্ ॥ ১৮ ॥

যো ভজেৎ পরয়া ভক্ত্যা রামকৃষ্ণং ভবান্তকং।
ভববন্ধাদ্বিনির্মুক্তঃ সদ্যোভবেন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি সম্পূর্ণং।

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামি নির্ম্মলানন্দ আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং স্বামী বোধানন্দ গত ১৫ই এপ্রিল তৎস্থানে কার্য্য করিতে যাত্রা করিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ ব্রুক্‌লিন সভায় "পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের এবং ভারতের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার আধিপত্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা কালীন বলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে ভারতাকাশেই আর্য্য সভ্যতার প্রভাত পরিস্ফুট হয়, গ্রীক্, রোম, আরব অথবা পারস্য দেশে নহে। ভারতই ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত এবং ভৈষজ্যের মাতৃভূমি। তিনি অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রয়োগে দেখান যে ১৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত অন্য কোনও জাতী এই সকল বিষয়ে ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

জ্যামিতি বিজ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক যজ্ঞের বেদী প্রস্তুতকরণের নিয়ম হইতেই আবিষ্কৃত হয়। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহুর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ, সমকোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর উপর অঙ্কিত দুই সমচতুর্ভুজের সমষ্টির সমান—এই উপপাদ্যটী পিথাগোরস্ কর্ত্তৃক নির্ণীত বলিয়া কথিত আছে কিন্তু পিথাগোরাসের জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহা ভারতে জানা ছিল। আরবগণ দশমিক নিয়ম প্রণালী হিন্দুগণ হইতে শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা কেবল আরবকে নহে চীনকেও ভারতই প্রদান করে। সঙ্গীতের সপ্তগ্রাম সামবেদ গানে ব্যবহৃত হইত এবং সোপেনহাওয়ারের সহিত কথোপকথন কালে ওয়াগনার স্বীকার করেন যে, বিশেষত্ব ও অপূর্ব্ব ভাবসম্পন্ন হিন্দু সঙ্গীতের প্রধান সুরগুলির জন্য তাঁহারা সবিশেষ ঋণী।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সেনাবাসে হিন্দুচিকিৎসকগণ ছিলেন এবং লণ্ডনস্থ কিংস কলেজের ডাঃ রয়েল তাহার "হিন্দু ভেষজ" নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করেন যে, হিপোক্রেটস্ যাঁহাকে ঔষধের জন্মদাতা বলা হয় তিনি ঔষধাদি ও তৎপ্রস্তুতপ্রণালী হিন্দুগণের নিকট হইতে লাভ করেন। রোমীয় আইন এবং বিচারনীতি ভারত হইতে প্রাপ্ত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকের নিকট অতীব বিস্ময়কর হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মশিক্ষার নিকট বিশেষ ঋণী কারণ, বৌদ্ধ প্রচারকগণ কর্ত্তৃক পালেসটাইনে প্রবর্ত্তিত অভিষেক, অবতার বাদ এবং ত্যাগ প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম্মভাব ইয়াহুদী মতের নিকট সম্পূর্ণ নূতন হইলেও যীশুখ্রীষ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে অনুমোদিত হয়, এ বিষয় খ্রীষ্টিয় ঐতিহাসিক মহাশয় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় মধ্যে শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্য ভাষাও হিন্দুগণের নিকট ঋণী। বক্তৃতার শেষ ভাগে স্বামীজি দেখান যে, ইংলণ্ডাধিকারে ভারত কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইলেও কঠোর জাতীভেদ, পৌরহিত্য অত্যাচার প্রভৃতি হইতে রক্ষা এবং বিজ্ঞানাদি শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ উপকৃতও হইয়াছে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিভিন্ন দর্শনের যতই মতভেদ থাকুক, এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন এক সাধারণ ভিত্তি আছে, যাহা দ্বারা সমুদয় জগতের ভাবস্রোত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—সেই সাধারণ ভিত্তি এই—জীবাত্মার সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস। ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মা সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপ। আর তোমরা বেশ জান, ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে, শক্তি, পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। ঐগুলি আমাদের জন্মগত সত্ত্ব—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রতারূপ আবরণের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যথার্থ যাহা, তাহা অনাদি কাল হইতেই পূর্ণ, অচল, অটল সুমেরুবৎ। আত্মসংযম করিতে তোমার বহিঃ সাহায্যের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, তুমি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে অনাদি কাল হইতেই পূর্ণ সংযমী। এই কারণেই অবিদ্যাকেই সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান্ ও মানবে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে? কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। ঐ ক্ষুদ্র কীট যে অতি কষ্টে চলিতেছে, তাহার মধ্যে—অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা, এমন কি সাক্ষাৎ অনন্ত ভগবান্ রহিয়াছেন। এখন উহা অব্যক্ত ভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে—কারণ, ইহা আর কোথাও নাই। ইহাই আধ্যাত্মিকতা, ইহাই আত্মবিজ্ঞান। মানুষ কি বলে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়? বীর্য্য—বীর্য্যই সাধুত্ব—দুর্ব্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া, উহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে—তবে উহা—অভী। যদি জগৎকে কোন ধর্ম্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই অভী। কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভী' এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই দুঃখ, ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে হয়? আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজার রাজা মহারাজা, তুমি তাঁহার

হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি—আত্মবিশ্বাস।

জীবাত্মার অনন্ত শক্তিমত্তায় বিশ্বাসই সর্ব্বসমস্যার মীমাংসায় সমর্থ।

উত্তরাধিকারী। তুমি সেই ঈশ্বরের অংশস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈত-বাদ মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম, তুমি আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা ভেদ জ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি—আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড, আমরা কেবল এই করিতেছি। 'আত্মার মধ্যে সকল শক্তি অন্তর্নিহিত' ভারত জগৎকে এই মহা শিক্ষা দিবে। হৃদয় এই তত্ত্ব ধারণ করিলে তোমার নিকট জগৎ আর এক ভাবে প্রতিভাত হইবে—পূর্ব্বে তুমি নরনারী ও অন্যান্য প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন অন্য দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিবে। তখন এই পৃথিবী আর দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে না—তখন আর ইহা বোধ হইবে না যে, এ পৃথিবীতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুর্ব্বলের উপর বলবানের জয় লাভের জন্য নরনারীর জন্ম, তখন বোধ হইবে এ পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র, স্বয়ং ভগবান্ বালকের ন্যায় এখানে খেলিতেছেন আর আমরা তাঁহার খেলার সঙ্গী, তাঁহার কার্য্যের সহায়ক। যতই ভয়ানক, যতই বীভৎস বোধ হউক, ইহা খেলামাত্র। আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই ক্রীড়াকে একটা ভয়ানক ব্যাপার ভাবিতেছি। যখন আমরা আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি, তখন অতি দুর্ব্বল, হতভাগ্য, অতি অধম পাপীর হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। শাস্ত্র কেবল বলিতেছেন, নিরাশ হইও না। তুমি যাহাই কর না কেন, তোমার স্বরূপের কখন পরিবর্ত্তন হয় না, তুমি কখন তোমার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পার না। প্রকৃতি কখন প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিতে পারে না। তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া তোমার এই স্বরূপ অব্যক্তভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু চরমে উহা আপন তেজে ফুটিয়া বাহির হইবে। এই কার-ণেই ইহা সকলের নিকট আশার সংবাদ বহন করে, কাহাকেও নিরাশা সাগরে ডুবায় না। বেদান্ত, ভয়ে ধর্ম্ম করিতে বলে না। বেদান্ত বলে না যে, শয়তান সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে তোমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে, যদি তুমি একবার পদস্খলিত হও, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নাই, বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে। তোমার নিজের কর্ম্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, কর্ম্মবাদ। অপর কেহ তোমার হইয়া তোমার শরীরগঠন করে নাই। সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অজ্ঞান বশতঃ অব্যক্ত রহিয়াছেন আর তুমি যে সমস্ত

সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহার জন্য তুমিই দায়ী। ভাবিও না, তোমার অনিচ্ছাসত্তেও তুমি এই জগতে আনীত হইয়া এই ভয়াবহ স্থানে স্থাপিত হইয়াছ। তুমি জান, তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচনা করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। তুমি নিজেই আহার করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া আহার করে না। তুমি যাহা খাও, তাহার সারভাগ তুমিই শরীরে শোষণ করিয়া লও, অপর কেহই তোমার হইয়া উহা করে না। তুমি ঐ খাদ্য হইতে রক্ত, মাংস, দেহ প্রস্তুত করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া উহা করে না। তুমি বরাবরই ইহা করিতেছ। একটী দীর্ঘ শৃঙ্খলের এক পাবের গঠন প্রণালী জানিতে পারিলে সমুদয় শৃঙ্খলটীকেই জানিতে পারা যায়। যদি ইহা সত্য হয় যে, এক মুহূর্ত্তও তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, তবে ইহাও সত্য যে, পূর্ব্বেও প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, পরেও করিবে। আর ভাল মন্দ সবেরই দায়িত্বভার তোমার। ইহাই মহা ভরসার কারণ। আমি যাহা করিয়াছি, আমিই আবার তাহা নাশ করিতে পারি।

যদিও আমাদের শাস্ত্রে এই কঠোর কর্ম্মবাদ রহিয়াছে, তথাপি আমাদের ধর্ম্ম ভগবৎকৃপা অস্বীকার করে না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, ভগবান্ শুভাশুভ রূপী এই ঘোর সংসার প্রবাহের অপর পারে বহিয়াছেন। তিনি বন্ধনশূন্য, নিত্যদয়াময়, সর্ব্বদাই জগতের ত্রিতাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার সাগরের পরপারে লইয়া যাইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। রামায়ণ বলিতেছেন – তাঁহার দয়ার সীমা নাই আর বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকটই এই দয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ভগবৎ কৃপা।

অতএব তোমরা দেখিতেছ, সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিতে তোমাদের ধর্ম্ম কিরূপ ভাবে সাহায্য করিতে পারে। যদি আমার অধিক সময় থাকিত, তবে আমি দেখাইতে পারিতাম, পাশ্চাত্য দেশ অদ্বৈতবাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত হইতে এখনও কিরূপ শিক্ষা পাইতে পারে। কারণ, এই জড় বিজ্ঞানের দিনে সগুণ ঈশ্বর, দ্বৈতবাদ এ সকলের বড় একটা আদর নাই। তবে যদি কেহ খুব অমার্জ্জিত অনুন্নত ধর্ম্মপ্রণালীতেও বিশ্বাস করে, আমাদের ধর্ম্মে তাহাদেরও স্থান আছে। যদি কেহ এত মন্দির ও প্রতিমাদি চায়, যাহাতে জগতের সকল লোকেরই আকাঙ্খা চরিতার্থ হইতে পারে, যদি কেহ সগুণ ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল

যাসিতে চাহে, তবে আমাদের শাস্ত্র তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্যই করিবে। বলিতে কি, সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ উচ্চ ভাব ও তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, জগতের অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাইবে না। যদি কেহ আবার খুব যুক্তিবাদী হইতে চাহে, নিজের তর্কবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহে, তবে আমরা তাহাকেও নির্গুণ ব্রহ্মবাদরূপ প্রবল যুক্তিসহ মত শিক্ষা দিতে পারি।"

বক্তৃতান্তে স্বামীজি পুনরায় অভিনন্দনদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

মনমাদুরা অভিনন্দন।

পরমকুড়ি হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীজি মনমাদুরায় গেলেন। মনমাদুরা ও তৎসমীপবর্ত্তী শিবগঙ্গার জমীদার ও অন্যান্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। প্রথমে এই স্থানে স্বামীজি আসিতে পারিবেন না, এই মর্ম্মে তার করা হয়। ইহাতে তাঁহারা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন, স্বামীজির আগমনে সকলেই পরম পুলকিত হন ও আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন। অভিনন্দন পত্রের একস্থলে তাঁহারা বলেন, "পাশ্চাত্য উদরসর্ব্বস্ব জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্ম্মভাবসমূহের উপর তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময়ে আপনার ন্যায় একজন শক্তিশালী আচার্য্যের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য স্বর্ণের উপর যে ধূলিরাশি কিছুকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভারূপ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারূপে জগতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবে। আপনি যেরূপ উদারভাবে চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় সমবেত অসংখ্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস,—আমাদের পূজনীয়া—মহারাণীর রাজত্বে যেমন সূর্য্য অস্ত যান না, তেমনি আপনারও ধর্ম্মরাজ্য সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইবে"।

মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তর।

আপনারা আমাকে হৃদয়ের সহিত যে অভিনন্দন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। দুঃখের বিষয়, আমার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও

আমার শরীরের অবস্থা এখন এমন নহে যে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করি। আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুটী আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, তথাপি আমার একটা স্থূল শরীর আছে—হইতে পারে স্থূল শরীর ধারণ বিড়ম্বনা—কিন্তু উপায় নাই—আর স্থূল শরীর জড়ের নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থূল শরীরের ক্লান্তি অবসাদ প্রভৃতি সবই হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে আমার দ্বারা যে সামান্য কার্য্য হইয়াছে, তাহার জন্য ভারতের প্রায় সকল স্থানেই লোকে যেরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা দেখিবার জিনিষ বটে। তবে আমি ঐ আনন্দ ও সহানুভূতি কেবল এই ভাবে গ্রহণ করিতেছি—আমার মনে হয়, আমার দ্বারা যে যৎসামান্য কার্য্য হইয়াছে, যদি তাহার জন্য সমগ্র জাতি এতদূর প্রশংসা করে, তবে আমাদের পরে যে সকল মহা মহা দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীর মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই জাতির নিকট হইতে না জানি আরও কত প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিবেন। ভারত ধর্ম্মভূমি। হিন্দু, ধর্ম্ম—কেবল ধর্ম্মই বুঝে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে যে, ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রতস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারে যে, ইহা সত্য। সকলেই দোকানদার হউক, বা স্কুল মাষ্টার হউক বা যোদ্ধা হউক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই সামঞ্জস্যপূর্ণ জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাব লইয়া এক মহাসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিবে। সম্ভবতঃ আমরা এই জাতীয় ঐক্যতানের আধ্যাত্মিক সুর বাজাইবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত। আমাদের মহামহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের (যাঁহাদের বংশধর বলিয়া যে কোন জাতি গৌরব অনুভব করিতে পারে) নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে সকল মহান্ তত্ত্বরাশি পাইয়াছি, আমরা এখনও তাহা হারাই নাই, ইহাই দেখিয়া আমার মনে পরম আনন্দ হইতেছে। ইহাতে আমাদের জাতির ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে আমার আশা, শুধু আশা নহে, দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। আমার প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসার জন্য আবার আনন্দ হয় নাই, আমাদের জাতীয় হৃদয় যে এখনও অটুট রহিয়াছে, ইহাতেই আমার পরমানন্দ। এখনও ভারতের জাতীয় হৃদয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

ধর্ম্মই হিন্দুর জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।

ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে—কে বলে সে মরিয়াছে? পাশ্চাত্যেরা আমাদিগকে কর্ম্মকুশল দেখিতে চায়—কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমাদের জাতীয় হৃদয় নিবদ্ধ নয় বলিয়া আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মনের মত কর্ম্মকুশলতা দেখাইতে পারি না। যদি কেহ আমাদিগকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে, আমরাও যদি আবার কোন যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রিয়াশীল দেখিতে চাই, আমরাও তদ্রূপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্যেরা আসিয়া দেখুক, আমরা তাহাদেরই ন্যায় কর্ম্মী—আমরা এখনও জীবিত রহিয়াছি। এই সকল ভাবিয়া আমরা যে আদৌ পূর্ব্বাবস্থা হইতে হীন হইয়া পড়িয়াছি, এই কথাতেই আমার বিশ্বাস হয় না।

ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য আমরাই দায়ী।

আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি যে অটুট, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তথাপি এখন আমাকে গোটাকতক কড়া কথা বলিতে হইবে। আশা করি, তোমরা উহা ভাল ভাবেই গ্রহণ করিবে। এই মাত্র তোমরা অভিযোগ করিলে যে, ইউরোপীয় জড়বাদ আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু ইউরোপীয়দের দোষ নহে, প্রধানতঃ দোষ আমাদের। আমরা যখন বৈদান্তিক তখন আমাদিগকে সর্ব্বদাই সব বিষয় ভিতরের দিক হইতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয় করিয়া জানি, যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। যেমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাচীন কালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই খৃষ্টিয়ান প্রায় দশ লক্ষের অধিক হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—"যখন অনন্ত জীবন নির্ঝরিণী নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিবে কেন"? প্রশ্ন এই,—ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে? আমি ইংলণ্ডের জনৈক সৎ বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম—সে

সমাজের নিম্নস্তরে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টার অভাবই তাহাদের হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ।

অসৎ পথে পদার্পণ করিবার—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়, 'এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না, কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না'। আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমরা তাহাদের জন্য কি করিয়াছ? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমরা নিজেরা কি শিখিয়াছি, আর নিজেরা নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া কতদূর উহার আলোক বিস্তারের সহায়তা করিয়াছি। আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ—আমাদেরই কর্ম্ম। কাহারও দোষ দিও না, দোষ দাও আমাদের নিজেদের কর্ম্মকে। যদি তোমরা উহা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, কি মুসলমান কি খৃষ্টান ধর্ম্ম, অথবা জগতের অন্য কোন বাদ কিছুই এখানে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইত না। যদি দেহ পাপ কুৎসিৎ খাদ্য, ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই হীনবীর্য্য না হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার জীবাণু নরদেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে। আমরা ত তাহাদিগকে পূর্ব্বে সাহায্য করি নাই। সুতরাং অপর জাতির উপর সমুদয় দোষ নিক্ষেপের পূর্ব্বে প্রথমেই নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত, আর প্রতীকারের এখনও সময় আছে।

আমরা ক্ষুদ্র অনাবশ্যক বিষয় সমূহে অভিনিবিষ্ট হইয়া উচ্চতর প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়াছি।

প্রথমেই ঐ যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীন কাল হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ৬০০।৭০০ বৎসর ধরিয়া কি ঘোর অবনতি হইয়াছে দেখ। বড় বড় মদ্দরা শত শত বর্ষ ধরিয়া এই মহা বিচারে ব্যস্ত যে, এক ঘটি জল খাব ডান হাতে কি বাঁ হাতে, হাত তিনবার ধোব না চারবার, কুল্‌কুচো করব পাঁচবার কি ছয়বার। যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় ও এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন লিখিতে

ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পার? আমাদের ধর্ম্মটা রান্নাঘরেই ঢুকিয়া সেই খানেই আবদ্ধ থাকিবে, এইরূপ আশঙ্কা বিলক্ষণ রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নহি, পৌরাণিকও নহি, তান্ত্রিকও নহি—আমরা এখন কেবল 'ছুৎমার্গী' আমাদের ধর্ম্ম এখন রান্নাঘর। আমাদের ঈশ্বর হইয়াছেন ভাতের হাঁড়ি আর মন্ত্র 'আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা আমি মহাপবিত্র'। যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগ্‌লা গারদে যাইতে হইবে। মন যখন জীবনের উচ্চতর তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়, তখন তাহাকে মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের নিশ্চিত লক্ষণ জানিতে হইবে। এই অবস্থায় মৌলিক তত্ত্ব গবেষণায় মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়, নিজের সমুদয় কার্য্যকরী ও চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে আর যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যেই তাহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়—তাহার বাহিরে সে আর যাইতে পারে না। প্রথমে এইগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মহাবীর্য্যের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ঐগুলি বাদ দিলেও যে ধনভাণ্ডার আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি তাহা অফুরন্ত থাকিবে। সমগ্র জগৎ সেই ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। উহা হইতে ধনরাশি বিতরণ না করিলে সমগ্র জগৎ অনাহারে মরিবে। অতএব বিতরণে আর বিলম্ব করিও না। ব্যাস বলিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম—তন্মধ্যে আবার ধর্ম্মদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—বিদ্যাদান তাহার নিম্নে—তার পর প্রাণদান—সর্ব্বনিকৃষ্ট দান অন্নদান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করিয়াছি—আমাদের ন্যায় দানশীল জাতি আর নাই। ভিক্ষুকের নিকট যতক্ষণ পর্য্যন্ত একখানা রুটি থাকিবে, সে তাহার অর্দ্ধেক দান করিবে। এইরূপ ব্যাপার কেবল ভারতেই দেখিতে পাইবে। আমরা যথেষ্ট অন্ন দান করিয়াছি—এক্ষণে আমাদিগকে অপর দুই প্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে—ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান। যদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া ভাবের ঘরে এক বিন্দু চুরী না রাখিয়া কাযে লাগিয়া যাই, তবে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমুদয় সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে—বিরুদ্ধমতাবলম্বী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্য্যগণের ন্যায় উন্নত হইবে।

আমাদিগকে সমগ্র জগতকে ধর্ম্মদান করিতে হইবে।

Ark 262
773
REGISTERED No. C 295.
Ark 3 262

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

IMPERIAL LIBRARY
4 JUL 1906
WRITERS BUILDING

সূচী।

	বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	বিরাট উপাসনা	স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী	...	...	২৫৭
২।	নাগ মহাশয়	শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	...	২৫৮
৩।	ভারতে বিবেকানন্দ	...	...	...	২৮১

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪ [illegible] লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

IMPERIAL LIBRARY
Ark 3 262

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲, বাঁধান ১৷৹
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	৷৹	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৹
„ ভক্তিযোগ	৷৹	„ কর্ম্মযোগ	৷৵৹
„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹	„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹
„ বক্তৃতা ও পত্র	।৹	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
„ কথোপকথন	।৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

4 JUL 1906

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উদ্বোধনের ৬ষ্ঠ নিয়মানুসারে আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠের উদ্বোধন বন্ধ রহিল। ১লা আষাঢ় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিরাট্ উপাসনা।

স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সমষ্টি ঈশ্বরবাদে চৈতন্য নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা দূরে থাকুক, উহা সম্যক্ নিরাকৃতই হইয়া থাকে। কেন না সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জড় স্বীকার করিলে ইহাও সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হয় যে জ্ঞাতা কেহ না থাকিলেও উহা বর্ত্তমান। কিন্তু যাহা কোন প্রকার জ্ঞানের বিষয় নহে তাহার চিন্তন করা অসম্ভব। কারণ চিন্তনীয় বিষয় মাত্রই অনুভূত বা অনুভবনীয়। মনে কর যদি কেহ বলে—মহাজলধির অন্তস্তলে এক কাঞ্চনময় দ্বীপ রহিয়াছে যাহা অদ্যাপি কোনপ্রকার জ্ঞানেরই গোচর হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না—উহা বাতুলের প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? মাদক দ্রব্যের শরণ না লইয়া উক্ত দ্বীপের অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করিতে পারে না। পুরাকালে কেবল জড়পুঞ্জ ছিল পশ্চাৎ উহাদের মিশ্রণে চেতন জন্ম পরিগ্রহ করিল এই মতও তদ্রূপ অত্যন্ত নির্যুক্তিক, কারণ জ্ঞানদিবাকরের প্রকাশ ব্যতিরেকে কখনও জড় সিদ্ধ হইতে পারে না।

নৈয়ায়িকগণ রূপও দ্রব্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ বলিয়া মানিয়া থাকেন—ইহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। কেন না, রূপও যে সম্পূর্ণরূপে বাহিরের জিনিস নহে ইহা বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়া দেয়। আবার আকৃতি বিস্তৃতি আদি গুণ ব্যতিরেকে দ্রব্যের স্বরূপ যে কি তাহাও প্রত্যক্ষ হইবার নহে।

আদি শক্তি হইতে স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্বই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, জ্ঞানের অবলম্বনাভাবে ক্ষণকালও উহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অজ্ঞাত সত্তা ও আকাশকুসুম উভয়ই তুল্য, উভয়েরই আবাসভূমি এক কল্পনা। বস্তুজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ এক বস্তুর বারম্বার অনুভবই দ্রব্যের অজ্ঞাতসত্তা মানিবার মূলভিত্তি। ইহাই মানব সমাজকে

অজ্ঞাতসত্তায় এতদূর দৃঢ় বিশ্বাসী করিয়াছে যে বিবেকও সহসা ঐ বিশ্বাস পরিহার করিতে সমর্থ নহে।

অজ্ঞাতসত্তায় বিশ্বাসই দ্বৈতজঞ্জালের প্রধান উপাদান। উহাকে আশ্রয় করিয়াই অনেকানেক অনর্থ মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। ভৌতিক পদার্থনিচয়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান ও ধারণার ইহাই একমাত্র কেন্দ্রস্থান। এই সংস্কার হৃদয় হইতে দূরীভূত না হইলে কখনও অদ্বৈততত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। বস্তুতঃ অজ্ঞাতসত্তার কুহকে পড়িয়াই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সিদ্ধ হইতেছে না। অনাদিকাল হইতেই জ্ঞানগঙ্গা ও জ্ঞেয় যমুনা পরস্পর মিলিতা হইয়া বহিতেছে। নির্ব্বাণ ও সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপই থাকিবে এবং উভয়ে উভয়ের অপেক্ষা রাখিবে। সমাধি অবস্থাতে জ্ঞেয়কালিন্দী জ্ঞানরূপ সুরতটিনীর অভ্যন্তরে বিলীন হইলেও তাহার স্বরূপের অত্যন্ত বিলোপ হয় না। কেন না ব্যুত্থান দশাতে পুনর্ব্বার উহা ব্যক্ত হইয়া থাকে। নির্ব্বাণের পরই একমাত্র চিন্ময়ী দেবপ্রবাহিণী অবস্থিতা থাকেন। জ্ঞেয়রূপ যমুনার আর পৃথক্ সত্তা থাকে না এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের চিহ্নমাত্রও আর লক্ষিত হয় না। ব্যবহার দশাতে কিন্তু কেহই জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের স্বরূপ কি বস্তুতই ভিন্ন? ইহারা কি পরস্পর বাস্তবিক পৃথক্? না ইহা যুক্তিযুক্ত হইবার নহে; কারণ, জ্ঞান নিরপেক্ষ জ্ঞেয় অপ্রমাণিত ও জ্ঞানের ব্যাখ্যাই জ্ঞেয় বা বিষয়। লেখনীর জ্ঞান ও লেখনী একই বস্তু। এ স্থলে লেখনীজ্ঞানের আকার কি এইরূপ প্রশ্ন হইলে *তাদৃশ আকৃতি-বিস্তৃতি-বিশিষ্ট বস্তুই লেখনীজ্ঞানের স্বরূপ—ইহাই* উত্তর বাক্য, ইহাই প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতার হৃদয়গ্রাহী জ্ঞান হইতে জ্ঞেয়কে কোন উপায়েই বিযুক্ত করিতে পারা যায় না। সুতরাংই জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের একতাই সিদ্ধ হয়। জ্ঞান ও জ্ঞেয়রাশির মধ্যস্থলে শরীরই প্রাচীরস্বরূপ কল্পিত হইয়াছে। জন্মান্তরীণ কুসংস্কারই ইহার মূল। এই জগৎ কেবল জ্ঞানেরই লীলাক্ষেত্র। জ্ঞানরূপ নটই অবিশ্রান্ত বিচিত্র অভিনয় দেখাইতেছে। অতএব জড় বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং জড় দেখাই ভ্রান্তি ও অজ্ঞানের পরিচায়ক। মনকে পূর্ণভাবে অন্তর্মুখী করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যার সুবিমল অঙ্কে উপবিষ্ট হইলে দেখা যায় সূর্য্য চিন্ময়, চন্দ্রমা চিন্ময় এবং তারকারাজিও চিন্ময়। জগতে এমন কোন বস্তুই নাই যাহার বাস্তবিক স্বরূপ জ্ঞানময় বা প্রকাশময় নহে।

চিন্ময়দেবই তরুণ ললনা হইয়া কমনীয় কান্তিচ্ছটায় যুবকবৃন্দের মন মুগ্ধ করিতেছেন, ইনিই সুকুমার সৌন্দর্য্যময় দেহ ধারণ করিয়া যুবতীবর্গের মন অপহরণে অসামান্য নিপুণতা দেখাইয়া থাকেন এবং ইনিই আবার ধীর স্থবির বৃদ্ধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া ত্রিতাপসন্তপ্ত জনসমাজে শান্তিপথ প্রদর্শন করিয়া সকলের পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন! মানবের বস্তুতঃ এইরূপ অবস্থা কদাপি ঘটে না যাহাতে কোন না কোনরূপ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে না। জাগরণে স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিতেও জ্ঞানেরই রাজত্ব। সুষুপ্তিতে যে জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে ইহার প্রমাণ—সুখম্ স্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষং এবম্বিধ স্মৃতি। কেননা উহা পূর্ব্বানুভূত বস্তু অধিকার করিয়াই জন্মগ্রহণ করে। এই সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করেন যে জাগ্রত অবস্থার অন্তিমকালে ইন্দ্রিয়গণের অবশতানিবন্ধন এক প্রকার সুখানুভব হয় উহারই স্মরণ হইয়া থাকে। নতুবা সুষুপ্তিতে কোন প্রকারের জ্ঞান থাকে না। এই অভিযোগে নৈয়ায়িকও সাক্ষ্য দিয়া থাকেন।

উত্তরে বলা যাইতে পারে—জাগ্রত অবস্থার অন্তিম ও সুষুপ্তির পূর্ব্বকালীন সুখোপলব্ধি অবিরতধারে সুষুপ্তির শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, যেহেতু তাহার নাশক অন্য কোন গুণ উৎপন্ন হয় না। ধারাবাহিক জ্ঞান অখণ্ডভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। উপনিষদও 'ততোনিমজ্জেৎ পরে সুখে' ইত্যাদি বচন দ্বারা সুষুপ্তিতে সুখোপলব্ধির উপদেশই করে। জ্ঞানের সার্ব্বকালিক অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়াতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে জ্ঞান নিত্য ও সনাতন। জ্ঞানের নিত্যত্বে বিশ্বাস যুক্তিসহায়ে অটল হইলেই অধ্যাত্মবিদ্যার গূঢ় রহস্য ভেদ করা যায়। উহাই হৃদয়াকাশে আত্মজ্যোতির আভাষ আনয়ন করিয়া আত্মরাজ্যে প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একত্ব যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইল। এক্ষণে নিত্যানন্ত চিদাকাশের সগুণ ও নির্গুণ ভাব বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বর চিদাকাশেরই দিক যুগল। একদিক স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ, নির্গুণ ও একরস—অন্যদিক বিভিন্ন প্রকাশ্য শবলিত ও ব্যষ্টিভাবে পরিণামশীল।

মনোবৃত্তি অন্তর্মুখীন্ করিয়া গভীর গবেষণাতে প্রবৃত্ত হইলে বুঝা যায় প্রত্যেক পদার্থের উপলব্ধিতেই মানবের উভয় দিকের সন্দর্শন হয়, সকল বস্তুতেই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিকাশ যুগপৎ মানবমন অনুক্ষণ অবলোকন

করিতেছে। বিষয়যুক্ত বিষয়ীকেই সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে এবং বিষয়-বিশ্লিষ্ট বিষয়ীই নির্গুণ ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়েন। বিমুক্তবিষয় বিষয়ী যে প্রমাজ্ঞানের অতীত ইহা অতি পূর্ব্বেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। মুক্তি ও সমাধিতে বিষয় সম্বন্ধ শূন্য বিষয়ীর দিগন্তব্যাপী প্রকাশ উপস্থিত হয়। ঐ প্রকাশের সহিত কোটি সূর্য্যের বিকাশও উপমিত হইতে পারে না। উহার উপমান উহাই। বদ্ধ পুরুষ কোন প্রকারেই চিন্ময় আত্মার নির্বিশেষ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এজন্যই তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের নাম পর্য্যন্ত নীরস ও শুষ্ক বিবেচনা করেন। কূপস্থ মণ্ডূক অনন্ত সমুদ্রের অস্তিত্বেই আপত্তি করে ও অবশেষে উহাকে কূপবৎ ক্ষুদ্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। এই কূপমণ্ডূক ন্যায়ের প্রসারই জনসমাজে যত প্রকার অপসিদ্ধান্ত আনয়ন করিয়া দেয় এবং ইহাই নির্বিকল্প জ্ঞান এবং মুক্তির মহত্ত্বানুভবে নরনারীদিগকে চিরকাল বঞ্চিত রাখিয়াছে।

সমষ্টি পরমেশ্বরের নিখিলঅঙ্গের ধারণা ব্যষ্টিজীবের পক্ষে অসম্ভব। জীব বিশ্বরূপের অনন্ত ভাব স্বকীয় মনে আনত করিতে যাইয়া সঙ্কুচিতার অভিনয়ই দেখাইয়া থাকে, বীরকেশরী গাণ্ডিবধন্বাই ইহার নিদর্শন স্থল। গীতার একাদশাধ্যায় নিবদ্ধ তাঁহার মানসিক অবস্থাই আমাদিগকে সবিশেষ বুঝাইয়া দেয় যে, বিরাট রূপের সম্পূর্ণ উপলব্ধি মানবীয় শক্তির পরপারে; মানুষী প্রজ্ঞা উক্ত কার্য্যে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, হিরণ্যগর্ভদেবের অনন্ত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়াই কুলালচক্রের ন্যায় বিঘূর্ণিত হয়। তথাপি বশিষ্ঠ আদি জ্যোতিষ্ক ও জলধি শৈলাদি রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আংশিক প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তগণ কৃতার্থ হইয়া থাকেন এবং ভগবৎ সৌন্দর্য্যসুধারসে ডুবিয়া যান। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করার কথা করির কল্পনা বা মনোরাজ্যের ব্যাপার নহে। এই বিশ্বই যে শ্রীভগবানের রূপ ইহা শাস্ত্র অনাদিকাল হইতেই শিক্ষা দিতেছেন। যথা—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুই গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় অলীক ও কাল্পনিক। মানব মাত্রেরই অল্প বা অধিক পরিমাণে কার্য্যকারণভাবের জ্ঞান রহিয়াছে। অসভ্য বন্য জাতিরাও ভূত বা দেবতা বিশেষকে খাড়া করিয়া আপনাদিগের কারণজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিয়া থাকে। তাহারা শিক্ষার অভাবে মরুমরীচিকাকেই হৃদয়স্থ পিপাসার শান্তি অবধারণ করে। আবার শিক্ষালোকে আলোকিত হইয়া উহারাই দার্শনিক গণের উপাস্য পরমেশ্বরে ঐ জিজ্ঞাসার সমাপ্তি করিয়া শান্তিলাভ করে।

সভ্যতাশৈলের শিখরোপনীত সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ কার্য্যকারণভাব লইয়াই জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করেন। শাস্ত্রজলধিমন্থনকারী এমন দূরদর্শী বিরল যিনি কখনও ইহাতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। বস্তুতঃ কার্য্যকারণভাবের গবেষণাই অভিজ্ঞ সমাজের এক সাধারণ মহাব্রত। কেহ বা এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন; কোন ব্যক্তি বা উহার উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেছেন; আবার অনেকে ইহার বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এই বিভিন্নতা অবস্থাগত মাত্র। উঁহাদের মধ্যে উদ্দেশ্য সংক্রান্ত কিছুমাত্রও ভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, সকল নদীই যেন মহাসমুদ্রে মিলিবার জন্য প্রবাহিত। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই অভিলাষ রাখেন যে আমি কারণতরুর সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিব, আমি কারণজগতের গূঢ় রহস্য ভেদ করিব, কিন্তু সকলের ভাগ্যে উহা ঘটে কৈ? অধিকাংশই মার্গে বা মার্গান্বেষণেই জীবন অতিবাহিত করেন।

এই নিখিল জনসমাজব্যাপিনী কারণজিজ্ঞাসার কি কোনকালে অবসান নাই। ইহা কি চিরকালই এইরূপ বিভিন্ন মতের সৃষ্টি করিয়া অহঙ্কৃত মানবকে মস্তিষ্কবিলোড়নের নৈপুণ্যই শিক্ষা দিবে?

ভারতের লোকোত্তর মহামুনিরা চিরন্তন গবেষণার ফলে যে অটল জ্ঞান ও সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহাকে বর্ত্তমান পদার্থ বিজ্ঞানও অদ্যাপি অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহাই সমষ্টি পরমেশ্বরে কারণজিজ্ঞাসার পর্য্যবসান করিতে উপদেশ দিতেছে। তাহাই সর্ব্বাত্মক ভগবানকে আদি কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া সৃষ্টির বাহ্যে অবস্থিত অন্য কারণবাদ সকল সম্যক্ নিরাকৃত করিয়াছে। জাগতিক ঘটনার কারণ জগতের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান—বাহিরে ইহার অনুসন্ধান করাই অবিমৃষ্যকারিতা বা পল্লবদর্শিতা। কারণজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে জিজ্ঞাসুগণকে স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে যাইতে হইবে নিশ্চয়, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জগতের বাহিরে যে যাইতে হইবে না ইহাও নিশ্চয়। গৃহের বহির্দ্দনে পৈতৃক রক্ষিত ধন পাইলাম না বলিয়াই কি অভ্যন্তরানুসন্ধানে বিরত হইয়া উহার নিম্নস্থ অরণ্যের মৃত্তিকা খনন যুক্তিযুক্ত! শাস্ত্রও ইহার বিপক্ষেই উপদেশ করে। তবে মিথ্যা কেন জনসমাজ কল্পনাবলে জগৎছাড়া অদ্ভুত স্রষ্টার আবিষ্কারে চিরকাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ? ইহার উত্তর মানবীয় ভাবে প্রীতি! মনুষ্য

আদিকারণকেও স্বকীয়ভাবে অলঙ্কৃত করিয়া লয়েন; মানবীয় গুণরাশির মাত্রা বাড়াইয়া তাঁহাতে আরোপ করিয়া শ্রীভগবানকে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য রূপে কল্পনা করিয়া বসেন।

বহুশতাব্দী হইতেই মানবসমাজে এই অন্ধ পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। ইহার যে সমূলে উচ্ছেদ হইবে এইরূপ আশা উদিত হয় না, তবে শিক্ষার বিস্তারে অভিজ্ঞমণ্ডলীতে কালে অবশ্যই এই ভাবের সঙ্কোচ হইবে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও জগতের অভ্যন্তরীণ মহাশক্তিকেই আদিকারণ নির্দ্দিষ্ট করে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। উহা বজ্রনির্ঘোষে উপদেশ করিতেছে—

"অগ্নির্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব।
একস্তথাসর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি রূপো বহিশ্চ॥"

যেরূপ এক অগ্নিই কাষ্ঠাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক কাষ্ঠে তদ্রূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ নিখিল পদার্থের অন্তরাত্মা পরব্রহ্ম জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে ও বাহিরে প্রতি বস্তুতেই সেই সেই আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হে পাঠক! এক্ষণে স্থূলজগত হইতে অণুজগতে চলুন, জিজ্ঞাসা করি, উহা কোন জ্ঞানের গোচর কি না, উহাকে কোন জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে কি না? আমরা দেখিয়াছি যে, যদি বলা যায় যে পূর্ব্বে উহার কোন জ্ঞানই ছিল না, পশ্চাৎ জীবগণ বুদ্ধিপ্রভাবে উহার বৈদ্যুতিক শক্তি আদি জানিয়াছে, তবে এক ভাবে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়—কারণ জীব জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থেরই অনুমানাদি করিতে পারে, কখনও জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষ্ট অণুমাত্রই পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল ইহা প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত বাধ্য হইয়াই মানিতে হয় যে পূর্বাকালে উহার প্রকাশক জ্ঞানও ছিল।

ইতিপূর্ব্বে ইহাও নিরূপিত হইয়াছে যে, যাহাকে আমরা আপাত-বিচারে জড় বলিয়া থাকি উহা জ্ঞানেরই বিকাশ বা অবস্থা বিশেষ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় একই বস্তু, ইহাদের ভিন্নতাকল্পনা কেবল অজ্ঞানপ্রসূত। জ্ঞানই কার্য্যকারণভাবের মীমাংসা স্থল। ইহাকে উড়াইয়া দিলে বদতো ব্যাঘ্যাত দোষেরই অভিনয় সর্ব্বত্র দেখিতে হয়, তজ্জন্যই সরস্বতী তীরে লতাকুঞ্জে বসিয়া পূর্ণজ্ঞ ঋষিগণ গান করিয়াছিলেন—

"দৃশি স্বরূপং গগণোপমংপরং
সকৃদ্বিভাতস্ত্বজমেকমক্ষরং।
অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং
তদেবচাহং শততং বিমুক্তমোম্॥"

যিনি জ্ঞানস্বরূপ, আকাশবৎ সূক্ষ্ম সকলের পরে বিরাজমান ও এক-বারই প্রকাশমান সেই ওঁকারবেদ্য অনাদি অনন্ত, নির্লেপ, নিত্যমুক্ত সর্ব্বব্যাপী অদ্বৈত ব্রহ্ম সর্ব্বদাই আমি। অবনীমণ্ডলে ঈদৃশ মানব নয়নের অতিথি হয়েন না, যিনি জ্ঞানময় আত্মার বাহিরের বস্তু উপলব্ধি করিতে পারেন। এই যে শব্দস্পর্শাদির বিচিত্র খেলা অবিরত চলিতেছে এক মাত্র তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতিরেকে সকলেই যাহাদের মোহন বেশে আত্মহারা হইতেছে, নিখিল জীবই উহাদেরই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া অভেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, তাহাও কি আত্মার বাহিরে বর্ত্তমান থাকিয়া মন ও ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তি সাধন করে? না—এরূপ ধারণা অজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভবপর। ধীমান্ ব্যক্তিরা কদাপি ইহার সত্যতা স্বীকার করেন না, যেহেতু উহা মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণেরই সম্পত্তি। কারণ বহির্জগতের ব্যাখ্যাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়বোধ। অবোধ মনুষ্যেরা ভিতরের পদার্থকেই বাহিরে কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। অথবা এইরূপ বলাও যাইতে পারে যে, অজ্ঞানীদিগকে জাগ্রত করিবার জন্যই, বস্তুতঃ, না ভিতর না বাহিরে বর্ত্তমান একমাত্র চিৎ-সমুদ্রই অনন্তভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, জলধিতল হইতে সৌরজগতের সৌরজগৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কেবল চিন্ময়দেবেরই লীলা চিদাত্মারই খেলা। বেদাদি শাস্ত্র পদার্থ বিজ্ঞান এবং দার্শনিক যুক্তিও সমষ্টি বিরাট্ পুরুষকেই পরমেশ্বর রূপে উপদেশ করে; ইহাদের সকলেরই সিদ্ধান্ত যে সমষ্টিই জগতের আদিকারণ, সমষ্টিই উহার মূল উপাদান তবে বহুকাল হইতে কেন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে? কেনই বা জনসমাজ উহাতে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে? ইহার কি কোন সদভিপ্রায় এবং যুক্তিযুক্ত উত্তর নাই?

আপাতদর্শীর পক্ষে এইরূপ ভাবনা সত্য বটে পরন্তু দূরদর্শী ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরপদের বাচ্য এবং তাঁহার উপাসনাই মানবের প্রকৃত কল্যাণের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। মহর্ষি কপিল ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম

করিয়া স্বকীয় সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসনা সিদ্ধস্য বা দ্যাবভূমী জনয়ন" ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তাত্মাদেরই উপাসনা সিদ্ধ পুরুষেরই প্রশংসা হইয়াছে—উহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। বৌদ্ধ ও জৈনগণ সিদ্ধ পুরুষকেই ঈশ্বর মনে করেন। হিন্দুগণও গুরুকে ঈশ্বরভাবে দেখিয়া থাকেন। সিদ্ধাত্মাদিগকে ঈশ্বরবোধে পূজা করায় শ্রুতি বাণীরও সম্মতি দেখা যায়। যথা—

"সযোহবৈতৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

যিনি পরব্রহ্মকে জানেন তিনি পরব্রহ্মই হয়েন। এই বেদ বাণী কি ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের মর্ম্ম ব্যক্ত করিতেছে না! ইহা কি স্থিতপ্রজ্ঞ মহামুনিকেই ঈশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত করে না!

পাঠকগণ, একবার বিবেকনেত্র উন্মেষিত করিয়া কিছুকালের জন্য দৈবীপ্রজ্ঞাতে স্থিত হউন, দেখিবেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিরাই পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। আমাদের মতে ঈদৃশ ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করাই মহতী পূজা ও মানব জন্মের সফলতা, যিনি ইহাতে বঞ্চিত রহিয়াছেন তিনি অনিল ভক্ষণ করিয়া যদি সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেন তথাপিও স্বরূপানুভবের অধিকারী হইবেন না তাঁহাকে অধ্যাত্মশৈলের উপত্যকাতে থাকিয়াই কাল যাপন করিতে হইবে।

আজ কাল সভ্যতাজ্যোতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে চলিতেছে। যাঁহারা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সভ্যতা কি জিনিস তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না তাঁহারাই এখন সভ্যতা বিজ্ঞানের আচার্য্যস্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাচীন সভ্য জাতি সকলের উপরেও অসভ্যতার অভিযোগ আনিতেছেন। যে কাল এইরূপ বিষম দৃশ্য দেখাইতেছে সেই কালই ভবিষ্যতে আবার একদিন এই ভাবের বিনিময় করিয়া অন্যরূপ অভিনয় দেখাইবে। সেই কালই আবার একদিন আর্য্যজাতির অজ্ঞান মেঘান্তরালস্থ গৌরবদিনমণির পুনরুদয় করিবে। হে ভারত-সন্তান! এই আশায় বুক বাঁধিয়া আপন জাতীয় ভাব এবং ধর্ম্ম সযত্নে রক্ষা কর এবং কালপ্রতীক্ষা কর। জানিও জগতে কোন অবস্থাই চিরকাল এক ভাবে থাকে না—"নীচে গচ্ছত্যুপরি চ দশাচক্রনেমিক্রমেণ!"

লৌকিক নীতির উপর সংস্থাপিত হইলেও যথার্থ সভ্যতা কখন সমতার বিরোধী হয় না। উহার উদ্দেশ্য কখনই বৈষম্যের অভ্যুদয় নহে কিন্তু মানবসমাজকে শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া কালে সমতামৃত বর্ষণ

করা। নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় কেমন উহা দিন দিন মানবমনে উদারতা আনয়ন করিয়া আপেক্ষিক সাম্যভাবেরই ব্যাপ্তি বর্দ্ধিত করিতেছে। যে জাতীয়তা আজ সভ্যজাতির জীবন, যাহার অভ্যুদয়ার্থ অনেক মনীষী পূর্ব্বে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, উহার চরম উন্নতিই নিখিল মানবসমাজের একতা বন্ধন! যখন পৃথিবীই প্রত্যেক মানবের নিকট জন্মভূমি পদের বাচ্য হইবে, যখন কৃষ্ণগৌরাদি বর্ণভেদসংক্রান্ত ঘৃণা উঠিয়া যাইয়া মনুষ্য মাত্রই মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে এবং পৃথিবীর উন্নতিই নিখিল শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য হইবে—তখনই এখনকার ক্ষুদ্র জাতীয়তা পূর্ণত্ব লাভ করিয়া যাবতীয় নরনারীকে পূর্ণজ্ঞানে অধিকারী করিবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তাতটিনীনিচয় এক মহাজাতিজলধিতে একীভূত হইয়া ধরাধামে এক অপূর্ব্ব আদর্শ সমাজের অবতারণা করিবে। ঐ বিরাট্ উদ্দেশ্যেই জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তা ভাবে বিভিন্ন জাতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে কিন্তু ঐ সকলের অন্তিম পরাকাষ্ঠা বা ফলস্বরূপ সমগ্র মনুষ্যজাতির একতা কাহারও নয়নপথে পতিত হইতেছে না। বিরাট্ উপাসনা বা সমষ্টি পরমেশ্বরাধনাই ঐরূপ আদর্শ সমাজের মূল ভিত্তি কালে স্থাপন করিয়া জগতে জাতিগত বৈষম্য ভাব সম্পূর্ণ ভাবে বিদূরিত করিবে সন্দেহ নাই; কারণ উহার আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্ত ভাগই সমতাসুধাসিক্ত, একতারসে পরিপূর্ণ! অতএব একমাত্র উহাই ভারতের নির্জ্জীবপ্রায় জাতীয়ভাবে প্রাণসঞ্চার করিয়া উহাকে অপূর্ব্ব ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ।

ঐ উপাসনাই কেবল জলদমালান্তরালস্থ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের উপাসনার ন্যায় সাম্প্রদায়িক ভাব আনয়ন করিয়া বিধর্ম্মীর শিরশ্ছেদনকেই স্বর্গের দ্বার বলিয়া মানবকে শিক্ষা প্রদান করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়ভাবের পক্ষপাতীরা অনেকেই গগণভেদী স্বরে ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরোপাসনা জাতীয়তার পরিপন্থী স্বরূপ; উহা কখনও জন্মভূমির ভক্তগণের উপাদেয় হইবার নহে; কারণ উহা সংসারকে কুম্ভীপাকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া মানবকে বুঝাইয়া দেয় এবং জনসমাজের অভ্যুদয় উপেক্ষা করিয়া নিবিড় অরণ্যে পর্ণশালায় বাস করিতেই মানবকে নিযোজিত করিয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরোপাসকগণের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াই ধর্ম্মের উপর এইরূপ ভীষণ অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়া থাকিবে। কেননা

উহারাই উপাস্য প্রভুকে জগৎ হইতে পৃথক্ মানিয়া এবং আপনাকে ও জনসমাজকে মহাপাপী বলিয়া অবধারণ করিয়া জগতই ঈশ্বরপ্রাপ্তির বিষম অন্তরায়রূপে আবহমান কাল শিক্ষা দিতেছেন। উহাদেরই ধারণা যে সংসার সয়তানের ক্রীড়া ভূমি ও শ্মশান সদৃশ। কিন্তু বিরাট্ ভগবানের উপাসনা যে জাতীয়তার বিরোধী নহে বরং উহার মহান্ অনুকূল ও জীবনসঞ্চারক ইহা বুঝিতে ধীমানের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না, কেন না; বিরাট্ ভগবান্ সর্ব্বাত্মক। প্রত্যেক পদার্থকে, ঈশ্বরভাবে দেখাই প্রকৃত বিরাট্ উপাসনা। ব্যষ্টি ভাবে যে অবলার রূপসৌন্দর্য্য নয়নের অতিথি হইবা মাত্র মনে বিকৃত ভাব আনয়ন করে ও মানবকে বিবেকশূন্য করিয়া তুলে, সমষ্টিভাব উদিত হইলে উহাই আবার শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়া মানব মনে পবিত্র ভাব আনয়ন করে। কাঞ্চনাদি পদার্থেও এই নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ ভগবদুপাসনার ফলে মানবের কোন সদ্ভাবই যে বিনষ্ট না হইয়া তাহার চরমোন্নতি প্রাপ্ত হয় এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। বিষয়ী-পামরগণ যে সংসারকে দৈত্য ও পীশাচের লীলাভূমিপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে, যাহাতে অবিশ্রান্ত স্বার্থের কোলাহল উঠিতেছে, সাধু প্রকৃতিদিগের স্থান হইতেছে না, ছলনা এবং প্রলোভনাদিই যাহার স্তম্ভস্বরূপ এবং যাহার চতুর্দ্দিকেই দুঃখের প্রবল প্রবাহ নিরন্তর বহিতেছে—বিরাট্ উপাসনা তাহাকেই শিবময় করে, তাহাকেই আনন্দ নিকেতন করিয়া তুলে। এক সমষ্টি উপাসনাই এই পীযূষময়ী অবস্থাতে উপাসকদিগকে উপনীত করে এবং জড়জগৎকে চিন্ময় আবরণে ঢাকিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মোপলব্ধির পক্ষে প্রধান সহায়ক হয়। পৃথগীশ্বরের উপাসনা চিত্তকে অনেকানেক পাপাদির আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিতে পারিলেও মানবমন হইতে বৈষম্যভাব উন্মূলিত করিতে পারেনা। কারণ, বিষমতাই তাহার অবলম্বন বা মূল ভিত্তি। এই জন্যই বেদাদি শাস্ত্রে উত্তম অধিকারীর নিমিত্ত বিরাট্ উপাসনাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহাই মানবকে ক্রমশঃ বিচার দ্বারা স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্য ব্রহ্মপদবীতে উপনীত হইতে সামর্থ্য প্রদান করে। বেদসমুদ্র মন্থন করিয়া এই বিরাট্ উপাসনারূপ রাজলক্ষ্মীর দর্শনলাভ হইয়াছে। যিনি ইঁহার পূজায় উপেক্ষা ও অনাদর করিবেন তাঁহাকে অবশ্যই দীন ভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্য ভোগে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। উহাকে

অবহেলায় লৌকিক অনিষ্টও অত্যন্ত, কেননা দেখিতে পাওয়া যায়, আপন আপন রুচির অনুপাতে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের উপাসনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনেকেই সাম্প্রদায়িকতা রোগে অবশাঙ্গ হইয়া অন্য সম্প্রদায়ের দর্শনেও আপনাদিগকে পাপ কলুষিত মনে করেন। সময়ে সময়ে আবার ইহাঁরা পুরাণোক্ত সুন্দ উপসুন্দের অভিনয়ও দেখাইয়া থাকেন। ইহা কি অল্প পরিতাপের কথা যে কোথায় এক হিন্দু জাতি পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া স্বদেশের উন্নতি ও উদ্ধার কল্পে কৃত নিশ্চয় হইবেন, না কোথায় ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্রাদি অসার পদার্থ লইয়া অথবা শিববিষ্ণু উপাসনার ফলতারতম্য লইয়া প্রায়ই বিষম সংঘর্ষে উপনীত হইতেছেন! অনেক শ্রীধারী বৈষ্ণব ইচ্ছাপূর্ব্বক কেদারনাথের দর্শন না করিয়া বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাগত হয়েন এবং জিজ্ঞাসিত হইলে বলেন যে শিবলিঙ্গ দেখিলে তাহাদের ললাটস্থ স্ত্রী লজ্জিতা ও কুপিতা হয়েন! ইহা কি উদারতার কথা! এইরূপ কুসংস্কার বর্দ্ধিত হইলে যে, দেশ রসাতলে যাইবে তাহার আর সন্দেহ কি এবং তাহার আর বাকিই বা কি আছে!

এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা যে জাতীয়তার মহান্ অন্তরায়, ইহাই যে তিমিরময়ী অমানিশাতে সকলকে মগ্ন করিয়া কদাপি জ্যোতির মুখ অবলোকন করিতে দিবেনা, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা বুঝিতে কোন প্রমাণ বা গবেষণারই আবশ্যকতা নাই। যে বিরাট্ ভগবান্ কুরুক্ষেত্রের রণপ্রাঙ্গণে ক্লৈব্যোপহত গাণ্ডিবধন্বাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি বেদে জগতের সম্রাটরূপে বর্ণিত, সমুদ্র ও হিমালয় যাঁহার মহিমা এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম নিখিল জগৎ যাঁহার অঙ্গ, কেবল তিনিই যথার্থ জাতীয়তানল প্রজ্বলিত করিতে একমাত্র সমর্থ। সেই আরাধ্যদেবই নির্জ্জীব হৃদয়ে পৌরুষ সঞ্চার করিয়া ভারতের দুঃখ দুর্দ্দিনের অবসান করুন। উহাঁর চরণারবিন্দে অহেতুকী ভক্তিই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের মূল হেতু। একই আকাশ যেরূপ সম্মুখে রূপশূন্য ও দূরে নীলিমারঞ্জিত প্রতীয়মান হয় সেইরূপ একই সমষ্টিদেবকে তৎসমীপে বর্ত্তমান স্থিতপ্রজ্ঞ মহামুনি নির্গুণ ভাবে এবং দূরস্থ বিষয়ী ও মুমুক্ষুগণ সগুণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সমাধি বা একাগ্রতাই সেই উপাস্যদেবের সম্মুখস্থিতি এবং বিষয়বিক্ষিপ্ততাই তাঁহা হইতে দূরাবস্থিতি। যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বিরাট্ উপা-

সনা নির্ণীত হইল। এখন আইস পাঠক! আমাদের ভারতের এবং সমগ্র জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সেই বিরাট্ প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করি ঃ—

হে সমষ্টি বিরাট্ পুরুষ! তুমিই আর্য্যগণের উপাস্য দেবতা। পূর্ব্বজ ঋষিগণ ভাগীরথী তীরে উপবিষ্ট হইয়া তোমারই উপাসনা করিতেন। তাঁহারা তোমার সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ হইয়া বিষয় সৌন্দর্য্য এরূপ ভুলিয়াছিলেন যে, কামকাঞ্চনময়ী সংসার আর তাঁহাদের মনে স্বার্থবাসনা উত্তেজিত করিতে পারে নাই! তোমার উজ্জ্বল মহিমায় পর্ণশালাই তাঁহাদের নিকট প্রাসাদস্বরূপে এবং নিবীড় বনই নন্দনবনরূপে প্রতিভাত হইত এবং তোমারই প্রেমে তোমারই ধ্যানে তাঁহারা নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতেন! প্রভো! তুমিই ভারতবাসী হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমিই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্, তুমিই প্রাচীন ভারতকে পূর্ব্বে জাগ্রত করিয়া জগতের শিরোভূষণ করিয়াছিলে! তুমিই আবার এখন নব্য ভারতকে প্রবুদ্ধ কর এবং তোমারই মহীয়সী মহিমাপ্রভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ এমন আলোকময় কর যে ঐ আলোক যেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া সকল জাতির অজ্ঞানতিমির সমূলে নির্ম্মূল করে। হে দেব! তুমিই পৃথিবীস্থ নিখিল নর নারীর উপাস্য স্থান অধিকার কর, যাহাতে প্রত্যেক মানব আপন আপন ক্ষুদ্র জাতীয়তাকে এক সুমহান্ বিশ্বব্যাপী জাতিতে পরিণত করিয়া সমস্বরে একমাত্র মনুষ্য জাতির একতা ঘোষণা করুক এবং সমতামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়া "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" এই বেদবাণীর প্রকৃত অর্থ জানুক—

সেবকের এই প্রার্থনা অগ্রে তোমারই ইচ্ছা।

ওঁ তৎ সৎ

নাগ মহাশয়।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

পূর্ব্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জের ক্রোশাদিক পশ্চিমে দেওভোগ নামক পল্লীগ্রাম। শস্যশ্যামল ক্ষেত্রাম্বরালে অবস্থিত, ঘনবনরাজি পরিবেষ্টিত, প্রতিনিয়ত বিবিধ

কলকণ্ঠ মুখরিত, দেওভোগ গ্রামে নগরের কোলাহল নাই, জীবন সংগ্রামের তাণ্ডব নৃত্য নাই দাসসুলভ ঈর্ষার ছায়ামাত্র নাই। ত্রিদিবের পবিত্রতা, শিশুর সরলতা, যোগীজনের ধ্যানপরতা ও জিতেন্দ্রিয়তা, ভক্তের নির্ভরশীলতা এবং নিষ্কিঞ্চনতা, গৃহস্থাশ্রমের আথিতেয়তা, গুরুপাদপদ্মে তন্ময়তা এবং হিমাংশুর স্নিগ্ধমধুরতার ক্ষুদ্রবিগ্রহরূপী শ্রীরামকৃষ্ণগত প্রাণ ভক্তবরিষ্ঠ দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় ঐ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তমণ্ডলীতে তিনি সুপরিচিত।

১২৫৩ সনের ৬ই ভাদ্র তাঁহার জন্মদিন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-কলাপাদি লিখিবার বা জনসমাজে জানাইবার প্রয়োজনাভাব। কারণ যাঁহা দ্বারা "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা," যাঁহার স্বোপার্জ্জিত পুণ্যবলে ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ সুকৃতিলব্ধলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহারই জীবনের কিঞ্চিদালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণের মধ্যে কেহই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মাদৃশ অজ্ঞ তাঁহার সেই দেব চরিত্র অঙ্কনে নিতান্ত অনুপযুক্ত অনুভব করিয়াও নিজে পবিত্র হইবে বলিয়াই তদালোচনায় প্রবৃত্ত। অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

গ্রাম্যবাসিগণের প্রমুখাৎ অবগত আছি, জন্মকাল হইতেই নাগ মহাশয় বিনীত, শান্ত, সত্যপ্রিয়, মিষ্টভাষী, পরদুঃখকাতর, শ্রদ্ধাবান্ এবং ধর্ম্ম-পিপাসু ছিলেন। তাঁহার পিতা দীনদয়াল নাগ মহাশয় কর্ম্মব্যপদেশে কলিকাতায় সামান্য কার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বাল্য কালে নাগ মহাশয় একাকী ৮ মাইল দূরস্থিত ঢাকা নগরীতে প্রত্যহ পায়ে হাঁটিয়া যাইয়া স্কুলে পড়িতেন ও বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। বাল্য কালের সেই অধ্যবসায় ও একাগ্রতার পুরস্কার তিনি এ জীবনেই লাভ করিয়াছিলেন।

যৌবনে পিতৃ আজ্ঞায় হোমিওপ্যাথিক পড়িতে কলিকাতায় আসেন এবং ডাক্তার বিহারী লাল ভাদুড়ীর নিকট অধ্যাপনা করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পরমবন্ধু বাবু সুরেশচন্দ্র দত্ত-জার প্রমুখাত অবগত আছি যে, এক সময়ে কলিকাতায় তাঁহার বেশ পসার হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অধিকাংশ স্থলেই বিনা ভিজিটে এমন কি ঔষধের দাম পর্য্যন্ত না লইয়া চিকিৎসা করিতেন। রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া টাকা দিলেও তাহা অনেক স্থলে ফিরাইয়া দিতেন। কামিনী-

কাঞ্চনে আজন্ম বীতস্পৃহ মহাপুরুষ নাগ সুরেশবাবুর সঙ্গে একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দর্শনে উপস্থিত। ঠাকুরের কক্ষের পূর্ব্বদ্বারে হাজ্‌রা মহাশয় বসিয়া আছেন। অভিবাদিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়াও হাজ্‌রা মহাশয় নিরুত্তর। গৃহাভ্যন্তর হইতে অঙ্গুলী সঙ্কেতে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গাল বেশধারী নাগ মাশয়কে ডাকিতেছেন। নাগ মহাশয় ও সুরেশবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিবা মাত্র ঠাকুরও পদ সঙ্কোচ করিলেন।

"কোথায় বাড়ী, কি কর, কোথায় থাক, এখানে কেন", ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত মধুর আলাপ সম্ভাষণের পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"এখানকার কি ভাব বুঝ্‌লে?" নাগ মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি তিনিও নিঃসঙ্কোচচিত্তে বলিয়াছিলেন, "এমনটী আর চক্ষে পড়ে নাই; যাঁহার অন্বেষণে আমার প্রাণ আজন্ম আকুল—তিনিই বুঝিবা এই"। ঠাকুর শুনিয়া আর কোন কথা বলিলেন না। বিংশতি বৎসর সমীপাবস্থিত অনেক মানুষকেও ঠাকুর ধরা ছোঁয়া দেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনের কতিপয় নিমিষ মধ্যেই নাগ মহাশয়ের হৃদয়ে যে তুমুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল, তাহা ঠাকুর ও নাগ মহাশয়ই বুঝিলেন। ভক্তভগবানের খেলা মানব বুদ্ধি বিদ্যার পারে। একেই বলে কৃপা। তাই নাগ মহাশয় অহোরাত্র কেবল 'কৃপা' 'কৃপা' বলিতেন। ঠাকুর প্রথম অভিবাদনে পা গুটাইয়া লইলেন; নাগ মহাশয় ভাবিলেন ও দেবদুর্লভ পাদপদ্মস্পর্শে এখনো আমার অধিকার হয় নাই। তাই আসিবার কালে দূর হইতে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে এখানে এসো।"

এইরূপে ক্রমে যাওয়া আসা। ডাক্তারী ব্যবসায়েও ক্রমে শৈথিল্য আসিতে লাগিল। ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে একদিন বলিতেছেন, "দেখ ডাক্তার উকীল-আর মোক্তার এদের ধর্ম্ম লাভ করা বড়ই কঠিন"। যেমনি শোনা, নাগ মহাশয়ের হৃদয়ে অমনি বজ্রসম লাগা। ক্ষিপ্রবৎ বাসায় ফিরিয়া ঐ দিনেই ডাক্তারী বহি ঔষধপত্র গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন! ইহাই বুঝি গুরুবাক্যে ঠিক ঠিক বিশ্বাস!

সাধকের সাধনার জীবন কেহ জানে না। ফল দেখিয়াই পূর্ব্ব সাধনা অনুমিত হয়। নাগ মহাশয়কে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন, কামকাঞ্চনের ঘোরতর সংগ্রামে তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন। পরম শ্রদ্ধা-

পদ গিরিশ বাবু বলেন যে, মহামায়া আব্রহ্ম কীট সকলকেই কামকাঞ্চন-জালে আবদ্ধ করিয়াছেন। নাগ মহাশয়ও তার মধ্যে আছেন। মায়া যতই দৃঢ় বন্ধন দিতেছেন, নাগ মহাশয় ততই সরু হইয়া যাইতেছেন। মায়ার বন্ধন যেমন তেমনি রহিল, নাগ মহাশয় গলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নাগ মহাশয়ের দীনতা, অহংভাববর্জ্জন ও জিতেন্দ্রিয়তা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের পক্ষেই সম্ভবে।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের কতিপয় দিবস পরে একদিন ঠাকুর একাকী কক্ষে উপবিষ্ট। নাগ মহাশয় উপস্থিত হওয়া মাত্র ঠাকুর পদ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অপরিস্ফুট ভাষায় কি বলিতে লাগিলেন। নাগ মহাশয় ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীতসন্ত্রস্তচিত্ত! একটু পরে ঠাকুর বলিতেছেন, "তুমি না ডাক্তারি কর, দেখ দেখি পায়ে কি হইল; একটু হাত বুলিয়ে দাও তো"। নাগ মহাশয় চিরাভিপ্সিত পাদপদ্ম গ্রহণ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন, ঠাকুরও স্বীয় পাদপদ্ম বার বার নাগ মহাশয়ের বক্ষে ও মস্তকে দিতে লাগিলেন। পাঠক! সে দৃশ্য স্মরণ করিয়া একবার ধন্য হউন!

আমার প্রাণাবাধ্য গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ একদিন নাগ মহাশয়ের সঙ্গে ঠাকুরের কক্ষে নানা প্রসঙ্গ করিতেছেন। নাগ মহাশয় বলিতে-ছেন, "তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে, জীবের কিছু সাধ্য নাই, একগাছি—চুল সোজা করিবার শক্তি জীবে নাই, সবি তাঁর কৃপা—তাঁর হাত"। জ্ঞানমূর্ত্তি স্বামীজি বলিতেছেন, "তিনি কে? আমি ইচ্ছা শক্তি অবলম্বনে সব গড়্ছি ভাঙ্গছি, আমি বিরাট্ বিভু আত্মা, আমিই সেই, সোঽহং সোঽহং"। উভয়ের উদ্দাম তর্ক চলিতেছে। মীমাংসা নাই। কিছুক্ষণ পরে নাগ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "নরেন যে খাপ্ খোলা তলোয়ার; ওর ঐ কথা সাজে"। নাগ মহাশয় নিরস্ত হইয়া স্বামীজিকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। গুরুবাক্যে এমনি বিশ্বাস! ইহা আমাদের নাগ মহাশয়ের মুখে শোনা।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন দুপুর বেলা নাগ মহাশয় উপস্থিত। দারুণ গ্রীষ্ম। বিশ্রামান্তে ঠাকুর নাগ মহাশয়কে বলিতেছেন একটু হাওয়া কর ত। নাগ মহাশয় মহোল্লাসে পাশে বসিয়া ঠাকুরকে ব্যজন করিতেছেন। ঠাকুর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। ঘণ্টাখানেক পরে নাগ মহাশয়ের হাত

ভারিয়া আসিতে লাগিল। নাগ মহাশয় মনে ভাবিতেছেন গুরুআজ্ঞা প্রতিপালনে হাত পচে যাক্ সেও ভাল; তবু পাখা ছাড়্‌ছিনি। যেমনি ও কথা মনে ভাবা, ঠাকুরও অমনি তুড়ি দিয়া ঈসারা করিয়া পাখা রাখিয়া দিতে বলা! এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া নাগ মহাশয় বলিতেন, ঠাকুরের নিদ্রাদি কেবল লোক দেখান ছিল। এমন সর্ব্বকাল সমাহিত-মনা নামমাত্র দেহধারী মহাপুরুষ নয়নগোচর হয় না।

দক্ষিণেশ্বরে নাগ মহাশয়ের ভাগ্যে কখনো প্রাসাদ ভোজন সংঘটন হয় নাই। সে জন্য মনে বাসনা ছিল যে ঠাকুর দয়া করে নিজে যদি কোন দিন প্রসাদ দেন তবেই প্রসাদ গ্রহণ করিব। * * ঠাকুর রুগ্ন শয্যায় কাশীপুরের বাগানে। নাগ মহাশয় একদিন কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ, তোমরা আমায় কত কি বল, এই দেখ দেখি, গলার ঘায়ে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। তুমি কিছু ঝাড় ফুক জান কি? জান ত একবার আমায় ঝেড়ে দাও"। নাগ মহাশয় নির্ব্বাক হইয়া দণ্ডায়মান! খানিকক্ষণ বাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "হাঁ জানি জানি", এই বলিয়া কাছে গিয়া ঠাকুরকে ঝাড়িতে উত্তাল হস্ত! যেই ঠাকুরের কাছে যাওয়া, ঠাকুর অমনি ত্রস্তভাবে নাগ মহাশয়ের হস্ত ধারণ করিয়া বল্‌ছেন, "না গো তোমায় ঝাড়্‌তে হবে না"। এই প্রসঙ্গ আমি নাগ মহাশয় প্রমুখাৎ অবগত আছি। আমার মনে হয়, নাগ মহাশয় দৃঢ় সংকল্প করিয়া ঠাকুরের গলনালী রোগ নিজ শরীরে আকর্ষণ করিতে উন্মুখ হইয়াছিলেন; ঠাকুর জান্‌তে পেরে তখনি ভক্তকে নিরাকৃত করিলেন।

ঐ কাশীপুরের বাগানেই আর এক দিন পরিবেষ্টিত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ, আমলকী খাবার ইচ্ছা হচ্ছে; এখন অসময় পাওয়া যাবে কি?" নাগ মহাশয়ের মনে হইল, ঠাকুর যেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলিতেছেন। ভাবিয়াই তৎক্ষণাৎ আমলকীর অনুসন্ধানে উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে পরিভ্রমণ। সে দিন একাদশী, একে অনশনে শরীর ক্লিষ্ট, তারপর প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে নাগ মহাশয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। তিন দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে খুঁজে খুঁজে কয়েকটী ছোট ছোট আমলকী সংগ্রহ করে ক্ষুণ্ণ মনে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, 'ইহা অপেক্ষা বড় পাইলাম না'

দূর হইতেই ঠাকুর নাগ মহাশয়কে দেখিয়া বলিতেছিলেন, "উঃ যেন জগন্ত আগুন ধেয়ে আসছে। একেই বলে ঠিক্ ঠিক্ গুরুবাক্য পালন"। ঠাকুর আনন্দে আমলকী খাইতেছেন আর উপস্থিত বালসন্ন্যাসিগণকে বলিতেছেন, "একে আজ ভাল করে আহার করা"। * * আহার্য্য প্রস্তুত। নাগ মহাশয়ও আহারের স্থানে উপস্থিত; কিন্তু বহু অনুরোধেও আহার করছেন না। ঠাকুরের স্থানে সংবাদ গেল। ঠাকুর তখন সাগু বার্লি পর্য্যন্ত খেতে পারেন না। ঠাকুর বলছেন, "ওর খাবার পাতাটা ধরে আমার কাছে নিয়ে আয়। আনিবামাত্র সকল দ্রব্যের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, "এবার দিগে, খাবে এখন"। নাগ মহাশয় মহাপ্রসাদ পাইয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায়—কখন মাথায় রাখিতেছেন, কখন বক্ষে ধারণ করিতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন অশ্রুসিক্ত বয়ানে বলিতেছেন, "প্রসাদ—প্রসাদ—মহাপ্রসাদ" ও ভক্ষণ করিতেছেন! এইরূপে পাতাখানি পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিয়া প্রসাদ রক্ষিত স্থানে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন! সে অপূর্ব্ব দৃশ্যের সাক্ষী স্বরূপে শ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত সন্ন্যাসিগণ এখনো বর্ত্তমান।

ঠাকুরের তিরোধানের পূর্ব্ব হইতেই নাগ মহাশয় শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শন লালসায় উন্মাদমনা হইয়া দিন কাটাইতেন—উপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক উন্নতিসাধন করা বা কোনরূপ বিষয়ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল! প্রবাদ আছে সাধু মহাত্মা বা যথার্থ ঈশ্বর ভক্তের ভিতর-বাহির এক হইয়া যায়—নাগ মহাশয়ের বাহিরের বেশ ভূষা আকার প্রকারাদিও দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভিতরের দীনভাবের অনুরূপ হইয়া উঠিল। সে নিরাহারে কঙ্কাল পর্য্যবসিত শরীর, পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, রুক্ষ কেশ দেখিয়া কাহার না মনে দয়ার সঞ্চার হইত, কিন্তু সে চক্ষু দুটীর জ্বলন্ত তেজঃপুর্ণ অনিমেষ দৃষ্টি দেখিলে কাহার না আবার মনে হইত যে, এ লোককে বুঝা বড় সহজ নয়, এ সাধারণ দীনদরিদ্রের ন্যায় দয়ার পাত্র নহে, নতুবা উহাঁকে দেখিয়া ভালবাসা এবং পূজার ভাব হৃদয়ে উথলিয়া উঠে কেন?

বরাহনগরের মুন্সী বাহাদুরের জীর্ণ বাটীতে আমার গুরুদেব প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পরে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। নাগ মহাশয়ও ঐ সময়ে কলিকাতায় গঙ্গাতীরে তাঁহার

কুমারটুলীর খোলার ঘরে কোনরূপে বাস করিতেন। বলা বাহুল্য যে ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার বিরহ এবং ঈশ্বরলাভলালসা তাঁহাকে এককালে উন্মাদবৎ করিয়া তুলিয়াছিল। শরীরের প্রতি আদৌ দৃষ্টি ছিল না। পরিচিত কোন লোক জোর করিয়া কোনদিন আহার করাইলে পেটে কিছু অন্ন যাইত নতুবা উপর্য্যুপরি অনাহারে এবং ক্রন্দনেই দিন কাটিত। তাঁহার সে ব্যাকুলভাব যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অপরের কল্পনা করাও সুকঠিন।

গুরুদেবের শ্রীমুখে শোনা যে, তিনি এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ একদিন ঐ সময়ে তাঁহার সেই কুটীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "নাগ মহাশয়, আজ আমরা দুইজন আপনার অতিথি, কিছু খাওয়াইতে হইবে"। স্বামীজির মনোগত ভাব—এই উপলক্ষে নাগ মহাশয়ের সেদিন কিছু খাওয়া হয়। নাগ মহাশয় সিংহবিক্রমে উত্থান পূর্ব্বক দোকান হইতে মিষ্টান্নাদি প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া মাথায় করিয়া হাজির। স্বামীজিদের আহারে বসিতে অনুরোধ করা হইল। নাগ মহাশয় নিজে কিন্তু স্বামীজির অনুরোধেও তাঁহাদের সহিত আহারে বসিলেন না। অতঃপর নাগ মহাশয়ের জন্য খাবার রাখিয়া তাঁহারা ভোজন করিলেন। আহারান্তে স্বামীজি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং নাগ মহাশয়কে আহার করিতে পাঠাইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখেন নাগ মহাশয়, "যে দেহে ভগবান্ লাভ হইল না সে দেহকে আবার আহার দিব?" বলিয়া সমস্ত খাদ্যদ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। স্বামীজি তাঁহার সে ব্যাকুলতা দেখিয়া কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়াছিলেন, পরে অনেক সান্ত্বনা করিয়া স্বামীজি নাগ মহাশয়কে কিছু খাওয়াইয়া মঠে প্রত্যাবৃত হন।

গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি নাগ মহাশয়ের ঠিক গুরুবৎ ভাব ছিল। বলিতেন, "ঠাকুর পূর্ণ। এক একটী ভক্ত তাঁহার এক একটী ভাবের পূর্ণমূর্ত্তি"। তিনি বলিতেন, "যে জ্ঞানে ঠাকুরের ভক্তদিগকে মানুষ বোধ হয় সে পশুজ্ঞান"। কলিকাতায় আসিলেই তাঁহার সিয়ালদহ হইতে পায়ে হেঁটে প্রথমতঃ কালীঘাটে যাওয়া ছিল। তৎপর কুমারটুলির ঘরে পোঁটলা পুটলী রেখে অনাহারে ধূলপায়ে বাগ্‌বাজারে গিরিশ ঘোষজাকে দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতেন। ঘোষজার প্রতি তাঁহার যে উচ্চ ধারণা ছিল তাহা মানুষের প্রতি মানুষের হইতে আমি কখন দর্শন করি নাই। একদিন

কথাপ্রসঙ্গে দেওভোগে বলিতেছেন, "গিরিশ ঘোষের নাম নিয়ে মানুষ মুক্ত হয়ে যেতে পারে"।

একদা তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনেক মিনতি করে ব্যবহার করবার জন্য একখানি কম্বল পাঠাইয়া দেন। গিরিশ বাবু কম্বল দিয়াছেন শুনিয়া নাগ মহাশয় কখনো বা সে কম্বলকে নমস্কার করিতেছেন, কখনো বা মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন। যখনি বাহির হন গিরিশ বাবুর প্রদত্ত কম্বল পুঁটলি বাঁধা তাঁহার মাথায় আছে। আহারে শয়নে সর্ব্বকালে তাহা আর কাছ ছাড়া করেন না, পূজা বস্তুর ন্যায় মাথায় ধারণ করিয়া থাকেন। গিরিশ বাবু লোক মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, কম্বলখানি দিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!

নাগ মহাশয় আপনাকে সকলের দাসজ্ঞানে কখন কাহারও সঙ্গে একাসনে বসিতেন না। সকলের পশ্চাতে চলিতেন। আচণ্ডাল সকলকেই অগ্রে প্রণাম করিতেন। সন্ন্যাসিগণের মঠকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির বলিতেন। তীর্থের কথা হইলে বলিতেন, ঠাকুরের ভক্ত দর্শনে নিখিল তীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়! ঠাকুরের শরীর ত্যাগের বহু কাল পরে আমি তাঁহার সঙ্গে একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। তিনি শান্ত ভাবে সকল স্থান দর্শন করিলেন। কিন্তু ঠাকুরের গৃহ দূর হইতে দেখিয়াই অস্থির হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং কপাল খুঁড়িতে খুঁড়িতে এমন ভাবে 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন যে আমারও বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ইষ্টকময় উঠানে পড়ায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর তাঁহাকে ঠাকুরের ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে পারিলাম না! অগত্যা কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিলাম।

গ্রামে অবস্থান কালে অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। নিজে দীন দরিদ্র—কোনরূপে সংসার খরচ সংকুলান হয়; কিন্তু অতিথি অভ্যাগতের সেবায় নাগ মহাশয়ের নিকট মহারাজ চক্রবর্ত্তীও পরাস্ত। সে দীনতা, সে দেবতার ন্যায় পূজা ও আগ্রহ, সে অনিন্দিত দ্রব্য-সম্ভার সংযোজন, বোধ হয় সে অতিথি সৎকারে দাতাকর্ণও হেঁটমুখ হইতেন! বর্ষাকালে গৃহে অনেক অতিথি আগত। দুখানি বই ঘর নাই। বৃষ্টিতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, নাগ মহাশয় ও তাঁহার পরিবার সমাগত ব্যক্তিদের গৃহমধ্যে স্থান দিয়া সারারাত্রি সকলের অজ্ঞাতে স্থানাভাবে

ঘরের পেছনে, কানাচে, কখন বসিয়া, কখন দাঁড়াইয়া, কখন বা ঠাকুরের কথাবার্ত্তায় ভিজিয়া ভিজিয়া রাত্রি কাটাইলেন! ভোরে আবার নিজে মাথায় করিয়া বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া অতিথি সৎকারের জন্য ছুটিলেন। কিন্তু শরীর আর কত সহিবে—আসিতে আসিতে বুকে শূল ব্যাথা ধরিয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলেন। তথাপি শরীরের জন্য কাতর না হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়, আজ গৃহস্থের ধর্ম্ম অতিথি সৎকারে শরীরের জন্য দেরী হইল, ধিক্ এ শরীরে!"

এক সময়ে ভাল চালা ঘরখানির ছাউনি ফুঁড়িয়া একটি বাঁশ গাছ গৃহ মধ্যে শাখা বিস্তার করে। ঘর খানির চালায় জল বসিয়া নষ্ট হইবে বলিয়া নাগ মহাশয়ের বাটীর লোকেরা সেটীকে কাটিবার উপক্রম করিতেছেন—নাগ মহাশয় সে কথা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে কোনমতে উহা কাটিতে দিলেন না! বলিলেন, "যাহা গড়া যায় না তাহা কিরূপে নষ্ট করিব?" সকলে অবাক্ হইলেন, অনেক বুঝাইলেন, কেহ কেহ বোধ হয় তাঁহাকে বিষম বোকা বা বদ্ধ পাগল ঠাওরাইলেন। কিন্তু তাহাদের কথা শুনে কে—নাগ মহাশয় আপনার ভাবে বিভোর, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু কৃপা করিয়া ঘরের ভিতর আসিয়াছেন"। নাগ মহাশয়ের প্রতিকার্য্যে অণুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ পাইত যে—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ শ্রীভগবানের সাকার মূর্ত্তি এবং তিনি নিজে সেই নিত্যপ্রভুর নিত্যদাস। এই ধারণায় ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া এক দিনের জন্য একটী গাছের পাতা পর্য্যন্তও ছিঁড়েন নাই।

ত্যাগীচূড়ামণি হইয়াও নাগ মহাশয় আপনাকে ঘোর সংসারী বলিয়া পরিচয় দিতেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে মহর্ষি জনকের ন্যায় সংসার আশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মপালন করিতে অনুরোধ করেন। সে জন্যই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গার্হস্থ ধর্ম্মের আদর্শ নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা কম ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধ ভিন্ন তাঁহার সহিত শরীরসম্বন্ধ কখন স্থাপন করেন নাই। উপযুক্ত শিক্ষাদিদানে তাঁহাকে আপন ধর্ম্মজীবনের সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিলেন। দরিদ্র হইলেও সংসারী লোকের পরিগ্রহ করিতে নাই, নাগ মহাশয় এ বিষয়েরও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। কোন ভক্ত একদিন আষাঢ় মাসে অতি দুর্য্যোগের দিনে ৪টী পাকা আঁব

আনিয়া নাগ মহাশয়ের ব্যবহারের জন্য তাঁহার পরিবারের অসম্মতি সত্ত্বেও বাড়ীতে রাখিয়া যান। বাড়ী আসিয়া নাগ মহাশয় ঐ কথা শুনিয়া অমনি সেই আঁব কয়টি লইয়া ২ মাইল জল ভাঙ্গিয়া ঐ গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বুঝাইয়া সে কয়টি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। পরে আবার জল ভাঙ্গিয়া সাঁতার কাটিয়া বাড়ী ফিরিলেন। গৃহস্থের অপ্রতিগ্রহভাব পাঠক এখনও দেখিতে চান কি?

একদিন ময়মনসিংহের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী নাগ মহাশয়ের নাম শুনিয়া দেওভোগে উপস্থিত। তিনি কিছু তার্কিক প্রকৃতি ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি নাগ মহাশয়কে জীবন্মুক্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "মহাশয় শাস্ত্রে ওকথা শুনিয়াছি বটে কিন্তু আপনি জীবন্মুক্ত লোক দেখিয়াছেন কি?" নাগ মহাশয় বলিলেন,"যাঁহার কৃপা কটাক্ষপাতে মুহূর্ত্তমধ্যে মানুষ মুক্ত হয় তাঁহাকেই দর্শন স্পর্শন করিয়াছি"। ভদ্রলোকটী ধারণা করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে শ্রীমৎবিবেকানন্দ স্বামীজির কথা উঠিলে নাগ মহাশয় বলিলেন, "তাঁর কথা আমি কি বুঝি যে বলিব? আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তবে এই বুঝিয়াছি যে এমন মহাশক্তি কোনযুগে কোন অবতারে দেহ ধারণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তিনি ইচ্ছা করিলে জীবের কপাল মোচন করিয়া দিতে পারেন"। আমি তাঁহার মুখে স্বামিজী সম্বন্ধে ঐ সব কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। তখনো আমার ভাগ্যে স্বামীজির দর্শন হয় নাই।

নাগ মহাশয়ের প্রতি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের ঐকান্তিকতাও অতুলনীয়। স্বামীজি একদিন বাগবাজারে বাবু প্রিয়নাথ মুখুজ্যের বাড়ীতে বসিয়া আছেন। আমি সেইদিন প্রথম স্বামীজির দর্শন লাভ করি। পরিচয় হইলে নাগ মহাশয়ের কথা উঠিল এবং স্বামীজি বলিলেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর নাগ ত্বং খলু কৃতী"—'আমাদের মধ্যে নাগ মহাশয়ই ঠাকুরের কৃতী সন্তান; তিনিই ঠাকুরকে যথার্থ লাভ করিয়াছেন, আমরা শ্রীভগবানের তত্ত্বান্বেষণ করিতে করিতেই দিন কাটাইলাম। তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দে দিন কাটান আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না'। শ্রীমৎসারদানন্দ স্বামী নাগ মহাশয়ের তিরোভাবের সময় ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন, এবং প্রায় প্রতিদিনই নাগ মহাশয়কে দর্শন করিতে দেওভোগে আসিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, নাগ মহাশয়ের মত মহাপুরুষের মর্ত্ত্যধামে কদাচিৎ দর্শন লাভ ঘটে। মুহুর্মুহুঃ ভাব সমাধিতে মগ্ন হওয়া জীবে এমনটী আর পূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

অপূর্ব্ব দীনতার মধ্যে নাগ মহাশয়ের অপূর্ব্ব তেজ ছিল। একদা কোন দাম্ভিক তার্কিক তাঁহাকে দর্শন করিতে দেওভোগে আইসেন। আসিয়াই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা আরম্ভ করেন। পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি নিন্দাকরণে বিরত হইলেন না। তখন নাগ মহাশয় সিংহগর্জ্জনে বলিলেন, "এবাড়ীতে ঠাকুরের নিন্দা করিবেন না, আপনি এখনি এখান হইতে অন্যত্র যাউন্" বলিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিলেন। গুরু নিন্দা শুনিয়া নাগ মহাশয়ের চক্ষু দিয়া যেন তখন আগুন বাহির হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত অভিমানী ভদ্রলোকটি অর্দ্ধেক রাস্তা হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া নাগ মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা চাহিলেন।

জীবনের অন্তিমকালে তাঁহার প্রায়ই বাহ্যভাব থাকিত না। মন নিয়ত অন্তর্ম্মুখেই থাকিত। আমাশয় রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইলে তিনি এ দাসকে তারযোগে দেওভোগে যাইতে সংবাদ দেন। আমিও তৎক্ষণাৎ দেওভোগে উপস্থিত হই। দেখিয়া কত আনন্দ করিলেন। বলিলেন, "আর যে কয়টা দিন এই হাড় মাসের খাঁচায় প্রাণটা আছে, সে কটা দিন আপনি আমার কাছে ঠাকুরের নাম ও শাস্ত্রের কথা বলিবেন।" এই সময়ে আমি ১৩ দিন তাঁহার কাছে ছিলাম। এই শেষ ত্রয়োদশ দিনে নাগ মহাশয়ের নানা রূপ অপূর্ব্ব ভাবাবস্থা দর্শন করিয়াছি। এক এক সময় এমন গভীর সমাধি হইত যে আমি মনে করিতাম আর বুঝি দেহে ফিরিবেন না। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ঐ ভাবে কাটিয়া যাইত। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়িত না, শরীর স্থানুবৎ অচল, স্ফুরিতাধর, নাসাগ্রদৃষ্টি, দেহ হিমানীর মত ঠাণ্ডা। শরীরে কোনই প্রাণচিহ্ন নাই। আমি কর্ণমূলে কখনো কালী নাম, কখনো প্রণব, কখনো বা শ্রীরামকৃষ্ণ নাম বলিতেছি। সকলে কাঁদিতেছেন। ক্রমে অতি ধীরে দেহে প্রাণক্রিয়ার উন্মেষ হইত; গভীর নিদ্রোত্থিত বালকের মত অস্ফুট ভাষায় কত কি বলিতেন, ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইতেন। আমি বলিতেছি, "আপনার এরূপ সমাধি দশা দেখে আমরা বড়ই ভীত হই"। নাগ মহাশয় বলিতেছেন, "ছিছি এটা হাড় মাসের খাঁচা, যাহা ছিলনা, থাকিবেও না, তার জন্য এত ভাবেন কেন? এবার আমি মহাশিবে লীন হইয়া যাইব। কেন ফিরে এলাম জানিনা। বোধ হয় আরও দু চারিদিন প্রাক্তন কর্ম্ম ভোগ আছে।" মহাসমাধির ৩ দিন পূর্ব্বে নাগ মহাশয় বলিতেছেন, "মা

কালীর পূজা করিতে ইচ্ছা যাচ্ছে।" এদিকে গৃহে অর্থাভাব! কোনপ্রকারে পূজার আয়োজন হইল। মা কালীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি সন্ধ্যাকালে বাদ্যোদ্যমে গৃহে আনা হইলে,আমার মনে হইল নাগ মহাশয়কে একবার ঐ মূর্ত্তি দেখাই। নাগ মহাশয়ের শরীর তো কঙ্কালাবশিষ্ট, উঠিবার সামর্থ্য নাই। তাঁহাকে দর্শন করিতে আনা অসম্ভব ভাবিয়া অগত্যা তাঁহার শিয়রে মা কালীর মূর্ত্তি খানি আনিয়া স্থাপন করিলাম এবং বলিলাম, "নাগ মহাশয়! মায়ের মূর্ত্তি আপনার শিয়রে। একবার চাহিয়া দেখুন।" সে মূর্ত্তিও দেখা আর নিমেষ মধ্যে তাঁহার গভীর সমাধিমগ্ন হওয়া। দেখিলাম ঠিক যেন মহাসমাধি। চারিদিকে কান্নাকাটির কোলাহল পড়িল। আমি নিজের অজ্ঞতায় চারিদিক্ আঁধার দেখিতেছি। কোথায় মা কালীর পূজা দেখিব—না সম্মুখে জ্বলচ্চিতা এবং লেলিহমতী শতজ্বালা দর্শন করিতে লাগিলাম। রাত্রি ১০টায় পূজা। ১০টা বাজে বাজে। নাগ মহাশয় জাগিলেন না। আমি মনে ভাবিতেছি কালী পূজার ছলে নাগ মহাশয় ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। কি করি? দেবীসূক্ত পাঠ করিতে লাগিলাম এবং নাগ মহাশয়ের কর্ণমূলে "কালী কালী" বলিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে নাগ মহাশয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। অর্দ্ধ বাহ্য দশায় 'মা মা' বলিতে লাগিলেন ও অশ্রুজলে মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরে বড় ব্যস্তচিত্তে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মায়ের পূজা হয়েছে কি'? আমি বলিলাম, "মা যে সন্ধ্যা থেকে, আপনার শিয়রেই দাঁড়াইয়া আছেন।' তখন মূর্ত্তি মণ্ডপে আনিয়া ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা সাঙ্গ করা হইল।

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত লিখিতে লেখনী অগ্রসর হয় না। শেষ রজনীতে, রাত্রি দুটার সময় নাগ মহাশয় এ দাসকে স্মরণ করিলেন। আমি পাশে বসিলাম। তিনি বলিলেন, "তীর্থ দর্শন করিব"। আমি যত তীর্থের নাম করিতে লাগিলাম। তিনিও ঐ সকল নাম শুনিযাই হর্ষে এমন উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন যেন তাঁহার ঐ সকল পুণ্য ভূমির প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হইতে লাগিল এবং 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' রবে গভীরা রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য দেখিবার--বুঝাইবার নহে! শেষ কয়দিন ঔষধের মধ্যে কেবল মাত্র হিংচে শাকের রস খাইতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ঠাকুর বলিতেন—হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়"। তাই ঐ রসে যাহা হয় হইবে। অপর ঔষধ আর কি খাইব। কি গুরুবাক্যে বিশ্বাস!!!

অসুখ হইয়া অবধি তিনি আর গৃহ মধ্যে যান নাই। খোড়ো ঘরের পশ্চিম দিকের দাওয়ার দক্ষিণ ভাগে উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। গৃহে কত লেপ তোষক কম্বল—তাহার একখানি অসুখের সময়ও নিজে ব্যবহার ক'রন নাই! একখানা শতগ্রন্থি জীর্ণ কন্থা মাত্র তাঁহার শয্যা। সুস্থ অবস্থায়ও তাহাতে পড়িয়া থাকিতেন রুগ্নাবস্থায়ও তাহাতেই পড়িয়া আছেন। লেপ তোষক প্রভৃতি অতিথি অভ্যাগত লোকে নাগ মহাশয়ের বাটিতে চিরকাল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও যাঁহারা তাঁহাকে শেষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের সেবাতেই ব্যবহৃত হইতেছে! হায় হায়! সে দীনতার তুলনা কি আছে! সেই অপূর্ব্ব মৃত্যুশয্যায় শায়িত মূর্ত্তিমান্ দীনতা আমাদিগকে বলিতেছেন, 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কখন অমঙ্গল হবে না, আমি এখন মহাশিবে লয় হইব'—বলিতে বলিতে রামকৃষ্ণ পটে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। শরীর কি এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে কণ্টকিত, দৃষ্টি নাসাগ্রনিবদ্ধ এবং বিশাল লোচনপ্রান্ত দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল! ১৩০৬ সনের ১৩ই পৌষ বেলা ১০টা ৫ মিনিটে নাগ মহাশয় মহাসমাধিস্থ হইলেন। আমি যেন তখন অবিরত শুনিতে লাগিলাম—"অমাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"। "আনন্দস্বরূপ হইতে আর ফিরিব না—আর ফিরিব না!" ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেহ জীবিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরে মৃত্যুচিহ্ন প্রকাশ পাইলে হব্যদীপ্ত অগ্নিজ্বালায় সে পুণ্য দেহ লীন করা হইল!

পূত চরিত্র নাগ মহাশয়ের অমল ধবল জীবনালোচনায় কাহার না দেহ মন পবিত্র হইবে? পুণ্যভূমি দেওভোগের মৃত্তিকা এখনো তাঁহার ভস্মাস্থি বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে! এখনো তাঁহার ভক্তমণ্ডলী ভোগরাগে তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন। কিন্তু হায় তাঁহার লীলাবিগ্রহ মূর্ত্তির জীবনে আর দর্শন ঘটিবে কি?

এখন আমার যে টুকু বলিবার ছিল সব বলিলাম। আমি আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যপ্রণালী বলিয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসি না। কি করিতে ইচ্ছা করি না করি, মুখে না বলিয়া কাজে দেখাইতে আমি ভালবাসি। অবশ্য আমি একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়াছি—যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি আমার শরীর থাকে, তবে সঙ্কল্পিত বিষয়গুলি আমার কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে। জানিনা, আমি কৃতকার্য্য হইব কি না, তবে একটা মহান্ আদর্শ লইয়া তাহাতেই মনপ্রাণ নিয়োগ—ইহাই জীবনের এক উচ্চ সার্থকতা। তাহা না হইলে এই ক্ষুদ্র পশুজীবন যাপনে ফল কি? জীবনকে এক মহান্ আদর্শের অনুবর্ত্তী করাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। ভারতে এই মহাকার্য্য সাধন করিতে হইবে। এই কারণে ভারতের বর্ত্তমান পুনরুজ্জীবনে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যদি বর্ত্তমান শুভ মুহূর্ত্তের সাহায্য আমি না লই, তবে আমি মহামূর্খের ন্যায় কার্য্য করিব"।

আমার কার্য্যপ্রণালী।

মাদুরা অভিনন্দন।

মন মাদুরা হইতে মাদুরায় আসিয়া স্বামীজি রামনাদের রাজার সুন্দর বাঙ্গালায় অবস্থান করিলেন। অপরাহ্ণে একটী মখমলের কেশে করিয়া স্বামীজিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল —

পরম পূজ্যপাদ স্বামীজি,

মাদুরাবাসী আমরা হিন্দু সাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবন্ত উদাহরণ দেখিতেছি। আপনি সংসারের সমুদয় বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহান্ পরহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত বাহ্য অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্ম্মই ত্রিতাপতাপিত জীবকে শান্তিদানে সমর্থ।

আপনি আমেরিকা ও ইংলণ্ড বাসীকে সেই ধর্ম্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থা

অনুযায়ী উপায়ে উন্নতিপথে আরোহণে সাহায্য করে। যদিও গত চার বৎসর আপনি পাশ্চাত্যদেশবাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সকল বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহা বিদেশাগত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঙ্কুচিত করিতে কম সাহায্য করে নাই।

ভারত আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহার কারণ, তাহাকে সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনরূপ মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। কলি-যুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই উপযুগের শেষভাগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আবি-র্ভাবে আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

প্রাচীন বিদ্যার লীলাভূমি, সুন্দরেশ্বরদেবের প্রিয়, যোগিগণের পবিত্র দ্বাদশান্তক্ষেত্র এই মাদুরা, আপনি ভারতীয় দর্শনের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে পরমানন্দ প্রকাশে ও সমগ্র মনুষ্যজাতির যে অমূল্য উপকার সাধন করিতেছেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহার স্বীকারে ভারতীয় অন্য কোন নগরীর পশ্চাদ্‌গামী নহে জানিবেন।

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া আপনাকে উদ্যম ও বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখুন।

মাদুরা অভিনন্দনের উত্তর।

'আমার খুব ইচ্ছা যে কয়েকদিন আপনাদের নিকট থাকিয়া আপনাদের সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশমত আমার পাশ্চাত্যদেশের সমুদয় অভিজ্ঞতা ও বিগত চার বৎসর ধরিয়া আমার প্রচারকার্য্যে কি ফল হইল, ইত্যাদি সমুদয় বিষয় বিবৃত করি। দুঃখের বিষয়, সন্ন্যাসিগণকেও দেহভার বহন করিতে হয়। বিগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আমি এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, অদ্য অপরাহ্ণেও বক্তৃতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে আর অন্যান্য বিষয় ভবি-ষ্যতের জন্য রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে ও আর একটু

সাবকাশ পাইলে আমাদের অন্যান্য সমুদয় বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। অদ্য এই অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। একটী কথা বিশেষভাবে আমার মনে উদয় হইতেছে। আমি এক্ষণে মাদুরায় আপনাদের স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বদেশবাসী উদারচেতা রামনদাধিপের অতিথি। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন, উক্ত রাজাই আমার কথায় চিকাগো সভায় যাইবার ভার প্রবেশ করাইয়া দেন এবং বরাবরই তিনি হৃদয়ের সহিত তাঁহার দ্বারা যতদূর সম্ভব আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং অভিনন্দনপত্রে আমাকে যে সকল প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এই দাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাপুরুষেরই প্রাপ্য। কেবল আমার মনে হয়, তিনি রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলেই ভাল ছিল, কারণ, তিনি সন্ন্যাসেরই উপযুক্ত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের আদানপ্রদান।

যখনই জগতের অংশবিশেষে কোন জিনিষের আবশ্যক হয়, তখনই জগতের অপরাংশ হইতে তাহা গিয়া উহাকে নূতন জীবন প্রদান করিয়া থাকে। কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক উভয় রাজ্যেই ইহা সত্য। যদি জগতের কোন অংশে ধর্ম্মের অভাব হয়, এবং অপর কোথাও সেই ধর্ম্ম থাকে, তবে আমরা জ্ঞাতসারে চেষ্টা করি বা না করি, যেখানে সেই ধর্ম্মের অভাব, তথায় আপনাপনি ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইয়া উভয় স্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। মানবজাতির ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, একবার নহে, দুইবার নহে, কিন্তু বারবার এই প্রাচীন ভারতকে যেন বিধাতার নিয়মে জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই, যখনই কোন জাতির দিগ্বিজয় বা বাণিজ্যপ্রাধান্যে জগতের বিভিন্ন অংশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং যখনই এক জাতির অপর জাতিকে কিছু দিবার সুযোগ হইয়াছে, তখনই প্রত্যেক জাতিই অপর জাতিকে রাজনৈতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক যাহার যাহা আছে, তাহাই দিয়াছে। ভারত সমগ্র জগৎকে ধর্ম্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে। পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অনেক পূর্ব্বেই ভারত জগৎকে আপন আধ্যাত্মিক সম্পদ্ প্রদান করিয়াছে। পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে আর একবার এই ঘটনা হয়। গ্রীকদিগের অভ্যুদয়কালে তৃতীয়বার। এই চতুর্থবার আবার ইংরাজের প্রাধান্যকালে সে আপন বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালনে নিযুক্ত হইতেছে। যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না করি,

পাশ্চাত্যদিগের সম্মিলিতভাবে কার্য্যপ্রণালী ও বাহ্য সভ্যতার ভাব আমাদের দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন পাশ্চাত্যদেশকে বন্যায় ভাসাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আমরাও পাশ্চাত্যদেশীয় জড়বাদপ্রধান সভ্যতাপ্রভাবের সম্পূর্ণ প্রতিরোধে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্যসভ্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতার আবশ্যক। তাহা হইলেই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। আমাদিগকে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব শিখিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে আমাদের নিকট সব শিখিতে হইবে, তাহা নহে। সমগ্র জগৎ যুগযুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ-জগতের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহার আবির্ভাব হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এতদুদ্দেশে প্রত্যেকেরই যত টুকু সাধ্য ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে দেওয়া উচিত। এই আদর্শ-জগতের কখন আবির্ভাব হইবে কি না, তাহা আমি জানি না, এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখন আসিবে কি না, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। কিন্তু জগতের এই আদর্শ অবস্থা কখন আসুক বা না আসুক, আমাদের প্রত্যেককে এই অবস্থা আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, কালই জগতের এই অবস্থা আসিবে আর আমার—কেবল আমার কার্য্যের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রত্যেককেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের অপর সকলে নিজ নিজ কার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া আছে, একমাত্র তাহারই কেবল কায করিবার বাকি আছে, আর যদি সে নিজ কার্য্য সাধন করে, তবেই জগৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের নিজেদের উপর এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে,—ভারতে ধর্ম্মের এক প্রবল পুনরুত্থান হইয়াছে। ইহাতে খুব আনন্দের কারণ আছে বটে, কিন্তু আবার বিপদেরও আশঙ্কা আছে। কারণ, ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়ানক গোঁড়ামিও আসিয়া থাকে। কখন কখন লোকে এত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে যে, অনেক সময় যাঁহাদের চেষ্টায় এই পুনরভ্যুত্থান সাধিত হয়, কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারাও উহা আর নিয়মিত করিতে পারেন না। অতএব পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। আমাদের দুই

মধ্য পথ অবলম্বনীয়।

পথের মাঝামাঝি চলিতে হইবে। এক দিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপর দিকে জড়বাদ, ইউরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার—যাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূলভিত্তিতে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। এই দুইটী হইতেই সাবধান হইতে হইবে। প্রথমতঃ, আমরা কখন পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা। মনে কর, যদি তোমরা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিতে পার, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে—তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ইহা অসম্ভব। সময়ের প্রারম্ভ হইতে, মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটী নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তুমি কি উহাকে উহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের তুষারময় শৃঙ্গে লইয়া যাইতে চাও? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইউরোপীয়গণের পক্ষে যদি কয়েক শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কার পরিত্যাগ করা অসম্ভব বোধ কর তবে তোমাদের পক্ষে শত শত শতাব্দীর সংস্কার পরিত্যাগ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা সচরাচর যেগুলিকে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবতা সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কার পূর্ণ দেশাচারমাত্র। এইরূপ দেশাচার অসংখ্য ও পরস্পর বিরোধী। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী মানিব? কোন্‌টী মানিব না? উদাহরণ স্বরূপ দেখ, দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে এক টুকরা মাংসখণ্ড খাইতে দেখিলে ভয়ে দুশহাত পিছাইয়া যাইবে—আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত—পূজার জন্য তিনি শত শত ছাগবলি দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাঁহার দেশাচারের দোহাই দিবেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দেশাচার আছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশাচারই স্থানবিশেষে আবদ্ধমাত্র। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাদের নিজ নিজ পল্লীতে প্রচলিত আচারকেই আমাদের ধর্ম্মের সার বলিয়া মনে করে, ইহাই তাহাদের মহা ভ্রম।

দেশাচার ও ধর্ম্মের পার্থক্য।

ইহা ব্যতীত আরো কতকগুলি মুস্কিল আছে। আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এক প্রকার সত্য মানুষের নিত্যস্বরূপ বিষয়ক ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক। অপর প্রকার কোন

বিশেষ দেশ কাল অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রকার সত্য প্রধানতঃ আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে, দ্বিতীয় প্রকার সত্য স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। আর যদি কোন পুরাণ কোনরূপে বেদের বিরোধী হয় তবে পুরাণের সেই অংশ নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। এক স্মৃতি বলিতেছেন, ইহাই দেশাচার, এই যুগে ইহারই অনুসরণ করিতে হইবে। অপর স্মৃতি আবার অন্যবিধ আচারের সমর্থন করিতেছেন। কোন স্মৃতিতে আবার সত্য প্রভৃতি যুগভেদে বিভিন্ন আচারের সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখ,—তোমাদের শাস্ত্রের এই মতটী কি উদার ও মহান্। সনাতন সত্যসমূহ মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্ত্তন হইবে না, অনন্তকাল ধরিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায়ই ঐগুলি ধর্ম্ম। স্মৃতি অপরদিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে কালে সেগুলির পরিবর্ত্তন হয়। এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম্ম গেল মনে করিও না। মনে রাখিও, এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকালই পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন, বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড় লোক আসিলে ছাগ ও গোহত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান প্রথা ছিল, ক্রমশঃ সকলে বুঝিল, আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী সুতরাং ভাল ভাল ষাঁড়গুলি মারিলে সমগ্র জাতিরই ধ্বংস হইবে। এই কারণেই গোহত্যা প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়ত এমন আচারসকল প্রচলিত ছিল, যাহা এখন আমরা বীভৎস জ্ঞান করি। ক্রমশঃ সেগুলির পরিবর্ত্তে অন্য বিধির প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ঐগুলিরও আবার পরিবর্ত্তন হইবে, তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটীই বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্তু

সনাতন ও যুগধর্ম্ম।

বেদ ও স্মৃতি।

স্মৃতির প্রাধান্য যুগ পরিবর্ত্তনেই শেষ হইয়া যাইবে। সময়স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ হইবে, আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন, সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যকীয়, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না, তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্ত্তব্য ও পথ সমাজকে দেখাইয়া দিবেন। এইরূপে আমাদিগকে এই উভয় বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, আর আমি আশা করি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উহার ভাব—হৃদয়ের প্রশস্ততা আসিবে, অপরদিকে তেমনি দৃঢ়নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকিবে, তাহা হইলেই তোমরা আমার কথার মর্ম্ম বুঝিবে—তবেই বুঝিবে, আমার উদ্দেশ্য সকলকেই আপনার করিয়া লওয়া—কাহাকেও ত্যাগ করা নহে। আমি চাই—গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু, তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদিগকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মত উন্নতিশীল হইতে হইবে আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমানকালের চিরসঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে—হিন্দুই কেবল প্রাচীন প্রথার সম্মান করিতে জানে। সাদা কথায় বলি, সব বিষয়ই আমাদিগকে মুখ্য ও গৌণ উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য বিষয়গুলি সর্ব্বকালের জন্য—গৌণ তত্ত্বগুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি সময়ে সেইগুলির পরিবর্ত্তে অন্য প্রথাসকল প্রবর্ত্তন না করা হয়, তবে সেগুলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমাদিগকে প্রাচীন আচার পদ্ধতি সমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে—অতিশয় কুৎসিৎ আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরই করিও না—এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীত কালে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবনপ্রদ ছিল। যদি এখন সেইগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময় সেইগুলির নিন্দা করিও না। বরং উহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্য্যের সাধন হইয়াছে, তাহার জন্য তাহাদিগের প্রশংসা কর ও তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর আমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না—ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ঋষি

প্রাচীন প্রথার নিন্দা করিও না।

কাহারা? তিনিই ঋষি যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ধর্ম্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগ্‌বিতণ্ডা বা তর্ক যুক্তি নহে,—সাক্ষাৎ উপলব্ধি—অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহে—মন্ত্রদ্রষ্টা—ইহাই ঋষিত্ব। আর এই ঋষিত্বলাভ কোনরূপ দেশ কাল জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন,—সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে আর আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমাকে আমাকে আমাদের সকলকেই ঋষি হইতে হইবে—অগাধ আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন হইতে হইবে—আমরাই সমগ্র জগতে শক্তিসঞ্চার করিব—কারণ, সব শক্তি আমার ভিতরে রহিয়াছে। আমাদিগকে ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে—তবেই ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। তখন ঋষিত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষ পদবী লাভ করিব। তখন আমাদের মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইবে, তাহা অব্যর্থ, অমোঘ ও শক্তিসম্পন্ন। তখন আমাদের সম্মুখ হইতে মন্দ যাহা কিছু, তাহা আপনিই পলায়ন করিবে—আমাদিগকে আর কাহাকেও নিন্দা বা অভিসম্পাত করিতে হইবে না অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে না। এখানে আজ যাহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে তাঁহার নিজের ও অপরের মুক্তির জন্য ঋষিত্ব পদবী লাভ করিতে ভগবান্ সাহায্য করুন।'

ঋষি হিন্দুসমাজের নেতা।

কুম্ভকোণমের পথে—ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর।

মাদুরায় অবস্থিতিকালে স্বামীজি একদিন এখানকার সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন—এই মন্দির ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের অন্যতম। ইহার স্থাপত্যকার্য্য অতি সুন্দর। মাদুরা হইতে স্বামীজি সন্ধ্যার ট্রেণে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলযোগে কুম্ভকোণম্ যাত্রা করিলেন। যে যে ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে লাগিল, তথায়ই দেখা গেল, শত শত ব্যক্তি স্বামীজিকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ভোর ৪টার সময় গাড়ীযখন ত্রিচিনপল্লীতে পৌঁছিল, তখন দেখা গেল, প্রায় হাজার লোক ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে—গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র তাহারা স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান করিল। অভিনন্দনে তাহারা বলিল যে, আমরা আশা করিয়াছিলাম, আপনি অন্ততঃ একদিন এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন—

REGISTERED No. C295.

Ark 3/2 263 Bk 373 Ark 3/2 263

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

IMPERIAL LIBRARY 11 JUL 1906

সূচী।

	বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	পূর্ব্বমীমাংসা (সংক্ষিপ্ত পরিচয়)	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	...		২৮১
২।	শ্রীশ্রীরামানুজচরিত	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	...	...	২৮৯
৩।	সংবাদ ও মন্তব্য	...	...	...	৩০১
৪।	গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	...	...	৩০৫
৫।	ভারতে বিবেকানন্দ	...	...	...	৩১৩

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, [illegible] ষ্ট্রীট।

সাঙ্কল পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

Ark 3/2 263

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ ১৲, বাঁধান	১৷৹
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	৷৹	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৹
„ ভক্তিযোগ	৷৹	„ কর্ম্মযোগ	৷৵৹
„ চিকাগো বক্তৃতা	৷৹	„ চিকাগো বক্তৃতা	৷৹
„ বক্তৃতা ও পত্র	৷৹	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
„ কথোপকথন	৷৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দু কমিটী ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

RK3 263
2
RE 373
351-1946
11 JUL 190

পূর্ব্বমীমাংসা।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।)

(১)

এক্ষণে আমাদের দেশে পূর্ব্বমীমাংসা বা জৈমিনীয় দর্শনের প্রচার অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে, নব্য ন্যায়ের বহুল প্রচার এবং শ্রৌতধর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম, অগ্নিহোত্র এবং দর্শ-পূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞের পরিবর্ত্তে, পৌরাণিক-ধর্ম্ম এবং তান্ত্রিকধর্ম্মের অত্যধিকপ্রসার এই দুইটী কারণে বঙ্গদেশে পূর্ব্বমীমাংসার প্রচার একেবারে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইহা ছাড়া আর একটী কারণ এই যে, যে সকল বেদের বাক্য অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বমীমাংসা গঠিত হইয়াছে, বৈদিক গ্রন্থের এদেশে বিরল প্রচার বলিয়া, সেই সকল বাক্য গুলির মর্ম্ম অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে, এবং ঐ সকল বাক্য কোন্ গ্রন্থে কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে আছে, তাহাও অধিকাংশ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হওয়াতে এই দেশে পূর্ব্ব মীমাংসার পঠনপাঠন অনেক দিন হইতেই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে কিন্তু একটু সুবাতাস বহিতেছে বলিয়া বিশ্বাস হয়, কেন যে বিশ্বাস হয় তাহা বলি—মুদ্রাযন্ত্রের উত্তরোত্তর প্রসারে এখন অনেক বৈদিক গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে, একটু শ্রমস্বীকার করিয়া একজন যোগ্য ব্যক্তি যদি ঐ সকল গ্রন্থের আলোচনা করেন তাহা হইলে তিনি ঐ সকল গ্রন্থের মধ্য হইতে মীমাংসা শাস্ত্রের বোধোপযোগী অনেকবাক্য বাছিয়া বাহির করিতে পারেন। সায়ণাচার্য্য মহীধর ও কর্ক্কাচার্য্য প্রভৃতি বেদব্যাখ্যাতা মনীষিগণের যে সকল বেদব্যাখ্যা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে ঐ সকল বৈদিক বাক্যের অর্থ বোধও এক্ষণে অনায়াস সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে একবার মীমাংসা শাস্ত্রের প্রচারের জন্য প্রয়াস যে একেবারে ব্যর্থ হইবে এইরূপ সম্ভাবনা আর নাই। এই সকল সুবিধার দিকে দৃষ্টি করিয়া আমি আমাদের দেশের মীমাংসা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু কৃতবিদ্যগণের সমক্ষে

পূর্ব্ব মীমাংসার একটু আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ কার্য্যে উদ্যত হওয়া অতি সাহসের কার্য্য হইতেছে কিন্তু তাহা হইলেও মীমাংসার সহিত, হিন্দুর সর্ব্বস্ব বেদ ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধের গুরুত্ব বোধ করিয়া, এবং আমাদের সমাজে ঐ আলোচনা যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, কিছু না কিছু উপকার করিবেই ইহাও ভাবিয়া, আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম, আশা করি পাঠকগণ আমার মনের প্রকৃতভাব বুঝিয়া আমার এই হঠকারিতার প্রতি ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

(২)

মীমাংসা শব্দের অর্থ কি? মীমাংসা শব্দের অর্থ—বিচার, অর্থাৎ কোন একটী বাক্য অথবা পদের তাৎপর্য্যার্থ লইয়া সংশয় হইলে সেই সংশয়কে দূর করিয়া, প্রকৃত তাৎপর্য্যনিশ্চয় করিবার জন্য যে সকল সঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করা যায় তাহাকেই বিচার অথবা মীমাংসা বলা গিয়া থাকে। এই লক্ষণানুসারে, পূর্ব্বমীমাংসাও ফলে বিচার শাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। বেদের মধ্যে এমন অনেক বাক্য অথবা পদ আছে, যাহাদের তাৎপর্য্যার্থ লইয়া অনেকপ্রকার সংশয় স্বতঃই মনে উদিত হয়। সেইসকল সংশয় দূর করিতে না পারিলে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারা যায় না এবং বুঝিতে না পারায় আমাদের ধর্ম্মকার্য্য সকলও ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠা যায় না। ইহার ফলে এই হয় যে, বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান লইয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়, সুতরাং বলিতে হয় মীমাংসা শাস্ত্র না থাকিলে বৈদিক ধর্ম্মের লোপের সম্ভাবনা, অতএব বৈদিক ধর্ম্মের বা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাই মীমাংসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বেদের আবার দুইটী ভাগ আছে—পূর্ব্ব ভাগ ও উত্তরভাগ। পূর্ব্বভাগে কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের উপদেশ আছে বলিয়া উহাকে কর্ম্মকাণ্ড বলে, উত্তরভাগে পরমাত্মার তত্ত্ববিষয়ে উপদেশ আছে বলিয়া উহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলে। বেদের পূর্ব্বভাগে বা কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল সন্দিগ্ধ বাক্য বা পদ আছে তাহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ করিবার উপায় প্রদর্শন করিবার জন্য মহর্ষিজৈমিনি এই শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা বলা যায়। আর বেদের উত্তরকাণ্ড বা উপনিষদের সন্দিগ্ধ বাক্য বা পদ নিচয়ের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিবার

জন্য মহর্ষিবেদব্যাস যে শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাকেই উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা বলা যায়।

(৩)

কিরূপ অবলম্বন করিয়া মহর্ষিজৈমিনি বেদের সন্দিগ্ধ বাক্য বা পদের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাই আমি এক্ষণে দেখাইতে চাহি, জৈমিনি সূত্র অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রগুলির সন্নিবেশ প্রণালীর প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে তিনি এক একটী মীমাংসাকে—অর্থাৎ কোন সন্দিগ্ধ বাক্য বা পদের তাৎপর্য্যার্থ কি? তাহা স্থির করিবার উপায়কে, পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ সেই পাঁচটী ভাগের এইরূপে নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও নির্ণয়। এই পাঁচভাগে বিভক্ত এক একটী বিচার বা মীমাংসাকে, মীমাংসক পণ্ডিতগণ "অধিকরণ" এই নামেও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে ঐ পাঁচটী ভাগের প্রত্যেক ভাগটীর স্বরূপ কি তাহা ভাল করিয়া বুঝা যাক্।

প্রথম—বিষয়। যে বাক্য বা যে পদটীর তাৎপর্য্যার্থ লইয়া সংশয় হইতে পারে সেই বাক্য বা পদটীর উল্লেখ করাকে বিষয় বা বিষয়-নির্দ্দেশ বলা যায়।

দ্বিতীয়—সংশয়। সেই বাক্য বা পদটী লইয়া কি আকারের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ করাকে সংশয় বা সংশয়নির্দ্দেশ বলা যায়।

তৃতীয়—পূর্ব্বপক্ষ। সেই সংশয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেই লোকের মনে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষের উদয় স্বতঃই হইয়া থাকে তাহার মধ্যে যে পক্ষটী আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, পরে কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিলে টিকে না, সেই পক্ষটীকে স্থাপন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় সেই সকল যুক্তির নির্দ্দেশ করার নামই পূর্ব্বপক্ষ।

চতুর্থ—উত্তর পক্ষ। পূর্ব্ব পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শিত হয় সেইগুলিকে খণ্ডিত করিবার জন্য যে সকল যুক্তি বা তর্কের প্রয়োগ করা হয়, তাহাকেই উত্তর পক্ষ কহা যায়।

পঞ্চম—সিদ্ধান্ত বা নির্ণয়। পূর্ব্ব পক্ষের খণ্ডন করার পর, যে পক্ষটী

প্রমাণের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হয় তাহারই নির্দ্দেশ করাকে সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় বলে।

একটী উদাহরণ দেখিলে এই পঞ্চাঙ্গ বিচার বা অধিকরণ আরও বিস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে যেমন —

বিষয়। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (বেদ অধ্যয়ন করিবে) এই বেদবাক্য।

সংশয়। এই যে বেদাধ্যয়নের বিধান করা হইল ইহার প্রয়োজন কি? বেদাধ্যয়ন করিলে পুণ্য হয়? অথবা যেমন অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রীয় বিষয়ের জ্ঞান হয় এবং ঐ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন অদৃষ্টফল পুণ্যাদি হয় না, সেইরূপ বেদাধ্যয়নেরও ফল কি বেদের যাহা অর্থ তাহারই জ্ঞান?

পূর্ব্বপক্ষ। যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যায় তাহার অর্থজ্ঞানই যে অধ্যয়নের ফল তাহা সচরাচর সকল লোকেই বুঝে। যাহা সকলে বুঝে তাহা বুঝাইবার জন্য আবার বেদে "অর্থ জ্ঞান করিবার জন্য বেদের অধ্যয়ন করিতে হইবে" এই প্রকার উপদেশ নিষ্প্রয়োজন, "সুতরাং স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে" এই প্রকার বাক্যের "বেদের অর্থ বোধ করিবার জন্য বেদের অধ্যয়ন করিবে" এইরূপ তাৎপর্য্য নহে তবে ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের বালকগণ উপনয়নের পর একবার গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া নিজ মুখে বেদের আবৃত্তি করিয়া লইবে তাহা হইলেই তাহার অধ্যয়নের ফল হইল অর্থাৎ ঐ প্রকার বেদাধ্যয়নে তাহাদের একটা শুভাদৃষ্ট সিদ্ধ হইল সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল, তাহাই যদি হইল তবে আর তাহারা বেদের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য গুরুগৃহে থাকিয়া কেন মীমাংসা শাস্ত্র আলোচনা করিবে? তাহাদের অধ্যয়ন শেষ হইয়াছে, অনায়াসে তাহারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্য বিবাহ করুক।

উত্তরপক্ষ। কি শাস্ত্রতঃ কি লোকতঃ কোন একটা কার্য্যের লোক সিদ্ধফল দেখিতে পাইলে অলৌকিক বা অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। এই নিয়মানুসারে অপর শাস্ত্রাধ্যয়নের ন্যায় বেদ শাস্ত্রেরও অধ্যয়ন করিলে অর্থ বোধ রূপ যে দৃষ্ট প্রয়োজন হইবে তাহার প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। তাহাই যদি হইল তবে, "বেদাধ্যয়ন করিবে" এইরূপ

বাক্যের "অর্থবোধের জন্য বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য" এই প্রকার তাৎপর্য্য কেন না হইবে? তবে তোমরা একটা আপত্তি উঠাইয়াছ, যে, যাহা সচরাচর সকল লোকে বুঝে তাহা বুঝাইবার জন্য বেদের উপদেশ নিষ্প্রয়োজন, অপরশাস্ত্রের ন্যায় বেদের অধ্যয়ন করিলে বেদের অর্থ বুঝাযায় ইহা সকলেই বুঝে তবে আবার কেন বেদ আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে যে, 'বেদের অধ্যয়ন করিবে' এই আপত্তিটা কিছুই নহে কারণ, বেদের উপদেশ ব্যর্থ হইবে এই ভয়ে কিছু প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর অন্যথা হইতে পারে না। শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান করিতে হইলে শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে হয় এ সত্যের ত অপলাপ সম্ভব নহে, তবে বলিতে পার বেদের উপদেশ নিষ্ফল হইল এইরূপ বলাও ঠিক নহে কারণ বেদের উপদেশটা যাহাতে নিষ্ফল না হয় সেই জন্য তুমি এমনও ত কল্পনা করিতে পার যে হাতে লিখা বেদের পুঁথি নিজে নিজে পড়িয়া অর্থজ্ঞান করা অপেক্ষা, রীতিমত উপনয়নের পর আচার্য্যের গৃহে তাঁহারই মুখে শুনিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদের অর্থবোধ করিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা শুভাদৃষ্টও হইবে, নিজে নিজে পড়িলে সেটুকু হইবে না, এরূপ কল্পনায় কোন দোষ নাই। কিন্তু কেবল একবার বেদ গুরুর মুখে শুনিয়া আবৃত্তি করিলেই বেদের অধ্যয়ন সিদ্ধ হইল, বেদের অর্থবোধ করা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ কল্পনা কখনই সঙ্গত হইতে পারেনা।

সিদ্ধান্ত বা নির্ণয়। তবেই ফলে দাঁড়াইতেছে যে "বেদ অধ্যয়ন করিবে" এইরূপ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে বেদের কি অর্থ তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য বেদের অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহাই যদি হইল তবে ইহাও স্থির যে, বিচার বা মীমাংসার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন জটিল বাক্যেরই অর্থ বোধ হয় না। বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন ও অতি জটিল শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য, দ্বিজ বালকগণ, উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস করিয়া রীতিমত বিচারের সাহায্য অবলম্বন করিবে, একবার মুখে বেদ আবৃত্তি করিয়াই, "বেদের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিবার আবশ্যকতা নাই" এই বুদ্ধিতে সংসারাশ্রমে প্রবেশের জন্য ব্যগ্র হইবে না।

এই প্রকার মীমাংসা বা বিচারের সাহায্যে বেদের যাবতীয় সন্দিগ্ধ বাক্য বা পদগুলির তাৎপর্য্য কি? তাহাই বুঝাইবার জন্য মহর্ষিজৈমিনি মীমাংসা সূত্রগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন ইহাই হইল পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মীমাংসার মূল গ্রন্থকে জৈমিনীয় দর্শন বলে। ইহার আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ নাম আছে যেমন দ্বাদশ লক্ষণী, পূর্ব্বমীমাংসাসূত্র, কর্ম্মমীমাংসা, অধ্বরমীমাংসা, ইত্যাদি।

এই মীমাংসা সূত্র নামক গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতি অধ্যায় আবার চারিটী করিয়া পাদে বিভক্ত কিন্তু তৃতীয় ষষ্ঠ ও দশম অধ্যায়ে এ নিয়ম খাটে না ঐ তিনটী অধ্যায়ে আটটী করিয়া পাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিপাদে কতগুলি করিয়া সূত্র আছে, এবং কতগুলি অধিকরণ আছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। অধিকরণ কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। একটী কথা এখানে বলিয়া রাখি যে ঐ অধিকরণ কোনস্থলে একটী সূত্রেই নিবদ্ধ হইয়াছে, কোথায় বা দুইটী কোথায় বা তিনটী বা ততোধিক সূত্র মিলিয়াও এক একটী অধিকরণ হইয়াছে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিকরণ ও সূত্রের তালিকা।

প্রথম অধ্যায়।		
পাদ	সূত্র	অধিকরণ
১ম	৩২	৮
২য়	৫৩	৪
৩য়	৩৫	১০
৪র্থ	৩০	২০
	মোট সূত্র ১৫০	মোট অধিঃ ৪২
দ্বিতীয় অধ্যায়।		
১ম	৫৯	১৮
২য়	২৯	১১
৩য়	২৯	১৪
৪র্থ	৩২	২
	মোট ১৪৯	মোট ৪৭

তৃতীয় অধ্যায়।		
পাদ	সূত্র	অধিকরণ
১ম	২৭	১৫
২য়	৪৩	১৯
৩য়	৪৬	২০
৪র্থ	৫৭	২১
৫ম	৫৩	২০
৬ষ্ঠ	৪৩	২৬
৭ম	৫১	২৩
৮ম	৪৪	২৩
	মোট ৩৬৪	মোট ১৬৭
চতুর্থ অধ্যায়।		
১ম	৪৮	১৭

পাদ	সূত্র	অধিকরণ
২য়	৩০	১৩
৩য়	৪১	২০
৪র্থ	৪১	১২
	মোট ১৬০	মোট ৬২
	পঞ্চম অধ্যায়।	
১ম	৩৫	১৮
২য়	২৩	১২
৩য়	৪৪	১৫
৪র্থ	২৬	৯
	মোট ১২৮	মোট ৫৪
	ষষ্ঠ অধ্যায়।	
১ম	৫২	১৩
২য়	৩১	১১
৩য়	৪১	২১
৪র্থ	৪৭	১৪
৫ম	৫৬	২১
৬ষ্ঠ	৩৯	৭
৭ম	৪০	১৩
৮ম	৪২	৯
	মোট ৩৪৮	মোট ১০৯
	সপ্তম অধ্যায়।	
১ম	২৩	৫
২য়	২১	১
৩য়	৩৬	১৪
৪র্থ	২০	৩
	মোট ১০০	মোট ২৩
	অষ্টম অধ্যায়।	
১ম	৪৩	১৯
২য়	৩২	৬

পাদ	সূত্র	অধিকরণ
৩য়	৩৫	৬
৪র্থ	২৮	৪
	মোট ১৩৮	মোট ৩৫
	নবম অধ্যায়।	
১ম	৫৮	১৮
২য়	৬১	২০
৩য়	৪৩	১৪
৪র্থ	৬০	১৫
	মোট ২২২	মোট ৬৭
	দশম অধ্যায়।	
১ম	৫৮	১১
২য়	৭৪	৩৪
৩য়	৭৫	২০
৪র্থ	৫৯	২৭
৫ম	৮৮	২৬
৬ষ্ঠ	৭৯	২২
৭ম	৭৩	২০
৮ম	৭০	১৯
	মোট ৫৭৬	মোট ১৭৯
	একাদশ অধ্যায়।	
১ম	৭০	১১
২য়	৬৬	১৬
৩য়	৫৪	১৬
৪র্থ	৫৭	২১
	মোট ২৪৭	মোট ৬৪
	দ্বাদশ অধ্যায়।	
১ম	৪৬	২১
২য়	৩৭	১৫
৩য়	৩৮	১৬

পাদ	সূত্র	অধিকরণ	সর্ব্বসমেত মোট সূত্র ২৭৫০
৪র্থ	৪৭	১৬	সর্ব্বসমেত মোট অধিকরণ ৯১৭
	মোট ১৬৮	মোট ৬৮	

তৃতীয় প্রস্তাব

(১)

মীমাংসা সূত্রের কোন অধ্যায়ে প্রধানতঃ কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাই এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে দেখান যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামানুজ চরিত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এদিকে শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গমের পশ্চিমে অবস্থিত সুদূরব্যাপী নিবিড় বনে গুপ্ত ভাবে আশ্রয় লইলে, তাঁহার ভক্তবৃন্দ ক্রমে ক্রমে তৎপার্শ্বে আসিতে লাগিলেন। গোবিন্দ, দাশরথি, ধনুর্দ্দাস প্রভৃতি সকলে আসিয়া যুটিলে তাঁহারা দ্রুতপদসঞ্চারে পশ্চিম দিক্ লক্ষ্য করিয়া দুর্গম বনমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। কৃমিকণ্ঠের চরেরা পাছে জানিতে পারিয়া তাঁহাদের বন্দী করে এই ভয়ে তাঁহারা কোথাও বিশ্রাম না করিয়া দুই দিন ক্রমাগত গমন করতঃ পরিশেষে চোলরাজ্যের সীমায় উপনীত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা কোথাও আহার নিদ্রা বা বিশ্রাম করেন নাই। তাঁহারা নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া একটি শৈলের পাদদেশে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনিদ্রায় তাঁহাদের বদন বিবর্ণ এবং হস্ত, পদ ও সমস্ত শরীর তীব্রবেদনাগ্রস্ত হইয়াছিল। কণ্টকাকীর্ণ ভূমির উপর দিয়া চলিয়া আসিতে তাঁহাদের চরণে অনেক কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায়, পদতল বিস্ফোটকবৎ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে শিলাতলে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

সেইস্থলে একটি চণ্ডালপল্লী ছিল। চণ্ডালগণ অতি নীচ জাতীয় হইলেও তাহাদের মন নীচ ছিল না। ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থায় নিদ্রিত দেখিয়া, তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিল যে, অতি বিপন্ন ও ক্লান্ত হইয়াই ইহাঁরা এরূপ ব্রাহ্মণশূন্য দেশে অকাতরে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ নানাবিধ বন্যফল সংগ্রহ করিয়া প্রসুপ্ত পুরুষদের নিকট স্থাপন করিল, ও রাশিকৃত শুষ্ককাষ্ঠ আনিয়া তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ তাঁহাদের উত্থানাপেক্ষায় অতি সাবহিত ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সশিষ্য রামনুজ আপনাদিগকে অনেক সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন, ও সম্মুখে প্রায় অশীতি হস্ত পরিমিত দূরে যুক্তকর কতিপয় চণ্ডালকে দণ্ডায়মান, এবং নিকটে ফলের রাশি ও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট স্থাপিত কাষ্ঠস্তূপ সন্দর্শন করিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা ভগবৎ কৃপায় কতকগুলি সৎস্বভাব চণ্ডালের আশ্রয়ভূত এক বন্য পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে নিকটস্থ নির্ম্মলজলা নদীতে অবগাহন করিয়া ফলসমূহ বারিপূত করিয়া শ্রীহরির উদ্দেশে নিবেদন করিলেন, এবং দুই দিন অনাহারের পর ফলাহার করতঃ নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। যতিরাজ তথায় কয়েক দণ্ড বিশ্রাম করিয়া চণ্ডালদের সহিত কথোপকথন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে,তাঁহারা চোল রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি চণ্ডালগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ পল্লীর অন্বেষণে কতিপয় চণ্ডাল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হইলেন। গৃহস্বামী উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু চেলাম্বা নাম্নী তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী তদীয় গৃহে বহু বৈষ্ণব সমাগম দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন, এবং স্বামী উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহাদের যথাবিহিত পূজা করিয়া পাকার্থ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষাটনের পর গৃহস্বামী শ্রীরঙ্গদাস প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বহু বৈষ্ণব অতিথি সন্দর্শন পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। অনতিকালবিলম্বেই তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া অতিথিগণকে প্রসাদগ্রহণার্থ আমন্ত্রণ করিলেন। প্রায় তিন দিবস অনাহারের পর ভগবৎ প্রসাদ আকণ্ঠ ভোজন করিয়া সকলে পরম পরিতুষ্ট হইলেন ও তথায় দুইদিন বিশ্রাম করতঃ সস্ত্রীক শ্রীরঙ্গদাসকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে সকলে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে চণ্ডালগণকে বিদায় দিয়া তাঁহারা শ্রীরঙ্গদাসের সহিত প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া

সন্ধ্যার সময় বহ্নিপুষ্করিণী নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় দুইদিন বিশ্রাম করতঃ শ্রীরঙ্গদাসকে বিদায় দিয়া শিষ্যপরিবেষ্টিত যতিরাজ শালগ্রাম নামক গ্রামে আগমনপূর্ব্বক পরম তপস্বী আন্ধ্রপূর্ণ নামক ব্রাহ্মণের অতিথি হইলেন। আন্ধ্রপূর্ণের বৈরাগ্য ও ভক্তি দেখিয়া এবং তিনি উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েন নাই, ইহা জানিয়া শ্রীরামানুজ তাঁহাকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় সহচর করিয়া লইলেন। সেই দিবস হইতে আন্ধ্রপূর্ণ যতিরাজের কায়মনোবাক্যে সেবা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। তিনি নিজ গুরুর ছায়ার ন্যায় তৎপশ্চাৎ থাকিতেন। তাঁহাকেই আপনার ইষ্টদেবতা ও সর্ব্বস্ব বলিয়া সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস শালগ্রামে যাপন করিয়া তাঁহারা সকলে নৃসিংহ ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তথায় আন্ধ্রপূর্ণের নিকট ভক্তগ্রাম নিবাসী একটি পরম ভক্তের বিষয় শুনিয়া শ্রীরামানুজ তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে,সশিষ্যে উক্ত গ্রামে উপনীত হইলেন এবং সেই পূর্ণনামা ভক্তটির অতিথি হইয়া এক দিবস থাকিবার পর তথাকার রাজা বিঠ্ঠলদেব কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তৎসমীপে গমন করিলেন। এই রাজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তিনি প্রতিদিন সহস্র সহস্র বৌদ্ধাচার্য্যের সেবা করিতেন। তাঁহার কন্যা রাক্ষসগ্রস্তা হওয়ায় তিনি বহুচিকিৎসক আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় না হওয়ায় তিনি বৌদ্ধাচার্য্যের সাহায্য লইলেন। ইঁহারাও রাজকন্যার আরোগ্য সাধন করিতে না পারায়, যখন বিঠ্ঠলদেব শুনিলেন যে পূর্ণ গৃহে কতিপয় বৈষ্ণব পূর্ব্বদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন,তখন কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ বাটীতে আনাইলেন। শ্রীরামানুজ রাজকুমারীকে দর্শন করিয়াই আরোগ্য করিলেন, তাহাতে বিঠ্ঠলদেব চমৎকৃত হইয়া তৎপ্রতি বিশেষ ভক্তিমান হইয়া উঠিলেন। তিনি যতিরাজের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিতে মানস করিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক তৎসমীপে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন নিত্যজীবহিতচিকীর্ষু, উত্তর বিভূতিপতি, তেজঃপুঞ্জময় বিগ্রহ, ভক্তিরসপরিপ্লুত, সর্ব্বলোকচিত্তাকর্ষক,মধুরস্বভাব,চার্ব্বাকশৈলের অশনিস্বরূপ কান্তিমতী কুমার এরূপ সহজ বোধ্য মনোহর যুক্তি সমূহ দ্বারা তাঁহাকে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলেন যে, তিনি স্বীয় নিরীশ্বর ভাব স্মরণ পূর্ব্বক বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণকে আমন্ত্রণ করতঃ যতি ভূপতির সহিত বিচার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা সকলে স্বীকৃত হইলে, সেই দিবসই এক মহাসভা আহূত হইল। সহস্র সহস্র বৌদ্ধ তথায় সমাগত হইলেন।

শ্রীরামানুজ সেই মহাসভায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কতিপয় দুষ্টাত্মা বৌদ্ধপণ্ডিত তাঁহাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে উপহাস বাক্য প্রযোগ, বিকট শব্দ প্রভৃতি নীচ উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিঠ্ঠলদেবের আদেশানুসারে তাহাদিগকে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে অন্যান্য বৌদ্ধগণ ভীত হইয়া উক্ত নীচ উপায় পরিত্যাগ করিলে যতিরাজ ধীর গম্ভীর স্বরে আপনার যাবতীয় বক্তব্য তৎসমুদয় সভাসদ্বর্গের সম্মুখে নিবেদন করিলেন। তিনি নিরস্ত হইলে বৌদ্ধগণের প্রধান পণ্ডিত তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য সমুত্থিত হইলেন, এবং যখন তিনি বাদীর যুক্তি সমূহ খণ্ডন না করিয়া সনাতন ধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত করতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকারীদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, তখন বিঠ্ঠলদেব তাহাতে দুঃখিত হইয়া কহিলেন,"মহাত্মন্, এ পৃথিবীতে নিন্দাবাদের ন্যায় সুলভ আর কিছুই নাই। আমরা আপনার মুখে তাহা শুনিতে আসি নাই। আপনি পরম পণ্ডিত বলিয়া আমার বিশেষ ধারণা আছে। অতএব সুলভ নিন্দাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্ল্লভ যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা বাদিসিংহের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রসূত বাদসমূহের খণ্ডন সাধন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা; এবং যদি তৎকরণে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে স্বীয় মিথ্যাধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হউন"। রাজচিত্তকে শ্রীরামানুজ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতের মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে কোনও সদ্যুক্তির স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি কিঞ্চিৎকাল প্রলাপ বাক্যের অবতারণা করিয়া স্বদলের বিস্ময় ও বৈষ্ণবগণের হর্ষ বর্দ্ধন পূর্ব্বক সহসা সভাতলস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার বিবর্ণময় বদনে বাঙ্মাত্র উচ্চারণেরও শক্তি থাকিল না। অন্যান্য বৌদ্ধ প্রতিবাদিগণ কিয়ৎকাল স্বমত স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া যখন সকলেই প্রথম পণ্ডিতের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিরস্ত হইলেন, তখন ভক্তগ্রামরাজ সভাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সভাগণ, আপনারা সকলে প্রত্যক্ষ করিলেন যে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অদ্য বৈষ্ণবাচার্য্য কর্ত্তৃক বাদে সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই এখানে উপস্থিত। তাঁহাদের কাহারও এরূপ সামর্থ্য নাই যে আপনাদের মত স্থাপন পূর্ব্বক নিষ্কারণোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলেন এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? মিথ্যাধর্ম্মকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখের আলয় নরকে পতিত হওয়া বা সত্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে গমন করতঃ সর্ব্ববিধ

সুখের আকর, পরম জ্ঞানলাভ করতঃ কৃতার্থতা লাভ করা এ দুইটির ভিতর কোনটি প্রশস্ত? বুদ্ধিমান মানবমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে দুঃখাপেক্ষা সুখ, অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। যদ্যপি ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আইস অদ্যই আমরা এই মহানুভব বৈষ্ণবাগ্রণী কর্ত্তৃক সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করি।" সুবুদ্ধি পরমোদার প্রজাবৎসল নরপতি এইরূপ আদেশ করিলে কতিপয় বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন সকলেই একবাক্যে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন এবং সেই দিবসই সকলেই শ্রীরামানুজ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। যে কয়েকজন বৌদ্ধ রাজাদেশ পালন করিল না, তাহারা প্রধান পণ্ডিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিল। রাজা বিঠ্ঠলদেব যতিরাজ কর্ত্তৃক বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে অভিহিত হইয়া তদবধি আপনাকে তন্নামে অভিহিত করিতে সকলকে আদেশ করিলেন।

এইরূপে শ্রীরামানুজ বিঠ্ঠলদেব ও সহস্র সহস্র বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী করতঃ, তথায় কিয়ৎকাল তাঁহাদের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক, পরে শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া যাদবাদ্রিতে উপনীত হইলেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম মেলকোটা। ১০২০ শকাব্দায় তিনি এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরের পৌষমাস, শুক্লা চতুর্দ্দশী বৃহস্পতিবারের প্রাতঃকালে তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে তুলসী কাননমধ্যস্থ কোনও বল্মিকস্তূপের নিম্নে একটী দেববিগ্রহ অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে তথা হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক নির্ম্মল বারিদ্বারা প্রক্ষালন করতঃ যখন পবিত্র পীঠোপরি স্থাপন করিলেন, তাঁহার জীবন্ত মনোহর মূর্ত্তি সন্দর্শনে সমীপস্থ ভক্তবৃন্দ আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ বৃদ্ধলোকসমূহ বলিতে লাগিলেন যে, "আমরা বাল্যকালে বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়াছিলাম যে পূর্ব্বে এই শৈলে যাদবাদ্রিপতির পূজা হইত। কিন্তু মুসলমানগণ এইস্থলে আসিয়া সমুদয় দেববিগ্রহ ভগ্ন করিতে থাকিলে, উক্ত বিষ্ণুবিগ্রহের সেবকগণ বিগ্রহটিকে গুপ্তস্থলে নিক্ষেপ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। তদবধি আর তাঁহার পূজা ও উৎসব হয় না। আমাদের নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে ইনিই সেই যাদবাদ্রিপতি। আপনার ন্যায় মহানুভবের আগমনে, পুনরায় ভক্তসেবা লইতে সমুত্থিত হইয়াছেন।" এতচ্ছ্রবণে শ্রীরামানুজ কহিলেন, "আপনারা যথার্থ কহিয়াছেন। ইনিই সেই যাদবাদ্রিপতি। রজনীতে

ইনি স্বপ্নে আমার নিকটে আসিয়া সেবার্থ আদেশ করিয়াছেন। আপনারা সকলে একত্র হইয়া যাহাতে ইহাঁর সুন্দর ও সুবিপুল মন্দির নির্ম্মিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন। অদ্য হইতে ইহাঁর সেবাকার্য্য নিয়মমত হইতে থাকুক।" যতিরাজের আদেশানুসারে তৎশিষ্যবর্গ ও গ্রামস্থ যাবতীয় লোক সেই দিবসই একটী সুদীর্ঘ পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে শ্রীশ্রীযাদবাদ্রিপতিকে স্থাপন করতঃ তাঁহার পূজা ও সেবাদি কার্য্যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইলেন। অতি স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রভাবে তথায় এক মনোহর ও বিপুল মন্দির নির্ম্মিত হইল। কল্যাণী নাম্নী একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী উক্ত মন্দিরের নিকটেই ছিল। তাহার নির্ম্মল জলে যাদবাদ্রিপতির স্নানভোগাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই পুষ্করিণীর উত্তরভাগে যতিরাজ একদা বিচরণ করিতে করিতে শ্বেত মৃত্তিকা আবিষ্কৃত করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন, কারণ বৈষ্ণবগণ উক্ত মৃত্তিকা দ্বারা তাঁহাদের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন। এযাবৎকাল তাঁহারা ভক্তগ্রাম হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তৎকালে তথায় তাহা নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, যতিরাজ অন্যান্যস্থলে তদ্রূপ মৃত্তিকার অন্বেষণার্থ অনেককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং স্বয়ং তাহা আবিষ্কৃত করিয়া নিরতিশয় সুখী হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে প্রতি মন্দিরে এক দেবতার দুইটী করিয়া বিগ্রহ থাকে। একটির নাম অচল, অর্থাৎ মন্দিরাভ্যন্তর হইতে ইনি কখন বহির্দ্দেশে গমন করেন না, এবং অন্যটির নাম সচল বিগ্রহ, অর্থাৎ উৎসবের সময় ইনিই বহির্দ্দেশে বিমানযোগে নীত হইয়া থাকেন। এইজন্য ইহার আর একটী নাম উৎসব-বিগ্রহ। শ্রীরামানুজ একদা স্বপ্নে শ্রীযাদবাদ্রিপতি কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, "বৎস রামানুজ, আমি তোমার সেবায় নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার উৎসববিগ্রহ না থাকায় আমি মন্দিরের বাহিরে গিয়া ভক্তগণকে ও পতিতদিগকে আশীর্ব্বাদযুক্ত ও মলমুক্ত করিতে পারি না। অতএব তুমি সত্বর হইয়া দিল্লির সম্রাটের নিকট রক্ষিত আমার সম্পৎকুমার নামক দ্বিতীয় বিগ্রহকে আনয়ন কর।"

এইরূপে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে কতিপয় শিষ্যপরিবৃত হইয়া শ্রীরামানুজ দিল্লির দিকে যাত্রা করিলেন। মাসদ্বয় অতিবাহিত হইলে তিনি উক্ত নগরে উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে তাৎকালিক সম্রাট

তাঁহার দেহকান্তি, পাণ্ডিত্য ও প্রভাব দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সম্পৎকুমার নামক দেববিগ্রহটি প্রার্থনা করিলে, দিল্লীশ্বর তাহা লইয়া যাইতে তাঁহাকে আদেশ করায়, তিনি দেবশালায় নীত হইলেন। এই স্থলে ভারতবর্ষের বহু দেবালয় হইতে বিলুণ্ঠিত বিগ্রহ সমূহ সমাহৃত হইয়াছিল। শ্রীরামানুজ তন্ন তন্ন করিয়া তথায় অন্বেষণ করিলেও স্বীয় অভীষ্ট বিগ্রহটি পাইলেন না। তাহাতে সম্রাট্ নিজ দুহিতার অতি প্রিয়তম একটি দেবমূর্ত্তি শ্রীরামানুজকে দেখাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সম্পৎকুমার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে তাহা গ্রহণ করিয়া সশিষ্যে নগর হইতে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্রাম না করিয়া দিবানিশি চলিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ যতিরাজ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে সম্রাট্ নন্দিনী যদি উক্ত বিগ্রহবরের জন্য কাতরা হয়েন দুহিতৃবৎসল দিল্লিপতি তাহা হইলে হয়তো উহা তাঁহাদের নিকট হইতে পুনর্গ্রহণ করিবেন।

এদিকে রাজকন্যা যখন শুনিলেন যে তাঁহার নিরতিশয় ভালবাসার জিনিষটি কোনও ব্রাহ্মণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন তখন তাঁহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি শোকে অধীরা হইয়া পড়িলেন। পিতার নানারূপ উপদেশ বাক্য তাঁহার পক্ষে কোনও কার্য্যকর হইল না। তিনি দিন দিন উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে সম্রাট্ ভীত হইয়া একদল সৈন্যকে আদেশ করিলেন যে, "তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দেববিগ্রহ বলপূর্ব্বক আনয়ন কর।" রাজকন্যা ইহাতে কহিলেন, "পিতঃ, আমায় অনুমতি করুন, আমিও যেন উহাদের সহিত গমন করি।" দুহিতৃবৎসল সম্রাট্ কন্যার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া বহু দাসদাসীর সহিত একটি সুসজ্জিত শিবিকায় তাঁহাকে স্থাপন পূর্ব্বক সৈন্যদলের অধিনেত্রী করিয়া বিদায় দিলেন। এই সময়ে কুবের নামক জনৈক রাজকুমার সম্রাট্কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ বাসনায় বহুদিবস সম্রাট্-ভবনে বাস করতঃ নিজ প্রণয়িনীর সন্তোষ উৎপাদনার্থ নানারূপে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন সম্রাট্পুত্রী বিবি লচিমাবৃকে উন্মাদিনী হইয়া দেববিগ্রহের পশ্চাৎ ধাবিতা হইতে দেখিলেন, তিনিও তখন প্রিয়তমার বিরহে আকুল হইয়া তাঁহার সহযাত্রী হইলেন।

এদিকে সশিষ্য রামানুজ অবিশ্রান্ত গমন করিয়া সম্রাটের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিলেন। অনুসরণকারিণী বিবি লচিমার তখনও অনেক পশ্চাতে রহিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমৎ সম্পৎকুমারকে লইয়া যতিরাজ মেলকোটা, বা যাদবাদ্রিতে উপনীত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর উৎসব-বিগ্রহকে মন্দিরাভ্যন্তরের অভিগুপ্তদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, পথিমধ্যে তিনি চণ্ডালগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সহায়বান্ হইয়াছিলেন। ইহারা সম্পৎকুমারকে বহন করিয়া না আসিলে, শ্রীরামানুজকে নিশ্চয়ই সম্রাট্ সৈন্যের হস্তে পড়িতে হইত। এইজন্য অদ্যাবধি বৎসরের মধ্যে তিনদিবস চণ্ডালগণ শ্রীযাদবাদ্রি-পতির মন্দিরে গমন করিবার অধিকার পাইয়া আসিতেছে।

শ্রীহরির অখণ্ড, অনন্ত, অদ্বিতীয়, নিরাকারস্বরূপের ন্যায় অসংখ্য সাকার রূপগুলিও নিত্য। এই সাকার মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কোনটি কোনটি কখন কখন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মগ্লানি দূর করতঃ মানবগণের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। কোনটী কোনটি বা অর্চ্চা বা প্রতিমাকারে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত ভক্তগণের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই সমুদয় পবিত্র ভগবদ্বিগ্রহগুলিকে শ্রীহরির অর্চ্চাবতার বলা যায়। শ্রীঅমরনাথ, শ্রীকেদারনাথ, শ্রীবদরিনারায়ণ, শ্রীচন্দ্রনাথ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীদ্বারকানাথ, শ্রীনাথ, শ্রীওঁকারনাথ, শ্রীপশুপতিনাথ, শ্রীতারকনাথ, শ্রীহিংলাজেশ্বরী, শ্রীকালিকা মাতা, শ্রীরামনাথ প্রভৃতি অনেক অর্চ্চাবতারের ন্যায় শ্রীযাদবাদ্রিনাথও এক অবতার। উঁহারই সচল বা উৎসব-বিগ্রহ সম্পৎকুমারকে আনয়ন করিতে গিয়া শ্রীরামানুজ সম্রাট্কন্যা কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছিলেন। স্থূলদর্শীদিগের স্থূল দৃষ্টিতে ঐ দেববিগ্রহটি অন্যান্য বিগ্রহ হইতে কোনরূপে পৃথক্ বলিয়া অনুভূত না হইতে পারে, কিন্তু যতিরাজ সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। তিনি জানিতেন যে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুই ঐ অর্চ্চারূপ অবতীর্ণ হইয়া পরমভক্তিমতী সম্রাট্কন্যা বিবি লচিমারকে কৃতার্থা করিবার জন্য তদীয় পিতৃহস্তে বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং রাজভবনে নীত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বহু জন্মার্জ্জিত প্রগাঢ় ভক্তিবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া বিবি লচিমার সম্পৎকুমারকে নিজ অভীষ্ট দেব বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে পতিরূপে বরণপূর্ব্বক পরম নিবৃত্তি-সাগরে নিমগ্না হইয়াছিলেন। সুতরাং যখন শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রিয়তমকে তৎপার্শ্ব হইতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে অপার শোকসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন,

তখন যে তিনি তীব্র বিরহাবেগে উন্মাদিনী হইয়া ইষ্টদেবতার অন্বেষণে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্থূলদর্শী সম্রাট্ ইহা বোধগম্য করিতে না পারিয়া কন্যাকে উন্মত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং নিরতিশয় দুহিতৃবৎসল ছিলেন বলিয়া, অভীষ্ট বস্তু লাভে উন্মাদের উপশম হইতে পারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে শ্রীরামানুজের অনুসরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ৩০শে বৈশাখ সালিখা রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতির সভ্যগণ আমেরিকা প্রত্যাগত স্বামী নির্ম্মলানন্দজীকে অভিনন্দন প্রদান করেন। তদুত্তরে তিনি সরল ভাষায় অতীব হৃদয়স্পর্শী দুই চারিটি কথা বলেন। তিনি বলেন যে, "আমাকে অভিনন্দন দেওয়ায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই মহিমা কীর্ত্তন করা হইতেছে, কারণ, আমি কোনও রূপে এই সম্মানের যোগ্য নহি, আমি তাঁহার দাসানুদাস মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমত সমন্বয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে তাহা ভারতেতিহাসে সর্ব্বথা নূতন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে সকলেই ভারতকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া জানিত, কিন্তু সেই দিবস হইতেই সমগ্র জগৎ শিক্ষা লাভের জন্য ভারতের দিকে ঔৎসুক্য নয়নে চাহিয়া আছে—সেই দিবস হইতেই ভারতের বহুকালব্যাপী অযথা অপবাদ চিরকালের জন্য বিদূরিত হইয়াছে, সমগ্র জগতের সম্মুখে তিনিই ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কালক্রমে সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারাপন্ন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া আর তৃপ্তিলাভ করিতেছেন না। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের এই সার্ব্বভৌমিকত্ব ভাবগ্রহণের জন্য সমগ্র পাশ্চাত্যদেশ বুভুক্ষিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। প্রত্যেক জাতিরই সামাজিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি একটী বিশেষত্ব আছে। কিন্তু ধর্ম্মই ভারতের একমাত্র বিশেষত্ব—ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড অন্যান্য সমস্ত ইহারই উপর অধিষ্ঠিত"। পরিশেষে তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মে চিরন্তন বিবাদ ভঞ্জনার্থ বলেন, "কর্ম্ম যে কেবলমাত্র চিত্ত শুদ্ধির উপায় তাহা নহে, পরন্তু সকল কর্ম্মই ঈশ্বরোপাসনা রূপে পরিণত করিলে মুক্তির কারণ। সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন, এই জ্ঞানে দীন দুঃখিগণের সেবাও ভগবানেরই পূজা। সালিখা অনাথবন্ধু সমিতি এই ভাবে কায়মনোবাক্যে যে হিতব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহাও মোক্ষলাভের পথ"।

ভাষ্য। কিরীটিনমিতি কিরীটিনং কিরীটবন্তং তথা গদিনং গদাবন্তং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব পূর্ব্ববদিত্যর্থঃ। যত এবং তস্মাৎ তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ চতুর্ভুজেন, সহস্রবাহো বার্ত্তমানিকেন বিশ্বরূপেণ, ভব বিশ্বমূর্ত্তে উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ ভব ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ। কিরীটিনং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ "কিরীটী" কিরীটবান্ (মুকুট শোভিত) "গদী", গদাধারী এবং চক্রহস্ত তুমি যেমন পূর্ব্বে ছিলে এখন আমি তোমাকে সেইরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি অর্থাৎ আমি তোমার সেইরূপ আবার দেখিবার জন্য প্রার্থনা করি। যেহেতু আমার এইরূপ প্রার্থনা, সেই জন্য হে সহস্রবাহো হে বিশ্বমূর্ত্তে তুমি আবার তোমার সেই স্বীয় চতুর্ভুজরূপে বসুদেব তনয় হও—তোমার এই বিশ্বরূপ পরিহার কর। ৪৬।

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়। হে অর্জ্জুন প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ তব ইদং পরং রূপং দর্শিতং যৎ তেজোময়ং অনন্তং আদ্যং বিশ্বং (রূপং) ত্বদন্যেন (কেনাপি) ন দৃষ্টপূর্ব্বং। ৪৭।

মূলানুবাদ। (শ্রীভগবান্ কহিলেন) হে অর্জ্জুন আমি প্রসন্ন হইয়া নিজ যোগপ্রভাবে আমার এই পরমরূপ তোমাকে দেখাইয়াছি, এই তেজোময়-আদিম-অনন্ত এবং সর্ব্বস্বরূপ আমার রূপ, তুমি ছাড়া আর কেহ পূর্ব্বে কখনও দেখিতে পায় নাই। ১৭।

ভাষ্য। অর্জ্জুনং ভীতমুপলভ্য উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং প্রিয়বচনেন আশ্বাসয়ন্ (শ্রীভগবানুবাচ) ময়া প্রসন্নেন প্রসাদো নাম ত্বয়ি অনুগ্রহবুদ্ধিস্তদ্বতা, প্রসন্নেন ময়া তব হে অর্জ্জুন ইদং পরং রূপং বিশ্বরূপং দর্শিতমাত্মযোগাৎ আত্মন ঐশ্বর্য্যস্য সামর্থ্যাৎ, তেজোময়ং তেজঃপ্রায়ং বিশ্বং সমস্তং অনন্তমন্ত-

রহিতং আদৌভবমাদ্যং যদ্রূপং মে মম ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন কেনচিন্নদৃষ্টপূর্ব্বং। ৪৭।

ভাষ্যানুবাদ। অর্জ্জুনকে ভীত দেখিয়া বিশ্বরূপের উপসংহারপূর্ব্বক শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রিয়বচনের দ্বারা আশ্বাসিত করিবার জন্য বলিলেন যে—আমি প্রসন্ন হইয়া (অর্থাৎ তোমার প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধির নাম প্রসাদ সেই প্রসাদ যুক্ত হইয়া) হে অর্জ্জুন তোমাকে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্বরূপ দেখাইলাম, (আমি এই যে বিশ্বরূপ দেখাইলাম তাহা কেবল) আমার নিজ যোগবলে অর্থাৎ আমার ঐশ্বর্য্যপ্রভাবেই (ইহা দেখাইয়াছি) এই "তেজোময়" প্রচুর তেজঃসম্পন্ন "অনন্ত" অন্তরহিত "আদ্য" সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন বিশ্বরূপ, তুমি ছাড়া অন্য কেহই এপর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই। ৪৭।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়। হে কুরুপ্রবীর। নৃলোকে ত্বদন্যেন কেনাপি এবংরূপঃ অহং বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দ্রষ্টুং শক্যঃ (তথা) নদানৈঃ (দ্রষ্টুং শক্যঃ) ন চ ক্রিয়াভিঃ (দ্রষ্টুং শক্যঃ) তথা উগ্রৈঃ তপোভিঃ ন (দ্রষ্টুংশক্যঃ)। ৪৮।

মূলানুবাদ। হে কুরুপ্রবীর এই মনুষ্যলোকে তুমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি, আমার এই রূপ, বেদ ও যজ্ঞের বা অধ্যয়নের প্রসাদে দেখিতে পারেনা, কেহ প্রচুর দান করিয়াও দেখিতে সমর্থ হয় না. কেহ নানাবিধ ব্রতপ্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারাও দেখিতে পায় না, কেহ উগ্র তপস্যার প্রভাবেও দেখিতে পায় না। ৪৮।

ভাষ্য। মম রূপসন্দর্শনেন কৃতার্থএব ত্বং ইতি তৎস্তৌতি, ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈঃ চতুর্ণামপি বেদানাং অধ্যয়নৈঃ যথাবদ্ যজ্ঞাধ্যয়নৈশ্চ বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথগ্ যজ্ঞাধ্যয়নগ্রহণং যজ্ঞ বিজ্ঞানোপলক্ষণার্থং তথা ন দানৈস্তলাপুরুষাদিভিঃ ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ তপোভিরুগ্রৈশ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ উগ্রৈর্ঘোরৈঃ এবংরূপঃ যথা দর্শিতং বিশ্ব-

রূপং যস্ত সোঽহমেবং রূপঃ শক্যো ন শক্যোঽহং নৃলোকে মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন কুরুপ্রবীর। ৪৮।

ভাষ্যানুবাদ। আমার রূপ দর্শন করিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ এই ভাবে ভগবান্ সেই রূপ দর্শনের প্রশংসা করিতেছেন যে "বেদযজ্ঞাধ্যয়ন" বেদের এবং যজ্ঞসমূহের অধ্যয়ন বেদের অধ্যয়ন বলিলেই যদ্যপি যজ্ঞেরও অধ্যয়ন বুঝায় (কারণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞই প্রতিপাদিত হইয়াছে) তথাপি আবার যজ্ঞের পৃথগ্ ভাবে যে নাম করা হইয়াছে তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে এখানে যে যজ্ঞাধ্যয়ন শব্দটী তাহার অর্থ যজ্ঞের বিজ্ঞানশাস্ত্র, অর্থাৎ শুল্বসূত্র প্রভৃতি যজ্ঞবিদ্যার অধ্যয়নকে বুঝাইতেছে, এইরূপ বেদ যজ্ঞাধ্যয়ন "দান" অর্থাৎ তুলা-পুরুষ দানাদি "ক্রিয়া" অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়া এবং 'উগ্রতপস্যা" অর্থাৎ অতি কঠোর চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত, এই সকল উপায়ের অনুষ্ঠান দ্বারা ও এ পর্য্যন্ত হে কুরুপ্রবীর আমার এই বিশ্বরূপ, তুমি ছাড়া আর কেহ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। ৪৮।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোর মীদৃঙ্মমেদং।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়। মম ঈদৃক্ ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা (অস্তু) মা চ বিমূঢ় ভাবঃ (অস্তু) ত্বং পুনঃ ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ—সন্ মে তদেব ইদং রূপং প্রপশ্য। ৪৯।

মূলানুবাদ। আমার এই প্রকার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তুমি ব্যথিত হইও না, এবং ইহা দেখিয়া তোমার যেন মোহ না আসে, তুমি নির্ভয় হও, এবং প্রসন্নচিত্তে এই আমার সেই (তোমার অভিপ্রেত) রূপ ভাল করিয়া দেখ। ৪৯।

ভাষ্য। মা তে ব্যথেতি মা তে ব্যথা মা ভূত্তে ভয়ং মা চ বিমূঢ়ভাবঃ বিমূঢ়চিত্ততা, দৃষ্ট্বা উপলভ্য রূপং ঘোরং ঈদৃক্ যথা দর্শিতং মমেদং ব্যপেতভীঃ বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনর্ভূয়ঃ ত্বং তদেব চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাধরং তবেষ্টং রূপং ইদং প্রপশ্য। ৪৯।

ভাষ্যানুবাদ। মাতেব্যথা ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ—তোমার কোন প্রকার ব্যথা না হউক, আমার এই পূর্ব্ব প্রদর্শিত ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার চিত্ত বিমূঢ় না হউক, তোমার ভয় বিগত হউক, তুমি প্রীতমনা হইয়া আমার এই সেই রূপ অর্থাৎ সেই তোমার ইষ্ট চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রাদাধর মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখ। ৪৯।

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেব স্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০॥

অন্বয়। মহাত্মা বাসুদেবঃ অর্জ্জুনং ইত্যেবং তথা উক্ত্বা ভূয়ঃ স্বকং রূপং দর্শয়ামাস, পুনশ্চ (স) সৌম্যবপুঃ ভূত্বা ভীতমেনং আশ্বাসয়ামাস। ৫০।

মূলানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই কয়টী কথা বলিয়া আবার সেই নিজরূপ দর্শন করাইলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া সেই ভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৫০।

ভাষ্য। ইত্যর্জ্জুনমিতি। ইত্যেবং অর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথাভূতং বচনমুক্ত্বা স্বকং বসুদেবগৃহেজাতং রূপং দর্শয়ামাস দর্শিতবান্। ভূয়ঃ পুনরাশ্বাসয়ামাস চ আশ্বাসিতবাংশ্চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ প্রসন্নদেহো মহাত্মা। ৫০।

ভাষ্যানুবাদ। ইত্যর্জ্জুনং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। বাসুদেব অর্জ্জুনকে পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য বলিয়া "স্বক" নিজ অর্থাৎ বসুদেব গৃহেজাত "রূপ" শরীর আবার দেখাইলেন। আবার সেই মহাত্মা বাসুদেব "সৌম্যবপুঃ" প্রসন্নদেহ হইয়া সেই ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন। ৫০।

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ। ৫১।

অন্বয়। হে জনার্দ্দন ইদং সৌম্যং তব মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীং অহং সচেতাঃ প্রকৃতিং গতশ্চ সংবৃত্তোঽস্মি। ৫১।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন তোমার এই শান্ত মনুষ্য শরীর দেখিয়া এক্ষণে আমি পুনরায় স্বস্থহৃদয় এবং প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছি। ৫১।

ভাষা। দৃষ্ট্বেদমিতি। দৃষ্ট্বা ইদং মানুষং রূপং মৎসখং প্রসন্নং তব সৌম্যং জনার্দ্দন ইদানীং অধুনা অস্মি সংবৃত্তঃ সঞ্জাতঃ কিং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ প্রকৃতিং স্বভাবং গতশ্চাস্মি। ৫১।

ভাষ্যানুবাদ। দৃষ্ট্বেদং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। হে জনার্দ্দন তোমার এই সৌম্য মূর্ত্তি (যে মূর্ত্তিকে আমার সখা বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে) বিলোকন করিয়া আমি এখন "সচেতাঃ" প্রসন্নচিত্ত হইলাম এবং আমি আমার নিজ 'প্রকৃতি" স্বভাবকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫১।

শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২॥

অন্বয়। যৎ ইদং সুদুর্দর্শং রূপং ত্বং দৃষ্টবান্ অসি দেবা অপি নিত্যং অস্য রূপস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। ৫২।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই যে আমার অত্যন্ত "সুদর্শ" (যাহাকে দেখিতে ক্লেশ বোধ হয় অথবা যাহার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ) রূপ তুমি দেখিতে পাইয়াছ দেবগণও নিত্য এইরূপের দর্শনাভিলাষী। ৫২।

ভাষা। সুদুর্দর্শমিতি সুদুর্দ্দর্শং সুষ্ঠু দুঃখেন দর্শনমস্য ইতি সুদুর্দ্দর্শং ইদং রূপং দৃষ্টবান্ অসি যন্মম, দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষাঃ দর্শনেপ্সবোঽপি ন ত্বমিব দৃষ্টবন্তঃ ন দ্রক্ষ্যন্তি চ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৫২।

ভাষ্যানুবাদ। সুদুর্দ্দর্শং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ "সুদুর্দর্শ" অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করিয়া যাহার দর্শন করিতে হয় তাহাকে সুদর্দর্শ বলা যায়। তুমি আমার যে সুদুর্দ্দর্শরূপ দেখিয়াছ দেবগণও "নিত্য" সর্ব্বদা এই রূপ দেখিবার জন্য অভিলাষী কিন্তু তুমি যেমন দেখিয়াছ, সেইরূপ, তাঁহারা

অভিলাষী হইয়াও দেখিতে পাননাই এবং পাইবেনও না, ইহাই অভিপ্রায়। ৫২।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়। ত্বং যথা মাং দৃষ্টবান্ অসি এবং বিধোঽহং নবেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুং (কেনাপি) শক্যঃ। ৫৩।

মূলানুবাদ। তুমি আমাকে যে প্রকারে দেখিয়াছ সেইরূপে কেহ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান বা যজ্ঞ করিয়া আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় না। ৫৩।

ভাষ্য। কস্মাৎ অহং বেদৈঃ ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্ব বেদৈশ্চতুর্ভিরপি ন তপসা উগ্রেণ চান্দ্রায়ণাদিনা ন দানেন গোভূহিরণ্যাদিনা ন চ ইজ্যয়া যজ্ঞেন পূজয়া বা শক্য এবংবিধো যথা দর্শিতপ্রকারঃ দ্রষ্টুং দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা ত্বম। ৫৩।

ভাষ্যানুবাদ। কেন? (দেবতারাও দেখিতে পাননা?), "বেদ" অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ, "তপঃ" চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি উগ্র তপস্যা "দান" গো ভূমি ও হিরণ্য প্রভৃতি(র দান) "ইজ্যা" যজ্ঞ অথবা পূজা এই সকল উপায়ের সাহায্যে কেহই আমার এইরূপ দেখিতে সমর্থ হয় না তুমি এইমাত্র যাহা দেখিলে। ৫৩।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়। হে পরন্তপ অর্জ্জুন অনন্যয়া ভক্ত্যা এবংবিধোঽহং জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেনঃ প্রবেষ্টুং চ শক্যোঽস্মি। ৫৪।

মূলানুবাদ। হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! অনন্যভক্তির প্রসাদে আমার এই রূপ প্রথমে সামান্য ভাবে বুঝিতে পারা যায় এবং পরে নিজের প্রত্যক্ষ গোচর করিতে পারা যায় এবং শেষে ইহার মধ্যে তত্ত্বতঃ প্রবিষ্টও হইতে পারা যায়। ৫৪।

ভাষ্য। কথং পুনঃ শক্য ইত্যুচ্যতে ভক্ত্যা তু কিং বিশিষ্টয়া ইত্যাহ অনন্যয়া অপৃথগ্ভূতয়া ভগবতোঽন্যত্র পৃথক্ ন কদাচিদপি যা ভবতি সা তু

অনন্যা ভক্তিঃ সর্ব্বৈরপি করণৈর্বাসুদেবাদন্যত্র উপলভ্যতে যয়া সা অনন্যা ভক্তিঃ তয়া ভক্ত্যা শক্যোঽহং এবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারো হে অর্জ্জুন জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুং চ সাক্ষাৎ কর্ত্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুং চ মোক্ষং গন্তুং পরন্তপ। ৫৪।

ভাষ্যানুবাদ। কি প্রকারে আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়? (তাহাই বলি) কেবল ভক্তির প্রসাদে কিরূপ ভক্তি? অনন্যভক্তি—যে ভক্তি অপৃথগ্‌ভূত অর্থাৎ ভগবান্ ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে যে ভক্তি কখন পৃথক্‌ভাবে হয় না সেই ভক্তিকেই অনন্যভক্তি কহা যায়। যে ভক্তি হইলে, জীব সকল, ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই যাহা কিছু বুঝে, তাহা ভগবান্ হইতে পৃথক্ এই প্রকার বুঝে না (কিন্তু সকল বস্তুতেই সর্ব্বদা ভগবৎসত্তারই উপলব্ধি করে) তাহাকেই অনন্যভক্তি কহা যায়। সেই অনন্যভক্তির দ্বারাই আমাকে এইরূপে অর্থাৎ এই বিশ্বরূপ প্রকারে জানিতে পারা যায়, সেই জানা যে কেবল শাস্ত্রজনিত পরোক্ষ ভাবে জানা তাহাই নহে কিন্তু (সেই ভক্তির প্রসাদে) আমাকে স্বানুভূতির বিষয় করা যায়, এবং তাহার ফলে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায় হে পরন্তপ। ৫৪।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫॥

অন্বয়। হে পাণ্ডব। যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ (যঃ) মৎপরমঃ (যঃ) মদ্ভক্তঃ (যঃ) সঙ্গবর্জ্জিতঃ (তথা যঃ) সর্ব্বভূতেষু নির্বৈরঃ স মাং এতি। ৫৫॥

মূলানুবাদ। হে পাণ্ডব! যে আমার কর্ম্ম করে, যে আমাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে, যে আমারই ভক্ত, যাহার বিষয়ে আসক্তি নাই ও যাহার কোন প্রাণীতে কোন প্রকার বৈরবুদ্ধি নাই, সেই আমাকে পাইয়া থাকে। ৫৫।

ভাষ্য। অধুনা সর্ব্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থঃ নিঃশ্রেয়সার্থোনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্য উচ্যতে—

মৎকর্ম্মকৃৎ মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম তৎকরোতি ইতি মৎকর্ম্মকৃৎমৎ পরমঃ করোতি ভৃত্যঃ স্বামিকর্ম্ম ন ত্বাত্মনঃ পরমা প্রেত্য গন্তব্যা গতিরিতি স্বামিনং প্রতিপদ্যতে অয়ং তু মৎকর্ম্মকৃৎ মমৈব পরমাং গতিং প্রতিপদ্যতে ইতি মৎপরমঃ

অহং পরমঃ পরাগতির্যস্য সোঽহং মৎপরমঃ। তথা মদ্ভক্তঃ মামেব সর্ব্ব প্রকারৈঃ সর্ব্বাত্মনা ভজতে ইতি মদ্ভক্তঃ। সঙ্গবর্জ্জিতঃ ধনপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধু-বর্গেষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ সঙ্গঃ প্রীতিঃ স্নেহস্তদ্বর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু শত্রু-ভাববর্জ্জিতঃ আত্মনঃ অত্যন্তাপকারপ্রবৃত্তেষ্বপি। য ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ স মাং এতি। অহমেব তস্য পরা গতির্নান্যা গতিঃ কাচিদ্ ভবতি। অয়ং তবোপদেশঃ ইষ্টঃ ময়া উপদিষ্টঃ হে পাণ্ডব। ইতি। ৫৫।

ইতি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাসু বিশ্বরূপদর্শনং

নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ। এক্ষণে সকল গীতা শাস্ত্রের যাহা সারভূত অর্থ এবং যাহা একমাত্র নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) লাভের উপায় তাহার অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ দিতেছেন (ভগবান্)—

"মৎকর্ম্মকৃৎ" আমার জন্য যে কর্ম্ম তাহার নাম মৎকর্ম্ম সেই মৎকর্ম্ম যে করে তাহাকে মৎকর্ম্মকৃৎ কহাযায়। ভৃত্যও প্রভুর জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে আপনার কর্ম্ম করে না কিন্তু তাহা হইলেই সেই প্রভুকে নিজের পরলোকেরও গতি বা আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করেনা। কিন্তু আমার কর্ম্মকরে যে ভক্ত, সে আমাকেই ঐহিক ও পারলৌকিক একমাত্র গতি বলিয়া বোধ করে, যে এইরূপ বোধ করে, তাহাকেই "মৎপরম" বলা যায়। "মদ্ভক্ত" যে আমাকেই সর্ব্বপ্রকারে ও সকলের আত্মা ভাবিয়া ভজনা করে সেই "মদ্ভক্ত"। "সঙ্গবর্জ্জিত" ধন পুত্র মিত্র পত্নীও বন্ধুবর্গে যাহার সঙ্গ অর্থাৎ প্রীতি বা স্নেহ নাই তাহাকেই সঙ্গবর্জ্জিত কহা যায়। "নির্বৈর" সকল প্রাণীতেই অর্থাৎ যদি কেহ তাহার অত্যন্তাপকার করিতেও প্রবৃত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারও উপরে যাহার শত্রুতা বুদ্ধি নাই (অর্থাৎ তাহার অনিষ্টকামনা করে না) সেই নির্বৈর। এই প্রকার গুণসম্পন্ন যে ভক্ত সেই আমাকে পাইয়া থাকে, অর্থাৎ আমিই তাহার পরম গতি হই তাহার আর অন্য কোন গতি থাকে না, হে পাণ্ডব এই তোমার অভিলষিত উপদেশ আমি করিলাম ইহাই অথ। ৪৫।

ইতি গীতাভাষ্যের একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন।

যাহা হউক, মান্দ্রাজবাসীরা যে আপনাকে শীঘ্রই পাইবে, ইহাই ভাবিয়া আমরা পরম আনন্দ বোধ করিতেছি। ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি এবং ছাত্রবৃন্দও স্বামীজিকে স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীজিকে অবশ্য খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তাঞ্জোর ষ্টেশনেও স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়।

কুম্ভকোণম্ অভিনন্দন।

কুম্ভকোণমে পহুঁছিয়া স্বামীজি তথায় তিন দিন রহিলেন। এখানে স্বামীজিকে দুইটী অভিনন্দন দেওয়া হয়। একটী কুম্ভকোণম্‌নিবাসী সমগ্র হিন্দুর পক্ষ হইতে ও দ্বিতীয়টী উক্তস্থানের হিন্দু ছাত্রগণের পক্ষ হইতে। প্রথমটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল.—

'পূজনীয় স্বামীজি,

পাশ্চাত্যপ্রদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহুমন্দিরশোভিত ও বিখ্যাত সাধুগণের নামের সহিত বিজড়িত এই পবিত্র ভূমিতে আপনার শুভাগমনে এই প্রাচীন ও ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ কুম্ভকোণম্ নগরের সমগ্র হিন্দু অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। আমেরিকা ও ইউরোপে আপনি আপনার ধর্ম্মপ্রচারব্রতে, অদ্ভুতরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঈশ্বর আপনাকে চিকাগোয় সমবেত জগতের প্রধান ধর্ম্মসমূহের বাছা বাছা প্রতিনিধিগণের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে সমর্থ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন উভয়ই এত উদার ও যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বর ও ধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের যত প্রকার আদর্শ হইতে পারে সমুদয়ের সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ। আমরা এই কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি।

সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমরা প্রাণের সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, সেই জগতের প্রাণ ও আত্মাস্বরূপ ভগবানের কৃপায় সত্যেরই চিরকাল জয় হইয়া থাকে। আর আজ যে আমরা খ্রীষ্টিয়ানদের দেশে আপনার পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারব্রতের সফলতায় আনন্দিত হইতেছি, তাহার কারণ এই যে, ইহা দ্বারা পরম ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুজাতি যে অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পত্তি জগতের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, ভারত ও ভারতেতর প্রদেশের লোকেরা তাহার সংবাদ পাইতেছে। আপনার প্রচারকার্য্যে সফলতায়

আপনার সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা গুরুদেবের নাম আরও উজ্জ্বল হইয়াছে—সভ্যজগতের সমক্ষে আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ইহা দ্বারা আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি যে, অতীতকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা সমগ্র জাতি তাহার জন্য আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারি। আমরা যে গায়ে পড়িয়া অপরকে আক্রমণ করিতে যাই না, ইহা আমাদের সভ্যতার হীনতাসূচক নহে। আমাদের মধ্যে যখন আপনার ন্যায় স্থিরবুদ্ধি, একনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ কর্ম্মী সকল রহিয়াছেন, তখন হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র জগতের ঈশ্বর, যিনি সকল জাতিরও ঈশ্বর, তিনি আপনাকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করুন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের আচার্য্যরূপে আপনার মহান্ ব্রত সাধনের জন্য আপনাকে দিন দিন সবল করুন—প্রতিদিন আপনার হৃদয়ে নূতন নূতন জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত করুন।'

স্বামীজি ইহার উত্তরে বেদান্ত সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল —

কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা।

গীতাকার বলিয়াছেন,—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' অল্পমাত্র কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে তাহাতে অতি মহৎ ফললাভ হয়—যদি এই বাক্যের সমর্থনের জন্য কোন উদাহরণের আবশ্যক হয়, তবে আমি বলিতে পারি, আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রতিপদে এই মহাবাক্যের উপলব্ধি করিতেছি। হে কুম্ভকোণমনিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ আমি কার্য্য অতি সামান্য করিয়াছি, কিন্তু কলম্বোয় নামিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে স্থানে আসিয়াছি, তথায়ই যেরূপ সহৃদয় অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, তাহা আমার স্বপ্নের অতীত। সেই সঙ্গে ইহাও বলি যে, হিন্দুজাতির পূর্ব্বাপর সংস্কার ও ভাবের ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ, হিন্দু জাতির প্রকৃত জীবনীশক্তি, হিন্দুজাতির মূলমন্ত্রই ধর্ম্ম।

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে অনেক ঘুরিয়াছি—জগতের সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক একটী প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ।

রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপ, কাহারও কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও কাহারও আবার মানসিক উন্নতিবিধান। কাহারও বা অন্য কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।

ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড।

তোমাদের মধ্যে অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, মান্দ্রাজবাসীরা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আমেরিকায় যে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আমি একটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাশ্চাত্য দেশের অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা ভারতের কৃষকগণ ধর্ম্মবিষয়ে অধিক শিক্ষিত। আজ আমি সেই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি—ঐ বিষয়ে এখন আমার আর কোন সন্দেহ নাই। এমন সময় ছিল, যখন ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে জগতের সংবাদ জ্ঞানের এবং ঐ সংবাদসংগ্রহে আগ্রহেরও অভাব দেখিয়া আমার দুঃখ হইত। এখন আমি উহার রহস্য বুঝিয়াছি। আমাদের দেশের লোকেও সংবাদ সংগ্রহে খুব ব্যাকুল তবে অবশ্য যে বিষয়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ, সেই বিষয়ের সংবাদই সে চাহিয়া থাকে—এ বিষয়ে বরং অন্যান্য দেশের—যে সকল দেশ আমি দেখিয়াছি বা পর্য্যটন করিয়াছি—সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহাদের আগ্রহ বেশী। আমাদের কৃষকগণকে ইউরোপের গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা কর, ইউরোপীয় সমাজে যে সকল গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা কর—তাহারা সে সকল বিষয়ের কিছুই জানে না, জানিতে চাহেও না। কিন্তু সিংহলবাসী সেই কৃষককুল—(যে সিংহল একেবারে ভারতবহির্ভূত—ভারতের স্বার্থের সহিত যাহার বিশেষ সংস্রব নাই,) দেখিলাম, তাহারাও জানিয়াছে যে, আমেরিকায় ধর্ম্ম মহাসভা বসিয়াছিল, তাহাদেরই একজন সেখানে গিয়াছিলেন, আর তিনি কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে বিষয়ে তাহাদের হৃদয় আসক্ত, সেই বিষয়ে তাহারা জগতের অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায়ই সংবাদসংগ্রহে ব্যাকুল। আর ধর্ম্মই ভারতবাসীর একমাত্র প্রাণের বস্তু—আগ্রহের বস্তু।

ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি হওয়া উচিত অথবা রাজনীতি, এ বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাহি না, তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক মন্দই হউক, ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখন ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পার না। একটা জিনিষ নষ্ট করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিষ বসাইতে পার না। একটী বৃহৎ বৃক্ষকে এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অপর স্থানে তৎক্ষণাৎ পুঁতিয়া দিলে উহা যে তথায় জীবিত অবস্থায় থাকিবে, তাহা তুমি কখনই আশা করিতে পার না। ভালই হউক, মন্দই হউক, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে ধর্ম্মই জীবনের চরমাদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে, ভালই হউক, মন্দই হউক, শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বায়ু ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ সমূহে পূর্ণ রহিয়াছে, ভালই হউক, মন্দই হউক, আমরা ধর্ম্মের এই সকল আদর্শের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি—ঐ ধর্ম্মভাব এক্ষণে আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হইতেছে, উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনের জীবনী-শক্তিরূপ দাঁড়াইয়াছে। মহাতেজের বিকাশ না করিয়া, সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে, তাহাকে না বুজাইয়া তোমরা কি সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পার? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তি-স্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার তাহাকে নূতন পথে প্রধাবিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্ম্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কার্য্য করিতে পার—ধর্ম্মই ভারতের পক্ষে এই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্ম্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।

অন্যান্য দেশে অন্যান্য পাঁচ রকম আবশ্যকীয় জিনিষের মধ্যে ধর্ম্ম একটী। একটী চলিত উদাহরণ দিই—আমি সচরাচর এই দৃষ্টান্তটী দিয়া থাকি। অমুক সম্ভ্রান্ত মহিলার ঘরে নানা জিনিষ আছে—এখনকার ফ্যাশন—একটী জাপানী পাত্র (Vase) ঘরে রাখা—না রাখিলে ভাল দেখায় না—সুতরাং তাঁহাকে একটা জাপানী ভাস্ রাখিতেই হইবে। এইরূপ আমাদের কর্ত্তার বা গিন্নির অনেক কাজ, তার মধ্যে একটু ধর্ম্মও চাই, তবেই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ

হইল। এই কারণেই তাঁহাদের একটু আধটু ধর্ম্ম করা চাই। জগতের অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা—এক কথায় সংসার। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম তাহাদের নিকট সংসারেরই একটু সুখবিধানের জন্য। তাহাদের নিকট ঈশ্বরের এইটুকু মাত্র প্রয়োজন। তোমরা কি শুন নাই, বিগত দুইশত বর্ষ হইতে কতকগুলি অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ভারতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই মাত্র অভিযোগ শুনা যাইতেছে যে, উহা দ্বারা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের সুবিধা হয় না, উহার দ্বারা কাঞ্চন লাভ হয় না, উহাতে সমগ্র জাতিকে দস্যুতে পরিণত করে না, উহাতে বলবান্‌কে গরিবের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার রক্তপান করায় না। সত্যই আমাদের ধর্ম্ম এরূপ করে না। ইহাতে অন্যান্য জাতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য পদভরে ভূকম্পকারী সৈন্যপ্রেরণের ব্যবস্থা নাই। অতএব তাঁহারা বলেন, এ ধর্ম্মে আছে কি? উহা দ্বারা মিল চালান যায় না, অথবা উহা দ্বারা গাযের জোরও হয় না। অতএব এ ধর্ম্মে আছে কি? তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না যে, ঐ যুক্তির দ্বারাই আমাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়,—আমাদের ধর্ম্মে সাংসারিক সুখ হয় না, সুতরাং আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, কারণ, আমাদের ধর্ম্ম এই তিন দিনের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জগৎকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলে না। এই কয়েক হস্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আমাদের ধর্ম্মের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম্ম এই জগতের সীমার বাহিরে—দূরে অতি দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে—সে রাজ্য অতীন্দ্রিয়—তথায় দেশ নাই, কাল নাই, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে অতি দূরে—সেখানে গেলে আর সংসারের সুখ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না—তখন সমগ্র জগৎই সেই মহিমাময় ভূমা আত্মারূপ মহাসমুদ্রে বিন্দুতুল্য হইয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, কারণ, উহা ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা এই উপদেশ দিয়া থাকে—আমাদের ধর্ম্ম বলে কাঞ্চন লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য—যতই ক্ষমতা লাভ কর না কেন—সবই ক্ষণিক—এমন কি, জীবনধারণই অনেক সময় বিড়ম্বনামাত্র—এই হেতুই আমাদের ধর্ম্ম সত্য। আমাদের ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, কারণ, সর্ব্বোপরি উহা ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকে। শত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানবলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের মহাজ্ঞানী প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের তুলনায়

হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাংসারিক সুখ নহে।

যাহারা কাল্‌কের শিশুমাত্র, সেই সকল জাতির সমক্ষে সুদৃঢ় অথচ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া থাকে, "বালক, তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস—কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগ অস্থায়ী—বিনাশই উহার পরিণাম এই তিনদিনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসের ফল—সর্ব্বনাশ। অতএব ইন্দ্রিয় সুখের বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধর্ম্মলাভের উপায়।" ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তির সোপান, ভোগ নহে। এই হেতু আমাদের ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। বিস্ময়ের বিষয়, এক জাতির পর আর এক জাতি সংসার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মহাতেজের সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়াছে—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কালসমুদ্রে তাহারা একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গও উৎপাদন করিতে পারে নাই—নিজেদের কিছু চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আমরা কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া কাক ভূষণ্ডীর মত বাঁচিয়া আছি আমাদের যে কখন মৃত্যু হইবে, তাহার চিহ্নও দেখা যাইতেছে না।

যোগ্যতম কে? প্রাচ্য না পাশ্চাত্য?

আজকাল লোকে 'যোগ্যতমের উজ্জীবন' বিষয়ক নূতন মতবাদ লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, যার গায়ের জোর যত বেশী, সেই অধিক দিন জীবিত থাকিবে। যদি তাহাই সত্য হইত, তবে প্রাচীনকালের যে সকল জাতি কেবল অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে কাটাইয়াছে, তাহারাই মহাগৌরবের সহিত আজও জীবিত থাকিত এবং আমরা—এই দুর্ব্বল হিন্দুজাতি (জনৈক ইংরাজ যুবতী আমায় এক সময় বলেন, হিন্দুরা কি করিয়াছে? তাহারা একটা কোন জাতিকেও জয় করিতে পারে নাই!) সেই জাতি—যাহারা কখন অপর একটী জাতিকেও জয় করে নাই, তাহারাই এখনও ত্রিশকোটি প্রাণী জীবিত রহিয়াছে। আর ইহাও সত্য নহে যে, উহার সমুদয় শক্তিই ক্ষয় হইয়াছে, ইহাও সত্য নহে যে, এই জাতির শরীরের সমুদয় অংশ জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহা কখনই সত্য নহে। এই জাতির এখনও যথেষ্ট জীবনীশক্তি রহিয়াছে। যখনই উপযুক্ত সময় হয়, যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এই জীবনীশক্তি মহা-বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। আমরা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র জগৎকে এক মহাসমস্যাপূরণে আহ্বান করিয়াছি। পাশ্চাত্যদেশে সকলে এই চেষ্টা করিতেছে যে, সে কিসে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী হইবে, আমরা এখানে এই সমস্যার

মীমাংসায় নিযুক্ত যে, কত সামান্যের উপর আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। উভয় জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষ ও প্রভেদ এখনও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিবে। কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, যদি বর্ত্তমান চিহ্নসমূহ দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করা বিন্দুমাত্র সম্ভব হয়, তবে দেখা যাইবে যে, যাহারা খুব অল্পের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও উত্তমরূপে আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আখেরে যুদ্ধে জয়ী হইবে। আর যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান, তাহারা আপাততঃ যতই তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচারের সময় আসিয়াছে।

মনুষ্যজীবনে, এমন কি, জাতীয়জীবনে সময়ে সময়ে একরূপ সংসারের উপর বিতৃষ্ণা ভয়ানক প্রবল হইয়া থাকে। বোধ হয়, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ একটা সংসারে বিরক্তির ভাব আসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের মহা মহা মনীষিগণ এখন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই ঐশ্বর্য্যসম্পদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—এ সমুদয়ই বৃথা। তথাকার অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারীই তাঁহাদের বাণিজ্যপ্রধান সভ্যতার এই প্রতিযোগিতা, এই সংঘর্ষে এই পাশবভাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আশা করিতেছেন, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার আবির্ভূত হইবে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের এখনও দৃঢ় ধারণা—রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনই ইউরোপের সমুদয় অশুভের একমাত্র প্রতীকারের উপায়। কিন্তু তাঁহাদের বড় বড় চিন্তাশীল লোকদের ভিতর অন্য আদর্শ আসিতেছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনৈতিক বা সামাজিক যতই পরিবর্ত্তন কর না কেন, মনুষ্যজীবনের দুঃখকষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। যতই শক্তিপ্রয়োগ কর না কেন, শাসনপ্রণালীর যতই পরিবর্ত্তন কর না কেন, আইনের যতই কড়াকড়ি কর না কেন, কোন জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল জাতীয় অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে সৎপথে পরিচালনা করিতে পারে। তাঁহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম—যদিও তাঁহারা উহার মর্ম্ম ভালরূপ বুঝেন না এবং যদিও উহা অনেক বিষয়ে মহৎ, তথাপি তাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে এতদিন যে ভাবে দেখিতেন, তাহা

তাঁহাদের নিকট এখন আর পর্য্যাপ্ত বোধ হইতেছে না। পাশ্চাত্যদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের প্রাচীন দর্শনসমূহে, বিশেষতঃ বেদান্তেই তাঁহারা এতদিন যাহা খুঁজিতেছিলেন, সেই চিন্তাপ্রবাহ, সেই আধ্যাত্মিক খাদ্যপানীয় পাইতেছেন। আর ইহা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে।

বেদান্তই একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।

জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহার প্রত্যেকটীরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ নানাবিধ অপূর্ব্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। আমি তাহা শুনিয়া শুনিয়া ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতি অল্পদিনের কথা, আমার বিশেষ বন্ধু ব্যারোজ সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্মই যে একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপাদন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। আপনারা তাহাও নিশ্চিত শুনিয়াছেন। এখন বাস্তবিক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম কোন্‌টী হইতে পারে, সেই বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাক্। আমার ধারণা—বেদান্ত—কেবল বেদান্তই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইতে পারে, আর কোন ধর্ম্মই নহে। আমি আপনাদের নিকট আমার এই বিশ্বাসের যুক্তিপরম্পরা বিবৃত করিব। আমাদের ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলিই তাহাদের প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তকগণের জীবনের সহিত জড়িত। সেই সকল ধর্ম্মের যাবতীয় মত, শিক্ষা, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেই মতাদির প্রামাণ্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেইগুলির সত্যতা—তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই ঐ উপদেশগুলি লোকের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই প্রবর্ত্তকের জীবনের ঐতিহাসিকতার উপর যেন সেই সকল ধর্ম্মের আগাগোড়া ভিত্তি স্থাপিত। যদি সেই জীবনের ঐতিহাসিকতায় কিছুমাত্র আঘাত করা যায়, যদি তাঁহাদের উক্ত তথাকথিত ঐতিহাসিকতার ভিত্তি একবার ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তবে সমুদয় ধর্ম্মপ্রাসাদটীই একেবারে সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া যায়, আর উহার পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। বাস্তবিকই বর্ত্তমানকালে তথাকথিত প্রায় সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনের সম্বন্ধেই তাই ঘটিয়াছে। আমরা জানি, তাঁহাদের জীবনের অর্দ্ধেক ঘটনা লোকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে না, আর বাকি অর্দ্ধেকের উপর বিশেষ সন্দেহ। আমাদের ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল

কারণ, অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, বেদান্তের মূল সনাতন তত্ত্ব।

11 JUL 1906

REGISTERED No. C 295.

Ak3264
2
B 374
3G-120
341

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	স্বামী বিবেকানন্দের পত্র (স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখিত ভূমিকা সহ)	...	৩২১
২।	স্বামীজি ও শিল্প	শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ	৩২৮
৩।	সংবাদ ও মন্তব্য ...	... ...	৩৩০
৪।	গীতাপ্যাক্ষরভাষানুবাদ।	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ...	৩৩৭
৫।	ভারতে বিবেকানন্দ।	... ...	৩৩৫

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

IMPERIAL

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ ১৲, বাঁধান	১৷৹
জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	৷৹	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৹
„ ভক্তিযোগ	৷৹	„ কর্ম্মযোগ	৷৵৹
„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹	„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹
„ বক্তৃতা ও পত্র	।৹	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
„ কথোপকথন	।৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়্গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

Acc 2144
18 374

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র*

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

(ভূমিকা)

বহুজনমানবপূর্ণ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণের পর ক্রমান্বয়ে ৪।৫ বৎসর কাল আমি গুজ্‌রাট্‌, কাটিয়াবার, কচ্ছ ও রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও অবস্থিতি করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিয়াও আমার ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

হিমালয় ভ্রমণ করিয়া তাহার প্রাকৃতিক অতুল ঐশ্বর্য্য ও শোভা সন্দর্শনে আমি যেমন অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম এবং নানা প্রকার অসুবিধা ও বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আমার হৃদয় যেরূপ সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ থাকিত, ভারতের সমৃদ্ধিশালী দেশীয় রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া আপামর জন সাধারণের যে বিষম দুঃখ প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে আমি তেমনি মহাদুঃখ অনুভব করিলাম এবং আমার হৃদয় ঘোর অশান্তিতে পূর্ণ হইল! অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন, বিপুল জনসমাজের মধ্যেই আবার কতকগুলি লোককে ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতে দেখিয়া আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল!! মুষ্টিমেয় ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের জন্য কোটি-কোটি মনুষ্যের বহু কষ্টার্জ্জিত ধনের অপব্যয়ে স্বদেশের ও স্বজাতির পরিণাম যে, দিন দিন কিরূপ ভীষণ শোচনীয়ভাব ধারণ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি মহা আতঙ্কগ্রস্থ হইলাম। আমার হৃদয় হইতে সুখ ও শান্তির সকল আশাই যেন জন্মের মত অন্তর্হিত হইল। যে হতভাগ্য দেশে কোটি কোটি মনুষ্য-সন্তান নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া, কতিপয় ঐশ্বর্য্যাভিমানী ব্যক্তির অন্যায় অত্যা-

---

* মুরশীদাবাদ, মহুলা 'রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম' হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক প্রেরিত স্বামী বিবেকানন্দের পত্রগুলি অতঃপর সংখ্যানুসারে প্রকাশিত হইবে। ১ম পত্রখানি ইতি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নিজের দুই চারিটী কথা সাধারণের বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে বলিয়া ভূমিকারূপে সন্নিবেশিত হইল।

সং

[redacted]

প্রায় সেই সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন বিহনে মৃতপ্রায়, সেই দেশে জন্মিয়া সুখের আশা করা কেবল বাতুলতা মাত্র! জন সাধারণের দুরবস্থা দেখিয়া আমার যথার্থই মনে হইল যেন দেশের যত সুখ ও সম্পত্তি কেবল কতকগুলি প্রভুত্ব পরায়ণ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরই নিজস্ব হইয়া রহিয়াছে! কোটি কোটি মনুষ্যের অতি কঠোরশ্রমজাত ধনরাশি যেন তাহাদের শীতল করস্পর্শেই একেবারে কঠিন প্রস্তরের ন্যায় জমাট্ বাঁধিয়া যাইতেছে; কিছুতেই যেন তাহা আর দ্রব হইতে চাহেনা! জনসাধারণের সামান্য সুখস্বচ্ছন্দতাও যেন তাহাদের বজ্রমুষ্টি-প্রহারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে; তাহাদের পাশবিক অত্যাচার ও ভোগ-লালসার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া আমি যেন চতুর্দ্দিকেই ঘোর পৈশাচিক লীলার অভিনয় দেখিতে পাইলাম! সে যাহা হউক্ স্বদেশের প্রকৃত দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিতে হইলে আর এ স্থানে কুলাইয়া উঠিবে না। সুতরাং উপসংহারে আমার ইহাই বক্তব্য যে, অসীম অত্যাচার ও বিবিধ দুঃখ যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ এবং স্বীয় শ্রমজাত ধনে চিরবঞ্চিত, ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারা-চ্ছন্ন, বিপন্ন জনসাধারণের সেবাই তখন আমার পরমধর্ম্ম ও একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। এই বিশাল জন সমাজের অপার দুঃখভার মোচন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু আমার অল্পশক্তিতে যদি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখভার লাঘবেরও সম্ভাবনা থাকে তো তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাই আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়িল। স্বজাতির এ দুর্দ্দিন ও দুঃখের অব-সান না হইলে যে, আমার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে আর শান্তি নাই; তাহা আমি তখন বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাম। অতি সহজেই যে, শান্তিলাভ করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইব মনে করিয়াছিলাম আমার পক্ষে তখন তাহা নিতান্তই স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইল! দয়া ধর্ম্মের চির-আবাস ভূমি ভারতের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া আমার জীবন তখন ঘোর দুঃখ ও অশান্তিময় হইয়া উঠিল! আমার অনন্ত সুখের আশা যেন তখন কেবল অপার দুঃখ রাশিতেই পরিণত হইল! আমার বড় সাধের সুখের স্বপ্ন যেন চির দিনের তরে ভাঙ্গিয়া গেল!!

বোধ হয় ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা, সেই সময়ে আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামীজি মহারাজ আমেরিকা মহাদেশে বেদান্তের বিজয়নির্ঘোষে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতের অতুল বৈভবে জগতকে বিমুগ্ধ করিতে-ছিলেন। সভ্য জগতের সকলেই তাঁহার মুখে ভারতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত

হইয়া অতি মাত্র বিস্মিত হইতেছিলেন ; এবং ধর্ম্মভূমি ভারতের অতুল মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন ! স্বধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে আধ্যাত্মিক গৌরবে এখনও ভারত সর্ব্ব জাতির পূজ্য প্রমাণিত করিয়া তাহার বর্ত্তমান হীন অবস্থার প্রতি ঐ সকল জাতির সহানুভূতি আকর্ষণে সেই দুঃখভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্যই তিনি সেখানে প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন। স্বদেশের ঘোর দৈন্যদশা দেখিয়া তিনি প্রতি মুহূর্ত্ত মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিতেন এবং বোধ হয় তাহার প্রতিবিধানকল্পেই চিরাভীষ্ট ভাগীরথী তীর পরিত্যাগ করিয়া সমৃদ্ধিশালী পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বদেশের ও স্বজাতির পূর্ব্ব গৌরব কাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি যেমন পাশ্চাত্য জাতি সমূহকে মুগ্ধ করিয়া স্বয়ং বিমুগ্ধ হইতেন, তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াও আবার তেমনি ব্যাকুল হইতেন এবং না জানি বিরলে বসিয়া কত অশ্রুই বিসর্জ্জন করিতেন। বিজয়ীর উচ্চাসনে আসীন হইয়াও তিনি সেই দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। যাঁহারই অলৌকিক প্রতিভাবলে পরপদানত ভারত, আজ স্বাধীন পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নিকট বড় সম্মানিত। ঐহিক সুখের চরম সীমায় উপনীত প্রবল পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া তিনি যেমন তাহাদের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, ভারতের প্রকৃত দুরবস্থার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার তিনি স্বদেশেরও তেমনি মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশের হিতকামনায় তিনি যে মহান্ কার্য্যের আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশবাসীর জাতীয় জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা আজ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। যে মহান্ দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সুদূর পাশ্চাত্য দেশে গিয়া তাহার কল্যাণ সাধনে রত হইয়া ছিলেন, আমিও যথাশক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া চতুর্দ্দিকে সেই এক দুঃখেরই জীবন্ত বিরাট্ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সেই দিন হইতেই আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিল এবং আমার হৃদয়ে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল পূজ্যপাদ স্বামীজিকে আমি তাহা অতি বিশদভাবে পত্রদ্বারা জ্ঞাত করিলাম। এরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না, তাহা নিশ্চয় জানিয়া তাঁহাকে অতি সরলভাবে আমার অভিপ্রায় লিখিয়া জানাইলাম। আমার এই অকিঞ্চিৎকর

জীবনের দ্বারা এই বিপন্ন জনসমাজের কিছুমাত্র সেবা হইতে পারে কি না এবং সন্ন্যাসী হইয়া আমার পক্ষে এরূপ কার্য্য সঙ্গত হইবে কি না, জানিবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমি তাঁহার পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এক একবার ইহাও মনে হইত, বুঝি বা তিনি আমাকে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া কেবল অধ্যাত্ম্য চিন্তায়ই রত থাকিতে উপদেশ করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, তিনি আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া যে অমিয় আশ্বাস ও অভয়বাণীতে আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং যে সকল অমোঘ বাক্যে তিনি আমাকে দুঃস্থ জনসমাজের সেবায় জীবন পণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল যেন আমার প্রত্যেক কথাটী পৃথিবীর অপরদিক হইতে বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার হৃদয়ে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়া দিল দুর্ব্বল সুপ্ত হৃদয় যেন বহুকালের পর মহাবল ধারণ করিয়া জাগরিত হইল। তাঁহার পত্রের যে কয়েকটী কথার মহাশক্তিতে আমার জীবনস্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ধাবিত হইল, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার অভয়বাণী শ্রুত না হইলে আমার সংকল্পমাত্রই সার হইত এবং তাহা কখন কার্য্যে পরিণত হইত কি না সন্দেহ। স্বদেশের দুঃখে পূজ্যপাদ স্বামীজির হৃদয় যে কতদূর কাতর ছিল এবং তাহার দুঃখ মোচনের জন্য তিনি যে কিরূপ ব্যাকুল হইতেন, তাঁহার মহান্ জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই আমরা তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁহার সমুদয় পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই। তাঁহার অমূল্য উপদেশ সম্বলিত পত্রগুলি আমি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি দেখিয়া, একদিন তিনি আমাকে কতই বিদ্রূপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্র রাখায় যে কোনও লাভ নাই তাহাই আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার নিরভিমানিতার কথা আর কি লিখিব, আমরা যে তাঁহার পত্রের গৌরব করিতাম, তাহাও তিনি দেখিতে পারিতেন না!! তবে তাঁহার পত্রের যে কয়েক পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতেই যে মহাশক্তি নিহিত আছে, তাহা আর কাহারও বাক্যে সম্ভবে না। "বহুজন হিতায়"ও"বহুজন সুখায়" জীবন পণ করিয়া কার্য্য করিতে তিনি যে কেবল আমাকেই উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি সকলকেই সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিতে এবং আত্মত্যাগই যে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ও চরম লক্ষ্য তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে কেহ একটু সৎকার্য্য করিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। সেজন্য তিনি যে কিরূপ আশাপ্রদ, মধুর বাক্যে উৎসাহিত করিতেন এবং প্রাণে প্রাণে তিনি যে কি মহাশক্তির সঞ্চার করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার এই পত্র কয়খানি পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

(১ম পত্র।)

"ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়"

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি খেত্‌ড়ীতে থাকিয়া অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

তা—দাদা মাদ্রাজে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের কথা! তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিলাম মান্দ্রাজবাসীদের নিকট। বা—ও হ—লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লিখিয়াছে তাহাদের শারীরিক কুশল। মঠের সংবাদ অবগত হইলাম —শীঘ্র পত্রে।

* * * *

রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্ম্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য্য করিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া কার্য্য হয় না। মাল্‌সিসর, আল্‌সিসর আর যত সব ওখানে আছে মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাক। আর সংস্কৃত ইংরাজী সযত্নে অভ্যাস করিবে। —নিধি পঞ্জাবে আছে বোধ হয়, তাহাকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া খেত্‌ড়ীতে আনিবে ও তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাহাকে ইংরাজী শিখাইবে। যে প্রকারে পার তাহার ঠিকানা আমায় দিবে। —নিধি অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

* * * *

খেত্‌ড়ী সহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্য অন্য ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর হে প্রভু রামকৃষ্ণ বলায় কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার না করিতে পার। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও—কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, এই কর্ম্মকর তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। —নিধি আসিলে দুইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে

ঘবে ফেব। যদি মাংস খাইলে লোকে বিবক্ত হয় তদ্দণ্ডেই ত্যাগ কবিবে। পবোপকাবার্থে ঘাস খাইয়া জীবনধাবণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগেব জন্য নহে মহাকার্য্যের নিশান—কায়মনোবাক্য "জগদ্ধিতায় দিতে হইবে"। পড়েছ, "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব," আমি বলি "দবিদ্র দেবো ভব, মূর্খ দেবো ভব"- দবিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতব ইহাবাই তোমাব দেবতা হউক্, ইহাদেব সেবাই পবমধর্ম্ম জানিবে। কিমধিকমিতি।

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

স্বামীজি ও শিল্প।

(শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।)

স্বামীজি মহাপণ্ডিত ছিলেন সুতবাং কবিত্বেব ভালমন্দ বিচাবেব ক্ষমতা তাঁহাব ছিল না এ কথা কেহই বলেন না। তিনি নিজে একজন সুগায়ক ছিলেন এবং সঙ্গীতেব বিজ্ঞানও তাঁহাব জানা ছিল, কাজেই সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহাব মতামত সকলে বহুমূল্য বিবেচনা কবেন। কিন্তু তাঁহাব শিল্প সম্বন্ধীয় মতামতেব বড় একটা প্রচাব নাই এবং পাশ্চাত্য জগতে যাঁহাবা কবিতা ব্যতীত শিল্পমাত্রকেই ইন্দ্রিয় প্রীতিকব বস্তু বলেন, তাঁহাদেব মুখে কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায় যে শিল্পপ্রসূত আদর্শ সমূহেব যথা—চিত্র ভাস্কর্য্য প্রভৃতিব সদসদ্বিচাব কবিবাব ক্ষমতা স্বামীজিব তদ্রূপ ছিলনা। উহাব কাবণ তাঁহাবা বলেন যে, স্বামীজি অতীন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন, আর শিল্প ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ এবং ইন্দ্রিয়প্রীতিকরতাই উহাব একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা এবিষয়ে এইরূপ বিচাব করিয়া থাকেন, একটী আদর্শ রমণী সৌন্দর্য্যেব চিত্র সমালোচনা কবিতে হইলে সেই ভাবেব রমণী-মূর্ত্তিব একটা সার্ব্বাঙ্গীন পূর্ণআদর্শ সমালোচকেব হৃদয়পটে পূর্ব্ব হইতেই অঙ্কিত না থাকিলে, সমালোচক কাহার সহিত তুলনা কবিয়া চিত্রিত মূর্ত্তিব সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতাব বিচাব কবিবেন? তাঁহাদেব মতে অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিব মনে সেরূপ মূর্ত্তি বিবাজিত থাকা অসম্ভব। কাবণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুনিচয় পবিহাব জন্য অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিব ইন্দ্রিয়গণ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া সৌন্দর্য্য উপলব্ধি কবিতে একেবাবে অক্ষম না হইলেও, মনোবৃত্তি সমূহেব নিবোধ হেতু এক ভগবানেব রূপ ব্যতীত অন্য কোনও রূপেব ছবি তাঁহাব মনোমধ্যে উদিত হওয়া একপ্রকাব অসম্ভব হইয়া উঠে।

এখন দেখা যাউক স্বামীজির ন্যায় ধর্ম্মবীরের শিল্পাদর্শসমূহের বিচার-ক্ষমতা ছিল কি না। ১৯০০ সালের পারিস্ সহরের মহাপ্রদর্শনীতে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরময়ী প্রতিকৃতি অনেকগুলি প্রদর্শিত হয়। মূর্ত্তিগুলি কেহ বা তুলিকা হস্তে, কেহ বা লেখনী হস্তে, কেহ বা বাটালী ও হাতুড়ী হস্তে তত্তৎ শিল্পকার্য্যে তন্ময়চিত্তে নিযুক্ত, এই ভাবে গঠিত ছিল। এইসকল শিল্পপ্রতিকৃতির একটীতে দুইটী মূর্ত্তি একত্রে সন্নিবেশিত ছিল। যথা—একজন ভাস্কর দক্ষিণ হস্তে বাটালী ও হাতুড়ী লইয়া সেই হস্তটী একটী রমণীমূর্ত্তির জানুপরে স্থাপিত করিয়া অপর হস্তে সেই রমণীর মুখাবরণ মোচন পূর্ব্বক মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া যেন বিমোহিত। প্রদর্শনী সম্বন্ধীয় পত্রিকায় এই ভাস্কর্য্যের "শিল্প এবং প্রকৃতি" নাম দেওয়া হয়। স্বামীজি একদিন সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের একখানি ছবি দেখাইয়া কহিলেন, "এর মানে কি জানিস্? Art unveiling Nature। Artist চোকে আঙ্গুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে প্রকৃতির রূপ কি সকলে দেখ্‌তে পায়? নতুবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ত চিরকালই আছে, তাহার আবার অবগুণ্ঠন মোচন কি?"

মানবের হৃদয়স্থিত ভাবসমূহ মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া কালে কালে তাহার নিজ রূপেরই যেমন বিভিন্নতা সম্পাদন করে, প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলকেও তদ্রূপ বিভিন্নকালে বিভিন্নভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। অতএব বহিঃ-প্রকৃতির যে সকল সৌন্দর্য্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপলব্ধি করি তাহা এক মহা সৌন্দর্য্যস্রোতেরই এক একটী ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ বা একই বিরাট্ রূপের এক একটী ভাব মাত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতি যেন এক সময়ে একটী মাত্র ভাব দেখাইয়া পরক্ষণেই অবগুণ্ঠনবতী হন। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ধরিবার বুঝিবার এবং বুঝাইবার জন্য শিক্ষিত দৃষ্টির আবশ্যক হয় এবং ঐ অবগুণ্ঠন মোচন পূর্ব্বক প্রকৃতির এক একটী ভাবের প্রতিষ্ঠা করাই শিল্পীর প্রথম কার্য্য। স্বামীজি বলিতেন, পূর্ব্বোক্ত ভাস্করীমূর্ত্তিদ্বয় মানব জীবনের সহিত শিল্পের সম্বন্ধ বিষয়িনী একটী সঠিক আদর্শ এবং তৎকর্ত্তার ঐ ভাবটী পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়াতেই তিনি উহা অত সুন্দরভাবে প্রস্তরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহিঃপ্রকৃতির অন্যান্য বিষয়ের সহিত মানব হৃদয়ের সম্বন্ধ-নিচয়ও ঐরূপ পূর্ণভাবে যিনি অনুভব ও ধারণা করিতে পারিবেন তিনিই তত্তৎ বিষয়সমূহ ঐরূপ অপূর্ব্বভাবে প্রকাশ করিতে নিঃসন্দেহ সমর্থ হইবেন। অতএব নিত্যবর্ত্তমান বিরাট্ সৌন্দর্য্যপ্রতিমার কোন একটী ভাব

পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশই কবি, চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতি শিল্পিনিচয়ের জীবনোদ্দেশ্য এবং তৎপ্রকাশসমূহই শিল্পজগতে উচ্চতম আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়—ইহাই আমরা স্বামীজির প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি।

স্বামীজি ইংরাজী শিল্পের আদৌ প্রশংসা করিতেন না তিনি বলিতেন, উহারা আসিয়াতিক (Asiatic) দিগের সংস্পর্শে আসা অবধিই মানবের দৈনিক জীবনে ও প্রতি কার্য্যকলাপে শিল্প সন্নিবেশিত করিতে শিক্ষা পাইয়াছে ও চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের জীবনে অর্থলালসার প্রাবল্যই ঐ বিষয়ের বিশেষ অন্তরায়, এবং সেই জন্যই আজিও তাহাদের শিল্পে প্রাকৃতিক দৃশ্য বা প্রাণিজাতির ঠিক ঠিক নকলের চেষ্টাই অধিক। আমাদের দেশের শিল্পিনিচয় আবার বাস্তব জগৎ একেবারে ছাড়িয়া কেবল মাত্র ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে চেষ্টা করায় অনেক স্থলে শিল্পাদর্শসমূহ অস্বাভাবিক বিকটাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্য স্বামীজি শিল্পের সহিত মৃণালিনীর তুলনা দিয়া বলিতেন—পদ্ম যেমন পঙ্কিল জলে জন্মাইয়া উহা হইতে উচ্চে অথচ উহারই সংস্পর্শে থাকিয়া আপনার মাধুর্য্য বিস্তার করে, শিল্পেরও তদ্রূপ বহিঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ভাবসংযোগে উচ্চে উঠিয়া আদর্শ-ভাব ব্যঞ্জক হওয়া আবশ্যক।

বিলাতে পণ্ডিত মোক্ষমূলারের সহিত স্বামীজির অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তন্মধ্যে স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে যে সকল কথা হয় তাহা এই স্থলে উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সময় আমাদের দেশে উক্ত শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মোক্ষমূলার বলিয়াছিলেন যে, ঐ সময়ে আমাদের দেশে গ্রীক্‌দের গমনাগমন ছিল এবং গ্রীক্‌স্থাপত্যের ভাব বৌদ্ধস্থাপত্যে অনেকটা পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় উক্ত শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ গ্রীক্‌দের নিকট ঋণী। স্বামীজি এই কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ঐ সময়ে ভারতে গ্রীক্‌দের গমনাগমনই যদি ঐ বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ হয় তাহা হইলে এমনও হইতে পারে যে, গ্রীক্‌গণ তাহাদের স্থাপত্য-বিদ্যার উন্নতির জন্য ভারতেরই নিকট ঋণী। কারণ বৌদ্ধস্থাপত্যে যে সকল ভাস্কর্য্য নিদর্শন আছে তাহার সহিত গ্রীক্‌ভাস্কর্য্যের কোন প্রকার সৌসাদৃশ্য নাই। গ্রীক্‌ভাস্কর্য্যে মানবের দৈহিক বিকাশের পারিপাট্যই একমাত্র প্রশংসার বস্তু। আমাদের ভাস্কর্য্যে তাহার ঠিক বিপরীত। আমাদের প্রত্যেক ভাস্কর্য্যটী মানব মনের এক একটী ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছে

দেখিলেই বোধ হইয়া থাকে। অথচ তন্নিবন্ধন মূর্ত্তি সকলের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণতার দিকে ভাস্করের দৃষ্টি ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। এদেশে যাহারা স্থাপক অনেক স্থলে তাহারাই ভাস্কর, ইহার প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান। গয়াধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভাস্কর অযোধ্যা হইতে আনীত হইয়াছিল। তাহারা অদ্যাপি গয়া জিলায় এক গ্রামে বাস করিতেছে এবং প্রস্তর সংক্রান্ত সর্ব্ব প্রকার কার্য্য ও স্থাপকের কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। গ্রীক্‌গণ যদি এদেশে আসিয়া স্থাপত্যশিল্পের শিক্ষা দিয়া থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ভাস্কর্য্যশিল্পের ত্রুটি সকল তাহারা সংস্কারের চেষ্টা করে নাই কেন? স্বামীজি আরও বলিতেন যে, গ্রীক্‌গণ যে এদেশে প্রধানতঃ বাণিজ্যাদি করিতেই আসিত স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য শিল্পের শিক্ষা দিবার জন্য ভারতের গুরু হইয়া আসে নাই তাহার কারণ, স্থাপত্য শিল্পের এদেশে যে প্রকার উন্নতি দেখা যায় গ্রীক্ দেশে সে প্রকার কিছুই দেখা যায় না।

আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান সর্ব্বপ্রকার স্থাপত্যই এক একটা স্পষ্ট ভাব ব্যঞ্জক। রাজপুতানায় ভ্রমণ কালে স্বামীজি আলোয়ারে একটী সমাধি মন্দিরের ঐ প্রকার গুণ দেখাইয়া প্রভূত সুখ্যাতি করিয়া ছিলেন, আগ্রার তাজ-মহল দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই ইমারতের এক টুক্‌রা পাথর নিংড়ালে যেন Royal Love টস্ টসিয়ে পড়ে —ইহা দাম্পত্য প্রেম এবং বিরহের এমনি ভাব-ব্যঞ্জক। কলিকাতাকে লোকে বলে City of Palaces, কিন্তু বাড়ী ঘরগুলো যেন এক একটা বাক্সর ওপর বাক্স বসান, কোন একটা ভাব নেই। তিনি রাজপুতানার স্থাপত্যের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিতেন ও বলিতেন, ঐ প্রদেশেই অদ্যাপি প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্য বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত আছে। একটী অতিথিশালা দেখিলেই মনে হয়, যেন উহা আতিথ্য করিবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিয়া অতিথিদের আহ্বান করিতেছে, দেবালয়গুলিতে যেন দেবভাব প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। পল্লীগ্রামে একটা বাটীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে বাটীর কোন্ স্থানটী কিজন্য নির্ম্মিত তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং সমস্ত ইমারতটী যেন সেই গৃহস্বামীর মনোভাব ব্যক্ত করে। স্বামীজি এপ্রকার ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্য একমাত্র ইটালিতেই দেখিয়াছিলেন এবং ইটালির শিল্পের বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন।

গ্রীক্‌দেশীয় শিল্পী নির্ম্মিত যীশুর Muscular দেহ কিন্তু তাঁহার একেবারে

অপছন্দ ছিল। তিনি বলিতেন, যাঁহার অন্তর্বিকাশ অত অধিক হয় তাঁহার দৈহিক বিকাশ Muscular হওয়া অসম্ভব— তাহার দেহ অতি সুকোমল হয়। যদি কেহ যীশুকে দেখিয়া তাঁহার ছবি বা প্রস্তরপ্রতিকৃতি করিত তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহার দেহ কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট করিত। কিম্বা যদি কেহ যীশুর মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিত তাহা হইলেও তাঁহাকে ওপ্রকার (কাঠখোট্টা) করিতে পারিত না। এদেশে বুদ্ধদেবের যে সমস্ত প্রতিকৃতি আছে সে সমস্ত এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। একটাদেশের শিল্প দেখিলেই সেই দেশের মনোভাব জ্ঞাত হওয়া যায়। গ্রীক্‌দের ও এদেশের শিল্পের তুলনায় দেখা যায় যে, গ্রীক্‌দের শিল্পে অন্তর্জগতের সহিত বাহ্য জগতের কোন প্রকার সম্বন্ধ বিশেষ প্রকাশিত নাই। আর আমাদের শিল্প দেখিলেই বাহ্য জগতের উপর অন্তর্জগতের শক্তি যে কতদূর বিস্তৃত তাহা বেশ বুঝা যায়। গ্রীক্‌দিগের যে কোন প্রকার মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছিল গ্রীক্ শিল্প সে বিষয়ে অত্যল্পমাত্র প্রমাণই প্রদান করে। পক্ষান্তরে ভারতের শিল্পও একমাত্র অন্তর্জগতের প্রভা বিস্তার করিবার চেষ্টাতে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে বাহ্যজগতের সম্পর্কমাত্র বর্জ্জিত হইয়া কালে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক অতীন্দ্রিয় ব্যক্তি শিল্প বিচারে অক্ষম কি না। সাধারণতঃ মন ইন্দ্রিয়গত। ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে কাম ক্রোধাদির এবং তাহা হইতে স্বার্থ, বাসনা ও মনোবৃত্তি সমুদয়ের উৎপত্তি হয়। সাধক কাম ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন ও ইন্দ্রিয়গণের প্রভাব অতিক্রম করেন এবং তদ্বারা পূর্ণ জ্ঞানের উপলব্ধি করেন। যে বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান জন্মায় সেই বিষয়ই মানবের পূর্ণায়ত্ত হয়। অতএব ঐ অবস্থায় সাধক ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে সক্ষম হন। এইরূপে ষড়রিপু বর্জ্জিত হইলে lower self বা মনের নীচবৃত্তিনিচয়ের ধ্বংস ঘটে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যক্তির মনের উচ্চ স্তর সকল সম্যক্ প্রস্ফুটিত এবং উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। এজন্য তদবস্থায় তিনি নারী প্রভৃতি সকল রূপেরই পূজ্যাংশ মাত্র দর্শন করেন। এই জন্যই স্বামীজি বলিতেন, "দেহবুদ্ধি থাকতে স্ত্রীরূপের মহিমা বুঝা যায় না। স্বার্থশূন্য কামজিৎ হলে তবে নারী মূর্ত্তির যথার্থ সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার দৃষ্টি খুলে যায়।"

"কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস গোপীতপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে।

বিম্বফল যুবতী অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর, বাঞ্ছা অগ্রসর প্রেমের পিঞ্জর তাহে বাঁধা প্রাণ পাখী॥"

অতীন্দ্রিয় অবস্থায় আপনার সমদর্শীভাব বিবৃত করিয়া স্বামীজি লিখিয়াছেন :—

"চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
না চাহে দেখিতে আপনায়,
কেন বা দেখিবে ?
দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব্বঘটে।

* * *

প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নর নারী।
সিন্ধু বোলে তব হুহুঙ্কার,
চন্দ্র সূর্য্যে তোমার বচন
মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,
এসকল সত্যকথা।"

এই সমদর্শী অবস্থায় সর্ব্বরূপাদর্শ ভগবৎ রূপই যাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান, তাঁহাকে আর চেষ্টা করিয়া কোনও বিশেষ রূপের আদর্শ হৃদয়পটে অঙ্কিত করিতে হয় না। স্বামীজি প্রথম আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আগমন করিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি philosophyতে যখন তখন এত সুন্দর oration কেমন করিয়া দিতেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বক্তৃতা দিবার কথা স্থির হইলেই তাঁহার সম্মুখে যে বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন সেই ভাবের ছবি সকল পরে পরে উদিত হইত, এবং বক্তৃতার সময় তিনি সেই সমস্তই বলিতেন। কেবল বক্তৃতার সময় নহে, কূট প্রশ্নের সমাধান সকলও ছবির মত তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইত। প্রকৃত পক্ষে অতীন্দ্রিয় ব্যক্তির মন সীমা-বিহীন, কাজেই বিশ্বব্যাপী, সুতরাং কোনও আদর্শের বিচার করিতে হইলে তাঁহার মনোমধ্যে সেই ভাবের পূর্ণাদর্শের ছবি আপনাপনি উদিত হইয়া বিচারের সহায়তা করে। ঐ প্রকার অবস্থাই মানবের পূর্ণাবস্থা।

স্বামীজি তাঁহার পূর্ব্বে উদ্ধৃত কবিতায় বলিয়াছেন, 'এসকল সত্যকথা।' সত্যই ঐ সকল তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইত। তাঁহার ঐ প্রত্যক্ষ, কবির ভাবোচ্ছ্বাস বা শিল্পীর উচ্চাদর্শ বিচারে তিনি অক্ষম হইবেন—এ অতি অসার কথা। ১৮৯১ সালে নয়নিতাল হইতে টিহিরী হইয়া হিমালয়ে পদব্রজে পরিভ্রমণ কালে তাঁহার গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। একদিন নিশীথে নির্জ্জনে গঙ্গার তীরে বহুক্ষণ বসিয়া স্রোতস্বতীকে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া গুরুভাইটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, আজ গঙ্গা কেদার রাগিণীতে বয়ে যাচ্ছে শুনলুম"। এইরূপ হিমালয়ের অন্যান্য নদী নির্ঝরিণী নিরীক্ষণ করিয়াও বলিতেন, "এটা গৌরী রাগিণীতে গাচ্ছে" ইত্যাদি। কখন, বা পর্ব্বত নিঃসৃত জলরাশি সমুত্থিত রাগিণীতে আপনি গান ধরিয়া তাহার সহিত একতানে গাহিতেন। আবার কখন বা একটী পাখীর রব শুনিয়া তাহার সুর নির্ণয় করিতেন। ইহারই আভাস মাত্র তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায় --

"ফেনময়ী, ঝরে নির্ঝরিণী, তানতরঙ্গিণী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময় পতত্রিনিচয়, লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী" ॥

সমগ্র সৃষ্টির প্রাণস্পন্দনের ওঙ্কারধ্বনি যাঁহার গোচর তাঁহার পক্ষে পক্ষীর রবের বা নদীসমুত্থিত স্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা কি বিচিত্র কথা? শব্দে রসে আকাশে এক অবিচ্ছিন্ন রূপ ও ধ্বনি তাঁহার অনুভূতি হইত। ফলতঃ যেরূপ অনুভূতির প্রয়াসে কবি নির্নিমেষ, চিত্রকর স্তিমিত নয়ন, ভাস্কর নিশ্চলাবস্থিত, স্বামীজি সে স্থলে মহানন্দে দণ্ডায়মান হইয়া গাহিতেছেন —

"বাগ্‌ভূমি অতীত গমন,
শান্তধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
প্রথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়া মোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত ধ্বনি তব বাণী।'

এই স্থলে কবিতা সম্বন্ধে স্বামীজি যাহা বলিতেন, তাহারও উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি বলিতেন, "Poetic Suggestion is the highest poetry – ভাবের ইঙ্গিতই উৎকৃষ্ট কবিতা। শ্রেষ্ঠকবি তাঁহার

আদর্শচিত্রের আপাদমস্তক বর্ণনা না করিয়া ইঙ্গিতে উহা এমন ভাবে ব্যক্ত করেন যেন তিনি ঐ চিত্রের যতদূর পারিলেন অঙ্কন করিলেন কিন্তু ঐ চিত্রের আরও অনেক বিষয় বলিতে বাকী রহিল বা তিনি বলিতে না পারিয়া অব্যক্তই রাখিলেন। কবিতার কোন আদর্শের আপাদমস্তক বর্ণনা করিলে ভাবটীকে সীমাবদ্ধ করা হয়। উচ্চ ভাবের ইঙ্গিত মাত্রই প্রত্যেক লোকের মনে নিজ নিজ মৌলিক ভাব জাগাইয়া জগতে ভাবস্ফূর্ত্তির সহায়তা করে। অপর পক্ষে আদর্শ চিত্রটী বা ভাবটী পূর্ণভাবে দেখাইলে উহা দ্বারা পাঠকগণের নিজ নিজ মৌলিক ভাব বিকাশের অবসর না হইয়া মন সঙ্কুচিত ও বিক্ষিপ্ত হয়।

স্বামীজির সমস্ত কবিতাগুলিই আমরা এই আদর্শে গঠিত দেখিতে পাই। উহা সকলের মনে ভাবরাশি উদ্দীপিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়।

"চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাবরাশি জেগে ওঠে॥"

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাদি যিনি পাঠ করিয়াছেন তাঁহাকে ভাষাপ্রয়োগ-রূপ শিল্পে স্বামীজির মৌলিকতা দর্শাইবার আর আবশ্যক নাই। নির্জ্জীব বঙ্গভাষায় স্বামীজি নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আজকাল ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে রন্ধন যে একটা মহাশিল্প-কার্য্য তাহা আমরা প্রায় বিস্মৃত হইতেছি। বিলাতে ফরাসি পাচকের বেতন অত্যন্ত অধিক এবং রন্ধন কার্য্যও বিজ্ঞান সাহায্যে হয়, কিন্তু রন্ধনশালায় প্রবেশ করা ভদ্রজনোচিত কার্য্য নহে বলিয়াই পরিগণিত। আমাদের দেশে রান্নাঘরে দেবতার ভোগরন্ধন হয় সুতরাং সকল অবস্থায় তথায় কেহ প্রবেশ করে না এবং সেইজন্য আমাদের দেশে ঐ শিল্পের বহু অবস্থারও বর্ত্তমান। স্বামীজির 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি বোধ হয় কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন যে, স্বামীজি সে শিল্পেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বহু সভ্য জাতির রন্ধন আস্বাদ করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন 'মোচার ঘণ্ট ইত্যাদির জন্য পুনর্জন্ম লওয়া বড় বেশী কথা নয়।'

এখন তাঁহার পূর্ণতাপ্রাপ্ত মনোমধ্যে অনন্তরূপের অনন্তভাব সমূহের চিত্র ছিল কি না এবং তিনি সর্ব্বপ্রকার শিল্পের যথাযথ সমালোচনায় পারগ

ছিলেন কি না, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস বোধ হয় পাওয়া গেল। পাঠক মহাশয় স্বামীজি প্রণীত 'বীরবাণী' নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকা পাঠ করিলে উহা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

শিল্পের লক্ষ্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় প্রীতিকরতা হওয়া উচিত কি না বুঝিতে হইলে প্রথমে ইন্দ্রিয় শব্দে কি বুঝায় তাহাই বিচার্য্য হইয়া পড়ে। যদি ঐ শব্দ স্থূলেন্দ্রিয় বাচক হয় তাহা হইলে একজন সাঁওতাল ও একজন পূর্ণ বিকশিত মানবের সৌন্দর্য্য অনুভূতি যে একই প্রকার হইত তদ্বিষয়ে আর বলিতে হইবে না। দেখা যায় সৌন্দর্য্যকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা অদ্যাপি বিফল হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, সৌন্দর্য্য অনুভূতি সংস্কারেরও তারতম্য আছে এবং সেই তারতম্য মানবের অন্তর্জাগতিক বিকাশ সাপেক্ষ। অতএব শিল্প সৌন্দর্য্যানুভূতির স্থূলেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরেন্দ্রিয়ের সহিত অধিকতর সম্বন্ধ আছে। নতুবা বর্ব্বর জাতীয় শিল্পও জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। কারণ তাহাদের স্থূলেন্দ্রিয়গণের প্রাখর্য্য যে অধিক ইহা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব দেখা যাইতেছে শিল্পকে ইন্দ্রিয় প্রীতিকর পদার্থমাত্র বলিলে কমলবাসিনী শ্রীশ্রীবিদ্যাদেবীর অবমাননা করাই হয় এবং বীণাপাণি যাঁহার কণ্ঠে স্বয়ং বর্ত্তমান ছিলেন, যিনি ভগবানের রূপ ও ঐশ্বর্য্য সর্ব্বঘটে প্রত্যক্ষ করিতেন, তিনি শিল্প এবং তজ্জাত বস্তুর যথাযথ বিচারে অক্ষম ছিলেন ইহা অর্ব্বাচীনের উক্তি বলিয়াই প্রতীত হয়।

এখন ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইবে। অতি বর্ব্বর জাতিগণের মধ্যেও ভগবৎপূজার একটা যাহা হউক পদ্ধতি আছে। তাহারাও একটা নুড়ী নোড়াকে ফুল পালক ইত্যাদি দিয়া সাজায়। সেই সাজসজ্জা মানুষের ক্রমোন্নতির এবং তৎসঙ্গে ধর্ম্মোন্নতির সহিত বর্দ্ধিত হইতেই দেখা যায়। ক্রমে মানুষ নিজের আবাস অপেক্ষা দেবতার আবাসের পারিপাট্যে সকল প্রকার আয়াস স্বীকার করে। মন্দির, মস্‌জিদ্, গির্জ্জা প্রভৃতিই তাহার সাক্ষ্য। পুষ্প, সুগন্ধি দ্রব্যাদিও বিবিধ উপকরণের সংখ্যা ও ধর্ম্মোন্নতির সহিত বাড়িয়া যায়। যে দেবালয় হইতে সর্ব্ব ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বেদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল উহাতেই আবার ঐ সমস্ত উপকরণের সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য দেখা যায়, এবং সেই জাতির দেবালয়ের কারুকার্য্যই জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প বলিয়া বিখ্যাত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদোক্ত ধর্ম্ম সাধনের প্রারম্ভে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধা, কৃষ্ণ, শিব,

এই সকল রূপের উপলব্ধি করিয়া স্থূলজগতে তাঁহাদের রূপের প্রতিষ্ঠা করা কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্প নহে? ভারতের ইতিহাসে প্রমাণ যে, ভগবান্ যতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন ততবারই ভারতে সর্ব্বপ্রকার শিল্পের উন্নতিও সাধিত হইয়াছে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের শুভাগমনে স্থাপত্য শিল্পের architectural art উৎকর্ষ এবং শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে সঙ্গীত শিল্পের উৎকর্ষে কীর্ত্তনাঙ্গের জন্ম হয়। এই জন্যই স্বামীজি বলিতেন, জীবনে শিল্প সৌন্দর্য্যানুভূতি না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না, এবং উপনিষদের তুল্য কবিতা জগতে কুত্রাপি নাই।

সৌন্দর্য্যের সহিত শিল্পের সম্বন্ধ কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। সৌন্দর্য্য-সোপানে আরূঢ় হইয়াই ভক্ত যখন ভগবৎ সকাশে উপনীত হন তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যই ভগবানের রূপ সুতরাং সেই সৌন্দর্য্যকে সীমাবদ্ধ করিতে পাশ্চাত্য জগৎ বৃথা প্রয়াস করিতেছে। অতএব সৌন্দর্য্য আপেক্ষিক বা সীমাবদ্ধ হইতেই পারে না এবং নিরপেক্ষ সত্যের উপলব্ধিকারী অতীন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত উচ্চ শিল্পের উন্নতি সাধনে কেহই সক্ষম নহে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৩ই জুন স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতের নিকটে গিয়াছেন। আমেরিকাবাসিগণ বেদান্তের উদার ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করায় কার্য্যের দিন দিন যেরূপ বিস্তৃতি হইতেছে তাহাতে সত্বর আরও লোকের প্রয়োজন।

গত ২রা আষাঢ়, ১৬ই জুন স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ক, আমেরিকা হইতে কলম্বোয় পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি ভারত ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কলম্বোবাসিগণ তাঁহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহার ওজঃপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই অতীব মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি কাণ্ডি হইয়া জাফনা অভিমুখে যাইবেন। ইতিমধ্যে মান্দ্রাজ বিভাগের নানা স্থান হইতে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে।

বর্দ্ধমান জেলার বাযনা নিবাসী শ্রীযুক্ত মঙ্গলাচরণ ঘোষ মহাশয় কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি দান করিয়া সেবকগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইযাছেন ঃ—

উৎকৃষ্ট সরু চাউল (আমাশয রোগীদের জন্য) ১॥০ মণ, মূল্য ১২৲ টাকা।

অন্য চাউল ১/০ মণ, মূল্য ৫॥০ টাকা, গুড ১/০ মণ, মূল্য ৪॥০ টাকা।

ডাল ।৫ সের, মূল্য ১॥০ টাকা।

"বঙ্গলক্ষ্মীর" দ্বিতীয় বর্ষের উপহার স্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইযাছি। (১) কৃষি ভাণ্ডার—২য় ভাগ—ইহাতে কৃষি সম্বন্ধীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয আছে। কৃষি প্রধান বঙ্গদেশে এরূপ পুস্তকাদির বহুল প্রচার যত সত্বর হয ততই মঙ্গল। (২ গৃহস্থালী ২য ভাগ। (৩) সচিত্র বয়ন-বিদ্যা বা তাঁত শিক্ষা। (৪) শিল্প ভাণ্ডার বা স্বাধীন জীবিকা।

আমরা সহৃদয পাঠকবর্গ সমীপে নিবেদন করিতেছি যে, বরিশাল জন-সাধারণ সভার সম্পাদক মাননীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয বাখরগঞ্জে যেরূপ ভীষণ অন্নকষ্টের কথা জ্ঞাপন করিযাছেন তাহাতে সকলেরই হৃদয বিদীর্ণ হয়। অন্নাভাবে চৌর্য্য, লুণ্ঠন এমন কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে। ভদ্রবংশীয গৃহস্থগণও এই অন্নকষ্ট হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তাঁহারা নীরবে সমস্ত সহ্য করিতেছেন। অনেকে ফেন কুঁড়া প্রভৃতি ভিক্ষা করিযা বেড়াইতেছে। পথিপার্শ্বে অন্নাভাবে মৃতপ্রায় লোকও দেখা যাইতেছে। "লাঞ্ছিত,উপদ্রুত, নানা ব্যাধভারক্লিষ্ট বাখরগঞ্জবাসিগণ এ সময উপযুক্ত সাহায্য করিতে অক্ষম"। আশাকরি দেশস্থ উদার হৃদয মহাত্মাগণ এই ঘোর দুঃসময স্বদেশবাসী জনগণকে নিজ প্রাণসম জ্ঞান করিযা যথাশক্তি সাহায্য করিতে কাল বিলম্ব করিবেন না।

'স্বামী ব্রাহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন', বেলুড মঠ, হাওড়া,
এই ঠিকানায় সাহায্যাদি প্রেরণ করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১॥

অন্বয়। এবং সততযুক্তা যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে যে চ অব্যক্তমক্ষরং (পর্য্যুপাসতে) তেষাং (মধ্যে) কে যোগবিত্তমাঃ। ১।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন (হে ভগবন্) এইরূপে যে ভক্তগণ নিরন্তর অনন্যপরায়ণ হইয়া তোমার এই বিশ্বরূপের উপাসনা করেন এবং যাঁহারা সেই ইন্দ্রিয়াদির অগোচর (নামরূপ বর্জ্জিত) সেই অবিনাশি পরব্রহ্মের উপাসনা করেন এই দুইপ্রকার উপাসকের মধ্যে কোনপ্রকারের উপাসকগণ যোগবিত্তম অর্থাৎ কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী। ১।

ভাষ্য। দ্বিতীয়প্রভৃতিষধ্যায়েষু বিভূতাস্তেষু পরমাত্মনোব্রহ্মণোঽক্ষরস্য বিশ্বস্তসর্ব্ববিশেষণস্য উপাসনমুক্তং সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্য সর্ব্বজ্ঞান শক্তিমৎসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্য তব চ উপাসনং তত্র তত্র উক্তং, বিশ্বরূপাধ্যায়ে তু ঐশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাত্মরূপং বিশ্বরূপং স্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া, তচ্চ দর্শয়িত্বা উক্তবান্ অসি মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদি, অতোঽহং অনয়োরুভয়োঃ পক্ষয়োঃ বিশিষ্টতর বুভুৎসয়া ত্বাং পৃচ্ছামীতি অর্জ্জুন উবাচ।—

ভাষ্যানুবাদ। "দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতা শাস্ত্রে (প্রধানতঃ) দুইটী বিষয় বলা হইয়াছে, প্রথম, সেই অবিনাশি, সকল-প্রকার নামরূপ-বিনির্ম্মুক্তনির্ব্বিশেষণ পরব্রহ্মের উপাসনা, দ্বিতীয়, সর্ব্বপ্রকার যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন-সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানশক্তি সমন্বিত যে (মায়া নামক) সত্ত্ব, তাহার দ্বারা বিশেষিত যে পরমেশ্বর, তাঁহারও উপাসনা এই দ্বিবিধ উপাসনার বিষয় দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদন করিয়া বিশ্বরূপাধ্যায়ে অর্থাৎ একাদশাধ্যায়ে প্রথমতঃ সকল জগতের আত্মস্বরূপ আদ্য ঈশ্বর সম্বন্ধি স্বদীয় বিশ্বরূপ দেখাইয়াছ তাহা দেখাইয়াছ যে কেবল উপাসনার জন্য (সে বিষয়ে সন্দেহ নাই) এইপ্রকার বিশ্বরূপ দেখাইয়া তুমি (হে ভগবন্)

পরে মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ইহাও বলিয়াছ যে এইরূপ বিশ্বরূপের উপাসকগণ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াথাকেন, তবেই ফলতঃ দাঁড়াইতেছে যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা এই দ্বিবিধ উপাসনাই তুমি গীতা শাস্ত্রে বুঝাইয়াছ, এক্ষণে এই দুইটী উপাসনার মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্টতর তাহাই বুঝিবার ইচ্ছায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি" এই প্রকার মনে করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন যে।—

ভাষ্য। এবং ইতি অতীতানন্তর শ্লোকেন উক্তং অর্থং পরামৃশতি মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদিনা, এবং সততযুক্তা নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মাদৌ যথোক্তে-ঽর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ ত্বাং যথাদর্শিতং বিশ্বরূপং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি যে চ অন্যে অপি ত্যক্তসর্ব্বৈষণাঃ সন্ন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মাণঃ—যথা বিশেষিতং ব্রহ্মঅক্ষরং নিরস্তসর্ব্বোপাধিত্বাৎ অব্যক্তং অকরণগোচরং যদ্হি লোকে করণগোচরং তদ্ ব্যক্তং উচ্যতে অঞ্জের্ধাতোস্তৎকর্ম্মত্বাৎ ইদং তু অক্ষরং তদ্বিপরীতং শিষ্টৈশ্চ উচ্যমানৈর্বিশেষণৈর্বিশিষ্টং তদ্ যে চ অপি পর্য্যুপাসতে তেষা মুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ কে অতিশয়েন যোগবিদঃ—ইত্যর্থঃ। ১।

ভাষ্যানুবাদ। এবং এই শব্দটী, অতীত অধ্যায়ে মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা যে অর্থ বলা হইয়াছে, তাহাই বোধ করাইতেছে। অর্থাৎ এইরূপে "সতত যুক্ত" – নিরন্তর ভগবৎপ্রীতির জন্য বিহিত কার্য্যাদি রূপ কর্ত্তব্য সমূহে সর্ব্বদা নিরতথাকিয়া অর্থাৎ যে সকল ভক্তগণ অনন্য শরণ হইয়া তোমার সেই দর্শিত বিশ্বরূপের উপাসনা করেন—ধ্যান করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা সকল প্রকার কামনা শূন্য হইয়া, সকলপ্রকার কর্ম্ম সন্ন্যস্ত করিয়া, সেই পূর্ব্বকথিত স্বরূপ-অক্ষর-সর্ব্ববিশেষণবর্জ্জিত-অব্যক্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই এই দ্বিবিধ উপাসকগণের মধ্যে কোন উপাসকগণ যোগবিত্তম অর্থাৎ অতিশয়রূপে যোগ জানেন্? এই শ্লোকে যে অব্যক্ত শব্দটী ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার অর্থ সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের অবিষয়, যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাকেই ব্যক্ত কহে বি উপসর্গের সহিত অঞ্জি ধাতুর কর্ম্ম ইন্দ্রিয় গোচর বস্তুই হইয়া থাকে সকলপ্রকার উপাধি সম্বন্ধ বর্জ্জিত বলিয়া পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গোচর বা ব্যক্ত নহেন এই কারণে তাঁহাকে অব্যক্ত বলা যায়। তিনি অব্যক্ত হইলেও অধ্যারোপবাদ ন্যায়ে অর্থাৎ বিধিমুখে না হইলেও নিষেধরূপে, কতকগুলি বিশেষণের দ্বারা কোনপ্রকার শাস্ত্রে লক্ষিত হইয়া থাকেন। ১।

শ্রীভগবানুবাচ—।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥

অন্বয়। যে নিত্যযুক্তা ময়ি মনঃ আবেশ্য পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ সন্তঃ মাং উপাসতে তে যুক্ততমাঃ (ইতি) মে মতাঃ। ২।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন। যে সকল নিত্যযুক্ত ভক্তগণ আমাতে অন্তঃকরণ নিবেশিত করিয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমার নিকটে যুক্ততম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ২।

ভাষ্য। যে তু অক্ষরোপাসকাঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ নিবৃত্তৈষণাঃ তে তাবৎ তিষ্ঠন্তু তান্‌প্রতি যদ্‌বক্তব্যং তদুপরিষ্টাৎ বক্ষ্যামঃ যে তুইতরে—

ময়ি বিশ্বরূপে পরমেশ্বরে আবেশ্য সমাধায় মনঃ যে ভক্তাঃ সন্তঃ মাং সর্ব্বযোগেশ্বরাণামীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং বিমুক্তরাগাদিক্লেশতিমিরদৃষ্টিং নিত্যযুক্তা অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তোক্তশ্লোকার্থন্যায়েন সততযুক্তাঃ সন্তঃ উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টয়া উপেতাঃ তে মে মম মতা অভিপ্রেতা যুক্ততমাইতি। নৈরন্তর্য্যেণ হি তে মচ্চিত্ততয়া অহোরাত্রমতিবাহয়ন্তি অতো যুক্তং তান্‌প্রতি যুক্ততমা ইতি বক্তুং। ২।

ভাষ্যানুবাদ। (শ্রীভগবান্ কহিলেন) যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী এবং সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া সেই অক্ষর অব্যক্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা এখন থাকুন, তাঁহাদের বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা পরে বলিতেছি—যাঁহারা কিন্তু সেইরূপ ভাবে পরব্রহ্মের উপাসক নহেন, কিন্তু আমার এই বিশ্বরূপে মন আবেশিত করিয়া অর্থাৎ সমাহিত করিয়া, ভক্তি সহকারে একাদশাধ্যায়ের শেষে উক্ত শ্লোকের অর্থানুসারে সতত যুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করিয়া থাকেন—আমি কি রূপ? সকল যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিরূপ-অবিদ্যাময়তিমিরদৃষ্টিবর্জ্জিত, এই ভাবে আমাকে বুঝিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার উপাসনা করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন, আমার কাছে তাঁহারা যুক্ততম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিয়া যে হেতু তাঁহারা দিন রাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকেন এই কারণে তাঁহাদিগকে যুক্ততম বলিয়া নির্দ্দেশ করাই উচিত। ২।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়। যে তু সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য সর্ব্বত্রগং অচিন্ত্যং অচলং কূটস্থং ধ্রুবং অনির্দ্দেশ্যং অব্যক্তং অক্ষরং পর্য্যুপাসতে তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি। ৩—৪।

মূলানুবাদ। যাঁহারা সকল জীবের হিত করিতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি পরায়ণ, অথচ সকল ইন্দ্রিয়কে সকল বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, সেই সর্ব্বত্রগ-অচিন্ত্যরূপ-নিষ্ক্রিয়-সনাতন-অপরিবর্ত্তন স্বভাব, অনির্দ্দেশ্য-অব্যক্ত-অবিনাশি ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা কিন্তু সাক্ষাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩—৪।

ভাষ্য। কিমিতরে যুক্ততমা ন ভবন্তি?—ন কিন্তু তান্প্রতি যদ্বক্তব্যং তৎ শৃণু—যে তু—অক্ষরং অনির্দ্দেশ্যং অব্যক্তত্বাদ্ অশব্দগোচরং ইতি ন নির্দ্দেষ্টুং শক্যতে অতোঽনির্দ্দেশ্যং অব্যক্তং ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তং পর্য্যুপাসতে পরি সমন্তাৎ উপাসতে। উপাসনং নাম যথাশাস্ত্র মুপাস্যস্য অর্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয় প্রবাহেণ দীর্ঘকালং যদ্আসনং তদ্ উপাসনমাচক্ষতে। অক্ষরস্য বিশেষণমাহ সর্ব্বত্রগং ব্যোমবদ্ব্যাপি অচিন্ত্যং চ অব্যক্তত্বাদচিন্ত্যং যদ্ হি করণগোচরং তন্মনসাঽপি চিন্ত্যং তদ্বিপরীতত্বাৎ অচিন্ত্যং অক্ষরং কূটস্থং দৃশ্যমানগুণমন্তর্দোষি বস্তু কূটং "কূটক্বপং বৃট সাক্ষ্যং" ইত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে। তথাচ অবিদ্যাদ্যনেকসংসারবীজমন্তর্দোষমব্যাকৃতাদি শব্দবাচ্যতয়া—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং," "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যৎতৎ কূটং তস্মিন্ কূটে স্থিতং কূটস্থং তদধ্যক্ষতয়া। অথবা রাশিরিব স্থিতং কূটস্থং অতএবাচলং তস্মাদ্ধ্রুবং নিত্যমিত্যর্থঃ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। তবে কি অন্যপ্রকারের উপাসকগণ (অব্যক্তোপাসকগণ) যুক্ততম নহেন? তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের বিষয় যাহা বক্তব্য তাহা এইক্ষণে বলা হইতেছে। যাঁহারা অক্ষরের উপাসনা করেন সে অক্ষর কেমন? অনির্দ্দেশ্য যে হেতু তাহা ব্যক্ত নহে সুতরাং কোন প্রকার

শব্দের গোচর নহে এই কারণে তাহা অনির্দ্দেশ্য যাহাকে শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় তাহার নাম নির্দ্দেশ্য অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশি ব্রহ্ম নির্দ্দেশ্য নহে। সেই অক্ষর অব্যক্ত, কারণ, কোন প্রমাণের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হয় না এই কারণে তাহা অব্যক্ত, সেই অব্যক্তের যাঁহারা উপাসনা করেন, উপাসনা কাহাকে বলে? শাস্ত্রীয় উপদেশের সাহায্যে, উপাস্যবস্তুর স্বরূপ প্রথমতঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহার পর সেই উপাস্য বস্তুর সামীপ্যলাভ করিয়া অর্থাৎ সেই উপাস্য বস্তু ভিন্ন আর সকল পদার্থ হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া সেই উপাস্য বিষয়কে অবলম্বন পূর্ব্বক যে একাকার ধারাবাহিক মনের বৃত্তি-ধারা, যে বৃত্তিধারা তৈলধারার ন্যায় দীর্ঘকাল ও অবিচ্ছিন্ন, সেই উপাস্য বিষয়িণী সদৃশ বৃত্তিধারাকেই উপাসনা বলা যায়। সেই অক্ষরের অন্য বিশেষণ বলা হইতেছে উহা সর্ব্বত্রগ—অর্থাৎ আকাশের ন্যায় উহা সর্ব্ব ব্যাপী উহা অচিন্ত্য যে হেতু অব্যক্ত এই কারণেই অচিন্ত্য, যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় তাহাকেই মনে চিন্তা করিতে পারা যায়, এই অক্ষর ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে সুতরাং উহা অচিন্ত্য, উহা "কূটস্থ" যাহার বাহিরে গুণ দেখা যায় কিন্তু ভিতরে যাহা দোষে পরিপূর্ণ, তাহাতেই কূট শব্দের প্রয়োগ লোকে করিয়া থাকে, যেমন সাধারণে ব্যবহার আছে "কূটরূপ" "কূট সাক্ষ্য" প্রভৃতি। প্রকৃত স্থলেও যাহা অবিদ্যা প্রভৃতি অনর্থময় সংসারের বীজ যাহা ভিতরে দোষে ভরা—"প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিবে," "আমার মায়া অপরিহার্য্য" এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যে যাহাকে মায়া শব্দের দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকে এবং অব্যাকৃত প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও যাহার নির্দ্দেশ হইয়া থাকে সেই জগৎকারণ বস্তুকে কূট বলা যায় সেই কূটে যিনি অবস্থিত অর্থাৎ যিনি সেই কূটশব্দ বাচ্য মায়ার অধিষ্ঠাতা বা অধ্যক্ষ তাঁহাকেই কূটস্থ বলা যায়। অথবা কূট শব্দের অর্থ রাশি, রাশি যেমন অচল অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান থাকে সেই রূপ সেই অক্ষরও অচল ও অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান। যে হেতু কূটস্থ এই জন্যই অচল যে কারণে অচল এই জন্যই ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য ইহাই অর্থ। ৩।

ভাষ্য। সংনিয়ম্যেতি সম্ নিয়ম্য সংহৃত্য ইন্দ্রিয়গ্রামম্ ইন্দ্রিয়সমুদায়ং সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ কালে সমবুদ্ধয়ঃ সমা তুল্যা বুদ্ধির্যেষাং ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তৌ তে সমবুদ্ধয়ঃতে যে এবং বিধাঃ তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। নতু তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিন্মাং তে প্রাপ্নুবন্তীতি। জ্ঞানীত্বাত্মৈব মেমত মিতি যুক্তং নহি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বং অযুক্ততমত্ব বা বাচ্যং। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। সংনিযম্য ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। সম্যক্ প্রকারে নিযমিত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহৃত করিয়া বা সংযত করিয়া—কাহাকে? ইন্দ্রিয় গ্রাম কে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমুদাযকে (যাঁহারা সেই অক্ষরের উপাসনা করেন তাঁহারা কিরূপ? "সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি" কি ইষ্ট কি অনিষ্ট সকল প্রকার বস্তু প্রাপ্তিতে যাঁহাদের বুদ্ধি একই প্রকার তাঁহাদিগকে সমবুদ্ধি বলা যায়। যাঁহারা এই প্রকার হইয়া সেই অক্ষরের উপাসনা করেন তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন আমাকে যে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবিষয়ে আর কি বলা যাইবে? জ্ঞানী আমার আত্মা এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যাঁহারা একেবারে ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে যুক্ততমত্ব বা অযুক্ততমত্ব কি কিছু—বলিবার আবশ্যকতা আছে? ।৪।

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভির্বাপ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়। অব্যক্তাসক্ত চেতসাং ক্লেশঃ অধিকতরো (ভবতি) হি (যতঃ) দেহবদ্ভিঃ অব্যক্তা গতিঃ দুঃখং (যথাস্যাৎ তথা) অবাপ্যতে। ৫।

অনুবাদ। সেই অব্যক্ত অর্থাৎ নিরুপাধি ব্রহ্ম যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত তাঁহাদের (সিদ্ধি লাভ করিতে) ক্লেশ অধিক তর (হইয়া থাকে) কারণ যতক্ষণ দেহাভিমান থাকে ততক্ষণ—সেই অক্ষরাত্মক গতি লাভ করিতে বড়ই দুঃখ সহন করিতে হয়। ৫।

ভাষ্য। কিন্তু ক্লেশঃ অধিকতরঃ—যদ্যপি মৎকর্ম্মাদি পরাণাং ক্লেশোঽধিক এব ক্লেশোঽধিকতরস্তু অক্ষরাত্মনা পরমার্থদর্শিনাং দেহাভিমানপরিত্যাগনিমিত্তঃ। অব্যক্তাসক্তচেতসাং অব্যক্তে আসক্তং চেতোযেষাং তে অব্যক্তাসক্তচেতসঃ তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং অব্যক্তাহি যস্মাৎ যা গতিরক্ষরাত্মিকা দুঃখং সা দেহবদ্ভিঃ দেহাভিমানবদ্ভিঃ অবাপ্যতে, অতঃ ক্লেশঃ অধিকতরঃ। অক্ষরোপাসকানাং যদ্বর্ত্তনং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হযেন্ বটে কিন্তু তাঁহাদের ক্লেশ অধিকতর যদিও যাঁহারা মৎকর্ম্ম প্রভৃতি দুষ্কর ব্যাপার সাধন করিয়া বিশ্বরূপের উপাসনা করেন তাঁহাদের (সাধন মার্গে) ক্লেশ আছে বটে কিন্তু তথাপি যাঁহারা সেই অবিনাশি অক্ষরকেই পরমার্থ তত্ত্ববলিয়া দেখিতে প্রযাস করেন তাঁহাদের (সাধন মার্গে) ক্লেশ অধিকতর, কারণ দেহাভিমান পরি-

ত্যাগের জন্যই (তাঁহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ সহিতে হয়) যাঁহাদের চিত্ত সেই অব্যক্ত অক্ষরে আসক্ত তাঁহাদিগকেই অব্যক্তাসক্তচেতা বলা যায়। (কেন এমন অধিক ক্লেশ তাঁহাদের হয় ?) যাঁহাদের দেহাভিমান আছে তাহাদের পক্ষে সেই অক্ষরাত্মক গতি লাভ করিতে বিশেষ দুঃখ সহিতে হয় এই জন্যই দেহাভিমানীর পক্ষে অব্যক্তোপাসনার ক্লেশ অধিকতর। অক্ষরোপাসকগণের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। ৫।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং॥ ৭॥

অন্বয়। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ সন্তঃ অনন্যেন যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে হে পার্থ ময়ি আবেশিত চেতসাং তেষাং অহং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ন চিরাৎ উদ্ধর্ত্তা ভবামি। ৬—৭।

মূলানুবাদ। যাঁহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সন্ন্যস্ত করেন এবং মৎপর হইয়া অনন্য যোগের সাহায্যে আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন হে পার্থ সেই সকল আমাতে আবেশিত চিত্ত উপাসকগণকে আমি শীঘ্রই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে সমুদ্ধার করিয়া থাকি। ৬—৭।

ভাষ্য। যে ত্বিতি যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি ঈশ্বরে সংন্যস্য মৎপরা অহং পরো যেষাং তে মৎপরাঃ সন্তঃ অনন্যেনৈব অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমন্যানং মুক্ত্বা যস্য সোঽনন্যঃ তেনানন্যেন এব সমাধিনা মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে। তেষাং কিং ? তেষাং মদুপাসনৈকপরাণাং অহমীশ্বরঃ সমুদ্ধর্ত্তা কুতঃ ইত্যাহ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ মৃত্যুসংসারঃ স এব সাগরঃ ইব সাগরঃ দুষ্কৃতরত্বাৎ তস্মাৎ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ন চিরাৎ কিং তর্হি ? ক্ষিপ্রমেব, হে পার্থ। ময্যাবেশিত চেতসাং ময়ি বিশ্বরূপে আবেশিতং চেতো যেষাং তে ময্যাবেশিত চেতসঃ তেষাং। ৬—৭।

ভাষ্যানুবাদ। যে তু ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যাঁহারা কিন্তু মৎপরায়ণ, এবং যাঁহারা আমাতে অর্থাৎ জগদীশ্বরে, সকল কর্ম্ম সংন্যাস করিয়া অনন্য যোগের দ্বারা আমার স্বরূপধ্যানরূপ মদুপাসনা করেন—এখানে যে যোগ শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ সমাধি সেই সমাধি কেমন ? "অনন্য"

সেই মদীয় বিশ্বরূপস্বরূপ আত্মভূত বেদনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন আলম্বনেই যে সমাধি হইতে পারে না সেই সমাধিকেই অনন্য যোগ কহা যায়। সেই অনন্য যোগের দ্বারা যাঁহারা আমার উপাসনা করেন তাঁহাদের কি হয়? হে পার্থ আমি, বিলম্বে নহে কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদিগকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। যে সংসারে মরণ লাগিয়াই আছে তাহাকে মৃত্যু সংসার বলা যায়, সাগর যেমন দুস্পার সেইরূপ এই মৃত্যু সংসার ও দুস্পার এই জন্য ইহাকে মৃত্যুসংসারসাগর বলা গিয়াছে। যাঁহাদের সেই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে আমি উদ্ধার করি তাঁহারা কিরূপ? "ময্যাবেশিতচেতা" আমাতে অর্থাৎ মদীয় বিশ্বরূপে তাঁহাদের চিত্ত আবেশিত প্রবেশিত অর্থাৎ সমাহিত হইয়াছে এইজন্যই তাঁহাদিগকে 'ময্যাবেশিত' চেতাঃ বলা যায় এই প্রকার ভক্তগণকে আমি মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।৬ —৭।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়, (এবং সতি) অতঃ ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি (অত্র) সংশয়ঃ ন (অস্তি)। ৮।

মূলানুবাদ। আমাতেই মনকে সমাহিত কর আমাতেই বুদ্ধিকে নিবেশিত কর (এইরূপ করিতে পারিলে) ইহার পর তুমি আমাতেই বাস করিতে পারিবে (এই বিষয়ে) কোন সন্দেহ নাই। ৮।

ভাষ্য। যত এবং তস্মাৎ ময়ি এব বিশ্বরূপে ঈশ্বরে মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকং আধৎস্ব স্থাপয়, ময়ি এব অধ্যবসায়ং কুর্ব্বতীং বুদ্ধিং আধৎস্ব নিবেশয়। ততস্তে কিংস্যাৎ ইতি শৃণু—নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাত্মনা ময়ি নিবাসং করিষ্যসি এব অতঃ শরীরপাতাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ সংশয়োঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। যে হেতু এইপ্রকার, সেই কারণে—তুমি আমাতেই অর্থাৎ বিশ্বরূপপরমেশ্বরে তোমার সংকল্পবিকল্পময় অন্তঃকরণকে আহিত কর অর্থাৎ স্থাপিত কর, এবং আমাতেই তোমার অধ্যবসায়বতী বুদ্ধিকে নিবেশিত কর এই প্রকার করিলে তোমার কি (লাভ) হইবে? তাহা শুন, তাহা হইলে তুমি আমাতে নিবাস করিতে পারিবে, করে? এই তোমার দেহ পাতের পর তুমি আমার স্বরূপ হইয়া আমাতে নিবাস করিতে পারিবে এই বিষয়ে সন্দেহ কর্ত্তব্য নহে। ৯।

বড় বড় ধর্ম্মই এইরূপ ঐতিহাসিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের ধর্ম্ম কিন্তু কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন নরনারীই বেদের প্রণেতা বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। বেদে সনাতন তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঋষিগণ উহার আবিষ্কর্ত্তা মাত্র। স্থানে স্থানে এই ঋষিগণের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু নামমাত্র। তাঁহারা কে ছিলেন, কি করিতেন, তাহাও আমরা জানি না। অনেকস্থলে তাঁহাদের পিতা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না আর প্রায় সকলেরই জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ। বাস্তবিক এই ঋষিগণ নামের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তাঁহারা সনাতন তত্ত্ব সমূহের প্রচারক ছিলেন এবং নিজেরা জীবনে সেই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া নিজেরা আদর্শ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন।

আবার যেমন আমাদের ঈশ্বর নির্গুণ অথচ সগুণ, সেইরূপ আমাদের ধর্ম্মও সম্পূর্ণ নির্গুণ অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর আমাদের ধর্ম্ম নির্ভর করে না, অথচ ইহাতে অনন্ত অবতার ও মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্মে যত অবতার, মহাপুরুষ, ঋষি প্রভৃতি আছেন, আর কোন্ ধর্ম্মে এত? শুধু তাহাই নহে, আমাদের ধর্ম্ম বলে—বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক মহাপুরুষ অবতারাদির অভ্যুদয় হইবে। ভাগবতে আছে 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'। সুতরাং তোমাদের ধর্ম্মে নূতন নূতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, অবতার ইত্যাদিকে গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। এই হেতু ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে যে সকল অবতার ও মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ঐতিহাসিক নহেন, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম বিন্দুমাত্র আঘাত পাইবে না, উহা পূর্ব্বের ন্যায়ই দৃঢ় থাকিবে, কারণ, কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নহে—সনাতন সত্যসমূহের উপর ইহা স্থাপিত। জগতের সকল লোককে জোর করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে মানাইবার চেষ্টা বৃথা। সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বসমূহ লইয়াও অনেককে একমতাবলম্বী করা কঠিন। তবে যদি কখন জগতের অধিকাংশ লোককে ধর্ম্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করা সম্ভব হয়, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানাইতে চেষ্টা করিলে তাহা হইবে না, বরং সনাতন তত্ত্ব সমূহে বিশ্বাসী হইয়া অনেকে একমতাবলম্বী হওয়া সম্ভব। অথচ আমাদের ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের কথার

অথচ বেদান্তে অসংখ্য অবতারাদির স্থান আছে।

প্রামাণ্য ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করিয়া থাকে—এ বিষয় আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

'ইষ্টনিষ্ঠা' রূপ যে অপূর্ব্ব মত আমাদের দেশে প্রচলিত তাহাতে এই সকল অবতারগণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা আদর্শ করিতে তোমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে। তুমি যে কোন অবতারকে তোমার জীবনের আদর্শ স্বরূপ ও বিশেষ উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে পার, এমন কি, তুমি তাঁহাকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু সনাতন তত্ত্বসমূহই যেন তোমার ধর্ম্মসাধনের মূলভিত্তি হয়। এই বিষয়টী বিশেষ লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য্য হইবে যে, যে অবতারই হউন না কেন, বৈদিক সনাতন তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াই আমাদের নিকট তাঁহারা মান্য। শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মাহাত্ম্য যে, তিনি এই তত্ত্বাত্মক সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।

জগতের সকলেরই বেদান্তের চর্চ্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ কথিত হইল।—বেদান্তই একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। দ্বিতীয় কারণ এই,

বেদান্ত বিজ্ঞানসম্মত।

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহার উপদেশাবলির সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। অতি প্রাচীনকালে দুইটি সমপ্রকৃতিক বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পথে জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।—আমি প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির কথা বলিতেছি। শেষোক্ত জাতি বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিয়া সেই চরম লক্ষ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত জাতি অন্তর্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। আর তাঁহাদের এই বিশ্লেষণের ইতিহাসের নানা অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই দুই বিভিন্ন প্রকার চিন্তাপ্রণালী সেই অনন্ত লক্ষ্যের দিকে একই প্রকার প্রতিধ্বনি করিয়াছে। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে,আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ কেবল বেদান্তীই—যাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে,—নিজ ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। ইহা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ত্তমান জড়বাদ নিজ সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের নিকট এবং যাঁহারা এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন,

তাঁহাদের নিকট ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন, বেদান্ত অনেক শতাব্দী পূর্ব্বেই সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়শক্তিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র।

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিগণের পক্ষে বেদান্তের আলোচনার এই দ্বিতীয় হেতু—ইহার অদ্ভুত বিচারসহত্ব। আমাকে পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাল ভাল বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ। আমার সহিত ইহাঁদের একজনের বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁহার এদিকে থাইবার বা যন্ত্রাগার হইতে বাহিরে যাইবার সাবকাশ নাই। এদিকে তিনি ঘণ্টাভর ধরিয়া আমার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতেছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, বেদান্তের উপদেশগুলি এতদূর বিজ্ঞানসম্মত বর্ত্তমান যুগের অভাব আকাঙ্ক্ষা এরূপ সুন্দরভাবে উহা পূরণ করিয়া থাকে, আর আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, তাহার সহিত উহার এরূপ সামঞ্জস্য যে, আমি উহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না।

ধর্ম্মসমূহ তুলনায় সমালোচনা করিয়া আমরা তাহা হইতে যে দুইটী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই, তাহাদের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথম তত্ত্বটী এই যে—সকল ধর্ম্মই সত্য। দ্বিতীয় তত্ত্বটি এই জগতের সকল বস্তু আপাততঃ বিভিন্ন বোধ হইলেও সকলই এক বস্তুর বিকাশমাত্র। বাবিলোনিয়ান ও যাহুদীদের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একটী বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, বাবিলোনিয় ও যাহুদী জাতির মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ছিল। এই সমুদয় পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আবার এক সাধারণ নাম ছিল। বাবিলোনিয়দিগের সমুদয় দেবতার সাধারণ নাম ছিল - বাল। তন্মধ্যে বাল মেরোদক প্রধান। কালে এই একটী শাখা জাতি সেই জাতির অন্তর্গত অন্যান্য শাখাজাতিগুলিকে জয় করিয়া তাহাদিগকে আপনার সহিত মিশাইয়া লয়। তাহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, বিজেতা জাতির দেবতা অন্যান্য শাখাজাতির দেবতাগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করে। সেমাইট জাতি যে তথাকথিত একেশ্বরবাদ লইয়া গৌরব করিয়া থাকে,

তথাকথিত একেশ্বরবাদের উৎপত্তির ইতিহাস।

তাহা এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। যাহুদীজাতির সমুদয় দেবতার সাধারণ নাম ছিল আলক। ইহাদের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির দেবতার নাম ছিল মোলক-যাভা। এই ইস্রায়েল জাতি ক্রমশঃ উহার সমশ্রেণীস্থ অন্যান্য কতকগুলি জাতিকে জয় করিয়া নিজেদের মোলককে অন্যান্য মোলকগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান মোলক বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধে যে পরিমাণ রক্তপাত, অত্যাচার প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় আপনারা অনেকেই জানেন। পরবর্ত্তীকালে বাবিলোনীয়েরা মোলকযাভার এই প্রাধান্য লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

ভারত ও অন্যান্য দেশে বিভিন্ন জাতির দেবতার প্রাধান্য লাভের চেষ্টার পৃথক্ পৃথক্ ফল—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

আমার বোধ হয়, ধর্ম্মবিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ জাতির প্রাধান্য লাভের চেষ্টা ভারতের সীমান্ত প্রদেশেও ঘটিয়াছিল। এখানেও আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা সম্ভবতঃ পরস্পরের পৃথক্ পৃথক্ দেবতার প্রাধান্য স্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু বিধির বিধানে ভারতের ইতিহাস যাহুদীদের ইতিহাসের ন্যায় হইল না। বিধাতা যেন অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারতকে পরধর্ম্মে বিদ্বেষশূন্য ও ধর্ম্মসাধনায় গরিষ্ঠ ভূমি করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই কারণেই এখানে ঐ সকল বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সেই ইতিহাসের অধিকার বহির্ভূত সুদূর অতীত যুগে, কিম্বদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতে একজন অতি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়—জগতে এরূপ মহাপুরুষ সকলের সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাচীনকালেই এই সত্য উপলব্ধি ও প্রচার করেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' 'বাস্তবিক জগতে একমাত্র বস্তু আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন।' এরূপ চিরস্মরণীয় বাণী আর কখন উচ্চারিত হয় নাই, এরূপ মহান্ সত্য আর কখন আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্য আমাদের হিন্দুজাতির—জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ত্ব—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, যেন সর্ব্বাংশে আমাদের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা ঐ মহত্তম সত্যটিকে সর্ব্বাংশে ভালবাসি তাই আমাদের দেশ পরধর্ম্মে

দ্বেষরাহিত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিমাময় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে, কেবল এখানেই লোকে তাহাদের ধর্ম্মে ঘোরতর বিদ্বেষসম্পন্ন অপর ধর্ম্মাবলীর জন্যও মন্দির গির্জ্জাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। জগৎকে আমাদের নিকট এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্যরূপ মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে পরধর্ম্মবিদ্বেষের প্রাবল্য।

আমাদের দেশের বাহিরে এখনও কি ভয়ানক পরধর্ম্মদ্বেষ বর্ত্তমান, তাহা আপনারা কিছুই জানেন না। পরধর্ম্মদ্বেষ অনেক স্থানে এরূপ প্রবল যে, অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে যে, হয়ত আমাকে বিদেশে হাড় কখানা দিয়া যাইতে হইবে। ধর্ম্মের জন্য একজনকে মারিয়া ফেলা—এ ত তুচ্ছ কথা। আজ না হউক, এই মহাদৃপ্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলেই কালই এরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিলে সেই পাশ্চাত্য দেশবাসীকে সমাজচ্যুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যত প্রকার গুরুতর নির্য্যাতন সম্ভব, সব সহ্য করিতে হয়। এখানে তাহারা খুব সহজে ফড় ফড় করিয়া আমাদের জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে। আমি যেমন পাশ্চাত্য দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলাম, আপনারাও যদি সেইরূপ তথায় গিয়া কিছুদিন বাস করেন, তবে জানিতে পারিবেন, সেখানকার বড় বড় অধ্যাপক পর্য্যন্ত (যাহাদের কথা আপনারা এখানে শুনিতে পান) ঘোরতর কাপুরুষমাত্র এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, সাধারণের সমালোচনার ভয়ে তাহার শতাংশের একাংশও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করে না।

আমাদিগকে জগৎকে ধর্ম্মে উদারতা শিক্ষা দিতে হইবে।

এই কারণেই জগৎকে এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্যরূপ মহান্ সত্য শিক্ষা করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতার ভিতরে এই ভাব প্রবেশ করিলে উহার বিশেষ কল্যাণ হইবে। বাস্তবিকই এই ভাব প্রবেশ না করিলে কোন সভ্যতাই অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। গোঁড়ামি, রক্তপাত, পাশব অত্যাচার এ সকল যত দিন না বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই হইতে পারে না। যতদিন না আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হই, ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাথা তুলিতে পারে না আর এই মৈত্রীভাব বিকাশের প্রথম সোপান এই—পরস্পরের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করা। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত

করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি শুধু মৈত্রীভাবাপন্ন হইলেই চলিবে না—পরস্পরের ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস যতই পৃথক্ হউক, পরস্পরকে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হইবে! আমরা ভারতে ঠিক তাই করিয়া থাকি—এইমাত্র আপনাদিগকে আমি তাহা বলিয়াছি। এই ভাবেতেই কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য চার্চ্চ ও মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে। তাহারা যতই আমাদিগকে ঘৃণা করুক, তাহারা যতই পাশব ভাব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ ও অত্যাচার করুক, তাহারা সচরাচর যেমন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা ঐ খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য গির্জা ও মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে ছাড়িব না, যত দিন পর্য্যন্ত না প্রেমবলে উহাদিগকে জয় করিতে পারি, যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতি কখন দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না, ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হইতে পারে। কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখন জয়লাভ করিতে পারে না, ক্ষমা ও কোমলতাই সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে।

আমাদিগকে জগৎকে—ইউরোপ এবং সমগ্র জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে—আর এক মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক একত্বরূপ এই সনাতন মহান্ তত্ত্ব সম্ভবতঃ উচ্চজাতি অপেক্ষা নিম্নজাতির, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের, বলবান্ অপেক্ষা দুর্ব্বলের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়। হে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, আপনাদিগের নিকট আর বিস্তারিত ভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ইউরোপের আধুনিক অনুসন্ধানপ্রণালী কিরূপে ভৌতিক হিসাবে সমগ্র জগতের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, ভৌতিক দৃষ্টিতেই তুমি, আমি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি সবই অনন্ত জড়সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ স্বরূপ। আবার শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানও জড়বিজ্ঞানের ন্যায় প্রমাণ করিয়াছে যে, শরীর ও মন উভয়ই জড়সমুদ্রে বা সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরাজিমাত্র। আবার আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বেদান্তে দেখান হইয়াছে, এই আপাত প্রতীয়মান জগতের একত্বভাবেরও পশ্চাতে যে যথার্থ আত্মা রহিয়াছেন, তিনিও একমাত্র।

আমাদিগকে জগৎকে আর এক তত্ত্ব শিখাইতে হইবে—সমগ্র জগৎ বহু প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক এক।

জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আত্মাই বিরাজমান রহিয়াছেন, সবই সেই এক সত্তামাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বাস্তবিক যে এই একত্ব রহিয়াছে, এই মহান্ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন—অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক এদেশেও অনেকে এই অদ্বৈতবাদে ভয় খাইয়া থাকেন। এখনও এতন্মতাবলম্বী অপেক্ষা এই মতের বিরোধীর সংখ্যাই অধিক। তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, জগৎকে আমাদিগকে যদি কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয়, তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতি বিধানের জন্য এই অদ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যক। এই অদ্বৈতবাদ কার্য্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নাই।

অদ্বৈতবাদই নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি।

যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যজাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ—তিনি যতই বা ঈশ্বর-তুল্য ব্যক্তি হউন না কেন তিনি যখন কাল জন্মগ্রহণ করিয়া আজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, তখন তাঁহার অনুমোদিত বলিয়াই কোন দর্শন বা নীতিবিজ্ঞানের প্রামাণ্য হইতে পারে না। দর্শন বা নীতির প্রামাণ্যের এই মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিলে তাহা কখন জগতের উচ্চশ্রেণীস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাঁহারা কোন মনুষ্যের অনুমোদিত বলিয়া উহার প্রামাণ্য না মানিয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত দেখিতে চাহেন। নীতিবিজ্ঞানের এই সনাতন ভিত্তি সনাতন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে—যে একমাত্র অনন্ত সত্তা তোমাতে, আমাতে, আমাদের সকলের আত্মায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আত্মার অনন্ত একত্বই সর্ব্বপ্রকার নীতির মূল ভিত্তিস্বরূপ—তোমাতে আমাতে শুধু ভাই ভাই সম্বন্ধ নহে—সাহিত্যে পর্য্যন্ত মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা অভিব্যক্ত—এবং বালকেরাও তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে—বাস্তবিকপক্ষে তুমি আমি এক। ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্ব্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের মূল ভিত্তিই এই একত্ব।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা যেমন এই মতের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, ইউরোপের পক্ষেও তদ্রূপ ইহার প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষেও ইংলণ্ড, জর্ম্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় আজকাল যেরূপ ভাবে রাজনৈতিক ও

সামাজিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে এখনই তাহারা এই মহান্ তত্ত্বকেই ঐ সকলের মূলভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিতেছে। আর হে বন্ধুগণ, আপনারা লক্ষ্য করিবেন যে, সাহিত্যের মধ্যে যেখানে মানুষের স্বাধীনতা, অনন্ত স্বাধীনতার চেষ্টা অভিব্যক্ত, সেখানেই ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শসমূহও পরিস্ফুট। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকগণ তাঁহাদের প্রচারিত ভাবসমূহের মূলভিত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, কোন কোন স্থলে তাঁহারা আপনাদিগকে মৌলিক গবেষণাশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ আবার নির্ভয়ে কৃতজ্ঞহৃদয়ে কোন্ মূল হইতে তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে উহার নিকট ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিল।

পাশ্চাত্যদেশীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সমূহের মূলভিত্তি অদ্বৈতবাদ, যদিও সংস্কারকগণ অনেকে তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ।

বন্ধুগণ, যখন আমি আমেরিকায় ছিলাম, তখন আমি অদ্বৈতবাদই অধিক প্রচার করিতেছি, দ্বৈতবাদ বড় করিতেছি না, এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাইতাম। দ্বৈতবাদের প্রেম ভক্তি উপাসনায় যে কি অসীম অপূর্ব্ব পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা আমি জানি, উহার অপূর্ব্ব মহিমা আমি সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু বন্ধুগণ, এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করিবার পর্য্যন্ত সময় নাই। আমরা যথেষ্ট কাঁদিয়াছি। এখন আর আমাদের কোমল ভাব অবলম্বন করিবার সময় নহে। এইরূপ কোমলতার সাধন করিতে করিতে আমরা এখন জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছি, আমরা তুলারাশির ন্যায় কোমল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া। এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়—যেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই কার্য্য সাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদিও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক, আর অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করিয়া উহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তাসাধন করা যাইতে পারে।

আমার মুখ্যভাবে অদ্বৈতবাদ প্রচারের কারণ।

REGISTERED No. C 295.

Ak3 265
B
Bd 375
351-19

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

IMPERIAL LIBRARY
21 JUL 1906
WRITERS BUILDINGS

সূচী।

	বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	পূর্ব্বমীমাংসা (সংক্ষিপ্ত পরিচয়)	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ		....	৩৫৩
২।	শঙ্কর প্রসঙ্গ ...	শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ		...	৩৬১
৩।	শ্রীশ্রীরামানুজ চরিত	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	...	...	৩৬৯
৪।	স্বামী বিবেকানন্দের পত্র	...	...	...	৩৭৮
৫।	সংবাদ ও মন্তব্য ...	...	...	....	৩৮৫
৬।	ভারতে বিবেকানন্দ ...	...	...	...	৩৮৭

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ ১৲, বাঁধান	১৷৹
„ জ্ঞানযোগ	১৲	„ জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
„ কর্ম্মযোগ	৷৹	„ ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৹
„ ভক্তিযোগ	৷৹	„ কর্ম্মযোগ	৷৵৹
„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹	„ চিকাগো বক্তৃতা	।৹
„ বক্তৃতা ও পত্র	।৹	„ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
„ কথোপকথন	।৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। আসাম ব্রাঞ্চ—ধুবরী।

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

As 875
As 3265
21 JUL

পূর্ব্বমীমাংসা।

(সংক্ষিপ্ত পরিচয়।)

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

প্রথম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথমে বিচারদ্বারা ইহাই স্থির করা হইয়াছে যে, সমগ্র বেদের অধ্যয়ন করা কেবল শুভাদৃষ্ট সিদ্ধির জন্য নহে, কিন্তু জ্ঞানের জন্য, অর্থাৎ সমগ্র বেদ পড়িবার ফল—বেদের অর্থজ্ঞান। সেই অর্থ কি ? তাহা ধর্ম্ম ; সাক্ষাৎ হউক বা পরম্পরায় হউক বেদ ধর্ম্মকেই প্রতিপাদন করে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?—যাহার দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, অথচ যাহাকে বুঝিতে হইলে বেদ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই ; তাহাকেই ধর্ম্ম কহে। অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগকে ধর্ম্ম বলা যায়, কারণ ঐ সকল যাগ করিলে যে স্বর্গ হয়, তাহা বেদ ছাড়া অন্য কোন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

এই প্রকার সিদ্ধান্তটী মানিয়া লইতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে লোকের মনে এই প্রশ্নটী উপস্থিত হয় যে, যে বেদের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল ক্লেশকর অর্থসাধ্য যাগ করিতে লোকে প্রবৃত্ত হইবে, সেই বেদ প্রমাণ কি না ? অর্থাৎ যাগ করিলে বাস্তবিক স্বর্গ হয় কি না ? আর একটু বিশদভাবে দেখিতে গেলে এই প্রশ্নটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত—প্রথম, মানুষ মৃত্যুর পর এই জন্মের কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে পারে কি না ? দ্বিতীয়, তাহা যদি পারে তাহা হইলে যে বেদের বিধি অনুসারে যাগাদি করে সে পরলোকে স্বর্গাদি ফলভোগ করিতে পারে, ইহা সত্য কি না ?

এই দুইটী প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে মীমাংসকগণ যে সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন এক্ষণে আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব :—

তাঁহারা বলেন, মানবের কোন্ জ্ঞানটী যথার্থ—আর কোন্ জ্ঞানটী ভ্রান্তি, তাহা বুঝিবার উপায় কি ? মনে কর, একজন রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝিতেছে আর একজন প্রকৃত সর্পকেই সর্প বলিয়া বুঝিতেছে ; দুইজনেরই জ্ঞানের বিষয়

ভিন্ন হইলেও তাহাদের জ্ঞানের আকার ত একই রূপ, দুইজনেরই জ্ঞান—সর্প ছাড়া অন্য কোন বস্তু ত প্রকাশ পাইতেছে না, এরূপ অবস্থায় এই দুইটী জ্ঞানের পার্থক্য বুঝিবার উপায় কি? পার্থক্য বুঝিবার একমাত্র উপায় এই যে, ভ্রান্তিজ্ঞানের পরে—যখন আমাদের ভ্রমের কারণ অপনীত হয়, তখন আমাদের মনে আপনি এইরূপ জ্ঞান হয় যে, আমি এতক্ষণ যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা ঠিক নহে। আমি একগাছা দড়িকে সাপ বলিয়া বুঝিয়াছিলাম উহা বাস্তবিক দড়ি, সাপ নহে, এই প্রকার জ্ঞানকে বাধজ্ঞান কহে। এই বাধজ্ঞানের দ্বারা যে জ্ঞানের মিথ্যাস্বভাব না বুঝা যায়, সেই জ্ঞানই প্রমাণ, আর যে জ্ঞানের মিথ্যা স্বভাব এই বাধজ্ঞানের দ্বারা নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহাকেই অপ্রমাণ বা ভ্রমজ্ঞান কহে।

সুতরাং ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, যতক্ষণ বাধজ্ঞান না উপস্থিত হয়, ততক্ষণ সকল জ্ঞানকেই আমরা প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য, তাহাই যদি হইল তবে বেদের দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান হয়,তাহার মিথ্যা স্বভাব, যে পর্য্যন্ত বাধ-জ্ঞান দ্বারা আমরা না বুঝিব, ততক্ষণ আমরা সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়া অবশ্য অঙ্গীকার করিব। আচ্ছা দেখা যাক বেদের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার বাধ হওয়া সম্ভব কি না? অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয় তাহার বাধ হইবার যে সকল কারণ আছে, সেই সকল কারণ বেদে সম্ভব কিনা? বাক্যের দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহাকে ভ্রম বলিবার কারণ প্রধানতঃ এই কয়টী যথা—যে বাক্য প্রয়োগ করে তাহার অজ্ঞান—অর্থাৎ যদি সে না বুঝিয়া বা বিপরীত বুঝিয়া বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সেই বাক্যজনিত জ্ঞান মিথ্যা হয় অথবা যে বক্তা, সে যদি প্রতারক হয় কিম্বা সে যদি অন্যমনস্ক হয়, তাহা হইলেও তাহার বাক্যজনিত জ্ঞান মিথ্যা হইবার সম্ভব, এইরূপ কারণ বিদ্যমান থাকিলেই বাক্য মিথ্যা হয়, কিন্তু বেদ বাক্যকে মিথ্যা বলিতে হইলে ঐ সকল কারণগুলি বেদে থাকিতে পারে কি না তাহা অগ্রে দেখা উচিত। মীমাংসকগণ বলেন, ঐ সকল কারণ বেদে ঘটিতেই পারে না, কারণ, বেদ কোন পুরুষের বাক্য নহে। সৃষ্টিরও যেমন আদি নাই, বেদেরও সেইরূপ আদি নাই। যদি বেদের কেহ নির্ম্মাতা থাকিত, তাহা হইলে, সেই বেদ নির্ম্মাতার অজ্ঞান বা প্রমাদ অথবা প্রতারণেচ্ছা এই সকল কারণের দ্বারা বেদবাক্যকে মিথ্যা বলা যাইত। তাহাই যখন সম্ভব নহে, তখন, বক্তার দোষে বেদবাক্যকে [illegible] পারে না।

তবে এইক্ষণে দেখা উচিত যে বক্তার দোষে বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইলেও, পরে বাধ হয় বলিয়া, উহা মিথ্যা হইবে না কেন? ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, বেদবাক্য শুনিয়া আমাদের যে সকল জ্ঞান হয় তাহার বাধ হইবারও সম্ভাবনা নাই; কারণ, বেদের দ্বারা যে সকল যাগ বা হোমের কর্ত্তব্যতা জ্ঞান আমাদের হয়, সেই সকল যাগ বা হোমের ফল এই লোকে হয় না, অর্থাৎ এই দেহে ত আর স্বর্গ সুখ ভোগ হয় না, মৃত্যুর পর স্বর্গ সুখ ভোগ করিবার জন্য অমুক যাগ বা অমুক হোম করিবে এই প্রকার উপদেশই ত আমরা বেদের মধ্যে পাইয়া থাকি। সেই উপদেশ জনিত জ্ঞান যে মিথ্যা তাহা বুঝিবার কোন উপায় ত আমার নাই, কারণ, মৃত্যুর পর দেবদেহধারণ করিয়া স্বর্গভোগ করিতে পারা যায় এইপ্রকার জ্ঞানের সহিত লৌকিক কোন প্রত্যক্ষ বা অনুমানের বিরোধ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না তাহা ত আর লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। মৃত্যুর পর দেবদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গভোগ করিলে, এ জগতের প্রমাণ সিদ্ধ কোন বস্তুর যদি অপলাপ হইত, তাহা হইলে না হয় তোমরা বলিতে পারিতে লৌকিক প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া স্বর্গ বা পরলোক সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং রজ্জুতে সর্প জ্ঞান, যেমন হাত দিয়া রজ্জুবোধ হইবার পর লৌকিক প্রমাণ বিরুদ্ধ বলিয়া ভ্রান্তি বলিয়া সিদ্ধ হয়, "অগ্নিহোত্র যাগকর্ত্তা মরণের পর স্বর্গ ভোগ করে" এই প্রকার বেদবাক্যজনিত জ্ঞানগুলি, সেইরূপ, লৌকিক প্রমাণ বিরুদ্ধ বলিয়া ভ্রান্তিরূপে কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই প্রকার যুক্তি সকলের দ্বারা বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সিদ্ধ করিয়া মীমাংসকগণ বলেন, বেদ যদি স্বতঃ প্রমাণ বলিয়াই সিদ্ধ হইল, তখন বেদে যাহা বলে তাহা সকলই সত্য। বেদে যখন বলিতেছে, স্বর্গ সুখ ভোগ করিবার জন্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগ করিতে হইবে তখন স্বর্গও আছে এবং মৃত্যুর পর অগ্নিহোত্র যাগ কর্ত্তার—স্বর্গ সুখ ভোগ করিবার উপযুক্ত স্বর্গীয় শরীরও যে হয়, তাহাও সত্য। তাহাই যদি হইল,তবে,পার্থিব-ক্ষণভঙ্গুর-দুঃখবহুল ও দুর্লভ সুখের জন্য আয়ুঃক্ষয় না করিয়া, ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী দুঃখশূন্য স্বর্গরূপ মহাসুখ [illegible] করিবার জন্য, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সকল যাগ কেমন [illegible] করিতে হয় তাহা জানিতে গেলে, বেদ ছাড়া যখন অন্য কোন উপায় [illegible]ই, তখন তাহা বুঝিবার [illegible] পড়িতে হইবে। বেদ শুধু পড়িলেই ত আর চলিবে [illegible]ন, বেদ বড় দুর্ব্বোধ গ্রন্থ, আপাততঃ দেখিলে ইহার মধ্যে নানাপ্রকার

বিরোধ, পুনরুক্তি, ও নিরর্থকতা প্রভৃতি প্রতীয়মান হয়, সেই সকল বিরোধ পুনরুক্তি ও নিরর্থকতা প্রভৃতির দোষের উদ্ধারের পথগুলি বুঝিতে না পারিলে, বেদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। এই জন্যই মীমাংসা দর্শনের সাহায্য লওয়া একান্ত আবশ্যক, মীমাংসা দর্শনের সাহায্য ব্যতিরেকে বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার অন্য কোন পথ নাই।

মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপরিলিখিত বিষয়গুলি অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থ বাড়িয়া যাইবে, এবং সাধারণের বিশেষ রুচিকর না হইতে পারে, এই ভাবিয়া সংক্ষেপে প্রধান বিষয় গুলির পরিচয় দিলাম। পরে দ্বিতীয় পাদে প্রধানতঃ কি কি বিষয় বিচারিত হইয়াছে তাহা দেখাইব।

প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে বেদের প্রামাণ্য এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, দ্বিতীয় পাদে প্রথমতঃ অর্থবাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করা হইয়াছে। অর্থবাদের প্রামাণ্য পৃথক্‌ভাবে সিদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন? তাহা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। তাহা বুঝিতে হইলে, অর্থবাদ কাহাকে বলে তাহাও বুঝিতে হইবে, জৈমিনির মতে বেদের বিভাগ নানারূপে হইতে পারে। প্রথম তিনি দেখাইয়াছেন যে, বেদকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়—এক মন্ত্র, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। মন্ত্র কাহাকে বলে, তাহার একটা সামান্য লক্ষণ করিবার জন্য মীমাংসকগণ, যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছেন, সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়াছে, শেষে তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে গুরুশিষ্য পরম্পরাদ্বারা অনাদি কাল হইতে প্রচলিত বৈদিক সম্প্রদায়ে, বেদের যে অংশগুলি মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে সেই অংশগুলিকেই মন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত। এই লক্ষণ অনুসারে ঋগ্বেদ সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ও অথর্ব্বসংহিতা এই কয়খানি গ্রন্থকেই এখন বেদের মন্ত্রভাগ বলা যাইতে পারে। এই সকল পুস্তকগুলিই এখন ছাপা হইয়াছে, ইউরোপীয় প্রাচ্য ভাষাবিদ্ বুধগণের মতে ঋগ্বেদসংহিতাই সকল বেদসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন, তাহাদের এই মত সমীচীন কিনা তাহা বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া এখানে আমি সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না।

মন্ত্রের যেমন একটা অনুগত লক্ষণ হয় না ব্রাহ্মণেরও তাই। ব্রাহ্মণের একটা সামান্য লক্ষণ স্থির করিবার জন্য ভাষ্যকার শবরস্বামী বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সামান্য লক্ষণ করিতে না পারিয়া শেষে সূত্রকার জৈমিনির মতেই

সম্মতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। "আচার্য্যগণ গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে বেদের যে ভাগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অনাদিকাল হইতে মানিয়া আসিতেছেন সেই ভাগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়"—ইহাই হইল মীমাংসকসম্মত বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তাণ্ডাব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভাব হইয়া থাকে। মন্ত্রভাগ যেমন অধিকাংশই ছন্দোবদ্ধ, ব্রাহ্মণভাগেরও অধিকাংশ সেই প্রকার গদ্যে নিবদ্ধ।

তাহা ছাড়া ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগেও বেদের বিভাগ হইতে পারে। এই বিভাগ অনুসারে প্রত্যেক বেদের মধ্যে আবার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বলিয়া দুইটী ভাগ আছে। যেমন ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ ঋক্‌সংহিতা, ব্রাহ্মণ ভাগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদ কিন্তু দুইপ্রকার শুক্লযজুঃ এবং কৃষ্ণযজুঃ। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগকে বাজসনেয় সংহিতা বলে। এই সংহিতা খানিতে ঋগ্বেদ সংহিতার ন্যায় পদ্য ছাড়া গদ্য একেবারে নাই, ইহার ব্রাহ্মণ ভাগের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগকে তৈত্তিরীয় সংহিতা কহে, এই সংহিতা খানি কিন্তু অন্যান্য সকল সংহিতা হইতে বিলক্ষণ। কারণ, ইহার গদ্য ও পদ্য দুইই প্রচুরভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। এইরূপ সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ আছে, আবার ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে আরণ্যক ও উপনিষদ বলিয়া অধিক দুইটীভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ্ হইলেই যে উহা ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট তাহাও ঠিক নহে, কারণ, ঈশোপনিষদ্ খানি সংহিতা ভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট।

উপরে যে দুইরূপে বেদ বিভাগ দেখান হইল তাহা ছাড়া আরও একরূপে মীমাংসকগণ বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন যথা—বিধি, নিষেধ, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়। এই পাঁচ ভাগে বেদের বিভাগ অতি স্পষ্টভাবে জৈমিনি ও তৎপরবর্ত্তী মীমাংসকাচার্য্যগণ করিয়া গিয়াছেন। মীমাংসা দর্শনে যাঁহারা প্রবেশ করিতে চাহেন তাঁহাদের এই পাঁচ প্রকারে বেদবিভাগ করিবার নিয়মটী ভাল করিয়া বুঝা উচিত, এই জন্য ইহাই আমি এক্ষণে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি —

১। বিধি। বিধি কাহাকে বলে? যে বাক্য শুনিয়া লোক কোন একটা নূতন কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, সেই বাক্যকে বা

বেদের সেই ভাগকেই, মীমাংসকগণ, বিধি বলিয়া থাকেন ; উদাহরণ—"যজেৎ" "জুহুয়াৎ", "দদ্যাৎ" ইত্যাদি, এই তিনটী বাক্যের যথাক্রমে অর্থ "যাগ করিবে," "হোম করিবে", "দান করিবে", এই তিনটী বাক্যকে বিধিবাক্য বলা যাইতে পারে, কারণ এই বাক্য শুনিয়া ব্যুৎপন্ন লোক বুঝিয়া থাকে, যে, যাগ হোম বা দানরূপ কার্য্যগুলি কর্ত্তব্য বলিয়া এই সকল বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। ঐ যাগ হোম বা দান যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা আমরা এই প্রকার বিধিবাক্যের সাহায্যেই প্রথমে বুঝিয়া থাকি।

২। নিষেধ। নিষেধ কাহাকে বলে? বেদের যে ভাগের সাহায্যে আমার কোন একটা কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বা পরিহরণীয় বলিয়া বুঝিয়া থাকি সেই ভাগের নাম নিষেধ; উদাহরণ—যেমন "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ", অর্থাৎ "কলঞ্জ ভক্ষণ করিও না"। বিষদিগ্ধ শরের দ্বারা হত মৃগের মাংসকে কলঞ্জ কহা যায়।

অর্থবাদ। কোন একটী বিধিবাক্য বা নিষেধবাক্যের নিকটে একটী বা ততোধিক এরূপ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা কোন কার্য্যের বিধান হইতেছে বা কোন কার্য্যের নিষেধ করা হইতেছে এরূপ বোধ হয় না কিন্তু উহা পড়িলেই বোধ হয় যেন একটা প্রাচীন গল্প, অথবা কোন প্রকার অগ্রপশ্চাৎ সঙ্গতিবিহীন কিছু না কিছু একটা বলা হইল মাত্র ; আবার অনেক স্থলে ঐ সকল গল্প লৌকিক প্রমাণের সহিত এতই বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে, তাহার অর্থবোধ করাও কঠিন হইয়া উঠে, এই জাতীয় বাক্যগুলিকে মীমাংসক-গণ অর্থবাদ বলিয়া থাকেন।

অর্থবাদ বাক্য তিন ভাগে বিভক্ত যথা গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ।

১। গুণবাদ। লৌকিক প্রমাণের সহিত যে অর্থবাদ মিলে না অর্থাৎ যে অর্থবাদের অর্থ একেবারে লৌকিক প্রমাণ বিরুদ্ধ সেই প্রকার অর্থবাদকে গুণবাদ কহে ; যেমন—"প্লবন্তে গ্রাবাণঃ", "মজ্জন্তি অলাবূনি" অর্থাৎ "পাথরগুলি জলে ভাসিতেছে" "লাউ গুলা ডুবিয়া যাইতেছে"। এই অর্থবাদের অর্থ লৌকিক প্রমাণের বিরুদ্ধ, ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহে না, এই কারণে, এই জাতীয় অর্থবাদগুলিকে গুণবাদ বলা যাইতে পারে।

২। অনুবাদ। যে অর্থবাদ বাক্যের অর্থ লৌকিক প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ তাহাকে অনুবাদ বলা যায় , যথা - "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" অর্থাৎ "অগ্নি হিমের ঔষধ" অগ্নির দ্বারা যে হিম নিবারণ হয় তাহা লৌকিক প্রমাণের দ্বারাও আমরা

বুঝিয়া থাকি, সুতরাং, এই প্রকার অর্থবাদ বাক্যের যাহা অর্থ, তাহা লোক সিদ্ধ। এই কারণে এই প্রকার অর্থবাদকে অনুবাদ বলা যাইতে পারে।

৩। ভূতার্থবাদ। যে অর্থবাদ বাক্যের অর্থ লৌকিক প্রমাণ সিদ্ধও নহে অথচ লৌকিক প্রমাণের সহিত উহার কোন বিরোধও নাই, সেইপ্রকার অর্থবাদকে ভূতার্থবাদ বলা যায়। যথা "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" অর্থাৎ ইন্দ্রের হস্তে বজ্র আছে অথবা "উত্তানা বৈ দেবগবা বহন্তি" "অর্থাৎ স্বর্গের গাভীকুল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে"। এই জাতীয় অর্থবাদের যাহা অর্থ, তাহার সহিত, কোন প্রকার লৌকিক প্রমাণের সহিত বিরোধ নাই এবং কোনপ্রকার লৌকিক প্রমাণের দ্বারা ঐ অর্থ সিদ্ধও হইতে পারে না। এই কারণে এই-প্রকার অর্থবাদ বাক্যগুলিকে ভূতার্থবাদ বলা যায়।

অর্থবাদের এই তিন প্রকারে বিভাগ ছাড়া আরও কয়েক প্রকার বিভাগ মীমাংসাদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় এখানে বিস্তৃতভাবে ঐ সকল বিভাগের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এই জন্য তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃতেরই অনুসরণ করা যাউক।

প্রকৃত কি? প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ অর্থবাদের প্রামাণ্যই এই স্থানে প্রকৃত, তাহা যেন আমাদের স্মরণে থাকে।

জৈমিনির মত এই যে, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কার্য্যই হওয়া উচিত; কারণ, আমাদের যে সকল ঐহিক ও পারত্রিক সুখের সাধন, আমাদের লৌকিক জ্ঞানের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি না, সেই সকল সাধন প্রতিপাদন করিতে পারে বলিয়াই ত বেদের প্রামাণ্য, সুতরাং এই নিয়মানু-সারে যে বাক্যের দ্বারা ঐরূপ পারলৌকিক বা ঐহিক সুখের সাধনস্বরূপ কোন কার্য্য বা ঐরূপ কার্য্য সম্বন্ধি বস্তু প্রতিপাদিত হয় না, সে বাক্য বেদের মধ্যে থাকিলেও তাহাকে প্রমাণ বলিয়া কেন মানিব? "অগ্নি হিমের ঔষধ" "ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন", "পাথর জলে ভাসে", "লাউগুলা জলে ডুবিয়া যায়"—এই প্রকার বাক্যের দ্বারা আমাদের কি এমন প্রয়োজনীয় অর্থ বোধ হইতেছে? ইহা দ্বারা আমাদের ঐহিক বা পারত্রিক সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির সাধনস্বরূপ কোন ক্রিয়া বা তৎসম্বন্ধ কোন বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে না, তবে কেন এই জাতীয় বাক্যগুলিকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইব? সুতরাং অর্থবাদ বাক্যগুলিকে প্রমাণ না বলাই উচিত।

অর্থবাদের প্রামাণ্য বিষয়ে এইপ্রকার শঙ্কার উত্থাপন করিয়া মহর্ষি জৈমিনি যেপ্রকার সমাধান করিয়াছেন তাহাই আমি এক্ষণে দেখাইব—

মহর্ষি জৈমিনির মত এই যে, গুরুকুলে বাস করিয়া ত্রৈবর্ণিক ব্রহ্মচারী সকল বেদের অধ্যয়নপূর্ব্বক অর্থজ্ঞান করিবেন, এইপ্রকার বিধান অনাদি কাল হইতে শিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে—"স্বাধ্যায়ো ঽধ্যেতব্যঃ" ("বেদের অধ্যয়ন করিবে") এই বাক্যটীতে এমন কিছুই বলা হয় নাই যাহা দ্বারা আমরা বুঝিব যে, অর্থবাদ ছাড়া বেদের অন্য অংশগুলি পাঠ করিবে এবং তাহার অর্থজ্ঞান করিবে। প্রত্যুত বেদের সকল ভাগই যে অর্থজ্ঞানের জন্য পাঠ্য, তাহাই এই বিধিবাক্যের দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

তাহাই যদি হইল, তবে, অর্থবাদও যখন বেদ, তখন তাহার অর্থ নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, নচেৎ অর্থবাদ অধ্যয়নের রীতি না থাকাই উচিত। তবে গোল দাঁড়াইতেছে এই যে, অনেকগুলি অর্থবাদের অর্থ লোক বিরুদ্ধ আবার কতকগুলি অর্থবাদের অর্থ বুঝাও যায় না, এমনও কতকগুলি অর্থবাদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার অর্থ বুঝিয়াও ত কোন লাভ নাই।

ইহার উত্তর এইরূপ যে, অর্থবাদবাক্যগুলি সাক্ষাৎ কোনপ্রকার কার্য্য প্রতিপাদন করে না বটে, তাহা হইলেও, ইহারা এমন একপ্রকার অর্থ প্রকাশ করে, যাহা দ্বারা বিধিবাক্যের সাহায্যই হইয়া থাকে। কিরূপ সাহায্য হয় তাহাও বলি, এই যেমন লোক মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কোন ব্যক্তির কাছে কোন একটা কার্য্যের প্রস্তাব করিয়া যদি দেখে যে, ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিতে উৎসাহী হইতেছে না, তখন সে কি করে? সে তখন, ঐ কার্য্যটী যে বিশেষ প্রশংসার্হ ও বড়ই লাভজনক ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করে, এবং যদি বুঝাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া প্রবৃত্তও করিতে পারে। এইরূপ রীতি বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ, বেদেও বিধিবাক্যের সাহায্যে আমরা প্রথমতঃ অগ্নিহোত্র বা দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কার্য্যগুলিকে, সামান্য ভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারি, জগতে মানবের ত অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, সকল কর্ত্তব্য কার্য্য কি আমরা সকল সময় সম্পাদন করি, না করিতে পারি? কখনই না; তবে যে কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রশস্ততা বোধ, আমাদের অগ্রে হয়, তাহাই আমরা অগ্রে করিয়া থাকি।

ক্রমশঃ।

শংকর প্রসঙ্গ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অতঃপর যথাসময়ে শংকরজননী গতাসু হইলেন। শংকর তাঁহার পূর্ব্ব-কথামত স্বয়ং সৎকার প্রভৃতি করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, পূর্ব্ব নিযুক্ত জ্ঞাতিগণের আর কোন সন্দেহ রহিল না, তাহারা স্থিরনিশ্চয় করিল যে শংকর নিজে বিষয় ভোগ লালসায় মাতার সৎকারাদি করিতে চাহিতেছেন। যে সম্পত্তিপ্রাপ্তির আশায় এত দিন তাহারা শংকরজননীর সেবা শুশ্রূষা করিল তাহা আজ সমস্ত ব্যর্থ হইল। শংকর যদি তাহাদিগকে প্রবঞ্চিতই না করিবেন, তবে সন্ন্যাসী হইয়া কে কবে গৃহে ফিরে, কে কবে অগ্নিস্পর্শ করে, কে কবে মৃতের সৎকার করে। আর এত দিন পরে মৃত্যুকালেই বা তিনি আসিলেন কেন, তাঁহার মনে নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে। অতঃপর তাহারা তাহাদের মনোভাব শংকরকে জ্ঞাপন করিলে, শংকর তাহাতে তাঁহার মাতার নিকট প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিলেন ও অন্য কোনও অভিপ্রায় নাই জানাইলেন। কিন্তু বিষয়লোলুপ ও সন্দিগ্ধচিত্ত জ্ঞাতিগণ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেদের বিড়ম্বনার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শত্রুদলে মিশ্রিত হইল, এবং নানা উপায়ে শংকরকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল, এমন কি একটী নাপিত ভৃত্য পর্য্যন্তকেও শংকরের নিকটে আসিতে দিল না। শংকর তাহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন শেষে মাতার নিকট নিজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনেও স্বীকৃত হইলেন, উদ্দেশ্য—যদি মাতার সৎকার হয়। পরন্তু তাহারা তাহাতেও কর্ণপাত করিল না।

অনেক অনুনয় বিনয়ে কোন ফললাভ হইল না দেখিয়া অগত্যা শংকর নিজেই জননীকে বাটীর উদ্যানের এককোণে অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক দাহকার্য্য সমাধা করিলেন। কেবল ইহাই নহে, মাতার মৃত্যুর পর জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তাঁহাকে একমুষ্টি চাউলের জন্য যার পর নাই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। জ্ঞাতিগণ কেহ তাঁহার ভণ্ডামি, কেহ তাঁহার মাতার কুৎসা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। যতই তিনি তাহাদের ভ্রম দূর করিবার অভিপ্রায়ে দুই চারি দিন থাকিয়া বুঝাইতে লাগিলেন ততই তাহারা শত্রুতা-

সাধন করিতে লাগিল। এইবার শংকরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, এইবার তিনি ক্রোধপ্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত তিনটী অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ভাবিলেন, এই দুষ্টাত্মাগণকে দমন না করিলে জগতে কেহ তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা করিবে না। তাঁহাকে ম্লেচ্ছসন্তান বলিয়া সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। তাঁহার উপদেশ তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে। যে জন্য তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ, তাহা ব্যর্থ হইবে। তাঁহার প্রচারিত নির্ম্মল বেদান্তজ্ঞানজ্যোতিঃ চিরকালের জন্য তিমিরান্ধকারে আবৃত হইবে। ভাবিলেন, দুরাত্মাগণের স্বার্থান্ধবোধে কি এমন অপূর্ব্ব জ্ঞানরত্ন লুপ্ত হইবে? একদিকে সমস্ত জগতের উপকার সাধনে বঞ্চিত হইলে তাঁহার যে কষ্ট ও ক্ষতি হইবে, দুরাত্মাগণের দমন জন্য যতিধর্ম্মবিরুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহা অপেক্ষা অতীব অল্প কষ্ট ও ক্ষতি হইবে। অপরের হিতার্থ নিজের কষ্ট অতি তুচ্ছ। অধিকের মঙ্গল জন্য অল্পের অনিষ্ট সাধনও বাঞ্ছনীয়। এই সকল নীতির বশবর্ত্তী হইয়া আনন্দস্বরূপ শংকরের মনে আজ অগত্যা ক্রোধের উদয় যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইল। এই ক্রোধের ফলে শংকর পূর্ব্বোক্ত শাপ কয়টী প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জ্ঞাতিগণ ইহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তরোত্তর শত্রুতাসাধনে অধিক প্রয়াস পাইতে লাগিল। ক্রমে এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে,এ রাজা সম্ভবতঃ কোচিনের কোনও রাজা ছিলেন। রাজা পূর্ব্বে শংকরের পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া সত্যানিষ্কাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বহু সাক্ষ্য গ্রহণের পর স্থির করিলেন যে, ধনলুব্ধ জ্ঞাতিগণেরই দ্বারা এই মিথ্যা অপবাদ প্রচারিত হইয়াছে, ইহাদেরই আক্রোশবশতঃ শংকরের এতাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। অতঃপর তিনি শংকরের তুষ্টিনিমিত্ত শাপগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণ যাহাতে শংকর শাসন পালন করে তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজবিচারে সত্য ঘটনা প্রকাশ পাইলে কঠোর সামাজিক শাসনের কথা স্মরণ করিয়া সকলেই অতীব উদ্বিগ্ন হইল। শাস্ত্রবিচারে পরাজিত ও অর্থলোভে বশীভূত হইয়া কতকগুলি নম্বুরী কি গুরুতর অন্যায় করিয়াছে! সকলেই ভাবিল চক্রান্তকারিগণের অসাধ্য কিছুই নাই এবং এইরূপ চক্রান্ত যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় তাহার জন্য চিন্তা করিতে লাগিল।

এ দিকে যুবক শংকর এতদিন যতিধর্ম্ম পালন করিয়া মহাযোগী গুরু

গোবিন্দনাথের কৃপায় সাক্ষাৎ শংকরত্ব প্রাপ্ত হইয়া রূপেগুণে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিলেন। একদিকে শংকরের নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিভা এবং অন্য দিকে তাঁহার জ্ঞাতিগণের দুরভিসন্ধি পূর্ণ ভীতিসঙ্কুল নীচতা, সর্ব্ব সাধারণে এই অদ্ভুত পার্থক্য অবলোকন করিয়া রাজার সহিত মিলিত হইলেন এবং সত্যা-বিষ্কারের এক অভিনব বিধির উদ্ভাবন করিলেন। এই বিধি সমগ্র নম্বুরীসমাজ কর্ত্তৃক অদ্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ইহা এক্ষণে নম্বুরী কুলের পবিত্রতারক্ষার যেমন সহায়, গৌরবেরও তেমনি হেতু। কোন নম্বুরী রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ হইলে সমাজপতিও রাজকর্ম্মচারিগণ একত্রিত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী অতি কঠোর বিচার করিতে থাকেন। ইহাদ্বারা যে প্রকারে হউক সত্য আবিষ্কার করিতেই হইবে, সন্দেহ করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবেনা। একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেই হইবে ও পরে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিধির কথা নম্বুরিগণের আচারবর্ণন কালে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা হউক শুনিলাম শংকর ৩০ ঘর ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং শংকরের পদানত দেখিয়া অনেকে শংকরের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিল, অনেকে উক্ত শাপগ্রস্ত গ্রাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। এক্ষণে শাপগ্রস্ত বংশে কেবল যতিগণ ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, নচেৎ বেদপাঠে তাঁহারা বঞ্চিত নহেন। গৃহ প্রাঙ্গনে লোকের শ্মশান হইবে এই শাপটী সমগ্র নম্বুরী সমাজে বর্ত্তমান, সুতরাং ইহাকে শাপ না বলিলেও চলে। অতঃপর শংকর কিছুদিন কেরলদেশে অবস্থিতি করেন, এবং ত্রিচুর প্রভৃতি নানা স্থানে যাইয়া নম্বুরীসমাজের অনেক সংস্কার সাধন করেন। এখন শংকরই ইঁহাদের গৌরবস্থল। এখন ইহাঁদের যাহা কিছু সব শংকর প্রতিষ্ঠিত বা প্রবর্ত্তিত। এখন ইঁহারা শংকর ব্যতীত আর কাহারও মত মানেন না। কায়মনোবাক্যে শংকরকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। উপরে শংকর সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তাহা শংকরের জ্ঞাতি কুলের বংশধরের এবং অন্যান্য কয়েক জন নম্বুরীপণ্ডিতের কথা। যাঁহাদের মত ইহার সহিত মিলেনা, তাঁহাদের কথা যথাস্থানে আলোচনা করিতেছি।

যাহা হউক শংকরের জ্ঞাতিকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ দুইটীর মুখে শংকরের জন্ম-কথা প্রভৃতি যাহা শুনিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। কিন্তু ইহা শ্রবণ কালে আমার অনেক বার মনে হইয়াছিল যেন ইঁহারা মাধবের 'শংকরবিজয়' পড়িয়া এইরূপ বলিতেছেন। পরে আমি জিজ্ঞাসা করাইলাম যে, তাঁহারা কি

উক্ত গ্রন্থ পড়িয়াছেন। উত্তরে দেখিলাম তাহারা উহার নামও জানেন না। অবশ্য যদি ইহাতে মাধবের 'শংকরবিজয়ের' * কোন ছায়া না পড়িয়া থাকে তাহা হইলে হয়ত মাধব এতদ্দেশে আসিয়া উক্ত গ্রন্থ রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও আনন্দের বিষয় যে, মাধব পূর্ব্বোক্ত বিষয় যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জানিতে পারিলাম। মাধব শংকরের প্রতি জ্ঞাতিকুলের শত্রুতার বিষয় নিতান্ত অস্পষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন। শংকর বিধবার সন্তান প্রভৃতি প্রবাদের মূল আমি মাধবের পুস্তক পড়িয়া জানিতে পারি নাই, তাহা যে শংকরের সম্পত্তিলুব্ধ জ্ঞাতিগণের বিবাদসম্ভূত, তাহা ইঁহাদের কথা হইতেই জানিলাম।

ব্রাহ্মণ দুইটী পূর্ব্বোক্ত কথা বলিবার কালে নিজ প্রয়োজন সাধনে ভুলেন নাই। সঙ্গে মাটীর খুরীতে খানিকটা তিল তৈল আনিয়া ছিলেন। অপরাহ্নে সেই তৈল মর্দ্দন করিয়া নদীতে অবগাহন স্নান করিলেন। স্নান কালে কৌপীনমাত্র ইঁহাদের পরিধানে থাকে। আমার সঙ্গিগণও তাহাদের সঙ্গে স্নান করিতে ছিলেন, আমি হাত মুখ ধুইয়া ঘাটে উপবেশন পূর্ব্বক বন্ধুবরের দ্বারা ব্রাহ্মণ দুইটীকে প্রশ্ন করাইতে ছিলাম। তাঁহারা ইংরাজি জানেন না, হিন্দিও জানেন না, কাজেই আমার যাহা জিজ্ঞাস্য বন্ধুবরকে ইংরাজিতে বলিতে হইতে ছিল, এবং তিনি তাহাদের উত্তরগুলি আমায় ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া বলিতে ছিলেন। অতঃপর ফরেষ্ট অফিসারটী আলোয়াই নদীর জলের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, ইহা একপ্রকার ঔষধ বিশেষ, এ দেশের ইতর ভদ্র, ও সাহেব সকলেই ইহাকে ঔষধ বলিয়া জ্ঞান করেন।

এদিকে বেশ অন্ধকার হইয়া আসিল। ফিরিবার কালে আর পথ দৃষ্ট হইতে ছিলনা। অথচ আমাদের প্রায় এক মাইল দূরে মাণিক্য-মঙ্গলম্ নামক গ্রামে যাইতে হইবে। আমরা সকলেই অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময়ে সেই জমীদার যুবকটী একটী ন্যায়ের

* শংকর চরিত নামে মাধবের শংকর বিজয়ের সার সংকলন করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে শংকরের একখানি ছবি আছে। মূল্য ।৵০, শ্রীযুক্ত ভাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কলেজষ্ট্রীটস্থ গ্রন্থের দোকানে পাইবেন। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বাটীতে প্রবেশ করিলেন ও আমাদিগকে পথেই একস্থানে দাঁড়াইতে বলিলেন। কিছু পরেই দেখি তিনি একটী তাড়া পাকাটী হাতে করিয়া ও কতকগুলি পাকাটী অপর হাতে জ্বালিয়া আমাদিগের দিকে আসিতেছেন। দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দ হইল। কিছু দূর যাইতে যাইতে আমি আমার বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ত্রিচুরে যে একখানি শংকর চরিত সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে, হেড্‌মাষ্টারের মুখে শুনিয়া ছিলাম, তাহা একটী প্রাচীন সংস্কৃত শংকর-চরিতের অনুবাদ এবং উহা একজন নম্বুরীর রচিত বলিয়া সাধারণে বড়ই আদৃত, সেখানির কি কোন সন্ধান হইতে পারেনা? এইরূপ প্রশ্নের পরেই বন্ধুবর জমীদার যুবকটীর সহিত মালয়ালম ভাষায় কি কথা কহিতে লাগিলেন, এবং একটু যাইয়াই, পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই যুবকটী ও ফরেষ্ট অফিসারটী আর একটী বাটীতে প্রবেশ করিলেন। আমি ও কুঞ্জনমেনন পূর্ব্ববৎ পথে দাড়াইয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটী লোক সমভিব্যাহারে তাঁহারা ফিরিলেন ও অতি আনন্দে আমার হস্তে উক্ত সংস্কৃত পুস্তকের নকল একখানি পুস্তক প্রদান করিলেন। জমীদার যুবকটী উক্ত পুস্তকের সন্ধানে ঐ বাটীতে গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, উক্ত পুস্তকের একখানি নকল সেই গৃহস্বামীর নিকট আছে। কথায় কথায় জানিতে পারিয়া আমার নিমিত্ত তাঁহার নিকট চাহিলেন। তিনিও তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহার হস্তে উহা প্রদান করিলেন। ভগবানের বিশেষ কৃপায় এই পুস্তক আমার হস্তগত হইল, ইহা যে আমি পাইব তাহা একবারও ভাবি নাই। তাহার পর আমি কুঞ্জনমেননকে উহার মূল্য কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে বলিলেন যে বোধ হয় কিছুই দিতে হইবে না। কিছু পরে নবাগত ব্যক্তিটী ফিরিলেন, আমরাও নিজ পথে চলিলাম। বিনা অর্থব্যয়ে এত সহজে এরূপ একখানি পুস্তক লাভ হইল দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ও ভগবানের কৃপার কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। ত্রিচুরে যখন কৃষ্ণমেনন হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকট এই পুস্তকের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করি, তখন উহা পাইবার জন্য অতীব আকাঙ্খা হয়, কারণ, উহা হইতে শংকরের বাল্যজীবনের অনেক কথা যাহা নম্বুরীগণ বিশ্বাস করেন জানিতে পারা যাইবে। শংকরের জন্মস্থান, শংকরের জন্মবৃত্তান্ত নানা প্রাচীন গ্রন্থে নানা রূপ আছে এবং লোকে নানা রূপ অনুমান করে। আজ যদি কোন মতের বা শংকরের জ্ঞাতিকুলের কোন প্রাচীন কথা পাওয়া যায় তাহা অপর সকলের

কথা ও অপর সকলের অনুমান অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসনীয় হইবে। পূর্ব্বোক্ত শংকর বৃত্তান্ত এই গ্রন্থোক্ত বৃত্তান্তের সহিত খুব মিলে, সামান্যই অমিল আছে। শুনিয়াছিলাম, ইহা একজন প্রাচীন নম্বুরী ব্রাহ্মণের পুস্তকাগারে ছিল। ত্রিচুরে একটী পণ্ডিত শংকর চরিত অনুসন্ধান করিতে করিতে ইহার অস্তিত্বের কথা শুনিতে পান এবং উক্ত পণ্ডিতের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হন। নম্বুরিগণের নিকট হইতে কোন পুঁথি সংগ্রহ করা অসম্ভব, কারণ তাঁহারা কাহারো সহিত মিশেন না, ইংরাজী প্রভৃতি অন্য কোনও ভাষা শিখেন না। শুনিলাম সমগ্র কেরলদেশে একটী কি দুইটী মাত্র ইংরাজীজ্ঞ নম্বুরী আছেন। অপর দেশে যাওয়া, অপরের সঙ্গে মেশা, অপরের ভাষা শিক্ষাকরা, ইঁহাদের সমাজচ্যুতির হেতু, সুতরাং ইঁহারা অতি সাবধানে এসব ব্যাপার হইতে দূরে থাকেন। যাহা হউক উক্ত পণ্ডিতটী এইরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিলেন। শুনা যায় পণ্ডিত মহাশয় উক্ত নম্বুরী পণ্ডিতের বাটীর একটী নায়ার ভৃত্যকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক উক্ত পুঁথিখানি কয় দিনের জন্য নিজ বাটীতে আনাইয়া নকল করিয়া লন, এবং তৎপরে মূল পুঁথিখানি যথা স্থানে রাখাইয়া দেন। যে ব্যক্তি নকল করেন তিনি আবার এককালে দুইখানি নকল করেন, একখানি পণ্ডিত মহাশয়ের জন্য ও একখানি নিজের জন্য। আমি যেখানি পাইয়াছি উহা তাঁহার নিজের জন্য লিখিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহার নিকট পাইলাম ইনিই সেই নকলনবিস।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অনাহারে অনিদ্রায় সম্রাট্‌কন্যা বিপুল সৈন্যসমভিব্যাহারে নিজ প্রিয়তমের অন্বেষণে অবিশ্রান্ত দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াও তাঁহার সন্ধান করিতে না পারিয়া জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিরহজতাপে তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মপ্রদেশ দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল,

তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুবারিতে পরিপ্লুত হইতে থাকিল। তিনি কিছুতেই ধৈর্য্য লাভ করিতে পারিলেন না। কুরেরের আশ্বাসবাক্য তাঁহার কর্ণেও প্রবেশ করিল না। কেবল "হা নাথ, হা নাথ," বলিয়া হৃদয়ের বিপুল সন্তাপ প্রকটিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের অজ্ঞাতসারে তিনি রজনীযোগে দক্ষিণদিগ্-ভাগস্থ নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুরের তাঁহার অনুগামী হইলেন। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, একমাত্র স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে দক্ষিণপথ অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন। কুরের বন্য ফলমূল সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আনিয়া দিতেন। তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে প্রিয়তমান্বেষণার্থ গমন করিতেন। কেবল মাত্র রজনী সমাগতা হইলে পথ প্রাপ্ত না হইয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইতেন। এইরূপে বহুদিবস ভ্রমণের পর তিনি মেলকোটা বা যাদবাদ্রিতে উপনীতা হইলেন। চক্ষুষ্মান্‌গণের পক্ষে যেরূপ সূর্য্য দর্শনে কোনও সহায়তার আবশ্যকতা হয় না, সেইরূপ সেই হরিভক্তিপরায়ণা, জ্ঞানাঞ্জনবিমলীকৃতান্তশ্চক্ষুষ্মতী রাজদুহিতাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সম্পৎকুমারের সহিত সম্মিলিত হইতে কাহারও সহায়তা লইতে হইল না। প্রাণের ঐকান্তিকী উন্মুখতা ও প্রাণেশ্বরের দুর্নিবার্য্য আকর্ষণ এই উভয় শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের চিরপ্রার্থিত সমাগম অচিরকাল মধ্যেই সংসাধিত হইল। নদী সাগরে আসিয়া মিলিতা হইলেন। মৃতপ্রায় ক্ষুধাতুর পূর্ণপাত্র অমৃত লাভ করিলে যেরূপ নির্বৃতি লাভ করে, তিনি তদপেক্ষা অধিক নির্বৃতি লাভ করিলেন।

তাঁহার অমানুষী ভক্তি সন্দর্শন করিয়া সশিষ্য যতিরাজ চমৎকৃত হইয়া গেলেন, এবং মুসলমান্ কুলোদ্ভবা হইলেও তাঁহাকে মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, প্রকৃত ভক্তের কোনও জাতি নাই।

বিবি লচিমারের সংসারারণ্যে ভ্রমণ সমাপ্ত হইল, প্রাণের সাধ পূর্ণ হইল; তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সেই প্রিয়সমাগমজন্য দিব্যসম্ভোগের অনির্ব্বচনীয় সুখে বিভূষিত হইল। পরিশেষে তাঁহার পবিত্র অঙ্গ শ্রীমৎসম্পৎকুমারের অঙ্গে বিলীন হইয়া গেল।

রাজকুমার কুরের স্বীয় অভীষ্ট দেবতার ন্যায় লচিমারের সেবা করিতেন। তিনি আর দ্বিতীয় কোন দেবতার উপাসনা করিতেন না। তাঁহার হৃদয়-

রাজ্যের অধীশ্বরী সম্পৎকুমারের অঙ্গে বিলয় প্রাপ্ত হইলে, তিনি আর তথায় এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি আপনার যাবতীয় যাবনিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় যবনদেহের শুদ্ধি বাসনায় শ্রীরঙ্গমে গমন পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর শরণাগত হইলেন। মন্দিরে তাঁহার যাইবার অধিকার না থাকিলেও, তিনি বহির্দ্দেশ হইতেই অনন্যমনে শেষশায়ী নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইলেন। তিনি ভিক্ষার্থ কোথাও পর্য্যটন করিতেন না। যদি কেহ তাঁহাকে কোনও আহার্য্য দিতেন, তাহা হইলে ক্ষুৎপিপাসা শান্তির জন্য তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলে একদা তিনি গভীর ধ্যানযোগে শুনিলেন, "প্রপন্নমোক্ষদানেঽহং দীক্ষিতো যবনেশ্বর। পতিতানাং মোক্ষদানে জগন্নাথঃ প্রদীক্ষিতঃ॥" অর্থাৎ "হে যবনেশ্বর, আমি শরণাগত বৈষ্ণবগণের মোক্ষদানে দীক্ষিত হইয়াছি, জগন্নাথ পতিত-গণের মোক্ষদানে দীক্ষিত হইয়াছেন।" এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে যবনভক্ত শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। কতিপয় মাস অতিবাহিত হইলে তিনি শ্রীশ্রীপুরিধামে সমাগত এবং পতিত-পাবন শ্রীপুরুষোত্তমের কৃপায় দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি প্রকৃত পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়া বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল প্রভৃতি যাবতীয় জীবনিবহের ভিতর একমাত্র পরমাত্মা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন করিবার সামর্থ্য পাইলেন।

মহাত্মা কুরের একদা লৌহপাত্রের উপর গোধূম পিষ্টক বা রুটি প্রস্তুত করিতেছিলেন, সেই সময় একটা কুক্কুর আসিয়া ঐ রুটিটীকে সহসা লইয়া পলায়ন করিল। ইহাতে তিনি ঘৃতপাত্র লইয়া তৎপশ্চাৎ এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন, "হে নারায়ণ, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি রুটিটী ঘৃতসিক্ত করি, নতুবা আপনার ভোজনে কষ্ট হইবে।"

দেহাত্মবুদ্ধি যতদিন থাকিবে ততদিন মানব জাতিত্বাভিমান হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারিবেন না। দেহেতেই নাম, বর্ণ, ও আশ্রম অধিষ্ঠিত। দেহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান্, খ্রীষ্টীয়ান্, ইংরাজ, ফরাশি, হিন্দু প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই দেহকে স্বস্বরূপ বলিয়া ধারণা পূর্ব্বক যে ব্যক্তি জাতিবিভাগের প্রতি নিন্দাসূচক কটাক্ষপাত করে সে যে কখনই নির্ম্মলবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত নহে তাহা নিঃসন্দেহ। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও

কুবের ভগবৎ কৃপায় দেহাত্মজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জাতিত্ববন্ধন ছিল না এবং শ্রীরামানুজও তাঁহাদিগকে পরমভক্ত জ্ঞানে পূজা করিতেন। অদ্যাবধি সম্রাট্ দুহিতার পবিত্র বিগ্রহ দাক্ষিণাত্যের প্রতি বৈষ্ণবমন্দিরে পূজিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা প্রকাশ কবিতেছে। ভক্তাগ্রণী কুবের শ্রীক্ষেত্রেব জন্য প্রস্থান করিলে পর, বাহ্যদৃষ্টি-বিনাকৃত, অন্তশ্চক্ষুষ্মান্, পরম দুর্লভ গুরুভক্তির পরম পবিত্র মোহনমূর্ত্তিস্বরূপ, ভক্তাবতার, পণ্ডিতাগ্রণী কুবের স্ত্রী ও পুত্র সমভিব্যাহারে ভগবান্ সুন্দরভুজের পূজাবাসনায় শ্রীরঙ্গম হইতে কৃষ্ণাচল নামক স্থানে আগমন পূর্ব্বক তথায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া ছিলেন। তথায অবস্থিতি কালে তিনি শ্রীস্তব, সুন্দবভুজস্তব, অতি মানুষস্তব ও শ্রীবৈকুণ্ঠস্তব রচনা পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ছিলেন। তথা হইতে নিজগুরু যতিবাজের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ-বাসনায় যাদবাদ্রিতে গমন করিলেন এবং যখন স্বীয় অভীষ্ট দেবেব সম্মুখীন হইলেন তখন তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তিভরে পূজা কবতঃ তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। শ্রীবামানুজ সস্নেহে তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া বিপুল প্রেম সহকাবে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন "অদ্য আমি পরম ভক্তের সংস্পর্শে পবিত্র ও কৃতার্থ হইলাম। অহো! আজ আমাব কি শুভদিন!" যতিরাজেব আলিঙ্গন ও মধুব সম্ভাষণে কুবেশ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কবিতে লাগিলেন, তিনি কোনরূপ বাঙ্নিষ্পত্তি কবিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার জাযা ও সন্তান পবাশবও শ্রীরামানুজের নিবতিশয অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইযা আনন্দেব পবাকাষ্ঠায় উপ-নীত হইলেন। তাঁহাবা পরম সুখে যতিবাজ সন্নিধানে বাস কবিতে লাগিলেন।

দুই এক দিবস পরে শ্রীরামানুজ কুবেশকে কহিলেন "বৎস, তুমি কাঞ্চিপুরে গমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর, তিনি নিশ্চয়ই তোমার অন্ধতা নাশ করিবেন। দুবাচার কৃমিকণ্ঠ পবলোকগত হইয়াছে। আর কোনও ভযের কারণ নাই। কালবিলম্ব করিও না।" গুরুর আদেশ শ্রবণ করতঃ কুরেশ "যথাজ্ঞা" বলিযা কাঞ্চিপুবে উপনীত হইলেন এবং শ্রীশ্রীবরদবাজ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কাযমনোবাক্যে তাঁহার শরণাগত হইয়া তদীয় স্তব কবিতে লাগিলেন। প্রণতার্ত্তিহর ববদরাজ কুরেশের ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন "বৎস কুবেশ, তোমার কি প্রার্থনা? বল, আমি এখনই তাহা পূর্ণ কবিব।" মহামনা কুবেশ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্, চতুর্গ্রাম যেন আপনার প্রসাদে পরমপদ প্রাপ্তি হয।" শ্রীবরদরাজ কহিলেন,

"তথাস্তু"। কুরেশ আবার স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবরদরাজ কহিলেন, "কুরেশ তুমি আর কি প্রার্থনা কর? বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব।" ইহাতে কুরেশ কহিলেন "যাঁহারা চতুর্গ্রামের নিদেশ কর্ত্তা তাঁহারা যেন পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন," শ্রীবরদরাজ কহিলেন "তথাস্তু।" এতচ্ছ্রবণে কুরেশের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আপনার অন্ধতার বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মন্দির হইতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

এই চতুর্গ্রাম সেই পাষাণহৃদয় দুরাচার, যে কুরেশের নয়নদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুগণকে পরমসুখের ভাগী করিয়া যিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন, তিনি কে? তাঁহাকে দেবতা বলিলেও সম্যক্ হয় না, কারণ দেবগণও সর্ব্বদা দৈত্যগণের বিনাশ সাধনে যত্নশীল। সুতরাং তাঁহাদের হৃদয় কি কখনও কুরেশের বিশাল হৃদয়ের সহিত সমতুল্য হইতে পারে? ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের ভক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তাকার ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলে কুরেশের ন্যায় মহাপুরুষের স্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ এ তিনের পার্থক্য নাই। যে কেহ এই তিনকে পৃথক্ ভাবে দেখিয়া থাকেন তাঁহার ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান এখনও সুদূরপরাহত।

যাদবাদ্রিস্থ শ্রীরামানুজ যখন লোকমুখে শুনিলেন যে, কুরেশ স্বকীয় শত্রু-কুলের পরম মঙ্গল বিধান করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য করিয়াছেন, কিন্তু নিজ নয়নলাভের জন্য কোনও যত্ন করেন নাই, তখন তিনি জনৈক শিষ্যদ্বারা তাঁহাকে এইরূপ আদেশ করিয়া পাঠাইলেন;—"বৎস কুরেশ, তোমার অলৌকিক আনন্দ লাভের বিষয় অবগত হইয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তাহাতে তুমি আপনিই আনন্দ লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ স্বার্থপরতার ভাব দেখাইয়াছ। অতএব এক্ষণে আমি তোমায় এই আদেশ করিতেছি যে, আমাকে পরম সুখী করিবার জন্য তুমি শ্রীশ্রীবরদরাজের শ্রীচরণে তোমার নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিয়া লও। তুমি কি জান না যে, তুমি, তোমার শরীর ও মন, এ সমস্তই আমার, তোমার নহে?" কুরেশ সতীর্থের মুখে এই পরমানুগ্রহ সম্বাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে "অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। যতিরাজ এই মহাবিষয়ীকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহার অনন্ত হৃদয়ের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি এই মুহূর্ত্তেই শ্রীশ্রীবরদরাজশ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে যতিরাজের

জন্য নিজ নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিয়া লইব।" ইহা বলিয়া তিনি দ্রুতপদসঞ্চারে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী শ্রীশ্রীবরদরাজের আনন্দময়ী সর্ব্বজনমনোমোহিনী শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উপনীত ও পরমভক্তি সহকারে তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তচিত্তসন্তাপহারী শ্রীহরি কুরেশের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস কুরেশ, তুমি পুনর্ব্বার কি প্রার্থনায় আসিয়াছ? তোমায় আমার অদেয় কিছুই নাই। বল, আমি এখনই তোমার সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ করিব।" ইহাতে কুরেশ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া কহিলেন, "ভগবন্, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমার অভীষ্টদেবের দুইটী আদরের সামগ্রী স্বীয় কর্ম্ম বিপাকে আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। ভবদনুগ্রহে তাহা যেন অদ্য পুনর্লাভ করি।" শ্রীবরদরাজ কহিলেন, "বৎস, দিব্য নয়নদ্বয় তোমার পরম পবিত্র দেহের শোভা বর্দ্ধন পূর্ব্বক এই মুহূর্ত্তেই তোমার অভীষ্টদেবের নিরতিশয় আনন্দের কারণ হউক। তোমার ন্যায় পবিত্র ভক্তগণের দর্শনার্থ ও সেবার্থই আমি এই মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিতেছি। ভক্তগণ যেরূপ মদ্দর্শনসেবন প্রার্থনা করিয়া থাকেন আমিও তদ্রূপ ভক্তদর্শনসেবনকে আমার আনন্দলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জানি। জ্যোতিহীন সূর্য্যের ন্যায় ভক্তহীন ভগবান্ অবোধ্য। সুন্দরী কিন্তু আকার নাই, এরূপ বলা যেমন বাতুলতা, ভগবান্ আছেন কিন্তু ভক্ত নাই, এরূপ বলাও তেমনি।" শ্রীহরির এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরেশ আনন্দের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক যখন দেহাত্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, তখন আপনার নয়নদ্বয়ের পুনঃপ্রাপ্তি উপলব্ধি করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইলেন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সম্মুখস্থ ভগবদ্বিগ্রহ অবলোকন পূর্ব্বক যুক্তকরে কহিলেন, "ভগবন্, তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই গ্রহণ করিয়াছিলে, আবার অদ্য তুমিই প্রত্যর্পণ করিলে। হে ইচ্ছাময়, তোমার দুর্ব্বোধ্য লীলার গাম্ভীর্য্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীব কিরূপে উপলব্ধি করি...? "আদাবন্তে চ মধ্যে চ" তুমি আনন্দ ঘন তোমার সৃষ্টি আনন্দময়ী, তোমার পালন ক্রিয়া আনন্দময়ী, তোমার প্রলয় প্রসবিণী নিদ্রাও আনন্দময়ী। আমার ন্যায় অজ্ঞানান্ধই সুখস্বরূপ যে তুমি এবং সুখস্বরূপ যে ত্বদীয়, এ উভয়কেই দুঃখস্বরূপ ভাবিয়া দুঃখে জীবন যাপন করে। অদ্য তোমার প্রসাদে আমার অজ্ঞান দূরীভূত হইল। অহো! আমার কি ভাগ্য! তোমার কি অনুগ্রহ!" এই রূপ বলিতে বলিতে হর্ষোন্মত্ত কুরেশ নৃত্য করিতে লাগিলেন,

তাঁহার বিপুল আনন্দাশ্রু চতুঃপার্শ্বস্থ জনগণকে শান্তিজলের ন্যায় সিক্ত করিতে লাগিল। তাঁহার নয়নদ্বয়ের পুনঃপ্রাপ্তি দর্শনে সকলে পরম বিস্মিত হইলেন এবং সম্মুখস্থ ভগবান্ ও ভক্ত এতদুভয়ের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হইল। তাঁহারা সকলে আপনাদিগকে পরমভাগ্যবান্ ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণ কর্তৃক সুপূজিত হইয়া কুরেশ মন্দির হইতে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

অচিরকাল মধ্যেই এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে। সকলে শ্রীরামানুজ ও তচ্ছিষ্যগণকে অমানুষীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মসংস্কারকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ভীষণ শত্রুর প্রতিও কুরেশের পরমানুগ্রহের বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজ সঙ্ঘ সমক্ষে ভুজদ্বয় তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিয়া ছিলেন, "আমার পরমপদ-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী, আর আমি তাহার জন্য চিন্তিত নহি। কারণ কুরেশ যখন আপনার শত্রুগণকেও মুক্তিদানে সমর্থ হইয়াছে তখন তাহার প্রভাবে আমি যে মুক্ত হইব তাহা নিঃসন্দেহ।" স্বভক্তগণের গৌরব বৃদ্ধি করাই ঈশ্বর তুল্য মহাপুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

ক্রমশঃ

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(৩য়)

C/o E. T. Sturdy, Esq., High View, Caversham, Reading. Eng

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমার সংকল্প বড়ই উত্তম। কিন্তু আমাদের জাতির মধ্যে Organisation শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। Organisationএর প্রথম আবশ্যক এই যে, obedience, যখন ইচ্ছা হল একটু কিছু করিলাম—তার পর ঘোঁড়ার ডিম—তাতে কাজ হয় না—plodding industry and perseverence চাই। Regular correpondence—অর্থাৎ কি কাজ কচ্চ—কি ফল হল প্রতি মাসে বা মাসে দুইবার রীতিমত লিখিয়া পাঠাইবে।

এক জন উত্তম ইংরাজী ও সংস্কৃত জানা সন্ন্যাসী এখানে (ইংলণ্ডে) আবশ্যক। আমি এখান হইতে শীঘ্রই পুনরায় আমেরিকায় যাইব, আমার অবর্ত্তমানে সে এখানে কার্য্য করিবে। শ— ও —শী এই দুই জন ছাড়া আমি ত আর কাকেও দেখ্‌ছি না। শ—কে টাকা পাঠিয়েছি ও পত্রপাঠ চলে আস্‌তে লিখেছি। রাজাজীকে লিখেছি যে,তাঁর বম্বেয়ের agent যেন শ—কে দেখে শুনে জাহাজে চাপিয়ে দেয়। আমি লিখ্‌তে ভুলে গেছি,তুমি যদি মনে করে পার শ—র সঙ্গে এক বস্তা মুগের ডাল,ছোলার ডাল,অড়ড় ডাল ও কিঞ্চিৎ মেথি পাঠিয়ে দেবে।* পণ্ডিত নারাণ দাস, মাঃ শঙ্কর নাম ও ওঝাজী ও ডাক্তার সকলকে আমার প্রণয় বলিবে। গোপীর চকের ওষুধ এখানে কি আছে patent ওষুধ সব জুয়াচুরী সর্ব্বত্র। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবে ও আর আর সব চেনাগুলোকে। স—মিরাটে একটা কি নি—সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ কর্ত্তে চান। ভাল তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কা—কে সেই-খানে পাঠিয়ে দেও—কা—যদি পারে একটা মিরাট Centre করুক এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দি ভাষাতে হয় এমন চেষ্টা করুক্—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। কা— মিরাট গিয়ে আমাকে যথাযথ রিপোর্ট কর্লে আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। আজমীরে একটা centre কর্‌বার চেষ্টা কর।

* * * সাহারানপুরে পঃ অগ্নিহোত্রী কি একটা সভা করেছেন। তাঁরা আমাকে এক চিঠী লেখেন। তাঁদের সঙ্গে correspondence রাখিবে। সকলের সঙ্গে মেলা মেশা etc. work, work. এই রকম centre কর্ত্তে থাক— কল্‌কেতায়—মান্দ্রাজে already আছে যদি মিরাটে ও আজ্‌মীরে পার ত বড়ই ভাল হয়। ঐ প্রকার ধীরে ধীরে জায়গায় জায়গায় centre কর্ত্তে থাক। এখানে আমার সকল চিঠী পত্র C/o E. T. Sturdy, Esq, High View, Caversham Reading. England. আমেরিকায় C/o. Miss. Phillips 19, W, 38 Street. New york. ক্রমে দুনিয়া ছাপিয়ে ফেল্‌তে হবে obedience প্রথম দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হতে হবে—তবে কাজ হয়। * * * ঐ রকম রাজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর etc.

কিমধিকমিতি।

বিবেকানন্দ।

---

* স্বামীজি সেই সময়ে একেবারেই নিরামিষাশী ছিলেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৬ই জুন শনিবার স্বামী অভেদানন্দজী 'মুলতান' নামক জাহাজে কলম্বোয় পৌঁছিলে তত্রস্থ অধিবাসিগণ সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। বন্দরের জেটীতে বহু লোক সমাগত হইযাছিল। অভ্যর্থনা সমিতি হইতে আর সি কৈলাস পিলে মুদেলিয়ার; টি শঙ্করানন্দ; সি নবশ্যাম সুন্দরম; এম্ শিব প্রকাশম্; এস্ চিন্নিয়া প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ এবং মান্দ্রাজ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ তাঁহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া আনেন। তিনি পদার্পণ করিলে এম্, ত্যাগরাজ তাঁহাকে মাল্যদ্বারা বিভূষিত করেন এবং স্বামিগণকে একটী সুন্দর গাড়ীতে লইযা সি, নবশ্যামের প্রাসাদে আসেন। বহু অশ্বযান এবং রিক্‌শ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইসে। বহির্দ্বারে পি, নারায়ণ স্বামী; সি, নবশ্যাম, সি অকণোগম্ এবং এ, আর, এ, আর, এস্, এস্, আনামালাই চেটী গলদেশে পুষ্পহার প্রদান করেন। এখান হইতে বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত সমগ্র পথ শ্বেতবস্ত্র পাতা ছিল। মস্তকোপরি একটী সুবৃহৎ ছত্র এবং দেশীয় বাদ্য সহকারে তাঁহাদের লইয়া যাওযা হয়। সমস্ত পথ গোলাপ জল এবং পুষ্প বর্ষণ করা হইযাছিল। গৃহদ্বারে সি, নবশ্যাম তাঁহাকে পুনরায় মাল্যবিভূষিত করিযা স্বগৃহে অভ্যর্থনা করেন। গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলে কৈলাস পিলে মুদেলিযার মহাশয় অভিনন্দন পাঠ করেন। বহুক্ষণ আনন্দধ্বনি হইতে থাকে। পরে অভিনন্দনের উত্তরে তিনি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক অতীব মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিন তাঁহাদের ফটোগ্রাফ লওযা হয় এবং তাঁহারা বিবেকানন্দ সমিতি পরিদর্শন পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে সমুদ্র তীরবর্ত্তী মন্দিরে গমন করেন। তৎপর দিবস মেসোনিক হলে 'সনাতন ধর্ম্ম' (The Religion Eternal) বিষযে বক্তৃতা দেন। বুধবারে 'ধর্ম্মের লক্ষ্য' (The aim of Religion) সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলম্বো হইতে স্বামী অভেদানন্দ কাণ্ডি, অনুরাধাপুর গমন করেন। উভয় স্থানেই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করে। তিনি প্রত্যেক স্থানেই উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন।

গত ২৩শে জুন স্বামী অভেদানন্দ জাফ্‌না পৌঁছিয়াছেন। স্থানীয় হিন্দু কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্রগণ প্রায় ১ মাইল পথ তাঁহার গাড়ী টানিয়া কলেজে লইয়া যান। তথায় তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদত্ত হইলে তদুত্তরে তিনি একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। পরদিন 'বেদান্ত' বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন এবং তৎপর দিবস কলম্বোয় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ২৯শে জুন স্বামী অভেদানন্দ টিউটিকোরিনে পদার্পণ করেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাকে অপূর্ব্ব সমারোহ সহকারে অভ্যর্থনা করেন। চিদম্বরম্ পিলে এবং মহাদেব আয়ার নামক উকীলদ্বয় তাঁহাকে "চুসান" নামক স্বদেশী জাহাজ হইতে একটী ছোট ষ্টিমারে করিয়া তীরে নামাইয়া আনেন। বহু সহস্র লোক বন্দরে উপস্থিত হইয়া ছিলেন এবং তিনি নামিলে চতুর্দ্দিক হইতে "হরিহর মহাদেব" ধ্বনি হইতে লাগিল। বেঙ্কটরাম আয়ার, বেঙ্গুই আয়ার, সিনবান, নাল্লা পেকমল পিলে, নবশ্যাম আয়ার এবং রাম সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বাটীতে লইয়া যান। সন্ধ্যা-কালে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি রামচন্দ্র আয়ার মহাশয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন, তদুত্তরে তিনি বিশেষ ধন্যবাদ জানান এবং তাঁহার আমেরিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা বলেন। পর দিবস তথা হইতে টিনাভেলি যাত্রা করেন।

গত ২৯শে মে স্বামী বোধানন্দ জেনোয়া হইয়া নিরাপদে নিউইয়র্ক (আমেরিকা) পৌঁছিয়াছেন।

আমরা অতীব শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ এবং "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দ গত ২৭শে জুন বেলা দ্বাদশ ঘটিকার পর নৈনিতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন এবং বীরভট্টি পাহাড় চড়াই ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া ২০শে জুন জ্বর হয়। ২।৩ দিবস পরে নিউমোনিয়ার (Pneumonia) লক্ষণ দেখা দেয়। কানপুরের ডাঃ গাঙ্গুলি মহাশয় এবং স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন চিকিৎসা করেন। কিন্তু পীড়া সহসা এরূপ ভীষণাকার ধারণ করিল যে, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

দেহত্যাগ কালে রামকৃষ্ণ মিশনের কেহই ছিলেন না। স্থানীয় লোকে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী ভাওয়ালী নামক স্থানে সমাহিত করেন। প্রায় ৪০।৫০ জন ভদ্রলোক সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। কিছুকাল হইতে তিনি কয়েকটি বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।* তাঁহার সরলতা, একাগ্রতা ও কার্য্যকুশলতা প্রভৃতির কথা ব্যক্ত করা অসম্ভব। তাঁহার অমায়িকতার জন্য সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ মিশন অতীব ক্ষতিগ্রস্ত, সন্দেহ নাই।

চারিদিক হইতেই দুর্ভিক্ষের ভীষণ সংবাদ আসিতেছে। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, নদিয়া ভিন্ন অন্যান্য অনেক স্থানে লোকে অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ঘাস পাতা প্রভৃতির দ্বারা ২।১ দিবস উদরপূর্ত্তি করিয়া কোনরূপে প্রাণধারণের চেষ্টাও বিফল হইয়া উঠিয়াছে, কারণ তাহারও অভাব। ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চুরি, ডাকাতি খুন এবং আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে রুটি, আলু, মাংস প্রভৃতির মূল্য যৎসামান্য বৃদ্ধি হইলেই লোকে দুর্ভিক্ষ বলিয়া থাকে এবং তাহার প্রতিবিধান জন্য প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির সমবেত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাশক্তি রাজশক্তির নিকট যথোপযুক্ত সাহায্য না পাইলে পাছে অসন্তোষ প্রকাশ করে এই জন্য রাজশক্তিও সর্ব্বপ্রকারে তাহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হন। ধনী প্রজাগণের মধ্যেও দানশীলতার কথা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমাদের দেশে সেরূপ মহানুভবতা কোথায়? আমাদের দেশে উভয়েরই অভাব পরিলক্ষিত হয়। মুষ্টিমেয় তণ্ডুলাভাবে চতুর্দ্দিকে এই যে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণত্যাগ করিতেছে তাহার জন্য দায়ী কে? কাহাদের লইয়া স্বদেশ? সমবেত চেষ্টায় কি না সংসাধিত হইতে পারে? ভারত আবহমানকাল দানশীলতার জন্য খ্যাত, সর্ব্বত্রই তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান। এই ঘোর দুঃসময়ে স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের মুখে একমুষ্টি অন্নদান করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা ভিন্ন কোন্ মহত্তর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে? আশাকরি দেশস্থ মহানুভবগণ এই প্রবল দুর্ভিক্ষ স্রোত ফিরাইবার জন্য সাহায্য করিতে সত্বর হইবেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণমিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া—এই ঠিকানায় সাহায্যাদি প্রেরণ করিবেন।

বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতায় এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, সেই সকল গুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও, সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্য্যবান্ হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক। আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক সহস্রবর্ষ ধরিয়া যে কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী লোক আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি কেন? কারণ, উহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস আছে, আমাদের নাই। আমি পাশ্চাত্যদেশে যাইয়া কি শিখিলাম? খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সকল যে, মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এই সকল বাজে কথায় না ভুলিয়া উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ দেখিলাম? ইউরোপ ও আমেরিকা উভয়ত্রই জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরদেশে তাহাদের মহান্ আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। একজন ইংরাজ বালক তোমাকে বলিবে—'আমি একজন ইংরেজ—আমি সব করিতে পারি।' আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে—প্রত্যেক ইউরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ কি এই কথা বলিতে পারে? কখনই নহে, বালকগণ কেন, বালকগণের পিতারা পর্য্যন্ত একথা বলিতে পারেন না। আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই কারণেই বেদান্তের অদ্বৈত ভাব প্রচার করা আবশ্যক—যাহাতে লোকের হৃদয় জাগরিত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এই কারণেই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকি আর আমি সাম্প্রদায়িক ভাবে উহা প্রচার করি না, সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া আমি উহার প্রচার করিয়া থাকি।

আত্মবিশ্বাসই সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল।

এই অদ্বৈতবাদ এমন ভাবে প্রচার করা যাইতে পারে, যাহাতে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না, আর এই সকল মতের সামঞ্জস্য সাধনও বড় কঠিন নহে। ভারতে এমন কোন ধর্ম্মপ্রণালী নাই, যাহাতে বলে না যে, ভগবান্ সকলের ভিতরে রহিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের সহিত অন্যান্য বাদের সামঞ্জস্য।

আমাদের বেদান্তমতাবলম্বী বিভিন্ন বাদিগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মায় পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ পবিত্রতা, বীর্য্য ও পূর্ণত্ব অন্তর্নিহিত। তবে কাহারও কাহারও মতে এই পূর্ণত্ব যেন কখন কখন সঙ্কুচিত হইয়া যায় আবার অন্য সময়ে উহা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও সেই পূর্ণত্ব আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদমতে উহা সঙ্কুচিতও হয় না, বিকাশপ্রাপ্তও হয় না, তবে উহা সময়ে সময়ে তিরোহিত ও আবির্ভূত হইয়া থাকে মাত্র। তাহা হইলেই কার্য্যতঃ দ্বৈতবাদের সহিত একরূপই দাঁড়াইল। একটী মত অপরটী অপেক্ষা অধিকতর ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু উভয় মতই কার্য্যতঃ প্রায় একই দাঁড়ায়। আর এই মূল তত্ত্বটীর প্রচার জগতের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে আর আমাদের এই মাতৃভূমিতে ইহার যতদূর অভাব, আর কোথাও তত নহে।

আমাদের দুর্দ্দশার জন্য আমরাই দায়ী।

বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে গোটাকতক কড়া কথা শুনাইতে চাই।—সংবাদপত্রে পড়া যায়—আমাদের একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে কোন ইংরাজ খুন করিয়াছে অথবা তাহার প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। অমনি সমগ্র দেশে হৈ চৈ পড়িয়া গেল—সংবাদপত্রে এই সংবাদ পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল,—এ সকলের জন্য দায়ী কে? যখন আমি একজন বেদান্তবাদী, তখন আমি নিজেকে এ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দুজাতি অন্তর্দৃষ্টি পরায়ণ, সে নিজের মধ্যেই সকল বিষয়ের কারণানুসন্ধান করে। আমি যখনই আমার মনকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি, কে ইহার জন্য দায়ী, তখন প্রত্যেক বারই আমি এই উত্তর পাইয়া থাকি, ইহার জন্য ইংরাজ দায়ী নহে, আমরাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী—আমরাই একমাত্র দায়ী।

আমরাই আমাদের দেশের নীচ জাতিকে নীচ করিয়াছি।

আমাদের অভিজাত পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল, এই অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ—তাহারা যে মনুষ্য, তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা গোলাম হইয়া জন্মিয়াছে—কাঠ কাটিবার ও জল

তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশক দু একটী কথা বলিতে যায়, তবে আমি দেখিতে পাই, আধুনিক কালের শিক্ষিতাভিমানী আমাদের স্বজাতিগণ এই পদদলিত জাতির উন্নতিসাধনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

শুধু তাহাই নহে, আমি আরো দেখিতে পাই, উহারা পাশ্চাত্য দেশের বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ ও তথাবিধ অন্যান্য কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর মতসহায়ে এমন সকল পশু ও অসুরোচিত হেতুবাদ সকল প্রদর্শন করিয়া থাকে, যাহাতে দরিদ্রগণের উপর অত্যাচার করিবার ও উহাদিগকে আরও পশু প্রকৃতিক করিয়া ফেলিবাব অধিকতর সুবিধা হয়।

বংশানুক্রমিক ভাবসঞ্চরণ Hereditary transmission মত কি সম্পূর্ণ সত্য ?

আমেরিকার ধর্ম্মমেলায় অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত একজন নিগ্রো যুবকও আসিয়াছিল—সে খাঁটি আফ্রিকার নিগ্রো—সে একটী সুন্দর বক্তৃতা দিল। আমার ঐ যুবকটীর সম্বন্ধে কৌতূহল হইল, আমি তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে কয়েকটী আমেবিকানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহারা আমাকে ঐ যুবকটীর এইরূপ ইতিহাস প্রদান করিল—'এই যুবক আফ্রিকার মধ্যভাগস্থ জনৈক নিগ্রো দলপতির পুত্র; কোন কারণে অপর একজন দলপতি ইহার পিতাব প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা কবে এবং তাহাদেব মাংস রন্ধন করিযা খাইয়া ফেলে—সে এই বালকটীকেও হত্যা কবিযা খাইয়া ফেলিবাব আদেশ দিয়াছিল। বালকটী কোন ক্রমে পলায়ন করিযা অনেক কষ্ট সহ্য কবিয়া শত শত ক্রোশ ভ্রমণের পর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়—সেখান হইতে একটী আমেরিকান জাহাজে করিয়া সে আমেরিকায় আসিযাছে।' সেই বালকটী এমন সুন্দর বক্তৃতা করিল! এইরূপ ঘটনা দেখিয়া বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ মতে আর কিরূপে আস্থা থাকিতে পারে ?

হে ব্রাহ্মণগণ, যদি বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ নিযমানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যা শিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায অর্থব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থব্যয় কর। দুর্ব্বলকে অগ্রে সাহায্য কর, কারণ, দুর্ব্বলের সাহায্য করাই অগ্রে আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ব্যতীতও শিক্ষালাভ

করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ না হয়, তবে তাহাদিগকেই কেবল শিক্ষা দিতে থাক, তাহাদিগেরই জন্য শিক্ষক-সমূহ নিযুক্ত করিতে থাক। আমার ত ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই দরিদ্র ব্যক্তিগণকে, ভারতের এই পদদলিত সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে, সবলতা দুর্ব্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও ও শিখাও যে, সবল দুর্ব্বল উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন —সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে। সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বল—'উত্তিষ্ঠত,জাগ্রত,প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' উঠ, জাগো—যত দিন না চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। উঠ, জাগো—আপনাদিগকে দুর্ব্বল ভাবিয়া তোমরা যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছ—উহা দূর করিয়া দাও! কেহই প্রকৃত পক্ষে দুর্ব্বল নহে—আত্মা অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর, তোমার ভিতর যে ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না। আমাদের জাতির ভিতর ঘোর আলস্য, দুর্ব্বলতা ও মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, মোহজাল কাটাইয়া ফেল। ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর ও সর্ব্বসাধারণকে উহা উপদেশ কর। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে, যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে। যদি গীতার মধ্যে কিছু আমার ভাল লাগে, তবে তাহা এই দুইটী শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারস্বরূপ- মহাবলপ্রদ—

ব্রাহ্মণাপেক্ষা শূদ্রের শিক্ষায় সমধিক যত্ন কর।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং।

বিনাশশীল সর্ব্বভূতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। কারণ ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদান্ততত্ত্ব প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্যান্য দেশেও যথেষ্ট লোকহিতকর কার্য্যের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিতা ও সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব্ব তত্ত্বের প্রচার করিতে হইবে। যেখানেই অন্যায় দেখা যায়, যেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়, আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি এবং আমাদের শাস্ত্রেও সে কথা বলিয়া থাকেন যে, ভেদবুদ্ধি হইতেই সমুদয় অশুভ এবং অভেদবুদ্ধি হইলে—সকল বিভিন্নতার মধ্যে বাস্তবিক এক সত্তা রহিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিলে—সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের মহোচ্চ আদর্শ।

আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিতি—এই তত্ত্বদ্বয়ের প্রচারে সর্ব্ববিধ কল্যাণ।

তবে সকল বিষয়েই শুধু একটা আদর্শে বিশ্বাস এক কথা, আর দৈনিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় সেই আদর্শানুযায়ী পরিচালনা করা আর এক কথা। একটী উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া বেশ কথা—কিন্তু ঐ আদর্শে পঁহুছিবার কার্য্যকর উপায় কৈ? এখানেই স্বভাবতই সেই কঠিন প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়—যাহা আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের মনে বিশেষ ভাবে জাগিতেছে—সেই প্রশ্ন আর কিছুই নহে—জাতিভেদ ও সমাজসংস্কার বিষয়ক সেই পুরাতন সমস্যা। আমি সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট খুলিয়া বলিতে চাই যে, আমি একজন জাতিভেদলোপকারী অথবা কেবলমাত্র সমাজসংস্কারক নহি। জাতিভেদ বা সমাজসংস্কার বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কিছু করিবার নাই। তুমি যে কোন জাতি হও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—তবে তাই বলিয়া তুমি অপর জাতীয় কাহাকেও ঘৃণা করিতে পার না। আমি কেবল সর্ব্বভূতে প্রেম কর—এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি এবং সেই বিশ্বাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সমত্বরূপ বেদান্তের মহান্ তত্ত্বের উপর আমার এই উপদেশ প্রতিষ্ঠিত।

আমি সমাজসংস্কারক নহি—বিশ্বজনীন প্রেমের প্রচারক।

প্রায় বিগত একশত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশ সমাজসংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই সংস্কারকগণের চরিত্রের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। ইহাঁদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য খুব ভাল এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি

প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাও স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—হিন্দুজাতি ও হিন্দু সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি বাস্তবিক সমাজের কোন উপকার হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ বাহির করা বড় কঠিন নহে। এই নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণই ইহার কারণ। প্রথমতঃ, আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বীকার করি, অপর জাতিদের নিকট হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্য্যপ্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণ মাত্র। ভারতে ইহা দ্বারা কখনই কার্য্য হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্ত্তমান সংস্কার আন্দোলনসমূহ দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাহারও কল্যাণসাধন করিতে হইলে নিন্দা বা গালিবর্ষণের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। আমাদের সমাজে যে অনেক দোষ আছে, সামান্য বালকেও তাহা দেখিতে পাইতে পারে, আর কোন্ সমাজেই বা দোষ নাই? হে আমার স্বদেশবাসিগণ, এই অবসরে তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি যে সকল জাতি দেখিয়াছি, জগতের সেই বিভিন্ন জাতি সমূহের তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের জাতিই মোটের উপর অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক এবং আমাদের সামাজিক বিধানগুলিই, তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বিচার করিলে, মানবজাতিকে সুখী করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। এই কারণে আমি কোনরূপ সংস্কার চাহি না। আমার আদর্শ—জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি। যখন আমি আমার দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, তখন সমগ্র জগতে আমি এমন দেশ দেখিতে পাই না যাহা মানবমনের উন্নতিবিধানের জন্য এত করিয়াছে। এই কারণে আমি আমার জাতিকে কোনরূপ নিন্দা বা গালি দিই না। আমি আমার জাতিকে বলি,—'যাহা করিয়াছ, বেশ হইয়াছে আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর।' এদেশে প্রাচীন কালে অনেক বড় বড় কায

সংস্কারকগণের অকৃতকার্য্যতার কারণ—বিজাতীয় অনুকরণ বর্ত্তমান সমাজের উপর তীব্র গালিবর্ষণ।

উপায়—জাতীয় ভাবে সমাজগঠন।

হইয়াছে—মহত্তর কার্য্য করিবার এখন যথেষ্ট সময় ও অবকাশ রহিয়াছে। নিশ্চয়ই তোমরা জান আমরা একস্থানে চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। যদি একস্থানে বসিয়া থাকি তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। হয় আমাদিগকে সম্মুখে নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে। হয় আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে নতুবা আমাদের অবনতি হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে বড় বড় কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবনের বিকাশ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া– ইহা কিরূপে হইতে পারে? তাহা হইতে পারে না; তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে। অতএব অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য।

'এগিয়ে যাও।'

আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজসংস্কারের প্রচারক নহি। আমি সমাজের দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি না, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতিবিধানের জন্য যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত কর। আমার তোমাদিগকে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্ব ও মানবের স্বাভাবিক ঈশ্বরত্বভাব রূপ বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাক। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি তোমাদিগকে আনন্দের সহিত দেখাইয়া দিতাম যে, এক্ষণে আমাদিগকে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটী আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন এবং এক্ষণে আমাদের জাতীয় আচার ব্যবহারে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং এখনও ঘটিবে, তাহা তাঁহারা বাস্তবিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও জাতিভেদলোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিকদিগের ন্যায় নহে। তাঁহারা জাতিভেদরাহিত্য অর্থে বুঝিতেন না যে, সহরের সব লোক মিলে একত্র মদ্যমাংস খাক্ অথবা যত আহাম্মক ও পাগল মিলে যখন যেখানে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক আর দেশটাকে একটা পাগ্‌লা গারদে

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত সামাজিক বিধানসকলের চরম পরিণতিতেই সমাজের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি।

পরিণত করুক অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যানুসারে কোন জাতির উন্নতির পরিমাণ করিতে হইবে। এরূপ উন্নতজাতি ত আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণরূপ আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ইউরোপে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত নিজ পূর্ব্বপুরুষগণ যে উচ্চবংশীয়, ইহা প্রমাণ করিতে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, আর যতক্ষণ না তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারিতেছেন যে, পর্ব্বত নিবাসী, পথিকের সর্ব্বস্বলুণ্ঠনকারী কোন মহাঅত্যাচারী ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ, ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। অপর দিকে আবার, ভারতের বড় বড় রাজবংশধরগণ কৌপীনধারী, অরণ্যনিবাসী, ফল-মূলাহারী, বেদপাঠী কোন প্রাচীন ঋষি হইতে তদীয় বংশের উৎপত্তি—ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এখানে যদি তুমি কোন প্রাচীন ঋষিকে তোমার পূর্ব্বপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পার, তবেই তুমি উচ্চজাতীয় হইলে—নতুবা নহে। সুতরাং আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ।

হিন্দুসমাজের আদর্শ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ আদর্শ আমি কি অর্থে বুঝিতেছি? আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব তাহাই, যাহাতে সাংসারিকতা একেবারে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। হিন্দুজাতির ইহাই আদর্শ। তোমরা কি শুন নাই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন আইন নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন, তাঁহার বধদণ্ড নাই? একথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ভাবে অবশ্য ইহা বুঝিও না, প্রকৃত মৌলিক বৈদান্তিক ভাবে উহা বুঝিবার চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিগণকে বুঝায়, যাঁহারা স্বার্থপরতাকে একেবারে নাশ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন জ্ঞান ও প্রেম লাভ ও উহাদের বিস্তারেই নিযুক্ত, যে দেশ কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা—সৎস্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীর দ্বারা অধ্যুষিত, সে দেশ যে সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে, এ আর কি আশ্চর্য্য কথা? এবম্বিধ জনগণের শাসনের জন্য আর সৈন্যসামন্ত পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাঁহাদিগকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবার কি প্রয়োজন?

CENTRAL LIBRARY 21 MAY 1996

REGISTERED No. C 295.

A 3266. 4 1 Bd. 376 6. 30-196

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

BENGAL LIBRARY 9 AUG 1906 METCALFE BUILDING

সূচী।

	বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১।	আমাদের ধর্ম্ম	(স্বামী অদ্ভুতানন্দ সরস্বতী)	...	৩৮১
২।	শংকর প্রসঙ্গ ...	শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ	...	৩৯৫
৩।	সংবাদ ও মন্তব্য ...	... ...	...	৪০০
৪।	গীতাশাস্ত্রভাষ্যানুবাদ	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	....	৪০১
৫।	ভারতে বিবেকানন্দ ...	....	...	৪০৩

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

৯ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৩ সাল।

A 3266 IMPERIAL

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲, বাঁধান ১৷৹
" জ্ঞানযোগ	১৲	" জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
" কর্ম্মযোগ	৷৷৹	" ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৷৹
" ভক্তিযোগ	৷৷৹	" কর্ম্মযোগ	৷৷৵৹
" চিকাগো বক্তৃতা	।৹	" চিকাগো বক্তৃতা	।৹
" বক্তৃতা ও পত্র	।৹	" স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৷৹
" কথোপকথন	।৹		

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ আসাম ব্রাঞ্চ—ধুবরী।

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

Bd 376
AUG 1906
BENGAL LIBRARY
7 AUG 1906

জাতীয়তা না ধর্ম্ম ?

(স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।)

[শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের ঈদৃশ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, জাতীয়তা ও ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধিভাবাপন্ন ; সুতরাং উভয়ের সহযোগ অসম্ভব। সমাজের শীর্ষস্থানীয় উক্ত মহোদয়গণের এইরূপ ভাব দেখিয়া সাধারণ লোকেরও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও জাতীয়তার সম্মিলন হইতে পারে কি না। আমরা এই প্রবন্ধে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা উল্লিখিত বিষয় এবং জাতীয়তার চরম লক্ষ্য ও ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির পক্ষে ধর্ম্মশূন্য জাতীয়তার উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা দ্বারা যদি কোন ব্যক্তির কিছু মাত্রও উপকার হয়, তবে পরিশ্রম সফল মনে করিব।]

স্বদেশভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন যে, এক প্রধান উদ্দেশ্য প্রণোদিত একদেশবাসী মনুষ্য সকলের অন্যোন্য সমবেদনাই জাতীয়তা। এই জাতীয়তার আবির্ভাব না হইলে কোন প্রকারেই জাতীয় অভ্যুদয় হইতে পারেনা। যে জাতি ইহার স্থিরতর সৌদামিনী প্রভায় সমুদ্ভাসিত হয় নাই, যে জাতির অধিকাংশ লোক ইহার মহিমায় মহিমান্বিত হয় নাই, সে জাতি জীবিত থাকিয়াও মনীষিসমাজে মৃত বা অর্দ্ধমৃত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, জাতীয়োন্নতির ধ্রুবকারণ জাতীয়তা। ইহার পূর্ণোদয় হইবামাত্র সমৃদ্ধি, বিদ্যা, দাক্ষিণ্য, বীরত্ব, উদারতা ও সমতাদি সদ্‌গুণ সমূহ স্বয়ং আসিয়াই যেন সেই জাতিকে সমলঙ্কৃত করে। জাতীয়তোদ্দীপ্ত বর্ত্তমান সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে উল্লিখিত গুণসমষ্টি বা তন্মধ্যে অধিকাংশগুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যে জাতিসমূহ জাতীয়তার জ্বলজ্জ্যোতিতে অভ্যন্তরস্থ তমোরাশি বিদূরিত করিতে ও স্বয়ং আলোকিত হইতে পারে নাই, সেইজাতি উক্ত গুণরত্নরাজি লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইতে ও আন্তর্জাতিক বিসম্বাদ মিটাইতে অযোগ্যই রহিয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যখন জাতীয়তা ব্যতিরেকে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির দ্বারাই জাতীয় অভ্যুদয় হইতে পারে, তখন জাতীয়তা লইয়া মহান্ সমারোহের আবশ্যকতা কি ?—কেন মনীষিসমাজ ইহা অধিকার করিয়া বসুন্ধরা পরশোণিতে প্লাবিত করেন ? উত্তর,—প্রথমতঃ জাতীয়তা ব্যতিরেকে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতিই অসম্ভব। সংসারে এমন মনুষ্য অতি বিরল, যিনি অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। শিক্ষালাভ, ধনকুবের হওয়া ও সাম্রাজ্যশাসন ইত্যাদির ত কথাই নাই। পরস্পর সমবেদনা যেরূপ মনুষ্যসমাজে আবশ্যক, তদ্রূপ ইহা ব্যতি-

রেকে পশু প্রভৃতিরাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেনা। তাহাদের দলবদ্ধ হইয়া থাকাই ইহার প্রমাণ। পুরাকালে এই মনুষ্যগণও পৃথক্ পৃথক্ দলবদ্ধ হইয়াই আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার আদর্শ বর্ত্তমান বন্যজাতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সভ্যতার অনুপাতে ঐ দলের ব্যাপ্তি-বৃদ্ধি হইতে হইতে প্রচলিত জাতীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। পরন্তু, ঘাতপ্রতিঘাতাদি পশুপ্রকৃতি হইতে জাতীয়তাগর্ব্বিত সভ্যজাতিরাও অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা একদলের স্বার্থের জন্য অপরদলের সর্ব্বনাশ করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। বিগ্রহব্যাপারের মূলউপাদান স্বার্থরূপ পশুপ্রকৃতি। বিবেকও ইহা অনুমোদন করে না; উহা উপদেশ করে যে, তুচ্ছ স্বার্থের জন্য ভ্রাতৃহত্যা মহাপাপ। সুতরাং, বিবেকাভাবেই মানব স্বার্থান্ধ হইয়া পৃথিবীতে নরশোণিতের তপ্তস্রোত প্রবাহিত করে। বর্ত্তমান জাতীয়তার এই প্রধান কলঙ্কই যেন তাহার কলেবর সংস্কার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতে বিবেকী মনীষিগণকে প্রেরণা করে। তাঁহারা বিবেক-বিধৌত-বুদ্ধি-মুকুরে দেখিতে পান যে, ভাবীজাতীয়তাপ্রান্তর সমতাকুসুমে সুশোভিত রহিয়াছে। উহাতে বিগ্রহ-শ্বাপদের ভীমগর্জ্জন, স্বার্থদানবের আতঙ্কজনক আক্রমণ ও বিজিত-বিজেতৃ-প্রভেদরূপ-ভুজঙ্গের দংশনাশঙ্কা নাই।

বর্ত্তমান সময়ে তিন প্রকার প্রজাশাসনপ্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে,— সাধারণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র; তন্মধ্যে সাধারণতন্ত্র দেশেই জাতীয়তার পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে। কেননা, তথায় রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির পরস্পর সংঘর্ষ ও প্রভেদ না থাকায় অন্যোন্য-সমবেদনা ও একপ্রাণতার সার্ব্বজনীন বিকাশের কোন অন্তরায় থাকেনা। সামান্য কৃষকও নির্ব্বাচিত সভাপতির সমক্ষে স্বয়ং যাইয়া আপন দুঃখ ব্যক্ত করিতে পারে, ইত্যাদি। প্রজাতন্ত্রদেশ বিজাতিকর্ত্তৃক আক্রমণ ও বিজাতির স্ববশ্যতা সাধন বিষয়ে একতাসূত্রে পরস্পর সংবদ্ধ হইলেও আন্তর্জাতিক ব্যবহারে উদারতা সংকোচ করিয়া থাকে। দলাদলির হাত হইতেও অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় না। যাঁহাদের গৃহে সুবর্ণমুদ্রার ঝণৎকার হয় না, অথবা অল্পপরিমাণে হয়, তাঁহাদের সহিত উক্তদেশের সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা প্রীতিসম্মিলন করিতে পারেন কৈ? প্রজাতন্ত্রদেশ কি বিজিতজাতি হইতে সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার—বিজেতৃজাতির সমৃদ্ধিবর্দ্ধন ব্যতিরেকে অন্য কিছু মনে করিতে পারে? ফলতঃ, বিজিতজাতিদ্বারা বিজেতৃজাতির উন্নতিসাধনই উক্ত দেশের প্রধান লক্ষ্য। রাজতন্ত্র দেশের জাতীয়তা কেবল বিজা-

তীয় আক্রমণ বা বিজাতির উচ্ছেদ সাধনেই স্বকীয় বিক্রম দেখাইয়া থাকে। রাজা ও রাজপুরুষবর্গের অন্যায় প্রাধান্য হেতু প্রজাশক্তি অবিকশিতই থাকে। কখন যদি বিকাশলাভ করিতে উদ্যত হয়, তবে রাজশক্তি তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়; আর অনর্থবন্যা বহিতে থাকে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে জাতীয়তা অধিকার করিয়া অনেককথা বলা হইল, আজ তাহার স্থিরতর বৈদ্যুতিক জ্যোতিতে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাগই উদ্ভাসিত। অবশিষ্ট ভাগ তাদৃশ না হইলেও তাদৃশ ভবিষ্যতের আশায় অনুপ্রাণিত অথবা অবশিষ্টভাগ সমূহেও যেন জাতীয়তাংশুমালীর অরুণোদয় সমারব্ধ হইতেছে। সপর্য্যাভাজন ভারতভূমি এই অবশিষ্ট-ভাগেরই এক পুণ্যময়অঙ্গ। এই অঙ্গ উক্ত জ্যোতিষ্করাজের তীব্রজ্বলৎকিরণে প্রকাশিত না থাকিলেও কদাপি তমসাচ্ছন্ন ছিল না। প্রত্যুত, কোটি-সূর্য্য-জ্যোতি যাহার সমক্ষে চিরপরাভূত, যাহার উপমা মায়িকজগতে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহা নিস্পন্দ, একভাবাপন্ন ও সনাতন, সেই অনাময় নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিদ্বারা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তনানকাল পর্য্যন্ত উহা জ্যোতিষ্মান্ রহিয়াছে। অবশ্যই এই লোকোত্তর জ্যোতি প্রবুদ্ধ মনীষিদিগেরই অনুভবনীয়; তাঁহারাই ইহার অতুলনীয় মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মহিমান্বিত হইতে পারেন। অপ্রবুদ্ধমানবের পক্ষে প্রাণ ভরিয়া উহা নিরীক্ষণ করা ত বহুদূরের কথা, তাহারা ঐ জ্যোতির সম্মুখেই চাহিতে পারে না। প্রাচীন ভারত এই অলৌকিক ব্রহ্মদ্যুতিতে আলোকিত হইয়া লৌকিক প্রকাশ মাত্রেরই উপর কোন আস্থা রাখিতেন না; এই আস্থার অভাবই যেন জলদরূপ হইয়া এতদিন পর্য্যন্ত আর্য্যজাতিরূপ আকাশে জাতীয়তা সূর্য্য আবরিয়া রাখিয়াছে—এইরূপই অনেক মনীষীর সিদ্ধান্ত। ইহার সমালোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে।

আর্য্যজাতি যে গ্রীসদেশোৎপন্ন জাতীয়ভাবে কখনও সমলঙ্কৃত হইতে পারেন নাই,—ইহা অসত্য নহে। কারণ,—শাস্ত্রে ব্রাহ্মণত্বজাতি প্রভৃতির ন্যায় আর্য্যত্বজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠ অর্থেই আর্য্যশব্দের প্রয়োগ—নাটকাদিতে দৃষ্ট হয়। মহাভারত যুগেও যে খণ্ডরাজ্যসমষ্টিতে ভারত উপনিবদ্ধ ছিল, মহাভারত গ্রন্থে মনঃসমাধান করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধযুগে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বৌদ্ধেরা বেদনিন্দাহেতু আন্তর্জাতিক বিরোধে দেশ কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে বেদনিন্দাবাদ ও আর্য্যগ্রন্থে বৌদ্ধ-মত-নিরাকরণই—

ইহার প্রমাণ। যাহা অধ্যাত্মবিদ্যার জন্মভূমি, যাহাতে নিখিল ধর্ম্মই—উন্নতির সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়াছে, সেই পৃথিবীর অমরাবতী ভারতভূমিতে জাতীয়তার অনভ্যুদয়ই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এই ভাব উৎপন্ন করিতে পারে যে, যখন ধর্ম্মজননী আর্য্যভূমিই জাতীয়তায় বঞ্চিত রহিয়াছে—তখন ধর্ম্ম জাতীয়তার অনুকূল হইতে পারে কৈ? অর্থাৎ ধর্ম্ম জাতীয়তার অনুকূল কি না, এরূপ সন্দেহ উত্থিত হইয়া থাকে। জাতীয়তার গতি অনুসন্ধানেই এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণের পথ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অনন্তর ধর্ম্ম ও জাতীয়তার সহযোগবিষয়িণী গবেষণাতে সকল সন্দেহ ভঞ্জন ও অক্ষয়সিদ্ধান্তের পূর্ণঅভ্যুত্থান হইবে।

কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে যে দেশ সুসভ্য-জাতির নিকট অগণ্য বলিয়াই নিশ্চিত ছিল, আজ দেখিতে পাই যে, সেই দেশই অর্দ্ধপৃথিবীর সম্রাটেরও দর্পচূর্ণ করিয়াছে। সেই দেশই নিখিল সভ্যজাতি দ্বারা সম্মানিত ও অভিনন্দিত হইতেছে। জাতীয়তার এই দিগন্তব্যাপী প্রসারের উদ্যম, ইহার এই বিশ্বব্যাপিনী ব্যাপ্তির উদ্যোগ কোন উপায়েই রুদ্ধ হইবে না। কাহার সাধ্য যে বেগোদ্ধতা শৈলসুতার গতি থামাইতে পারে? যাঁহারা দেশান্তরের অভ্যুদয়ে অন্তরে ও বাহিরে জ্বলিয়া উঠেন, এমন কি—উহার অন্তরায় করিতেও সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন না, এই বিষয়ে তাঁহাদেরও মুখ কালিমাচ্ছন্ন হইবে। যদিও অনুদারচেতা নরদৈতেয়গণ জাতীয়তা-তটিনীর সর্ব্বদেশব্যাপিনী গতি রুদ্ধ করিতে ভূয়িষ্ঠ পৌরুষ দেখাইবেন; যদিও এক্ষণ হইতেই তাহার আয়োজন হইতেছে; ইতিকর্ত্তব্যতাও অবধারিতপ্রায়; তথাপি নৈসর্গিক নিয়মেই—তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতিই উগ্রচণ্ডারূপ ধারণ করিয়া নিমেষমাত্রেই তাহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিবেন। কারণ, বহুত্ব হইতে একত্বের দিকে অগ্রসর হওয়াই সৃষ্টির স্বভাব। সুতরাং, অবিবেকবশতঃ ইহার প্রতিকূলতায় যিনি প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে অবশ্যই বিষম পরিণাম ভোগ করিতে হইবে। তিনি নিশ্চয়ই অনল-পতঙ্গের অভিনয় দেখাইবেন। মহামায়ার সমরে শত শত শুম্ভ-নিশুম্ভ যে কিছুমাত্রও করিতে সমর্থ নহে, ইহা বিচারশীল মাত্রেই অবগত আছেন; কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধি। কি আশ্চর্য্য! মানুষ পার্থিবমদে মত্ত হইয়া বিশ্বজননী প্রকৃতির সহিত বিগ্রহ করিতে প্রস্তুত! যাঁহারা জাতীয়তাকে ক্ষুদ্রসীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা ইহার গূঢ় রহস্য

অদ্যাপি ভেদ করিতে পারেন নাই। কারণ, ইহা যে একত্ব-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা কখনও ইহাকে গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রাখিবে না। যতই সমাজের পশুপ্রকৃতি অন্তর্হিত এবং দেবভাব সঞ্চারিত হইবে, ততই জাতীয়তার বিস্তার বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ততই তাহার শান্তিময়ী প্রভা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিবে। বর্ত্তমান সময়ে যে রাজ্যলোলুপতা ধরিত্রীকে নরশোণিতে রক্তাভ কারয়াও তৃপ্ত হইতেছে না, এই বিষমদৃশ্য, এই দানবলীলা ভবিষ্যদ্ভাবিনী জাতীয়তার ইতিহাস কলঙ্কিত করিবে না। ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ এই আসুরতাণ্ডবকে বীরতার আদর্শ মনে করিবেন না। তাঁহারা সমতাসুধা বর্ষণ করিয়া জনসমাজের হৃদয় অধিকার করাই শূরতা মনে করিবেন।

ইতিহাসাভিজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন যে, পুরাকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খণ্ড খণ্ড রাজ্য ছিল। পরন্তু, কালে সমীকরণশক্তিপ্রভাবে ঐ গুলি এক এক মহারাজ্যে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও সভ্যজগতে এরূপ স্বাধীন-রাজ্য আছে যে, যাহাকে এক বড়জমীদারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন খণ্ড রাজ্যসমষ্টি এক মহারাজ্যে এবং খণ্ড জাতিসমষ্টি এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে, তখন যে বর্ত্তমান পৃথক্ পৃথক্ মহারাজ্য এক বিরাট্‌মহারাজ্যরূপ ধারণ করিবে এবং কল্পিত-বিভিন্ন-জাতি সমূহ এক বৃহৎমনুষ্যজাতিতে যাইয়া পারাবারে সরিৎসমূহের ন্যায় একত্বলাভ করিবে, এ আশা অসম্ভাবিনী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। প্রত্যুত,—ইহা যুক্তি ও বিবেকানুমোদিত বলিয়াই মনে হয়। বিবেকনেত্রশালী মনীষী গভীরধ্যানে মগ্ন হইয়া দেখিতেছেন যে, প্রকৃতিদেবী স্বয়ং সমতাপরিচ্ছদে সুসজ্জিতা হইয়া পৃথিবীস্থ নিখিল নরনারীকে ঐ পরিচ্ছদ পরিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকে উহা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। প্রমাদমদিরাপান করিয়া যেন উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন—ভগবান্‌ই জানেন, কতদিনে ইহাঁরা প্রকৃতিস্থ হইবেন,—কতদিনে জগজ্জননী প্রকৃতিদেবীর পরমহিতকর সুমহান্ উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন!

বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ জাতীয়তা অবশ্যই দেশবিশেষের পক্ষে অধিকাংশ বিষয়ে কল্যাণকর। ইহাই বিজাতীয় আক্রমণ হইতে অব্যাহতির মূলনিদান; ইহা ব্যতিরেকে কখনও দেশবিশেষের সার্ব্বজনীন উন্নতি হইতে পারে না। এই সকল উপকারিত্বের প্রতি মনঃসংযোগ করিলে এই জাতীয়তা, সহৃদয়

দূরদর্শীর সাময়িক ভক্তি আকৃষ্ট করে। পরন্তু, গভীর গবেষণায় মগ্ন হইলে বিবেক-মুকুরে ইহার দোষও প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়। বিধাতার সৃষ্টিতে এইরূপ কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না, যাহাতে কেবল নিরবচ্ছিন্ন গুণই রহিয়াছে। যে জাতীয়তা স্বজাতির লৌকিক উন্নতিকল্পে কল্পবৃক্ষ স্বরূপ,—উহাই বিজাতির সর্ব্বস্বান্ত করিতে প্রস্তুত ও নিরীহ নিরপরাধী জাতির উপর অত্যাচার করিতে শিক্ষা দেয়। বর্ত্তমান জাতীয়তোদ্দীপ্ত সভ্যশ্রেণীর অনুষ্ঠিত সংগ্রাম ও কীর্ত্তিকলাপই ইহার প্রমাণ। তবে কি জাতীয়তার কোন আবশ্যকতা নাই? পক্ষান্তরে, ইহার অদর্শনই কি জনসমাজের প্রার্থনীয় ? না, যে দেশ অজ্ঞতাতিমিরাচ্ছন্ন বা বিজাতির অধীনস্থ, সে দেশে ইহা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ অনেক দেশ রহিয়াছে, যাহা মূঢ়তাহেতু পরাধীন বা মূঢ়তাপঙ্কে নিমগ্ন না হইয়াও পরাধীন। এইরূপ দেশের পক্ষে উক্ত জাতীয়তাই মহান্ হিতকর। পরন্তু, দেশবিশেষের উন্নতিই যদি মানবসমাজের প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে কখনও পৃথিবী হইতে বৈষম্যবাদ বিদূরিত হইবে না। কখনও সমতা-সুধা বর্ষণে ধরিত্রী অভিনবশ্রী ধারণ করিবে না। কারণ, পরস্পর বিজিগীষা ও স্বদেশের উন্নতির জন্য পরদেশের রুধির-শোষণী-নীতি বর্ত্তমানই থাকিবে। দেশান্তরের সর্ব্বনাশ না করিয়া কেহ কুবের-সজাতীয় হইতে পারেন না। অবশ্য ইহার জন্য দস্যুবৃত্তি বা তস্করাদির সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে। স্বীকার করিতেছি যে, বাণিজ্যনীতি বা কুসীদবৃত্তির অনুসরণে অনেকে লক্ষ্মীদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু, পার্থক্য কেবল উপায়গত, ফল উভয়েরই তুল্য। কাহাকে হাত করিয়াই মার, আর অজ্ঞাতসারে ঔষধ প্রয়োগেই মার, উভয়েরই পরিণাম মৃত্যু। কুসীদোপজীবী যে গরিব কৃষকবর্গের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করেন, ইহার প্রমাণ ঐ কৃষকদিগের দারিদ্র্য এবং প্রভুদের সমৃদ্ধি। জাতীয়তার গতি সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হইল, এক্ষণে ধর্ম্ম ও জাতীয়তার সহযোগ বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যাইতেছে।

অনেক অপরাবিদ্যাপ্রবীণ দূরদর্শীর সিদ্ধান্ত যে, ধর্ম্ম জাতীয়তার বিরোধী। ইহারা ধার্ম্মিকসমাজে অভিনন্দিত না হইলেও নৈতিক মনঃশিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা। নব্যসমাজ ইহাদের সিদ্ধান্ত আদর্শ করিয়াই আপন জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েন, আর নব্যশ্রেণীই ভাবী উন্নতির নিভৃতভূমি। কারণ, ইহাদের ভাবই ভবিষ্যদ্বংশীয়গণে সংক্রামিত হইবে। অতএব, যে সিদ্ধান্তের

উপর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, উহা অবশ্যই গরিষ্ঠ ও বিচারযোগ্য। যাহাদের উদ্দেশ্য পরস্পর ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, তাহাদের সহযোগ কখনও সুফলপ্রদ নহে। ধর্ম্ম ও জাতীয়তার উদ্দেশ্য ভিন্ন হইলে উহাদের মিলনও অনিষ্টপ্রসূ হইবে। জাতীয়তার মুখ্য প্রয়োজন লৌকিক সুখের অন্তিম উৎকর্ষ—ইহাই জাতীয়তার অন্তর্ব্যূহভেদকারী মনীষিবৃন্দের মত। ধর্ম্মের প্রয়োজন অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স, ইহা কণাদ ঋষির মত। ধর্ম্ম আবার প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত,—প্রথম প্রবৃত্তিমার্গ ও দ্বিতীয় নিবৃত্তিমার্গ। প্রথমের সাক্ষাৎফল অভ্যুদয় ও দ্বিতীয়ের সাক্ষাৎফল মুক্তি। অভ্যুদয়ের অর্থ মাথিকসুখ, ইহা জাতীয়তা-প্রসূত ফলের সহিত সমধর্ম্মাক্রান্ত। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ধর্ম্ম ও জাতীয়তার উদ্দেশ্য বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে। সুতরাং উভয়ের সহযোগও অনিষ্টজনক হইবে না। যাঁহারা ধর্ম্মামৃত-সিন্ধুর অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই,—প্রত্যুত, উপকূলে থাকিয়াই সময় অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহারাই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বৈরাগ্য ও সংসারৌদাসীন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে দেখিয়া আতঙ্কিত ও ধর্ম্মকে জাতীয়তা-বিমুক্ত করিতে উদ্যত হয়েন। ফলতঃ বৈরাগ্যের প্রতি মনঃসংযোগ করিলে অব্রহ্মদর্শী বিষয়ী ব্যক্তিদিগের মন যে তরঙ্গায়িত হয়, ইহা অসম্ভব বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, তাঁহারা "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং"—এই সুধানিস্যন্দিনী ঐশীবাণীর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত যে, ধর্ম্মের ব্যপদেশে অনেক অধর্ম্ম বা অপধর্ম্মও আবহমানকাল হইতেই সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্যই ইহাদিগকে জাতীয়তা হইতে বিশ্লিষ্ট করাই বিধেয় ও হিতপ্রদ। আমাদের মতে যাহা সমতাসিক্ত জাতীয়তার প্রতিকূল, তাহা ধর্ম্ম আখ্যা প্রাপ্ত হইবারই যোগ্য নহে। যাহা ক্লৈব্যোপহত ব্যক্তিকেও নবতেজে প্রদীপ্ত করে ও সমতা প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া পৃথিবী ত্রিদিবোপম করিতে পারে, তাহাই ধর্ম্মশব্দের বাচ্য। এই বিষয়ে ইহা দ্রষ্টব্য যে, যে দেশের মনীষিবৃন্দ মানবজীবনের প্রধান অবলম্বন ধর্ম্মকেই জাতীয়তার পরিপন্থী বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন, সেই দেশে এক্ষণ পর্য্যন্তও অন্তরঙ্গ ধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুত্থান হয় নাই। যে সময়ে ঐ সিদ্ধান্তের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সময়ে ঐ দেশে অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রচার অতিঅল্প মাত্রই ছিল। বাইবেলের নির্যুক্তিক ধর্ম্মমত দেখিয়াই ঐ সময়ের মনীষিগণ উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

আমরা গর্ব্বের সহিত বলিতেছি যে, অধ্যাত্ম বিদ্যার সম্যক্ অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই উক্ত সিদ্ধান্তকারীরা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রমজালে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন; কারণ, ইহা জীবকে মহাপাপী ও নরকের কীট বলিয়া উপদেশ করে না, বরং উপদেশ করে যে, "তত্ত্বমসি" (তুমিই নিষ্কলঙ্ক স্বয়ংজ্যোতিব্রহ্ম—তোমাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্ব শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।) মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক শুভতা কি হইতে পারে? এই ভাব যথার্থরূপে সমুদিত হইলেই জীব সদাশিব হয়। তখন সে সিংহবিক্রমে ঘোষণা করে যে, "আমি ইচ্ছা করিলে একনিমেষের মধ্যে অনন্ত পৃথিবীকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বায়ুতে মিলাইয়া দিতে পারি। আমার ইচ্ছা মাত্রেই এই মহাসমুদ্র শুষ্ক হইতে পারে। নিখিল জগতের মধ্যে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমাকে ব্যথিত ও ভীত করিতে সমর্থ। অন্যের কথা দূরে থাকুক, মৃত্যুও আমার কিছু মাত্র অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে।"

হে জাতীয়তাতত্ত্বজ্ঞ মনীষিবৃন্দ, একবার অবহিতচিত্তে বিচার করুন যে, এই ভাব যে ধর্ম্ম উপদেশ করে, তাহা কি জাতীয়তার অনুকূল নহে? এই ধর্ম্ম জাতীয়তার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে কি মুমূর্ষুকেও সঞ্জীবিত করিবে না? এই ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতেই বীরকেশরিগণের দ্বারা সংসেবিত হইয়া আসিতেছে, ইহার অনুষ্ঠাতৃবৃন্দ যে বীরতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার লেশমাত্র অর্ব্বাচীন বীরসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতীয়তা মনুষ্যকে স্বাবলম্বন ও পরস্পর সমবেদনা শিক্ষা দেয়, আর অধ্যাত্মবিদ্যা সর্ব্বভূতে আত্মভাব ও আত্মা নিরপেক্ষ, নিত্য স্বাধীন পরব্রহ্ম,—এইরূপ উপদেশ করে। জাতীয়তা কতিপয় বিষয়ে আত্মাবলম্বন ও সহানুভূতি শিক্ষা দিয়াই বিশ্রাম লাভ করে। কিন্তু, আত্মবিদ্যা অনন্তকালের জন্য অনন্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রতা ও ত্রৈকালিক যাবতীয় বস্তুকে স্বকীয় আত্মা বলিয়া জানিতে উপদেশ করে। এই উভয় ফলের মধ্যে কোন্ ফল গুরুতর, তাহা বিবেকী ব্যক্তি স্বয়ংই মীমাংসা করিয়া লইবেন। জাতীয়তা ও অধ্যাত্মবিদ্যার সম্মিলন যে অহিতকর, ইহা কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, ইহা প্রমাণিতও হয় না। অতএব, এই সম্মিলন গঙ্গাসাগর সম্মিলনের ন্যায় অতুলনীয় মহান্ ভাব-ব্যঞ্জক ও জগতের পরমহিতজনক। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলাই বাতুলতার পরিচায়ক।

ক্রমশঃ।

শংকর প্রসঙ্গ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যে পথ দিয়া কালাডি প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই পথেই আমরা ফিরিলাম। কালাডি গ্রামের পশ্চাতে ধানজমি, কাইপাতুর গ্রাম প্রভৃতি পার হইয়া মাণিক্যমঙ্গলম্ নামক গ্রামে পূর্ব্বকথিত জমীদারের বাটীতে আসিয়া পঁহুছিলাম। তখন প্রায় রাত্রি ৮টা। বাটীটি বেশ সুন্দর, প্রথমে বৈটকখানা বাটী, তাহার পর বাগান, তাহার পর বসত বাটী। বৈটকখানাটী একতলা ও বেশ সুসজ্জিত, বসতবাটীটী দ্বিতল। জমীদার বাবুটীকে দেখিলাম। তিনি বিনয়ী, ভদ্র ও নিরহংকার। তিনি ইংরাজি ভাষা জানায় বড়ই সুবিধা হইল। তাঁহার সাদর সম্ভাষণে প্রকৃতই যেন বন্ধুর আলয়ে আসিয়াছি বলিয়া বোধ হইল। কিয়ৎ পরেই তিনি আমাদিগকে আহারার্থ আহ্বান করিলেন। দেখিলাম, আসনের সম্মুখে কলাপাত সাজাইয়া একটী ব্রাহ্মণ আমাদের জন্য অন্ন লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। উৎকৃষ্ট মিহি চাউলের অন্ন, ঘৃত, ডাল ও নারিকেল কোরা মিশ্রিত ব্যঞ্জন, কোনটী ঝাল কোনটী অম্ল আস্বাদ বিশিষ্ট, সমস্তই নারিকেল তৈলে পক্ক দুগ্ধ ও তিল মিশ্রিত একপ্রকার মিষ্টান্ন ইত্যাদি নানাবিধ খাদ্যে আমাদের যথেষ্ট পরিতৃপ্তি হইল। ক্রমে একটী দুইটী করিয়া ৫।৬টী নম্বুরী ব্রাহ্মণ আসিলেন। ইঁহারা এই জমাদার বাটীর জামাই, নিজ বাটী হইতে আহারাদি করিয়া শয়নার্থ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। ক্রমে আমাদের সহিত ইহাঁদের পরিচয় হইল। আমরা এইবার ইঁহাদের নিকট হইতে শংকর সম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম—ইহাঁরা সকলেই এক-রকম কথা বলিলেন না দেখিলাম, বলিবার কালে ইহাঁরা নিজের অনুমানও প্রবাদের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতেছেন সুতরাং কোন্‌টুকু তাঁহাদের নিজের অনুমান, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছিল। এইরূপে রাত্র প্রায় ১টা পর্য্যন্ত আমাদের নানা কথায় কাটিল। জমীদার বাবু আমাদিগকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন ও কতকগুলি গদি লেপ প্রভৃতি বিছানা পত্র বিছাইয়া দিলেন। অতঃপর আমরা সেই বৈটকখানা বাটীর খুব প্রশস্ত বারাণ্ডাটীতেই রাত্র যাপন করিলাম। পরদিন প্রভাতে হাত মুখ ধুইয়া

আবার কালাডি যাইবার স্থির হইল. আমি আমার ক্যামেরাটিতে প্লেটগুলি পরাইবার জন্য একটী অন্ধকার ঘর চাহিলাম। জমিদার বাবুটী তাঁহাদের বৈঠকখানা বাটীর ঠাকুর ঘরটী দেখাইয়া দিলেন। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ঘরের মধ্যস্থলে প্রায় ৩ হাত ব্যাসের গোলাকার একটী প্রস্তর বসান রহিয়াছে। প্রস্তরের উপরিভাগটী সমতল ও তদুপরি একটী চক্র অঙ্কিত। যতদূর বুঝিলাম, উহা যেন শ্রীচক্রের অনুরূপ। কাঞ্চীনগরস্থ কামাক্ষী মন্দিরে. শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত যে শ্রীচক্র দেখিয়াছিলাম. কতকটা তাহারই অনুরূপ। ইহার উপর ইঁহারা বিশেষ বিশেষ দিনে পূজা করেন। যন্ত্র খানিতেই পূজা করেন, কি তদুপরি কোন দেবতা স্থাপিত করিয়া পূজা করেন, তাহা আর আমার অনুসন্ধান করা হইল না। তাড়াতাড়িতে ভুলিয়া গেলাম।

যাহা হউক প্রায় ৮টার সময় আমরা আবার কালাডি চলিলাম। পথে কাইপাতুর গ্রামে একটী গির্জ্জা দৃষ্টিগোচর হইল। উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় যাহা শুনিলাম, তাহা জ্ঞাতব্য। কোন সময়ে কালাডি গ্রামের সিরিয় ক্রিশ্চানগণ কালাডিতে একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হয়। কালাডির হিন্দুগণ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের হিন্দুগণ তাহাতে আপত্তি করেন। ক্রমে ট্র্যাভ্যাঙ্কোরের রাজার নিকট আবেদন ও প্রতিবাদ হইল। রাজা এজন্য অনুসন্ধানের আদেশ দেন। পরে ক্রিশ্চানের সংখ্যাধিক্য বশতঃ যখন রাজা গির্জ্জা নির্ম্মাণে অনুমতি দিতে উদ্যত, তখন গ্রামস্থ নম্বুরীগণ শংকরের আদেশ প্রদর্শন করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। নম্বুরীগণ বলিল, শংকর নাকি এই বিদেশীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণকে এদেশে ক্ষমতাপন্ন হইতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম যে গ্রামে, ইহাদের গির্জ্জা সে গ্রামে কখনই হইতে পারে না। যাহা হউক ফলে রাজা কালাডিতে ক্রিশ্চানগণকে গির্জ্জা নির্ম্মাণে অনুমতি দেন। এ কথায় সত্য কিছু থাকিলে শংকর সে যীশু খৃষ্টের পরবর্ত্তী তাহা বুঝায়। কিন্তু যতদূর বোধ হয় একথার কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ নম্বুরীগণের প্রতিবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য শংকরের নামে উহা আরোপ করা হইয়াছে।

যাহা হউক অল্পক্ষণ পরেই আমরা আবার কালাডির সেই ঘাটে আসিলাম। আলোয়াই নদীর জলে অবগাহন স্নান করিয়া শংকরের ভিটার ও ঘাটের ফটো লইলাম। আমাদের স্নানকালে একটী নম্বুরী রমণীকে দেখিতে পাইলাম। তিনিও কি কারণে ঘাটে আসিয়াছিলেন। দেখিলাম তাঁহার

মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদের মত কাছা দিয়া কাপড় পরা। পরিধানের কাপড় দ্বারাই তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র আবৃত। কিছু পরে পূর্ব্বদিনের নম্বুরীটী স্নানার্থ আসিলেন, তাহার একটু পরে আর একটী নম্বুরী আসিলেন। ইঁহারাও স্নান করিয়া আমাদের কিছু অগ্র পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণু মন্দিরে আসিলেন। এই বিষ্ণুমন্দির সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিলাম, তাহা এই। এই দেবতার মন্দির আরও দক্ষিণে ছিল ; শংকর যে সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সে সময় আলোয়াই নদীর স্রোতে এই মন্দিরটী ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়ে, সুতরাং তিনি বিষ্ণু বিগ্রহকে উত্তর দিকে একটু দূরে আনিয়া বর্ত্তমান স্থানে রাখিয়া যান। তাহার পর এই মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছে। ইহা প্রায় ২।৩ শত বৎসরের পুরাতন। এই বৃত্তান্তের সহিত মাধবের শংকর বিজয়ের ঠিক মিল আছে। আমার যেন বোধ হয়, মাধবাচার্য্য এই সব কথা সংগ্রহ করিয়া উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা এইবার এই মন্দিরটী দর্শনে আসিলাম। একটী ৫।৭ বিঘা জমীর বাগানের মধ্যে এই মন্দিরটী স্থাপিত। ইহার ঠিক সম্মুখে শংকরের ভিটা। উহাও প্রায় ৫।৭ বিঘা জমী হইবে। আজকাল শংকরের ভিটা-টীর মধ্য দিয়া একটী পথ পড়িয়াছে। এই পথ দিয়া আসিলে উক্ত মন্দিরের বাগানের ঠিক দ্বারদেশে আসিয়া পড়া যায়। বাগানের দ্বারদেশে একটী অতি বৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে। আমরা স্নানান্তে এই স্থান দিয়া মন্দির অভিমুখে চলিলাম। সম্মুখেই একটী ১০।১২ হাত উচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীরের ভিতর দিকে এক শ্রেণী গৃহ বর্ত্তমান। আমরা প্রাচীরের দ্বার দিয়া এই ঘরে আসিলাম। ঘরের সম্মুখে উঠান, এই উঠানে একটী গরুড় স্তম্ভ। বন্ধুবর আমাকে এইবার গায়ের জামাটী খুলিতে বলিলেন। কারণ এখানে জামা জুতা পরিয়া প্রবেশ করা নিষেধ। জুতা আমি ইহারও বাহিরে নিজেই খুলিয়াছিলাম কাজেই কেবল জামা খুলিয়াই নিস্তার পাইলাম। ইহার পর আর একটী প্রাচীর, এই প্রাচীরের ভিতর দিকে এক শ্রেণী দালান খোলা এবং খড় দিয়া ছাওয়া। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত একটী চতুষ্কোণ গৃহ, তাহার সম্মুখে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটী গৃহ। এই শেষোক্ত গৃহের ভিতর দিয়া বৃহৎ গৃহটীর ভিতর যাইতে হয়। ক্ষুদ্র গৃহটীর প্রায় ৭।৮ হাত উঁচুতে বারাণ্ডার ছাদের মত কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী ছাদ। এই ছাদের আরও ৫।৬ হাত উঁচুতে প্রশস্ত কার্ণিস বাহির করা পার্শ্ব দিকে দুইখানা ঢালু ছাদ। এই সমস্ত কাষ্ঠে খুব কারুকার্য্য করা। বড় গৃহটী দ্বিতল। প্রথম তলাটী ক্ষুদ্র গৃহের

ছাদেব শিবোদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ। তথায় বড় গৃহটীর একটী কার্ণিস ইহাব প্রথম তলাটীব অপেক্ষাকৃত উচ্চতার পরিচায়ক। তাহার উপর আর একটী গৃহ। এই গৃহটীব সম্মুখ দিকে একটী দ্বাব ও উপরে চাবিটী চালা খোলা দিয়া ছাওয়া। চালের শীর্ষদেশে পিতলের চাবি স্তব বিশিষ্ট কলস দূর হইতেও দেখা যায়।

মন্দিরেব চারি পার্শ্বে কতকগুলি বাবাণ্ডা। এই সমস্ত বাবাণ্ডা গুলির অবস্থা শোচনীয। দেখিলে বোধ হয়, খুব প্রাচীন কালেব, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংস্কাব কবিযা বাখা হইযাছে। যে ব্রাহ্মণ দুইটী ইতিপূর্ব্বে স্নান কবিতে আসিযাছিলেন, দেখি, তাঁহাবা আসিয়া উক্ত বাবাণ্ডায গড়াগড়ি দিতেছেন এবং অস্ফুটস্বরে স্তোত্র পাঠ কবিতেছেন। আমবা যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণই ইহাঁবা ঐ অবস্থায পতিত হইযা ছিলেন। মন্দিরটী ঘুবিতে ঘুবিতে আবও একটী ব্রাহ্মণ উক্ত প্রকাবে ভগবানেব স্তুতি কবিতেছেন দেখিলাম। বোধ হইল দেবমন্দিবে ইঁহাবা এই রূপই কবিযা থাকেন। শুনিলাম এই মন্দিব ও শংকবেব ভিটা ত্রিচুবেব দক্ষিণ মঠেব অধীন। শৃঙ্গেবীব শংকবাচার্য্য একবৎসব পূর্ব্বে এই স্থানে আসিযাছিলেন, এবং এই স্থানে একটী মন্দির স্থাপনেব অভিপ্রায প্রকাশ কবিযাছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ মঠেব কর্ত্তাব আগ্রহ না থাকায তিনি একার্য্যে এখনও হস্তক্ষেপ কবিতে পাবেন নাই। তাহা হইলেও শৃঙ্গেবীব শংকবাচার্য্য নিশ্চেষ্ট নহেন। তাঁহাবা সম্প্রতি শিষ্য ট্রাভ্যাঙ্কোব বাজাব বর্ত্তমান দেওযানকে বলিযাছেন যে, কালাডি গ্রামটী জবিপ কবিযা উহাকে ক্রয় কবিয়া লওযা হউক ও উহাকে তীর্থে পবিণত কবা হউক। তদনুসাবে গ্রামটী সম্প্রতি জবিপ কবা হইযাছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কার্য্যে কিছুই হয নাই।

যাহা হউক প্রায দ্বিপ্রহব কালে মাণিক্যমঙ্গলে ফিবিলাম। তথায আবার চব্বা চোষ্যা আহাবাদি সমাপন কবিয়া সমাগত নম্বুবীগণের নিকট হইতে নানা কথা সংগ্রহ কবিতে লাগিলাম। শংকরেব জন্ম ও বাল্য জীবনেব কথা যাহা সাধাবণতঃ ইঁহাবা মান্য করেন, তাহা সংক্ষেপে ইতিপূর্ব্বে নিবেদন কবিযাছি, এক্ষণে কতিপয অবশিষ্ট বিষয এস্থলে লিপিবদ্ধ কবিযা কালাডিব কথাব উপসংহাব কবিতে ইচ্ছা কবি।—

১। শংকব কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইযাছিলেন, সে সময কোন্ রাজা ছিলেন, সে সব বিষয ইঁহাবা কেহ কোন কথা বলিতে পাবেন না। অধিক কি, কোন রূপ অনুমান কবিতেও ইঁহাবা পাবেন না। ত্রিচুবে একটু সন্ধান পাইযাছি, তাহা পবে বলিব।

২। শংকর কত বৎসবে সন্ন্যাস লয়েন, এসম্বন্ধে মাণিক্য মঙ্গলের নম্বুবী-গণের মধ্যে একজন কেবল অন্যমত বলিযাছেন। তাঁহাব মতে শংকর ১৬ বৎসব বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। আব একজন বলেন যে, পিতার ষোড়শ কর্ত্তব্য শেষ কবিযা সন্ন্যাস লযেন সুতরাং অষ্টম বর্ষে সন্ন্যাস গ্রহণই সম্ভব, অপরটী ভ্রম। অবশ্য সাধাবণেরও ইহাই ধারণা।

৩। শংকবের পিতৃবিযোগ কাল সম্বন্ধে একাধিক মত আমাব শ্রুতি-গোচব হইযাছে। কালাডিবাসী শংকরেব জ্ঞাতিব বংশধব শংকবেব শৈশবে পিতৃবিয়োগ কথা বলিলেন। কিন্তু মাণিক্য মঙ্গলেব নম্বুবীগণেব মধ্যে একজন বলেন যে, শংকবের পিতা শংকবেব জন্মেব একবৎসবেব ভিতব মাবা যান। আর একজন বলেন যে, ৩ মাসেব ভিতব তাঁহাব মৃত্যু হয। আর একজন বলেন যে, শংকরের ৫ বৎসর বযঃক্রমে উপনযন হইবাব পর শংকবেব পিতাব মৃত্যু হয়।

৪। শংকরেব মাতাব পিত্রালযে অবস্থিতি সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ শুনা গেল। একজন বলেন যে, তিনি মোটেই পিত্রালয়ে যান নাই। অধিকাংশের মত তিনি গিযাছিলেন।

৫। শংকবেব অদ্ভুত শক্তিব কথা ইঁহাদেব অনেকে বিশ্বাস কবেন। প্রবাদ আছে, শংকব যখন মৃত্যুশয্যায শাযিত মাতৃ সন্নিধানে আসেন, তখন দূব দেশ হইতে ভূতগণ তাঁহাকে শূন্যমার্গে বহন কবিযা আনে। ভূতগণকে শংকর বলেন যে, কেবল দেশে যথায গ্রামেব সকল বাটীতেই ফটক দেখিতে পাইবে, যথায বাটীব চাবিদিকে কেবল নাবিকেল বৃক্ষ দেখিবে, তথায তাঁহাব জন্মভূমি, তথায তাঁহাকে নামাইযা দিতে হইবে। ভূতগণ তথাস্তু বলিযা ভ্রমক্রমে তিক্কুডি কুলম্ নামক গ্রামে শংকবকে নামাইযা দেয। এস্থান হইতে কালাডি ১০ মাইল, কাজেই শংকর তাহাদিগকে তিরস্কাব কবেন। ভূতগণ তাগ্রাম-বাসীকে শাপ দেয, যেন কল্যাণকামী কেহ সে গ্রামে ফটক না রাখে এবং বাটীব চারিপার্শ্বে নাবিকেল বৃক্ষ বোপণ না করে। অদ্যাবধি সে গ্রামে কোন হিন্দু ইহাব অন্যথা করেনা।

৬। শংকবেব মাতৃসৎকাব কালে একজন নাযাব (শূদ্র) দয়াপরবশ হইয়া শংকবকে সাহায্য কবিযাছিলেন, ইহাব উপব শংকব বডই প্রসন্ন হন। তদবধি নাযাবগণের প্রতি নম্বুবীগণ পূর্ব্বেব মত ঘৃণা প্রদর্শন করেনা এবং ব্রাহ্মণ-গণের সৎকার প্রভৃতি কতিপয কার্য্যে নায়ারগণের প্রয়োজন হয়। এই নায়ারেব ভিটা এখনও পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয়।

৭। শাপগ্রস্ত বংশের সংখ্যা সম্বন্ধেও মত ভেদ আছে। শংকবের জ্ঞাতিব বংশধবের মুখে শুনিয়াছিলাম ১০ ঘর, কিন্তু মাণিক্য মঙ্গলের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন বলেন ৩০ ঘর, তাহার মধ্যে ১০ ঘব পিতৃকুলেব জ্ঞাতি, ১০ ঘব মাতৃকুলের জ্ঞাতি এবং ১০ ঘর অপর নম্বুবী ব্রাহ্মণ; উহার মধ্যে পিতৃকুলের ৪ ঘর বিশেষ শাপগ্রস্ত।

৮। শংকবেব বংশের নাম শুনা গেল "কাইপল্লি।" তিনি ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ বিষয়ে কোন মতভেদ শুনি নাই। শংকবেব দুইটী জ্ঞাতি বংশ কালাডিতে অদ্যাপি বর্ত্তমান। তাঁহাদেব বংশেব নাম—তাব্যাত্তুম্ পিল্লি বা মুথেডাম্ এবং "কাপ্পিল্লি।" কেকথিডাম্ নামক বংশটী কিছুদিন পূর্ব্বে লোপ পাইযাছে। কালাডির বাহিরে শংকবেব আবও দুইটী জ্ঞাতি কুল আছে।

৯। শংকবেব জ্ঞাতিগণের শত্রুতাব কাবণ একজনেব মুখে শুনিযাছিলাম, তাঁহাব সন্ন্যাস ও কর্ম্মত্যাগ প্রভৃতি।

১০। শংকব বিধবাব সন্তান, কিম্বা ভ্রষ্টার সন্তান, একথা কেহই হৃদযে স্থান দেন না, ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

১১। পূর্ব্বে শংকরেব মাতুল বংশেব জ্ঞাতিও কালাডিতে প্রায ১০ ঘব ছিল। এক্ষণে একমাইল দূরে এক ঘব মাত্র আছে। মাতুলালয কিন্তু ১৬ মাইল দূরে। অবশিষ্ট ঘব সমুদয এস্থান হইতে উঠিয়া গিযাছে।

১২। নম্বুরীগণেব মধ্যে ৬৪ প্রকাব বিশেষ আচাব প্রচলিত আছে। ইহাদিগকে ইঁহাবা "অনাচারম্" বলেন। ইঁহাদের বিশ্বাস—শংকবই ইহাদেব প্রবর্ত্তক। ইঁহাবা আবও বলেন যে, শংকরেব সহিত বিবাদ করায ইঁহাদেব ভালই হইয়াছে। বিবাদেব ফলেই শংকব বদ্ধপবিকব হইযা ইঁহাদেব আচাব ব্যবহাবেব সংস্কার কবিযা দিযাছেন। ইঁহাদের জন্যই তিনি শংকব স্মৃতি গ্রন্থ বচনা কবিয়া দিয়া গিযাছেন। ভাবতেব অপব সর্ব্বত্র শংকর কেবল জ্ঞান ও সন্ন্যাসাচার প্রচাব কবিযাছেন, কিন্তু তাঁহাদেব জন্য গৃহস্থাচাব ও সন্ন্যাসাচাব উভয়ই লিপিবদ্ধ কবিযা গিযাছেন। শংকর বচিত ষোডশাধ্যায বিশিষ্ট শংকর স্মৃতিই ইঁহাদেব মুখ্য স্মৃতিগ্রন্থ। ইহাব হস্তলিপি আমি দেখিযাছি।

১৩। শংকবেব মাতা মাসে একবাব ত্রিচুবেব শিবমন্দিবে পূজার্থ আসিতেন। বৃদ্ধ বযসে কষ্ট হইত বলিযা শংকব কালাডিব এক মাইল দূবে ত্রিচুরেব অনুরূপ ক্ষুদ্রাকাবে একটী শিবমন্দির ও একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা কবিযাছেন। ইহাব দর্শন আমাব ভাগ্যে ঘটে নাই।

১৪। মাণিক্য মঙ্গলের একটী ব্রাহ্মণ বলিলেন যে কালাডিবাসী শংকরের জ্ঞাতি বংশের ব্রাহ্মণগণ বেদঅধ্যয়ন করে না। কিন্তু আমি সাক্ষাতে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করেন। ইহাতে বোধ হইল, সাধারণ কার্য্যে ইঁহাদের বেদ পাঠে অধিকার রহিত হইয়াছে মাত্র। নম্বুরীগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে এদিকে রেলের সময় হইল সুতরাং আমরা যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। অতঃপর জমীদার বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শংকরের নামে আপনাদের কোন সংগীত প্রভৃতি প্রচলিত আছে কিনা। তাহাতে জমীদার বাবুটী বলিলেন যে, এরূপ গান অনেক আছে। ইহা শুনিয়া উক্ত গান গুলি সংগ্রহে বাসনা প্রকাশ করিলাম। তিনি আনন্দ সহকারে বাটীর ভিতর যাইয়া তালপাতায় লিখিত ৩।৪ টী গান আনিয়া আমায় উপহার দিলেন। ইঁহাদের স্ত্রীলোকগণ ঐ সব গান গাহিয়া থাকেন। যাহাহউক জমীদার বাবুটীর সদ্ব্যবহারে আমরা যার পর নাই অনুগৃহীত হইয়াছিলাম। কালাডি যাইবার কালে পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল, ফিরিবার কালে কিন্তু জমীদার বাবুটী একটী গরুর গাড়ি করিয়া দিলেন। সেই গাড়ি চড়িয়া সুখে আমরা অঙ্গমালী ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। রেলে চড়িয়া ত্রিচুর ফিরিবার কালে বন্ধুবর আমায় ট্র্যাভ্যাঙ্কোর রাজ্যের সীমা দেখাইলেন। এইখানে সুদূরব্যাপী মাটীর খুব বৃহৎ দেয়াল দেখা গেল। বলিলেন যে, মহীশূরের মুসলমানগণ কর্তৃক ট্র্যাভ্যাঙ্কোর রাজ্য পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলে নায়ার সৈন্যের সাহায্যে রাজা এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ নায়ারগণের বলবীর্য্যের কথা শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ত্রিচুরে আসিয়া পঁহুছিলাম। এইবার আর আমায় হোটেলে যাইতে হইল না। এবার বন্ধুবর কুঞ্জনমেনন নিজবাটীতেই থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে আমার বিশেষ সুবিধা হইল। রাত্রি প্রভাতে পরদিন শৃঙ্গেরী যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলাম, বন্ধুবর আমায় আরও কএকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমি তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। পরদিন প্রাতে তাঁহার পণ্ডিতের সহিত আবার দেখা হইল। ইঁহারই নিকট আমি শংকরের স্মৃতি দেখিতে পাই। শংকর চরিত নামক যে পুঁথি খানি কালাডিতে সংগ্রহ হয়, তাহা ইঁহাকে দেখাইলাম। পুস্তক খানি দেখিয়া ইঁহার যার পর নাই আনন্দ হইল। ইহার মালয়ালম ভাষায় যে অনুবাদ হইয়াছে, তাহাও ইনি আমার জন্য একখানি আনাইলেন ও উভয় মিলাইয়া পড়িতে

পড়িতে আমায় কিছু কিছু বলিতে লাগিলেন। আসিবার কালে অনুবাদ পুস্তক খানিও আমায় প্রদান করিলেন। ইতিমধ্যে আমি একবার হেডমাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম।

ক্রমশঃ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২৪শে আষাঢ় ৮ই জুলাই রবিবার 'গোপালের মা' নামে পরিচিতা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক পরম ভক্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেহত্যাগের সময় তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বর্ষ হইয়াছিল। ইনি পূর্ব্বে কামারহাটিতে কলু-টোলার গোবিন্দ দত্তের ঠাকুরবাটীতে থাকিতেন। ইনি পরমহংসদেবকে আপন পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে গোপাল বলিতেন। এই কারণেই তাঁহার নাম গোপালের মা হইয়াছিল। ইহাঁর সাধননিষ্ঠা অদ্ভুত ছিল। শুনা যায়, কলিকাতায় যেবার প্রবল ভূকম্প হয়, সেবার ইনি কামারহাটির নিজ গৃহ দোদুল্যমান হইতে থাকিলেও একমনে জপে নিমগ্ন ছিলেন। ইদানীং শরীর অতিশয় রুগ্ন হওয়ায় কলিকাতা বোসপাড়ায় সিষ্টার নিবেদিতার নিকট থাকিতেন। নিবেদিতাও প্রাণপণে ইঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। বিগত ২রা শ্রাবণ ইঁহার স্মরণার্থ সিষ্টার নিবেদিতা নিজ গৃহে এক মহোৎসব করেন। প্রায় দেড়শত দুই শত মহিলার সমাগম হয়। সিষ্টারের যত্নে ও আতিথ্যে সকলেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ ব্রোমাইড ফটো নানাবিধ ফলফুলে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং নিকটে গোপালের মারও একখানি ফটো রাখা হয়। সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরিত হয়।

স্বামী অভেদানন্দ মান্দ্রাজে পঁহুছিয়াছেন, তথায় তাঁহার বিশেষরূপ অভ্যর্থনা হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি অগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলিকাতায় আসিবেন।

বিগত ১লা শ্রাবণ পূর্ব্ব বঙ্গের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতগণের সাহায্যার্থ বেলুড়মঠ হইতে একজন সন্ন্যাসী ও দুইজন ব্রহ্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন। যাঁহারা এই দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণমিশন, বেলুড়মঠ, হাওড়া—এই ঠিকানায় সাহায্যাদি প্রেরণ করিবেন।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অন্বয়। হে ধনঞ্জয়। অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি ততঃ মাং অভ্যাসযোগেন আপ্তুং ইচ্ছ। ৯।

মূলানুবাদ। হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্তকে সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। ৯।

ভাষ্য। অথেতি অথৈবং যথা অবোচাম তথা ময়ি চিত্তং সমাধাতুং স্থাপয়িতুং স্থিরং অচলং ন শক্নোষি চেৎ ততঃ পশ্চাৎ অভ্যাসযোগেন চিত্তস্য একস্মিন্ আলম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসঃ তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণঃ—তেন অভ্যাসযোগেন মাং বিশ্বরূপং ইচ্ছ প্রার্থয়স্ব আপ্তুং প্রাপ্তুং হে ধনঞ্জয়।৯।

ভাষ্যানুবাদ। আমি যে প্রকার বলিয়াছি, সে ভাবে যদি আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা কর অর্থাৎ প্রার্থনা কর। একটা কোন আলম্বনে, অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, চিত্তের যে পুনঃ পুনঃ সংস্থাপন তাহার নাম অভ্যাস; এই প্রকার অভ্যাস পূর্ব্বক যে যোগ অর্থাৎ সমাধি তাহাই অভ্যাসযোগ। হে ধনঞ্জয়।৯।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥

অন্বয়। (যদি) অভ্যাসেঽপি অসমর্থঃ অসি (তদা) মৎকর্ম্মপরমঃ ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং অবাপ্স্যসি।১০।

মূলানুবাদ। তুমি যদি (এইপ্রকার) অভ্যাস করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে আমার জন্য কার্য্য করিতে আরম্ভ কর (কারণ) আমার জন্য কার্য্য করিতে করিতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।১০।

ভাষ্য। অভ্যাসেঽপীতি। অভ্যাসেঽপি অসমর্থঃ অশক্তোঽসি তর্হি মৎকর্ম্মপরমো ভব মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম তৎপরমঃ মৎকর্ম্মপ্রধান ইত্যর্থঃ। অভ্যাসেন বিনা মদর্থমপি কর্ম্মাণি কেবলং কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিযোগজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ অবাপ্স্যসি।১০।

ভাষ্যানুবাদ। অভ্যাসেপি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। তুমি যদি অভ্যাসেও "অসমর্থ" অশক্ত হও, তাহা হইলে "মৎকর্ম্মপরম" হও। আমার জন্য যে কর্ম্ম তাহাই মৎকর্ম্ম, মৎকর্ম্মই হইয়াছে যাহার পরম, তাহাকে মৎকর্ম্মপরম বলা যায় অর্থাৎ মৎকর্ম্মপ্রধান হও। অভ্যাস ব্যতিরেকেও কেবল আমার জন্য কার্য্য করিতে করিতেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে অর্থাৎ ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা (মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে)।১০।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।১১।

অন্বয়। অথ চেৎ, এতদ্ অপি কর্ত্তুং অশক্তোঽসি তদা মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ যতাত্মবান্ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু।১১।

মূলানুবাদ। যদি ইহাও করিতে তুমি সমর্থ না হও, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সংযম সহকারে আমার যোগ আশ্রয় করিয়া সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর।১১।

ভাষ্য। অথৈতদিতি। অথ পুনরেতদপি যদুক্তং মৎকর্ম্মপরমত্বং তৎ কর্ত্তুং অশক্তোঽসি মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ময়ি ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি সংন্যস্য যৎ করণং তেষাং অনুষ্ঠানং স মদ্‌যোগঃ তম্ আশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সংন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততোঽনন্তরং কুরু যতাত্মবান্ সংযতচিত্তঃ সন্ ইত্যর্থঃ।১১।

ভাষ্যানুবাদ। অথৈতদ্ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই, যে মৎকর্ম্মপরমত্বের কথা বলিলাম, ইহাও যদি করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে আমার যোগকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ যাহা কিছু কার্য্য করা যায় তাহা সকলই আমাতে সমর্পণ করিয়া যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেইপ্রকার অনুষ্ঠানকে আমার যোগ কহা যায়। এইরূপ আমার যোগকে আশ্রয় করিয়া এবং সংযতচিত্ত হইয়া তুমি সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ কর অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম্মের ফল সংন্যাস কর।১১।

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্‌ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং।১২।

অন্বয়। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ—জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ (বিশিষ্যতে) (কুতঃ) ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ (ভবতি)।১২।

মূলানুবাদ। অভ্যাস হইতে জ্ঞান উৎকৃষ্ট, জ্ঞান হইতে ধ্যান উৎকৃষ্ট,

ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ উৎকৃষ্ট, কারণ ত্যাগের পরই শান্তি লাভ হয়। ১২।

ভাষ্য। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং স্তৌতি শ্রেয়োহি প্রশস্ততরং জ্ঞানং কস্মাৎ অবিবেকপূর্ব্বকাদভ্যাসাৎ জ্ঞানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্যতে। জ্ঞানবতো ধ্যানাদপি কর্ম্মফলত্যাগো বিশিষ্যতে। জ্ঞানবতো ধ্যানাদপি কর্ম্মফলত্যাগঃ বিশিষ্যতে ইত্যনুষজ্যতে। এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ পূর্ব্ববিশেষণবতঃ শান্তিরূপশমঃ সহেতুকস্য সংসারস্যানন্তরমেব স্যাৎ ন তু কালান্তরমপেক্ষতে। অজ্ঞস্য কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য পূর্ব্বোপদিষ্টোপায়ানুষ্ঠানাশক্তৌ সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলত্যাগঃ শ্রেয়ঃসাধনমুপদিষ্টং ন প্রথমমেব, অতঃ চ শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাদিত্যুত্তরোত্তরবিশিষ্টত্বোপদেশেন সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগঃ স্তূয়তে। সম্পন্নসাধনানুষ্ঠানাশক্তৌ অনুষ্ঠেয়ত্বেন শ্রুতত্বাৎ। কেন সাধর্ম্ম্যেণ স্তুতিঃ? যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে ইতি সর্ব্বকর্ম্মপ্রহাণাদমৃতত্বমুক্তং তৎপ্রসিদ্ধং। কামাশ্চ সর্ব্বে শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মণাং ফলানি তত্ত্যাগে চ বিদুষো জ্ঞাননিষ্ঠস্য অনন্তরৈব শান্তিঃ ইতি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগসামান্যং অজ্ঞকর্ম্মফলত্যাগস্যাস্তীতি তৎসামান্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্তুতিরিয়ং প্রবোচনার্থা যথা অগস্ত্যেন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইতি ইদানীন্তনা অপি ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণত্বসামান্যাৎ স্তুবন্তে এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মযোগস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বমভিহিতম্। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। এক্ষণে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের স্তুতি করা যাইতেছে, জ্ঞান শ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রশস্ততর, কাহা হইতে? অভ্যাস হইতে। কিরূপ অভ্যাস? অবিবেক পূর্ব্বক অভ্যাস, অর্থাৎ অবিবেক পূর্ব্বক অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ। সেই জ্ঞান হইতেও ধ্যান প্রশস্ততর, এবং জ্ঞানবান্ পুরুষের ধ্যান হইতেও কর্ম্মফলত্যাগ "বিশিষ্ট" অর্থাৎ প্রশস্ততর হয়, এই কথাটি পূর্ব্ব হইতে অনুষক্ত হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বকথিত কর্ম্মফলত্যাগের অব্যবহিত পরেই শান্তি অর্থাৎ উপশম—অবিদ্যার সঙ্গে সংসারের শান্তি হয়, এই শান্তি লাভ করিতে কালবিলম্ব হয় না। যে ব্যক্তি অজ্ঞ অথচ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে যদি পূর্ব্বকথিত উপায় সকলের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগই শ্রেঃ প্রাপ্তির সাধন, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে এইমাত্র; ইহাই যে প্রথম বা প্রধান তাহা বলা হইতেছে না, এই কারণেই "শ্রেয়োহি জ্ঞান" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ হইতে উত্তরোত্তর কারণকে (সামর্থ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর অনুষ্ঠেয় এইজন্য) উৎকৃষ্টতর বলিয়া স্তুতি করা হইতেছে। কারণ সম্যগ্‌সম্পন্ন সাধনের

অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে এই কর্ম্মফলত্যাগ করিতে পারিলেও কালে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়; এই কারণে তাহাও অনুষ্ঠেয়। (জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মসন্ন্যাসের সহিত) এই অজ্ঞের কর্ম্মসন্ন্যাসের এমন কি সাদৃশ্য আছে, যাহার জন্য এরূপ স্তুতি করা হইতেছে?—(তাহার উত্তর এই যে) "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" এই শ্লোকে সকল প্রকার কামনার বিনাশে মোক্ষলাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং তাহা প্রসিদ্ধও আছে, কাম (অর্থাৎ উপভোগ্য শব্দাদি বিষয়) সকলই শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মনিবহের ফল, সেই কাম ত্যাগ করিয়া বিদ্বান্ যদি কেবল জ্ঞানমাত্রনিষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার অবিলম্বেই শান্তি লাভ হয়। এই ভাবে সর্ব্বকর্ম্মফলসংন্যাস জ্ঞানীর পক্ষে শান্তি লাভের কারণ। অজ্ঞব্যক্তিরও কর্ম্মসন্ন্যাস জ্ঞান পূর্ব্বক না হইলেও তাহা কর্ম্মফলসন্ন্যাস বটে। একই শব্দের দ্বারা উভয়েরই প্রতিপাদন হইতে পারে। এই সমান শব্দ দ্বারা প্রতিপাদ্যস্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম উভয়েতেই আছে বলিয়া, বিদ্বানের কর্ম্মসন্ন্যাসের ন্যায় অজ্ঞেরও কর্ম্মসন্ন্যাসের স্তুতি করা গিয়াছে। এই স্তুতির ফল কি?—অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে প্রবোচনা করা (ছাড়া আর কিছুই নহে) যেমন অগস্ত্য একজন ব্রাহ্মণ তিনি সমুদ্র পান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এখনকার ব্রাহ্মণকেও স্তুতি করা যায়; কারণ সেই অগস্ত্য এবং এখনকার ব্রাহ্মণ উভয়েই ব্রাহ্মণস্বরূপ সমান ধর্ম্ম আছে। এইপ্রকারে কর্ম্মফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের শ্রেয়ঃ সাধনতা কথিত হইয়াছে।১২।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। যো মদ্ভক্তঃ সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণ এব (তথাপি) নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী সততং সন্তুষ্টঃ যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ চ স মে প্রিয়ঃ।১৩—১৪।

মূলানুবাদ। আমার যে ভক্ত কোন প্রাণীর বিদ্বেষী নহে, যাহার মৈত্রী সকল প্রাণীতে বিদ্যমান, যে সকলের প্রতি করুণাপর, যাহার মমতা বুদ্ধি নাই, যাহার অহংভাব লুপ্ত হইয়াছে, যাহার কাছে সুখ ও দুঃখ সমান, যে

ক্ষমাশীল, যে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও যোগনিরত, যাহার চিত্ত সংযত, যাহার অধ্যবসায় দৃঢ় আর যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত, সেই আমার প্রিয়।১৩—১৪।

ভাষ্য। অত্র চ আত্মেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপে ঈশ্বরে চেতঃসমাধান-লক্ষণঃ যোগউক্তঃ ঈশ্বরার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানাদি চ। অথৈতদপ্যশক্তোঽসি ইত্যজ্ঞানকার্য্যসূচনাৎ ন অভেদদর্শিনঃ অক্ষরোপাসকস্য কর্ম্মযোগ উপপদ্যতে ইতি দর্শয়তি, তথা কর্ম্মযোগিনঃ অক্ষরোপাসনানুপপত্তিং দর্শয়তি ভগবান্। "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব" ইতি অক্ষরোপাসকানাং কৈবল্যপ্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্যং উক্ত্বা ইতরেষাং পারতন্ত্র্যং ঈশ্বরাধীনতাং দর্শিতবান্ "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা" ইতি। যদি হি ঈশ্বরস্যাত্মভূতাস্তে মতা অভেদদর্শিত্বাৎ অক্ষররূপা এব তে ইতি সমুদ্ধরণ-কর্ম্মবচনং তান্ প্রতি অপেশলং স্যাৎ। যস্মাচ্চ অর্জ্জুনস্যাত্যন্তমেব হিতৈষী ভগবান্ তস্য সম্যগ্‌দর্শনান্বিতং কর্ম্মযোগং ভেদদৃষ্টিমন্তমেব উপদিশতি। ন চাত্মানমীশ্বরং প্রমাণতো বুদ্ধ্বা কস্যচিদ্ গুণভাবং জিগমিষতি কশ্চিদ্ বিবোধাৎ। তস্মাদক্ষরোপাসকানাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং ত্যক্ত-সর্ব্বৈষণানাং অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং ইত্যাদি ধর্ম্মপুঞ্জং সাক্ষাৎ অমৃতত্বকারণং বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে।

ভাষ্যানুবাদ। এই স্থলে জীব ও ঈশ্বরের (ব্যাবহারিক) ভেদ অঙ্গীকার করিয়া বিশ্বরূপ ঈশ্বরে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; সেই বিশ্বরূপে অন্তঃকরণের সমাধানই কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগ এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতিও (সেই ভেদদর্শী সাধকের কর্ত্তব্য বলিয়া) উক্ত হইয়াছে "অথৈতদপ্যশক্তোঽসি" (যদি ইহাও করিতে না পার) এই সকল শ্লোকের দ্বারা সেখানে যে অজ্ঞানের কার্য্য রহিয়াছে তাহাও দেখান হইয়াছে। অভেদদর্শী যে অক্ষরোপাসক তাহার পক্ষে এই কর্ম্মযোগ কিছুতেই উপপন্ন নহে, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। সেইরূপ (ভেদদর্শী) যে কর্ম্মযোগী তাহার সেই অক্ষরোপাসনাও অনুপপন্ন, তাহাও ভগবান্ দেখাইতেছেন। "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব" (তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অক্ষরোপাসকগণের নির্ব্বাণলাভে স্বতন্ত্রতা আছে তাহাই বলা হইয়াছে এবং ঐপ্রকার বলিয়া "তেষাং অহং সমুদ্ধর্ত্তা" (আমি তাহাদের উদ্ধার করিব) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ভেদদর্শী বিশ্বরূপের উপাসকগণের ঈশ্বরাধীনত্বরূপ পরতন্ত্রত্ব দেখাইয়াছেন। যদি তাহারা ঈশ্বরেরই আত্মভূত অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত তাহাদের কোন রূপ ভেদ নাই (এই বাস্তব জ্ঞান তাহাদের থাকে)

তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরস্বরূপ সুতরাং তাহাদের ঈশ্বর উদ্ধার করিবেন এই প্রকার উদ্ধার কর্ম্মের কথন তাহাদের পক্ষে একান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ভগবান্ যে কারণে অর্জ্জুনের অত্যন্ত হিতৈষী এই জন্যই তিনি (অর্জ্জুনের অধিকার যোগ্যতানুসারে) তাহাকে ভেদজ্ঞাননিরত কর্ম্মযোগেরই উপদেশ দিতেছেন, এই কর্ম্মযোগের সহিত সম্যগ্‌দর্শনের সম্বন্ধ হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি প্রমাণের বলে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া যদি বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে কখনও আবার কাহার নিকট অধীনভাব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেনা, কেননা ঈশ্বরভাব ও অধীনতা এই দুইটী বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ। এই কারণে এক্ষণে যাহারা সেই অক্ষরোপাসক, যাহারা সর্ব্বকামনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহারা সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ এবং যাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাহাদের সাক্ষাৎ অমৃতপদ লাভের উপায়স্বরূপ সে সকল সদ্‌গুণরাশির উদয় হয় তাহাই বলিবার জন্য এক্ষণে ভগবান্ আরম্ভ করিতেছেন।

ভাষ্য। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং—ন দ্বেষ্টা আত্মনোঽনুঃখহেতুমপি ন কিঞ্চিৎ দ্বেষ্টি—সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মত্বেন হি পশ্যতি। মৈত্রঃ মিত্রভাবো মৈত্রী মিত্রতয়া বর্ত্তত ইতি শেষঃ করুণ এব চ ককণা কৃপা দুঃখিতেষু দয়া তদ্বান্ ককণঃ। সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ সন্ন্যাসী ইত্যর্থঃ। নির্ম্মমঃ মমপ্রত্যয়বর্জ্জিতঃ। নিরহঙ্কারঃ নির্গতাহংপ্রত্যয়ঃ। সমদুঃখসুখঃ সমে সুখদুঃখে রেষরাগয়োরপ্রবর্ত্তকে যস্য স সমদুঃখসুখঃ। ক্ষমী ক্ষমাবান্ আক্রুষ্টোঽভিহতো বা অবিক্রিয় এবাস্তে।

ভাষ্যানুবাদ। সকল প্রাণীর অদ্বেষ্টা—দ্বেষ করেনা—যাহার দ্বারা আত্মার দুঃখ হয় এমন বস্তুকেও সে দ্বেষ করেনা—কারণ সকল ভূতকেই সে আত্মভাবে দেখিতেছে। "মৈত্র" মিত্রভাবকে মৈত্রী কহে, সেই মৈত্রী যাহার আছে সেই মৈত্র অর্থাৎ সকলের সহিত সে মিত্রভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে, "করুণ" ককণা অর্থাৎ কৃপা—দুঃখিতগণের প্রতি দয়া সেই দয়া যাহার আছে। সেই করুণ অর্থাৎ সে সন্ন্যাসী সকল ভূতকে অভয় দিয়াছে "নির্ম্মম" মমতাবোধবর্জ্জিত, "নিরহঙ্কার" অহং বোধ যাহার লুপ্ত হইয়াছে, সেই "সমদুঃখসুখ" যাহার নিকট সুখ ও দুঃখ সমান অর্থাৎ সুখে যাহার হৃদয়ে অনুরাগ জন্মায় না এবং দুঃখে যাহার হৃদয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না—"সেই নিরহঙ্কার সমদুঃখসুখ"—"ক্ষমী" ক্ষমাবান্ তাহাকে গালি দাও বা তাড়না কর, কিছুতেই তাহার বিকার হইবে না। যে এই প্রকার অবিক্রিয়,সেই ক্ষমী।

ভাষ্য। সন্তুষ্ট ইতি। সন্তুষ্টঃ সততং নিত্যং দেহস্থিতিকারণস্য লাভে

অলাভে চ উৎপন্নালংপ্রত্যয়ঃ তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ সততং যোগী সমাহিতচিত্তো যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ দৃঢ়ঃ স্থিরো নিশ্চয়ঃ অধ্যবসায়ঃ যস্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে স দৃঢ়নিশ্চয়ো ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সংকল্পাত্মকং মনঃ অধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিঃ তে ময্যেবার্পিতে স্থাপিতে যস্য সংন্যাসিনঃ স ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ য ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনো-ঽত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়ঃ" ইতি সপ্তমে অধ্যায়ে সূচিতম্ তদিহ প্রপঞ্চ্যতে। ১৩—১৪।

ভাষ্যানুবাদ। সন্তুষ্ট ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ—সর্ব্বদা সন্তুষ্ট—দেহরক্ষার কারণ অন্নাদির লাভ বা অলাভে যাহার উপেক্ষাবুদ্ধি সর্ব্বসময়েই আছে, তাহা-কেই সতত সন্তুষ্ট কহে, এইরূপ গুণবান্ পদার্থের লাভ বা তাহার বিপর্য্যয়ে যাহার উপেক্ষাবুদ্ধি আছে, সেও নিত্য সন্তুষ্ট। "যোগী" সমাহিতচেতা "যতাত্মা" সংযতস্বভাব, "দৃঢ়নিশ্চয়" যাহার আত্মতত্ত্ব বিষয়ে স্থির অধ্যবসায় হইয়াছে সেই দৃঢ়নিশ্চয়, "ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি" সংকল্পময় চিত্তকে মনঃ কহে, অধ্যবসায়যুক্ত অন্তঃকরণকে বুদ্ধি কহে, সেই মন ও বুদ্ধিকে আমাতে যেব্যক্তি স্থাপিত করিয়াছে, সেই "ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি"। যে ভক্ত এই প্রকার গুণগণ-সম্পন্ন, সেই আমার প্রিয়। "প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়ঃ" (আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়,সেই জ্ঞানীও আমার প্রিয়) এই যেকথা সপ্তমা-ধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই স্থানে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ১৩—১৪।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তোযঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫।

অন্বয়। লোকঃ যস্মাৎ ন উদ্বিজতে যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে যশ্চ হর্ষা-মর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ। ১৫।

মূলানুবাদ। যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন না হয় এবং যে কাহা হইতেও উদ্বিগ্ন না হয়,যাহার হর্ষ ক্রোধ ভয় এবং উদ্বেগ হয়না সেও আমার প্রিয়। ১৫।

ভাষ্য। যস্মাদিতি—যস্মাৎ সন্ন্যাসিনঃ নোদ্বিজতে নোদ্বেগং গচ্ছতি ন সন্তপ্যতে ন সংক্ষুভ্যতে লোকঃ। তথা লোকাৎ ন উদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈঃ হর্ষশ্চ অমর্ষশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ উদ্বেগশ্চ তৈর্হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ। হর্ষঃ প্রিয়লাভে অন্তঃকরণস্য উৎকর্ষঃ রোমাঞ্চনাশ্রুপাতাদিলিঙ্গঃ অমর্ষঃ অসহিষ্ণুতা ভয়ং ত্রাসঃ উদ্বেগঃ উদ্বিগ্নতা। তৈর্মুক্তঃ যঃ স চ মে প্রিয়ঃ। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। যে সন্ন্যাসী হইতে লোক উদ্বেগ পায় না (অর্থাৎ যাহার সহিত ব্যবহারে) জীব সন্তাপ অনুভব করেনা—সংক্ষুব্ধ হয় না এবং যে সন্ন্যাসী কোন ব্যক্তির সহিত ব্যবহারে নিজেও উদ্বেগ না পায়। যে হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগ হইতে মুক্ত, হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগ এই চারিটী পদের দ্বন্দ্ব সমাসে হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগ এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "হর্ষ—" ইষ্টবস্তুর লাভে অন্তঃকরণের প্রসাদ যাহা রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাতাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই হর্ষ কহে, "অমর্ষ—" সহিতে না পারা অর্থাৎ ক্রোধ "ভয়" ত্রাস "উদ্বেগ" উদ্বিগ্নতা এই সকল মানস ধর্ম্ম হইতে যে মুক্ত, সেও আমার প্রিয়। ১৫।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬।

অন্বয়। যো মদ্ভক্তঃ অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চ স মে প্রিয়ঃ। ১৬।

মূলানুবাদ। যে আমার ভক্ত নিরপেক্ষ পবিত্র সমর্থ উদাসীন বিগতভয় ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, সে আমার প্রিয়। ১৬।

ভাষ্য। অনপেক্ষ ইতি। দেহেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদিষ্বপি অপেক্ষাবিষয়েষু অনপেক্ষঃ নিস্পৃহঃ শুচির্বাহ্যেনাভ্যন্তরেণ চ শৌচেন সম্পন্নঃ দক্ষঃ প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষু—সদ্যো যথাবৎ প্রতিপত্তুং সমর্থঃ। উদাসীনঃ ন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ স উদাসীনঃ যতিঃ। গতব্যথঃ গতভয়ঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, আরভ্যন্তে ইত্যারম্ভাঃ ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাঃ তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্য ইতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। অনপেক্ষ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অনপেক্ষ", দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংবন্ধ যে সকল বস্তুর উপর লোকে নির্ভর করিয়া থাকে, সেই সকল বস্তুতেই যাহার নির্ভর বোধ নাই অর্থাৎ যে নিস্পৃহ, তাহাকেই অনপেক্ষ বলে। "শুচি" যাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ শৌচ আছে সেই শুচি, "দক্ষ" যে কোন কার্য্যই উপস্থিত হউক্ না কেন তাহা তৎক্ষণাৎ ঠিক্ করিয়া বুঝিয়া লইতে যে সমর্থ সেই দক্ষ, "উদাসীন" কোন মিত্র প্রভৃতির পক্ষ যে অবলম্বন না করে সেই উদাসীন, "গতব্যথ" নির্ভয়, "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী" যাহা কিছু আরব্ধ হয় তাহার নাম আরম্ভ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক

তাঁহারা সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা—তাঁহারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গস্বরূপ—আর আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, সত্যযুগে এই একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন—আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্য যুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলে ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহারবিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্ম্মের নির্দ্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই এই জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে। তোমরা আর্য্য, অনার্য্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ জাতি—যাহাই হও; ভারতভূমিনিবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এক মহান্ আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই এক আদেশ—সেই আদেশ এই—চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পরিয়া (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য—ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্ম্মিক অর্থাৎ ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, শান্তি, উপাসনা ও ধ্যান পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিতে পারে।

সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন।

আবার সকল জাতিকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে।

শুধু ভারত নহে, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় কি? আমি তোমাদিগকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, অভিশাপ, নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন সদুদ্দেশ্য সাধন হয় না। অনেক বর্ষ ধরিয়া ত ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে

কিন্তু তাহাতে কোন সুফল প্রসব করে নাই। কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। কি উপায়ে এই মহান্ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, ইহা একটী গুরুতর সমস্যা—এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি যাহা যাহা করিতে চাই ও ঐ বিষয়ে দিন দিন আমার মনে যে সকল নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা সমুদয় বিস্তারিতরূপে বলিতে গেলে আমাকে একাধিক বক্তৃতা দিতে হইবে। অতএব অদ্য আমি এই স্থলে বক্তৃতার উপসংহার করিব—কেবল হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতীয় মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটী ছিদ্র হইয়াছে, হয়ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের ভারতমাতার সন্তানসকলেরই প্রাণপণে এই ছিদ্র সকল বন্ধ করিবার ও পোতের জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের স্বদেশবাসীকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এ দিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত হইয়া নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া ইতিকর্ত্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব। মনে কর, লোকে আমার কথা অগ্রাহ্য করিল, তথাপি আমি তাহাদিগকে গালি বা অভিশাপ দিব না। আমাদের জাতি অতীত কালে মহৎ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্তর কার্য্য না করিতে পারি, তবে একত্রে শান্তিতে ডুবিয়া মরিব—ইহাতেই আমরা সান্ত্বনা লাভ করিব যে, আমরা একত্র মিলিয়া মরিয়াছি। স্বদেশহিতৈষী হও; যে জাতি অতীত কালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কায করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাস। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমি যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়।—তোমরা শুদ্ধ শান্ত সৎস্বভাব। আর তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ—এই মায়াময় জড়জগতের ইহাই মহা প্রহেলিকা। তা হউক, তোমরা উহা গ্রাহ্য করিও না—আখেরে আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হইবে। এতদবসরে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে—আমাদের দেশের নিন্দা করিলে চলিবে না—এই আমাদের পরম পবিত্র মাতৃভূমির বাত্যাহত কর্ম্ম-

জীর্ণ আচার ও প্রথাসকলের নিন্দা করিও না। অতি কুসংস্কারপূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রথাসকলের বিরুদ্ধেও একটা নিন্দাসূচক কথা বলিও না—কারণ, সেগুলি দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সর্ব্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তদ্রূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি কিন্তু এখানে উহার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা, সাধন ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল বলিতে হইবে। অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর। তোমাদের মুখ বন্ধ হউক, হৃদয় খুলিয়া যাক্। এই দেশ এবং সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধন কর—তোমাদের প্রত্যেককেই ভাবিতে হইবে যে, সমুদয় ভার তোমারই উপর। বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত হউক—প্রত্যেক জীবাত্মায় গূঢ়ভাবে যে ঈশ্বরত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগাও। তাহা হইলেই, তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন, তোমার মনে এই সন্তোষ আসিবে, যে, তুমি মহাকার্য্যের জন্য জীবনযাপন করিয়াছ ও মহাকার্য্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, এই মহাকার্য্য সাধিত হইলেই মানবজাতির ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ হইবে।

কুম্ভকোণম্ হইতে মান্দ্রাজ যাইবার পথে পূর্ব্বের ন্যায় প্রায় সকল ষ্টেশনেই স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত জনতা দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ মায়াবরম্ নামক ষ্টেশনে লোকসংখ্যা অতিশয় অধিক হইয়াছিল। তথায় তাঁহাকে ষ্টেশন প্লাটফরমে এক অভিনন্দন প্রদত্ত হইল। স্বামীজি উহার উত্তরে বলিলেন, তিনি এমন কিছু বড় কায করেন নাই—অপর যে কেহ তাঁহা অপেক্ষা ভাল কায করিতে পারিতেন। তথাপি তাঁহারা যে তাঁহার এই ক্ষুদ্র কার্য্যেরও কৃতজ্ঞতাসহকারে অনুমোদন করিতেছেন, তাহাতে তিনি অতিশয় সুখী হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, অন্য কোন সময়ে তিনি মায়াবরমে আসিবার চেষ্টা করিবেন। মহা উৎসাহধ্বনির মধ্যে ট্রেন চলিয়া গেল।

মান্দ্রাজ।

মায়াবরম্ হইতে স্বামীজি মান্দ্রাজে পঁহুছিলেন। যখন ট্রেন মান্দ্রাজে পঁহুছিল, তখন দেখা গেল, অনেক সহস্র ব্যক্তি স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। এই সকল লোক স্বামীজিকে লইয়া তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল—রাস্তায় তাঁহার সম্মানার্থ স্থানে স্থানে প্রায় ১৭টী বৃহৎ বৃহৎ গেট প্রস্তুত করা হইয়াছিল। খানিকটা আসিয়া গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল। লোকেরাই গাড়ী টানিয়া স্বামীজিকে কার্ণান ক্যাসল নামক বৃহৎ প্রাসাদে লইয়া গেল। এই স্থানেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীজি মান্দ্রাজে যে দিন পঁহুছিলেন, তাহার পরবর্ত্তী রবিবারে মান্দ্রাজ অভ্যর্থনা সমিতি স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। উহার সমগ্রটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল —

মান্দ্রাজ অভিনন্দন।

পূজ্যপাদ স্বামীজি,

আমরা আপনার মান্দ্রাজবাসী সমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের পক্ষ হইতে পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারের পর এতদ্দেশে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। অভিনন্দন করিতে হয় বলিয়া অথবা অপরের দেখাদেখি আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করিতেছি না। ঈশ্বরকৃপায় ভারতের প্রাচীন মহোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আপনি যে সত্যপ্রচাররূপ মহান্ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই আমাদের এই চেষ্টা। চিকাগোয় যখন ধর্ম্মমহাসভার আয়োজন হইল, তখন আমাদের কতকগুলি স্বদেশবাসীর স্বভাবতই এই আগ্রহ হইল যে, উক্ত মহাসভায় আমাদের এই মহান্ ও প্রাচীন ধর্ম্মও যেন উপযুক্তরূপে আলোচিত হয়—যেন মার্কিন জাতির ও তাহাদের সাহায্যে সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্ম যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হয়। ঠিক এই সময়ে আপনার সহিত সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা তখনই সকল জাতির ইতিহাসে চিরকাল ধরিয়া যে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ

সময় হইলেই উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা আবার উপলব্ধি করিলাম। যখন আপনি উক্ত ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যাইতে স্বীকার পাইলেন, তখন আপনার অপূর্ব্ব শক্তিসকলের পরিচয় পাইয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত চিরস্মরণীয় ধর্ম্মসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি অতি দক্ষতার সহিত উহার সমর্থন করিবেন। আপনি যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধভাবে হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মত সমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু উক্ত মহাসভার সভ্যগণের হৃদয় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য নরনারী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ধর্ম্মনির্ঝরিণীর অমরত্ব ও প্রেমরূপ সলিল পান করিলে আমরা সতেজ হইতে পারি ও সমগ্র মানবসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর উন্নতির ভাগী হইতে পারে, যাহা জগতে আর কখনও ঘটে নাই। ধর্ম্মসমন্বয়রূপ হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্বজ্ঞাপক মতটীর প্রতি জগতের অন্যান্য মহান্ ধর্ম্মসমূহের প্রতিনিধিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে আমরা আপনার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। প্রকৃত শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে এখন আর এরূপ বলা সম্ভব নহে যে, সত্য ও পবিত্রতা কোন বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিম্বা উহা কোন বিশেষ মত বা সাধন প্রণালীর একচেটিয়া অধিকার অথবা কোন বিশেষ মত বা দর্শন অন্য সকল গুলিকে নিরাস ও বিনাশ করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনি ভগবদ্গীতার অন্তর্নিহিত মধুর সমন্বয়ভাব সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়া আপনার অননুকরণীয় মধুর ভাষায় বলিয়াছেন—'সমগ্র ধর্ম্মজগৎ বিভিন্নপ্রকৃতি নরনারীর, বিভিন্ন অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া এক লক্ষ্যের দিকে গতি মাত্র।' আপনার উপর অর্পিত এই পবিত্র ও মহান্ কার্য্যভার সমাপন করিয়াই যদি আপনি নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলেও আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ আনন্দ ও ধন্যবাদ সহকারে আপনার কার্য্যের অসীম গুরুত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানবজাতির নিকট জ্ঞানালোক ও শান্তির সুসমাচার বহন করিয়াছেন। বেদান্ত ধর্ম্ম যে বিশেষভাবে যুক্তিসহ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আপনি আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য স্থায়ী বিভিন্ন শাখাবিশিষ্ট একটী কর্ম্মপ্রধান 'মিশন' প্রতিষ্ঠারূপ যে গুরুতর

কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ বোধ হইতেছে। আপনি যে প্রাচীন আচার্যগণের পবিত্র পথের অনুসরণ করিতেছেন, এবং যে মহান্ আচার্য্য আপনার জীবনে শক্তিসঞ্চার করিয়া উহার উদ্দেশ্যসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, আপনিও সেই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই মহান্ কার্য্যে আপনার সমগ্রশক্তি নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আশা করি, যেন ঈশ্বরকৃপায় আমরাও এই মহান্ কার্য্যে আপনার সহযোগী হইবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারি। আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরম দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘ জীবন ও পূর্ণ শক্তি প্রদান করেন আর আপনার কার্য্যকে যেন সনাতন সত্যের শিরোভূষণের উপযুক্ত গৌরব ও সিদ্ধির মুকুট দানে আশীর্ব্বাদ করেন।

খেতড়ি মহারাজ * প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার নিরাপদে ভারতে আগমন ও মান্দ্রাজে আপনার অভ্যর্থনার সংবাদ পাইয়া আমি যত অগ্রে সম্ভব, আপনার অভিনন্দন করিব, এই ইচ্ছাবশতঃ এই অবকাশে আপনার নিরাপদে আগমনে আমার পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। পাশ্চাত্যদেশের মনীষিগণ এই বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান যে সকল স্থলে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়া আর তাহাকে সেই সকল স্থল হইতে হঠাইতে পারে নাই (যদিও বিজ্ঞান কখন প্রকৃত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই)। সেই পাশ্চাত্য দেশে আপনার নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে যে মহতী সফলতা লব্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য এই অবকাশে আমি আমার আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। এই পবিত্র আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি পরম সৌভাগ্যবশতঃই চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় পাঠাইবার জন্য আপনার ন্যায় একজন মহাপুরুষকে উপযুক্ত প্রতিনিধিরূপে পাইয়াছিল এবং পাশ্চাত্যদেশ

* রাজপুতনার অন্তর্গত, জয়পুর হইতে ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী, খেতড়ি নামক স্থানের রাজা অজিৎসিং স্বামীজির আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বেই তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন। স্বামীজি মান্দ্রাজে আগমন সংবাদ পাইয়াই তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সি জগমোহন লালকে স্বামীজির অভ্যর্থনার জন্য এই অভিনন্দন পত্র সহ মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দেন।

যে জানিতে পারিয়াছে যে, এখনও ভারতে আধ্যাত্মিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে, আপনার অসীম জ্ঞান এবং অপার উদ্যোগ ও উৎসাহই তাহার একমাত্র কারণ। আপনার কার্য্যের ফলে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক আলোকে জগতের বিভিন্ন আপাতবিরোধী ধর্ম্মমত সমূহের সামঞ্জস্য সাধন হইতে পারে আর ইহাও আপনি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, জগদ্বাসী সকলেরই এই তত্ত্বগুলি বুঝা এবং বুঝিয়া কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক যে, বহুত্বে একত্বই জগদ্রচনার প্রকৃতির নিয়ম এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় ও ভ্রাতৃভাব এবং পরস্পর সহানুভূতি ও সহায়তা দ্বারাই মনুষ্যজাতির জীবনব্রত উদ্‌যাপিত ও চরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আপনার ন্যায় বিশুদ্ধস্বভাব মহাপুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে এবং আপনার মহান্ উপদেশাবলির জীবনপ্রদ শক্তিতে বর্ত্তমানযুগের লোক আমরা জগতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। আশা করি, এ যুগে গোঁড়ামী, ঘৃণা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর থাকিবে না; উহাদের পরিবর্ত্তে শান্তি, সহানুভূতি ও প্রেম মনুষ্যসমাজে রাজত্ব করিবে। আমি, আমার প্রজা-বর্গের সহিত একযোগে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার ও আপনার কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে থাকুক।"

অভিনন্দনপত্রগুলি পাঠ হইবার পর স্বামীজি হল হইতে উঠিয়া গিয়া পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত একখানি গাড়ীর কোচবাক্সে আরোহণ করিলেন। অন্ততঃ দশ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলে স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতে না পাইয়া গাড়ীর দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং রীতিমত সভা হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। যাহা হউক, স্বামীজি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার অন্যান্য বক্তব্য ভাল করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর।

ভদ্রমহোদয়গণ,

একটা কথা আছে,—মানুষ নানাবিধ সংকল্প করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে যাহা ঘটিবার ঘটিয়া থাকে। ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, অভ্যর্থনা ইংরাজী ধরণে হইবে। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বিধানে কার্য্য হইতেছে—গীতার ধরণে আমি রথ হইতে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছি।

অতএব এরূপ যে ঘটিল, তজ্জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে বক্তৃতার জোর হইবে, আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতে যাইতেছি, সেই কথাগুলির ভিতর একটা শক্তি আসিবে। আমি জানি না, আমার স্বর তোমাদের সকলের নিকট পঁহুছিবে কি না। তবে আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব। ইহার পূর্ব্বে আর কখন আমার খোলা ময়দানে বড় সভায় বক্তৃতা করিবার সুযোগ হয় নাই। কলম্বো হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত লোকে আমার প্রতি যেরূপ অপূর্ব্ব সদয় ব্যবহার করিয়াছে, যেরূপ পরম আনন্দ ও উৎসাহ-সহকারে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতবাসীই যেরূপ করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি কল্পনায়ও এরূপ অভ্যর্থনা পাইবার আশা করি নাই। কিন্তু ইহাতে আমার কেবল আনন্দই হইতেছে, কারণ, ইহা দ্বারা পূর্ব্বে বার বার আমার দ্বারা উক্ত সেই কথারই সত্যতা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রত্যেক জাতিরই জীবনীশক্তি এক এক বিশেষ বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক জাতিই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে আর ধর্ম্মই ভারতবাসীর সেই বিশেষত্ব। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অন্যান্য অনেক কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্ম একটী; প্রকৃত পক্ষে উহা জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র অধিকার করিয়া থাকে। যথা,—ইংলণ্ডে ধর্ম্ম তাহাদের রাজনীতির অংশ বিশেষ মাত্র। ইংলিশ চার্চ্চ ইংলণ্ডের রাজবংশের অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইংরাজেরা উহাতে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, উহা তাহাদের চার্চ্চ মনে করিয়া তাহারা উহার পোষকতা ও ব্যয়নির্ব্বাহাদি করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারই উক্ত চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। উহা ভদ্রতার পরিচায়ক। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যেখানেই কোন প্রবল জাতীয় শক্তি দেখা যায়,—উহা হয় রাজনীতি বা কোনরূপ বিদ্যাচর্চ্চা বা সমরনীতি বা বাণিজ্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সেই স্থলেই সেই সেই জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। সেইটীই তাহার মুখ্য জিনিষ—এতদ্ব্যতীত তাহাদের অনেক গৌণ পোষাকী জিনিষ আছে—ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এখানে, এই ভারতে ধর্ম্মই জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মস্থলী। ঐ ভিত্তির উপরই জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, প্রভুত্ব, এমন কি, বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চাও এখানে গৌণ মাত্র—ধর্ম্মই সুতরাং এখানকার একমাত্র কার্য্য—একমাত্র চিন্তা। ভারতীয় জনসাধারণ জগতের কোন সংবাদ রাখে না, শত শত বার আমি এ কথা শুনিয়াছি,—কথা সত্য।

ধর্ম্মই ভারতের জীবনীশক্তি।

BENGAL LIBRARY

267
8237
145

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

BENGAL LIBRARY
22 AUG 1906
WRITERS' BUILDINGS

সূচী।

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
সনাতন ইউনিভার্সিটী ...	শ্রীভারতবাসী	...	৪১৭
কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম	... ...	...	৪২৫
সংবাদ ও মন্তব্য ...	... ...	...	৪২৭
গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	...	৪৩৩
ভারতে বিবেকানন্দ ...	... ...	...	৪৪১

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

IMPERIAL LIBRARY

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲, বাঁধান ১।০
" জ্ঞানযোগ	১৲	" জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	১৲
" কর্ম্মযোগ	॥০	" ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	॥০
" ভক্তিযোগ	॥০	" কর্ম্মযোগ	॥৵০
" চিকাগো বক্তৃতা (২য় সংস্করণ)	।০	" চিকাগো বক্তৃতা	।০
" বক্তৃতা ও পত্র	।০	" স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	॥০
" কথোপকথন	।০		

ইংরাজী চিকাগো বক্তৃতা ব্যতীত উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩॥০

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, আসাম ব্রাঞ্চ—ধুবরী।

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

সনাতন ইউনিভার্সিটী।

22 AUG. 03
WRITERS' BUILD

—০:)(*)(:০—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ গীতা, ৩ অঃ ২১॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকেও তাহা তাহা করে; তিনি যাহা প্রমাণ করেন, লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩ অঃ ৩০॥

সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া "আমি অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি" এই মনে করিয়া নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া শোক ত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর।

যে লোক উপদেশ পাইয়াই চৈতন্যবান্ হয় এবং তদনুসারে কার্য্য করে, সেই উত্তম বুদ্ধিমান্; যে লোক উপদেশ পাইয়াও চৈতন্যবান্ হয় না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঠেকিয়া পরে শেখে এবং তদনুসারে উত্তম কার্য্য করে, সে মধ্যম বুদ্ধিমান্ আর যে লোক ঠেকিয়াও শেখে না, সে অধম বুদ্ধিমান্।

আমাদের উপদেশের অভাব নাই। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র আমাদিগের শিক্ষার জন্য কতই সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন, আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে বড় বড় মহাত্মা ঋষি মুনি কতই হইয়া গিয়াছেন ও এখনও মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশে ঈশ্বরতুল্য লোকের অভ্যুদয় হইতেছে। ইঁহারা আমাদের কতই শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন এবং কত রকমের ভাব বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু কৈ? আমাদের চৈতন্য কৈ? অবস্থার উন্নতিই বা কোথায়? ঐ সকল মহাপুরুষের উপদেশ অবহেলার জন্য যথেষ্ট কষ্টও ভুগিতেছি, কিন্তু এত ভুগিয়াও ত আমরা বিশেষ আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছিনা; ইহার কারণ কি? আমরা এক্ষণে অধম বুদ্ধিমান্ ও বিশেষ শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের মস্তিষ্ক ও শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের কিসে কল্যাণ হইবে, আমরা তাহার চিন্তাই করিতে পারি না।

বলিতে পার, এক অবস্থা সকল সময়ে থাকে না; দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবা আসিয়া থাকে; আমাদেরও এ দুর্দ্দশা কালে দূর হইবে। কিন্তু আমাদের এ ঘোর অমানিশার অন্ধকার ত ঘুচিতেছেই না বরং আরও গাঢ়

* প্রাপ্ত। প্রাপ্ত প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

অন্ধকারে চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর পুরাতন জাতিরা আজ স্বাধীনতা ধনে অলঙ্কৃত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে। চীন, জাপান, ইতালী প্রভৃতি দেশ কতই স্বদেশহিতকর কার্য্য করিতেছে। আর আমরা বিজাতীয় লোকের দ্বারা বাধ্য হইয়া যত টুকু দেশহিতকর কার্য্য করিতে পারা যায় তত টুকু করিয়া বাকী সময় কেবল আত্মম্ভরিতা ও বৃথা দর্প করিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পিতা পুত্রে প্রতিবাসী প্রতিবাসীতে কলহ বিবাদ, এবং অন্যান্য জাতির প্রতি গালি বর্ষণ করিয়াই কাটাইয়া দিই। ইহার ফলস্বরূপ আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা এত দূর নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা লেখনী দ্বারা চিত্রিত করিতে পারা যায় না। পুরুষকার ত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া আমরা পশুবৎ হইয়া যাইতেছি। শুধু তাহাই নহে, আমরা বিপরীতবুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি। আমাদের মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হইয়াছে; আমরা আমাদের পূজনীয় লোকদিগকে বাতুল মনে করিতে শিখিয়াছি, অমৃতকে বিষ ও বিষকে অমৃত জ্ঞান করিতেছি। আমরা আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মের খনি বেদবাণীকে অনাদর করিতেছি, তন্ত্রাদির বিকৃত ভাব লইয়া উহাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেছি এবং বিষপূর্ণ গ্রন্থাবলীকে আদর পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থান দিতে শিখিয়াছি। নিজেদের সমস্ত দেশটাকে সুপথে পরিচালিত করিব, সে ত অনেক দূরের কথা, আমরা আমাদের নিজেদের শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেও অক্ষম, আমরা নিজেদের ঘরটাকেও ঠিক রাখিতে পারি না, নিজ দলের দুটো লোককে দলে আট্‌কাইয়া রাখিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। ফলে কি দাড়াইয়াছে? সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হইয়া বিজাতীয়েরা (যাহাদিগকে আমরা ম্লেচ্ছ বলি) আসিয়া আমাদিগের শাসন ভার গ্রহণ করিতেছে এবং আমরা কি করিতেছি? আমরা সামান্য দু এক টাকা উপার্জ্জনের জন্য পরের পদলেহন সর্ব্বদা করিতেছি। এইরূপ যদি চলে, তবে ভবিষ্যতে যে আমাদের আরও কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় শুষ্ক হয়।

ঈশ্বরের মনে যে কি আছে তাহা তিনিই জানেন, মনে এই আশঙ্কা হয় যে, আমরা হয়ত একেবারে লোপ পাইব। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন সেই ভয়াবহ পরিণাম হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, আমরা যেন আমাদের শাস্ত্রের কথা ধারণা করিতে সক্ষম হই শাস্ত্রোক্ত আদর্শ অবলম্বনে আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন যেন করিতে

পারি। আমরা মন মুখ যেন এক করিতে পারি, আমাদের হৃদয়ে যেন কপটতা না থাকে; জগদম্বা আমাদিগকে যেন এই শক্তি দেন। আমাদিগকে যখন প্রকৃতির রাজ্যেই থাকিতে হইবে, তখন যেন আমরা দৈবী প্রকৃতির রাজ্যে থাকিতে পাই, আসুরিক প্রকৃতি সম্পন্ন যেন না হই। আমাদের মা ত ছেলেদের অপরাধ গ্রহণ করেন না, আমরা প্রতি দিন প্রাতে ও সায়ংকালে যেন এই বলিয়া মাকে ডাকিতে পারি, "তুমি ত মা জগতের মা; আমরা শত অপরাধে অপরাধী, তবু মা তোমারই রচিত এই অপূর্ব্ব ভারত ভূমির ছেলে আমরা, তোমারই স্তন্য পান করিয়া আমরা জীবিত, আমাদের প্রাণ বধ করা তোমার উচিত হয় না, যাহাতে ভাল হয় তাহাই করিয়া দেও মা, মা, আমাদের ধমনীতে ধমনীতে, মজ্জায় মজ্জায় যেন তোমার অপূর্ব্ব দৈবী শক্তি পুনঃ প্রবাহিত হয়, অন্যান্য জাতি দেখিয়া যেন অবাক্ ও ধন্য হইয়া যায়, তাহারা এই পবিত্র ভারত খণ্ডের অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রকৃতির অতুল শোভায় মুগ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছে, যেন মা তাহারা ইহার ভিতরের তোমার পবিত্র তেজ দেখিয়া আরও মুগ্ধ হইয়া যায়, যেন তাহারা স্বদেশে যাইয়া বলিতে পারে যে, ভারতখণ্ড এক অপূর্ব্ব জিনিষ, আমরা অসুর হইয়াও সেখানকার সম্পর্কে দেবত্ব কি তাহা শিখিতে পারিয়াছি। আর আমরাও যেন তাহাদের প্রবল অধ্যবসায়, বীর্য্য ও সাহস আমাদের করিয়া লইতে এবং তাহাদের ন্যায় আমাদের সাংসারিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে যত্নবান হই। তাহারা মুষ্টিমেয় হইয়া যে প্রকার বিশাল ভারতখণ্ডকে শাসন করিতেছে, আমাদের মধ্যে নির্ব্বাচিত কতকগুলি লোক ও যেন আমাদের দেশকে সেই প্রকারে বরং তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া শাসন করিতে পারে। মা আমাদের এইটী করিয়া দেও মা, যাহাতে আমাদের সদ্বুদ্ধি, সাহস, জ্ঞান ও ভক্তি আসে, এইরূপ করিয়া দেও মা।"

এই প্রার্থনা যদি আমরা বিশ্বাস সহকারে হৃদয়ে অনুক্ষণ করি, মা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বল বুদ্ধি দিবেন এবং সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা আমাদের ও আমাদের দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতে নিশ্চিত সক্ষম হইব। আমাদের এক্ষণে বিশুদ্ধচরিত্র হওয়া, বিশেষতঃ সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে যে আমরা আবার জাতীয় উন্নতি লাভ করিতে ক্রমশঃ পারিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা এক দিকে আমরা জাতীয় এবং লাভ করিতে পারিব, অপর দিকে আমা-

দিগের বিভিন্ন ভাবসমূহও বজায় রাখিতে পারিব, এক দিকে আমরা এক-দেশদর্শিতার কুফল ত্যাগ করিব, অপর দিকে যথেচ্ছাচারিতার দোষ আমা-দিগকে স্পর্শ করিবে না, এক দিকে আমরা ভণ্ডামি ও গোঁড়ামি ত্যাগ করিব, অপর দিকে ইষ্ট-নিষ্ঠা ও গুরুজন ভক্তি সযত্নে রাখিতে পারিব এবং আমাদের সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব না, এক দিকে বিদেশীয় জিনিষ যাহা আমরা ব্যবহার করি, তাহা আমরা আমাদের দেশেই তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিব, অপর দিকে আমাদের দেশের সনাতন সদাচারগুলিকে সম্মান করিতে শিক্ষা করিব ও আমাদের পিতৃপিতামহাগত ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ভাবে বজায় রাখিতে পারিব, এক দিকে বিদেশীয় মহাপুরুষগণকে আদর ও তাঁহাদের রচিত পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইব, অপর দিকে আমাদের ঋষি মুনি, মহাকবি প্রণীত বেদ বেদান্তাদি সাহিত্য কাব্য দর্শনাদি ও ব্যাকরণ জ্যোতিষকে আমাদের শীর্ষস্থানীয় করিয়া উহাদিগের অধ্যয়ন করিতে শিক্ষা করিব, এক দিকে পাশ্চাত্য ইউনিভার্সিটী, মান মন্দির, বিজ্ঞান-সমিতি, পার্লিয়ামেণ্ট ইত্যাদিকে বিশেষরূপ জানিবার জন্য চেষ্টা করিব এবং ঐ গুলি আমাদের দেশে যত দূর সম্ভব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব, অপর দিকে আমাদের ঋষি মুনির আশ্রম, তীর্থস্থান সমূহ, দেশীয় মান মন্দির, জাতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী, জাতীয় রাজন্য মণ্ডলী, ধর্ম্ম মণ্ডলী ও দেব দেবীর মন্দিরকে ভক্তি সহকারে দর্শন ও সদযঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব এবং যাহাতে এইগুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য সবিশেষ যত্নবান্ হইব। এই প্রকার ভাবে যদি আমাদের শিক্ষা হয়, তবেই আমাদের জাতীয়ত্ব থাকিবে ও সমগ্র জগতের সম্মুখে আমরা বিজিত, পদদলিত ও কুক্কুরবৎ ঘৃণিত রূপে আর পরিগণিত হইব না।

কোন একটী ব্যাপার তাহা বৃহৎই হউক বা ক্ষুদ্রই হউক, সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে প্রথমে মানস পটে তাহার সমস্ত অঙ্গগুলি পরিষ্কার রূপে চিত্রিত করা চাই, কি প্রকারে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে মনে মনে আলোচনা করিতে হইবে। কার্য্য সিদ্ধির বিঘ্ন কি কি হইবার সম্ভাবনা ও তাহা কি রূপেই বা নিবারিত হইবে, তাহাও নিদ্ধারণ করা চাই। এইরূপে মনে মনে একটা সমীচীন কার্য্যপ্রণালী স্থির হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করা চাই। কার্য্য সাধন করিতে করিতে যদি দেহত্যাগ

হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার করিতে মন যেন সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই প্রকারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই সফলতা আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া কার্য্যে অবতরণ করা চাই। সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ় অধ্যবসায় ও যথার্থ স্বদেশানুরাগ থাকিলে যত বড় বিঘ্নই আমাদের সম্মুখে আসুক, সবই তৃণাদপি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে। এইরূপ প্রকৃত স্বদেশহিতাকাঙ্ক্ষা যদি একটী মাত্র ভারত সন্তানের হৃদয়ে ঠিক ঠিক প্রজ্বলিত হয়, তবে তাহা ক্রমশঃ অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া একটী দল গঠন করিবে এবং এই দলস্থ সকলের সমবেত শক্তিতে সমস্ত কার্য্য সুসাধিত হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের আরাধনায় হৃদয়ে এইরূপ প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের আবির্ভাব হয়। সেই জন্য ঈশ্বরারাধনাই সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। আমাদের দেশে যে যে স্থানে এখনও জীবন্ত ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হয়, সেই সেই স্থানের ধর্ম্মভাব আরও বর্দ্ধিত করিয়া মহাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা চাই। মহাশক্তি জাগ্রত হইলে আর ভাবনা কি? সে তেজের সম্মুখে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

কোন হিতকর আন্দোলনের মূলে যদি এই তপস্যা না থাকে, তবে সে আন্দোলন দুদিনের জন্য স্থায়ী হইতে পারে, পরে উহা আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে। ঈশ্বরারাধনায় দিব্য শক্তি আইসে, সদ্বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং মহান্ চরিত্রবলের আবির্ভাব হয়, এইরূপ দিব্যশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষকে যাবতীয় লোকে অনুসরণ করিয়া সুখী হয় এবং তাঁহার পদানুসরণ করিতে লোকের মনেও একটা দ্বিধা থাকে না। আমাদের দেশে আজকাল অনেকে দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনেক সুফলও দৃষ্ট হইতেছে। ইহা অতি আনন্দের কথা। ইহার কারণ এই যে, তাঁহাদের চরিত্র অনেকটা নির্ম্মল হইয়া আসিয়াছে এবং তাঁহারা কথায় কাজে অনেকটা এক করিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরের নাম তাঁহারা মুখে লউন বা না লউন, তাঁহারা অন্তরে নিশ্চয়ই সেই মহাশক্তির পূজা করিতেছেন। তবে তাঁহাদের ভাব যদি তাঁহারা আরও দৃঢ় করেন, তবে সুফল আরও অধিক ও সমগ্র দেশব্যাপী হইবে।

কি উপায়ে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার বিষয় আমাদের দেশে যত আলোচনা হয় ও প্রাণপণে সেই উপায়গুলিকে সকলে মিলিয়া যতই কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, ততই আমাদের মঙ্গল। এই প্রকার আলোচনার ফলস্বরূপ কলিকাতায় ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের

সূচনা হইযাছে, ও স্থানে স্থানে নূতন নূতন কাপড়েব কল ও অন্যান্য কল কাবখানাও স্থাপিত হইতেছে। ইহা অতিশয আনন্দেব বিষয; এই মুহূর্ত্ত অতি শুভ মুহূর্ত্ত, সকল সময়ে এরূপ মহেন্দ্রক্ষণ আসে না; এই সময়ে আমবা সকলে তৎপব হইযা যত শীঘ্র পাবি যেন কাযে লাগিয়া যাই। এরূপ উপায উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে দেশেব বড বড় লোকেবা মিলিযা কাজ করিতে পাবেন এবং সেই কাজে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও যেন অনাযাসে যোগদান কবিতে পাবেন।

ভাবতেব ভাবী কল্যাণ যুবকবৃন্দেব উপব নির্ভব কবিতেছে। তাঁহাবা এই সময়ে বিদেশীয কল কাবখানাব ব্যাপাব বিদেশে যাইযাই হউক বা এদেশস্থ বিদ্যালয হইতেই হউক সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করুন। বাষ্পীয যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ, তড়িৎ সংক্রান্ত ব্যবহাবিক বিদ্যা, mining ও mettalurgy বিদ্যা, geology, motorology প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষা কবিযা আসুন। আব এ দেশেব ধনী লোকেবা মিলিযা তাহাদেব উৎসাহার্থ কল কাবখানা স্থাপনেব জন্য টাকা দিউন এবং সাধাবণ লোকেবা যাহাতে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তাহাব জন্য বিদ্যালয ও কল কাবখানা স্থাপন কবিযা দিউন।

সমগ্র ভাবত নব উৎসাহে মাব নাম কবিযা মাভৈঃ ববে জগতেব চাবি দিক্ হইতে বিদ্যা আকর্ষণ কবিযা ভাবতে লইযা আসুক ও ভাবতেব লুপ্ত গৌবব পুনরুদ্ধাব করুক। ভাবতের সঙ্গীত, কাব্য, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিকিৎসা পূর্ত্ত, ব্যবহার, বস্ত্রবযন, রসায়ন প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন বিদ্যা, যাহা লোপ পাইযা যাইতেছে, তাহাব পুনরুদ্ধাব করুন।

এই সকল বিষয সম্পূর্ণভাবে সাধন কবিবাব জন্য ও সর্ব্বসাধাবণেব মধ্যে শিক্ষা বিস্তাবেব জন্য ভাবতেব স্থানে স্থানে ভাবত বিশ্ববিদ্যালয হওযাব বিশেষ আবশ্যক। ইহাদেব নাম যেন হিন্দু সনাতন শিক্ষা পবিষদ্ বা ভাবত সনাতন শিক্ষা পবিষদ্ বা ঐরূপ কিছু হয। আমাদেব প্রধান প্রধান তীর্থে প্রধানতঃ যাহাতে এইরূপ শিক্ষাপবিষদ্ সমূহ স্থাপিত হয, তাহাব চেষ্টা করিতে হইবে। কাবণ, হিন্দুব মন এইসকল তীর্থ স্থানেব প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। জাতীয ভিত্তিতে উন্নতি কবিতে হইলে এই ইউনিভার্সিটীকে সনাতন ধর্ম্মেব সহিত সংযুক্ত কবিতে হইবে আব যতদূর ইহা কবিতে পাবা যাইবে, আমাদেব জাতীয ভিত্তি তত অধিক দৃঢ ও স্থাযী হইবে, ততই ভাবতের সমগ্র গৌবব এককালে বর্দ্ধিত হইবে এবং কার্য্যও শীঘ্র শীঘ্র ও সহজে নিষ্পন্ন

হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা আরও একটী কার্য্য সাধিত হইবে তীর্থের সমস্ত দোষ ক্রমশঃ দূর হইয়া যাইবে এবং তীর্থের মাহাত্ম্য আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে স্বধর্ম্মের প্রতি যে একান্ত অশ্রদ্ধা দেখা যায়, তাহাও ধীরে ধীরে অপসারিত হইবে ও তীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেব দেবী ও ঋষি মুনির পুণ্য শক্তি শিক্ষিত সমাজের উপর দ্বিগুণতর উদ্ভাসিত হইবে। পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রাদি ও ঋষি মুনিদের আশ্রমের ভাব সনাতন কাল হইতে পরিরক্ষিত হইতেছে। ইহাদিগকে আমরা ত্যাগ করিয়া যদি কোন কার্য্য করিতে চাই, সে কার্য্য একেবারে নিষ্ফল হইবে। যেমন অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়াই এক রকমের, সেখানে গেলেই নানা বিদ্যার চর্চ্চা ও অভ্যাস করিতে স্বতঃই মন যায়, সেই প্রকার ভাবতের তীর্থ ক্ষেত্রের হাওয়াই এক রকমের। এখানে এলেই মনে এক অপূর্ব্ব ঈশ্বরীয় ভাবের উদয় হয়। কালাপাহাড়, আওরাঙ্গজেব ও ক্রীশ্চান ধর্ম্মযাজকেরা তীর্থের ভাবগুলি লোপ করিতে চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেন নাই কিন্তু তাঁহাদের মনোরথ কি সফল হইয়াছে? তীর্থস্থান গুলি যেমন তেমনই আছে, কেহই তাহাদের কিছুই করিতে পারেন নাই। এই সনাতন ধর্ম্মভাবই আমাদের জাতীয়ত্বের মূল ভিত্তি। ইহার কারণ কি? ঋষি মুনিদের চিন্তাশক্তি আধুনিক লোকদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের দিব্য চক্ষু উন্মীলিত ছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের অঙ্গস্বরূপ। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ছিলেন। এজন্য তাঁহারা যাহা চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের ন্যায় খামখেয়ালী নহে। তাঁহাদের চিন্তার বিষয় অনেক গভীর ছিল। তাঁহাদের ভাব সকল তেজঃসম্পন্ন, সত্য ও অকপট। এজন্য এসব স্থলে আমাদের মস্তক তাঁহাদের চরণে ভক্তিভরে অবনত করিতে হইবে। যদি আমরা তাহা না করি, তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। না হয় আমাদিগকে ভারত হইতে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। কারণ, আমাদের শিক্ষিত লোক যতই স্থানাভিমানী হউন, উচ্চতর ধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসীর সহিত তুলনায় তাঁহারা কিছুই নহেন। ঋষি মুনিদের একটী পবিত্র আত্মা যদি ভারতে আসিয়া অবতরণ করেন, তবে তাঁহাদের পুণ্য তেজের সম্মুখে আধুনিক লোকে যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। অতএব আমাদিগের অতি সাবধানতার সহিত অগ্রসর হওয়া চাই।

জাতীয় বা সনাতন ইউনিভার্সিটী শব্দের অর্থ যেখানে সব রকমের জাতীয় ভাব শিক্ষা দেওয়া হয়, যদ্দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সমাজকে ও নিজেকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে পারা যায়। অতএব আমাদের দেশকে শিক্ষা দিতে হইলে সনাতন হিন্দু ইউনিভার্সিটী হওয়ার বিশেষ আবশ্যক। অধুনা যে সব ইউনিভার্সিটী আছে, উহাতে কেবল পুস্তক নির্ব্বাচন ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাধি দেওয়া হয়। ইহার কুফল এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাইয়াছি। অধিকাংশ ছাত্রের মস্তিষ্ক ও স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হইয়াছে। আর যে কয়টী ছাত্র সুস্থকায় ও সুস্থ মনে ইউনিভার্সিটী হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা আর পুস্তকের সঙ্গে সম্পর্কই রাখেন না। অধিকন্তু পাশ দিয়া এক্ষণে তাঁহাদের পেট চলাও দায় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া এখন-কার শিক্ষা এত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়াছে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে শিক্ষা লাভ এক রকম দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই শিক্ষা দ্বারা স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুই থাকে না। পাশ্চাত্য ভাবের কুহকে পড়িয়া আমাদের দেশের আসল জিনিষকে যেন ভুলিয়া গিয়াছি। সেই জন্য বলিতেছিলাম, ঋষি মুনিদের আশ্রম আমাদের সনাতন ইউনিভার্সিটী। তাঁহারা অনাদি কাল হইতে আমাদিগকে ভাব শিক্ষা দিবার জন্য ইউনিভার্সিটী করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ভারতের সমস্ত দেশের সকল বর্ণের লোকে বিনা নিমন্ত্রণে একত্রিত হয় ও পরমানন্দ প্রকাশ করে।

আমরা যদি তাঁহাদিগের উপযুক্ত সন্তান হই, তাহা হইলে আমাদের উচিত —তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ইউনিভার্সিটীকে রক্ষা করা এবং তাহাতে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সংযুক্ত করিয়া দেওয়া। তাহা হইলে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকের উপর ন্যস্ত হইবে এবং আমরা ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ সুখলাভ করিতে পারিব। আর যদি তাহা না পারি, তাহা হইলে আমাদিগের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। একটী ইউনিভার্সিটী ৺কাশীধামে, একটী হরিদ্বারে, একটী কালীঘাট কলিকাতায়, একটী জগন্নাথে, একটী প্রভাস দ্বারকার নিকটস্থ স্থানে, একটী বোম্বাইএ, একটী মান্দ্রাজে ও একটী রামেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হউক। একটি ইউনিভার্সিটী পঞ্জাবের তীর্থে স্থাপিত হউক, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপযুক্ত স্থানেও যদি হয়, তাহা হইলে আরও ভাল।

শ্রীভারতবাসী। ক্রমশঃ।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

আমাদের দেশে বড় বড় সহর ব্যতীত অধিকাংশ স্থানেই রোগীর চিকিৎসা ভালরূপ হয় না। এইরূপে কত ব্যক্তি যে প্রকৃত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, তাহা বলা যায় না। তীর্থস্থানসমূহে এই অভাব আরো বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কনখলের ন্যায় স্থানে যেখানে অসংখ্য সাধু বাস করেন, যাঁহাদের মাধুকরী-লব্ধ ভিক্ষার উপর নির্ভর, সে সকল স্থানে কাহারও কোন পীড়া হইলে প্রায়ই তাঁহাদের 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ'র শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকে না। এতদ্ব্যতীত তীর্থযাত্রী অসংখ্য গৃহস্থ এই সকল তীর্থে আসিয়া নানাবিধ অনিয়মে পীড়িত হইয়া থাকেন। আর, আমাদের দেশে অনেক স্থানেই গরিব লোকের সংখ্যা এত বেশী যে, যে কোন স্থানে একজন অল্পস্বল্প ডাক্তারিজানা লোক কতকগুলি মোটামুটি ঔষধ লইয়া ঘুরিলেও যে কিরূপ উপকার হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারিবেন না। আমরা স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় বক্তৃতা করি বটে, কিন্তু খুব কম লোক আছেন, যাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোকের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিতে পারেন। সন্ন্যাসীদের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচারে যাত্রার অনেক পূর্ব্বে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, দরিদ্রগণের অবস্থার উন্নতি ব্যতীত ভারতের উন্নতির কোন উপায় নাই। এই কারণে তিনি তাঁহার গুরুভাই, বন্ধু ও শিষ্যগণকে মুখে লেখায় যখন যেরূপে সুবিধা পাইয়াছেন, এই জনহিতব্রত সাধনে ব্রতী হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতার সময়ও তাঁহার এই দরিদ্রসেবার ভাব তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কতবার পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এই ভাবে প্রণোদিত হইয়াই স্বামীজি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কনখলে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপন করেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতে ক্রমশঃ যেরূপ কার্য্যের বিস্তৃতি হইতেছে

ও নূতন নূতন ভাবে কার্য্য করিবার সুবিধা হইতেছে, তাহা ইহার পূর্ব্বাপর কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং বিধাতার ইচ্ছায়ই যে এই কার্য্যের সূত্রপাত ও ক্রমোন্নতি হইতেছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে না।

সম্প্রতি ১৯০৫ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা এবার অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সেবা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আশ্রমভুক্তসাধু।		কেবল ঔষধগ্রাহী		সর্ব্বসমেত
		পুরুষ (সাধু ও গৃহস্থ)	স্ত্রী (সাধু ও গৃহস্থ)	
১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ	৫৬	১৯০৪	৫৪০	২৫০০
১৯০৫ ঐ	৭০	২৭৬৩	৬৪৪	৩৪৭৭

এই আশ্রমের খরচ পত্র সাধারণের স্বেচ্ছাকৃত দান হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ১৯০৪ সাল হইতে এ বৎসরে অর্থসাহায্যও অপেক্ষাকৃত অধিক পাওয়া গিয়াছে। জমা সর্ব্বশুদ্ধ ১৫২৩৷৵৩½ পাই, খরচ ৮৪৫৷৷৵০, হস্তে স্থিত ৬৭৭৮৵৩½ পাই। এতদ্ব্যতীত অনেক সহৃদয় ব্যক্তি চাল ডাল প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য, ঔষধ, চিকিৎসাগ্রন্থ, কম্বল প্রভৃতি দিয়া আশ্রমের সাহায্য করিয়াছেন। আশ্রমটী যাহাতে স্থায়ী হইয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে পারে, তজ্জন্য সহৃদয় সাধারণের উচিত, ইহার একটী স্থায়ী ফণ্ডের জন্য চেষ্টা করা।

কিছুদিন হইতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সাধুদের ভিতর শিক্ষা বিস্তার করিবার আলোচনা হইতেছে। আমাদের যে সে প্রস্তাবে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। গত বর্ষে রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথ আশ্রম লাইব্রেরিতে প্রায় ১৫০ শতের উপর ভাল ভাল সংস্কৃত গ্রন্থ দান করিয়া ইহার সূত্রপাত করিয়াছেন। সেবাশ্রমের অধ্যক্ষেরা শীঘ্রই আশ্রমের সহিত সাধুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। তজ্জন্যও সাধারণের সমবেত সাহায্যের প্রয়োজন।

সেবাশ্রম সম্বন্ধে কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে বা সেবাশ্রমের জন্য কোন অর্থসাহায্য করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটী ঠিকানার মধ্যে যেখানে ইচ্ছা চিঠিপত্রাদি লিখিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে পারেন।

স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণসেবাশ্রম, কনখল পোঃ (সাহারাণপুর)

সম্পাদক, প্রবুদ্ধভারত, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া।)

আশ্রমের প্রতিমাসের জমা খরচ রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরাজী মাসিক প্রবুদ্ধ-ভারতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৫ই মে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি স্বামী অভেদানন্দের ভারত যাত্রার পূর্ব্বে বিদায় উপলক্ষে আহূত সভায় বরোদার মহারাজ এবং মহারাণীর সমাগমে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। সহকারী সভাপতি মিঃ ক্রসম্যান্ সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন এবং তদুপলক্ষে বলেন যে, ভারত আবহমান কাল হইতে জ্ঞানচর্চ্চা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে মানবের স্বাধীনতা প্রচার করিতেছে। উহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া অথবা তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টা না করিয়া সকলকেই আপন অঙ্কে স্থান দিয়াছে। এইরূপে ভারত যে মহাশক্তি-শালী অধ্যাত্ম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা জগতে সর্ব্বথা নূতন। আমেরিকাও সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতালোক ধারণপূর্ব্বক সকল জাতির পুরোবর্ত্তী হইয়া যে মহান্ সামাজিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাও সমগ্র জগতেতিহাসে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার এই দুইটী মহান্ আদর্শের সম্মিলন সাধন ব্যতীত ভবিষ্যতে আমাদের আর কিছু উচ্চ কর্ত্তব্য নাই। ভারতের মহামহিমান্বিত, সুশিক্ষিত এবং উন্নতিশীল জনৈক অধীশ্বরকে এতদ্দেশে অভ্যর্থনার সৌভাগ্যলাভ করাতে বোধ হইতেছে যে, এই পথের প্রথম সোপানে আমরা পদার্পণ করিয়াছি।

পরে স্বামী অভেদানন্দ কিছুক্ষণ ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যার কথা এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই সমস্যা পূরণে কতদূর সহায়তা করিতে সক্ষম, তাহা বলেন। তাঁহার বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী ও ভাবপূর্ণ ছিল। বক্তৃতারম্ভেই তিনি অতীতের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 'পরিব্রাজক ভাবে ভারত পর্য্যটন কালে আমি এই মহামহিমান্বিত রাজার

প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। আমি কোনরূপে সেই দয়া ও শিষ্টাচারের বিনিময় করিব এই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতাম। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির গৃহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইব।'

তৎপরে ডাঃ গার্ডনার রহস্যপূর্ণ ভাষায় সভার গাম্ভীর্য্য ভাবের মধ্যে একটু তরলতার সঞ্চার করেন। তিনি একটী খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম সঙ্গীত (From Greenland's icy mountains to India's coral strand) উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "আমার স্মরণ হইতেছে, বাল্যকালে আমি পয়সা জমাইয়া মিশনরি ফণ্ডে দিতাম যাহাতে একটী হিদেন বালকেরও পতিত আত্মার উদ্ধার সাধনে সহায়তা করিতে পারি। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার মনে হয়, তাহারা আমার নিকট হইতে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক ঐ অর্থ লইয়াছে।" ডাঃ গার্ডনার পরিশেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "অভেদানন্দ স্বামীর ন্যায় আরও হিদেন যদি ভারতে থাকেন, তবে তাঁহাদের সহিত আমি পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি।"

সন্ধ্যাকালে মহারাজ দুইটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে প্রকাশ পায়, তিনি যে শুধু ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তাহাই নহে, তাঁহার বক্তৃতা শক্তিও অসাধারণ। তিনি বলেন যে, আমেরিকার উন্নত শিল্পপ্রণালী শিক্ষা করিয়া যাহাতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বদেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধন করিতেও সক্ষম হন, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এখানে আসিয়াছেন। তিনি বিনীতভাবে বলেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নাই, তবে তিনি একথা খুব বলিতে পারেন যে, ভারতে পরধর্ম্মদ্বেষের সম্পূর্ণ অভাব। তাঁহার বিশ্বাস যে, আমেরিকার আধ্যাত্মিক উন্নতির কাল উপস্থিত। স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচাররূপ যে মহান্ কার্য্য করিতেছেন এবং ভারতের উপর আমেরিকাবাসীর যথার্থ ভালবাসা ও সহানুভূতি উদ্দীপনের যে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিলেন। পরিশেষে বলেন যে, তাঁহার কার্য্য তাঁহার নামানুরূপই হইয়াছে।

সেক্রেটারী মিসেস্ কেপ স্বামী অভেদানন্দের যে বিদায় অভিনন্দনটী পাঠ করেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম দেওয়া গেল :—আপনি আমাদের মধ্যে নয় বৎসর যাবৎ অক্লান্ত হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন এবং শত্রুতাচরণ সহ্য করিয়া

অপরিসীম সাহস সহকারে আপন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি আমাদের মহাজ্ঞানী ও প্রেমিক আচার্য্য। আমাদের মধ্যে অনেকে যাহারা শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতাগ্রস্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছিল, অদ্য তাহারা শারীরিক বল ও নবজীবন সম্পন্ন। সর্ব্বত্রই আপনি আশা, আনন্দ, শক্তি এবং অধ্যাত্মালোক বিকীরণ করিয়াছেন। আমরা আপনার শিক্ষানুযায়ী নিজ জীবন গঠন এবং আপনি যে কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা দৃঢ়ভাবে অনুবর্ত্তন করা ভিন্ন আপনার মহাঋণ পরিশোধে সক্ষম নহি।

সভাভঙ্গ হইলে সমিতির সভ্যগণ মহারাজ এবং মহারাণীর সহিত আলাপ করেন।

সকলেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বিগত ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সানফ্রান্সিস্কো বেদান্তমন্দিরের কোন ক্ষতি হয় নাই। যদিও ইহার প্রায় সকল সভ্যই যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত এক্ষণে প্রতি রবিবার বেদান্তমন্দিরে একটী ও ওকলাণ্ডে একটী বক্তৃতা দিতেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া মান্দ্রাজে পদার্পণ করিলে তথাকার হিন্দু অধিবাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করেন। এগ্‌মোর রেলওয়ে ষ্টেসনে আর লোক দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। উহা নিশান প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। মাননীয় আনন্দচার্লু প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। স্বামী ও তাঁহার সঙ্গিগণকে মাল্যে ভূষিত করিয়া তাঁহাদের জন্য আনীত গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। গাড়ী চলিতে লাগিল, এদিকে সমবেতব্যক্তিগণও জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিতে লাগিল। রাস্তার স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং প্রতি রাস্তায়ই অনেক লোক তাঁহার দর্শন লাভার্থ আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রায় ১॥০ ঘণ্টার পর তিনি রয়পেটায় 'মোহন বিলাস' নামক তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে পঁহুছিলেন।

রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ভিক্টোরিয়া হলে স্বামীজির অভ্যর্থনার্থ সভা আহূত হয়। অন্যূন দুই সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। মাননীয়

আনন্দচার্লু মহোদয় সভাপতি হন ও অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য মহোদয় অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—

স্বামী বিবেকানন্দ যে কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরস্থায়ী হইবে। তিনি সমগ্র মানবের নিকট, বিশেষতঃ জড়বাদসর্ব্বস্ব, বিলাসিতায় আত্মহারা পাশ্চাত্য জাতির নিকট আত্মার নিত্যত্ব ও জগতের অনিত্যত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা বাস্তবিক অমৃতের পুত্র, আমরা সকলে এখন উহা উপলব্ধি করিতে না পারি, কিন্তু কোন না কোন সময়ে আমরা উহা উপলব্ধি করিবই করিব। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় উহা বলে না যে, মানুষ পাপী অথবা কেবল কতকগুলি মতমতান্তরে বিশ্বাস করিলেই ধর্ম্মের চূড়ান্ত হইল। আমাদের ধর্ম্ম বলেন, জীবনের প্রতি কার্য্যে ঈশ্বরোপলব্ধি করিতে হইবে। স্বামী ভারত ও পাশ্চাত্যজাতির তুলনা করিয়া বলেন, প্রকৃত ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক পুরুষ ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় ধর্ম্ম সর্ব্ববিষয়ে একত্ব শিক্ষা দেয়। যীশু খ্রীষ্ট তদীয় শিষ্যগণকে তাহাদের প্রতিবেশিগণকে নিজেদের মত ভালবাসিতে বলিতেন, বেদ কিন্তু সমগ্র প্রাণিজগৎকে নিজের ন্যায় ভালবাসিতে বলেন। আর, 'কেন আমরা সকলকে ভালবাসিব', এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্রই বেদে ই পাওয়া যায়। সমগ্র জগৎ এক বই দুই নহে।

তৎপরে স্বামী অভেদানন্দ নিজের প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে বলেন,—বিবেকানন্দস্বামী লণ্ডনে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া আমাকে তাহার ভার দিয়া যান। আমি এক বৎসর তথায় কার্য্য করি। পরে নিউইয়র্ক হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১৮৯৭ সালে তথায় যাই। সেই অবধি যুক্তরাজ্যে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছি এবং কানাডা, আলাস্কা, এমন কি, মেক্সিকো পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। সর্ব্বত্রই বৈদান্তিক ধর্ম্ম ও বেদান্ত দর্শন শিখিবার আগ্রহ বিদ্যমান। আমেরিকার লোকে বেদান্ত শ্রবণে এত আগ্রহান্বিত যে, তাহারা আমাকে বেদান্তশিক্ষা দিবার জন্য আরও সন্ন্যাসী আচার্য্য আনিতে অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু বেদান্তের উপযুক্ত আচার্য্য হইতে গেলে প্রথমে ত্যাগের আবশ্যক। আমি একাকী ইউরোপ আমেরিকার প্রায় সর্ব্বস্থলে ভ্রমণ করিয়াছি। যখন নিউইয়র্কে প্রথম নামি, তখন আমার নিকট এক পয়সাও

ছিল না। আমার ভরণ পোষণের জন্য ভারত হইতে এক পয়সাও কেহ পাঠায় নাই। খ্রীষ্টানমিসনরিগণের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা সন্ন্যাসী—আমাদের অর্থের প্রয়োজন নাই। আমাদের কম্বলই সম্বল, ভূমিই আমাদের শয্যা আর সন্ন্যাস জীবন বড়ই সুখের জীবন—কারণ, আমরা স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিয়া থাকি। স্বামী বিবেকানন্দ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা সাম্প্রদায়িক বা স্থানবিশেষে আবদ্ধ নহে; আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি, উহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইবে। আমাদের গুরু ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের শক্তিতে ইহা অনুপ্রাণিত। আমরা প্রাণপণে সকলে মিলিয়া এই আন্দোলন যাহাতে চারিদিকে বিস্তৃত হয়, তাহার চেষ্টা করিব। আমাদের ধর্ম্মে কোনরূপ জাতিভেদ থাকিবে না। জাতিভেদ সামাজিক প্রথামাত্র, ধর্ম্মের সহিত উহার কোনই সংস্রব নাই। বেদও তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। আমাদিগের এই ধর্ম্ম কার্য্যে পরিণত করিয়া সমগ্র জগৎকে সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, বাগবাজার বিবেকানন্দসমিতি দিন দিন নবোদ্যমে দরিদ্রসেবাকার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। সমিতির ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ সালের রিপোর্টে প্রকাশ—সমিতি সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪৮ মণ চাল সংগ্রহ করিয়াছেন। অবস্থা বুঝিয়া দরিদ্র পরিবারগণকে মাসিক ।০ সের হইতে ১/০ মণ পর্য্যন্ত চাল দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৮৭৸৵৫ চাঁদা প্রভৃতিতে সংগৃহীত হয়; তন্মধ্যে সমিতির অনাথবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পুস্তকাদিক্রয়ে ৩৪৫ ব্যয় হইয়াছে। সমিতি প্রায় ১০০ জন রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রভৃতি দানে সেবা করিয়াছেন। সমিতির অনাথবিদ্যালয়ে দুঃস্থ গৃহস্থগণের সন্তানগণ পড়িতেছে। এক্ষণে এই বিদ্যালয়টীর যাহাতে রীতিমত পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে। ১৯০৩ সালের প্লেগের সময় সমিতি ৩৫০টী বস্তি ও ১৬টী পাকা বাড়ী পরিষ্কার করেন। এই কার্য্যে তাঁহারা বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্লেগ বিভাগ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমিতির কার্য্যের উন্নতির জন্য সভ্যগণ সর্ব্বসাধারণের অধিকতর সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। সমিতি ৫৩ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজারে অবস্থিত।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্যামবাজারের মিত্র পরিবারের রায় বিপিন বিহারী মিত্র বাহাদুর রামকৃষ্ণ মিশন পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষমোচন ভাণ্ডারে ৫০০৲ শত টাকা দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষভাণ্ডার খোলা হইবার পূর্ব্বেই মুর্শিদাবাদ রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষ আশ্রমের শিক্ষক ও আশ্রমভুক্ত অনাথগণকে লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য ৫৬৲ টাকা ভিক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে দশ টাকা বরিশালে অশ্বিনী বাবুর নিকট ও ১০৲ দশ টাকা ফরিদপুরে অম্বিকা বাবুর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে যাঁহারা দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমতঃ চাঁদপুরে যাইয়া তথা হইতে কিছুদূরে বাবুরহাট নামক স্থানে যাইয়া তথাকার অবস্থা অতি শোচনীয় দেখেন। '৭।৮ টী পরিবার দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকের ১০।১২ টী এমন কি, ১৬ টী করিয়া পোষ্য; উপার্জ্জনক্ষম একজন পুরুষ, তাহারও কায জোটেনা, জমি জমা কিছুই নাই, বর্ষাকালে ঘরেও চাল খসিয়া পড়িতেছে। এস্থানের জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে চাউল বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি যে সাহায্য করিতেছেন, তাহাতে কুলাইতেছে না।' মিশনের মেম্বারগণ ইঁহার নিকট ৪ মণ চাউল দিয়া নোয়াখালির অতি শোচনীয় অবস্থা শুনিয়া তথায় গিয়াছেন। 'এখানে পৌঁছিয়াই সর্ব্বক্ষণ ভিক্ষুক এবং অন্নাভাবে শীর্ণ বহু পুরুষ এবং স্ত্রীলোক দেখিতেছি। এ পর্য্যন্ত যে সকল স্থান দিয়া আসিয়াছি, তন্মধ্যে নোয়াখালির চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম গুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়।' ইহাঁরা উপস্থিত এখানে দুইদিনে প্রায় ৬০০র উপর ব্যক্তিকে প্রায় বিশ মন চাল বিতরণ করিয়াছেন। সাহায্যকারিগণের নাম ক্রমশঃ উদ্বোধনে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা এই দুর্ভিক্ষ মোচনকার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা, ঠিকানায় তাঁহাদের সাহায্য পাঠাইবেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলারি নামক স্থানে তথাকার শ্রীমৎ বিবেকানন্দ সমাজ—রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

ফলভোগের উপায় স্বরূপ কামলামূলক যত কিছু কার্য্য সেই সকলই এই স্থলে সর্ব্বারম্ভ শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। সেই সর্ব্বারম্ভকে পরিত্যাগ করাই যাহার স্বভাব, সেই সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী এই প্রকার গুণ সম্পন্ন যে মদ্‌ভক্ত সেই আমার প্রিয়। ১৬।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

অন্বয়। যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (চ) যঃ (চ) শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ। ১৭।

মূলানুবাদ। যাহার হর্ষ বা দ্বেষ নাই, যাহার শোক বা অভিলাষ নাই, যে শুভ ও অশুভ এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়াছে, যে আমাতে ভক্তিযুক্ত, সেই আমার প্রিয়। ১৭।

ভাষ্য। কিঞ্চ যো ন হৃষ্যতি ইষ্টপ্রাপ্তৌ, ন দ্বেষ্টি অনিষ্টপ্রাপ্তৌ, ন শোচতি প্রিয়বিয়োগে, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে কর্ম্মণী পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী, ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (বলি শুন) যে ইষ্টলাভে হৃষ্ট হয় না এবং অনিষ্ট লাভে বিদ্বেষযুক্ত হয় না—যাহার কোন অপ্রাপ্ত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা নাই এবং প্রিয় বিয়োগে যাহার শোক নাই, মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দ্বিবিধ কর্ম্মকেই যে পরিত্যাগ করিয়াছে ও যে ভক্তিমান্, সেই আমার প্রিয়। ১৭।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯।

অন্বয়। শত্রৌ চ মিত্রে চ সমঃ, মানাপমানয়োঃ তথা (সমঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ (চ) নরঃ মে প্রিয়ঃ (ভবতি)। ১৮—১৯।

মূলানুবাদ। যে শত্রু ও মিত্রে সম, যে মান ও অপমানে সম, যে শীত ও উষ্ণে এবং সুখ ও দুঃখে সম, যে আসক্তিশূন্য, যাহার নিকটে স্তুতি ও নিন্দা তুল্য, যে সকলপ্রকারেই সন্তোষপরায়ণ, যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাস গৃহ নাই, যাহার বুদ্ধি স্থির এবং যে ভক্তিমান্, সেই মনুষ্য আমার প্রিয় হইয়া থাকে। ১৮—১৯।

ভাষ্য। সমইতি সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরি-

ভবসমঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু চ সমঃ সর্ব্বত্র চ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। কিঞ্চ তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ নিন্দা চ স্তুতিশ্চ নিন্দাস্তুতী তে তুল্যে যস্য স তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী মৌনবান্ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ শরীরস্থিতিমাত্রেণ তথা চোক্তং—

"যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
যত্র ক্বচন শায়ী স্যাৎ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ" ॥ ইতি

কিঞ্চ অনিকেতঃ নিকেতঃ আশ্রয়ো নিবাসো নিয়তো ন বিদ্যতে যস্য সঃ অনিকেতঃ "অনাগারঃ" ইত্যাদি স্মৃত্যন্তরাৎ। স্থিরমতিঃ স্থিরা পরমার্থবস্তুবিষয়া মতির্যস্য স স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ। ১৮—১৯।

ভাষ্যানুবাদ। সম ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। শত্রু এবং মিত্রে সম, মান এবং অপমানে অর্থাৎ সৎকার ও তিরস্কারে সম, শীত উষ্ণ সুখ এবং দুঃখে সম, এবং সর্ব্বত্র সঙ্গবিহীন। আরও নিন্দা ও স্তুতি এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া নিন্দাস্তুতি এই পদটী হইয়াছে। সেই নিন্দা ও স্তুতি যাহার কাছে সমান, "মৌনী" মৌনবান্ অর্থাৎ যাহার বাগিন্দ্রিয় সংযত, সেই মৌনী; যাহা কিছু শরীররক্ষার সাধন, তাহাতেই যাহার সন্তোষ আছে, সেই "সন্তুষ্ট"।

শাস্ত্রেও এই কথা বলা হইয়াছে যথা "যে, যে কোন প্রকার বস্ত্রে দেহের আবরণ করিয়া থাকে, যাহা কিছু ভালমন্দ খাদ্যদ্রব্যে যাহার আহারক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, যে কোন স্থানে যে শয়ন করিয়া থাকে (এমন যে বিবস্ত্র) তাহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন"।

আরও (কিরূপ?) "অনিকেত" যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, সেই অনিকেত। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে "অনাগার" (আবাসহীন) "স্থিরমতি" যাহার মতি স্থির অর্থাৎ সর্ব্বদা সেই পরমার্থ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে সেই স্থিরমতি; এইপ্রকার ভক্তিমান্ মানব আমার প্রিয়। ১৮—১৯।

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানামৎপরমাভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। যে তু শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমা ভক্তাঃ ইদং ধর্ম্ম্যামৃতং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে তে অতীব মে প্রিয়াঃ (ভবন্তি)। ২০।

মূলানুবাদ। মদেকপরায়ণ যে সকল শ্রদ্ধান্বিত ভক্তগণ এই ধর্ম্ম্যামৃতরূপ উপদেশকে যথোক্তভাবে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে পারে, তাহারা আমার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে। ২০।

ভাষ্য। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা অক্ষরোপাসকানাং নিবৃত্তসর্ব্বৈ-

যথানাং সংন্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধর্ম্মজাতং প্রক্রান্তং উপসংহ্রিয়তে।—যে তু সংন্যাসিনঃ ধর্ম্ম্যামৃতং ধর্ম্মাদনপেতং চ তদমৃতঞ্চ তদমৃতত্ব-হেতুত্বাৎ যথোক্ত "মদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানা" মিত্যাদিনা পর্য্যুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানাঃ সন্তঃ মৎপরমাঃ যথোক্তঃ অহং অক্ষরাত্মা পরমঃ নিরতিশয়া-গতির্যেষাং তে মৎপরমাঃ মদ্ভক্তাশ্চ পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিমাশ্রিতাঃ তে অতীব মে প্রিয়াঃ। প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমিতি যৎ সূচিতং তদ্ ব্যাখ্যায় ইহ উপসংহৃতং "ভক্তাস্তেতীব মে প্রিয়া" ইতি। যস্মাদ্ধর্ম্ম্যামৃত-মিদং যথোক্তমনুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্য অতীব মে প্রিয়ো ভবতি তস্মাদিদং ধর্ম্ম্যামৃতং মুমুক্ষুণা যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ম্ বিষ্ণোঃ প্রিয়ং পরং ধাম জিগমিষুণা ইতি বাক্যার্থঃ। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" (সকল প্রাণীরই অদ্বেষ্টা) ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অক্ষরোপাসক নিষ্কাম ও পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের যে সকল ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে। ধর্ম্ম হইতে যাহা অপগত নহে, তাহাকে ধর্ম্ম্য কহা যায় এবং অমৃত পদ লাভ করিবার যাহা কারণ, তাহাকেই এখানে অমৃত শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা ধর্ম্ম্য এবং অমৃত তাহাই ধর্ম্ম্যামৃত। এই "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা যে ধর্ম্ম্যামৃতের উপদেশ দেওয়া হইল, তাহা যে সকল সংন্যাসিগণ উপাসনা করেন অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন, কিরূপ হইয়া উপাসনা করেন?—"শ্রদ্দধান" অর্থাৎ শ্রদ্ধাবশীভূত এবং "মৎপরম" আমি অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মরূপ অক্ষরাত্মাই যাঁহাদের পরম-নিরতিশয় গতি, তাঁহারাই মৎপরম, এইপ্রকার এবং যাঁহারা পরমার্থ বস্তুর জ্ঞানরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন। সে সকল ভক্তই আমার অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকেন। "প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং" (আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা যাহা সূচিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে "ভক্তাস্তেতীব মে প্রিয়াঃ" এই শ্লোকে উপসংহৃত হইল। যে কারণে এই যথোক্ত ধর্ম্ম্যামৃতের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হইতে পারা যায়, সেই কারণে যাহারা সেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, এইরূপ মুমুক্ষুগণ যত্নপূর্ব্বক এই ধর্ম্ম্যামৃতের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ২০।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তিযোগ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয় ইদং শরীরং ক্ষেত্রং ইতি অভিধীয়তে এতদ্‌ যো বেত্তি তং তদ্বিদঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ। ১।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন, এই দৃশ্যমান শরীরকে ক্ষেত্র বলা যায়, এই ক্ষেত্রকে যে বুঝিয়া থাকে, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১।

ভাষ্য। সপ্তমে অধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা ভিন্না অপরা সংসারহেতুত্বাৎ। পরা চান্যা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণেশ্বরাত্মিকা চ। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়-হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণপ্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেণ তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে। অতীতানন্তরাধ্যায়ে—চ "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদিনা যাবদ্‌ অধ্যায়পরিসমাপ্তিঃ তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানিনাং সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্ত্তন্তে ইত্যেতদুক্তং। কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্তধর্ম্মাচরণাৎ ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তি ইত্যেবমর্থ-শ্চায়মধ্যায় আরভ্যতে।

প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা—সর্ব্বকার্য্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে সোঽয়ং সংঘাতঃ ইদং শরীরং তদেতৎ (শ্রীভগবানুবাচ) ইদং ইতি সর্ব্বনাম্না উক্তং বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয় ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়করণাৎ ক্ষেত্রবদ্‌ বা অস্মিন্ কর্ম্মফলানিবৃত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি। ইতি শব্দ এবংশব্দপদার্থকঃ ক্ষেত্রং ইতি এবং অভিধীয়তে কথ্যতে। এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যোবেত্তি—বিজানাতি আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি—স্বাভাবিকেন ঔপদেশিকেন বা

বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ তং বেদিতারং প্রাহুঃ কথয়ন্তি ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। ইতি শব্দ এবংশব্দপদার্থক এব পূর্ব্ববৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবমাহুঃ। কে? তদ্বিদঃ তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি তে তদ্বিদঃ। ১।

ভাষ্যানুবাদ। ত্রিগুণাত্মিকা—সংসারের উপাদান সুতরাং অপরা এই একটী, আর একটী—জীবরূপা ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে ঈশ্বরাত্মিকা, সুতরাং পরা; এই দুইটী প্রকৃতি বিষয়ে সপ্তমাধ্যায়ে একটু সূচনা করা হইয়াছে—এই প্রকৃতি-দ্বয়ের সাহায্যে ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়া থাকেন। এই অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয়ের তত্ত্ব নিরূপণ দ্বারা—সেই প্রকৃতিদ্বয় সম্পন্ন ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই ক্ষেত্র-অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে। দ্বাদশাধ্যায়ে "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" (সকল প্রাণীতে বিদ্বেষরহিত) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ঐ অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্ব-জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের নিষ্ঠা—অর্থাৎ তাঁহারা কি প্রকার ব্যবহার করেন, তাহা বলা হইয়াছে। কিরূপ তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া যথোক্ত ধর্ম্মসমূহের আচরণে তাঁহারা ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন, তাহাও বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—ঐপ্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য, করণ ও বিষয় রূপে পরিণত হইয়া থাকে—এবং জীবের ভোগ ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্য দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আকারেও সংহত হয়। সেই সংঘাতই এই শরীর, এই বিষয়টীই ভগবান্ বলিতেছেন যে ইদং ইত্যাদি।

"ইদং" এই সর্ব্বনাম পদের দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কি? তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে উহা "শরীর"। হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা যায়। কেন? কারণ, ইহার দ্বারা ক্ষত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়; এই জন্য ইহাকে ক্ষেত্র বলে। অথবা ইহার ক্ষয় হয়, এই জন্য ইহাকে ক্ষেত্র বলে। কিংবা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করিলে ফল লাভ হয়, সেইরূপ এই দেহে কৃত কর্ম্মেরও (শুভাশুভ) ফল ভোগ হয়, এই কারণেও এই দেহকে ক্ষেত্র বলা যায়। ইতি শব্দের অর্থ "এবং" অর্থাৎ এই প্রকার—এই শরীরকে ক্ষেত্র এই প্রকারে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে যিনি জানেন অর্থাৎ পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এই শরীরকে যিনি নিজ জ্ঞানের বিষয় করিয়া থাকেন—স্বাভাবিক অথবা উপ-দেশ জনিত অনুভবের বিষয় করিয়া থাকেন, দেহ হইতে পৃথগ্ভাবে সেই দেহবেত্তাকে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্ পণ্ডিতগণ, ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

থাকেন। এই খানেও যে ইতি শব্দটী আছে, পূর্ব্বের ন্যায় তাহারও অর্থ "এবং" অর্থাৎ এই প্রকার। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটী পদার্থকেই বিভক্ত-ভাবে যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই এস্থলে "তদ্বিদঃ" এই পদটী দ্বারা অভিহিত হইতেছেন। ১।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

অন্বয়। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রজ্ঞং অপি মাং চ (এব) বিদ্ধি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্যৎ জ্ঞানং তৎ (সম্যক্ জ্ঞানং ইতি) মে মতং। ২।

মূলানুবাদ। হে ভরতবংশোদ্ভব! সকল ক্ষেত্রেতেই ক্ষেত্রজ্ঞকে আমা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহাই সম্যগ্-জ্ঞান, ইহাই আমার অভিপ্রায়। ২।

ভাষ্য। এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাবুক্তৌ—কিমেতাবন্মাত্রজ্ঞানেন জ্ঞাতব্যৌ ইতি? নেত্যুচ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞং যথোক্তলক্ষণং চাপি মাং পরমেশ্বরং অসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি। সর্ব্বক্ষেত্রেষু যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেকক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তঃ তং নিরস্তসর্ব্বোপাধিভেদং সদসদাদিশব্দপ্রত্যয়াগোচরং বিদ্ধি ইতি অভিপ্রায়ঃ। হে ভারত। যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচরমন্যদবশিষ্টমস্তি তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্জ্ঞেয়ভূতয়োর্যৎ জ্ঞানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়েতে তৎ জ্ঞানং সম্যগ্ জ্ঞানং ইতি মতং অভিপ্রায়ঃ মম ঈশ্বরস্য বিষ্ণোঃ।

ভাষ্য। এই প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উক্ত হইল। কি এইরূপ জ্ঞান মাত্রেই এই দুইটী পদার্থকে জানিলেই হইল? তাহা নহে। ইহা বলা হইতেছে—যাহার স্বরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞও যে আমি অর্থাৎ অসংসারী পরমেশ্বর তাহা তুমি জান। যাহা ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক শরীরে নানা উপাধি দ্বারা বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান, তাহা বাস্তবিক সকল প্রকার উপাধির সহিত অসংসৃষ্ট সুতরাং উপাধিকৃত ভেদ বিরহিত এবং সৎ অথবা অসৎ এই প্রকার কোন শব্দ জনিত প্রতীতির অবিষয়, ইহাও তুমি জানিবে, ইহাই (ভগবানের) অভিপ্রায়। হে ভরতকুলোদ্ভব!—যে কারণে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ ঈশ্বর এই দুইয়ের যথার্থস্বরূপ ব্যতিরেকে অন্য কোন জ্ঞানের বিষয় বস্তু নাই, সেই কারণে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান অর্থাৎ যে

জ্ঞানে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। ইহাই আমার (অর্থাৎ) ঈশ্বর—বিষ্ণুর "মত" অভিপ্রায়।

ভাষ্য। নন্থ সর্ব্বক্ষেত্রেষু এক এবেশ্বরঃ নান্যঃ তদ্ব্যতিরিক্তো ভোক্তা বিদ্যতে চেৎ তত ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তং ঈশ্বরব্যতিরেকেণ বা অন্যস্য সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গস্তচ্চোভয়মনিষ্টং বন্ধমোক্ষহেতুশাস্ত্রানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাচ্চ। প্রত্যক্ষেণ তাবৎ সুখদুঃখতদ্ধেতু-লক্ষণঃ সংসার উপলভ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। "যদি সকল দেহেই এক ঈশ্বরই বিদ্যমান, তিনি ভিন্ন অন্য কোন ভোক্তা বিদ্যমান নাই (ইহাই সিদ্ধান্ত হয়) তাহা হইলে ঈশ্বরও সংসারী জীব হইয়া উঠিলেন অথবা ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন সংসারী ভোক্তা জীব না থাকা প্রযুক্ত সংসারেরই অভাব হইয়া উঠিল, এই দুইটী আপত্তির কোনটীই ইষ্ট হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষ এবং মোক্ষকারণপ্রতিপাদক শাস্ত্র এই সকলই অনর্থক হইয়া উঠে এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ এই সুখ ও দুঃখ এবং সুখ দুঃখের সাধন স্বরূপ যে সংসার তাহারও উপলব্ধি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা, আমাদের হইয়া থাকে।

ভাষ্য। জগদ্বৈচিত্র্যোপলব্ধেশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারঃ অনুমীয়তে। সর্ব্বমেতদনুপপন্নমাত্মৈকত্বে। ন, জ্ঞানাজ্ঞানয়োরন্যত্বেনোপপত্তেঃ। "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা"। তথা চ তয়োঃ বিদ্যাবিদ্যয়োঃ ফলভেদোঽপি নির্দ্দিষ্টঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চেতি। বিদ্যা-বিষয়ঃ শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চাবিদ্যাকার্য্যমিতি। তথা চ ব্যাসঃ "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ" ইত্যাদি "ইমৌ দ্বাবেব পন্থানৌ" ইত্যাদি চ। ইহ চ দ্বে নিষ্ঠে উক্তে। অবিদ্যা চ সহ কার্য্যেণ বিদ্যয়া হাতব্যা ইতি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যঃ অবগম্যতে। শ্রুতয়স্তাবৎ "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"। "তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি" "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। "বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। অবিদুষস্তু "অথ তস্য ভয়ং ভবতি"। "অবিদ্যায়া-মন্তরে বর্ত্তমানাঃ"। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স যথা পশুরেবং স দেবানাং"। "আত্মবিদ্ য ইদং সর্ব্বং ভবতি"। "যদা চর্ম্মবৎ" ইত্যাদ্যাঃ সহস্রশঃ। স্মৃতয়শ্চ "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি

জন্তবঃ"। "ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"। "সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র" ইত্যাদ্যাঃ।

ভাষ্যানুবাদ। জগতের বৈষম্য দেখিয়াও অনুমান করিতে পারা যায় যে, এই বিচিত্র সংসারের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। আত্মা এবং ঈশ্বর যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে এই সকলই অনুপপন্ন হয়। এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারেনা; কারণ যখন জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইটীর প্রভেদ আছে,তখন সকলই উপপন্ন হইতে পারে, (জ্ঞান ও অজ্ঞান স্বরূপতঃ ও ফলতঃ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকার, তাহাও শ্রুতি ও স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়) "এই দুইটী বস্তু যাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া জ্ঞাত আছে, ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য আছে," "ইহাদের গতি বিভিন্ন প্রকার"। এই প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বভাব বর্ণন করিয়া শাস্ত্র তাহার ফলদ্বয়ও পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহাও দেখাইয়াছেন; যথা "(বিদ্যার ফল) শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) (অবিদ্যার ফল) প্রেয়ঃ (সুখ)"। ব্যাসও বলিয়াছেন "এই দুইটী পরস্পর পৃথক্ পথ" "এই দুইটীই পথ" ইত্যাদি। এই গীতা শাস্ত্রেও দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। জ্ঞানের সাহায্যে কার্য্যের সহিত অজ্ঞানকে বিনাশ করা উচিত, ইহাও শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। শ্রুতিগুলিও এইপ্রকারের যেমন "এই জন্মে যদি বুঝা যায়, তাহা হইলেই পরমার্থ লাভ হয় আর যদি না বুঝা যায়, তাহা হইলে মহান্ বিনাশ"। "সেই আত্মাকে এইরূপে বুঝিলে মরণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়"। "আত্মতত্ত্বজ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভের অন্য কোন পথ নাই"। "বিদ্বান্ কোন কারণেই ভয় পায় না"। অজ্ঞ ব্যক্তির (বিষয়েও শ্রুতি বলিতেছে) যে "তাহার ভয় হয়" "তাহারা অবিদ্যার ক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে" "যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয় আর যে ভাবে যে আমি পৃথক্ এব্যক্তি আমা হইতে পৃথক্, সে বুঝেনা আমরা যেমন পশুকে ভাবিয়া থাকি দেবতারাও তাহাকে সেইরূপ ভাবিয়া থাকেন"। "যে আত্মবিদ্ সেই সর্ব্বস্বরূপ হয়" ইত্যাদি। এই বিষয়ে বহুতর স্মৃতিও আছে, যেমন "অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত, সেই কারণেই লোক নিচয় মোহপ্রাপ্ত হয়"। "যাহাদের মনঃ সাম্যে অবস্থিত, তাহারা এই দেহেই জন্ম হইতে পরিত্রাণ পায়"। "(বিদ্বান্‌গণ) সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন"। এই প্রকার আরও অনেক স্মৃতি আছে।

ভাষ্য। ন্যায়তশ্চ

কলম্বোয় যখন নামিলাম, তখন দেখিলাম, ইউরোপে যে সকল গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—মন্ত্রিসভার পতন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ লোক কোন সংবাদ রাখে না। তাহাদের মধ্যে একজনও সোসিয়ালিজ্‌ম (Socialism) এনার্কিজ্‌ম (Anarchism) * প্রভৃতি শব্দের এবং ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেই সেই পরিবর্ত্তনজ্ঞাপক শব্দগুলির অর্থ কি, তাহারা তাহা জানে না। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, একথা সিংহলের আবাল-বৃদ্ধবনিতা শুনিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহাদের সংবাদ সংগ্রহের বা সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহের অভাব নাই, তবে সেই সংবাদ তাহাদের উপযোগী হওয়া চাই, তাহাদের জীবনযাত্রায় যে সকল বিষয় অত্যাবশ্যক, তদনুযায়ী কিছু হওয়া চাই। রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখন ভারতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় নাই—ধর্ম্ম অবলম্বনেই কেবল ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে এবং উহার সহায়তায়ই ভবিষ্যতে উহা জীবনধারণ করিবে।

ত্যাগ না ভোগ?

জগতের সকল জাতি দুইটী বড় বড় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত। ভারত উহার মধ্যে একটীর মীমাংসায় এবং জগতের অন্যান্য সকল জাতি অপরটীর মীমাংসায় নিযুক্ত। এখন প্রশ্ন এই—এই দুই পথের মধ্যে কোন্‌টী জয়ী হইবে? কিসে জাতি-বিশেষ দীর্ঘজীবন লাভ করে, কিসেই বা অপর জাতি অতিশীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়? জীবনসংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না, ঘৃণার জয় হইবে? ভোগের জয় হইবে, না, ত্যাগের জয় হইবে? জড় জয়ী হইবে, না, চৈতন্য জয়ী হইবে? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকযুগের অনেক পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। কিম্বদন্তীও যে অতীতের ঘনান্ধকার দূর করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমাময় পূর্ব্বপুরুষগণ এই সমস্যাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহারা

* এনার্কিজ্‌ম—এই মতটী সোসিয়ালিজ্‌মেরই বিশিষ্ট বিকাশ। সকল বিষয়েই কোন বাহ্য শাসনাধীনে না থাকিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন এই সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র। যে কোন উপায়েই হউক, ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন এবং আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার লাভ ইঁহাদের লক্ষ্য।

জগতের নিকট তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া যদি কাহারও সাধ্য থাকে, উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই —ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতীকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা ত্যাগ করিলেই সেই জাতি দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব—কিছুদিনের জন্য পাপখেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান্ জাতি—অনেক দুরদৃষ্ট, বিপদ্ ও দুঃখের ভার সত্তেও (যাহা জগতের অপর কোন জাতির মস্তকে পড়ে নাই,) এখনও জীবিত রহিয়াছে, কারণ, এই জাতি ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?

প্রতিযোগিতা ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

ইউরোপ এই সমস্যার অপর দিক্ মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে—মনুষ্য কতদূর ভোগ করিতে পারে—কোন উপায়ে—ভালমন্দ যে কোন উপায়ে—মানুষ কত অধিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সহানুভূতিশূন্য প্রতিযোগিতাই ইউরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দ্বারা এই সমস্যার মীংমাসার চেষ্টা করিতেছি—এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দ্বারাই প্রতিযোগিতার নাশ হয়, উহাই উহার শক্তিকে খর্ব্ব করে, উহাই উহার নিষ্ঠুরতা হ্রাস করায়, উহা দ্বারাই এই রহস্যময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাত্মার গমনপথ সরল ও মসৃণ হইয়া থাকে।'

এই সময়ে এমন গোলযোগ হইতে লাগিল যে, কেহ আর স্বামীজির কথা শুনিতে পায় না। সুতরাং তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন :—

স্থায়ী উৎসাহের প্রয়োজন।

'বন্ধুগণ, আমি তোমাদের অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। মনে করিও না, আমি তোমাদের প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেছি। বরং তোমাদের উৎসাহ প্রকাশে আমি বড়ই সুখী হইতেছি। ইহাই চাই—প্রবল উৎসাহ। তবে ইহাকে স্থায়ী করিতে হইবে—সযত্নে ইহা রক্ষা করিতে হইবে। যেন এই উৎসাহাগ্নি কখন নিবিয়া না যায়। আমাদিগকে ভাবতে বড় বড় কায করিতে হইবে। তাহার জন্য আমি তোমাদের সাহায্য চাই। এইরূপ উৎসাহ আবশ্যক। আর সভার কার্য্য চলা অসম্ভব। তোমাদের

সদয় ব্যবহার ও সোৎসাহ অভ্যর্থনার জন্য আমি তোমাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা অন্য সময় ধীরে সুস্থিরে পরস্পর আমাদের চিন্তাবিনিময় করিব। বন্ধুগণ, এক্ষণে বিদায়।

সকলদিকে তোমরা যাহাতে শুনিতে পাও, এইরূপভাবে বক্তৃতা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অদ্য অপরাহ্নে আমাকে দেখিয়াই তোমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। বক্তৃতা সুবিধামত অন্য সময়ে ভবিষ্যতে হইবে। তোমাদের সোৎসাহ অভ্যর্থনার জন্য আবার তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।'

স্বামীজি মান্দ্রাজে আর পাঁচটী বক্তৃতা দেন—সকলগুলিরই একে একে বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল ঃ—

আমার সমরায়োজন।

সেদিন অতিরিক্ত ভিড়ের দরুন বক্তৃতা সমাপ্ত করিতে পারি নাই, সুতরাং আজ এই অবসরে আমি মান্দ্রাজবাসিগণের নিকট যথার্থ যে সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। অভিনন্দন পত্রসমূহে আমার প্রতি যে সকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কিরূপে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা জানি না, তবে আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে উহাদের যোগ্য করেন আর আমি যেন আমার সারা জীবন আমাদের ধর্ম্ম ও মাতৃ-ভূমির সেবা করিতে পারি আর প্রভু যেন আমাকে এই কার্য্যের যোগ্য করেন।

আমার 'বার্ত্তা' বহন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, আমার সকল দোষ সত্ত্বেও আমার কিঞ্চিৎ সাহস আছে। ভারত হইতে পাশ্চাত্য-দেশে আমার কিছু বার্ত্তা বহন করিবার ছিল—আমি নির্ভীকচিত্তে মার্কিন ও ইংরাজ জাতির নিকট সেই বার্ত্তা বহন করিয়াছি। অদ্যকার বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদের সকলের নিকট সাহস-পূর্ব্বক গোটাকতক কথা বলিতে চাই। কিছুদিন হইতে কতকগুলি ব্যাপার এমন দাঁড়াইতেছে, যাহাতে আমার কার্য্যের উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন কি সম্ভব হইলে আমাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়া আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ, এই সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে—আর এইরূপ চেষ্টা চিরদিনই বিফল হইয়া থাকে। কিন্তু গত তিন বর্ষ হইতে দেখিতেছি, কতকগুলি ব্যক্তির আমার ও আমার কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে। যত দিন আমি বিদেশে ছিলাম, ততদিন আমি চুপ করিয়াছিলাম, এমন কি, একটা কথাও বলি নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার মাতৃভূমিতে দাঁড়াইয়া আমার এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এ কথাগুলির কি ফল হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না; এ কথাগুলি বলার দরুণ তোমাদের হৃদয়ে কি ভাবের উদ্রেক হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি লোকের মতামত কমই গ্রাহ্য করিয়া থাকি। ৪ বৎসর পূর্ব্বে আমি দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে সন্ন্যাসিবেশে তোমাদের সহরে প্রবেশ করিয়াছিলাম—আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি—সারা দুনিয়া আমার সাম্নে এখনও পড়িয়া আছে।

আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই—আমি এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিব। প্রথমতঃ, থিওজফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) সম্বন্ধে আমার গুটি-কতক কথা বলিবার আছে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, থিওজফিক্যাল সোসাইটি দ্বারা ভারতে কিছু পরিমাণে ভাল কায হইয়াছে। ইহার জন্য প্রত্যেক হিন্দুই ইহাদের নিকট, বিশেষতঃ মিসেস বেসান্তের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। মিসেস বেসান্ত সম্বন্ধে যদিও আমার অল্পই জানা আছে, তথাপি আমি যতটুকু জানি, তাহাতেই আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে, তিনি আমাদের মাতৃভূমির একজন অকপট শুভাকাঙ্ক্ষী আর তিনি সাধ্যানুসারে প্রাণপণে আমাদের দেশের উন্নতিবিধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য প্রত্যেক যথার্থ ভারতসন্তান তাহার প্রতি অনন্ত কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ এবং তাঁহার ও তৎসম্পর্কীয় সকলের উপরই ঈশ্বরের শুভা-শীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। কিন্তু এ এক কথা আর থিওজফিষ্টদের সমিতিতে যোগ দেওয়া আর এক কথা। ভক্তিশ্রদ্ধা ভালবাসা এক কথা আর কোন ব্যক্তি যাহা কিছু বলিবে সমুদয় তর্কযুক্তি না করিয়া, বিচার না করিয়া, বিনা-বিশ্লেষণে গিলিয়া ফেলা আর এক কথা। আর এক কথা চারি দিক শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে—আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যে সামান্য কার্য্য করিয়াছি, থিওজফিষ্টগণ তাহাতে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমরা

থিওজফিক্যাল সোসাইটি।

এই জগতে—উদার ভাব এবং মতভেদ সত্তেও সহানুভূতি সম্বন্ধে অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাই। বেশ কথা, কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ দেখিতে পাই, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সব কথায় বিশ্বাস করে, ততক্ষণই সে ব্যক্তি তাহার সহিত সহানুভূতি করিয়া থাকে। যখনই সে তাহার সহিত কোন বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইতে সাহসী হয়, তখনই সেই সহানুভূতি চলিয়া যায়, ভালবাসা উড়িয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজ ও মিশনরি।

আর কতকগুলি ব্যক্তি আছে, তাহাদের নিজেদের এক একটা স্বার্থ আছে। যদি কোন দেশে এমন কিছু ব্যাপার হয়, যাহাতে তাহাদের স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, তবে তাহাদের ভিতর যতদূর সম্ভব, ঈর্ষ্যা ও ঘৃণার আবির্ভাব হয়; তাহারা তখন কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। হিন্দুরা নিজেদের ঘর নিজেরা সাফ করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে খ্রীষ্টান মিশনরিগণের কি ক্ষতি? হিন্দুরা প্রাণপণে নিজেদের সংস্কারসাধনের চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সংস্কার সভাসমূহের কি অনিষ্ট হইবে? হিন্দুদের সংস্কারচেষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী ইহারা কেন হইবেন? ইহারা কেন এই সকল আন্দোলনের প্রবলতম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন? কেন? আমি এই প্রশ্ন করিতেছি। আমার বোধ হয়, তাঁহাদের ঘৃণা ও ঈর্ষ্যার পরিমাণ এত অধিক যে, এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

শূদ্র ও সন্ন্যাস।

আর এক কথা। আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে,—তাঁহারা বলিতেছেন—আমি শূদ্র আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই—আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর—যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায ধর্ম্মরাজায চিত্রগুপ্তায বৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে এই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য কার্য্য ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গালা দেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ

ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল। আমাদের তিন বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কতকটা জানা উচিত ছিল—তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার। আমার এ কথাগুলি বলিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল এইটুকু দেখান যে, আমার পক্ষে যথেষ্ট বলিবার আছে। আমাকে শূদ্র বলিলে আমার কোন দুঃখ নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ দরিদ্রের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ স্বরূপ হইবে।

যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত, কারণ, আমি যাঁহার শিষ্য—তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক নীচ জাতির গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে ব্যক্তি অবশ্যই ইহাতে সম্মত হয় নাই—কি করিয়াই বা হইবে? ব্রাহ্মণ আবার সন্ন্যাসী—তিনি আসিয়া তাহার ঘর পরিষ্কার করিবেন—ইহাতে কি সে কখন সম্মত হইতে পারে? সুতরাং ইনি গভীর রাত্রে অজ্ঞাতভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পাইখানা পরিষ্কার করিতেন এবং তাঁহার বড় বড় চুল দিয়া সেই স্থান মুছিতেন দিনের পর দিন তিনি এইরূপ করিতেন, যাহাতে তিনি আপনাকে সকলের দাস—সকলের সেবক করিতে পারেন। সেই ব্যক্তির শ্রীচরণ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আছি। তিনিই আমার আদর্শ—আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ও চণ্ডাল।

হিন্দুরা এইরূপেই সর্ব্বসাধারণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহারা ইহাতে বৈদেশিক ভাবের কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন না। বিশ বৎসর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এমন চরিত্র গঠিত হইয়াছে যে, বন্ধুর কিছু লোকমান্য হইয়াছে বলিয়া, সে তাহার অর্থোপার্জ্জনের বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইবে মনে করিয়া বিদেশে তাহাকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। আর খাঁটি, পুরাণো, দিশী হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণে লোকের কি অবস্থা হয়, অপরটি তাহার উদাহরণ। আমাদের সংস্কারকগণের মধ্যে কেহ সেই জীবন দেখান, নীচজাতির পাইখানা সাফ ও চুল দিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হউন। তবেই আমি তাঁহার

খাঁটি হিন্দু ও সংস্কারক।

পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নহে। হাজার হাজার লম্বা কথার চেয়ে এতটুকু কাযের দাম ঢের বেশী।

মান্দ্রাজের সংস্কার সমিতি সমূহ।

এক্ষণে আমি মান্দ্রাজের সংস্কার সভাসমূহের কথা বলিব। তাঁহারা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রতি অনেক মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা দেশের এবং মান্দ্রাজের সংস্কারকগণের মধ্যে যে একটা প্রভেদ আছে, সেই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন আর আমি এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত। তোমাদের মধ্যে অনেকের নিশ্চিত স্মরণ আছে যে, তোমাদিগকে আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, মান্দ্রাজের এক্ষণে বড় সুন্দর অবস্থা। বাঙ্গালায় যেমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, এখানে তদ্রূপ হয় নাই। অনেক স্থলে এবং কতক পরিমাণে বাঙ্গালা দেশে পুনরুত্থান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু মান্দ্রাজে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে উন্নতি হইতেছে। সুতরাং এখানকার সংস্কারকগণ যে উভয় জাতির প্রভেদ দেখাইতেছেন, সেই বিষয়ে আমি তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার সহিত তাঁহাদের এক বিষয়ে প্রভেদ আছে—সেটি তাঁহারা বুঝেন না। আমার আশঙ্কা হয়, কতকগুলি সংস্কার সমিতি আমাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দেওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ চেষ্টা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া অনাহার-মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, যে ব্যক্তির এতদিন ধরিয়া কাল কি খাইবে, কোথায় শুইবে, তাহার কিছু ঠিক ছিল না, তাহাকে এত সহজে ভয় দেখান যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি একরূপ বিনা আচ্ছাদনে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রির ৩০ ডিগ্রি নীচের শীতে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিল, যাহার সেখানেও কাল কি খাইবে তাহার ঠিক ছিল না, তাহাকে ভাবতে এত সহজে ভয় দেখান যাইতে পারে না। আমি তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিতে চাই যে, তাঁহারা জানিয়া রাখুন, আমার নিজের একটু দৃঢ়তা আছে। আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতাও আছে আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্ত্তা বহন করিবার আছে—আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই বার্ত্তা বহন করিব।

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড়

সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই—আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা, আমার—সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে, ও দিকে নয়' বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। আমি কেবল সেই কাষ্ঠবিড়ালের মত হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় তাহার যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালুকা বহন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল। ইহাই আমার ভাব। এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শত শতাব্দী ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই অদ্ভুত জাতীয় জীবননদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে। কে জানে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে, এ ভাল কি মন্দ বা কিরূপে ইহার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত। সহস্র সহস্র ঘটনাচক্রে ইহাকে এক বিশিষ্টরূপ বেগবিশিষ্ট করিয়াছে—তাই সময়ে সময়ে উহা মৃদু ও সময়ে সময়ে দ্রুত গতিবিশিষ্ট হইতেছে। কে ইহার গতি নিয়মিত করিতে সাহসী হইতে পারে? গীতার উপদেশানুসারে আমাদিগকে কেবল কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে। উহার পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা উহাকে দিয়া যাও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে; কাহারও সাধ্য নাই যে, এইরূপে তোমার দেহগঠন কর বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে পারে।

আমার সংস্কারপ্রণালী—বিনাশ নহে, সংগঠন।

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে। অন্যান্য সমাজেও তদ্রূপ যথেষ্ট দোষ আছে। এখানে বিধবার অশ্রুপাতে কখন কখন ধরিত্রী আর্দ্র হইয়া থাকে, সেখানে পাশ্চাত্য দেশের বায়ু—অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘনিশ্বাস বায়ুতে বিষাক্ত হইয়া আছে। এখানে জীবন দারিদ্র্য-বিষে জর্জ্জরিত, তথায় বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মৃতপ্রায়; এখানে লোকে না খাইতে পাইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, তথায় আহার্য্যদ্রব্যের অতিরিক্ত প্রাচুর্য্যে তাহারা আত্মহত্যা করিয়া থাকে। দোষ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইহা পুরাতন বাতরোগের মত। পা হইতে বাত দূর করিলে, মাথায় বাত ধরিল;

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ উভয়েই দোষগুণ বিদ্যমান।

Pic 3268
Pic 378

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

BENGAL LIBRARY
6 SEP 1908
WRITERS' BUILDINGS

সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। পূর্ব্ব মীমাংসা (সংক্ষিপ্ত পরিচয়)	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ...	৪৪৯
২। সনাতন ইউনিভার্সিটী ...	শ্রীভারতবাসী ...	৪৫৭
৩। বাঙ্গালোরে স্বামী অভেদানন্দ ...	... ...	৪৫৩
৪। নোয়াখালি দুর্ভিক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশন ...	... ...	৪৬১
৫। রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার (বহুবাজার) ...	... ...	৪৬১
৬। ভারতে বিবেকানন্দ ...	... ...	৪৭০

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার হইতে।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

১৫ই ভাদ্র, ১৩১৩ সাল।

IMPERIAL
Pic 3268

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲
" জ্ঞানযোগ	১৲	" জ্ঞানযোগ (যন্ত্রস্থ)	
" কর্ম্মযোগ	৷৷৹	" ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৷৹
" ভক্তিযোগ	৷৷৹	" কর্ম্মযোগ	৷৷৹
" চিকাগো বক্তৃতা (২য় সংস্করণ)	৷৹	" চিকাগো বক্তৃতা	৷৹
" বক্তৃতা ও পত্র	৷৹	" স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (২য় খণ্ড)	৷৷৹
" কথোপকথন	৷৹		

ইংরাজী চিকাগো বক্তৃতা ব্যতীত উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত ১৲

২য় ভাগ) (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনুবাদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, আসাম ব্রাঞ্চ—ধুবরী।

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ৬ সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি. এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

পূর্ব্বমীমাংসা।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এইজন্য বেদেও বিধিবাক্যের দ্বারা আপাততঃ কোন কার্য্য প্রতিপাদিত হইলেও, পাছে লোকে অনাদর বুদ্ধিতে সেই কার্য্যটির অনুষ্ঠান না করে, এই জন্য অর্থবাদ বাক্যের দ্বারা ঐ কার্য্যের প্রশস্ততা বোধ করাইয়া,বেদই কার্য্যাধিকারীর হৃদয়ে সেই কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিটীকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে। এইরূপ কোন একটী কার্য্যের নিষেধ করিলেও, সহজতঃ লোকে আসক্তির বশে সেই নিষেধ না মানিয়াও ঐ কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া থাকে—তখন সেই ব্যক্তিকে বুঝান দরকার যে, ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মটী অত্যন্ত নিন্দিত, উহার অনুষ্ঠান করিলে তাহার ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইবে। এইপ্রকার ভাবে বুঝাইতে পারিলে অনেক সময়ে লোককে নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা যায়, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিয়মানুসারে বেদেও কোন কার্য্যের নিষেধ করিয়া পরে অর্থবাদ বাক্যের দ্বারা ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা প্রকাশ করা হয়। এই জাতীয় নিন্দার্থবাদের দ্বারা লোকের মনঃকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে ফিরানই বেদের উদ্দেশ্য। তবেই ফলে দাঁড়াইতেছে যে, বিহিত কর্ম্মের স্তুতি বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা—ইহাই হইল অর্থবাদের অর্থ।

এই স্তুতি বা নিন্দা কোন কোন স্থলে কেবল বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই হইয়া থাকে, আবার কোন কোন স্থানে সেই বিহিত ক্রিয়া বা নিষিদ্ধ ক্রিয়ার সাধনস্বরূপ দ্রব্য ও কাল প্রভৃতিরও হইয়া থাকে।

বেদের আর দুইটী ভাগ অর্থাৎ মন্ত্র ও নামধেয় কাহাকে বলে, তাহারও পরিচয় এই স্থানে সংক্ষেপে দিয়া রাখি।

৪। মন্ত্র। মন্ত্র কাহাকে বলে? কর্ম্মকালে বিহিত দ্রব্য বা দেবতাকে স্মরণ করাইবার জন্য বেদের যে অংশটীকে পাঠ করা হয়, তাহাকে মন্ত্র কহে। ঋগ্‌বেদসংহিতার মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সকলই মন্ত্র। ঐ সকল মন্ত্রই, কোন না কোন একটী কর্ম্মে বিহিত দ্রব্য বা দেবতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, সুতরাং মন্ত্র ভাগের দ্বারা বিহিত দ্রব্য বা দেবতারই স্বরূপ,

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই হইল মন্ত্র সম্বন্ধে জৈমিনি ও তাঁহার মতানুযায়ী মীমাংসক পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়।

৫। নামধেয়। নামধেয় কাহাকে বলে? যে নামের দ্বারা কোন একটী বিহিত ক্রিয়ার স্বরূপ প্রতিপাদিত হয়, তাহাকে নাম কহে। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" "অগ্নিহোত্র হোম করিবে" এইখানে অগ্নিহোত্র এই শব্দটীকে নামধেয় বলা যাইতে পারে। নানাবিধ বিহিত দ্রব্য দেবতা কাল ও যজমানাদি বিশিষ্ট অনেকগুলি ক্রিয়ায় প্রত্যেকের প্রতিবার উল্লেখ করিতে গেলে অনেক সময় যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, তাহার পরিহার করিবার জন্য ঐ সকল—নানাবিধদ্রব্যাদি-বিশিষ্ট-পূর্ব্বাপরীভূত-নানা ক্রিয়াগুলিকে একটী পারিভাষিক নামের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। সেই পারিভাষিক নাম গুলিকেই মীমাংসকগণ নামধেয় এই নামের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে অর্থবাদের বিষয় সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্থবাদের বিষয় এত বিস্তৃত ও জটিল যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। এইজন্য অর্থবাদের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আমি এইক্ষণে তৃতীয়পাদে কি কি আলোচিত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি। এই তৃতীয়পাদের আলোচ্য বিষয়টী প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে আলোচনীয়, কারণ, ঐ বিষয়টীর সহিত বর্ত্তমান সময়ের স্মার্ত্তপ্রধান হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি গুরুতর।

এই তৃতীয় পাদের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয় "স্মৃতিপ্রামাণ্য" অর্থাৎ আমরা যত ধর্ম্মকার্য্য করি, সকলই ত আর বেদে লিখিত হয় নাই, বেদে যাগ হোম ও দান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ধর্ম্মকার্য্য বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না—এই যে শ্রাদ্ধ, দেবমূর্ত্তির উপাসনা, তীর্থযাত্রা ও ব্রত প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি—এগুলি ত বেদে পাওয়া যায় না, অথচ সমগ্র হিন্দু সমাজ নিঃসঙ্কোচে এই সকল ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে—ইহা কি? জৈমিনি এবং মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, অপৌরুষেয় বেদবাক্যই ধর্ম্মে প্রমাণ—আমরা কোন মনুষ্যপ্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানিনা। অপৌরুষেয় বেদই আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্যে একমাত্র প্রমাণ। যাহা বেদবিরুদ্ধ আমরা তাহা মানিনা; বেদে যে ধর্ম্ম অনুমোদিত হয় নাই, আমরা সেই প্রকার কার্য্যকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া স্বীকার করি না। এই প্রকার বিশ্বাসই যদি হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তি হইল, তাহা হইলে মনু

বশিষ্ঠ গৌতম আপস্তম্ব যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা পুরুষগণের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শ্রাদ্ধ পূজা ব্রত ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান কেন করিয়া থাকি?—এই প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া, স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপন করিবার জন্যই, মহর্ষি জৈমিনি প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অবতারণা করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতে সকল প্রদেশেই স্মার্ত্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রধানভাবে হইয়া থাকে। বেদোক্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস বাজপেয় অতিরাত্র কারীরী প্রভৃতি যাগগুলির অনুষ্ঠান একপ্রকার ভারত হইতে লুপ্ত হইতে চলিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় মহর্ষি জৈমিনি ও তৎপরবর্ত্তী মীমাংসক পণ্ডিতগণ স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা জানিতে কোন্ আস্তিক হিন্দু উৎসুক না হইয়া থাকিতে পারেন?

স্মৃতি প্রামাণ্য বিচার করিতে যাইয়া জৈমিনি যে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ——

ধর্ম্ম বেদমূলক। যাহা বেদে নাই, এরূপ কার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা যাহা কিছু ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যক নাই।

এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণ করিতে যাইয়া জৈমিনি বলিয়াছেন যে, "অপি বা কর্ত্তৃসামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং স্যাৎ" ইহার অর্থ এই যে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারেনা, কারণ শ্রুতিবিহিত ধর্ম্মের যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই ত স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সুতরাং অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, স্মৃতিতে যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ঐ সকল ধর্ম্মকার্য্য যদিচ এখন বেদে উপলব্ধ না হয়, তাহা হইলেও কোন সময়ে উহা বেদে উক্ত হইয়াছিল, কালবশে ঐ বেদভাগ লুপ্ত হইয়াছে, তাহা যদি না হইবে তাহা হইলে বেদপ্রামাণ্যে যাহাদের বিশ্বাস আছে, সেই সকল মনু প্রভৃতি ঋষি-গণ ঐ সকল ধর্ম্মকার্য্য করিতে উপদেশ কেন দিয়াছেন?

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের বিধান আছে, বেদে ঐ সকল কর্ম্মের বিধান না থাকিলে উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং ঐ কর্ম্মগুলিকে একপ্রকার বেদবিহিত কর্ম্ম বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে।

স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে আর একটী সন্দেহ উপস্থিত হয় এই যে,

বেদে যে প্রকার বিধান আছে ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিতে যদি তাহার বিরুদ্ধ কোন বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে কি করিতে হইবে?—এরূপ বিরোধও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে একটী দেখান যাইতেছে—

জ্যোতিষ্টোম নামক যাগের প্রকরণে একটি বৈদিকবাক্য আছে যে, "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েৎ" অর্থাৎ (জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকালে সদঃ এই নামে প্রসিদ্ধ একটী মণ্ডপের মধ্যে একটা ডুমুর গাছের শাখা রোপণ করিতে হয়) সেই উদুম্বর শাখাকে হস্তে স্পর্শ করিয়া উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্ সাম গান করিবে। ইহাই হইল বেদের বিধান, কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্রে বিধান করিতেছে যে, "ঐ শাখার সর্ব্বাংশ বস্ত্রের দ্বারা মুড়িয়া ফেলিবে" ("ঔদুম্বরী সর্ব্বা বেষ্টয়িতব্যা") এই স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইতেছে। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিতে হইলে ঐ শাখার সকল অংশই বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয় কিন্তু তাহা হইলে ঐ শাখাকে স্পর্শ করিয়া সামগান করা সম্ভব হয় না। বেদে কিন্তু স্পর্শ করিয়া সামগান করিবার বিধান রহিয়াছে। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? এইপ্রকার সংশয় নিরাকরণ করিবার জন্য জৈমিনি এইরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যথা—

"বিরোধেত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানং"।

অর্থাৎ শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতির অপেক্ষা করিবেনা। যেখানে বিরোধ নাই, সেইখানে স্মৃতি দেখিয়া তাহার মূলস্বরূপ শ্রুতির অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মানিয়া লইতে হইবে যে, এইস্থলে বিরোধ হইয়াছে বলিয়া স্মৃতির অপেক্ষা করিতে হইবেনা, অর্থাৎ সেই উদুম্বর শাখাকে বস্ত্রদ্বারা একবারে সর্ব্বাংশে বেষ্টন করিবেনা কিন্তু খানিক অংশ খুলিয়া রাখিবে এবং সেই খোলা অংশ স্পর্শ করিয়া উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্ সাম গান করিবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ স্মৃতি হইল কেন? ইহার উত্তরে জৈমিনি বলিয়াছেন।

"হেতুদর্শনাচ্চ"

"অর্থাৎ হেতুও দেখিতে পাওয়া যায়"।

কি সে হেতু? তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ভাষ্যকার শবর স্বামী স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি অর্থাৎ কোন ঋত্বিক্ লোভ বশতঃ এক

খানি সম্পূর্ণ বস্ত্রের দ্বারা উদুম্বর শাখার বেষ্টন করিয়াছিল। কারণ, যে বস্ত্রের দ্বারা ঐ শাখা বেষ্টন করা যায়, তাহা ঋত্বিকেরই প্রাপ্য। সেই অবধি অন্ধ-পরম্পরা ন্যায়ে এইরূপ স্মৃতি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রকার লোভ প্রভৃতি কারণে যে স্মৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত শবর স্বামী স্বীয় ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রয়োজনীয় বোধে আমি তাহার মধ্যে আরও কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতিতে আছে "অগ্নীষোমীয়ে সংস্থিতে যজমানস্য গৃহে অশিতব্যং"।

অর্থাৎ "অগ্নীষোমীয় হোম হইয়া গেলে পরে যজমানের গৃহে ভোজন করিবে"। তাৎপর্য্য এই যে, যাগ সমাপ্ত না হইলে যজমানের গৃহে ঋত্বিকের ভোজন করা উচিত নহে।

স্মৃতিতে আছে "ক্রীতরাজকো ভোজ্যান্নঃ"

অর্থাৎ সোমলতার ক্রয় হইবার পরই যজমানের গৃহে ভোজন করা যাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞ কালেও যজমানের গৃহে আহার করা যাইতে পারে, তবে ঐ আহার সোমলতা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে হওয়া উচিত নহে।

এই খানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইতেছে, এই শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি হইল কেন? শবর স্বামী বলেন যে, ক্ষুধার্ত্ত ও লুব্ধপ্রকৃতি কোন পুরোহিত বেদের বিধান না মানিয়া যজমানের গৃহে সোমক্রয়ের পরই ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই লোভমূলক ভক্ষণই এই প্রকার স্মৃতির কারণ।

শ্রুতিতে আছে —

"জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশঃ অগ্নীন্ আদধীত"

অর্থাৎ "পুত্র হইলে কেশ কৃষ্ণ থাকিতে থাকিতেই যজমান অগ্নির আধান করিবে"।

স্মৃতিতে আছে— 'অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি বেদব্রহ্মচর্য্যং"।

অর্থাৎ "আটচল্লিশ বর্ষকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাভ্যাস করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে"।

এইস্থলেও শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইতেছে। কারণ আট বৎসর বয়সে উপনয়ন হইবার পর আটচল্লিশ বৎসর পাঠের জন্য গুরুগৃহে বাস করিয়া

যখন গৃহস্থ হইবার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, তখন মোট বয়স হইবে ছাপ্পান্ন বৎসর, তাহার পর বিবাহ করিবে, পরে পুত্র হইলে অগ্নির আধান করিতে হইলে তখন আর কোন রূপেই কেশ কৃষ্ণ থাকিতে পারে না অথচ শ্রুতিতে বিধান আছে যে, কেশ কৃষ্ণ থাকিতে থাকিতেই অগ্নির আধান করিবে। এইপ্রকার স্মৃতি হইল কেন? ইহার উত্তরে শবরস্বামী বলিয়াছেন যে, কোন প্রচ্ছন্ন নপুংসক তাহার নপুংসকত্ব যাহাতে লোকে প্রকাশ না পায়, তাহার জন্য বহুকাল গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ করিয়া বাস করে। তাহার প্রকৃত ভাব লোকে বুঝিতে পারে না বরঞ্চ তাহার এই প্রকার কার্য্যকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। এইরূপ ভ্রান্তিমূলক সাধারণ লোকের বিশ্বাসই এইপ্রকার বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিসমূহের উৎপত্তির কারণ।

এই প্রকারে কোন্ প্রকার স্মৃতির প্রামাণ্য মানিতে হইবে এবং কোন্ প্রকার স্মৃতির প্রামাণ্য মানিতে হইবেনা, তাহার ব্যবস্থা করিয়া জৈমিনি এই পাদে আর একটী বড়ই প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন—সেই বিষয়টী এই যে, আমরা আমাদের মধ্যে অনেক এ প্রকার কার্য্যের প্রচলন দেখিতে পাই, যে ঐ সকল কার্য্য করিলে ধর্ম্ম হয় ইহা আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু কোন বেদ বা স্মৃতি গ্রন্থে ঐ সকল কার্য্যের কোন প্রকার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই না। এইক্ষণে সংশয় হইতে পারে যে, ঐ সকল কার্য্য আমাদের অনুষ্ঠেয় কিনা। ইহার উত্তরে জৈমিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সকল কার্য্য যদি বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহাদের অনুষ্ঠান যে ভাবে সমাজে বা দেশে চলিয়া আসিতেছে, সেই ভাবেই উহাদের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। কারণ যে সকল শিষ্ট ব্যক্তি ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিশ্বাস সহকারে বৈদিক যাগাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যখন সেই প্রকার অবিচলিত ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিশ্বাস সহকারে ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তখন ঐ কার্য্যগুলি কোন না কোন সময়ে বেদেই বিহিত ছিল, কালবশে বেদের সেই অংশের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার লোপ পাইয়াছে কিন্তু বিহিত কর্ম্মগুলি এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, এইরূপ অবস্থায় ঐ কার্য্যগুলিকে পরিত্যাগ করা কিছুতেই উচিত হইতে পারেনা।

ইহার পর কল্পসূত্র অর্থাৎ আশ্বলায়ন বৌধায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতি মুনিগণ প্রণীত শ্রৌতসূত্রগুলির প্রামাণ্য কিপ্রকার, তাহার বিচার করা হইয়াছে। জৈমিনির মতে ঐ কল্পসূত্রগুলি স্বতঃপ্রমাণ নহে অর্থাৎ বেদের যেরূপ

স্বতঃপ্রামাণ্য, এইগুলি সে প্রকার স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ এই গুলি মনুষ্য প্রণীত। আশ্বলায়ন বৌধায়ন আপস্তম্ব প্রভৃতি মুনিগণ মনুষ্য ছিলেন, তাঁহাদের প্রণীত বলিয়া এই সূত্রগুলি স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে না। কোন পুরুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে বলিয়াই ত বেদ স্বতঃপ্রমাণ। সুতরাং মনুষ্যনির্ম্মিত কোন শাস্ত্রের সহিত প্রামাণ্য বিষয়ে বেদের তুলনাই হইতে পারেনা। তবে কল্পসূত্রগুলির প্রতি লোকের ঠিক বেদের ন্যায় বিশ্বাস কেন? ইহার উত্তরে শবর স্বামী বলিয়াছেন যে, যে কারণে কল্পসূত্রগুলিতে বেদবিহিত যাগ হোমাদিরই কাল দেশ ও ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি নানা অঙ্গেরই বিচার করিয়া ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই এবং বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা-গণ কর্ম্মের সুবিধার জন্য অতি আদরের সহিত ঐ সকল কল্পসূত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, এই সকল কারণেই অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা কল্পসূত্রগুলির প্রামাণ্য অধিক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিদ্বৎসমাজে বেদের ন্যায়ই ইহাদের আদর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাদেরও ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বেদমূলক প্রামাণ্যই মানিতে হইবে, বেদের ন্যায় ইহাদের স্বতঃপ্রামাণ্য কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই কল্পসূত্রগুলি যদি বেদের ন্যায় অনাদি ও স্বতঃপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে বেদ পাঠ করিবার সময় যে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রিবিধ স্বরের ব্যবস্থা পূর্ব্বক বেদের প্রত্যেক পদটীর উচ্চারণ করিতে হয়, সেইরূপ কল্পসূত্র পাঠের সময়ও স্বরের সেই প্রকার নিয়ম সহকারে পাঠ করা অবশ্যই প্রচলিত থাকিত। কিন্তু ঐ প্রকার নিয়ম প্রচলিত না থাকায় ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কল্প-সূত্রগুলি বেদের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারেনা, প্রচলিত আচার বা ধর্ম্মশাস্ত্র গুলির ন্যায় কল্পসূত্রগুলিরও প্রামাণ্য বেদমূলক।

কল্পসূত্রগুলির এই প্রকারে বেদমূলক প্রামাণ্যের ব্যবস্থা করিয়া জৈমিনি এই পাদে আর একটী বড়ই প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যথা—

বেদের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের সামুদায়িক অর্থ নিরুক্ত প্রভৃতি বেদব্যাখ্যান গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়না, ভাষ্যকার শবর স্বামী ঐরূপ কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন যথা পিক,নেম, সত ও তামরস। এই সকল শব্দের অর্থ শিষ্ট সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ না থাকিলেও

ম্লেচ্ছগণের মধ্যে ঐ কয়টী শব্দের অর্থ যথাক্রমে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যথা পিক শব্দের কোকিল, নেম শব্দের অর্থ অর্দ্ধ, তামরস শব্দের অর্থ পদ্ম এবং সত শব্দের অর্থ কাষ্ঠময় পাত্র। এইস্থলে সংশয় এই যে, এই সকল শব্দের যাহা ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ অর্থ, তাহাই গ্রহণ করা যাইবে অথবা ব্যাকরণানুসারে ইহাদের ধাতু বাহির করিয়া সেই ধাতু দ্বারা লভ্য যে যৌগিক অর্থ তাহাই গ্রহণ করা যাইবে? ইহার উত্তরে মীমাংসকাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, যখন ম্লেচ্ছগণের মধ্যে আবহমান কাল হইতে এই সকল শব্দের সামুদায়িক অর্থাৎ রূঢ় অর্থ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তখন সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত। ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর করিয়া যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিতে যাইলে নানা গোল, কারণ তাহাতে প্রতিপুরুষের ব্যুৎপত্তি ও কল্পনা ভেদে নানা প্রকার যৌগিক অর্থ কল্পিত হইতে পারে এবং সেই সকল নানা অর্থের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণ করা যাইবে, কোন্‌টী গ্রহণ করা না যাইবে, এই প্রকার সংশয়েরও নিবাকরণ কঠিন হইয়া উঠে। এই সকল কারণে ম্লেচ্ছগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থগুলিরই গ্রহণ করা উচিত, কারণ, তাহাতে কোন প্রকার সংশয় হইবার সম্ভব নাই। তবে যে শব্দটীর সামুদায়িক অর্থ আর্য্যগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে এবং ম্লেচ্ছগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ হইতে আর্য্যগণের প্রসিদ্ধ অর্থ ভিন্ন, সেই স্থলে আর্য্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ যে সামুদায়িক অর্থ অর্থাৎ নিরূঢ় অর্থ, তাহাই গৃহীত হইবে। এরূপ স্থলে ম্লেচ্ছগণের মধ্যে যে অর্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা সামুদায়িক অর্থাৎ নিরূঢ় হইলেও গ্রহণ করা যাইবে না।

ক্রমশঃ

সনাতন ইউনিভার্সিটী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এদেশের ভাব শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের মধ্যে ভাল ভাল লোক নির্ব্বাচিত হউক আর পাশ্চাত্য ভাব শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের দেশে যত দিন লোক না পাওয়া যায়, বিদেশ হইতে লোক আনয়ন করা হউক। ইউনিভার্সিটীতে দুইটি অঙ্গ থাকিবে—সাধারণ বিদ্যার বিভাগ ও ধর্ম্মবিদ্যার বিভাগ। সাধারণ বিদ্যার বিভাগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক ও অর্থকরী বিদ্যা আলোচিত হইবে। আর ধর্ম্মবিদ্যার বিভাগে সনাতন ধর্ম্মের মূল মন্ত্রাদি শিক্ষা, ঋষি মুনি প্রণীত বেদ বেদান্তাদি ও সাহিত্য দর্শন জ্যোতিষ সঙ্গীতাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। ভারতের যাবতীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্য হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হউক। ইহার উদ্দেশ্য দুইটী হইবে,—১ম ঋষি মুনিদের উপদেশ যাহাতে সাধারণে বুঝিতে পারে। ২য়;—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, যাহা দ্বারা আমরা জ্ঞান ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই সব কার্য্য করে কে? উত্তর,—চরিত্রবান্ সৎ গৃহস্থ, তাঁহাদেরই উপর এই ভার ন্যস্ত। ভারতের এই বিপন্ন সময়ে যদি সদ্‌গৃহস্থেরা এই কার্য্য না করেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থ নাম দেওয়া যাইতে পারে না। যথার্থ সাধু সন্ন্যাসী যাঁহারা, অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদেরও স্থান এই ইউনিভার্সিটীতে থাকা আবশ্যক। ধর্ম্ম বিষয়ে যেখানে গৃহস্থেরা ভ্রম করিবেন, সেইখানে এই মহাত্মারা উঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবেন। ভাল করিয়া কার্য্য কিরূপে করিতে হয়, তাহা শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ৩অঃ ৩০শ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। "সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া 'আমি অন্তর্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি' এই মনে করিয়া নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া শোক ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর"। সদ্‌গৃহস্থমাত্রেই উক্ত মূল মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যথাসাধ্য আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হউন। নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয় হইবে।

যুবকদিগের শিক্ষা এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অর্থোপার্জ্জন ও ধর্ম্মোপার্জ্জ-

নের উপর ভারতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। যুবকদিগের শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগারদির, চরিত্রগঠন মন্দিরের স্থাপন ও ভবিষ্যতে তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের জন্য কল কারখানা ও বাণিজ্যাদির বন্দোবস্ত দেশীয় ধনী লোকদিগের দ্বারা করা চাই। ধার্ম্মিক পণ্ডিত মণ্ডলীর ও সাধু মহাত্মাদের উপর ধর্ম্মশিক্ষার ভার ন্যস্ত। এই কার্য্যগুলি আমাদেরই করিতে হইবে। অপরে আমাদের হইয়া করিয়া দিবে, ইহা আশা করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। অপরে আমাদিগের জন্য যাহা করিয়া দিতেছে, তাহার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। কাজ না করিয়া করিয়া আমাদিগের কেমন এক রকম ভাব হইয়া গিয়াছে যে, বৃহৎ কার্য্য আমাদিগের দ্বারা আর হইবে না, এই ধারণা আমাদের ব্যাধিবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া আসুন কাজে লাগি, দেখিবেন আমরা অন্য জাতি অপেক্ষা কার্য্য অনেক ভাল করিয়া সমাধা করিব। একমাত্র সাহসই আবশ্যক। নিজের প্রাণ, নিজের দেশের জন্য যদি দিতে সাহসী না হইব, তবে মনুষ্য নামের যোগ্য হইব না। আমরা ভাবি যে, হিন্দুর মধ্যে জাতি-ভেদ প্রথা ইত্যাদি সত্তে কি প্রকারে আমরা এক হইব? এই ভাবনাই আমাদের বিষম শত্রু হইয়াছে। কাজ করুন, কাজে অগ্রসর হউন, দেখিবেন এই সব ভয় অমূলক।

হিন্দু ধর্ম্ম এত উদার ও এত ভিন্ন ভিন্ন ভাব সমূহকে স্থান দিতেছে যে, চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই ধর্ম্ম একঘেয়ে নহে: আপনি সাকার পূজা করুন, আপনি হিন্দু; আপনি নিরাকার পূজা করুন, আপনি হিন্দু, আপনি দেব দেবী পূজা করুন, আপনি হিন্দু; আপনি দেব দেবী পূজা না করুন, আপনি হিন্দু। নিম্ন অবস্থায় সাধকের পক্ষে জাতিভেদ ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে, উচ্চ অঙ্গ সাধকের পক্ষে ইহার কিছুই নাই; তবে সকল হিন্দুকেই বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই বেদভিত্তিতেই সকল হিন্দুর ঐক্য সাধন করা যাইতে পারে।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অনেক আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে, অতএব হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই ভাল, যাঁহাদের এই মত, তাঁহাদিগকে বলি, কোন জিনিষ অনেক দিন রাখিয়া দিলে তাহাতে আবর্জ্জনা আসিয়া জোটেই, উহা পরিষ্কার করিয়া লইলেই হইল। তীর্থাদি স্থান ও দেব

দেবীর নাম শুনিলেই যাঁহারা অতি খারাপ বলিয়া চমকিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই বলি যে, তাঁহারা নীতি নীতি বলিয়া নীতির ও বিশুদ্ধতার ধ্বজা উঠাইতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই অভিমত পথে কি ঠিক ঠিক চলিতেছেন? যদি না চলিতে পারেন, তবে তাঁহাদের উদারচিত্ত হইয়া বুঝিয়া দেখা উচিত যে, তাঁহাদের মনের তেজ কয়েক বৎসর মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া আসিল আর হিন্দু ধর্ম্মের নামে বহু শতাব্দী পরেও আজও বিশুদ্ধ ধর্ম্মতেজ মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।

অন্য দিকে গোঁড়া হিন্দুরা বিলাতফেরতদের নাম শুনিলেই তাঁহাদিগকে নাস্তিক অধার্ম্মিক ইত্যাদি নাম দিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হন না; তাঁহাদিগেরও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেক বাস্তবিক সচ্চরিত্র দেশহিতৈষী মনীষী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ভারতের সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য। অতএব পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন ও আলিঙ্গন করিয়া যাহাতে ভারতের কল্যাণ বৃদ্ধি হয়, তাহারই জন্য সচেষ্ট হইয়া যুবকবৃন্দের শিক্ষার্থ যত্নবান্ হউন। অন্য জাতি আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবে, এই আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমরা পরস্পরের সহিত এক হইয়া এই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিলে অন্য জাতি হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইতে পারিব।

আমাদের প্রস্তাবিত ইউনিভার্সিটীতে তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে, প্রথম যেখানে পরা বিদ্যা ধর্ম্ম ভাব শিক্ষা দেওয়া হইবে, দ্বিতীয় যেখানে অপরা বিদ্যা, জ্ঞান চর্চ্চা যথা পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে, তৃতীয়।—যেখানে কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই তিনটি বিভাগ সনাতন ইউনিভার্সিটীর অন্তর্গত থাকিবে। তবে এখানে একটী বিষয় উল্লেখ করা চাই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম মুখ্য বলিয়া সকলকেই অগ্রে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং তজ্জনিত নিয়মাবলীকে সকলকে বাধ্য হইয়া পালন করিতে হইবে। ভারতে বিভিন্ন জাতীয় একত্ব কি রূপ এই ইউনিভার্সিটীতে সম্পাদিত হইবে, তাহার বিষয় এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। সাধারণ বিদ্যার বিভাগে সর্ব্বজাতীয় ও সকল ধর্ম্মের যুবকবৃন্দ পাঠাদি করিতে পারিবে এবং

সেখানে সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব এবং সর্ব্ব ধর্ম্মই সেই এক পরমতত্ত্বের দিকে যাইতেছে, এই গুলি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। আর ধর্ম্মাদি চর্চ্চা যেখানে করা হইবে, সেখানে শ্রুতি স্মৃতি নিবদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের মূল সূত্র গুলি ও হিন্দু ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

যথার্থ একত্ব পূর্ণরূপে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেই সম্ভবে। এখন যিনি যে মাত্রায় একত্ব গ্রহণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে সুখী ও তাঁহার ইহ সংসারে স্থায়িত্বও সেই পরিমাণে কম বেশী হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ জাতি এই ভাবটা কত বেশী গ্রহণ করিয়াছে। যদি সুখিত্ব ও স্থায়িত্ব দিয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দু জাতিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়, কারণ, হিন্দুজাতির দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহই নাই আর যদি সুখ অর্থে মানসিক সুখ হয়, তাহা হইলে হিন্দু জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী বলিতে হইবে। বাহিরের টাকা কড়ী বেশী হইলেই যে সে ধনী ও সুখী হইবে, ইহা এক্ষণে ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থির হইয়াছে। যাহার পবিত্রতা রূপ সম্পত্তি আছে, সেই যথার্থ সম্পত্তিবান্। আর যাঁহাদের বাহিরে ঢের টাকা কড়ি আছে অথচ ভিতরে আকাঙ্ক্ষা ও নানা প্রকার ভোগ বাসনা প্রবল বেগে বহিতেছে, তাঁহারা অতি দরিদ্র। তাঁহাদের অবস্থা দয়ার যোগ্য। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞান শিক্ষাকে নিম্নস্থান দিয়া পরাবিদ্যা চর্চ্চাই যেন আমাদের ইউনিভার্সিটীর চরম উদ্দেশ্য হয়।

এই বাহ্য জগৎ অন্তর্জগতের অধীন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে যাঁহারা অন্তর্জগতে বিচরণ করিতেছেন, বাহ্য দৃষ্টিতে বহির্জগৎ যেন তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, এই প্রকার মনে হয়। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা লোকের মঙ্গলার্থ এই প্রকার অধীনতা স্বীকার করিয়া লয়েন। আবার এমন সময়ও হয়, যখন তাঁহারা বহির্জগতে আসিয়া প্রবল তেজ দেখান, তখন সকলে স্তম্ভিত হইয়া যায়, এবং যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিত, তাহারাই আবার তাঁহার পূজা করে। ভারত সম্বন্ধে অনেকটা এই প্রকার দাঁড়াইয়াছে। ভারতবাসী প্রধানতঃ অন্তর্মুখী। এই জন্য পাশ্চাত্য জাতি বহির্জগতে ভারতবাসীর উপর প্রভুত্ব করিতেছে। ইহা কেবল অন্য জাতির কল্যাণার্থ। ভারতবাসী এই যে দারুণ যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করিতেছে, তাহা জগতের কল্যাণার্থ। এক্ষণে বহির্জগতে আসিয়া ভারতকে একবার প্রবল তেজ দেখাইতে হইবে, এই প্রকার সময়

আসিয়াছে। তাহা হইলে সকল জাতিই ভারতকে পূজা করিবে আর কার্য্যের সূচনাও তাহাই হইয়াছে।

সনাতন ইউনিভার্সিটীর কার্য্যকরী বিদ্যার বিভাগে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা যেন প্রথম হইতেই বিশেষ ভাবে প্রদত্ত হয়। ছেলেদের ব্যায়াম শিক্ষা ও আমাদের দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন কসরত্ শিক্ষা যেন উহার একটী অঙ্গ হয়। মধ্যে মধ্যে জাতীয় উৎসব, নানা প্রকার খেলাধূলা প্রভৃতি যেন একটী বৃহৎ প্রাঙ্গন ভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। ইউনিভার্সিটীর সহিত যেন ছাত্রাবাস থাকে; ছাত্রাবাসের দ্বারা যে বিশেষ উপকার হয়, তাহা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ছেলেরা পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে শিক্ষা করে, ছাত্রাবাসে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়, ছাত্র ও শিক্ষকের একত্রবাসে ছাত্রের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এই প্রকার শিক্ষার অঙ্গগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া লইলে আমাদের সনাতন ইউনিভার্সিটী অশেষ কল্যাণপ্রদ হইবে।

কোন একটী ভাবের বাহ্য অঙ্গ যাহা এক সময়ে পরিদৃশ্যমান হয়, তাহা কালের গতি অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই জন্য আমাদের হিন্দু ভাবের বাহ্য অঙ্গ গুলি যে সর্ব্বদা এক রকম থাকিবে, তাহা আশা করা যায় না। এখন কালের স্রোত যে প্রকার বহিতেছে ও ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী জাতিরা যে প্রকার প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন এবং বাষ্পতড়িৎশক্তি সাহায্যে দিন দিন জড় জগতের উপর যেরূপ প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছেন, তাহাতে শুধু আমাদের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিবার জন্যও আমাদেরও ঐ ঐ বিদ্যায় সুনিপুণ হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। জাপান দেশের লোকেরা যে প্রকার অল্পসময়ের মধ্যে অসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে জাপানে জাতিভেদ প্রথা আমাদের ন্যায় না থাকাতে তাহাদের উন্নতি অতি শীঘ্র সাধিত হইয়াছে। আমাদিগকে জাতিভেদ প্রথা বজায় রাখিয়া সেই উন্নতি করিতে হইতেছে বলিয়া আমাদের উন্নতি ধীরে ধীরে হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তবে আমাদিগকে উঠিয়া পড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে লাগিতে হইবে।

কার্য্যক্ষেত্রে লাগিবার সময় আমাদিগকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিতে

হইবে যে, কোন একটী বিভাগ আমাদের সকল সময় যেন গ্রাস করিয়া না ফেলে। যথা কল কারখানার ব্যাপার দেখিতে গিয়া আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও ক্রিয়া কলাপ একেবারে ভুল করিয়া যেন না ফেলি। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ ও সায়ং প্রাতে জগদম্বাকে স্মরণ করা রূপ মুখ্য কার্য্য যেন আমরা না ভুলিয়া যাই। তাহা হইলে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথে গিয়া পড়িব। আবার অন্য দিকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কেবল বাহ্য আচার ব্যবহারে রত থাকিয়া মস্তিষ্কের ব্যাপার এক দম বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে হস্তিমূর্খ সাজাও ঠিক নহে। তাহা হইলে ৫৲ টাকার দরওয়ানিগিরির কাজও আমাদের কোন কালে জুটিবে না। এই প্রকারে যাহাতে আমরা সব বিভাগের কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারি এবং কোন বিশেষ বিভাগে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, মনের মধ্যে আমরা সকলে যদি এক হই এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শক্তি যদি সমবেত হইয়া এই কার্য্য ভার গ্রহণ করেন, তবে ইহা শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। ঘরে ঘরে কলহ বিবাদের প্রতি মন না দিয়া এবং তাহাতে আমাদের শক্তি অনর্থক ব্যয় না করিয়া যাহাতে ঘরে ঘরে ঐক্য এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেশে যাহাতে ঐক্য বন্ধন দৃঢ় হয়, তাহাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। রাজন্য শক্তি এ কাজে প্রধান সহায়ক থাকিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই প্রকার ইউনিভার্সিটী স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন, তবে তাঁহারা দেশের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধন করিবেন এবং ভারতমাতার আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকের উপর পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী করিবে। আর ব্রাহ্মণগণের প্রতি এই নিবেদন যে, তাঁহারা নিজেরা আদর্শচরিত্রবান্ হউন্ এবং তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ্যের গৌরব করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হউন্ এবং জীবিকার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাধ্যয়ন, শাস্ত্রাভ্যাস ও ধর্ম্মচর্চ্চা অবিরত করিতে থাকুন ও দেশের কল্যাণ যাহাতে হয়, তাহার বিষয়ে মনোযোগী হউন।

সৎকার্য্যে জগদীশ্বর সহায় হইয়া থাকেন। এক দল লোককে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। এই দলের মধ্যে চরিত্রবান্ যুবক, বৃদ্ধ, অধ্যাপক, পণ্ডিত, রাজা, নিষ্ঠাবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মারা থাকিবেন। ইহাতে কাহারও অনিষ্ট বা লোকসান হইবার কোন আশঙ্কা নাই এবং ইহার

সুফল আশু দৃষ্ট হইবে। জগদম্বার নিকট একান্ত প্রার্থনা যে, ভারত খণ্ডের স্থানে স্থানে এই প্রকার সনাতন ইউনিভার্সিটী স্থাপিত হউক।

শ্রীভারতবাসী।

বাঙ্গালোরে স্বামী অভেদানন্দ।

গত ২৯ শে জুলাই রবিবার স্বামী অভেদানন্দ মহীশুরের রাজধানী বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। সকাল ৬ টা হইতেই ষ্টেশনে লোক সমাগম হইয়াছিল। স্বামী ৬ টা ৪০ মিনিটের সময় মান্দ্রাজ মেলে ষ্টেশনে পঁহুছিবামাত্র মহীশুর রাজ্যের দ্বিতীয় কাউন্সিলার পুত্তন্ন চেট্টি ও উক্ত রাজ্যের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালোরের বিভিন্ন মন্দিরের প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং অভেদানন্দ অভ্যর্থনা সমিতির তিন জন সেক্রেটারিও ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশন অতি সুন্দর ভাবে নিশান প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে চড়িলে গাড়ী সমবেত জনতার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ধরমকুদি ট্যাঙ্করোড দিয়া কটনপেট স্কোয়ারের দিকে চলিতে লাগিল। গাড়ীর অগ্রে স্বামী বিবেকানন্দের একখানি সুবৃহৎ চিত্র গাড়ী করিয়া লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। অবশেষে লোকে অভেদানন্দ স্বামীর গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ চিকপেট হইতে চক, পরে সহরের প্রধান রাস্তা দিয়া এভিনিউ রোড হইয়া প্যালেস কটেজে গাড়ী পৌঁছিল। এখানে মহীশুর রাজ্যের দেওয়ান তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। স্বামী ষ্টেশন হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত, কার্য্য প্রভৃতির বিবরণ সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছিলেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় সওকার দোদানার হলে তাঁহার অভ্যর্থনাসভা আহূত হয়। অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। রামস্বামী আয়াঙ্গার প্রমুখ বাঙ্গালোরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। স্বামী ও দেওয়ানজী সভাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র ঘন ঘন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। দেওয়ানজী সভাপতিত্বে বৃত হইয়া বলিলেন,

"আমরা যে স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অদ্য সমবেত হইয়াছি, তিনি আপনাদের অপরিচিত নহেন। আপনারা অনেক দিন পূর্ব্বেই তাঁহার নামযশ শুনিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্য এবং জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, রামকৃষ্ণ ভারতের সনাতন ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং তাঁহার ভক্তশিষ্যগণের দ্বারা বেদান্তের জীবনপ্রদ শিক্ষাসমূহ সমগ্র জগতে বিস্তার করিতে আসিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও সেই কার্য্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। স্বামীর আগমনে যুবকগণের ভিতর যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলেরই সূচনা করিতেছে। আমি একবার স্বর্গীয় সার শেষাদ্রি আয়ারের গৃহে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। আয়ার মহাশয় স্বামীজিকে আমাপেক্ষা ভালরূপ জানিতেন এবং তাঁহার চরিত্রে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। আমরা সকলেই জানি, আমাদের স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীচামরাজেন্দ্র উদেয়ার স্বামীজিকে বিশেষরূপে জানিতেন, তাঁহার কার্য্যের উপর মহারাজের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাঁহার কার্য্যে সহায়তাও করিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান মহারাজ অভেদানন্দ স্বামীকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার যশস্বী পিতারই পদানুসরণ করিয়াছেন।

পরে পুত্তন্ন চেট্টি মহাশয় ইংরাজী ও কানারিজ উভয় ভাষায় স্বামী অভেদানন্দের অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।

অভিনন্দনে মহারাজের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধুত্বের কথা ও তাঁহার কার্য্যে মহারাজের বিশেষ সাহায্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁহার সাহায্যের জন্য আপনাকে আহ্বান করিলেন, তখন আপনি অবিচারিত ভাবে তাঁহার বাক্য পালন করিয়া পাশ্চাত্যদেশে গমন করিয়া অক্লান্তভাবে একাদশ বর্ষ ধরিয়া কার্য্য করিয়াছেন। উপযুক্ত পাত্রেই কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে। আপনার মাতৃভূমিতে আগমনে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহ, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশন নূতন শক্তি লাভ করিবে।'

অভিনন্দন পাঠের পর জনৈক কবি স্বামীর সম্মানার্থ তদীয় রচিত একটী ইংরাজী কবিতা পাঠ করিলেন। পরে অভেদানন্দ স্বামী এক বক্তৃতা করিলেন। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—

আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন, তাহার জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরবাধিত হইলাম। ভারতের সমগ্র জাতি ধর্ম্মাচার্য্যগণকেই এই রূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যদেশে কিন্তু লোকে ধর্ম্মাচার্য্যের পরিবর্ত্তে রণজয়ী বীর বা কোন শাসনকর্ত্তাকেই এইরূপ সম্মান করিয়া থাকে। ইহাতেই আমাদের শ্রেষ্ঠতা বুঝা যাইতেছে, কারণ, ধর্ম্মই আমাদের জীবন। রাজনীতি দুদিনের জন্য, ধর্ম্ম অনন্তকালের জন্য। আমরা খাইতে শুইতে সকল সময়েই সকল কার্য্যেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকি। জগতে এমন একটী জাতিও দেখাও, যাহারা আমাদের ন্যায় উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুসরণ করে অথবা জীবনের প্রতিকার্য্যে উহা পরিণত করে। আমি ইউরোপ ও আমেরিকা কোথাও ত তাহা দেখি নাই। সহৃদয় বন্ধুগণ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক দাসের সম্মানার্থ যে সকল কথা বলিলেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। যে শক্তি রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছে, তাহা মনুষ্য-শক্তি নহে, ঐশ্বরিক শক্তি। এ শক্তিকে কেহই বাধা দিতে পারিবে না, উহা তাহার কার্য্য করিবেই করিবে। আমাদের জগদ্বিখ্যাত ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ এই আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করেন, তাঁহার মধ্য দিয়া যে শক্তির প্রকাশ পাইত, তাহা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি। সাধারণে তাঁহার শক্তি পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই ভারতের অনেক লোক, বিশেষতঃ, মহীশুর ও মান্দ্রাজের লোক তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল। বিশেষতঃ মহীশুরের স্বর্গীয় মহারাজের নিকট জগৎ এ বিষয়ে বিশেষ ঋণী। আমি অনেকবার স্বামীজির মুখে শুনিয়াছি যে, ভারতের মধ্যে মহীশুরের মহারাজ তাঁহার বিশেষ বন্ধু। বর্ত্তমান মহারাজও যে আমাদের সেই জগদ্বিখ্যাত গুরুভ্রাতা ও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ভগবানের দাসকে সম্মান করিয়া আপনারা আপনাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণরূপধারী সেই উনবিংশ শতাব্দীর মহান্ ঈশ্বরাবতারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, সনাতন ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং বৈদিক ঋষিগণ ও জগতের সমুদয় ঈশ্বরাবতারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি যে যৎকিঞ্চিৎ কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য আমি এরূপ সম্মানের উপযুক্ত না হইতে পারি, কিন্তু আপনারা আমাকে সম্মান করিয়া আপনা-

দের মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। কোন জাতিই সেই জাতির মধ্য দিয়া যে সকল মহৎকার্য্য হইয়া থাকে, তাহার উপযুক্ত সম্মান ব্যতীত কখন উচ্চ হইতে পারে না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এই যে কার্য্য হইয়াছে, আপনারা তাহা যে ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহাতে আমার বোধ হয়, আমাদের জাতীয় উন্নতির দিন অতি নিকট। কালে আমরা দেখিব, এই জাতি জগতের এক সর্ব্বোচ্চ জাতি হইবে।

কিন্তু বন্ধুগণ, ধর্ম্মই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র, রাজনীতি নহে—আমাদের ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের জাতির সমক্ষে ধর্ম্মভাব ধরিলে সমগ্র জাতির হৃদয় স্পন্দিত হইয়া থাকে।

বেদান্ত বলেন, আমরা জড় পরমাণুর সমষ্টি নহি, আমরা চৈতন্যবান্ আত্মা। সেই স্বপ্রকাশ আত্মা কি জন্মমৃত্যুর অধীন? জগতের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, উহার জন্ম হয়, কিন্তু বৈদান্তিক ধর্ম্ম বলেন, এই আত্মা অজর, অমর, নিত্য, শরীর বিনাশ হইলেও উহার বিনাশ হয় না। আমরা এই আত্মতত্ত্ব বুঝিলেই সার্ব্বভৌমিক বেদান্ত ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারি। খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেন—জন্ম হইতেই আমরা পাপী। আমরা প্রথম পাপী আদমের সন্তান! কিন্তু সার্ব্বভৌমিক বেদান্তধর্ম্ম বলেন, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আমরা পাপী হইয়া জন্মাই নাই! আমরা অমৃতের পুত্র। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং'—হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। বৈদিক যুগের জনৈক ঋষি এই কথা বলিয়াছিলেন। অমৃতের পুত্র! আহা কি মধুর সান্ত্বনাপ্রদ সম্ভাষণ! আমরা কি এই ধারণা ছাড়িয়া 'আমরা পাপী' এই তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারি? যাহারা বাল্যকাল হইতেই 'আমরা পাপী' এই তত্ত্ব শিখিয়াছে, তাহারাও এখন উহা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিকে হিন্দুগণের নিকট এখনও এই তত্ত্ব শিখিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দই পাশ্চাত্যদেশে এই তত্ত্বের প্রথম প্রচারক। বেদান্তমতে পাপ কাহাকে বলে? পাপ অর্থে—অজ্ঞান, স্বার্থপরতা। আমরা যে অমৃতের সন্তান, এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বশতঃই আমরা পাপ করিয়া থাকি। আমরা যদি সমগ্র জগতকে ধার্ম্মিক করিতে চাই, তবে আমাদিগকে সমগ্র জগতে এই তত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। ইহার ফল অদ্ভুত হইবে। এই তত্ত্ব জানিলে এই জগতেই স্বর্গরাজ্য আসিবে। জগতের সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য নিঃস্বার্থ

হওয়া। তবে অন্যান্য ধর্ম্মে ও বেদান্তে কার্য্যপ্রণালীর প্রভেদ আছে। অন্যান্য ধর্ম্ম বলে,—তুমি পাপী, তুমি আপনাকে পাপী বলিয়া সর্ব্বদা চিন্তা কর, পরিত্রাণকর্ত্তা আসিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় দেশসমূহে অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিক পাপ, অধিক দুঃখ, অধিক নরহত্যা, আত্মহত্যা ও অন্যান্য পাপের আবির্ভাব হইযাছে।

বক্তৃতান্তে স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতিকে ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া প্রভৃতি দ্বারা সম্মান করা হইল।

নোয়াখালি দুর্ভিক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

গত ১৭ই জুলাই বেলুড় মঠ হইতে একজন সন্ন্যাসী ও দুইজন ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব বঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সেবার জন্য প্রেরিত হন, এ সংবাদ উদ্বোধন পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইঁহারা চাঁদপুর হইয়া নোযাখালি গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ প্রকাশ করিলেই ইঁহাদের কার্য্যবিবরণ জানা যাইবে। তাঁহারা লিখিতেছেন,—

'আমরা নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ নামক থানাব অধীনস্থ গ্রামসমূহে চাউল বিতরণ করিতেছি। বেগমগঞ্জ নোয়াখালি সহর হইতে ১৫ মাইল দুরে। আমরা ষ্টেশনে থাকিযা কায করিতেছি। চাউল ষ্টেশনেই বাজার অপেক্ষা কিছু সস্তামূল্যে পাইতেছি। প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরি। স্থানীয় গরিবদের নিকট হইতে অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ ও মৃতপ্রায় লোকদের সন্ধান লইয়া তাহাদের গৃহে গৃহে গিযা টিকেট দিয়া আসি। বাটীর লোকসংখ্যা হিসাবে চাউল দেওয়া হয়। আমরা ছোট বড় সমস্ত একত্রে গড়ে ১ পোয়া হিসাবে চাউল দিতেছি। দুই দিবস চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। গ্রামগুলির নাম, লোকসংখ্যা ও কত চাউল দেওয়া হইল, তাহার একটী মোট হিসাব দেওয়া গেল। আরও লোকের প্রযোজন। দুইজনে দিনে ৪।৫টী গ্রাম সমস্তদিন ঘুরিয়াও পারা যায না। তাহার উপর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খালি পায়ে এক হাঁটু জল কাদা ভাঙ্গিতে হয়—পথ নাই, ধানক্ষেতই পথ। এদেশে ক্ষেতের আল নাই। আলের বদলে ক্ষেত অপেক্ষা নীচু জমি

জলে ভরা—এক হাত চওড়া, ইহাই পথ। জল কোথাও ১ বিঘত; কোথাও কোমর পর্য্যন্ত—কাপড় ভিজে,কখন কখন সাঁতার দিয়া খাল পার হইতে হয়। ইহার উপর চার দিবস হইতে ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে। নীচে জল, উপরে জল। দিনে ভেজা, রাত্রেও তদ্রূপ, কারণ ষ্টেশনে পড়িয়া থাকি। আহারাদি কখন কখন কাহারও বাটীতে, নতেৎ চিঁড়ে, কখন তাহাও নহে। কারণ, এদেশে দোকান নাই। হাটবারে যাহা কিছু পাওয়া যায়। প্রথম বার যে দিবস চাউল দেওয়া হয়, তাহাতে লোকগুলিকে ১ সপ্তাহের চাউল দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিবস অন্য গ্রামগুলির লোকগুলিকে ৪ দিবসের চাউল দেওয়া হয়, কারণ, সমস্ত গ্রাম দ্বিতীয় বার চাউল যাহাতে একই দিবসে পায়। তিন দিবস বাদে দ্বিতীয় দিবস চাউল দেওয়া হয়। আগামী বুধবার সমস্ত গ্রামের লোকগুলিকে চাউল দেওয়া হইবে।'

২০শে জুলাইএর কার্য।

স্থান—বাবুরহাট (চাঁদপুর থানা, জেলা ত্রিপুরা)

গ্রাম—বাবুরহাট ও সমীপবর্ত্তী গ্রামসমূহ।

মোট চাউল দেওয়া হয় ৪ মণ।

২১শে জুলাইএর কার্য।

স্থান—রামপুর (হাজিগঞ্জ থানা, জেলা ত্রিপুরা।)

যতগুলি গ্রামে সাহায্য করা হয়—৯টী।

" পরিবারে " ৩২

" ব্যক্তিকে " ১২৭

মোট চাউল দেওয়া হয়——১মণ ২৬ সের।

২৪শে ও ২৮শে জুলাইএর কার্য।

স্থান—বেগমগঞ্জ থানা—জেলা নোয়াখালি।

গ্রাম	পরিবার	লোকসংখ্যা	মোটচাউল
১ সোনাইমুড়ি	১৬	৩৭	১৷৷৩৸০
২ আলোকপাড়া	২	৮	।৪
৩ বাঁটরা	৯	৪৩	১৸৫৸০
৪ নাটোলা	৩	১০	।৭৷৷০
৫ বিজয়নগর	১৪	৩৪	১৷৷০
৬ বাবোলা	৫	২০	৸৫।০

৭ বুসিমপাড়া	৪	১৩	॥৬।০
৮ রামপুর	৯	২৫	১/২॥০
৯ সিমুলিয়া	৫	১৫	।৫
১০ মাকিলা	৮	১৬	॥৪।০
১১ আমিযাই	৮	৩৪	৸৪
১২ সাহেবজাদা	৬	২৬	॥৬
১৩ পাপুয়া	৮	৪৯	১/৯
১৪ গোবিন্দপুর	১০	৪৭	১/৭
১৫ রতি	১৭	৬৬	১॥৬
১৬ জাহানাবাদ	৩	১৩	।৩
১৭ পোড়কর	১	৩	/৩
১৮ চন্দ্রপুর	১	৬	/৬
১৯ বাগাবেড়িযা	৬	২২	॥২
২০ ফাত্তোলা (বা নাদোনা বা বার্গাও)	২৮	৬৯	১॥৯
২১ বোডপিট	১	৪	/৪
২২ হাটগাঁও	১	৬	/৬
২৩ কানোবলিযাবাগ	৫	৩২	৸২
২৪ কাটালিযা	১	৪	/৪
২৪	১৭১	৬০২	১৮৸৫।০

ইহা ব্যতীত ৩/৪৸০ চাউল উভযদিনই সমাগত ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ করা হয।

৪ঠা আগষ্ট তারিখে তাঁহাবা পুনবায লিখিতেছেন,—

'পূর্ব্বে যে সকল গ্রামেব নাম পাঠাইযাছি, সেগুলি এবং নূতন আরও কতকগুলি গ্রামে বুধবারে চাউল দেওযা হইযাছে। পূর্ব্বকার গ্রামগুলিতে ২১ মণ ১৯ সের ৮ছটাক এবং নূতন গ্রামগুলিতে ১৩ মণ ১৫ সের ৮ছটাক এবং উপস্থিত ৯০জন ভিক্ষুককে ১মণ ৫সের চাউল দেওযা হইয়াছে। মোট ৩৬মণ চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বকার লিষ্ট হইতে গ্রামগুলির নাম লইবেন। এবাব নূতন গ্রামগুলিব নাম লোকসংখ্যা এবং চাউলের পরিমাণ

দেওয়া গেল। সমস্তগুলি একত্রে লইয়া ৩৩টী গ্রামে, ৯৬৯জন লোক হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ৯০জন ভিক্ষুক।

অদ্য আমরা সন্দীপের পার্শ্ববর্ত্তী চরসিদ্ধি নামক দ্বীপে যাইতেছি। সেখানকার লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট। সেই দ্বীপের প্রায় ১০ আনা ভাগ সমুদ্রগর্ভে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে ৬ আনা আছে, তাহাতেই সমস্ত লোক কোনও রূপে মাথা গুঁজিয়া রহিয়াছে। চাউল সেখানে অত্যন্ত মহার্ঘ্য। যে চাউল এখানে ৪৷৷০ টাকা, তাহা তথায় ৫৷৷৵০। যাতায়াতের বড় অসুবিধা। ষ্টিমার চলে কিন্তু সপ্তাহে ৩ দিবস এবং সমুদ্রের ধারে একস্থানে নামাইয়া দেয়; তথায় কোনও আশ্রয় নাই। ৩ মাইল দূরে একটা গ্রাম আছে।'

১লা আগষ্টের চাউল বিতরণ।

সোনাইমুড়ি ষ্টেশন—থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালি।

পূর্ব্ব তালিকায় বর্ণিত গ্রামগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ চাউল দেওয়া হয়——			চাউলের পরিমাণ ২১।৯৷৷০
তদ্ব্যতীত এই গ্রামগুলিতে নূতন চাউল বিতরণ আরম্ভ হইল।			
	পরিবার	লোকসংখ্যা	
১। কালিয়া	১	৪	/৬
২। কয়া	১	৩	/৪৷৷০
৩। বড়াগাঁও	১	৫	/৭৷৷০
৪। রসিদপুর	১৭	৬৫	২।৭৷৷০
৫। মাসিনপুর	৫	১৯	৷৷৵৷৷০
৬। বাগাদিয়া	৬	২৭	১/৷৷০
৭। ঘোষকমলা	২৫	১০৪	৩৸৬
৮। বড়িয়ানগর	১৪	৫৭	২/৫৷৷০
৯। বজরা	১৭	৭৩	২৷৷৯৷৷০
	৮৭	৩৫৭	৩৪৸৫

এতদ্ব্যতীত বিতরণের সময় সমাগত ৯০জন ভিক্ষুককে /৷৷০ সের হিসাবে প্রত্যেককে চাউল দেওয়া হয়।

এ পর্য্যন্ত যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে।

রায় বিপিনবিহারী মিত্র বাহাদুর, শ্যামবাজার মিত্র পরিবার	৫০০,
কষ্টম হাউস হইতে শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত	৮৮৶০
শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাস, ঢাকা	৫,
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর	১০,
শ্রীশশীকুমার মজুমদার, সেণ্ট্র্যাল পুলিস আফিস, লাহোর	১০,
দুইজন বন্ধু, ত্রিবান্দ্রম	৪,
বহুবাজার রামকৃষ্ণসমিতি	১৩৷০
শ্রীপূর্ণচন্দ্র শেঠ, নং ৩ বাঁশতলা ষ্ট্রীট	১৭৫,
ঐ ২য় দফা	৪০,
জনৈক বন্ধু	৫,
শ্রীযদুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি	২,
ডাক্তার শ্রীনিতাই চাঁদ হালদার, পাথুরিয়াঘাটা	২০,
বি, এম, বসু, (হস্পিট্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট, কানবালু, শোয়েবো, আপার বর্ম্মা) কর্ত্তৃক সংগৃহীত	১৪৷৶০
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল	২,
শ্রীবঙ্কবিহারী পাল, হেডমাষ্টার, ক্যাণ্টনমেণ্ট হাইস্কুল, নওগাঁ	১,
শ্রীরামকৃষ্ণ বসু, কোঠার	১০,
শ্রীনলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কসুলিয়াটোলা	।০১০
শ্রীহরেরাম ঘোষ, বাগবাজার	১২,
শ্রীরামদয়াল চক্রবর্ত্তী, কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট	২,
শ্রীধরণীধর সিংহ, শানাপাড়া, শিবপুর	৩৷০
মোট	৮৩৮৷৶০১০

যাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনের এই দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা ঠিকানায় তাঁহাদের সাহায্য পাঠাইবেন।

রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার।

দরিদ্রকুলের দুঃখ প্রতীকারের জন্য বহুবাজার ১২ নং সারপেনটাইন লেনস্থ রামকৃষ্ণ সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত যে অনাথভাণ্ডার আছে, তাহার বিষয় আমাদের পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। ইহার উন্নতিকল্পে ঐ পল্লীস্থ কতিপয় উদ্যমশীল যুবক প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাদিগের যত্নে অনাথভাণ্ডারের কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। এই অনাথ বালকগুলির শিক্ষা এবং ভরণপোষণের সমস্ত

ভার গ্রহণ করায় উক্ত ভাণ্ডারের সভ্যগণ জন সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উক্ত ভাণ্ডার হইতে আপাততঃ ১৩টী সহায়সম্পত্তিবিহীনা হিন্দু বিধবা এবং ৩টী নিঃসম্বল পরিবার মাসিক অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। দারিদ্র-দুঃখপীড়িত এই সকল হিন্দু বিধবাদিগের সাহায্য দানে ভাণ্ডারের সভ্যগণ সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতেছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী এই মহৎ কার্য্যের সহায়তা করিয়া ধন্য হইতেছেন আশা করি, অন্যান্য সহৃদয় মহোদয়গণ এই ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি সাধনে যত্নবান হইবেন। ভগবানের নিকট আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ভাণ্ডারের উন্নতি প্রার্থনা করি।

এই ভাণ্ডারের ষান্মাসিক (জানুয়ারি হইতে জুন ১৯০৬) আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯০৫ সালের জের			৫৪২।২॥০
জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত আয় :			
চাউল বিক্রয় হইতে		৩৪০/১৫	
চাঁদা আদায়		২০৪॥৶০	
এককালীন দান প্রাপ্তি		৫৩।৶১০	
অন্য হিসাবে আয়		১৩৸৶০	
			৬১২৶৫
		মোট আয়	১১৫৪।৶৭॥০
জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত ব্যয় :			
কার্য্যপরিচালনের জন্য আবশ্যকীয় খরচ		৭৯।/১৭॥০	
বিধবাদিগকে সাহায্য দান		... ৯২।৶১০	
অনাথ আশ্রমের ব্যয়			
পাচকের বেতন ও			
বালকদিগের খাই খরচ	১২৪৶১২॥০		
বস্ত্রাদি	২৫/১৫		
তৈজসাদি	১৲৫		
ঔষধ	১।/৫		
বাটীভাড়া	৩০৲		
পুস্তকাদি	৭৶০		
শয্যাদি	৸৹		
পাথেয়	৪৶০		
আলো ও খুচরা খরচ	১৬।৶১২॥০		
		২১০।৯	
		মোট ব্যয়—৩৮২৲৭॥০	
		মজুত —	৭৭২।৶০

মাথা হইতে উহা তাড়াইলে, তখন আবার উহা অন্যত্র আশ্রয় লইল।

শুভাশুভ নিত্যসংযুক্ত।

কেবল এখান হইতে ওখানে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ান মাত্র—এই পর্য্যন্ত করা যায়। হে বালকগণ, অনিষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃত উপায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে, ভালমন্দ নিত্য সংযুক্ত, এক জিনিষেরই এপিট ওপিট। একটী লইলে আর একটীকে লইতেই হইবে। সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠিল—বুঝিতে হইবে,কোথাও না কোথাও জল খানিকটা নামিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—সমুদয় জীবনই দুঃখময়। কাহাকেও না কাহাকেও হত্যা না করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ পর্য্যন্ত অসম্ভব; এক টুকরা খাবার খাইতে হইলেও কাহাকেও না কাহাকেও বঞ্চিত করিতে হয়। ইহাই প্রকৃতির অকাট্য বিধান—ইহাই খাঁটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

এই কারণে আমাদিগকে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা আওড়াই না কেন, বুঝিতে হইবে, সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে উহার চেষ্টা না করিয়া পরোক্ষভাবে শিক্ষাদানের দ্বারা উহার চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ সংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই তত্ত্বটী বুঝিতে হইবে, এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের রক্ত গরম হইতে দেওয়া হইবে না—আমাদিগকে উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। আর জগতের ইতিহাসও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, যেখানেই এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোন রূপ সংস্কার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার এই মাত্র ফল হইয়াছে যে, যে উদ্দেশে সংস্কার-চেষ্টা, সেই উদ্দেশ্যই বিফল হইয়াছে। আমেরিকার দাসব্যবসায় রহিত করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তদপেক্ষা মনুষ্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঘোরতর আন্দোলন কল্পনা করা যাইতে পারে না—তোমাদের সকলেরই ঐ সম্বন্ধে জানা আছে। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে? দাস-ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের যে অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা তাহাদের অবস্থা শতগুণ মন্দ হইয়াছে। দাস ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্ব্বে এই হতভাগ্য নিগ্রোগণ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিল—নিজ সম্পত্তির হানি আশঙ্কায় যাহাতে তাহারা দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য না হইয়া পড়ে, অধিকারি-

সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারোপায়—শিক্ষা, বলপূর্ব্বক সংস্কার চেষ্টা নহে।

গণকে তাহা দেখিতে হইত। কিন্তু এখন তাহারা কাহারও সম্পত্তি নহে। তাহাদের জীবনের এখন কিছুমাত্র মূল্য নাই। এখন তাহাদিগকে সামান্য ছুতা করিয়া জীবন্ত পুড়াইয়া ফেলা হয়। তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়—কিন্তু তাহাদের হত্যাকারীদের জন্য কোন আইন নাই। কারণ, তাহারা নিগার, তাহারা মানুষ নহে, এমন কি, তাহারা পশুনামেরও যোগ্য নহে। আইনের দ্বারা অথবা প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের দ্বারা কোন সামাজিক দোষের প্রতীকার চেষ্টার ফল এই।

দোষ দেখাইয়া দিবার লোক অনেক, প্রতীকার করিবার লোক কই?

কোনরূপ কল্যাণ সাধনের জন্যও এইরূপ উত্তেজনাপ্রসূত আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই সাক্ষ্য বিদ্যমান। আমি ইহা দেখিয়াছি। আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা শিখিয়াছি। এই কারণেই আমি এই রূপ দোষারোপকারী কোন সমিতির সহিত যোগ দিতে পারি না। দোষারোপ বা নিন্দাবাদের কি প্রয়োজন? সকল সমাজেই দোষ আছে। সকলেই তাহা জানে। আজকালকার ছোট ছেলে পর্য্যন্ত তাহা জানে। সে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া হিন্দুসমাজের গুরুতর দোষসমূহ সম্বন্ধে আমাদিগকে রীতিমত বক্তৃতা শুনাইয়া দিতে পারে। যে কোন অশিক্ষিত বৈদেশিক ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভারতে আসিয়া পদার্পণ করেন, তিনিই তাড়াতাড়ি করিয়া রেলগাড়ী চাপিয়া ভারতবর্ষের মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইয়া ভারতের ভয়াবহ অনিষ্টকর প্রথা বিষয়ে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। সকলেই দোষ দেখাইয়া দিতে পারে; কিন্তু তিনিই মানবজাতির যথার্থ বন্ধু, যিনি এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। সেই জলমগ্ন বালক ও দার্শনিকের গল্পে দার্শনিক যখন বালককে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন সেই বালক যেমন বলিয়াছিল, 'অগ্রে আমাকে জল হইতে তুলুন, পরে আপনার উপদেশ শুনিব', সেইরূপ এখন আমাদের দেশের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, যথেষ্ট সমাজ ঘুরিয়াছি, ঢের কাগজ পড়িয়াছি, এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া এই মহাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসেন? এমন লোক

কোথায়, যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ?' এইরূপ লোক চাই। এই খানেই আমার এই সকল সংস্কার আন্দোলন সমূহের সহিত সম্পূর্ণ প্রভেদ। প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু তদ্দ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্যবিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কি কল্যাণ হইয়াছে ? ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা না হইলেই বড় ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। শেষে প্রাচীন সমাজ তাঁহাদের সুর ধরিয়াছেন, তাঁহাদের ঢিল খাইয়া ইঁহারা পাটকেল মারিয়াছেন আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত। ইহাই কি সংস্কার ? ইহাই কি সমগ্র জাতির গৌরবের পথ ? ইহা কাহার দোষ ?

আমাদের এখন ব্যবস্থা-প্রণেতা স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজা নাই, এখন লোকশক্তি গঠন আবশ্যক।

তার পর, আর একটী গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এখানে, ভারতে, আমরা চিরকাল রাজশাসনাধীন হইয়া কাটাইয়াছি—রাজারাই আমাদের জন্য চিরদিন বিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন সেই রাজারা নাই, এখন আর এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া পথ দেখাইবার কেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট ভরসা করেন না। গভর্ণমেণ্টকে সাধারণের মতামতের গতি দেখিয়া নিজ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হয়। কিন্তু নিজ সমস্যা পূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর, প্রবল সাধারণ মত গঠিত হইতে সময় লাগে—খুব দীর্ঘ সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সমুদয় সমাজ সংস্কার সমস্যাটী এই ভাবে দাঁড়ায়—সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথা ? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই ? অল্প সংখ্যক কয়েকটী লোকের কোন বিষয় দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বুঝে নাই। এখন এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প কয়েকজন লোকের কতকগুলি বিষয় দোষ বোধ হইলেই তাহাতে সমগ্রজাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে চড়ে না কেন ? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থাপ্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর, বিধান আপনা

আপনিই আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে, যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহার সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই। যে নূতন শক্তিতে, যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্ত্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

আমূল সংস্কার।

গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পোষাকী ধরণের। এই সংস্কারচেষ্টা-গুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে শতকরা ৭০ জন ভারতীয় রমণীর কোন স্বার্থই নাই। আর এতদ্বিধ সকল আন্দোলনই সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া (এটী লক্ষ্য করিও) যে সকল ভারতীয় উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য। তাঁহারা নিজেদের ঘর সাফ করিতে এবং বৈদেশিকগণের নিকট আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহাকে ত সংস্কার বলা যাইতে পারে না। সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, উহার মূলদেশ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি আমূল সংস্কার, প্রকৃত সংস্কার নাম দিয়া থাকি। মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকুক—একটী অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

আর সমস্যা বড় সহজও নহে। ইহা অতি গুরুতর সমস্যা; সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আর এটীও জানিয়া রাখিও যে, গত কয়েক শতাব্দী হইতেই এই সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ জ্ঞাত ছিলেন। আজকাল, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, বৌদ্ধধর্ম্ম, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে আলোচনা একটা প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। তাহারা স্বপ্নেও কখন ভাবে না যে, আমাদের সমাজে যে সকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম কৃত। বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া আমাদিগকে উত্তরাধিকার স্বরূপ এই অবনতির ভাগী করিয়াছে। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস কখনও পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে তোমরা পাঠ করিয়া থাক যে, গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত অপূর্ব্ব নীতি ও তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রগুণে বৌদ্ধধর্ম্ম একপ

বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ততটা উহার মত বা উক্ত মহাপুরুষের চরিত্রগুণে হয় নাই—বৌদ্ধগণ যে সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমগ্র জাতির সমক্ষে যে সকল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন তাহার দরুন যতটা হইয়াছিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারলাভ করে। এই সকল বৃহৎ বৃহৎ মন্দির ও আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের নিকট নিজ নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত হোমার্থ অগ্নিস্থান সমূহ দাঁড়াইতে পারিল না। পরিশেষে ঐ সকল ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান অতি বীভৎস আকার ধারণ করিল। উহা এরূপ ঘৃণিত ভাব ধারণ করিল যে, শ্রোতৃবর্গের নিকট আমি তাহা বলিতে অক্ষম। যাঁহারা ইহার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নানাপ্রকার কারুকার্য্যপূর্ণ দাক্ষিণাত্যের বড় বড় মন্দির দেখিয়া আসিবেন।

আমরা বৌদ্ধগণের নিকট হইতে ইহাই মাত্র দায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎপরে সেই মহান্ সংস্কারক শঙ্করাচার্য্য ও তদনুবর্ত্তিগণের অভ্যুদয় হইল আর এই শত শত বর্ষ ধরিয়া, তাঁহার অভ্যুদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বসাধারণকে ধীরে ধীরে সেই মৌলিক বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ধর্ম্মে লইয়া আসিবার চেষ্টা হইতেছে। এই সংস্কারকগণ সমাজে যে যে দোষ ছিল, তৎসম্বন্ধে বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সমাজকে নিন্দা করেন নাই। তাঁহারা একথা বলেন নাই, তোমাদের যা আছে, সব ভুল; তোমাদিগকে সব ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহা কখনই হইতে পারিত না। আমি সম্প্রতি পড়িতেছিলাম—আমার বন্ধু ব্যারোজ সাহেব বলিতেছেন, ৩০০ বৎসরে খ্রীষ্টধর্ম্ম রোমক ও গ্রীক ধর্ম্মের প্রভাবকে একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছিল। যিনি ইউরোপ, গ্রীক ও রোম দেখিয়াছেন, তিনি কখন এ কথা বলিতে পারেন না। রোমক ও গ্রীক ধর্ম্মের প্রভাব, এমন কি, প্রোটেষ্টাণ্ট দেশ সমূহে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রহিয়াছে। কেবল নাম বদলাইয়াছে মাত্র—প্রাচীন দেবগণই নূতন বেশে বিদ্যমান। কেবল নাম বদলান। দেবীগণ হইয়াছেন মেরি, দেবগণ হইয়াছেন সাধুগণ (saints) এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীন উপাধি পন্টিফেক্স

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণের সংস্কার চেষ্টা, তদানীন্তন সমাজ সকলকে ধীরে ধীরে বৈদান্তিক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী করিবার প্রয়াস।

ম্যাক্সিমাস* পর্য্যন্ত রহিয়াছে। সুতরাং একেবারে পরিবর্ত্তন হইতেই পারে না। এরূপ পরিবর্ত্তন বড় সহজ নহে—আর শঙ্করাচার্য্য ইহা জানিতেন। রামানুজও জানিতেন। এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। সুতরাং তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মকে ধীরে ধীরে উচ্চতম আদর্শের অনুবর্ত্তী করা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন পথ ছিল না। যদি তাঁহারা অপর প্রণালী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহারা একেবারে সব উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহাদিগকে কপট হইতে হইত, কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রধান মতই ক্রমোন্নতিবাদ—এই সকল নানাবিধ সোপানের মধ্য দিয়া আত্মা তাঁহার উচ্চতম লক্ষ্যে পঁহুছিবেন—ইহাই তাহাদের মূল মত। সুতরাং এই সমুদয় সোপানগুলিই আবশ্যক ও আমাদের সহায়ক। আর কে এই সোপানগুলিকে নিন্দা করিতে সাহসী হইবে?

একেবারে পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

আজকাল ইহা একটা চলিত কথা দাঁড়াইয়াছে আর সকলেই বিনা আপত্তিতে এটা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ। আমিও এক সময়ে এইরূপ ভাবিতাম আর ইহার শাস্তি স্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতেই সব পাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলিতেছি। হিন্দুগণ, যদি পুতুলপূজা করিয়া এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস সকলের অভ্যুদয় হয়, তবে তোমরা কি চাও—সংস্কারকগণের ধর্ম্ম চাও না পুতুলপূজা চাও? আমি ইহার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপূজা দ্বারা এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস সকল সৃষ্টি করিতে পার, তবে আরও হাজার হাজার পুতুলের পূজা কর। যে কোন উপায়ে হউক, এইরূপ মহাত্মা সমুহর সৃষ্টি কর। আর পুতুলপূজাকে লোকে গাল দেয়! কেন? তাহা কেহই জানে না। কারণ, কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে কোন যাহুদীবংশসম্ভূত ব্যক্তি পুতুলপূজাকে নিন্দা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুলকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই যাহুদী বলিয়াছিলেন, যদি

পুতুল পূজা।

* রোমকদিগের পুরোহিত বিদ্যালয়ের প্রধানাধ্যক্ষ এই নামে অভিহিত হইতেন। এই বাক্যের অর্থ প্রধান পুরোহিত। এখন পোপ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কোন বিশেষ ভাব প্রকাশক বা পরমসুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা ভয়ানক দোষ, উহা পাপ। কিন্তু যদি একটী সিন্দুকের দুধারে দুইজন দেবদূত এবং উপরে মেঘ এইরূপে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা মহা পবিত্র। যদি ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা মহা পবিত্র, কিন্তু যদি তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়া আসেন তবে তাহা হিদেনদের কুসংস্কার! উহা অধঃপাতে যাক্।

আমরা কি নির্ব্বোধ!

দুনিয়ার ভাবই এই। সেই জন্যই কবি বলিয়াছেন, 'আমরা মর্ত্ত্যগণ কি নির্ব্বোধ।' এইজন্যই পরস্পরকে পরস্পরের চক্ষে দেখা ও বিচার করা মহা কঠিন ব্যাপার। আর ইহাই মনুষ্য সমাজের উন্নতির এক মহান্ অন্তরায় স্বরূপ। ইহাই ঈর্ষ্যা ও ঘৃণা, এবং বিবাদ ও দ্বন্দ্বের মূল। বালকগণ, অকালপক্ক শিশুগণ তোমরা মান্দ্রাজের বাহিরে কখন যাও নাই, তোমরা সহস্র সহস্র প্রাচীন সংস্কার নিয়ন্ত্রিত ত্রিশ কোটি লোকের উপর আইন চালাইতে চাও। তোমাদের কি লজ্জা হয় না? এরূপ বিষম দোষ হইতে বিরত হও এবং অগ্রে আপনারা শিক্ষা কর। শ্রদ্ধা-হীন বালকগণ, তোমরা কেবল কাগজে গোটা কতক লাইন আঁচড়াইতে পার আর কোন আহম্মককে ধরিয়া উহা ছাপাইয়া দিতে পার বলিয়া আপনা-দিগকে জগতের শিক্ষক, আপনাদিগকে ভারতের মুখপাত্র বলিয়া মনে করিতেছ? তাই না কি?

সংস্কারকগণকে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

এই কারণে আমি মান্দ্রাজের সমাজ সংস্কারকগণকে এই টুকু বলিতে চাই যে, আমার তাঁহাদের প্রতি খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। তাঁহাদের বিশাল হৃদয়, তাঁহাদের স্বদেশ-প্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচারপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসার জন্য আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসি। কিন্তু ভাই যেমন ভাইকে ভালবাসে অথচ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ ভাবে আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি—তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ঠিক নহে। শতবর্ষ ধরিয়া এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এক্ষণে আমাদিগকে অন্য কোন নূতন উপায়ে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

ভারতে কি কখন সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল? তোমরা ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ ত? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর? নানক? চৈতন্য?

কবীর? দাদু? এই যে মহান্ ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রপ্রায় একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন? রামানুজের হৃদয় কি নীচ জাতির জন্য কাঁদে নাই? তিনি কি সারাজীবন এমন কি পরিয়াদিগকে * পর্য্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই? তিনি কি মুসলমানকে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই? নানক কি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সহিত সমানভাবে পরামর্শ ও সমাজের নূতন অবস্থা আনয়নে চেষ্টা করেন নাই? তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কার্য্য এখনও চলিতেছে। তবে প্রভেদ এই;—তাঁহারা আধুনিক সংস্কারকগণের ন্যায় চীৎকার ও বাহ্যাড়ম্বর করিতেন না। আধুনিক সংস্কারকগণের ন্যায় তাঁহাদের মুখ হইতে কখন অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইত। তাঁহারা কখন সমাজের উপর দোষারোপ করেন নাই। তাঁহারা লোকদিগকে বলিতেন, সমগ্র জাতি চিরদিনই পুষ্টাবয়ব হইতে থাকিবে। তাঁহারা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন, হিন্দুগণ, তোমরা এতদিন যাহা করিয়াছ, তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে আরও ভাল কায করিতে হইবে। তাঁহারা একথা বলেন নাই যে, তোমরা এতদিন অসৎ ছিলে, এক্ষণে তোমাদিগকে ভাল হইতে হইবে। তাঁহারা বলিতেন, তোমরা ভালই ছিলে, কিন্তু এক্ষণে তোমাদিগকে আরও ভাল হইতে হইবে। এই দুই প্রকার কথার ভিতর বিশেষ পার্থক্য আছে। আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজ সকল আমাদিগকে জোর করিয়া যে প্রণালীতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করা বৃথা। উহা অসম্ভব। আমাদিগকে যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অপর জাতির ন্যায় গড়িতে পারা অসম্ভব, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অপর জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। প্রথমে এইটাই শিক্ষা করিতে হইবে। অপরবিধ বিজ্ঞান, অন্য-

প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কারকের প্রভেদ।

জাতীয়ভাবে সমাজসংস্কার।

* দাক্ষিণাত্যবাসী চণ্ডালবৎ নীচ জাতিবিশেষ।

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

BENGAL LIBRARY
3. JAN. 07

সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাদপদ্ম	শ্রীন— ...	... ৩৭৭
স্বামী বিবেকানন্দের পত্র	... ...	... ৩৮২
[illegible]	... ...	... ৩৮৩
ভারতীয় [illegible]	... ...	... ৩৯১
বঙ্গে হিন্দু ও রামকৃষ্ণ মিশন	...	... ৩৯৩
পাতঞ্জলভাষ্যের [illegible]	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ...	... ৩৯৯
[illegible] বিবেকবাণী	...	... ৪০০
[illegible] হিন্দু ধর্ম্মে [illegible]		(বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা)

কলিকাতা

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার হীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

[illegible] ২য় সংখ্যা। [illegible] অগ্রহায়ণ, ১৩১০ সাল।

IMPERIAL

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন কার্য্যালয়ে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ ১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ ১৲, বাঁধান ১৷৹
" জ্ঞানযোগ ১৲	" ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ) ৷৹
" কর্ম্মযোগ ৷৹	" চিকাগো বক্তৃতা ৷৹
" ভক্তিযোগ ৷৹	" স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ) ৷৹
" চিকাগো বক্তৃতা (২য় সংস্করণ) ৷৹	
" বক্তৃতা ও পত্র ৷৹	
" কথোপকথন ৷৹	

ইংরাজী চিকাগো বক্তৃতা ব্যতীত উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲
মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, আসাম ব্রাঞ্চ—ধুবরী।

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।
স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।
শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।
সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।
অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ-মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আবশ্যকীয় অন্যান্য সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি. এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও হোমাইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

৪৫/৬০৭
৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে আছেন। তিনি নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তগণ মেজের উপর বসিয়া আছেন। আজ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী। ২৫শে কার্ত্তিক, ইংরাজী ৯ই নবেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।

বেলা প্রায় দুই প্রহর। মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন, ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে কয়েকটী ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়াছেন। পূজারী রামচন্দ্রবর্ত্তীও আছেন। ক্রমে মহিমাচরণ, নারাণ, কিশোরী আসিলেন। একটু পরে অধর সেন এবং আরও কয়েকটী ভক্ত আসিলেন।

শীতের প্রারম্ভ। ঠাকুরের জামার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই মাষ্টারকে আনিতে বলিয়াছিলেন। মাষ্টার লংক্লথের জামা ছাড়া একটী জিনের জামা আনিয়াছিলেন, কিন্তু জিনের জামা তিনি আনিতে বলেন নাই।

(সন্ন্যাসী ও সঞ্চয়।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি একটা নিয়ে যাও। তুমিই পরবে। তাতে দোষ নাই। আচ্ছা তোমায় কি রকম জামার কথা বলেছিলাম?

মাষ্টার। আজ্ঞে, আপনি সাদাসিদে জামার কথা বলেছিলেন। জিনের জামা আন্‌তে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে জিনেরটাই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

(বিজয়াদির প্রতি)। দেখ, দ্বারিক বাবু বনাত্ দিছ্‌লো। আবার খোট্টারাও আন্‌লে। নিলাম না—

ঠাকুর আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় বিজয় কথা কহিলেন।

বিজয়। আজ্ঞে তা বই কি! যা দরকার কাজেই নিতে হয়। এক জনের ত দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেবার সেই ঈশ্বর! শাশুড়ী বল্‌লে, আহা বউমা, সকলেরই সেবা কর্‌বার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হোতো। বউ বল্‌লে, ও গো আমার পা হরি টিপ্‌বেন, আমার কারুকে দরকার নেই। সে ভক্তিভাবে ঐ কথা বল্‌লে।

"একজন ফকীর আকবর শার কাছে কিছু টাকা আন্‌তে গিছলো। বাদশা তখন নমাজ পড়্‌চে আর বল্‌চে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলত দাও। ফকীর তখন চলে আস্‌বার উপক্রম কর্‌লে কিন্তু আকবর শা তাকে বস্‌তে ইসারা করলেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বল্লে, আপনিই বল্‌ছিলেন, ধন দাও দৌলত দাও। তাই ভাব্‌লাম, যদি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন চাইবো?

বিজয়। গয়ায় সাধু দেখেছিলাম। নিজের চেষ্টা নাই। একদিন ভক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হোলো। দেখি কোথা থেকে, মাথায় কোরে ময়দা ঘি এসে পড়লো। ফল টলও এলো।

(সঞ্চয় ও তিন শ্রেণীর সাধু)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদি ভক্তের প্রতি)। সাধু তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যারা খাবার জন্য চেষ্টা করে না। মধ্যম ও অধম যেমন দণ্ডী ফণ্ডী। যারা মধ্যম তারা 'নারায়ণ হরি' বলে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে।

"উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগর বৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। একটি ছোক্‌রা সাধু বাল ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে গিছিল, একটী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে মনে কর্‌লে, ওর বুকে ফোড়া হয়েছে; তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লে। পরে বাড়ীর গিন্নীরা বুঝিয়ে দিলে যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দিবেন; তাই ঈশ্বর আগে থাক্‌তে তার বন্দোবস্ত কর্‌ছেন। এই কথা শুনে ছোকরা সাধুটি অবাক্ হয়ে গেল।

তখন সে বল্লে, তবে আমার ভিক্ষা কর্‌বার দরকার নেই। আমার জন্যও খাবার আছে।

ভক্তেরা কেহ কেহ মনে করিতেছেন, তবে আমাদেরও ত চেষ্টা না কর্‌লে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার চেষ্টা কর্‌তেই হবে।

বিজয়। ভক্তমালে একটি বেশ গল্প আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি বলনা।

বিজয়। আপনিই বলুন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না তুমিই বল। আমার অত মনে নাই।

"প্রথম প্রথম একবার শুনতে হয়। তাই আগে আগে ও সব শুনতাম।

(ঠাকুরের অবস্থা এবং পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার এখন সে অবস্থা নয়। হনুমান বলেছিলো, আমি তিথি নক্ষত্র জানিনা। এক রাম চিন্তা করি।

"চাতক চায় কেবল 'ফটিক জল'। পিপাসায় প্রাণ যায়, উঁচু হয়ে আকাশের জল পান কর্‌তে চায়। গঙ্গা যমুনা সাত সমুদ্র জলে পূর্ণ। সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না।

"রাম লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখ্‌লেন, একটি কাক ব্যাকুল হয়ে বারবার জল খেতে যায় কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে তিনি বল্‌লেন, ভাই, এ কাক পরম ভক্ত। অহর্নিশি রাম নাম জপ কর্‌ছে। এ দিকে জলতৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে, কিন্তু খেতে পারছে না। ভাবচে, খেতে গেলে পাছে রাম নাম জপ ফাঁক যায়।

হলধারীকে পূর্ণিমার দিন বললুম, দাদা আজ কি অমাবস্যা? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে)। হাঁগো। শুনেছিলাম, যখন অমাবস্যা পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস করবে কেন? হলধারী বল্‌লে এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা পূর্ণিমা বোধ নাই!

ঠাকুর একথা বলিতেছেন, এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সসম্ভ্রমে) আসুন আসুন। বসুন।

(বিজয়াদি ভক্তের প্রতি)। এ অবস্থায় 'অমুক দিন' মনে থাকে না। সে দিন বেণীপালের বাগানে উৎসব;—দিন ভুল হয়ে গেল। 'অমুক দিন সংক্রান্তি, ভাল করে হরিনাম করবো' এ সব আর ঠিক থাকে না।

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)। তবে অমুক আসবে বল্‌লে মনে থাকে।

"ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা। রাম জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, হনুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছো; কিরূপ তাঁকে দেখে এলে আমাকে বলো। হনুমান বল্‌লে, রাম, দেখলাম সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে। তার ভিতর মন প্রাণ নাই। সীতার মন প্রাণ যে তিনি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন। তাই শুধু শরীর পড়ে আছে। আর কাল (যম) আনাগোনা কর্‌চে। কিন্তু কি কর্‌বে? শুধু শরীর; মন প্রাণ তাতে নাই।

"যাকে চিন্তা কর্‌বে, তার সত্তা পাওয়া যায়। অহর্নিশি ঈশ্বর চিন্তা করলে ঈশ্বরের সত্তা লাভ হয়। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়ে তাই হয়ে গেল।

"বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য? ঈশ্বরলাভ। সাধুর পুঁথি একজন খুলে দেখ্‌লে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল রাম নাম লেখা আছে।

(বিষয় ত্যাগ, ঈশ্বরলাভ ও উদ্দীপন)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের ওপর ভালবাসা এলে একটুতাতেই উদ্দীপন হয়।

"তখন একবার রামনাম কর্‌লে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়।

"মেঘ দেখ্‌লে যেমন ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম্ ধরে নৃত্য করে, শ্রীমতীরও সেই রূপ হোতো। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়্‌তো।

"চৈতনদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুন্‌লেন, এ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অম্‌নি ভাবে বিহ্বল হলেন—কেননা হরিনাম কীর্ত্তনের সময়ে খোল বাজে।

"কার উদ্দীপন হয়? যার বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হয়েছে। বিষয়রস যার শুকিয়ে যায়, তারই একটুতেই উদ্দীপন হয়। দেশলাই ভিজে থাক্‌লে হাজার ঘসো জ্বলবে না। জলটা যদি শুকিয়ে যায় তা হলে একবার একটু ঘসলেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠে।

(ঈশ্বরলাভ ও আত্মসমর্পণ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের সুখ দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে, সে ব্যক্তি মন প্রাণ দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পা সরোবরে স্নান কর্‌বার সময় রাম লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট একজায়গায় মাটীতে ধনুক গুঁজে রাখ্‌লেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ ধনুক তুলে দেখেন যে, রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম দেখে বল্‌লেন, ভাই, দেখ দেখ বোধ হয় কোন জীবহিংসা হলো। লক্ষ্মণ মাটী খুঁড়ে দেখেন, একটা বড় কোলা ব্যাঙ্‌। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণ স্বরে বল্‌তে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, তা হলে আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌তাম। যখন সাপে ধরে, তখন তো তুমি খুব চীৎকার করো'। ভেক বল্‌লে, রাম, যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি, 'রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো'। এখন কিন্তু দেখ্‌ছি, রামই আমায় মার্‌চেন। তাই চুপ করে আছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও মহিমাদি ভক্তদের দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুর শুনিয়াছিলেন যে, মহিমাচরণ গুরু মানেন না। এই বার ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখ্‌বার দরকার নাই।

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

একজন চণ্ডী ভাগবৎ শোনাতো। সে বল্‌লে, ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও জ্ঞানযোগ)

মহিমাচরণ বেদান্ত চর্চ্চা করেন। উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ অবলম্বন করিয়াছেন ও সর্ব্বদা বিচার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা। এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ। আমি আর পরব্রহ্ম এক। মায়া দরুণ জান্‌তে দেয় না।

"হরিশকে বল্‌লুম, আর কিছু নয়—সোনার উপর খোঁচা কতক মাটী পড়েছে, সেই মাটী ফেলে দেওয়া।

"ভক্তেরা 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। কিরূপে স্বস্বরূপে থাকা যায়, ন্যাংটা উপদেশ দিতো, —মন বুদ্ধিতে লয় কর, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্বস্বরূপে থাক্‌বে।

"কিন্তু 'আমি' থাক্‌বেই থাক্‌বে, যায় না। যেমন অনন্ত জল, উপরে নীচে সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে জলে পরিপূর্ণ। সেই জলের মধ্যে একটি জলে পূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তবুও কুম্ভটি আছে। 'আমি' রূপ কুম্ভ।

(জ্ঞানী ও তাঁহার শরীর ও চরিত্র।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনি থাকে, তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপু দগ্ধ হয়ে যায়। কালীবাড়ীতে অনেক দিন হ'লো একবার ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। কালীঘরে বজ্রপাত হয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখ্‌লাম, কপাট গুলির কিছু হয় নাই; তবে ইস্ক্রু গুলির মাথা ভেঙ্গে গিছিলো। কপাট গুলি যেন শরীর আর কামাদি আসক্তি যেন ইস্ক্রু গুলি।

"জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভাল বাসে। বিষয়ের কথা হলে তার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পাগড়ী খসে না। তাই ফিরে ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে।

"বেদেতে সপ্ত ভূমির কথা আছে। পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন ঈশ্বর কথা বই শুন্‌তেও পারে না আর বল্‌তেও পারে না, তখন তার মুখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়।

"বেদে আছে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম একও নয় দুইও নয়। এক দুয়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না নাস্তিও বলা যায় না, তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে!

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাগ ভক্তি এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধী ভক্তি হতেও যেমন, যেতেও তেমন। এত জপ, এত

ধ্যান কর্‌বে, এত যাগ যজ্ঞ হোম কর্‌বে, এই এই উপচারে পূজা করবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্‌বে, এই সকলের নাম বৈধী ভক্তি। হতেও যেমন, যেতেও তেমন! কত লোকে বলে, আর ভাই, কত হবিষ্য করলুম, কত বার বাড়ীতে পূজা আনলুম, কিন্তু কি হলো?

"রাগ ভক্তির কিন্তু পতন নাই। কাদের রাগ ভক্তি হয়? যাদের পূর্ব্ব জন্মে অনেক কাজ করা আছে। অথবা নিত্যসিদ্ধ। যেমন একটা পোড়ো বাড়ীর বনজঙ্গল কাট্‌তে কাট্‌তে নলবসান ফোয়ারা একটা পেয়ে গেল। মাটী সুরকী ঢাকা ছিল; যাই সরিয়ে দিলে, অমনি ফর্‌ ফর্‌ করে জল উঠতে লাগ্‌ল।

"যাদের রাগ ভক্তি তারা এমন কথা বলেনা "ভাই কত হবিষ্য কর্‌লুম কিন্তু কি হোলো। যারা নূতন চাষ করে, তাদের যদি ফসল না হয়, তা হলে জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু খানদানি চাষা ফশল হোক আর না হোক আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে; তারা জানে যে, চাষ করেই খেতে হবে।

"যাদের রাগ ভক্তি, তাদেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার নেন। হাঁস-পাতালে নাম লেখালে আরাম না হোলে ডাক্তার ছাড়ে না।

"ঈশ্বর যাদের ধরে আছেন, তাদের কোন ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধরে থাকে, সে পড়লেও পড়তে পারে—যদি অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে, সে পড়ে না।

(বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ভক্তি।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিশ্বাসে কিনা হতে পারে? যার ঠিক তার সব তাতে বিশ্বাস হয়;—সাকার নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী।

"ওদেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড় বৃষ্টি এলো। মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবই বল্‌লুম—রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী আবার বললুম হনুমান। আচ্ছা সব বললুম এর মানে কি?

"কি জান যখন বাজারের পয়সা লয় তখন বলে বলে নেয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের পয়সা, ইগুনো মাছের পয়সা। সব আলাদা। সব হিসাব করে লয়ে তার পর দে মিশিয়ে।

(রাগ ভক্তি ও ঈশ্বর কথা)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভাল বাসে, তার কথা শুনতে ও বলতে ভাল লাগে।

"সংসারী লোকেদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাত করে তো অমনি বলবে, 'ওরে তোর খুড়োর জন্য পা ধোবার জল আন্'।

"যারা পায়রা ভাল বাসে, তাদের কাছে পায়রার সুখ্যাত করলে বড় খুশী। যদি কেউ পায়রার নিন্দা করে, তা হলে বলে উঠবে 'তোর বাপ চোদ্দ পুরুষ কখন কি পায়রার চাষ করেছে?'

ঠাকুর মহিমাচরণকে আবার বলিতেছেন। কেননা মহিমাচরণ সংসারী লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। সংসার একেবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হোলো। তবে সাধন চাই। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

"কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও সুবিধা—কেল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সংসার ভোগের স্থান; এক একটী জিনিস ভোগ করে অমনি ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল, সোনার গোট পরি। তা শেষে পাওয়াও গেলো, সোনার গোট পরলুম, পরার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুলতে হবে।

"পেঁয়াজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম, মন, এর নাম পেঁয়াজ। তার পর মুখের ভিতর একবার এদিক একবার ওদিক একবার সেদিক করে তারপর ফেলে দিলুম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ একজন গায়ক আসিবে, সম্প্রদায় লইয়া কীর্তন করিবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কই কীর্তন কই?'

মহিমা। আমরা বেশ আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, এ তো আমাদের বার মাস আছে।

নেপথ্যে একজন বলিতেছেন, 'কীর্ত্তন এসেছে, কীর্ত্তন এসেছে'।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে কেবল বল্‌লেন, 'অ্যাঁ এসেছে?'

দক্ষিণ পূর্ব্ব লম্বা বারান্দায় মাদুর পাতা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'গঙ্গাজল একটু দে, যত বিষয়ীরা পা দিচ্ছে'।

বালীনিবাসী প্যারী বাবুর পরিবারেরা ও মেয়েরা কালীমন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছে. কীর্ত্তন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া তাহাদের শুনিবার ইচ্ছা হইল। একজন ঠাকুরকে আসিয়া বলিতেছে "তারা জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, 'ঘরে কি জায়গা হবে, তারা কি বসতে পারে?" ঠাকুর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বলিতেছেন, 'না না ওখানে (অর্থাৎ ঘরে) জায়গা কোথায়।'

এমন সময় নারাণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 'তুই কেন এসেছিস?' ঠাকুর বলিতেছেন, 'তুই কেন এসেছিস? অত মেরেছে—তোর বাড়ীর লোকে'।

নারাণ ঠাকুরের ঘরের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুর বাবুরামকে ইঙ্গিত করিলেন, 'ওকে খেতে দিস।'

নারাণ ঘরের মধ্যে গেলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, নারাণকে নিজের হাতে খাওয়াইবেন। খাওয়াইবার পর আবার কীর্ত্তনের স্থানে আসিয়া বসিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(১)

[স্বামীজি আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে খেতড়িনিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে ইংরাজীতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—ইহা তাঁহারই বঙ্গানুবাদ।]

বোম্বাই।

২০।৯।৯২

প্রিয় পণ্ডিতজী মহারাজ,

আমি যথাসময়ে আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি প্রশংসার উপযুক্ত না হইলেও আমাকে কেন যে প্রশংসা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না।

প্রভু যীশুর কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'ভাল একজন মাত্রই আছেন —স্বয়ং প্রভু ভগবান্‌ই একমাত্র ভাল।' মহতো মহীয়ান্ ঈশ্বর এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণই গৌরবপাত্র, আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তি নহে। এ ক্ষেত্রে 'ভৃত্য তাহার বেতনের অধিকারী নহে।' বিশেষতঃ, ফকিরের কোনরূপ প্রশংসা লাভের অধিকার নাই। ভৃত্য যদি শুধু তাহার কার্য্য করিয়া থাকে, তবে কি আপনি তাহার প্রশংসা করেন?

আশা করি, আপনি সপরিবারে সম্পূর্ণ কুশলে আছেন। পণ্ডিত সুন্দরলালজী ও মদীয় অধ্যাপক * যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

এখন আপনাকে আমি অন্য এক বিষয় বলিতে চাই:—হিন্দুগণ চিরকালই সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা সত্যের বিচার দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের সকল দর্শনেই আমরা দেখিতে পাই, প্রথমে একটী সাধারণ প্রতিজ্ঞা ধরিয়া লইয়া তার পর চুলচেরা বিচার চলিতেছে, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটিই হয়ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও বালকোচিত। কেহই এই সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা অথবা অনুসন্ধান করে নাই। তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। সেই জন্যই আমাদের দেশে পর্য্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ (Generalisation, বিশেষ বিশেষ সত্য হইতে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া) প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্তাভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটী কারণ আছে:—প্রথমতঃ, এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্তাধিক্য হেতু আমাদিগকে কর্ম্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তাপ্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা করিতে বা দূরভ্রমণ করিতে লোকে যে যাইত না, তাহা নহে; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বণিক্‌গণই প্রায় অধিকসংখ্যক ছিল—পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ইহাদিগের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রোধ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং ইহাদের পর্য্যবেক্ষণ সদোষ ছিল। ইহারা বিভিন্ন দেশের যে বিবরণ প্রদান

* স্বামীজি খেতড়িতে জনৈক পণ্ডিতের নিকট পাণিনি শিক্ষা করেন। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া 'মদীয় অধ্যাপক' বলিতেছেন।

করিত, তাহা অত্যুক্তিপূর্ণ ও কাল্পনিক ছিল—সুতরাং উহা লোকগ্রাহ্য হয় নাই।

সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে পুনরায় এক জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন যে বিষম অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা ভাবিলে হাস্যের উদ্রেক হয়। যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সে যেন সংক্রামক রোগের ন্যায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে, কিন্তু যখনই পাদরি সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা (যতই ছিন্ন ও জর্জ্জরিত হউক) জামা পরিতে পায়,তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেও প্রবেশাধিকার পায়। আমি ত এমন লোক দেখিতে পাই না, যে তখন ভরসা করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ার দিতে ও তাহার সহিত সপ্রেম করমর্দ্দনে অস্বীকার করিতে পারে!! এর চেয়ে আর অদৃষ্টের পরিহাস কতদূর হইতে পারে? এখন এই পাদরিরা দক্ষিণে কি কর্চ্চে, দেখ্‌বেন আসুন দেখি। উহারা লাখ লাখ নীচ জাতকে খ্রীষ্টান করে ফেল্‌চে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী, তথাকার সিকি ভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। আর আমি তাদের দোষও দিতে পারি না। তারা কি আর ডেভিড, যীশু প্রভৃতিকে মানে? হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইএর ন্যায় দেখিবে?

আপনারই

বিবেকানন্দ।

---

(২) গোপাললাল ভিলা,
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।
ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯০২।

প্রিয় স্বরূপ,

* * * *

চা—র পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই, তাহাকে বলিবে, সে যেন ব্রহ্মসূত্র নিজে নিজে পড়ে। 'ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে', চা—র এ কথার অর্থ কি? অবশ্য সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিয়াছে, আর যদি সে উহা লক্ষ্য না করিয়া থাকে, তবে তাহার করা উচিত। কিন্তু শঙ্কর যে শেষ ভাষ্যকার। আর বৌদ্ধ সাহিত্যে বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখাসম্বন্ধে যে সকল প্রাসঙ্গিক উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে উহাদিগকে অদ্বৈতবাদের প্রতিকূল রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ অমরসিংহ বুদ্ধদেবের একটী নাম অদ্বয়বাদী বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? চা—লিখিতেছেন, উপনিষদে ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ নাই!!

আমার মতে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাদ্বয়ের মধ্যে মহাযান প্রাচীনতর।

মায়াবাদ ঋক্‌সংহিতার ন্যায়ই প্রাচীন।

শ্বেতাশ্বতরে যে 'মায়া' শব্দ আছে, উহা প্রকৃতির ভাব হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে। আমার মতে ঐ উপনিষদ্ অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাচীনতর।

সম্প্রতি আমি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব জানিয়াছি আর আমি ইহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত যে নানা আকারের শিবপূজা বৌদ্ধদের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। (১) বৌদ্ধগণ শৈবদিগের পবিত্র স্থানসমূহ দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া উহাদের নিকটেই নিজেদের নূতন নূতন স্থান করে। যেমন গয়ার নিকটে বুদ্ধগয়া, কাশীর নিকটে সারনাথ।

(২) অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহা কেবল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত একটী উপাখ্যান মাত্র।

(৩) বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্ব্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, প্রমাণিত হইতেছে।

(৪) গয়াতে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেই পিতৃ-উপাসনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের নিকট হইতে পদচিহ্ন উপাসনার অনুকরণ করে।

(৫) বারাণসী সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহ হইতে পর্য্যন্ত প্রমাণ হয়, ইহা শিবোপাসনার একটী প্রধান স্থান ছিল।

আমি বুদ্ধগয়া ও বৌদ্ধসাহিত্য হইতে যাহা শিখিয়াছি, সে অনেক কথা। চা—কে মূর্খগণের মত দ্বারা পরিচালিত না হইয়া নিজে নিজে পড়িতে বল।

আমি এখানে বেশ ভালই আছি। যদি ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের উন্নতিই হইতে থাকে, তবে বিশেষ লাভই হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে আমার মনে সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমি এ বিষয়ে যে একটু আধটু আলোক পাইয়াছি, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইবার পূর্ব্বেই আমার শরীর যাইতে পারে, কিন্তু কি ভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা আমি দেখাইয়া দিয়া যাইব। তোমাকে ও তোমার গুরুভাইগণকে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তোমাকে আমার সম্পূর্ণ ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ।

তোমারই

বিবেকানন্দ।

স্বামী অভেদানন্দ।

"গত সোমবার মিঃ এ, সি, সান্যাল আগরা হইতে তার করিতেছেন,—

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অভেদানন্দ গত শনিবার এখানে পৌঁছিয়াছেন। গতকল্য এখানকার এক হিন্দু মন্দিরে একটী সভা হয়। স্বামীকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হইল। তিনি দক্ষতার সহিত সকলগুলিরই উত্তর দিয়াছিলেন। তৎপরে স্বামীকে একটী অভিনন্দন দেওয়া হইল, তিনি সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিলেন। অপরাহ্নে স্বামী ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলে 'বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকতা' সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। এখানকার জনৈক প্রধান উকিল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী এক ঘণ্টার উপর বক্তৃতা করেন।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। বক্তৃতান্তে উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটী কমিটি গঠিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অনেক টাকা চাঁদা সই হইল। সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হইল। সেই রাত্রেই স্বামী আলোয়ার যাত্রা করিলেন।"

পাইওনিয়ার, ১৭ই অক্টোবর, ·০৬

জনৈক পত্রপ্রেরক আলোয়ার হইতে লিখিতেছেন,

স্বামী অভেদানন্দ গত সোমবার ১৫ই অক্টোবর তারিখে এখানে উপস্থিত হন। যদিও মহারাজা বাহাদুর তখন উপস্থিত ছিলেন না তথাপি রাজ্যের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাঁহাকে সোৎসাহে অভ্যর্থনা করিল। সেই দিন অপরাহ্নে মহারাজা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে বিশেষ সন্তোষলাভ করেন। স্বামী অনেকবার রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া মহারাজা, তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ এবং পণ্ডিতগণের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী কথোপকথনে যাপন করেন। গত শনিবার সন্ধ্যাকালে তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া 'বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকতা' সম্বন্ধে এক বক্তৃতাপ্রদান করেন। মহারাজা স্বয়ং সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আমার বরাবর গভীর শ্রদ্ধা আছে—যখন আমি সামান্য বালকমাত্র, স্কুলে অধ্যয়ন করিতাম, তখন হইতেই ইচ্ছা হইত, স্বামীজির নিকট গিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আমার ভক্তি নিবেদন করি, কিন্তু হঠাৎ শুনিলাম, স্বামীজি ইহলোকে নাই। তখন হৃদয়ে যে কি আঘাত লাগিল, তাহা বাক্য দ্বারা আর কি প্রকাশ করিব ?'

তৎপরে তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে স্বামী অভেদানন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ লাভ করাতে বড়ই সুখী হইয়াছেন। তিনি আমেরিকায় স্বামীর কার্য্যকলাপ বরাবর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন আর অনেক দিন হইতেই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। মুনশি জগমোহন লাল ইংরাজী অনভিজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দকে বক্তৃতার ভাব হিন্দীতে বুঝাইয়া দিলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত।

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির জনৈক সভ্য লিখিতেছেন,—

বেদান্ত সমিতি।

সানফ্রান্সিস্কো।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬।

"ভীষণ ভূমিকম্পে ও অগ্নিকাণ্ডে সানফ্রান্সিস্কো সহর ওলট পালট হইয়া গেলেও এখানকার বেদান্ত সোসাইটীর কার্য্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বরং দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। স্বামী ত্রিগুণাতীত মহা উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। এ বৎসর তিনি আর কোথাও যান নাই। এখানেই থাকিয়া বক্তৃতা, পাঠ ও অবিশ্রান্ত উপদেশাদি দ্বারা অত্রস্থ জনগণের তাপিতান্তঃকরণ শান্ত করিতে যত্নশীল ছিলেন।

আগষ্ট মাসের রবিবারের বক্তৃতা বিষয় (1) Nothingness of the world (2) Search after the truth, (3) Means for the attainment of the truth (4) Great liberty of the soul. এখান হইতে ওকলণ্ড (Oakland) সহর প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রতি রবিবার প্রাতে তথায় যাইয়া ১১টার সময় বক্তৃতা করেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানকাকার Society auditoriumএ রাত্রি ৮টার সময় বক্তৃতা দেন। আগষ্ট মাসের বক্তৃতা কয়টী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্বামীর সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণে ও আদর্শ চরিত্রগুণে বহু নরনারী দিন দিন বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, রবিবারে শ্রোতৃসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ও বেদান্তবিষয়ক তত্ত্ব সকল জানিবার জন্য স্বামীর নিকট বহুলোক আসিতেছে। এক এক দিন স্বামীর আহারের সময় পর্য্যন্ত থাকে না, প্রাতঃকাল ৮ হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত লোক যাতায়াত করিতে থাকে।

স্বামী প্রকাশানন্দ ২রা আগষ্ট এখানে পৌঁছিয়াছেন। আসিয়াই সোমবার ও বৃহস্পতিবার গীতা ও উপনিষদ ক্লাসের ভার লইয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে এক সাধারণ সভা হয়। তাহাতে সাধারণে

যে সকল প্রশ্ন করে, স্বামী প্রকাশানন্দ তাহার উত্তর প্রদান করেন। বেদান্ত তত্ত্ব দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত করিবারও আস্থা দিন দিন বাড়িতেছে। তজ্জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত উপযুক্ত ছাত্র বোধে কিছু কিছু সাধনও শিখাইতেছেন। মেম্বরগণকে সাধন পথে বিশেষ সাহায্য করিবার জন্য দৈনিক ধ্যানের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকাশানন্দ স্বামী মেম্বরগণের সহিত একত্রে ধ্যান করেন। ইহার উপকারিতা সকলেই অনুভব করিতেছেন। স্বামী প্রকাশানন্দ এখানে আসায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের যে কিরূপ সাহায্য হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। এখানকার সকলেই স্বামী প্রকাশানন্দকে খুব পছন্দ করিয়াছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এখানকার রীতি নীতি চাল চলন ও জলবায়ু ইঁহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইনি এ দেশ বেশ পছন্দ করিয়াছেন, এখানকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক নরনারীগণকে সাহায্য করিতে অতি আনন্দিত। স্বামী ত্রিগুণাতীত এদেশের পক্ষে ঠিক ঠিক উপযুক্ত শিক্ষক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা। তাঁহার অমিত অধ্যবসায়গুণে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ দেশে বেদান্ত তত্ত্ব সমূহ প্রচারের প্রথম চিরভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে আমেরিকাদেশবাসী আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্তালোক সুদূর ভারত হইতে এদেশে প্রথম আনিয়াছেন এবং তাঁহার পর অন্যান্য স্বামিগণ তাঁহাদের জীবন ও উপদেশাদি দ্বারা তাহার বিস্তারের জন্য অনুক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন, সেই বেদান্ত তত্ত্ব গ্রহণের জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত করিতে যত্নবান হই, এবং উহা জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়া ধন্য হই।"

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে সহৃদয় চাঁদাদাতৃগণের নাম ও দান স্থানাভাবে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। যাঁহারা সাহায্যদানে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা ঠিকানায় তাঁহাদের সাহায্য পাঠাইবেন।

রবিদ্যাযাশ্চ সম্বন্ধস্য যজ্ জ্ঞানং চ অন্যৎ তদ্বিষয়ং সম্ভবতি অনবস্থাপ্রাপ্তেঃ যদি জ্ঞাতাপি জ্ঞেয়সম্বন্ধো জ্ঞায়েত অন্যো জ্ঞাতা কল্প্যঃ স্যাৎ তস্যাপ্যন্যঃ তস্যাপ্যন্যঃ ইত্যনবস্থা অপরিহার্য্যা। যদি পুনরবিদ্যা জ্ঞেয়া অন্যদ্ বা জ্ঞেয়মেব তথা জ্ঞাতাপি জ্ঞাতৈব ন জ্ঞেয়ং ভবতি। যদা চৈবং অবিদ্যাদুঃখিত্বাদ্যৈঃ ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য কিঞ্চিৎ দুষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ। সেই সময় জ্ঞাতার—জ্ঞেয়ভূত অবিদ্যার সহিত সেই অনস্থায় কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, ইহা কোন প্রকারেই বুঝিবার যোগ্যতা নাই। কারণ, অবিদ্যা ত জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয় ভাবেই প্রকাশিত হইতেছে (যদি বল) জ্ঞাতা, অবিদ্যা এবং অবিদ্যার সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ এই তিনটী বস্তুর যে গ্রহীতা তাহাকে যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ করা যায়, সেই জ্ঞানেরও ত সম্ভাবনা আছে, ইহাও ঠিক নহে, তাহা হইলে এইরূপ কল্পনার অনবস্থা হইতে পারে। (কিরূপ অনবস্থা হয় তাহা বলি) যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া আর এক জন জ্ঞাতাকে কল্পনা করিতে হয়। আবার সেই জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় সম্বন্ধের যে জ্ঞান হয়, তাহার আশ্রয় বলিয়া অন্য একটী জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয়। সেই জ্ঞাতারও যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া আরও একটী জ্ঞাতাকে কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবে জ্ঞাতৃকল্পনার একটা শেষ পাওয়া যায় না, ইহাকেই অনবস্থা কহে। যদি অবিদ্যা জ্ঞেয় অথবা অন্য জ্ঞেয় পদার্থ কেবল জ্ঞেয়ই হয় (জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধ না হয়) তাহা হইলে জ্ঞাতা যে আত্মা সে কেবল জ্ঞাতাই হইবে, কখনই জ্ঞেয় হইতে পারে না। ইহাই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে অবিদ্যা ও তৎকার্য্য দুঃখিত্বাদি দোষসমূহের দ্বারা আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ কোন প্রকারেই দুষ্ট হইতে পারে না।

ভাষ্য। নন্বু অয়মেব দোষঃ যদ্ দোষবৎক্ষেত্রবিজ্ঞাতৃত্বং। ন বিজ্ঞানস্বরূপস্যৈব অবিক্রিয়স্য বিজ্ঞাতৃত্বোপচারাৎ। যথোষ্ণতামাত্রেণ অগ্নেস্তপ্তিক্রিয়োপচারস্তদ্বৎ। যথা অন্য ভগবতা ক্রিয়াকারকফলাত্মত্বাভাব আত্মনি স্বত এব দর্শিতঃ অবিদ্যাধ্যারোপিতৈরেব ক্রিয়াকারকাদি আত্মনি উপচর্য্যতে তথা তত্র তত্র "য এনং বেত্তি হন্তারং" "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং" ইত্যাদি প্রকরণেষু দর্শিতং তথৈব ব্যাখ্যাতমস্মাভিঃ। উত্তরেষু চ প্রকরণেষু দর্শয়িষ্যামঃ। হন্ত তর্হি আত্মনি ক্রিয়াকারকফলাত্মতায়াঃ স্বত এবাভাবে অবিদ্যায়া চাধ্যারোপিতত্বে কর্ম্মাণি অপি

অবিদ্বৎকর্ত্তব্যান্যেব ন বিদুষাং ইতি প্রাপ্তং। সত্যমেবং প্রাপ্তং এতদেব চ "ন হি দেহভৃতা শক্যং" ইত্যত্র দর্শয়িষ্যামঃ। সর্ব্বশাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে চ "সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা" ইত্যত্র বিশেষতো দর্শয়িষ্যামঃ। অলমিহ বহুপ্রপঞ্চেন ইত্যুপসংহ্রিয়তে। ২।

ভাষ্যানুবাদ। যদি বল এই দোষই প্রসক্ত হইতে পারে যে, আত্মা শুদ্ধ হইলেও দোষযুক্ত ক্ষেত্রের বিজ্ঞাতা; ইহাও ঠিক নহে। কারণ—আত্মা স্বতঃ বিজ্ঞান স্বরূপ। তাহাতে কোন সময়ে কোন প্রকার বিকার হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রবিজ্ঞাতৃত্বরূপ ধর্ম্ম সেই বিজ্ঞানস্বভাব আত্মাতে উপচরিত অর্থাৎ আরোপিত হইয়াছে মাত্র, বাস্তবিক আত্মা বিজ্ঞাতা নহে, উহা বিজ্ঞান মাত্র। যেমন উষ্ণতা বহ্নির স্বভাব বলিয়া তাপক্রিয়া তাহার উপর আরোপিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানস্বভাব বলিয়া আত্মাতেও বিজ্ঞাতৃত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। এই স্থলে ভগবান্ যেমন দেখাইতেছেন যে, আত্মাতে ক্রিয়া কারক ও ফলরূপতার অভাব স্বতঃসিদ্ধ অবিদ্যাবশে আরোপিত, ধর্ম্মসমূহের দ্বারা আত্মাতে ক্রিয়া কারকাদি স্বভাব আরোপিত হইয়া থাকে। সেইরূপ সেই সেই স্থলে অর্থাৎ "য এনং বেত্তি হন্তারং" (যে ইহাকে হন্তা বলিয়া বোধ করে) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" (প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারাই সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়) "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং" (আত্মা কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না) এই সকল প্রকরণেও সেইরূপই (ভগবান্) দেখাইয়াছেন। আমরাও সেই স্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছি। অগ্রেও যে সকল প্রকরণ আসিবে, তাহাতেও আমরা এইরূপই দেখাইব। তবে এক্ষণে শঙ্কা করিতে পার যে, আত্মাতে ক্রিয়াকারক ও ফল এই ত্রিবিধ উপাধির যদি ঐকান্তিক অভাব হইল এবং ঐ সকল বস্তু যদি অবিদ্যানিবন্ধনই আত্মাতে আরোপিত, এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে, কর্ম্ম সকল অবিদ্বানেরই কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল, বিদ্বানের পক্ষে আর কোন প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য থাকিতেছে না, এইপ্রকার আপত্তি হইতেছে; ইহার উত্তর এই যে, এই প্রকার আপত্তি সত্য সত্যই হইয়া পড়িতেছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। "ন হি দেহভৃতা শক্যং" (দেহাভিমানী জীবের ইহা শক্য নহে) এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বিষয়টিকে আমরা ভাল করিয়া প্রদর্শন করিব। "সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা" (হে কুন্তীনন্দন! জ্ঞানের যাহা পর নিষ্ঠা) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমি যখন সর্ব্বশাস্ত্রার্থের উপ-

সংহার প্রদর্শন করিব, সেই সময়ও এই বিষয়টীকে ভাল করিয়া বুঝাইব। এখানে এই বিষয়টীর আর বহু বিস্তারে কাজ নাই, এই জন্য এই বিচারের আপাততঃ উপসংহার করা যাইতেছে। ২।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

অন্বয়। তৎ ক্ষেত্রং যৎ যাদৃক্ যদ্বিকারি, যতঃ (কারণাৎ) যৎ (কার্য্যং) চ তথা স চ যঃ যৎপ্রভাবশ্চ (ইত্যেতৎ সর্ব্বং) সমাসেন মে শৃণু। ৩।

মূলানুবাদ। সেই ক্ষেত্র কিরূপ, তাহার বিকারই বা কিরূপ, উহা কি উপাদানে গঠিত, উহার ধর্ম্মই বা কি এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞও কিরূপ; উহার প্রভাবই বা কিপ্রকার, এইসকল বিষয়ে আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে শ্রবণ কর। ৩।

ভাষ্য। ইদং শরীরমিত্যাদি শ্লোকোপদিষ্টস্য ক্ষেত্রাধ্যায়ার্থস্য সংগ্রহ-শ্লোকোঽয়মুপদিশ্যতে তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেত্যাদি ব্যাচিখ্যাসিতস্য হ্যর্থস্য সংগ্রহোপন্যাসো ন্যায্য ইতি। যন্নির্দ্দিষ্টমিদং শরীরমিতি তৎতচ্ছব্দেন পরামৃশতি। যচ্চেদং নির্দ্দিষ্টং ক্ষেত্রং তদ্ যাদৃক্ যাদৃশং স্বকীয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ। চ শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। যদ্বিকারি যোবিকারোঽস্য তদ্ যদ্বিকারি যতো যস্মাৎ চ যৎকার্য্যমুৎপদ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। স চ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্দ্দিষ্টঃ স যৎপ্রভাবো যে প্রভাবা উপাধিকৃতাঃ শক্তয়ো যস্য স যৎপ্রভাবশ্চ তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং যথা বিশেষিতং সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বাক্যতঃ শৃণু শ্রুত্বা অবধারয় ইত্যর্থঃ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। "ইদং শরীরং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা উপদিষ্ট যে ক্ষেত্রাধ্যায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ, তাহারই সংগ্রহ শ্লোক এইটী উপন্যস্ত হইতেছে। সেই ক্ষেত্রাধ্যায়ের অর্থের বিবরণ প্রকাশ করা এই স্থানে অভিপ্রেত সুতরাং তাহার সংক্ষেপে (প্রথমতঃ) উপন্যাস করাই উচিত হইয়াছে। "ইদং শরীরং" এই শব্দের দ্বারা যাহা পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই এই স্থানে "তৎ" এই শব্দটীর দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। এই যে ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা "যাদৃক্" অর্থাৎ ইহা স্বকীয় ধর্ম্ম সমূহের দ্বারা যাদৃশ (প্রতীত হয়)। এই যে চ শব্দটী আছে, ইহার অর্থ সমুচ্চয়। "যদ্বিকারি" অর্থাৎ যাহা ইহার বিকার, যাহা হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহাই বাক্যের প্রতিপাদ্য। সে,যে ক্ষেত্রজ্ঞের

কথা বলা হইয়াছে, সে "যৎপ্রভাব" অর্থাৎ যাহা তাহার প্রভাবই অর্থাৎ উপাধিকৃত শক্তি সমূহ (তাহাও কিরূপ?) এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞও স্বরূপে কিরূপ?—এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে যথার্থ স্বরূপ এবং সেই স্বরূপ যে ভাবে বিশেষিত, তাহা সকলই সংক্ষেপে আমার বাক্য হইতে শুন এবং শুনিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪॥

অন্বয়। (তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বং) ঋষিভির্বহুধা গীতং বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক্ (গীতং) তথা হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈর্ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চ (পৃথক্ গীতং)॥ ৪॥

মূলানুবাদ। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ সেই ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছেন। ঋক্ প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়ও পৃথক্‌ভাবে সেই ক্ষেত্রের তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে এবং আত্মেত্যেব উপাসীত ইত্যাদি ব্রহ্মাত্মভাববোধক যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারাও ঐ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ৪।

ভাষ্য। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্যাথাত্ম্যং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধি-প্ররোচনার্থং। ঋষিভির্বসিষ্ঠাদিভির্বহুধা বহু প্রকারং গীতং কথিতং ছন্দোভিঃ ছন্দাংসি ঋগাদীনি তৈশ্ছন্দোভির্বিবিধৈঃ—নানাপ্রকারৈঃ পৃথক্ বিবেকতো গীতং। কিঞ্চ ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রাণি তৈঃ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্ম ইতি তানি পদান্যুচ্যন্তে। তৈরেব চ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং গীতমিত্যনুবর্ত্ততে। আত্মেত্যেব উপাসীত ইত্যাদিভি-র্হি ব্রহ্মসূত্রপদৈরাত্মা জ্ঞায়তে। হেতুমদ্ভিঃ যুক্তিযুক্তৈঃ বিনিশ্চিতৈর্ন সংশয়-রূপৈঃ—নিশ্চিতপ্রত্যয়োৎপাদকৈরিত্যর্থঃ। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃতস্বরূপ যাহা বিবক্ষিত (হইয়াছে) তাহারই প্রশংসা করা হইতেছে, প্রয়োজন—যাহারা শুনিবে, তাহাদের বুদ্ধির প্ররোচনা (ছাড়া আর কিছুই নহে)। ঋষিগণ অর্থাৎ বসিষ্ঠ প্রভৃতি, বহু প্রকারে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ছন্দোগণ এখানে ছন্দ এই শব্দটীর অর্থ ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব সংহিতা অর্থাৎ ঋক্ প্রভৃতি বিবিধ বেদ চতুষ্টয়ও বিস্পষ্টভাবে ইহার প্রতিপাদন করিতেছে। আরও "ব্রহ্মসূত্র পদ" ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশক যে সকল মহাবাক্য, তাহাদিগকেই ব্রহ্মসূত্র বলা যায়। ঐ সকল বাক্যের সাহায্যে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, এইজন্য

ঐ গুলিকে পদও বলা যায় (তাহা হইলে ফলে এই হইল যে) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক "আত্মেত্যেব উপাসীত" (আত্মা এই ভাবিয়াই উপাসনা করিবে) ইত্যাদি বেদবাক্যানুসরণ দ্বারা অসন্দিগ্ধ ভাবে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ সকল বাক্য হেতুৎ অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। ঐ সকল বাক্যের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা সংশয় নহে কিন্তু ঐ সকল বাক্য (লোকের হৃদয়ে) নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৪।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫॥

অন্বয়। মহাভূতানি অহঙ্কারঃ বুদ্ধিঃ অব্যক্তং দশ একং চ ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ। ৫।

মূলানুবাদ। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার বুদ্ধি অব্যক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ৫।

ভাষ্য। স্তুত্যা অভিমুখীভূতায় অর্জ্জুনায় আহ—মহাভূতানি মহান্তি চ তানি সর্ব্ববিকারব্যাপকত্বাৎ ভূতানি চ সূক্ষ্মাণি। স্থূলানি তু ইন্দ্রিয়গোচরশব্দেন অভিধাস্যন্তে। অহঙ্কারঃ মহাভূতকারণমহৎপ্রত্যয়লক্ষণঃ। অহঙ্কারকারণং বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা। তৎকারণং অব্যক্তমেব চ ন ব্যক্তং অব্যক্তং অব্যাকৃতং ঈশ্বরশক্তি "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যুক্তং। এব শব্দঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ। এতাবত্যেব অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ। চ শব্দঃ ভেদসমুচ্চয়ার্থঃ। ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বাদ্ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদীনি পঞ্চ কর্ম্মনির্ব্বর্ত্তকত্বাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তানি দশ। একঞ্চ, কিং তৎ? মনঃ একাদশং সংকল্পাদ্যাত্মকং, পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। তান্যেতানি সাংখ্যাশ্চতুর্বিংশতি তত্ত্বানি আচক্ষতে। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। প্রশংসা দ্বারা অর্জ্জুনকে শুনিবার জন্য অভিমুখ করিয়া—(ভগবান্) বলিতেছেন যে, মহাভূত সমূহ, এইখানে যে মহৎ এই শব্দটীর উপাদান করা হইয়াছে তাহার অর্থ বৃহৎ অর্থাৎ ব্যাপক। সকল প্রকার বিকারের ব্যাপক বলিয়া স্থূল ভূত সমূহের কারণ স্বরূপ যে সূক্ষ্মভূত সমূহ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। পরে যে "ইন্দ্রিয়গোচর" এই শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা পঞ্চ স্থূলভূতের গ্রহণ করা হইয়াছে। অহংবাদ—

সেই সূক্ষ্ম ভূত নিচয়ের কারণ, আমি এই প্রকার বৃত্তিই যাহার লক্ষণ, সেই অন্তঃকরণকেই অহঙ্কার বলা যায়। যাহা (সেই) অহঙ্কারের কারণ এবং অধ্যবসায়াত্মিকা বৃত্তিই যাহার লক্ষণ, তাহাকেই বুদ্ধি কহা যায়। সেই বুদ্ধিরও যাহা কারণ, তাহাই অব্যক্ত। যাহা কার্য্যরূপে ব্যক্ত নহে, তাহারই নাম অব্যক্ত। এই অব্যক্তকে অব্যাকৃতও বলা যায়। 'আমার মায়া দুরতিক্রম' এই প্রকার উক্তির দ্বারা যাহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, সেই ঈশ্বরশক্তি মায়াই অব্যক্ত। এই স্থলে যে এব শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ অবধারণ অর্থাৎ প্রকৃতি এই আট প্রকারেই বিভক্ত; এই বিভাগ ৮ হইতে ন্যূনও নহে অধিকও নহে, ইহাই এব শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়াছে। চ শব্দটী এই প্রকার বিভাগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দশ ইন্দ্রিয় শ্রবণ প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয়-বুদ্ধির উৎপাদন করিয়া দেয়, এই জন্য উহারা বুদ্ধীন্দ্রিয় আর বাক্‌পাণি প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয় বচনাদি ক্রিয়ারই সম্পাদন করে বলিয়া ঐ পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়। মিলনে মোট এই দশটী ইন্দ্রিয়। আরও একটী ইন্দ্রিয়—কি তাহা? মন, মনই একাদশ সংখ্যার পূরক ইন্দ্রিয়, সংকল্প ও বিকল্প প্রভৃতি বৃত্তিই মনের লক্ষণ। ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ শব্দাদি ভোগ্য বিষয়ও পাঁচপ্রকার—এই সকল পদার্থই সাংখ্যমতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৫।

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ (চ সর্ব্বং) ইত্যেতৎ সর্ব্বং সবিকারং ক্ষেত্রং ইতি সমাসেন উদাহৃতম্। ৬।

মূলানুবাদ। ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ সঙ্ঘাত (দেহ) চেতনা ও ধৃতি এই সকল পদার্থ এবং যাবতীয় সবিকার বস্তু সকলই সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। ৬।

ভাষ্য। অথ ইদানীং আত্মগুণা ইতি যান্ আচক্ষতে বৈশেষিকাস্তেঽপি ক্ষেত্রধর্ম্মা এব ন তু ক্ষেত্রজ্ঞস্য ইত্যাহ ভগবান্ ইচ্ছা যজ্জাতীয়ং সুখহেতুমর্থমুপলব্ধবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভমানস্তমাদাতুমিচ্ছতি সুখহেতুরিতি সেয়মিচ্ছা অন্তঃকরণধর্ম্মঃ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রং। তথা দ্বেষঃ যজ্জাতীয়মর্থং দুঃখহেতুত্বেন অনুভূতবান্ পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভমানস্তং দ্বেষ্টি সোঽয়ং দ্বেষঃ

জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। তথা সুখমনুকূলং প্রসন্নং সত্ত্বাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাৎ তদপি ক্ষেত্রং। সংঘাতো দেহেন্দ্রিয়াণাং সংহতিঃ তস্যামভিব্যক্তান্তঃকরণবৃত্তিঃ তপ্ত ইব লৌহপিণ্ডে অগ্নিঃ আত্মচৈতন্যাভাসরসবিদ্ধা চেতনা সা চ ক্ষেত্রং জ্ঞেয়ত্বাৎ। ধৃতির্যয়া অবসাদপ্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি ধ্রিয়ন্তে সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রং। সর্বান্তঃকরণধর্ম্মোপলক্ষণার্থং ইচ্ছাদিগ্রহণং যত উক্তং তদুপসংহরতি এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং সহ বিকারেণ মহদাদিনা উদাহৃতং উক্তং। যস্য ক্ষেত্রভেদজাতস্য সংহতিরিদং শরীরমিত্যুক্তং তৎ ক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতং মহাভূতাদিভিন্নম্ ধৃত্যন্তম্। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর এক্ষণে, বৈশেষিকগণ যে গুলিকে আত্মার গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, সেই ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসমূহও যে ক্ষেত্রেরই ধর্ম্ম, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—ইচ্ছা (কাহাকে বলে) পূর্ব্বে সুখের সাধন বলিয়া যে জাতীয় বস্তুকে লোকে অনুভব করে, পরে আবার কোন সময় সেই জাতীয় বস্তুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য লোকে ইচ্ছা করিয়া থাকে। সেই ইচ্ছা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুতরাং জ্ঞেয় এবং জ্ঞেয় বলিয়াই উহাও ক্ষেত্র। এইরূপ দ্বেষ (ও জানিবে অর্থাৎ) যে প্রকার বস্তুকে দুঃখের কারণ বলিয়া পূর্ব্বে অনুভব করা যায়, সেই প্রকার বস্তুকে আবার দেখিতে পাইলে লোকে তাহার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে। সেই এই দ্বেষও জ্ঞেয়, এই কারণ ইহাও ক্ষেত্রের ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষেত্র (ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম নহে)। এইরূপ সুখ (ও জানিবে, সুখের লক্ষণ কি?) যাহা অনুকূল ও প্রসাদময় এবং সত্ত্বগুণের পরিণাম তাহাই সুখ, সেই সুখও জ্ঞেয়। এই কারণ সুখও ক্ষেত্রের ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষেত্র, (ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম নহে)। প্রতিকূল স্বভাব যে দুঃখ, তাহাও জ্ঞেয়, এই কারণ তাহাও ক্ষেত্রের ধর্ম্ম (ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম নহে)। সংঘাত (শব্দের অর্থ) দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সংহতি (সমূহ) প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নির ন্যায় সেই সংঘাতে অভিব্যক্ত যে অন্তঃকরণের বৃত্তি হয় এবং যে বৃত্তি আত্মচৈতন্যের আভাসরূপ রসে আপ্লুত হয়, সেই অভিব্যক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিকেই চেতনা বলা যায়। সেই চেতনাও যে কারণে জ্ঞেয়, এই জন্য উহাও ক্ষেত্র। ধৃতি (কাহাকে বলে?) অবসন্ন হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয় নিচয় যাহার প্রভাবে বিধৃত হইয়া থাকে, সেই শক্তিবিশেষকে ধৃতি কহা যায়। সেই ধৃতিও জ্ঞেয়। এই কারণে উহাও ক্ষেত্র। সকল প্রকার অন্তঃকরণের ধর্ম্মকে প্রতিপাদিত করিবার জন্যই

ইচ্ছাদির উপাদান যে কারণে করা হইয়াছে; সেই কারণেই সেইভাবেই উপসংহার করিতেছেন যে, এই সংক্ষেপে সবিকার অর্থাৎ বিকার বা পরিণামের সহিত সম্বন্ধ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্য বস্তুমাত্রই ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যে সকল ক্ষেত্র সমূহের সমষ্টি স্বরূপ এই দেহরূপ ক্ষেত্র এইরূপ বলা হইয়াছে, মহত্তত্ত্ব হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত সে সকল পদার্থের স্বরূপ এই ব্যাখ্যাত হইল, মহাভূতাদি দৃশ্যও ঐ ক্ষেত্রের অন্তর্ভূত। ৬।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭।

অন্বয়। অমানিত্বং অদম্ভিত্বং অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবং আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যং আত্মবিনিগ্রহঃ। ৭।

মূলানুবাদ। অভিমানশূন্যতা দম্ভের অভাব অহিংসা ক্ষমা সরলতা আচার্য্যের উপাসনা শৌচ স্থিরতা ও জিতেন্দ্রিয়তা। ৭।

ভাষ্য। ক্ষেত্রজ্ঞো বক্ষ্যমাণবিশেষণঃ—যস্য সপ্রভাবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য পরিজ্ঞানাৎ অমৃতত্বং ভবতি, তৎ "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদিনা সবিশেষণং স্বয়মেব বক্ষ্যতি ভগবান্, অধুনা তু তজ্জ্ঞানসাধনগণমমানিত্বাদিলক্ষণং যস্মিন্ সতি তজ্জ্ঞেয়বিজ্ঞানে যোগ্যোঽধিকৃতো ভবতি। যৎপরঃ সন্ন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ উচ্যতে তমমানিত্বাদিগণং জ্ঞানসাধনত্বাৎ জ্ঞানশব্দবাচ্যং বিদধাতি ভগবান্।

ভাষ্যানুবাদ। ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষণ সমূহ পরে বলা হইবে। প্রভাবসম্পন্ন যে ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হয়, "যাহা জ্ঞাতব্য তাহা বলিতেছি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই সবিশেষণ ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব নিজেই ভগবান্ বলিবেন। এক্ষণে যে সকল সাধনের দ্বারা সেই ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানে অধিকারী সাধক যোগ্যতা লাভ করিতে পারে এবং সন্ন্যাসী যে সকল উপায়ের অনুষ্ঠানে নিরত হইলে জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়, সেই সকল অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন সমূহের বিধান ভগবান্ করিতেছেন, এই সকল সাধন জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া জ্ঞানশব্দের দ্বারাই অভিহিত হইয়াছে।

ভাষ্য। অমানিত্বং মানিনোভাবঃ মানিত্বং আত্মনঃ শ্লাঘনং তদভাবোঽমানিত্বং। অদম্ভিত্বং স্বধর্ম্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বং তদভাবঃ। অহিংসা অহিংসনং প্রাণিনামপীড়নম্। ক্ষান্তিঃ পরাপরাধপ্রাপ্তৌ অবিক্রিয়া। আর্জ্জবং,

জগৎ আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর এক মহান্ উপদেশ লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব। অতি প্রাচীন কালে এক বস্তুতে আর এক বস্তুতে যে পার্থক্য বিবেচিত হইত, এখন অতি শীঘ্র শীঘ্র সেগুলি চলিয়া যাইতেছে। তাড়িত ও বাষ্পবল জগতের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছে। তাহার ফলস্বরূপ, আমরা হিন্দুগণ এক্ষণে আর আমাদের দেশ ছাড়া সব দেশ কেবল ভূতপ্রেত রাক্ষস পিশাচে পূর্ণ দেখি না এবং খৃষ্টিয়ান দেশের লোকেরাও বলেন না, ভারতে কেবল নরমাংসভোজী অসভ্যগণের বাস। আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া দেখিতে পাই, আমাদেরই ভ্রাতা সাহায্যের জন্য তাঁহার দৃঢ় বাহু প্রসারণ করিয়া দিতেছেন, আর মুখে উৎসাহ দিতেছেন। বরং সময়ে সময়ে অপর দেশে আমাদের নিজ দেশ হইতে অনেক ভাল লোক দেখিয়া থাকি। তাহারাও যখন এখানে আসে, তাহারাও এখানে তাহাদেরই মত ভ্রাতৃভাব, উৎসাহবাক্য ও সহানুভূতি পাইয়া থাকে। আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন,—অজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ। সামাজিক বা আধ্যাত্মিক, আমাদের জীবনের যে কোন বিষয়ে খাটাইয়া দেখা যায়, তাহাতেই উহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞানেই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পর পরস্পরকে জানি না বলিয়াই আমাদের পরস্পরে ভালবাসা নাই। যখনই আমরা পরস্পরে ঠিক ঠিক পরিচিত হই, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। প্রেমের উদয় হইবেই—কারণ, আমরা কি সকলেই এক আত্মস্বরূপ নহি? সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, চেষ্টা না করিলেও আমাদের সকলের একত্বভাব স্বভাবতই আসিয়া থাকে। এমন কি, রাজনীতি ও সমাজনীতিক্ষেত্রেও যে সকল সমস্যা বিশ বর্ষ পূর্ব্বে কেবল জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে তাহাদের মীমাংসা করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি ক্রমশঃ বিপুলাবয়ব হইতেছে, বিশাল আকার ধারণ করিতেছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই কেবল উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই আজকালকার মূলমন্ত্রস্বরূপ। সকলের ভিতর একত্বভাব কিরূপ বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। বিজ্ঞানেও জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ সার্ব্ব-

উপনিষদ্ হইতে জগৎ আর এক তত্ত্ব শিখিবে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব।

ভৌমিক ভাবই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। এখন তোমরা সমগ্র জড়বস্তুকে, সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে, এক বৃহৎ জড়সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাক—তুমি আমি, চন্দ্রসূর্য্য, এমন কি, আর যাহা কিছু, সবই এই মহান্ সমুদ্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তের নামমাত্র, আর কিছু নহে। মানসিক দৃষ্টিতে দেখিলে উহা এক অনন্ত চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীত হয়; তুমি আমি সেই চিন্তাসমুদ্রের আবর্ত্তস্বরূপ। আর আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল, অপরিবর্ত্তনশীল সত্তা বলিয়া প্রতীত হয়। নীতিতত্ত্বের ভিত্তি সম্বন্ধেও জগৎ জানিতে ব্যাকুল—তাহাও আমাদের শাস্ত্রে রহিয়াছে।

ভারতে আমাদের কি প্রয়োজন? যদি বৈদেশিকগণের এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের ঐগুলির বিশ গুণ প্রয়োজন আছে।

আমাদের দীনতার প্রধান কারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্য।

কারণ, আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল। প্রথমতঃ,—আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য। এই শারীরিক দৌর্ব্বল্য অন্ততঃ আমাদের এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কার্য্য করিতে পারি না; আমরা এক সঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা—আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি—শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই লইয়া বিবাদ করিতেছি যে, তিলক ধারণ এই ভাবে করিতে হইবে কি ঐ ভাবে। অমুক ব্যক্তিকে দেখিলে আমার খাওয়া নষ্ট হইবে কি না, এতদ্বিধ গুরুতর সমস্যা সমূহের উপর বড় বড় বই লিখিতেছি! যে জাতির মস্তিষ্কের সমুদয় শক্তি এইরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর সুন্দর সমস্যার গবেষণায় নিযুক্ত, তাহারা এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, তদপেক্ষা তাহাদের আর কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? আর আমাদের লজ্জাও হয় না! হাঁ, কখন কখন হয় বটে, কিন্তু আমরা যাহা ভাবি, তাহা করিতে পারি না। আমরা ভাবি অনেক জিনিষ, কিন্তু, তন্মধ্যে অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত করি না। এইরূপে তোতা পাখীর মত চিন্তা এবং বচন আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ।

ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে। আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে; ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও,—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্ব্বক একথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, জুতা কোন্ খানে পায়ে লাগিতেছে। আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের গুলি একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইবে, যখন তোমরা আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া বুঝিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্ত আমাদের কাযে লাগাইতে হইবে। লোকে অনেক সময় আমার অদ্বৈতবাদ প্রচারে বিরক্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের এখন কেবল আবশ্যক—আত্মার এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, উহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া।

গীতা ও ফুটবল।

যদি আমার একটী ছেলে থাকিত, তবে আমি সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। তোমরা পুরাণে রাজ্ঞী মদালসার সেই সুন্দর উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ। তাঁহার সন্তান হইবামাত্র তিনি তাহাকে স্বহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া তাহাকে দোল দিতে দিতে তাহার নিকট গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ।' এই উপাখ্যানের মধ্যে মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে। তুমি আপনাকে মহান্ বলিয়া উপলব্ধি কর, তুমি মহান্ হইবে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমি সমগ্র জগৎ ঘুরিয়া কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম? ইংরাজেরা পাপ, পাপী ইত্যাদি লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে আর বাস্তবিক যদি সকল ইংরাজ আপনাদিগকে পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তবে আফ্রিকার মধ্যভাগনিবাসী নিগ্রোদের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহারা একথা

'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ।'

বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে, সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জন্মিয়াছে। সে আপনার মহত্ত্বে বিশ্বাসী; সে বিশ্বাস করে, সে সব করিতে পারে, ইচ্ছা হইলে সে সূর্য্যলোকে চন্দ্রলোকে যাইতে পারে; তাহাতেই সে বড় হইয়াছে। যদি সে তাহার পুরোহিতদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া বিশ্বাস করিত যে, সে একজন ক্ষুদ্র হতভাগ্য পাপীমাত্র, অনন্ত কাল ধরিয়া তাহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, তবে আজ তাহাকে যেরূপ দেখিতেছ, সেরূপ বড় সে কখন হইত না। এইরূপ আমি প্রত্যেক জাতির ভিতরই দেখিতে পাই, তাহাদের পুরোহিতেরা যাহাই বলুক এবং তাহারা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাদের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মভাব কখন বিলুপ্ত হয় না, উহা ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি। তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে? আমরা ইংরাজ নরনারী অপেক্ষা কম বিশ্বাসী, সহস্রগুণে কম বিশ্বাসী। আমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই। তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরাজ নরনারী যখন আমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব একটু আধটু বুঝিতে পারে, তখন তাহারা যেন উহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে, আর যদিও উহারা রাজার জাতি, তথাপি তাহাদের স্বদেশীয় লোকের উপহাস ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া ভারতে আমাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া থাকে? তোমাদের মধ্যে কজন ইহা করিতে পার? এই কথাটী কেবল ভাবিয়া দেখ। আর করিতে পার না কেন? তোমরা কি জাননা বলিয়া করিতে পার না? তা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশী জান, তাই তোমরা কাযে করিতে পার না। তোমাদের পক্ষে যতটা জানিলে কল্যাণ, তাহা অপেক্ষা তোমরা বেশী জান; ইহাই তোমাদের মুস্কিল। তোমাদের রক্ত কলুষিত, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিল, তোমাদের শরীর দুর্ব্বল। শরীরটাকে বদলাইয়া ফেল, শরীরটা বদলাইতেই হইবে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নহে। গত কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া তোমরা নানাবিধ সংস্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা কহিয়াছ, কিন্তু কাযের সময় আর তোমাদের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ তোমাদের আচরণে সমগ্র জগৎ

ইংরাজেরা বড় কিসে? তাহাদের আত্মবিশ্বাসের জোরে।

তোমরা জান বেশী, কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতু তোমাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই।

বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আর সংস্কার নামটা পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি? তোমাদের জ্ঞানের কি কিছু কম্‌তি আছে? জ্ঞানের কম্‌তি কোথায়? তোমরা যে অতিবিক্ত জ্ঞানী! সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্ব্বল, দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল; তোমাদের শরীর দুর্ব্বল, মন দুর্ব্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে নাই। শত শত শতাব্দী ধরিয়া অভিজাত জাতি, রাজা ও বৈদেশিকেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্বজন তোমাদের সব বল হরণ করিয়াছে। তোমরা এক্ষণে পদ-দলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের ন্যায় হইয়াছ। কে আমাদিগকে এক্ষণে বল দিবে? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমাদের চাই এক্ষণে বল, চাই এক্ষণে বীর্য্য।

উপায়—উপনিষদুক্ত আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস।

এই বীর্য্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে, 'আমি আত্মা।' 'আমায় তরবারি ছেদন করিতে পারে না, কোন যন্ত্র আমায় ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না; আমি সর্ব্বশক্তিমান্, আমি সর্ব্বজ্ঞ।' অতএব এই আশাপ্রদ, পরিত্রাণপ্রদ বাক্যগুলি সর্ব্বদা উচ্চারণ কর। বলিওনা, আমরা দুর্ব্বল; আমরা [illegible] করিতে পারি। আমরা কি না করিতে পারি? আমাদের দ্বারা সব হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই মহিমাময় আত্মা রহিয়াছেন। অতএব বিশ্বাসী হইতে হইবে। নচিকেতার ন্যায় বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার ভিতর শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমি ইচ্ছা করি, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হউক। আর তোমাদের প্রত্যেকেই মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হইয়া ইঙ্গিতে জগৎকে পরিচালন করিবে; সর্ব্ব প্রকারে তোমরা অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হইবে। আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ্ হইতে তোমরা এইরূপ শক্তিলাভ করিবে, উহা হইতে তোমরা এই বিশ্বাস পাইবে। এই সব উপনিষদে রহিয়াছে।

এঁ্যা, এ যে শুধু সন্ন্যাসীর জন্য, এ যে রহস্য বিদ্যা! প্রাচীন কালে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবল উপনিষদের চর্চ্চা করিতেন। শঙ্কর একটু

সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহস্থেরাও উপনিষদ অধ্যয়ন করিতে পারে; ইহাতে তাহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে না। তবু লোকের মন হইতে এ সংস্কার এখনও যায় না যে, উপনিষদে কেবল বনজঙ্গলের কথাই আছে। আমি তোমাদিগকে আর এক দিনই বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা, একমাত্র প্রামাণ্য টীকাস্বরূপ গীতা অনন্তকালের জন্য কৃত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন টীকাটিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় বেদান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে কার্য্যই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না, বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্ব্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা, যে যে কার্য্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক না কেন, সর্ব্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

উপনিষদ্ কি কেবল সন্ন্যাসীর জন্য?

আর ভয়ের কোন কারণ নাই। উপনিষদ্ নিহিত তত্ত্বাবলি জেলেমালা লোকে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে? উহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্ত পথ আছে। ধর্ম্ম অনন্ত, ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ছাড়াইয়া কেহ যাইতে পারে না। আর তুমি যাহা করিতেছ, তোমার পক্ষে তাহাই অতি উত্তম। অতি স্বল্প কর্ম্মও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে অদ্ভুত ফল লাভ হয়। অতএব যে যতটুকু পারে, করুক। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে, বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে। এইরূপ অন্যান্য সকলের সম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বেদান্ত-জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও উহার কার্য্যকারিতা।

আর ইহার ফল এই হইবে যে, জাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই,—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। জাতি-

বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অপর কার্য্য করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্য্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু; তুমি বেদপাঠে পটু। তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে তোমায় প্রশংসা করিতে হইবে আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমায় ফাঁসি দিতে হইবে, এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকারতারতম্য উঠিয়া যাইবে। জাতিবিভাগ ভাল জিনিষ। জীবনসমস্যা সমাধানের ইহাই স্বাভাবিক পথ। লোকে আপনাদিগের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিবে; ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে, এই অধিকারতারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে, তুমিও যেমন, আমিও তেমন। তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।

বেদান্ত প্রচারের দ্বারা জাতি-বিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে, বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি কেবল নষ্ট হইবে।

সকল ব্যক্তিকেই তাহার অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ এ কথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি অমুক রমণী বা অমুক ছেলেটীর মুক্তি দিয়া দিব, তবে উহা অতি অন্যায় কথা, অত্যন্ত ভুল কথা বলিতে হইবে। আমি বারম্বার পৃষ্ট হইয়াছি, আপনি বিধবাদিগের ও সমগ্র রমণী জাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কি মনে করেন? আমি এ প্রশ্নের এই চরম উত্তর দিতেছি—আমি কি বিধবা যে, আমাকে এই বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি স্ত্রীলোক যে, আমাকে বারবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে হে

আমরা জগতের সাহায্য করিতে পারি না, সেবায় আমাদের অধিকার।

গায়ে পড়ে নারীজাতির সমস্যা সমাধানে আগুয়ান হইতেছ? তুমি কি প্রত্যেক বিধবা ও প্রত্যেক রমণীর অন্তর্য্যামী সাক্ষাৎ ভগবান্ নাকি? তফাত। উহারা আপনাদের সমস্যা আপনারাই পূরণ করিবে। কি আপদ্, যথেচ্ছাচারী অত্যাচারিগণ, তোমরা ভাবিতেছ, তোমরা সকলের জন্য সব করিতে পার! যাও, তফাত হও। ভগবান্ সকলকে দেখিবেন। তুমি কে যে, তুমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া লইয়াছ? হে নাস্তিকগণ, তোমরা খোদার উপর খোদকারী করিতে সাহস কর কিসে? কারণ, হে নাস্তিকগণ, তোমরা কি জান না, সকল আত্মাই পরমাত্মা স্বরূপ? নিজের চরকায় তেল দাও, তোমার নিজের ঘাড়ে এক বোঝা কর্ম্ম রহিয়াছে। হে নাস্তিকগণ, তোমাদের সমগ্র জাতি তোমাকে গাছে তুলিয়া দিতে পারে, তোমাদের সমাজ তোমাকে হাততালি দিয়া আকাশে তুলিয়া দিতে পারে, আহাম্মকেরা তোমার সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিদ্রিত নহেন; তিনি তোমাকে ধরিয়া ফেলিবেন আর ইহলোকে বা পরলোকে তুমি নিশ্চিত শাস্তি পাইবে। অতএব প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ভেবো না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব তফাত, কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি। আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতিরূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহা বলিতেই হইবে, কারণ, তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্ন রূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও উপর প্রভুত্ব করিয়া কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি জোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহা কিছু

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

BENGAL LIBRARY
3, JAN. 1907
WRITERS' BUILDING

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	গীতামীমাংসা ...	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ...	৪১১
২।	স্বামী-শিষ্য সংবাদ ...	... ...	৪১৩
৩।	স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ...	... ...	৪১৮
৪।	গিরিশ-লীলা রহস্য ...	... ...	৪১৯
৫।	ভারতে বৈদান্ত ...	... ...	৪২৩
৬।	গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ ...	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	৪২৪
৭।	ভারতে বিবেকানন্দ ...	... ...	৪৩১
৮।	রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তিস্বীকার ...	...	(বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা)

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ৭৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

প্রতিমাস পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

IMPERIAL

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ ১৲, বাঁধান	১৷৹
" জ্ঞানযোগ	১৲	" ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৷৹
" কর্ম্মযোগ	৷৷৹	" চিকাগো বক্তৃতা	।৹
" ভক্তিযোগ	৷৷৹	" স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৷৹
" চিকাগো বক্তৃতা (২য় সংস্করণ)	।৹		
" বক্তৃতা ও পত্র	।৹		
" কথোপকথন	।৹		

ইংরাজী চিকাগো বক্তৃতা ব্যতীত উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতা-শাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, আসাম ব্রাঞ্চ—ধুবরী।

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

Sec 610
5

পূর্ব্বমীমাংসা।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের আর একটী অধিকরণও এখানে বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। এই অধিকরণটীর নাম "সাধুপদ প্রযুক্ত্যধিকরণ" অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিবার নিয়ম আছে কি না এই বিষয়ের বিচার।

এই অধিকরণে—এই ভাবে বিচার করা হইয়াছে যে, বৈদিক ক্রিয়া করিবার সময় ঋত্বিক্ বা যজমান যে শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা যে সংস্কৃতই হইবে এরূপ কোন নিয়ম আছে কি না? পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলেন যে গৌঃ বলিলেও যেমন গরু বুঝায় গোণী গাবী প্রভৃতি শব্দেরও উল্লেখ করিলেও সেই প্রকার গরুই বুঝা যায়। এরূপ অবস্থায় যে যে প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিবার সুবিধা বোধ করিবে, সে সেই প্রকার শব্দই ব্যবহার করিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? অর্থ বোধ করাইবার জন্যই শব্দ প্রয়োগ, যে শব্দ প্রয়োগ করিলে লোকে অর্থ বুঝিতে পারে। সেই শব্দই ব্যবহার করিবে। তাহাই যদি ঠিক হইল তাহা হইলে ফলে দাঁড়াইতেছে যে, যজ্ঞাদি করিবার সময়ও ঋত্বিগ্‌গণ বা যজমান নিজের ইচ্ছা বা সুবিধা অনুসারে সংস্কৃত কিংবা অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার করিতে পারিবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণ করিয়া সিদ্ধান্ত এইপ্রকার ভাবে স্থাপিত হইয়াছে—যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান কালে যিনি অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহার পক্ষে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য, ঐপ্রকার সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিলেই তবে সেই যাগাদির ফল পরিপূর্ণ ভাবে লাভ করা যায় অন্যথা ফলের লাঘব হইয়া থাকে, কেন যে এইপ্রকার নিয়ম মানিতে হইবে? তাহার উত্তর এই যে, বেদের মধ্যেই বিধি দেখিতে পাইতেছি যে, "তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই কারণে ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ করিবে না অপভাষা প্রয়োগ করিবে না এই যে অপশব্দাদির প্রয়োগ ইহাইত ম্লেচ্ছের স্বভাব।

এই বেদবাক্যটী স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে—ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছশব্দ প্রয়োগ

করিবে না, তখন কি করিয়া আমরা যাগ যজ্ঞাদি স্থলে ম্লেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ করিবার বিধান দিতে পারি? এই অধিকরণটীর প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত, এই অধিকরণটী আমাদিগকে বিস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে যে, মীমাংসাদর্শন অর্থাৎ জৈমিনিকৃত মীমাংসা সূত্র প্রণয়ন হইবার পূর্ব্বেও ভাষা অপভাষা এবং ম্লেচ্ছিত অর্থাৎ ম্লেচ্ছগণের বাণী—এই প্রকার তিনটী নামে প্রচলিত তিনটী ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বৈদিক ও বেদমূলক ব্যাকরণ হইতে সাধিত শব্দগুলির নাম ভাষা অর্থাৎ ঐ ভাষাই এক্ষণে সংস্কৃত ভাষা এই নামে প্রচলিত দ্বিতীয় অপভাষা বা অপভ্রংশ বলিলে খুব সম্ভব যে সংস্কৃত মূলক দেশীয় ভাষামাত্রই অপভ্রংশ বা অপভাষা পদের অর্থ এ পক্ষে কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় ম্লেচ্ছিত বা ম্লেচ্ছ ভাষা। এই ভাষা যে নিশ্চয়ই বৈদেশিকের ভাষা সেই বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না, ম্লেচ্ছভাষার প্রয়োগ করিও না তাহা হইলে ম্লেচ্ছ হইয়া যাইবে এইরূপ বিধান যে জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহারা যে তখনকার ম্লেচ্ছজাতিকে ভাল চক্ষে দেখিত না, তাহাও স্থির। অপভ্রংশ বলিলেও ম্লেচ্ছ হইতে হইবে এইপ্রকার বিধান থাকায় ইহাই ত বোধ হয় যে ম্লেচ্ছ হওয়াটা তখন বড়ই পাপের কার্য্য ছিল যে ম্লেচ্ছজাতির প্রতি এত বিদ্বেষ ছিল তাহারা যে আর্য্যদিগের সজাতীয় বা একদেশ প্রসূত ছিল না তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এইরূপ বিদ্বেষ থাকিলেও সেই ম্লেচ্ছজাতির সহিত বাণিজ্যাদি বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া যে কতকটা মেশামিশিও ছিল সেই বিষয়ে প্রমাণও এই বিধান, যাহার সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যবহার তাহার ভাষা প্রায়ই ব্যবহার করিতে হয়। ঐরূপ ব্যবহারে অভ্যাস হইয়া পড়ে সেই অভ্যাসের বলে অনেক সময় লোক নিজের কার্য্য বা জাতীয়গণেরই সঙ্গে ব্যবহার কার্য্যে মধ্যে মধ্যে ঐ অভ্যস্ত বৈদেশিক শব্দ প্রয়োগ করে। এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে যাগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াও মধ্যে মধ্যে অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়া বসিতেন। এইপ্রকার অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ যে সংস্কৃতপ্রিয় আর্য্যঋষিগণের নিকট অনিষ্টপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইত ইহা নিশ্চয়ই; তাহা না হইলে ঐপ্রকার শব্দ প্রয়োগ নিবারণের জন্য বিধান হইল কেন?—

এইপ্রকার সিদ্ধান্তের স্থাপনার দ্বারা জৈমিনি আমাদিগকে কি বুঝাইয়াছেন? তিনি বুঝাইয়াছেন যে—

যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্যে অপভ্রংশ বা ম্লেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ করাটা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। এখনও হিন্দুসমাজ ধর্ম্মকার্য্যে এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা যে এদেশে চিরদিন প্রচলিত আছে অর্থাৎ বৈদিক সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রচলিত আছে—তাহা জানিবার এমন প্রকৃষ্ট নিদর্শন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

এইবার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব—

এই পাদের প্রধানতঃ বিচার্য্য বিষয় নামধেয় যেমন অগ্নিহোত্র জ্যোতিষ্টোম চিত্রা দর্শপূর্ণমাস কারীরী প্রভৃতি শব্দগুলি এক একটী যজ্ঞকেই সম্পূর্ণ ভাবে বোধ করাইয়া থাকে ইহার মধ্যে কোন শব্দটিই ক্রিয়ার কোন অঙ্গ-বিশেষকে বোধ করায় না এই নামধেয়ের পরিচয় পূর্ব্বে আর একটু দিয়াছি। আর অধিক পরিচয় এখানে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে না বিবেচনা করিয়া—আমি সে ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতেছি—

এই ক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয় কর্ম্মভেদ অর্থাৎ যাগ দান এবং হোম। এই ত্রিবিধ কর্ম্মই যে বেদ প্রতিপাদ্য এবং এই ত্রিবিধ কর্ম্মই যে প্রধান কর্ম্ম এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে অপূর্ব্বের অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং প্রমাণ বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। এই বিচারটির উপর সমস্ত হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আবশ্যক বোধে আমি সেই বিচারটির একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহি।

বেদে লিখিত আছে "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" "রাজসূয়েন স্বারাজ্য-কামো যজেৎ" "অর্থাৎ স্বর্গকাম পুরুষ অগ্নিহোত্র হোম করিবে" "স্বর্গের রাজা হইবার কামনা থাকিলে রাজসূয় যাগ করিবে"। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে, যে এই বাক্যের দ্বারা আমরা বুঝি যে, অগ্নিহোত্র হোম করিলে স্বর্গ হয়, রাজসূয় যাগ করিলে স্বর্গের রাজা হওয়া যায় অর্থাৎ অগ্নি-হোত্র হোম স্বর্গলাভের কারণ রাজসূয় যাগ স্বারাজ্য লাভের উপায়। আচ্ছা কারণ কাহাকে বলে? যাহা কার্য্য জন্মিবার ঠিক্ পূর্ব্বক্ষণে থাকে আর যাহা ঠিক্ পূর্ব্ব ক্ষণে না থাকিলে কার্য্য জন্মিতেই পারে না তাহাকেই ত সকলে কারণ বলিয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাক্ অগ্নিহোত্র হোম স্বর্গলাভের কারণ হইতে পারে কিনা?—অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ প্রত্যহই ত প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোম করেন কই তিনি যে এই মর লোকে বসিয়া স্বর্গ সুখ ভোগ করেন, একথা তিনিও স্বীকার করেন না, অন্য কোন লোক বিশ্বাসও করে না। যে সময় তাঁহার স্বর্গ লাভ হইবে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তিনি যে অগ্নিহোত্র হোম করিবেন তাহাও অসম্ভব, কারণ এ দেহে ত আর স্বর্গ সুখ ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই, স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে গেলে মরণের বিস্মৃতিময় গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাই যদি হইল তবে ঠিক দেহধারণ করিয়া স্বর্গ সুখ ভোগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে অগ্নিহোত্র হোম করিবার সম্ভাবনা কোথায় রহিল? যাহার স্থিতি কালেও কার্য্য হয় না কার্য্য হইবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণেও যাহা থাকিতে

পারে না তাহা কি কখন কারণ হইতে পারে? তবে কিপ্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায় যে, অগ্নিহোত্র হোম স্বর্গলাভের কারণ? ইহাই হইল এই অধিকরণটীর পূর্ব্ব পক্ষ। এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে মীমাংসকগণ কি বলেন, এক্ষণে তাহাই দেখাইব।

বেদ যখন স্বতঃপ্রমাণ আর সেই বেদে যখন বলিতেছে যে অগ্নিহোত্র হোম স্বর্গের সাধন তখন অগ্নিহোত্র যে কোন প্রকারেই হউক স্বর্গের সাধন এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না, যদি বল বেদে আছে "লাউ জলে ডুবিয়া যাইতেছে" আর "পাথর গুলা জলে পড়িয়া ভাসিতেছে" তুমি কি এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার? কখনই না, শাস্ত্রেই বলে বাধিতমর্থং বেদোঽপি বোধয়িতুং ন শক্নোতি অর্থাৎ যাহা বাধিত—অসম্ভব তাহা বেদও বোধ করাইতে পারে না, সুতরাং যখন দেখিতেছি অগ্নিহোত্র দ্বারা স্বর্গ হওয়া সম্ভব নহে, তখন বেদ লিখিয়াছে বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিব যে অগ্নিহোত্র হোম স্বর্গের সাধন। ইহার উত্তরে মীমাংসগণ বলেন এই কথাটা ঠিক যে বাধিত অর্থ সুতরাং বেদও বোধ করাইতে পারে না তাহা নহে, কারণ, জলে পাথর ভাসা বা অলাবুর জলে ডুবিয়া যাওয়া যেমন বাধিত, অগ্নিহোত্র হোমের পক্ষে স্বর্গের সাধন হওয়াটা কি ঠিক সেইরূপ বাধিত? তোমরা কি দেখ নাই আজ কৃষক ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজবপন করিল, সে বপন করিবামাত্রই যে ফল লাভ করিবে ইহা কি সে আশা করে?—তাহার সেই দিনকার পরিশ্রম কিসের জন্য? ছয় মাসের পর সেই ভূমিতে যে ফল হইবে তাহারই জন্য সে পরিশ্রম করে তাহা কে না জানে? এইক্ষণে তুমি যদি তোমার পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাও যে, ঠিক ধান্যগুলি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ভূমির কর্ষণ হয় নাই অথবা ভূমি কর্ষণের অব্যবহিত পরক্ষণেই ধান্যগুলির উৎপত্তি হয় নাই এই কারণ ভূমিকর্ষণ ধান্যের কারণ হইতে পারে না।—কি বিড়ম্বনা। কারণ যে কতপ্রকারের আছে তাহা না বুঝিয়াই এইপ্রকার আপত্তি করাটা ঠিক নহে—কতকগুলি কারণ আছে যাহারা পরক্ষণেই কার্য্য উৎপাদন করে—আবার কতকগুলি এরূপ কারণও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কার্য্য জন্মিবার বহু পরেই অপেক্ষিত হয়। তাহারা নিজেরা বিনষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু যাইবার সময় অন্য একটী কারণে কার্য্য জন্মাইবার শক্তিকে আহিত করিয়া যায়, যেমন বর্ষণ বা বৃষ্টি এই সকল কারণ সময় বিশেষে, নিজেরা আবির্ভূত হয় এবং যথাসময়ে বিলয়ও প্রাপ্ত

হয় কিন্তু বিলীন হইবার সময় মাটিতে এমন একটী শক্তিকে আহিত করিয়া যায় যে, ঐ শক্তির প্রভাবে ভূমি যথাকালে ধান্য জন্মিবার কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইরূপ যাগ বা হোমরূপ ক্রিয়া বেশীক্ষণ না থাকিলেও সেই যাগ বা হোমকর্ত্তার অমরআত্মাতে এমন একটী শক্তিকে আহিত করিয়া যায় যে, সেই শক্তিই যজমানকে যথাসময়ে স্বর্গ সুখ অনুভব করাইয়া থাকে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিলে "অগ্নিহোত্র করিলে স্বর্গ লাভ হয়" ইত্যাদি বেদের অর্থকে আমরা আর অপ্রমাণ বা মিথ্যা বলিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না—বেদ যখন স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে যে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া স্বর্গের সাধন, তখন উহা যে স্বর্গের সাধন তাহা স্থির। তাহাই যদি হইল তবে মানিতে হইতেছে যে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিহিত ক্রিয়া যজমানের আত্মাতে স্বর্গভোগ করিবার শক্তিবিশেষকে উৎপন্ন করিয়া স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়। এই শক্তি বিশেষকেই মীমাংসকগণ অদৃষ্ট, ধর্ম্ম ও পুণ্য প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বোধ করাইয়া থাকেন।

এইরূপ ব্রহ্মহত্যা করিও না সুরাপান করিওনা ইত্যাদি প্রকারের যে নিষেধ বাক্য—বেদে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে সুরা পান বা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কার্য্য করিলে তৎকালেই কোন প্রকার অনিষ্ট বিশেষ না দেখিতে পাইলেও কালান্তরে উহার দুঃখময় ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, সেই দুঃখ ভোগ করিবার শক্তিবিশেষ আমাদের আত্মাতে ঐ সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা আহিত হয়, সেই শক্তিকেই শাস্ত্রকারগণ দুরদৃষ্ট পাপ ও প্রত্যবায় প্রভৃতি নামের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই প্রকার অদৃষ্ট বা পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়া মহর্ষি জৈমিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে আরও অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সেই সকল বিষয়ের মধ্যে একটি প্রধান বিষয় এই যে, বিহিত ক্রিয়ার মধ্যে কোন্ কার্য্যটী প্রধান আর কোন্ কার্য্যটী সেই প্রধানের গুণভূত অর্থাৎ তাহার উপকারক। তাহা কি উপায়ে জানিতে পারা যায় তাহার নির্দ্ধারণ ঐ বিচারটী বিস্তৃতভাবে এস্থানে করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে, এই ভয়ে আমি এখানে তাহার অবতারণা করিতে সাহসী হইলাম না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথমেই বিচার করা হইয়াছে যে, এই যে বেদের মধ্যে যজেৎ দদ্যাৎ জুহুয়াৎ অর্থাৎ যাগ করিবে দান করিবে

হোম করিবে ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর দ্বারা যে সকল ক্রিয়াগুলি প্রতিপাদিত হয় ঐ ক্রিয়াসমূহ সকলই একজাতীয় না উহাদের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণতা আছে—অর্থাৎ যাগ দান ও হোম এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা আমরা এক-জাতীয় ক্রিয়াই বুঝিয়া থাকি অথবা যাগ হইতে হোম ভিন্ন হোম হইতে দান ভিন্ন এবং দান হইতে যাগ ভিন্ন। ইহার উত্তর জৈমিনি বলেন যে, ঐ ক্রিয়া-গুলি একজাতীয় নহে, উহাদের মধ্যে পরস্পর বৈজাত্য আছে এই প্রকার কর্ম্মভেদ ও তৎসংক্রান্ত বিচারেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ শেষ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদেও কর্ম্মভেদ অবলম্বন করিয়াই বিচার করা হইয়াছে, কোন্ ক্রিয়াটী প্রধান আর কোন্ ক্রিয়াটী সেই প্রধানের অঙ্গ, এই জাতীয় বিচারই এই পাদে প্রচুর ভাবে উপলক্ষিত হয়। মীমাংসার সাধারণ মোটামুটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবগতির জন্য যাঁহাদের প্রয়াস তাঁহাদের নিকট ঐ সকল বিচার প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয় অগ্নিহোত্র যাগ যে দ্বিজাতির পক্ষে প্রত্যহ কর্ত্তব্য, গৃহস্থ হইবার পর অগ্নি স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিতে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রত্যহই হোম করিতে হইবে, যতদিন গৃহস্থ বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন তাহাকে এই হোম কার্য্য সম্পাদন করিতেই হইবে এই কারণে অগ্নিহোত্র হোম দ্বিজাতির পক্ষে নিত্য কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এই বিচার যে অধিকরণে আছে সেই অধি-করণটীর নাম "যাবজ্জীবিকাগ্নিহোত্রাধিকরণ"।

এই পাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অধিকরণকে শেষলক্ষণাধি-করণ কহে। এই অধিকরণটীতে কাহাকে শেষ অর্থাৎ অঙ্গ বলে, তাহারই বিচার করা হইয়াছে কর্ম্ম দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পরস্পর গুণ প্রধান ভাব সম্ভবপর কিনা গুণ অর্থাৎ অঙ্গ বলিলে কি বুঝায় অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান বলিলে কি বুঝিতে পারা যায়? কোথায় কিরূপ স্থলে দ্রব্য প্রধান হয় ক্রিয়া গুণ হয় আবার কোথায় কিরূপ হইলে ক্রিয়া প্রধান হয় এবং দ্রব্য তাহার গুণ বা অঙ্গ হয় ইত্যাদি প্রকার বিচারই প্রধান ভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়টীতে সর্ব্বসমেত আটটী পাদ আছে—ইহার মধ্যে প্রথম পাদে শেষ লক্ষণের নিরূপণ করা হইয়াছে। শেষ শব্দের অর্থ অঙ্গ, কিরূপ ক্রিয়াকে অঙ্গ অর্থাৎ—গুণ অপ্রধান ক্রিয়া বলে, কিপ্রকার প্রমাণের সাহায্যে একটী কর্ম্মকে শেষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ইত্যাদি বিষয়গুলি এই পাদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই তৃতীয় অধ্যায় মোটের উপর—এই শেষ কর্ম্ম বিচারেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে—এখন হইতে আমি আর প্রত্যেক পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পৃথক্ পরিচয় দিব না। প্রধানতঃ—প্রতি অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির মোটামুটি পরিচয় দিলেই বোধ হয় পূর্ব্ব মীমাংসার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই তৃতীয় অধ্যায়ের সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয় হইতেছে বিনিয়োগ বিধি,—এই বিনিয়োগ বিধি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে বিধি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে।

বিধি বলিলে মীমাংসা শাস্ত্রে কি বুঝা যায়?—বিধি এই শব্দটী প্রবর্ত্তক শব্দ অর্থাৎ যে শব্দ শুনিলে আমাদের কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম বিধি—সেই কার্য্যটী কিন্তু বেদ বা বেদমূলক প্রমাণ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইবে না। যে কার্য্যটী আমার হিতসাধন বলিয়া আমি কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে বুঝিতে সমর্থ হই, সেই কার্য্য যদি বেদের কোন বাক্য দ্বারা বোধিত হয়, তাহা হইলে সেই বেদবাক্যটীকে বিধিবাক্য বলা যাইবেনা। সেইরূপ স্থলে ঐ রূপ বাক্যকে অনুবাদ বাক্য বলা যায়। ঐরূপ অনুবাদবাক্যকে মীমাংসকগণ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

এই বিধিকে মীমাংসকগণ চারিভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন যথা উৎপত্তি বিধি, বিনিয়োগ বিধি অধিকার বিধি এবং প্রয়োগ বিধি।

উৎপত্তি বিধি। যে বাক্যটী দ্বারা—একটী নূতন কর্ম্মমাত্রের কর্ত্তব্যতা বোধ হয় অথচ ঐ কর্ম্ম করিতে হইলে কিরূপ দ্রব্যের প্রয়োজন, কোন্ দেবতার উদ্দেশে ঐ কর্ম্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্ম্ম করিলে কি ফল হইবে এই সকল বিষয়ের কোন উল্লেখ যে বাক্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না সেই বাক্যটীকে মীমাংসকগণ—উৎপত্তি বিধি বলিয়া থাকেন যেমন "অগ্নি-হোত্রং জুহুয়াৎ" অর্থাৎ অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে, এই বাক্যের দ্বারা আমরা অগ্নিহোত্র নামক একটী হোম কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

ক্রমশঃ।

স্বামী শিষ্য সংবাদ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।] [ডায়ারি হইতে উদ্ধৃত।

শিষ্য। স্বামীজি, আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দ্দশা হয়েছে কেন?

স্বামীজি। তোরাই সেজন্য দায়ী।

শিষ্য। কি করে?

স্বামীজি। কেন নয়? তোরা বহুকাল থেকে নীচ জাতদের ঘেন্না করে করে এখন তোরাই জগতে ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস্।

শিষ্য। কোথায় আমরা ঘেন্না করি?

স্বামীজি। কেন? তোরা ভট্‌চাযের দল, যত বেদবেদান্তাদি সারবান্ শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণেতর জাতদের পড়্‌তে দিবিনি—তাদের ছুঁবিনি। তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেখেছিস্। স্বার্থপরতা থেকে ওটা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে করেছিল, বিধি নিষেধ তাদেরি হাতে ছিল। তোরা ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ বলে বলে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিস যে, তারা সত্য সত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বসতে বলিস্ "তুই নীচ" "তুই নীচ" তবে সত্য সত্যই সময়ে তার ধারণা হয় "আমি নীচ"। ইংরাজীতে একে বলে Hypnotise করা। ব্রাহ্মণেতর জাতগুলির এখন একটু একটু করে চমক্ ভাংচে। তোদের তন্ত্র মন্ত্রে তাদের আস্থা কমে গেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে পদ্মার পার ধসে যাবার মত তোদের সব তুক্ তাক্ ভেঙ্গে পড়্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?

শিষ্য। হাঁ, আচার বিচারটা ক্রমে শিথিল হয়ে পড়্‌ছে বটে।

স্বামীজি। তা পড়বে বই কি। তোরা যে ঘোর অনাচারী এবং স্বার্থপর। কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য কত কি অদ্ভুত অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিস্। তার ফলও হাতে হাতে পাচ্ছিস্।

শিষ্য। কি পাচ্ছি?

স্বামীজি। বুঝতে পাচ্ছিস্ না? তোরা যে ভারতের অপর সাধারণ জাতগুলোকে ঘেন্না করেছিলি, এখন তার জন্যই তোদের হাজার বৎসরের আলস্য। তাই তোরা এখন বিদেশীর ঘৃণাস্থল, স্বদেশবাসিগণের উপেক্ষা-স্থল।

শিষ্য। এখনো ত ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণের মতেই হচ্ছে। আপর্ভাধান যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ আমাদের মতেই ত চল্‌ছে।

স্বামীজি। কোথায় চল্‌ছে? তোর দশবিধ সংস্কার কোথায় চল্‌ছে? আমি ত ভারতবর্ষ সব ঘুরে দেখেছি, সর্ব্বত্রই শ্রুতি স্মৃতি বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে। লোকাচার দেশাচার স্ত্রীআচার এই ত তোদের স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কার কথা শুন্‌ছে? টাকা খরচ কত্তে পাল্লেই তোদের ভট্‌চাযের দল যা তা বিধি নিষেধ লিখে দিতে রাজী আছে। কয়জন ভটচায্ বৈদিক কল্প, গৃহ্য ও শৌত সূত্র পড়্‌ছে? তোদের বাঙ্গলায় সেই রঘুনন্দনের শাসন। আর একটু এগিয়ে মিতাক্ষরার শাসন; আর একদিকে মনুস্মৃতির শাসন্ চল্‌ছে। আমি চাই সেই বেদের শাসন চালাতে।

শিষ্য। তা কি স্বামীজি এখন চল্‌বে?

স্বামীজি। তা ঐগুলি ঠিক্ ঠিক্ চল্‌বেনা বটে তবে সময়োপযোগী বার সাদ্ দিয়ে, নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করে নূতন ছাঁচ গড়ে, সমাজকে সেই ছাঁচে তৈরিরি কর্ত্তে হবে।

শিষ্য। কেন, মনুর শাসন ত সকলেই মান্‌ছে।

স্বামীজি। কোথায় মান্‌ছে? তন্ত্রের বামাচার তোদের হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে। এমন কি আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যাহা মূল বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালসদৃশ, তাতেও ঘোর বামাচার ঢুকেছে। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় বামাচার নির্ম্মূল কর্ত্তে হবে।

শিষ্য। এ পঙ্কোদ্ধার সম্ভব কি?

স্বামীজি। তুই কি বল্‌ছিস্ ভীরু, কাপুরুষ। অসম্ভব করে করে তোরা দেশটা মজালি। মানুষের চেষ্টায় না হয় কি?

শিষ্য। সে মনু যাজ্ঞবল্ক্য দেশে জন্মাবে কি?

স্বামীজি। আমরাই যে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের চেয়ে ঢের বড়, আমাদের মতই এখন চল্‌বে।

শিষ্য। কেন, এর পূর্ব্বে আপনিই বলেছেন, সেই প্রাচীন আচারাদি চালাতে হবে। তবে মন্বাদিকে উপেক্ষা কল্লে চলবে কেন?

স্বামীজি। তুই আমার কথাই বুঝতে পাচ্ছিস্ না। আমি ত একথাও বলেছি, প্রাচীন বৈদিকাচারগুলি, সমাজ ও সময়োপযোগী করে নূতন ছাঁচে গড়ে নূতন ভাবে চালাতে হবে। নয় কি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি। তবে ও কি বল্‌ছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিস্, আমার আশা ভরসা তোরাই। আমার কথাগুলি বুঝে সেই ভাবে কাযে লেগে যা।

শিষ্য। আমাদের কথা শুন্‌বে কে? দেশে নিবে কেন?

স্বামীজি। তুই যদি বুঝাতে পারিস্ ও করে দেখাতে পারিস ত অবশ্য নিবে। আর কাপুরুষের মতন যদি কেবল শ্লোক আওড়াস্, বাক্যবাগীশ হোস্, কার্য্যে না দেখাস তবে ত এলি আর গেলি "সংজায়ৈ জন্ম কেবলম্"।

শিষ্য। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী উপদেশ দিন।

স্বামীজি। উপদেশ ত ঢের জানিস্। একটী উপদেশ অন্ততঃ কার্য্যে পরিণত কর্। জগৎ দেখুক যে তোর পড়া সার্থক্ হয়েছে। এই যে মন্বাদি শাস্ত্র পড়্‌লি, আর কত কি পড়্‌বি, এর ভিত্তি কি? সেই ভিত্তি বজায় রেখে সার সার তত্ত্বগুলি প্রাচীন ঋষিদের মত সংগ্রহ কর্ নূতন সময়োপযোগী স্বাধীন মত তাতে নিবদ্ধ কর্, সমগ্র ভারতবর্ষে সকল জাতের, সকল সম্প্রদায়ের তা যেন অবিরোধী হয়। লেখ্ দেখি একখানা স্মৃতি, আমি দেখে দিব।

শিষ্য। চল্‌বে কি?

স্বামীজি। কেন চল্‌বে না? তুই লেখ্ না। "কালোহ্যং নিরবধি-র্বিপুলা চ পৃথ্বী"। যদি ঠিক্ ঠিক্ লিখিস্ ত একদিন না একদিন চল্‌বেই। আপনাতে বিশ্বাস রাখ্। তোরাও যে বৈদিক ঋষি। সুপ্ত শরীর বদ্‌লিয়ে এসেছিস্ বহুত নয়। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, তোদের ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে, সে শক্তি জাগা, ওঠ্— লেগে পড়ে ওঠ্। কোমর বাঁধ্।—কি হবে দুদিনের ধন মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস্—আমি মুক্তি ফুক্তি জানিনা। আমার কার্য্য হচ্ছে তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া, আমি একটা মানুষ তৈয়েরি করে লক্ষ জন্ম নিতে প্রস্তুত।

শিষ্য। এসব করে কি হবে? মৃত্যু ত পশ্চাতে!

স্বামীজি। মর্‌তে হয় ত এক বারই মর্। কাপুরুষেরাই বার বার মরে।

শিষ্য। কর্ম্ম করেই বা কি ফল?

স্বামীজি। মৃত্যু ত অনিবার্য্য। তবে ইট পাটকেল হযে মরার চেযে বীরের ন্যায মরা ভাল। It is better to rush out than to wear out—জড় হয়ে মরার চেযে বীরের ন্যায মরা ভাল নয কি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। আপনাকে অনেক বকালুম।

স্বামীজি। তোর মত জিজ্ঞাসুর কাছে দু রাত্রি বক্‌লেও আমার শ্রান্তি বোধ হয না। আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ কত্তে পারি। ইচ্ছা কর্‌লে ত আমি হিমালযের গুহায সমাধিস্থ হযে বসে থাক্‌তে পারি। আজকাল দেখছিস্ ত মাযের ইচ্ছায আমার খ্যাঁটেরও ভাবনা নাই। কিন্তু দেশের দশা ভেবে আর স্থির থাক্‌তে পারিনে। সমাধি ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়। "তুচ্ছং ব্রহ্ম-পদং"। তোদের মঙ্গল কামনা আমার জীবন ব্রত। যেদিন এ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মার্‌ব।

শিষ্য। আজ তবে আসি।

স্বামীজি। আস্‌বি কিরে? মঠে থেকে যানা। সংসারীদের সঙ্গে গেলে মন আবার মলিন হযে যাবে। এখানে দেখ্, কেমন হাওয়া, গঙ্গার তীর। সাধুরা সাধন ভজন কর্‌ছে। কত ভাল কথা হচ্ছে। আর কল্‌কাতায গিযেই ছাই ভস্ম ভাব্‌বি।

শিষ্য। তবে আজ থেকেই যাব।

স্বামীজি। আজ কিরে? একেবারে থেকে যেতে পারিস্ না? কি হবে গিযে সংসারে?

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায।

কল্যাণবরেষু,

তোমার এক পত্র কাল পাই, তাহাতে কতকমত সমাচার পাই। সবিশেষ কিছুই নাই, এই মাত্র। আমার শরীর এক্ষণে অনেক ভাল। এ বৎসরের

প্রচণ্ড শীত প্রভুকৃপায় কিছুই লাগে না; কি দোর্দ্দণ্ড শীত! তবে এদের বিদ্যের জোরে সব দাবিয়ে রাখে। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলা মাটির ভিতর, তার মধ্যে বৃহৎ বয়লার—সেখান হতে গরম হাওয়া বা ষ্টিম ঘরে ঘরে দিন রাত ছুটিতেছে। তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দোষ যে, ঘরের ভিতর গরমি কাল আর বাইরে জিরোর নীচে ৩০।৪০ ডিগ্রি। এদেশের বড় মানুষেরা অনেকেই শীতকাল ইউরোপে পালায়—ইউরোপ অপেক্ষাকৃত গরম দেশ।

যাক্, এক্ষণে তোমাকে গোটা দুই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার জন্য লেখা হচ্চে। তুমি এই উপদেশগুলি রোজ একবার করে পড়বে এবং সেই রকম কায করে। * র চিঠি পাইয়াছি—সে উত্তম কার্য্য করিতেছে—কিন্তু এক্ষণে Organization চাই। * কে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন আশীর্ব্বাদ— * দাদা প্রভৃতি সকলকে দিবে। তোমাকে আমার এই কটি উপদেশ দিবার কারণ এই যে, তোমাতে Organizing power আছে—একথা ঠাকুর আমায় বল্‌লেন, কিন্তু এখনও ফোটে নাই। শীঘ্রই তাঁর আশীর্ব্বাদে ফুটবে। তুমি যে কিছুতে centre of gravity ছাড়িতে চাওনা, তাহা তাহার নিদর্শন, তবে intensive & extensive দুই হওয়া চাই।

১ এ জগতে ত্রিবিধ যে দুঃখ আছে, সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা নৈসর্গিক (Natural) নহে অতএব অপনেয়।

২। যুক্তাবতারে প্রভু বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ জাতি অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই এই দুঃখের কারণ। আত্মাতে স্ত্রী পুং বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে প্রকার পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ধৌত হয় না, সেই প্রকার ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভেদ সাধন হওয়া সম্ভব নহে।

৩। কৃষ্ণাবতারে বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ "অবিদ্যা।" নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্তু কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি &c.

৪। যে কর্ম্মের দ্বারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম্ম। যদ্দ্বারা অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম্ম।

৫। অতএব ব্যক্তিগত দেশগত এবং কালগত কর্ম্মাকর্ম্মের সাধন।

৬। যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথা জাত্যাদি কর্ম্ম, আধুনিক সময়ের জন্য নহে।

৭। রামকৃষ্ণাবতার যাহা শাস্ত্রে কল্কি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে দিন

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে সত্যযুগের আবির্ভাব অতএব রামকৃষ্ণাব্দ অথবা সত্যযুগ এক্ষণে সকল কার্য্যে লিখিবে।

৮। এই অবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তিকতারূপ ম্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারে বহ্বাড়ম্বর অর্থাৎ নামযশাদির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নাই অর্থাৎ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, ক্ষতি নাই।

৯। প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে সাম্প্রদায়িকেরা ভুল করে নাই। They have done well but they must do better কল্যাণ—তর—তম।

১০। অতএব সকলকে যেখানে তাহারা আছে, সেইখানেই গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না করিয়া উচ্চতর ভাবে লইয়া যাইতে হইবে। তথা সামাজিক অবস্থা মধ্যে যাহা আছে, তাহা উত্তম কিন্তু উৎকৃষ্টতর—তম করিতে হইবে।

১১। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

১২। সেই জন্য রামকৃষ্ণাবতারে "স্ত্রীগুরু" গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার।

১৩। সেই জন্যই আমার প্রথম উদ্যোগ স্ত্রীমঠ স্থাপন। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের আকর স্বরূপ হইবে।

১৪। চালাকী দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্।

১৫। কাহারও সহিত বিবাদ বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও—অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। Give your message leave others to their own thoughts "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এদা কিং বিবাদেন?

* বাধাগ স্ত্রীবাভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহং ভাব দূর করিবে, সম্প্রদায়বুদ্ধি রহিত হইবে, বৃথা তর্ক মহাপাপ।

* *

ইতি তোমারই
বিবেকানন্দ।

৺গিরীন্দ্রলাল বসাক।

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, উদ্বোধনের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ, আমাদের পরম সুহৃৎ বাবু গিরীন্দ্রলাল বসাক বিগত ২৬শে কার্ত্তিক সোমবার রাত্রে হঠাৎ সংন্যাস রোগে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠাতা ও সত্বাধিকারী, অধুনা আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া প্রদেশে বেদান্তপ্রচারে নিযুক্ত স্বামী ত্রিগুণাতীতকে ইনি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। উদ্বোধন প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই ইনি উক্ত স্বামীকে নিজ বাটীতে (১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন—যেখানে এখন উদ্বোধন কার্য্যালয় অবস্থিত) লইয়া রাখিয়াছিলেন এবং পরম যত্নে তাঁহার সেবা করিতেন। উদ্বোধনের কার্য্য পরিচালনায় ইনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বরাবর নানারূপে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসে স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির কিছু পূর্ব্ব হইতেই স্বামী ত্রিগুণাতীতকে নানা কার্য্যে বাধ্য হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সময় ইনিই উদ্বোধনের সমুদয় কার্য্য পরিচালন করিতেন। পরে উক্ত সালের অগ্রহায়ণ মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেদান্তপ্রচারকার্য্যে আমেরিকা গমন করিলে ইঁহারই আগ্রহে ও উদ্যোগে উদ্বোধন আসন্ন অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়। ১৩০৯ সালের মাঘ হইতে ১৩১০ সালের পৌষ পর্য্যন্ত ইনি নিয়মিত ভাবে উদ্বোধনের কার্য্য পরিচালনা করেন। পরে সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ততা বশতঃ যদিও নিয়মিত ভাবে ইহার কার্য্য করিতে পারেন নাই, তথাপি নানারূপে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া উদ্বোধনের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার অকালমৃত্যুতে রামকৃষ্ণ মিশন, বিশেষতঃ উদ্বোধন যে অতিমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলই ভগবদিচ্ছা।

গিরীন্দ্র বাবু গৃহস্থ হইলেও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ব্যতীত অন্য সঙ্গে মিশিতেন না এবং সর্ব্বদা সদালোচনা ও সদ্গ্রন্থ পাঠে সময় যাপন করিতেন। উদ্বোধন কার্য্যালয়ে যে কোন ব্যক্তি আসিতেন, তাঁহারই সহিত নানা সদালাপ ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন

ও স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভে সচেষ্ট হইতেন। তিনি একজন বেশ সংগীতজ্ঞ ছিলেন, তবে উহা নিজ পরমার্থের সহায স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ্যে কোন সভায় যাইয়া নিজ গুণ প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তাঁহার বিশেষরূপ শিল্পানুরাগ ছিল—যাহাতে কোনরূপ নূতন বস্তু প্রস্তুত করিয়া স্বদেশী শিল্পবৃদ্ধির সহায়তা ও তদ্দ্বারা ব্যবসা করিয়া নিজেও কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন, তজ্জন্য ইনি নানা পুস্তক অধ্যয়ন ও নানা ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে না করিতেই চলিয়া গেলেন।

প্রভু ইহাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন এবং ইঁহার শোকসন্তপ্তা জননী এবং পরিবারবর্গের হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

আমেরিকায় বেদান্ত।

স্বামী সচ্চিদানন্দ কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিসে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন, একথা উদ্বোধন পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি এক্ষণে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময় সর্ব্বসাধারণের জন্য বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, প্রতি সোমবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় সমিতি গৃহে ভগবদ্গীতা, উপনিষদ্, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও অন্যান্য হিন্দু দর্শনশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় সমিতিগৃহে নিয়মিত ভাবে ধ্যান শিক্ষা দিয়া থাকেন।

স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী পবমানন্দ বিগত ১০ই নবেম্বর বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

স্থানাভাবে দুর্ভিক্ষসাহায্যকারীদের নামধাম বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। যাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনের এই দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ঋজুভাবঃ অবক্রত্বং। আচার্য্যোপাসনং মোক্ষসাধনোপদেষ্টুঃ আচার্য্যস্য শুশ্রূষাদিপ্রয়োগেণ সেবনম্। শৌচং কায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনং অন্তশ্চ মনসঃ প্রতিপক্ষ ভাবনয়া রাগাদিমলানামপনয়নং শৌচং। স্থৈর্য্যং স্থিরভাবঃ মোক্ষমার্গে এব কৃতাধ্যবসায়ত্বং। আত্মবিনিগ্রহঃ আত্মন উপকারকস্য আত্মশব্দ বাচ্যস্য কার্য্যকারণসংঘাতস্য বিনিগ্রহঃ স্বভাবেন সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তস্য সন্মার্গ এবনিরোধঃ আত্মবিনিগ্রহঃ। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। "অমানিত্ব" মানীর ভাব মানিত্ব অর্থাৎ আত্ম শ্লাঘা সেই আত্মশ্লাঘার অভাবই অমানিত্ব (শব্দের অর্থ)। "অদম্ভিত্ব" নিজের ধার্ম্মিকতাকে (দশের কাছে) প্রকাশ করিয়া বলার নাম দম্ভিত্ব, সেই দম্ভিত্বের অভাবই অদম্ভিত্ব (শব্দের অর্থ) "অহিংসা" অহিংসন অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই অপীড়ন। "ক্ষান্তি" পরের অপরাধ দেখিয়াও মনের মধ্যে কোনপ্রকার বিকার না আসিতে দেওয়াই ক্ষান্তি (শব্দের অর্থ) "আর্জব" ঋজুভাব অর্থাৎ অবক্রতা। "আচার্য্যোপাসন" যে আচার্য্য মোক্ষসাধনের উপদেশ করেন তাঁহার শুশ্রূষাদি দ্বারা সেবা। "শৌচ" মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা দেহের মল প্রক্ষালন আর আভ্যন্তর অর্থাৎ মনের মল যে রাগদ্বেষ প্রভৃতি, প্রতিকূল ভাবনা দ্বারা তাহাদের অপনয়নও শৌচ (শব্দের অর্থ)। "স্থৈর্য্য" স্থির ভাব অর্থাৎ মোক্ষমার্গেই দৃঢ়তর অধ্যবসায় করা। "আত্মবিনিগ্রহ" আত্মার উপকরণ যে দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহাই এই স্থলে আত্ম শব্দের অর্থ, সেই আত্মার বিনিগ্রহ অর্থাৎ স্বভাবতঃ তাহার সকল দিকেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া সন্মার্গেই প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন তাহাই এই স্থলে আত্মবিনিগ্রহ (শব্দের অর্থ)। ৭।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং অনহংকারঃ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্। ৮।

মূলানুবাদ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহে বৈরাগ্য, অহঙ্কারের অভাব, এবং জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ও দুঃখ রাশির প্রতি দোষ দর্শন। ৮।

ভাষ্য। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু বিরাগভাবঃ বৈরাগ্যং। অনহঙ্কারঃ অহঙ্কারাভাব এব চ। জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ

দোষানুদর্শনম্ জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদি দুঃখাত্মেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্। জন্মনি গর্ভবাসঃ যোনিদ্বারা নিঃসরণং দোষঃ তস্যানুদর্শনং আলোচনং। তথা মৃত্যৌ দোষানুদর্শনং। তথা জরায়াং প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিবোধদোষানুদর্শনং পরিভূতত্বা চেতি। তথা ব্যাধিষু শিরোরোগাদিষু দোষানুদর্শনং। তথা দুঃখেষু অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তেষু। অথবা দুঃখান্যেব দোষঃ দুঃখদোষস্তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনম্। দুঃখং জন্ম দুঃখং মৃত্যুঃ দুঃখং জরা দুঃখং ব্যাধয়ঃ দুঃখনিমিত্তত্বাৎ জন্মাদয়ো দুঃখং ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখং ইতি। এবং জন্মাদিষু দুঃখদোষানুদর্শনাৎ দেহেন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদিষু বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামাত্মদর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। আরও ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক শব্দাদি ভোগ্য বস্তু নিবহে "বৈরাগ্য" বিরাগ ভাব। "জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শন" জন্ম মরণ বার্দ্ধক্য ব্যাধিসমূহ ও অন্যান্য দুঃখ সমূহ এই কয়টী বস্তুর প্রত্যেকেই দোষ দেখা। জন্ম লাভে দোষ গর্ভবাস ও যোনি দ্বারা নিঃসরণ, সেই দোষের দর্শন অর্থাৎ আলোচনা করা। এই প্রকার মৃত্যুতেও দোষ দর্শন। এইরূপ জরাতেও দোষ দর্শন, প্রজ্ঞা শক্তি ও তেজের নিরোধ এবং সকল লোকের নিকট পরিভব এই সকল জরা দোষ। এইরূপ ব্যাধিতে অর্থাৎ শিরোবেদনাপ্রভৃতিতে দোষ দর্শন। এই প্রকারই দুঃখসমূহে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ নিবহে দোষানুদর্শন। অথবা দুঃখ সমূহরূপই দোষ এইরূপ তাৎপর্য্যে দুঃখদোষ এই শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই দুঃখ দোষ শব্দটীর জন্মাদি প্রত্যেক পদার্থের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। জন্ম দুঃখ মৃত্যু দুঃখ জরা দুঃখ ব্যাধি সমূহও দুঃখ। এই জন্ম প্রভৃতি দুঃখের কারণ, এই জন্য দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল, বাস্তবিক ইহারা স্বরূপতঃ দুঃখ নহে। এই প্রকার জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখ দোষানুদর্শনের দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভোগ সমূহে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর সেই সকলের অধিষ্ঠান স্বরূপ পরমাত্মার দর্শনার্থ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জন্মাদি দুঃখদোষানুদর্শনও জ্ঞানের সাধন বলিয়াই জ্ঞান শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। ৮।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥

অন্বয়। অসক্তিঃ পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বঞ্চ। ৯।

মূলানুবাদ। বিষয়সমূহে অপ্রীতি পুত্র পত্নী ও গৃহ প্রভৃতিতে অনাসক্তি ইষ্ট লাভ বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতেও চিত্তের অবিকৃত স্বভাব। ৯।

ভাষ্য। কিঞ্চ অসক্তিঃ সক্তিঃ সঙ্গ নিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীতিমাত্রং তদভাবঃ অসক্তিঃ। অনভিষ্বঙ্গঃ অভিষ্বঙ্গো নাম সক্তিবিশেষঃ এব অনন্যাত্মভাবনা-লক্ষণঃ যথা অন্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি বা অহমেব সুখী দুঃখী চ জীবতি মৃতে বা অহমেব জীবামি মরিষ্যামি চেতি। ক ইত্যাহ পুত্রদারগৃহাদিষু পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু অন্যেষু অপি অত্যন্তেষ্টেষু দাসবর্গাদিষু। তচ্চোভয়ং জ্ঞানার্থত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে। নিত্যং চ সমচিত্তত্বং তুল্যচিত্ততা ক ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ইষ্টানাং অনিষ্টানাং চ উপপত্তয়ঃ সংপ্রাপ্তয়ঃ তাসু ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যমেব তুল্যচিত্ততা ইষ্টোপপত্তিষু ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি চ অনিষ্টোপপত্তিষু। তচ্চ এতৎ সমচিত্তত্বং জ্ঞানম্।

ভাষ্যানুবাদ। আরও "অসক্তি" সঙ্গহেতু (শব্দাদি) বিষয় সমূহে যে প্রীতি মাত্র তাহার নাম সক্তি, এই সক্তির অভাবই অসক্তি। "অনভিষ্বঙ্গ" অভিষ্বঙ্গ (শব্দের অর্থ) আসক্তি বিশেষ, (অর্থাৎ) যাহা আত্মা নহে তাহাকেই আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া যে ভাবনা করা যায় (তাহাই অভিষ্বঙ্গ) যেমন অন্য ব্যক্তির সুখ হইলে আমি সুখী হইলাম, অন্য ব্যক্তির দুঃখ হইলে আমি দুঃখী হইলাম, অন্যের জীবনে বা মরণে আমি বাঁচিলাম বা আমি মরিলাম এই প্রকার ভাবনা। কোথায়? তাহাই বলিতেছেন যে পুত্র দার গৃহ প্রভৃতিতে। পুত্রসমূহে পত্নীতেও গৃহ প্রভৃতিতে আদি শব্দের গ্রহণ দ্বারা অত্যন্ত ইষ্ট দাস বর্গাদিতে (যে অভিষ্বঙ্গ তাহাও বুঝা যাইতেছে)। এই অসক্তি ও অনভিষ্বঙ্গ দুইটাই জ্ঞানের সাধন বলিয়া জ্ঞান শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। নিত্য "সমচিত্তত্ব" তুল্যচিত্ততা, কোথায়? ইষ্টা-নিষ্টোপপত্তিসমূহে, অভিলষিত বা অনভিলষিত বিষয় সমূহের উপপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি হইলেও সকল সময়েই তুল্যচিত্ততা, ইষ্টলাভে হৃষ্ট হয় না এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে ও ক্রুদ্ধ হয় না—সেই এই সমচিত্তত্ব (জ্ঞানের সাধন এই জন্য) জ্ঞান (শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে)। ৯।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥

অন্বয়। ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ বিবিক্তদেশসেবিত্বং জনসংসদি অরতিঃ। ১০।

মূলানুবাদ। অনন্যযোগের সহিত আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জন দেশ সেবন এবং জনতার প্রতি অরুচি। ১০।

ভাষ্য। ময়ি চ ঈশ্বরে অনন্যযোগেন অপৃথক্ সমাধিনা ন অন্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোঽস্তি অতঃ সএব নোগতিরিত্যেবং নিশ্চিতা অব্যভিচারিণী বুদ্ধিঃ অনন্যযোগঃ তেন ভজনং ভক্তিঃ নব্যভিচরণশীলা অব্যভিচারিণী। সা চ জ্ঞানং। বিবিক্তদেশসেবিত্বং বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বা অশুচ্যাদিভিঃ সর্পব্যাঘ্রাদিভিঃ চ রহিতঃ অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদিঃ বিবিক্তো দেশঃ তং সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তদেশসেবী তদ্ভাবঃ বিবিক্তদেশসেবিত্বং। বিবিক্তেষু হি দেশেষু চিত্তং প্রসীদতি যতঃ ততএবং আত্মাদিভাবনা বিবিক্তে উপজায়তে অতো বিবিক্তদেশসেবিত্ব' জ্ঞানমুচ্যতে। অরতিঃ অরমণং জনসংসদি জনানাং প্রাকৃতানাং সংস্কারশূন্যানাং অবিনীতানাং সংসৎসমবায়ঃ জনসংসৎ ন সংস্কারবতাং বিনীতানাং সংসৎ। তস্যা জ্ঞানোপকারত্বাৎ। অতঃ প্রাকৃতজনসংসদি অরতিঃ জ্ঞানার্থত্বাৎ জ্ঞানম্। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। আরও আমাতে (অর্থাৎ) ঈশ্বরে অনন্যযোগের সহিত অব্যভিচারিণী ভক্তি (অনন্য যোগ কাহাকে বলে?) ভগবান্ বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নাই, এই প্রকার নিশ্চয়, যে নিশ্চয়ের ব্যতিক্রম কোনকালে হয় না সেই এইপ্রকার নিশ্চয়কে অনন্য যোগ বলা যায়। সেই অনন্য যোগের সহিত যে ভক্তি অর্থাৎ ভজন (কেমন ভক্তি?) অব্যভিচারিণী ভক্তি, যে ভক্তির কোনকালেই অন্যথা ভাব বা অভাব হয় না তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি সেই ভক্তিও (জ্ঞানের উপায় এইজন্য) জ্ঞান (শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে)। "বিবিক্তদেশসেবিত্ব" যে স্থান স্বভাবতঃই বা কৃত্রিম উপায় প্রয়োগ দ্বারা অশুচিবর্জ্জিত এবং যে স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বিচরণ করে না সেই স্থানকে বিবিক্তদেশ বলা যায়, যেমন অরণ্য নদীপুলিন বা দেবগৃহ প্রভৃতি, সেই বিবিক্ত দেশ সেবা করা যাহার স্বভাব তাহার নাম বিবিক্ত দেশ সেবী তাহার ভাব "বিবিক্তদেশসেবিত্ব" (অর্থাৎ সর্ব্বদা নির্জ্জন ও পবিত্র দেশে বাস করা) কারণ বিবিক্তদেশসমূহে (বাস করিলে) চিত্ত

প্রসন্ন হয় সেই জন্যই তথায় স্বতঃই আত্মাদি সূক্ষ্ম বিষয়ে ভাবনা (মানসে) উদিত হয় এই কারণেই বিবিক্তদেশসেবিত্বকেও জ্ঞান বলা হইয়াছে। "অরতি" ভাল না লাগা (কোথায়?) জনসমূহের সমাগমে, যাহারা লেখাপড়া জানেনা অবিনীতও যাহাদের হৃদয় সংস্কার হীন সেই সকল সাধারণ লোকের যে সমবায় বা সংহতি তাহাকে জনসংসৎ কহে সংস্কার সম্পন্ন ও বিনীত ব্যক্তিগণের যে সংসৎ তাহা এখানে জনসংসৎ এই শব্দটীর অর্থ নহে, কারণ ঐপ্রকার সংসৎ জ্ঞান লাভের উপায়। প্রাকৃত জনগণের সমুদায়ে যে অরতি তাহা জ্ঞানের কারণ, এইজন্য উহা জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইতেছে। ১০।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥

অন্বয়। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং (ইতি) এতৎ (সর্ব্বং) জ্ঞানং ইতি প্রোক্তমতঃ যৎ অন্যথা তৎ অজ্ঞানং। ১১।

মূলানুবাদ। সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানের নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানের যে ফল মোক্ষ তাহার আলোচন এই সকল বস্তুকেই জ্ঞান বলিয়া (শাস্ত্রে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এই সকল হইতে যাহা বিপরীত তাহাই অজ্ঞান। ১১।

ভাষ্য। কিঞ্চ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং আত্মাদিবিষয়ং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যভাবঃ নিত্যত্বং। অমানিত্বাদীনাং জ্ঞানসাধনানাং ভাবনা পরিপাক নিমিত্তং তত্ত্বজ্ঞানং তস্যার্থো মোক্ষঃ সংসারোপরমঃ তস্য আলোচনং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং তত্ত্বজ্ঞানফলস্যালোচনে হি তৎসাধনে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি এতদমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং উক্তং জ্ঞানং ইতি প্রোক্তং জ্ঞানার্থত্বাৎ। অজ্ঞানং যদতোঽন্যৎ অন্যথা বিপর্য্যয়েণ মানিত্বং দম্ভিত্বং হিংসাঽক্ষান্তিরনার্জ্জব মিত্যাদি অজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং পরিহরণায় সংসারপ্রবৃত্তিকারণত্বাৎ ইতি। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। আরও "অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব" আত্মা ও দেহ প্রভৃতির যে জ্ঞান তাহাই অধ্যাত্ম জ্ঞান সেই অধ্যাত্ম জ্ঞানের "নিত্যত্ব" (অর্থাৎ) নিত্য ভাব সর্ব্বদা অনুশীলন। অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞান সাধনগুলির যে ভাবনা পরিপাক (অর্থাৎ সংস্কারের দৃঢ়তা) তাহার দ্বারা উৎপন্ন হয় যে তত্ত্বজ্ঞান তাহার যে অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য মোক্ষ সেই মোক্ষের দর্শন অর্থাৎ

মোক্ষের আলোচনা। তত্ত্বজ্ঞানের ফলের আলোচনা করিলে তত্ত্বজ্ঞানের যাহা সাধন তাহাতে প্রবৃত্তি হয়। এই অমানিত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত এইকয়টী সাধনকে জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় কারণ ইহা সকলই জ্ঞানের সাধন। এই সকল হইতে যাহা "অন্যথা" বিপরীত (অর্থাৎ) মানিত্ব দম্ভিত্ব হিংসা অক্ষান্তি ও কপটতা এই সকলই অজ্ঞান বলিয়া জানিবে (জানিবার প্রয়োজন কি?) পরিহার করিবার জন্য, কারণ এই দম্ভিত্ব প্রভৃতিই সংসার প্রবৃত্তির কারণ। ১১।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়। যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি (কীদৃশং জ্ঞেয়ং) যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতং অশ্নুতে (কিং তৎ) অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম তৎ ন সৎ উচ্যতে ন (অপি) অসদুচ্যতে। ১২।

মূলানুবাদ। যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি যাহাকে জানিতে পারিলে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিতে পারে সেই জ্ঞেয় অনাদিমৎ তাহাই পর ব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্ম কার্য্যও নহে কারণও নহে। ১২।

ভাষ্য। যথোক্তেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং কিং ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং আহ জ্ঞেয়ং যৎ তদিত্যাদি নন্থ যমা নিয়মাশ্চ অনিত্যত্বাদয়ঃ নতৈর্জ্ঞেয়ং জ্ঞায়তে। নহি অমানিত্বাদি কিঞ্চিৎ বস্তুনঃ পরিচ্ছেদকং দৃষ্টং সর্ব্বত্রৈব যদ্বিষয়কং জ্ঞানং তদেব তস্য পরিচ্ছেদকং দৃশ্যতে নহি অন্যবিষয়েণ জ্ঞানেন অন্যৎ উপলভ্যতে যথা ঘটবিষয়েণ জ্ঞানেন অগ্নিঃ। নৈষ দোষঃ জ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ জ্ঞানমিতি হ্যবোচাম। জ্ঞানসহকারিকারণত্বাচ্চ। জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ যথাবৎ বক্ষ্যামি। কিং ফলং তৎ ইতি প্ররোচনেন শ্রোতুরভিমুখীকরণায় আহ যজ্ জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বা অমৃতত্বং অশ্নুতে ন পুনর্ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অনাদিমৎ আদিরস্যাস্তীতি আদিমৎ—ন আদিমৎ অনাদিমৎ। কিং তৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মিতি প্রকৃতং। অত্র কেচিৎ অনাদিমৎ পরং ইতি পদং ছিন্দন্তি বহুব্রীহিণা উক্তেঽর্থে মক্তুপ্ আনর্থক্যমনিষ্টং ইতি। অর্থবিশেষং চ দর্শয়ন্তি অহং বাসুদেবাখ্যা পরাশক্তির্যস্য তৎ মৎপরং ইতি সত্যমেবং অপুনরুক্তং স্যাৎ অর্থশ্চেৎ সম্ভবতি, নত্বর্থঃ সম্ভবতি ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিশেষ-

প্রতিষেধেন বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বাৎ নসৎ তৎ ন অসদুচ্যতে ইতি বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বপ্রদর্শনং বিশেষপ্রতিষেধশ্চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধং। তস্মাত্মতুপো বহুব্রীহিণা সমানার্থত্বেঽপি প্রয়োগঃ শ্লোকপূরণার্থঃ। অমৃতত্বফলং জ্ঞেয়ং ময়া উচ্যতে ইতি প্ররোচনেন অভিমুখীকৃত্য আহ ন সৎ তজ্জ্ঞেয়মুচ্যতে নাপি অসদুচ্যতে। নন্থ মহতা পরিকরবন্ধেন কণ্ঠরবেণ উদ্ঘুষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামীতি অননুরূপমুক্তং নসৎ তৎ নাসদুচ্যতে ইতি। ন অনুরূপমেব উক্তং কথং সর্ব্বাসুহি উপনিষৎসু জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম "নেতি নেতি অস্থূলমনণু" ইত্যাদি বিশেষপ্রতিষেধেন এব নির্দ্দিশ্যতে নেদং তৎ ইতি বাচোঽগোচরত্বাৎ। নন্থ ন তদস্তি যদ্বস্তু অস্তি শব্দেন নোচ্যতে। অথাস্তি শব্দেন নোচ্যতে নাস্তি তজ্জ্ঞেয়ং। বিপ্রতিষিদ্ধং চ জ্ঞেয়ং তদস্তিশব্দেন নোচ্যতে ইতি চ। ন তাবন্নাস্তি নাস্তিবুদ্ধ্যবিষয়ত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞানের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা কি জানিতে হইবে? এইপ্রকার প্রশ্নের (উত্তর) বলিতেছেন ভগবান যে, যাহা জ্ঞেয় ইত্যাদি। এক্ষণে শঙ্কা করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সকলই যম বা নিয়মের অন্তর্নিবিষ্ট, ঐ সকলের দ্বারা কোন বস্তুই ত জ্ঞাত হইতে পারেনা, অমানিত্ব প্রভৃতি কোন বিষয়ের প্রকাশক কখনই হইতে পারে না, সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জ্ঞানের যে বিষয় সেই জ্ঞানই তাহার প্রকাশক হইয়া থাকে, অন্য বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অন্য বস্তু কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না যেমন ঘট বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অগ্নি (কিছুতেই প্রকাশিত হয় না)। এই প্রকার শঙ্কারূপ দোষ হইতে পারেনা কারণ—এই যে জ্ঞান শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে উহার অর্থ জ্ঞান নহে কিন্তু জ্ঞানের সাধন এইরূপ তাৎপর্য্যেই এই স্থানে জ্ঞান শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই আমি বলিয়াছি ঐ সকল অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের সহকারি কারণ, এই জন্যই ঐগুলিকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। "জ্ঞেয়" জ্ঞাতব্য যাহা তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি, সে জ্ঞেয়কে জানিয়া লাভ কি? তাহার নির্দ্দেশ দ্বারা শ্রোতার শুনিবার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিতেছেন যে যাহার জ্ঞান হইলে লোক "অমৃত' অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ আর তাহাকে মরিতে হয় না। "অনাদিমৎ" যাহার আদি আছে তাহাকে আদিমৎ কহা যায়, যাহা আদিমৎ নহে তাহাই অনাদিমৎ। সেই অনাদিমৎ বস্তু

কি? তাহাই "পর" নিরতিশয় ব্রহ্ম তাহাই জ্ঞেয়রূপে এখানে প্রক্রান্ত হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি "অনাদিমৎপর" এই পদটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন অর্থাৎ অনাদি এই একটী পদ আর একটী মৎপর; কেন এইপ্রকার করেন (তাঁহারা বলেন যে) বহুব্রীহি সমাসের দ্বারাই যে অর্থ বুঝান যায় তাহাই বুঝাইবার জন্য যদি তাহার উত্তর মক্তুপ্ প্রত্যয় করা যায় তাহা হইলে মক্তুপ প্রত্যয়টী বৃথা হয় (অর্থাৎ যাহার আদি নাই এই অর্থে বহুব্রীহি করিয়া অনাদি এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইলে উহার দ্বারা যে অর্থ বোধ হয় অনাদি শব্দের উত্তর মক্তুপ প্রত্যয় করিয়া অনাদিমৎ শব্দটী নিষ্পন্ন করিয়া তাহার দ্বারা যদি ঐ অর্থটিই বোধ করান হয় তাহা হইলে মক্তুপ্ প্রত্যয় করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ হয় না কারণ অনাদিমৎ বলিলেও যাহা বুঝা যায় অনাদি বলিলেও তাহাই বুঝা যায় এরূপ স্থলে অতিরিক্ত প্রয়োগ করিয়া কি লাভ?) এইরূপ বৃথা পদের প্রযোগ কখনই ইষ্ট হইতে পারে না (এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ মৎপর এই শব্দটীর) অর্থবিশেষও তাঁহারা এইপ্রকার দেখান যে, আমি অর্থাৎ বাসুদেব যাহার পরাশক্তি সেই মৎপর। সত্য বটে এইপ্রকার পদদ্বয় কল্পনা করিলে পুনরুক্তিরূপ দোষের পরিহার হইতে পারে কিন্তু এইপ্রকার ব্যাখ্যা তাহা হইলেই গ্রহণ করা যাইতে পারে যদি এইরূপ ব্যাখ্যার অর্থ সঙ্গত হয়। বাস্তবিক এইরূপ ব্যাখ্যায অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না কারণ এই স্থানে যে জ্ঞেয ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইযাছে তাহা কিপ্রকার?—সকল প্রকার বিশেষ অর্থাৎ উপাধির নিষেধ করিযা সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই জ্ঞেয বলিযা বুঝাইবার ইচ্ছাই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। তাহাই যদি হইল তবে সেই ব্রহ্মে বিশিষ্ট শক্তি আছে অথচ সেই ব্রহ্ম সকল প্রকার উপাধিবর্জ্জিত এইপ্রকার যদি বর্ণনা করা যায় তাহা হইলে এইরূপ বর্ণনা পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধার্থ হইয়া পড়ে এরূপ বিপ্রতিষিদ্ধ ভাষণের আপত্তি উপস্থিত হইতে পার। তাহা ঠিক নহে। যাহাকে জানিলে মরণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায সেই বস্তুর স্বরূপ আমি বলিতেছি বলিয়া শ্রোতাকে শুনিবার জন্য উৎসুক করিযা এক্ষণে বলিতেছেন যে সেই জ্ঞেয় সৎ ইহাও বলা যায় না এবং উহা অসৎ তাহাও বলা যায় না। এক্ষণে এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে, মহান আড়ম্বর করিযা উচ্চকণ্ঠরবে ঘোষণা করিয়া বলা হইল যে, এইবার আমি যাহা জ্ঞেয তাহা বলিতেছি তাহার পরই বলা হইল যে সেই যে জ্ঞেয তাহাকে সৎও বলা যায না অসৎও বলা

আবশ্যক, গ্রহণ করে, ও নিজের স্বভাবানুযায়ী বাড়িতে থাকে, তুমি সেই ভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার।

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; আলোক, আলোকে লইয়া এস। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক; যতক্ষণ না সকলেই ভগবানের নিকট পঁহুছায়, ততক্ষণ যেন তোমাদের কার্য্য শেষ না হয়। দরিদ্রদের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের নিকট আরো অধিক আলো লইয়া এস, কারণ, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোর প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া এস, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরো অধিক আলো, কারণ, আজকাল তোমাদের শিক্ষাভিমান বড় প্রবল। এইরূপে সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু সেই প্রভু করিবেন, কারণ, সেই ভগবান্‌ই বলিয়াছেন,—

জগতের সর্ব্বত্র জ্ঞানালোক বিস্তার কর।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে; তুমি এমন ভাবে কর্ম্ম করিও না, যাহাতে তাহার ফল তোমায় ভোগ করিতে হয়, অথচ কর্ম্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

যিনি শত শত যুগ পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ও আমাদিগকে এইরূপ মহোচ্চ তত্ত্বসমূহ শিখাইয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তিলাভে সাহায্য করেন।

ভারতীয় মহাপুরুষগণ।

ভারতীয় মহাপুরুষগণের কথা বলিতে গিয়া আমার মনে সেই প্রাচীনকালের কথা উদিত হইতেছে, ইতিহাসে যে কালের কোন ঘটনার উল্লেখ করে না এবং কিম্বদন্তী যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার হইতে রহস্য উদ্ঘাটনের বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্মিয়া গিয়াছেন—বাস্তবিক

সনাতন সত্য ও যুগধর্ম্ম।

হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া অসংখ্য মহাপুরুষ প্রসব ব্যতীত আর কিছু করে নাই। সুতরাং, আমি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটীর বিষয়—যুগপ্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণের জীবনী লইয়া, তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিব। প্রথমতঃ, আমাদের শাস্ত্রসম্বন্ধে আমাদের কিছু বুঝা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিধ সত্যের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে—প্রথম সনাতন সত্য; দ্বিতীয় প্রকারটী প্রথমোক্তের ন্যায় ততদূর প্রামাণ্য না হইলেও বিশেষ বিশেষ দেশকালপাত্রে প্রযুজ্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় শ্রুতি বা বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সত্য,—স্মৃতি যথা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায়, এবং পুরাণে ও তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন, কারণ, স্মৃতি যদি শ্রুতির বিরোধী হয়, তবে শ্রুতিকেই সে স্থলে মানিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রবিধান। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার নিয়তি ও তাহার চরমোদ্দেশ্য মোটামুটি বর্ণিত হইয়াছে, স্মৃতি ও পুরাণে তাহারই বিস্তার করা হইয়াছে। সামান্য ভাবে উপদেশে শ্রুতিই পর্য্যাপ্ত; ধর্ম্মজীবন যাপনের সার তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট উপদেশের অধিক আর কিছু বলা যাইতে পারে না, আর কিছু জানিবার নাই। এ বিষয়ে যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই শ্রুতিতে আছে; জীবাত্মার সিদ্ধিলাভের জন্য যে সকল উপদেশের প্রয়োজন, শ্রুতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে। কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিধান শ্রুতিতে নাই, স্মৃতি বিভিন্ন সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। শ্রুতির আর একটী বিশেষত্ব আছে। যে সকল মহাপুরুষ শ্রুতিতে বিভিন্ন সত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, (ইহাঁদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, তবে কয়েকজন নারীরও উল্লেখ দেখা যায়) তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, যথা তাঁহাদের জন্মের সন তারিখ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমরা অতি সামান্যই জানিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিন্তা—(তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া বলিলেই ভাল হয়) আমাদের দেশের ধর্ম্মসাহিত্যরূপ বেদে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত আছে। স্মৃতিতে কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী ও কার্য্যকলাপই বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিতেই আমরা প্রথম অদ্ভুত, মহাশক্তিশালী, মনোহরচরিত্র, ইঙ্গিতে সমগ্র জগতের পরিচালক মহা-

পুরুষগণের পরিচয় পাইয়া থাকি—তাঁহাদের চরিত্র এতদূর উন্নত যে, তাঁহাদের উপদেশাবলিও যেন তাহার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম্মে যে ঈশ্বরের উপদেশ আছে, তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। উহাতে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রহিত সনাতন তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের উপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি বা বেদই আমাদের ধর্ম্মের মূল—উহাতে কেবল সনাতন তত্ত্বের উপদেশ; বড় বড় অবতার, আচার্য্য ও মহাপুরুষগণের বিষয় সমস্তই স্মৃতি ও পুরাণে আছে। আর ইহাও লক্ষ্য করিও যে, কেবল আমাদের ধর্ম্ম ছাড়া জগতের অন্যান্য সকল ধর্ম্মই কোন বিশেষ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। খ্রীষ্টধর্ম্ম খ্রীষ্টের, মুসলমানধর্ম্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম্ম জিনগণের এবং অন্যান্য ধর্ম্ম অন্যান্য ব্যক্তিগণের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই সকল ধর্ম্মে ঐ মহাপুরুষগণের জীবনের ঐতিহাসিক প্রমাণ লইয়া যে যথেষ্ট বিবাদ হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক। যদি কখন এই প্রাচীন মহাপুরুষগণের অস্তিত্ববিষয়ক ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্ব্বল হয়, তবে তাঁহাদের ধর্ম্মরূপ অট্টালিকা পড়িয়া গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের ধর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমাদের এরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই। তোমরা যে তোমাদের ধর্ম্ম মানিয়া চল, তাহার কারণ ইহা নহে যে, কোন মহাপুরুষ বা অবতার উহার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণের বচনে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বেদানুগত বলিয়াই কৃষ্ণবাক্যের প্রামাণ্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, বেদের প্রচারক যত হইয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অবতার ও মহাপুরুষগণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা গোড়াতেই একথা স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের পূর্ণতা লাভের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সবই বেদে কথিত হইয়াছে। নূতন কিছু আর আবিষ্কার হইতে পারে না। তুমি কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্যস্বরূপ পূর্ণ একত্বকে ছাড়াইয়া যাইতে পার না। বেদ অনেক দিন পূর্ব্বেই এই পূর্ণ একত্ব আবিষ্কার

হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভেদ, অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু-ধর্ম্মের ভিত্তি সনাতন সত্য।

করিয়াছেন, ইহাকে ছাড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব। যখনই 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল—এই তত্ত্বমসি বেদে রহিয়াছে। বাকি রহিল কেবল বিভিন্ন দেশকালপাত্র অনুসারে সময়ে সময়ে লোক-শিক্ষা। এই প্রাচীন, সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা ইহাই বাকি রহিল—সেই জন্যই সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত বাণীতে এই তত্ত্বটী যেরূপ পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, কুত্রাপি তদ্রূপ হয় নাই।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ইত্যাদি—

'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। অধর্ম্মের নাশের জন্য আমি সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকি।' ইত্যাদি। ভারতে ইহাই ধারণা।

হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম কেন?

ইহা হইতে কি দাঁড়াইতেছে? দাঁড়াইতেছে এই যে, একদিকে এই সনাতন তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে। ঐগুলি স্বতঃপ্রমাণ, উহারা কোনরূপ যুক্তির উপর পর্য্যন্ত নির্ভর করে না। ঋষিগণ, তাঁহারা যতই বড় হউন অথবা অবতারগণ, তাঁহারা যতই মহিমাসম্পন্ন হউন, তাঁহাদের বাক্যের উপর নির্ভর করা ত দূরের কথা! আমরা এখানে একথা বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশ হইতে ভারতীয় চিন্তার এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা বেদান্তকেই একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া দাবী করিতে পারি, বেদান্তই জগতের একমাত্র বর্ত্তমান সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম; কারণ, উহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের মতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না, উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমূহই শিক্ষা দিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ধর্ম্ম, জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা একটা ক্ষুদ্র সহরেই দেখিতে পাই, সেই সহরের বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন শত শত লোককে আপনাদের আদর্শ করিয়া থাকে। সুতরাং মহম্মদ, বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট এরূপ কোন এক ব্যক্তি কিরূপে সমগ্র জগতের আদর্শস্বরূপ হইতে পারেন? অথবা সেই এক ব্যক্তির বাক্যপ্রমাণেই বা সমগ্র নীতিবিদ্যা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া কিরূপে স্বীকার

করা যায়? বৈদান্তিক ধর্ম্মে এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। মানবের সনাতন প্রকৃতিই ইহার প্রমাণ, ইহার নীতিতত্ত্ব মানব জাতির সনাতন আধ্যাত্মিক একত্বরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই একত্ব চেষ্টা করিয়া লাভ করিবার নয়, উহা পূর্ব্ব হইতেই লব্ধ।

অপরদিকে শাস্ত্রকারগণ ঐতিহাসিক আদর্শের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

অন্যদিকে আবার আমাদের ঋষিরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন না কোন আকারে লোকে একজন ব্যক্তিবিশেষস্বরূপ ঈশ্বর করিয়া লয়। যে বুদ্ধদেব ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া গেলেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বর্ষ যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিল। ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে আর আমরা জানি, এইরূপ ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা হইতে (অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর মানবের উপাসনার অযোগ্য) শ্রেষ্ঠতর জীবন্ত ঈশ্বর সকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর হইতে আমাদের কল্পনাসৃষ্ট কোন বস্তু হইতে, আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু ধারণা করিতে পারি, তাহা হইতে তাঁহারা অধিকতর পূজার যোগ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উচ্চ আদর্শের চিন্তা করিতে পারি, বুদ্ধ তদপেক্ষা উচ্চ আদর্শ, জীবন্ত আদর্শানুরূপ ধারণা। সেই জন্যই সর্ব্বপ্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও পদচ্যুত করিয়া তাঁহারা চিরকাল মানবের পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। আমাদের ঋষিরা ইহা জানিতেন; সেই জন্য তাঁহারা ভারতবাসী সকলের পক্ষে এই মহাপুরুষগণের, এই অবতারগণের পূজার পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া গিয়াছেন,

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং॥

ভাবার্থ এই,—মানুষের মধ্য দিয়া যেখানেই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির

প্রকাশ হয়, জানিও সেখানে আমি বর্ত্তমান ; আমা হইতেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।

ইহা দ্বারা হিন্দুগণের পক্ষে সকল দেশের সকল অবতারকে উপাসনা করিবার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে! হিন্দু যে কোন দেশের যে কোন সাধু মহাত্মার পূজা করিতে পারে। আমরা কার্য্যতঃও দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় খ্রীষ্টিয়ানদের চর্চ্চেও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। ইহা ভালই বলিতে হইবে। কেন আমরা এরূপ উপাসনা না করিব? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। উহা এত উদার, এত প্রশস্ত যে, উহা সর্ব্ব-প্রকার আদর্শকেই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে। জগতে যত প্রকার ধর্ম্মের আদর্শ আছে, তাহাদিগকে এখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে, আর ভবি-*ষ্যতে যে সকল বিভিন্ন আদর্শ আসিবে, তাহাদের জন্য আমরা ধৈর্য্যের* সহিত অপেক্ষা করিতে পারি। সেগুলিকেও ঐরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, বৈদান্তিক ধর্ম্মই তাঁহার অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া সকলগুলিকেই আলিঙ্গন করিয়া লইবেন।

সকল দেশের, সকল ধর্ম্মের সকল অবতারই হিন্দুর উপাস্য।

ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই। ইহাঁদের অপেক্ষা একটু নিম্নশ্রেণীর আর একপ্রকার মহাপুরুষ আছেন। বেদে ঋষি শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় আর আজকাল ইহা একটী চলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। ঋষিবাক্যের বিশেষ প্রামাণ্য। আমাদিগকে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ঋষি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মের প্রমাণ কি? বহির্বিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন।

ঋষি অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি।' ইত্যাদি

অর্থাৎ—'মনের সহিত বাক্য, যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে ফিরিয়া আসে।'

'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মন নহে।' ইত্যাদি।

শত শত যুগ ধরিয়া ঋষিরা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বাহ্য প্রকৃতি আমাদিগকে আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনন্ত জীবন, মানবের চরম লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে কোন উত্তর দিতে অক্ষম। এই মনের সর্ব্বদা পরিণাম হইতেছে, সর্ব্বদাই যেন উহার প্রবাহ চলিয়াছে, উহা সসীম, উহা যেন খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রহিয়াছে। উহা কিরূপে সেই অনন্ত, অপরিবর্ত্তনশীল, অখণ্ড, অবিভাজ্য, সনাতন বস্তুর সংবাদ দিবে? কখনই পারে না। আর যখনই মানবজাতি চৈতন্যহীন জড় হইতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইতিহাসই জানেন, তাহার ফল কিরূপ অশুভ হইয়াছে। তবে ঐ বেদোক্ত জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ঋষির মধ্য দিয়া আসিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই জ্ঞানলাভ হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানই কি মানুষের সর্ব্বস্ব? কে ইহা বলিতে সাহসী হইবে? আমাদের জীবনে, আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন মুহূর্ত্ত সকল আসিয়া থাকে, হয়ত আমাদের সম্মুখেই আমাদের কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হইল, অথবা আমরা অন্য কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলাম, অথবা অতিশয় আনন্দের কারণ হইল—এই সকল অবস্থায় সময়ে সময়ে মনটা যেন একেবারে স্থির হইয়া যায়। অনেক সময়ে অনেক অবস্থায় এমন ঘটে যে, মনটা স্থির হইয়া গিয়া ক্ষণকালের জন্য উহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায়। তখন সে সেই অনন্তের একটু আভাস পায়, তখন আমাদের সম্মুখে এমন এক বস্তু প্রকাশিত হয়, যেখানে মন বা বাক্য কিছুই যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের জীবনেই সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে; অভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থাকে প্রগাঢ়, স্থায়ী ও সম্পূর্ণ করিতে হইবে। মানব শত শত যুগ পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিল যে, আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা বদ্ধ বা সীমাবদ্ধ নহে; শুধু তাহাই নহে, উহা জ্ঞানের দ্বারাও সীমাবদ্ধ নহে; আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান সেই আত্মারূপ অনন্ত শৃঙ্খলের একটী ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সত্তা জ্ঞানের সহিত অভিন্ন নহে, জ্ঞান সত্তার একটী অংশ-বিশেষমাত্র। ঋষিরা জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। জ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য লাভ করিতে হইলে মানুষকে উহার অতীত প্রদেশে, ইন্দ্রিয়ের বাহিরে

যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন ব্যক্তি সকল আছেন, যাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমার বহির্দেশে যাইতে সক্ষম। ইঁহাদিগকেই ঋষি বলে, কারণ, ইহাঁরা আধ্যাত্মিক সত্য সমূহের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার সম্মুখস্থ এই টেবিলটীকে যেমন আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণে জানিয়া থাকি, বেদনিহিত সত্যসমূহের প্রমাণও তদ্রূপ প্রত্যক্ষানুভূতি। টেবিলটীকে আমরা ইন্দ্রিয়যোগে উপলব্ধি করিয়া থাকি, আর আধ্যাত্মিক সত্যসমূহও জীবাত্মার জ্ঞানাতীত অবস্থায় সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। এই ঋষিত্বলাভ দেশকাল লিঙ্গ বা জাতিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন অকুতোভয়ে বলিয়াছেন যে, এই ঋষিত্ব ঋষির বংশধরগণের, আর্য্য, অনার্য্য, এমন কি, ম্লেচ্ছগণের পর্য্যন্ত সাধারণ সম্পত্তি।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে ঋষি হইতে হইবে—বুদ্ধদেব ও ব্রাহ্মণগণ।

বেদের ঋষিত্ব বলিতে ইহাই বুঝায়; আমাদিগকে ভারতীয় ধর্ম্মের এই আদর্শকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আর আমি ইচ্ছা করি যে, জগতের অন্যান্য জাতিরাও এই আদর্শটীকে বুঝিয়া স্মরণ রাখিবেন, কারণ, তাহা হইলে বিভিন্ন ধর্ম্মে বিবাদ বিসম্বাদ কমিয়া যাইবে। শাস্ত্রপাঠে ধর্ম্মলাভ হয় না, অথবা মতমতান্তরের দ্বারা বা বচনে, এমন কি, তর্কযুক্তি বিচারের দ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে হইবে—ঋষি হইতে হইবে। বন্ধুগণ, যতদিন না তোমাদের প্রত্যেকেই ঋষি হইতেছ, যতদিন না আধ্যাত্মিক সত্য সাক্ষাৎকার করিতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় নাই জানিবে। যতদিন না তোমাদের এই জ্ঞানাতীত অবস্থা খুলিয়া যায়, ততদিন ধর্ম্ম কেবল কথার কথামাত্র, ততদিন কেবল ধর্ম্মলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছ মাত্র, ততদিন তোমরা পরের মুখে ঝাল খাইতেছ মাত্র। এক সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত কতকগুলি ব্রাহ্মণের তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি একটী অতি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন—তাহা এখানে বেশ খাটে। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের নিকট যাইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন। সেই মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন?' তাঁহারা বলিলেন, 'না, আমরা দেখি নাই।' বুদ্ধদেব আবার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনাদের পিতৃগণ কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন?' 'না, তাঁহারাও দেখেন নাই।' 'আপনাদের পিতামহগণ?' 'আমাদের বোধ হয়, তাঁহারাও তাঁহাকে দেখেন

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

BENGAL LIBRARY
17. JAN. 1907
WRITERS' BUILDINGS

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত	শ্রীম—	৫১১
২।	ঐহিকের গৃহস্থ ...	... ...	৫১৬
৩।	অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা	রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	৫২৫
৪।	সমালোচনা ...	... ...	৫২৯
৫।	সংবাদ ও মন্তব্য ...	... ...	৫৩০
৬।	বঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশন ...	...	৫৩৩
৭।	ভারতে বিবেকানন্দ	... ...	৫৩৫
৮।	রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষপীড়িতে প্রাপ্তিস্বীকার ...	... বিজ্ঞাপনের	৭।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক ২৲ দুই টাকা।

... বর্ষ, ২২শ সংখ্যা। ... সাল ... ১৩১৩ সাল।

IMPERIAL

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী রাজযোগ	১৲	বাঙ্গালা রাজযোগ	১৲, বাঁধান ১৷৹
" জ্ঞানযোগ	১৲	" ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)	৷৷৹
" কর্ম্মযোগ	৷৹	" চিকাগো বক্তৃতা	৷৹
" ভক্তিযোগ	৷৷৹	" স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি (১ম ভাগ)	৷৹
" চিকাগো বক্তৃতা (২য় সংস্করণ)	৷৹		
" বক্তৃতা [illegible]	৷৹		
" কথোপকথন	৷৹		

ইংরাজী চিকাগো বক্তৃতা ব্যতীত উপরোক্ত পুস্তকগুলি উদ্বোধন গ্রাহকগণ অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ (পূর্ব্বার্দ্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত—১৲

মহাভাষ্য (পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত) (যন্ত্রস্থ) ৩৷৹

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, আসাম ব্রাঞ্চ—ধুবরী।

চ্যবন প্রাশ—৩৲ টাকা সের।

স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) ৪৲ টাকা তোলা।

স্বর্ণঘটিত বড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ—৮৲ টাকা তোলা।

শক্তি ও বলবর্দ্ধক "অশ্বগন্ধারিষ্ট"—৩৲ টাকা সের।

সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—৩৲ টাকা সের।

অশোকঘৃত—৬৲ টাকা সের।

ক্যাটালগে এই সুলভ মূল্যের ঔষধগুলির হিসাব ও আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধগুলির মূল্যের তালিকা দেখুন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

হিন্দুকেমিষ্ট ও রেয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

17 JAN

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—)

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রহ্লাদচরিত্রাভিনয় দর্শনে।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধিমন্দিরে।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ ষ্টার থিয়েটারে আসিয়াছেন। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ ইত্যাদি আসিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটার তখন বিডন ষ্ট্রীটে ছিল; এই রঙ্গমঞ্চে পরে এমারল্ড থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন হইত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রহ্লাদচরিত্রের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন।

আজ রবিবার। ৩০শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ একটী বক্সে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। রঙ্গালয় আলোকাকীর্ণ হইয়াছে। ঠাকুরের কাছে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ বসিয়া আছেন। গিরীশও আসিয়াছেন।

অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গিরীশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বা, তুমি বেশ সব লিখেছো!

গিরীশ। মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমার ধারণা আছে। সে দিন ত তোমায় বল্লাম, ভিতরে ভক্তি না থাক্‌লে চালচিত্র আঁকা যায় না—

"ধারণা চাই। কেশবের বাড়ীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। দেখ্‌লাম একজন ডিপুটি ৮০০ টাকা মাইনে পায়। সকলে বল্লে, খুব পণ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ছেলেটা কিসে ভাল যায়গায় বস্‌বে, কিসে অভিনয় দেখ্‌তে পাবে, এই জন্য ব্যাকুল। এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, তা শুন্‌বে না। ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, বাবা

এটা কি, বাবা ওটা কি ;—তিনিও ছেলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল ঘরে পড়েছে মাত্র, কিন্তু ধারণা হয় নাই।

গিরীশ। মনে হয়, থিয়েটারগুলা আর করা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না না, ও থাক্, ওতে লোকশিক্ষা হবে।

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রহ্লাদ পাঠশালে লেখাপড়া করিতে আসিয়াছেন, প্রহ্লাদকে দর্শন করিয়া ঠাকুর সস্নেহে 'প্রহ্লাদ', 'প্রহ্লাদ' এই কথা বলিতে বলিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন।

প্রহ্লাদকে হস্তিপদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাঁদিতেছেন। অগ্নিকুণ্ডে যখন ফেলিয়া দিল, তখনও ঠাকুর কাঁদিতেছেন।

গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসিয়া আছেন। নারায়ণ প্রহ্লাদের জন্য ভাবিতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে।]

রঙ্গালয়ে গিরীশ যে ঘরে বসেন, সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। গিরীশ বলিলেন, 'বিবাহবিভ্রাট' কি শুনবেন? ঠাকুর বলিলেন, 'না, প্রহ্লাদচরিত্রের পর ও সব কি? আমি তাই গোপাল উড়ের দলকে বলেছিলাম, তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বোলো। বেশ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল, আবার বিবাহবিভ্রাট,—সংসারের কথা! "যা ছিলুম তাই হলুম।" আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে।

ঠাকুর গিরীশাদি ভক্তের সহিত আবার ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

গিরীশ। মহাশয়, কি রকম দেখ্‌লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ্‌লাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখ্‌লাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা। যারা গোলোকে রাখাল সেজেছে, তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন!

"তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হচ্চে কি না তার লক্ষণ আছে। একটী লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র—উপরে হিল্লোল—নীচে গভীর

জল। যার ভগবান্ দর্শন হয়েছে, সে কখনও পাগলের ন্যায়, কখনও পিশাচের ন্যায়,—শুচি অশুচি বিভেদ জ্ঞান নাই। কখন বা জড়ের ন্যায়, কেননা, অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন কোরে অবাক্ হয়ে থাকে। কখন বা বালকের ন্যায়। আঁট নাই। বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখন বাল্যভাব; কখন পৌগণ্ড ভাব, ফষ্টি নষ্টি করে; কখনও যুবার ভাব—যখন কর্ম্ম করে, লোক শিক্ষা দেয়, তখন সিংহ তুল্য।

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পায় না, মেঘ উঠ্‌লে আর সূর্য্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্চে না বলে কি সূর্য্য নাই? সূর্য্য ঠিক আছে।

"তবে বালকের 'আমি' এতে দোষ নাই; বরং উপকার আছে। শাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরিতে কফদোষ করে না।

"তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশী বল্লে দল টল থাক্‌বে না। কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বল্লাম, 'বালকের আমি' 'দাস আমি,' এতে দোষ নাই।

[তিন প্রকার ভক্ত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তিনি দেখেন যে, ঈশ্বরই জীব জগৎ হয়ে আছেন। সবই তিনি। এর নাম উত্তম ভক্ত।

গিরীশ (সহাস্যে)। সবই তিনি, তবে একটু আমি থাকে;—কফদোষ করে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ, ওতে হানি নাই। ও 'আমি' টুকু সম্ভোগের জন্য। 'আমি একটী তুমি একটী' হলে আনন্দভোগ করা যায়। সেব্য সেবকের ভাব।

"আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী রূপে আছেন।

"অধম থাকের ভক্ত বলে, ঈশ্বর আছেন, ঐ ঈশ্বর অর্থাৎ আকাশের ওপারে। (সকলের হাস্য।)

"গোলোকের রাখাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হল, সেই সব হয়েছে।

"যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর ঠিক বোধ হয়, ঈশ্বরই কর্ত্তা, তিনিই সব কচ্চেন।

গিরীশ। মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব কচ্চেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি জড় তুমি চেতয়িতা; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।

"যারা অজ্ঞান, তারা বলে, কতক আমি কর্‌ছি, কতক তিনি কর্‌ছেন!

[কর্ম্মযোগ ও চিত্তশুদ্ধি।]

গিরীশ। মহাশয়, আমি আর কি কর্‌ছি, আর কর্ম্মই বা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, কর্ম্ম ভাল। জমি পাট করা হলে যা কইবে, তাই জন্মিবে। তবে কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তে হয়।

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো।' যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, তিনি ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটী পুঁছে ফেলে, আর কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি কোদাল আনে, খোড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়। আবার কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয়, যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকারে লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখেছিলেন।

(গিরীশের প্রতি) "তুমি পরের জন্য রাখ্‌বে।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও পাপবাদ।]

গিরীশ। আপনি তবে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মার নামে বিশ্বাস কোরো, হয়ে যাবে।

গিরীশ। আমি যে পাপী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে পাপ পাপ সর্ব্বদা করে, সেই শালাই পাপী হয়ে যায়।

গিরীশ। মহাশয় আমি যেখানে বস্‌তাম, সে মাটী অশুদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়? না, একেবারে দপ্‌ করে আলো হয়?

গিরীশ। আপনি আশীর্ব্বাদ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার যদি আন্তরিক হয়; আমি কি বোল্‌বো; আমি খাই দাই, তাঁর নাম করি।

গিরীশ। আন্তরিক নাই, কিন্তু ঐটুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি? নারদ শুকদেব এঁরা হতেন ত—

গিরীশ। নারদাদি ত আর দেখ্‌তে পাচ্চি না। সাক্ষাৎ যা পাচ্চি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আচ্ছা। বিশ্বাস।

কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন, আবার কথা হইতেছে।

গিরীশ। একটী সাধ;—অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়। জীবকোটির হয় না।

সকলেই চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরিলেন। দৃষ্টি ঊর্দ্ধ দিকে।

গান।

শ্যামাধন কি সবাই পায়।
(কালীধন কি সবাই পায়)
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরি অসাধ্য সাধন মন মজানো রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

গিরীশ। নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

(ক্রমশঃ)।

অলৌকিক গৃহস্থ।

'ঈশ্বরে বিশ্বাস কর—ধন্য হইবে, ঈশ্বর লাভ হইবে,' এই কথা সকলেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিশ্বাস যে কিরূপে হয়, তাহার সদুত্তর বড় একটা পাওয়া যায় না। আমার ত বিশ্বাস,—বিশ্বাস হয় দেখিয়া শুনিয়া। যেমন জল, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, তারা, সূর্য্য প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস কাহারও বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া করিতে হয় না, তদ্রূপ প্রকৃত মহাপুরুষ জীবন দেখিলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না; বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রাদির কথাও অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সাধু মহাত্মা সত্যের অবতার—সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ। নিরাকার নির্গুণ সত্য বা ঈশ্বরের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সাকার সগুণ মানুষের পক্ষে এমন একটী অবলম্বন চাই, যাঁহার বহিঃপ্রকাশ অন্ততঃ সাকার ও সগুণ; তাহা না হইলে জীবের পক্ষে ঐ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণা অসম্ভব। আর এই ধারণা না হইলে জীবের সংসারনিবৃত্তিও অসম্ভব। সংসার হইতে জীবকে নিষ্কৃতি দানের জন্যই শিব দয়া করিয়া দেশকালঅবস্থা বুঝিয়া জীবদেহ ধারণ করেন। সেই জীবরূপধারী শিবের এমন একটী মনোমোহিনী আকর্ষণী শক্তি আছে যে, সেই আকর্ষণে মানুষের মন সংস্কার বশতঃ অসৎ পথে ধাবমান হইবার শত চেষ্টা করিলেও পারে না—তাঁহার ভাবে তাহাকে মজিতেই হয়। আমি আজ পাঠকবর্গের নিকট এইরূপ একটী মহাপুরুষের জীবনের দুই একটী ঘটনা বলিব। ইহাঁর সঙ্গগুণে আমার ন্যায় অবিশ্বাসীর মনেও ধর্ম্ম ও ঈশ্বর যে জীবন্ত সত্য, তাহা দৃঢ় ধারণা হইয়াছে।

মহাপুরুষের ভিতরের সমুদয় ভাব ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ, মহাপুরুষ না হইলে মহাপুরুষের ভাব বুঝা যায় না। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান বটি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি যে কি, তাহা আমিই জানি। আমি একবার জনৈক বিশ্বাসী ভক্তকে জিজ্ঞাসা করি, 'মহাশয়, শুনিয়াছি, অনেক ব্যক্তি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া মহাপুরুষের জীবনী লিখিয়াছেন। এ প্রত্যাদিষ্ট হওয়াটা কিরূপ?' তাহাতে তিনি উত্তর করেন, 'মহাপুরুষগণ হাতে ধরিয়া লিখাইলে তবেই মহাপুরুষের কথা লেখা যায়। মনে মনে একটা কল্পনা

করিয়া লওয়া নহে যে, মহাপুরুষের দ্বারা আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি। আপনি আমি যেরূপ বসিয়া আছি, তাঁহারা ঠিক সেইরূপে আসিয়া বসেন, কথাবার্ত্তা কন।' আমি ত শুনিয়াই অবাক্! আমার পক্ষে এরূপ ভাবে প্রত্যাদিষ্ট হওয়াও অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাদের ভাব আমি কি করিয়া ঠিক ঠিক প্রকাশ করিব? তবে কি আমি এই কার্য্য হইতে বিরত হইব? তাহাও ত মন চাহে না। মন বলে, এই মহাপুরুষ, যাঁহার কৃপায় তোর ঈশ্বর ও ধর্ম্মে বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহার কথা নিজে সর্ব্বদা আলোচনা কর্ ও অপরকেও শোনা। তাতে তোরও কল্যাণ হবে, অপরেরও হয়ত কিছু কল্যাণ হইতে পারে। আমি এই মনের প্রেরণায় মনের আবেগে মহাপুরুষের জীবনের দুই চারিটী কথা লিখিব। তাঁহার সর্ব্বপ্রাণীতে অদ্ভুত দয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব দেবদ্বিজভক্তি, তাঁহার আশ্চর্য্য নির্ভরশক্তি প্রভৃতির শত শত উদাহরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হয়ত অনেকের কাছে ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিতবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট জোর করিয়া বলিতে পারি, আমি একটা কথাও বাড়াইয়া বলি নাই। আমার কথায় যদি কিছু অসামঞ্জস্য বোধ হয়, তাহা আমার লেখার দোষে। পূর্ব্বেই ত আমার পরিচয় পাঠক মহাশয়কে দিয়াছি। সাক্ষাৎ ভগবান্ বেদব্যাসই ভাগবত লিখিতে সমর্থ, অপর কেহ নহে।

আমি যে মহাপুরুষের কথা বলিতে যাইতেছি, তাঁহার নাম শ্রীদুর্গাচরণ নাগ; ঢাকা নারায়ণগঞ্জ হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী দেওভোগ গ্রামে তাঁহার বাড়ী। আমি যখন তথায় যাই, তখন তাঁহার পিতাঠাকুর জীবিত ছিলেন। ইংরাজী ১৮৯৫ সালের বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম যাই। বেলা দ্বিপ্রহর। খুব গ্রীষ্ম। শ্রান্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁহারই কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, দুর্গাচরণ নাগ বলিয়া এই গ্রামে একটী সাধু আছেন, তাঁহার কি এই বাড়ী? তিনি এই কথায় উত্তর না দিয়া আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, ইত্যাদি বিষয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমার ধারণা ছিল, সাধুটী নিশ্চিত গেরুয়া পরা হইবেন। কিন্তু এ ব্যক্তিকে সাদা কাপড় পরা দেখিয়া তিনিই দুর্গাচরণ নাগ বোধ হইল না। আমি তাঁহাকে সামান্য গৃহস্থ জ্ঞানে উপেক্ষা করিলাম। তার পর কথাবার্ত্তায় হাবভাবে বুঝিলাম, তিনিই উক্ত নাগ মহাশয়। আমি ব্রাহ্মণতনয়, তিনি কায়স্থবংশোদ্ভব। আমি অতিথি, তিনি গৃহস্থ। দু একটী

দুর্গামণ্ডপের দ্বারে ২টী মাঙ্গলিক কদলীবৃক্ষ অনেক দিন জীবিত অবস্থায় ছিল। একটী কলাগাছে একটী ছেলে পেনসিল গুঁজিয়া রাখে। একদিন উক্ত মহাপুরুষের দৃষ্টিতে উহা পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি উহা খুলিয়া ফেলিলেন। আমার মনে নিশ্চিত ধারণা হইল, তিনি ঐ কদলীবৃক্ষে চৈতন্যসত্তা অনুভব করিতেছেন ও উহার ক্লেশ অনুভব করিয়াই পেন্সিলটী খুলিয়া ফেলিলেন।

আর একদিন তাঁহার কুলগুরু ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণের হুঁকাটীতে জল করিয়া তামাক ভরিয়া আনিলেন। কিন্তু নল করিবেন কি দিয়া? গৃহসংলগ্ন আম্রপল্লবের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—ইচ্ছা একটী পাতা ছিঁড়িয়া নল করিবেন। কিন্তু পাতাটী ছিঁড়িতে পারিলেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার উক্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া পাতাটী ছিঁড়িয়া আনিলেন।

একবার ৺কালীপূজার সময় রাত্রে এক ঘর লোক বসিয়া কীর্ত্তনাদির পর সদালোচনা করিতেছেন। উক্ত মহাপুরুষ গৃহসংলগ্ন একটী আমগাছের তলে বসিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের সেবার জন্য তামাক সাজিতেছেন। সম্মুখে আগুনের পাতিল। আমি আগুনে হাত সেঁকিতে বসিলাম। বসিয়া দেখি, উঁহার শ্রীপাদপদ্ম সম্মুখে একটী সর্প বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছে। আমি চমকিয়া উঠিয়া সাপ সাপ বলিয়া দৌড়িলাম। আমি তখন বুঝি নাই যে, ঐ সাপ বিশ্রাম করিতেছে। আমি চীৎকার করিবামাত্র সাপটী ফণা উঠাইয়া বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল। ঘর ভরা লোক উঠিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে নাগ মহাশয়ের পত্নী বলিয়া ফেলিলেন, সাপটী মার্‌লে হয় না? অমনি তিনি সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "বনের সাপে খায় না, মনের সাপে খায়।" এই বলিয়া হাত দিয়া একটী তুড়ি দিয়া একটী বনের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিবামাত্র ঐ সাপ স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ঐ দিন রাত্রে বাড়ীর পুরোহিত কালীপূজা না করিয়া কোন কারণে স্থানীয় অন্য একজন ব্রাহ্মণ কালীপূজা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ পূজার পুরোহিতপ্রাপ্য জিনিষ কে নিবেন, এই কথা উঠিল। নাগ মহাশয়ের পিতার ইচ্ছা—ঐ সব জিনিষ পূজাকারী ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন। তিনি যখন পূজা করিয়াছেন, তখন নাগ মহাশয়ের পিতার মতে ঐ সকল তাঁহারই প্রাপ্য। বাড়ীর পুরোহিত কালীপূজা করিতে না আসায় পিতা মহাশয়ের প্রাণে

কষ্ট হইয়াছে। এই সব কথা নাগ মহাশয়ের পিতা মহাশয় বলিতেছেন—নাগ মহাশয় বলিলেন, ব্রাহ্মণের প্রাপ্য জিনিষ ব্রাহ্মণেরাই ব্যবস্থা করিবেন, আমাদের ঐ সব বিষয়ে কথা বলিবার অধিকার নাই। আমাকে বলিলেন, আপনি কি বলেন? আমিও ও সম্বন্ধে বিশেষ মাথা না ঘামাইয়া নাগ মহাশয়ের কথায়ই সায় দিলাম। তাহাতে তাঁহার পিতা বলিলেন, হা ঠাকুর, আপনিও এই কথা বলেন! তিনি এই কথা বলিবামাত্র নাগ মহাশয় ভূমিতে পতিত কয়েকটী পাতা উঠাইয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিতে লাগিলেন, হায় হায় ব্রাহ্মণের প্রতি আজ্ঞা! কলি আসিয়াছে। কাল সাপ মারিতে যাওয়া, আজ ব্রাহ্মণের অধিকারে হাত দেওয়া—আর গৃহে থাকা যায় না। মঠের সন্ন্যাসিগণও ঠাকুরকে দেখিয়াছেন, আমিও দেখিয়াছি। তাঁহাদের কপালে সন্ন্যাস আর আমি গৃহে পচিয়া মরিতেছি। এই বলিতে বলিতে তিনি একেবারে উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন। বলিতে লাগিলেন, 'জীবনে কখন স্ত্রীসংসর্গ করি নাই, আমার গৃহধর্ম্মের দরকার নাই, নাহং নাহং।' 'আমি মুক্ত, আমার গৃহে কি দরকার' এই বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বাড়ী ছাড়িয়া কতকদূর পর্য্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, ঠাকুর, আপনি বলিয়া কহিয়া ইঁহাকে ফিরান। আমি তখন পাক করিতেছিলাম—দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলাম—বাড়ীতে ব্রাহ্মণ অতিথি, আপনি কোথায় যান? আমার যে আহার হয় নাই! অমনি আমাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'হায় হায় এই ত আমার ধর্ম্ম! আমাকে দেখিতে আপনারা আসেন? দিবানিশি বাপের সঙ্গে ঝগড়া করি।' এখন সুযোগ পাইয়া তাঁহার পত্নী দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া দিলেন। কাপড় পরাইয়া দিলেন বলিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাপড়ের বেড় দেওয়া মাত্র। তখন তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন আ! এই ত আমি কত কি বলিয়া ফেলিয়াছি! আমি বলিলাম, ইহার মর্ম্ম আমি কি বুঝিব? নারদ ঠাকুর এখানে থাকিলে তিনি এই ভাবদর্শনে আনন্দে পুলকিত হইতেন। তিনি লজ্জায় অধোবদনে এক দিকে সরিয়া গেলেন।

আর একদিনের ঘটনা জানি। এক দিন রাত্রে কে তাঁহার ঘরে আগুন লাগাইতে চেষ্টা করে, সৌভাগ্যক্রমে অল্পমাত্র জ্বলিয়াই অগ্নি আপনা হইতেই নির্ব্বাপিত হয়। পরদিন দ্বিপ্রহরে প্রতিবেশী একজনের বাড়ীতে আগুন লাগিল—

আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া বাড়ী পুড়াইতে লাগিল! সব লোকজন আসিয়া আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিতেছে। ক্রমশঃ অগ্নি অগ্রসর হইয়া নাগমহাশয়ের বাড়িতে লাগিবার উপক্রম হইয়াছে। এদিকে নাগমহাশয় অগ্নির সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসে যোড়করে দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে বাড়ী কয়খানা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল। অগ্নিদেব এ যাত্রা তাঁহার নিজ আশ্রমটী রক্ষা করিলেন। এমন কি, আশ্রমস্থ বাঁশঝাড় যাহা ভস্মীভূত বাড়ী-ঘর হইতে ১০।১২ হাতমাত্র দূরে অবস্থিত ছিল, উহার একটী শুষ্কপত্রে পর্য্যন্ত অগ্নি লাগে নাই। নাগমহাশয়ের পত্নী ইত্যবসরে কিছু কিছু জিনিষপত্র বাহির করিয়াছিলেন। নাগ মহাশয় তদ্দর্শনে কেন ঘরের জিনিষপত্র বাহির করা হইল বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর যাহা রক্ষা করিবার করিবেন। মানুষের কি সাধ্য যে, সে এই সব দৈব কার্য্যের প্রতিকূলাচরণ করে? যে এই অগ্নিকাণ্ড করিয়াছিল, সে ধরা পড়িল। পাড়ার একটী দুষ্ট স্ত্রীলোক এই কার্য্য করিয়াছিল। সকলেই বলিতে লাগিল, ইহাকে চৌকিদার পঞ্চায়তের জিম্মা করিয়া দেওয়া হউক। নাগ মহাশয় ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাহা হইলে ইহার জেল হইতে পারে—কিন্তু জেল হইলে ইহার ছোট ছোট ছেলেগুলির দশা কি হইবে? বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোকটী এখন পাপের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে! আর উহার সম্বন্ধে কিছু করা হইল না।

উক্ত আশ্রমে একটী লাউগাছ হইয়াছিল—লাউগাছের চারিদিকে বেড়া দেওয়া। একটী গরু আসিয়া গাছটী খাইবার চেষ্টা করিতেছে, কোন ক্রমে পারিয়া উঠে না। গোমাতার ঈদৃশ কষ্ট নাগমহাশয়ের দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র তিনি বেড়া কিছু ফাঁক করিয়া দিলেন। গোমাতা লাউগাছ খাইয়া তৃপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃদেব ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, চাকরি বাকরি ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়াছ, এখন একটী লাউগাছ লাগাইয়া খাইব, তাহার পর্য্যন্ত জো রাখিবে না। (কেহ কেহ বলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, এখন কি বেঙ খাইয়া থাকিবে?) তদুত্তরে তিনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, বাবা, আমার সামান্য আহারের জন্য ভাবিতেছেন? এই দেখুন, একটী বেঙ খাইয়া উদরযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। বিড়ালে একটী বেঙ মারিয়া ঘরের কোণে রাখিয়াছিল। ঐ বেঙটী তিনি এমন ভাবে খাইতে লাগিলেন যে, যেন উহা আর বেঙ নয়, অতিশয় উপাদেয় কোন আহার সামগ্রী। এই ঘটনার পর

হইতে শুনিতে পাই, পিতৃদেব নাগ মহাশয়কে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী যোগানন্দের নিকট শুনিয়াছি, একদিন পরমহংসদেব নাগ মহাশয়কে পাতায় করিয়া কিছু প্রসাদ দেন ; প্রসাদজ্ঞানে নাগ মহাশয় পাতাটী পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত স্বামীজি বলিয়াছিলেন, আমি তখন তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

আর একদিন নাগমহাশয় আহারান্তে পুষ্করিণীতে আঁচাইতে যান। একটী সাপ তাঁহার আঙুল গিলিয়া ফেলে ; কিন্তু সম্পূর্ণ গিলিতে অসমর্থ হওয়ায় কামড়াইয়া ছাড়িয়া দেয়। তিনি বাড়ী আসিয়া এই কথা বলিবামাত্র একটী ব্রাহ্মণ তাঁহার যজ্ঞোপবীত দ্বারা আঙ্গুলটী বাঁধিয়া দেন। নাগ মহাশয় বলেন, ক্রাইষ্ট বলিয়াছেন, শরীরের এক অঙ্গ নষ্ট হইলে পাছে সমস্ত শরীরটী নষ্ট হয়, সুতরাং ঐ একটী অঙ্গ ফেলিয়া দেওয়া ভাল। আপনারা আমার এই আঙুলটী মুগুরের উপর রাখিয়া দা দিয়া কাটিয়া ফেলুন। কেহই এই কার্য্যে সাহসী হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন, আহা, আমার সামান্য শরীরের জন্য একটী ব্রাহ্মণের পবিত্র যজ্ঞোপবীত অপবিত্র হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার পৈতাটীর বন্ধন খুলিয়া লইয়া গেলেন। যাহা হউক, ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনি এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, সাপটী হিংসা করিয়া আমায় কামড়ায় নাই—মংস্য মনে করিয়া আঙ্গুলটী গিলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রায়ই কাহাকেও বড় একটা উপদেশ দিতেন না। নিতান্ত পিড়াপিড়ি করিলে বলিতেন, আমি কি জানি ? ধর্ম্মকথা ত সব শাস্ত্রেই আছে। আর যদি কখন ধর্ম্মকথা বলিতেন ত তাহার পূর্ব্বেই বলিতেন—পরমহংসদেব এই কথা বলিতেন। তিনি প্রায়ই 'মাগো' এই শব্দটী উচ্চারণ করিতেন। তিনি নিজে ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীতাদি করিতেন না, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্য কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠান কিছু করিতেন কি না তাহাও জানি না। যখন হরিসংকীর্ত্তন হইত, তখন কীর্ত্তনকারীদের সেবার জন্য কাছে বসিয়া তামাক সাজিতেন। কালীকীর্ত্তনাদি বা পূজার আরতির সময় কখন কখন কাঁশি বাজাইতেন অথবা যোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অথচ কীর্ত্তনের মধ্যে এমন শক্তির আবির্ভাব হইত যে, হরিসংকীর্ত্তনের সময়

আমাদের মনে হইত, যেন মহাপ্রভুর কীর্ত্তন হইতেছে আবার কালী বা দুর্গা নামে কীর্ত্তনের সময় বোধ হইত, মা স্বয়ং যেন ইঁহাদের দ্বারা কীর্ত্তন করাইতেছেন। আর আরতির সময় যখন মন্দিরগৃহে পুরোহিত ঠাকুর ও ব্রাহ্মণগণ এবং বারান্দায় বা উঠানে ভক্তগণ শঙ্খঘণ্টা কাঁসি নিয়া ঢাকীর ঢাকের বাদ্যের সহিত তালে তালে সুমধুর নৃত্য সহকারে আরতি বাজাইতেন বা গান করিতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরমণীগণের উলুধ্বনি হইতে থাকিত, তখন বোধ হইত যে, এই সেই কৈলাসপুরী আর এখানে যেন সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতী লীলা করিতেছেন!

উপসংহারে এই বলি যে, ভক্তগণ তাঁহার সংস্পর্শে ভাবসমাধিস্থ হইতেন, হরিনামে তন্ময় হইতেন, ভক্ত শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারেরও প্রকাশ দেখা গিয়াছে। যাঁহারা পরমহংসদেবকে দেখেন নাই, তাঁহারা নাগ মহাশয়কে দেখিয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পরমহংসদেব পূর্ণাবতার। তাঁহার বাক্যে অনেক ভক্তের স্বামী বিবেকানন্দের উপর বিশ্বাস হইয়াছে। তিনি গিরীশ ঘোষকে বকলমামুক্ত বলিতেন, সুতরাং তাঁহার ভক্তগণ গিরীশ ঘোষের স্বভাবচরিত্র জানা সত্ত্বেও তাঁহাকে বকলমামুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। তাঁহার বাক্যেই অনেকের জ্ঞান হইয়াছে.—বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ একালকার উপযোগী প্রকৃত সন্ন্যাসী। অবশ্য তিনি একথাও বলিতেন, রামকৃষ্ণভক্ত গৃহী সন্ন্যাসী সকলেই মহাপুরুষ।

এই মহাপুরুষ আজীবন সত্যপথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সকলেই জানেন। তাঁহার মুখে একটীও মিথ্যা বাহির হইতে কেহ শুনেন নাই। তিনি হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী সমুদয় ক্রিয়াকলাপ করিয়া গিয়াছেন এবং মানবলীলা সম্বরণের সময় মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে যাহারা দেখিয়াছে, তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, বেদ বেদান্ত অভ্রান্ত; পুরাণবর্ণিত রাম, কৃষ্ণ, জনক প্রভৃতির আখ্যান রূপক বা কবিকল্পনা নহে, হিন্দুসমাজে শালগ্রাম, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যে সকল পূজা প্রচলিত আছে, সে সকল কুসংস্কার নহে, নানা ভাবে এক ব্রহ্মেরই পূজা। তাঁহার জীবন দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি, বিশ্বাস দর্শনের ফলস্বরূপ। শুধু কাহারও কথায় বা অনুমানে জীবনের কিছুই হয় না। কৃপা না পাইলে কৃপা বুঝা যায় না। উপলব্ধি না হইলে ব্রহ্মসম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। পরমহংসদেব সত্যই বলিয়াছেন, পঞ্জিকায় লেখা আছে এত আড়া

জল, পাঁজি নিংড়াইলে এক ফোঁটা জলও বাহির হইবে না। বাস্তবিক ভক্তি, জ্ঞান, বিশ্বাস প্রভৃতি সব কথাই শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু ঈদৃশ মহাপুরুষের জীবন দর্শন না করিলে অথবা তাঁহাদের কৃপা ভিন্ন শাস্ত্রের একটী কথাও বুঝিবার উপায় নাই। ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত মোহমুদ্গরে ঠিকই বলিয়াছেন :—

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

শ্রীঅ—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

হিন্দুর নিকট বেদান্তদর্শনের পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। ইহাতে ব্যাসরূপী ভগবান্ ৫৫৫টী সূত্রে বেদান্ত বা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি গ্রথিত করিয়াছেন। ইহারই প্রথম সূত্র 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' 'অথ' 'অতঃ' এবং 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই তিনটী পদ মিলিত হইয়া 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' হইয়াছে। ইহার শব্দার্থ—'অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' সাধুগণের আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য আলোচনা ও চিন্তা করিতে করিতে আমার যে সকল ভাব মনে উদিত হইল, তাহা আমি এস্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

অনন্তর শব্দের অর্থ তাহার পর। সুতরাং জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে কাহার পর। উত্তরে বুঝিতে হইবে, তাহারই পর যাহার পর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা আপনা আপনি উদয় হয়। কাহার ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা আপনা আপনি উদয় হয়? তাহারই হয়, যাহার প্রাণের ভিতর এমন একটা অভাব বোধ হইয়াছে, যাহা পূরণ করিবার বস্তু সে কোথাও দেখিতে পায় না। তাহার প্রাণের ভিতর এমন একটা পিপাসা হইয়াছে, যাহা তাহার কোথাও কিছুতেই মিটে না। সে যেন তাহার প্রিয়তম বস্তুকে হারাইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তাহার ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা আপনা আপনি উদয় হয়। 'অনন্তর' শব্দদ্বারা যেন ভগবান্ বেদব্যাস এই স্বাভাবিক ইচ্ছার সূচনা করিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিবার স্বাভাবিক ইচ্ছার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, অথ শব্দে স্বাভাবিক ইচ্ছার অনন্তর না বুঝিয়া অন্য কোন

কিছুর অনন্তর বুঝিতে হইবে। তাহা বলিতে পার না। কারণ, সূত্রে 'অতঃ' (এই হেতু) শব্দ প্রয়োগ করিয়া যখন পৃথক্ হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন অথ শব্দে আর হেতুর্থ করিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ অর্থ করিতে গেলে সূত্রটী পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হয়॥ এই জন্য অনন্তর বলিতে তাহারই অনন্তর বলিতে হইবে, যাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতুমধ্যে গণ্য হয় না। স্বাভাবিক ইচ্ছাকে হেতুমধ্যে গণ্য করা যায় না, কারণ উহা স্বভাবসিদ্ধ। হেতু তাহাই, যাহা থাকিলে কিছু হয়, না থাকিলে কিছু হয় না। যাহা স্বভাবসিদ্ধ তাহার থাকা না থাকা কল্পনা অসম্ভব। এই হেতু ভগবান্ বেদব্যাস অথ অর্থাৎ অনন্তর পদ দ্বারা জীবের সেই স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন বোধ হয়। এই স্বাভাবিক ইচ্ছা ব্রহ্মাভিমুখী না হইলে ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানা হয় না। যাঁহাদের এই প্রাণের প্রিয়তম বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা ব্রহ্মাভিমুখী হয় নাই, তাঁহারা সাধনা দ্বারা উহার গতি ফিরাইয়া উহাকে ব্রহ্মাভিমুখী করিবেন। সুতরাং যে সকল কারণ বশতঃ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও এই স্বাভাবিক লালসাও ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ সহায়। ইহা ব্যতীত সাধকের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্যের অভাব উপলব্ধি হইবে। ব্রহ্মই রসের সার, মাধুর্য্যরসই আবার সকল রসের মধ্যে প্রধান। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞান নহে, ইহা মাধুর্য্যেরও খনি। যাহা কিছু আমাদের মধুর বলিয়া বোধ হয়, তাহা ব্রহ্মের মাধুর্য্যভাবের ছায়ার ছায়ামাত্র। যাহা হউক, এই লালসাকে ব্রহ্মাভিমুখী করিবার একমাত্র উপায়,—কোন কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া, কোন উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গুরূপদিষ্ট পথে থাকিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ, ভগবানে আত্মসমর্পণ অথবা কেবল তাঁহাতেই নিষ্ঠা। স্বাভাবিক লালসার হেতু নাই এবং হেতু লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে যে ফল হইবে, তাহারও হেতু নাই। অহৈতুক ক্রিয়ার ফল অহৈতুকই হয়, সহেতুকের ফল কখন অহৈতুক হয় না। সুতরাং এই অহৈতুক লালসাকে ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্য ভগবান্ বেদব্যাস হেতুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তন্নিষ্ঠ হইবার উপদেশ দিলেন এবং 'অথ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া গ্রন্থের মঙ্গলাচরণও করিলেন।

এক্ষণে 'অতঃ' অর্থাৎ এই হেতু পদ দ্বারা কি বুঝিতে হইবে, তাহাই দেখা যাউক। এতদ্দ্বারা সেই সমস্ত হেতুই বুঝিতে হইবে, যাহা দ্বারা

লোকের ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি জন্মে। জগতের স্বভাব পর্য্যালোচনা, দুঃখ নিবারণ ও সুখসাধন ইচ্ছা প্রভৃতি যত প্রকার কারণ বশতঃ লোকের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ইচ্ছা জন্মে, সমস্তই এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে। অতঃ শব্দটীর পর্য্যালোচনা করিলে আমরা উহার মধ্যে আর একটী গূঢ়ার্থ লুক্কায়িত আছে দেখিতে পাই। অতঃ অর্থে এই হেতু। এই হেতু না বলিয়া সেই হেতু বলিলেন না কেন? ইহার উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু কেবল সেই অর্থাৎ পারলৌকিক সুখ নহে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু এই অর্থাৎ ইহলোকের সুখও বটে। যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়া সাধনের যেমন হেতু বা উদ্দেশ্য কেবল পারলৌকিক সুখসাধন, ইহার তদ্রূপ নহে। 'অতঃ' শব্দের অর্থ যদি কেহ বলেন, কোন বিশেষ হেতুই ইহার লক্ষ্য, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সূত্রে উহার উল্লেখ থাকিত। আর যদি কোনও হেতুর প্রতি তাঁহার লক্ষ্য না থাকিত, তবে তিনি অতঃ শব্দের উল্লেখ একেবারে না করিয়া শুধু 'অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এইরূপ সূত্র করিতেন।

যাহা হউক, এক্ষণে সেই সকল হেতু কি তাহাই আলোচনা করা যাউক। দেখিতে পাই, জীবমাত্রেই সুখের জন্য লালায়িত। এই সুখের অন্বেষণেই সর্ব্ব প্রকার বিদ্যার উৎপত্তি, নানাবিধ বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু এমনই প্রাকৃতিক নিয়ম যে, এ সুখ কোথায়ও মিলে না। এ জগতে যাহাকে আজ সুখের আধার বলিয়া মনে করি, কাল দেখিতে পাই, তাহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। কেহ বা আবার এই সুখের আশায় জগতের যাহা কিছু সব ত্যাগ করিতে থাকেন, কেহ বা এই জগতের সমস্তই সংগ্রহ করিতে চাহেন, কেহ বা কতই কঠোর সাধন করিতে থাকেন, কিন্তু কেহই যথার্থ সেই সুখময়কে পান না, আসল বস্তুটী কাহারও ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যিনি প্রকৃত সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য উদ্যমও করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। এই প্রকার অবস্থাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যথার্থ হেতু এবং এই প্রকার হেতু উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে।

যথার্থ সুখের আশাই যদি এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার হেতু হইল, নিত্য অনন্ত সুখের লালসাই যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণ হইল আর এই জীবন ও এই জগতের সহিতও যখন উক্ত হেতুর সম্বন্ধ স্থির হইল, তখন ইহার ফল প্রত্যক্ষ

ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় লইয়া এই জীবনেই যেমন ফলিবে, এই জীবনান্তেও এই জীবন সম্বন্ধ যতদূর যাইবে, সেখানেও ইহার ফল তদ্রূপ ফলিবে। জীবন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া, সুতরাং আত্মার সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই অর্থাৎ কি জীবিত অবস্থায় কি মৃত অবস্থায় সকল সময়েই এই সুখ লালসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি উক্ত হেতুর ফল। অন্য কথায় এ জীবনে ইহার ফলে জাগতিক অভ্যুদয়, সুখ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি এবং জীবনান্তে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ বা স্বরূপাবস্থিতি ঘটিবে। 'অতঃ' এই পদের দ্বারা ভগবান্ ব্যাসদেব ইহাও ইঙ্গিত করিলেন যে, যাহার এই সব হেতু উপস্থিত হয় নাই, সে যদি এই সব আলোচনা করে, তাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সুতরাং এই সব আলোচনার উপায় জ্ঞান ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা, সৎ সঙ্গ, সদাচার প্রভৃতি সমস্তই যথাবিধি কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পদ দ্বারা কি বুঝায় তাহা দেখা যাউক। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। যাহার প্রাণের স্বাভাবিক পিপাসা ব্রহ্মাভিমুখী হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের যে সকল হেতু আছে সেগুলিও একে একে অল্প বিস্তর ঘটিয়া উঠিতে থাকিবে, তাহারই পক্ষে ব্রহ্মকে জানা দরকার। ব্রহ্মকেই কেন? আর কিছু জানিলে কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না?—না, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে। যাহার অনন্ত অসীম অপরিচ্ছিন্ন নিত্য সুখের লালসা, তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্ব বৃহৎ বস্তুকে পাইলে তাহা পাইতে পারেন, যেহেতু সেই বস্তুর মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার সুখের উপাদান রহিয়াছে, তাহা হইলে আর কিছু বাদ গেল না। আর যিনি অনিত্য বলিয়া সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত তিনিও ব্রহ্মকে পাইলে জুড়াইবেন, কারণ সমস্ত পরিত্যাগ করিলেও শেষ সেই সর্ব্বব্যাপককে পরিত্যাগ করা যায় না, শেষে সেই সর্ব্বব্যাপক পদার্থই থাকে। আবার যাহা সর্ব্বব্যাপক তাহাই সর্ব্ব বৃহৎ বস্তু, সুতরাং এই সমস্ত অর্থ প্রকাশ করে এমন একটী শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে, ব্রহ্ম শব্দই সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্টপ্রদ বলিয়া বোধ হইবে। এই জন্য ব্রহ্মকেই জানা দরকার, আর কিছু জানিলে সে উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হইবে না। তাহার পর, সূত্রে ব্রহ্ম শব্দ প্রথমেই ব্যবহার করিয়া ব্যাসদেব যেন উপদেশ দিলেন যে, সামান্যতঃ ব্রহ্মকে জানিবার জন্য শ্রুতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন প্রয়োজন এবং বিশেষ রূপে তাঁহাকে জানিবার জন্য এই ব্রহ্ম সূত্র শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রয়োজন।

নচেৎ ব্রহ্ম শব্দ প্রথমেই সূত্র মধ্যে ব্যবহার করিতেন না, ইহার অর্থাদি জানাইয়া তৎপরে ইহার প্রয়োগ করিতেন। অর্থ না জানাইয়া একেবারেই ব্যবহার করায় বুঝিতে হইবে যে, সাধক অন্যত্র ইহার সামান্যতঃ পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। এবং ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে, সাধক পূর্ব্বে সেই শাস্ত্র আলোচনা করিবেন, যাহাতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের সহিত জিজ্ঞাসা শব্দ দৃষ্ট হয়। এই জিজ্ঞাসা শব্দ কেন? ব্রহ্মই যদি সুখস্বরূপ হন, তবে তাহা ত পাইবার জিনিষ। সুখ পাইবার জন্যই ত লালসা হয় সুতরাং প্রাপ্তি অর্থক কোন পদ প্রযুক্ত হইল না কেন? জিজ্ঞাসাপদ কেন প্রযোগ করা হইল? উত্তরে দেখিতে পাই যে অগ্রে জানা তাহার পর পাওয়া। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম জানা আর পাওয়া একই কথা। যেহেতু ইহা আত্মস্বরূপে ভিতরেই রহিয়াছে। না থাকিলে পাইবার কথা উঠিতে পারে। সুতরাং জিজ্ঞাসা পদ দ্বারা ব্রহ্ম যে আত্মস্বরূপে আমাদের ভিতরেই রহিয়াছেন, তাহা বুঝাইল। আত্মস্বরূপে বলি কেন? এই জন্য বলি, যেহেতু আমাদের ভিতরে যত প্রকার পদার্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে নিজস্বরূপ বা আত্মস্বরূপই আমাদের যত নিজস্ব, এত আর কিছুই নহে, অন্য সমস্ত পদার্থ আত্মস্বরূপ হইতে দূরে অবস্থিত। জিজ্ঞাসা পদে আরও একটী অর্থ লুক্কায়িত আছে। জিজ্ঞাসার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া সর্ব্বপ্রকার বস্তু সাধ্য যাগযজ্ঞাদিরূপ অনুষ্ঠান ইহার মধ্যে পরিগণিত হইল না। ইহা দ্বারা ব্রহ্মকে কেবল জানিবার যত্ন করিতে হইবে বুঝাইতেছে। জানা অর্থাৎ বুদ্ধিগোচর করা সুতরাং ব্রহ্মকে কেবল বুদ্ধিগোচরই কর, যখন ইহা বুদ্ধি হইতে অপসৃত হইবে অর্থাৎ ভুলিয়া যাইবে, তখনই আবার বুদ্ধিগোচর করিবে অর্থাৎ স্মরণ করিবে। কোনও জিনিস জানা হইলেও ভুল হইয়া থাকে, এবং ভুল নিবারণের জন্যই স্মরণ করিতে হয়। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে, এই জানা ও স্মরণ করা এক প্রকার কার্য্য নহে। জানা ক্রিয়াতে কর্ম্মানুষ্ঠান অধিক এবং স্মরণ ক্রিয়াতে উহা অল্প। জিজ্ঞাসারও যে টুকু ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে স্মরণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সে টুকুরও প্রয়োজনীয়তা নাই। বস্তুসাধ্য যাগযজ্ঞাদি রূপ অনুষ্ঠানের সহিত উক্ত উভয় ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই।

এক্ষণে ব্রহ্ম ও জিজ্ঞাসা এই উভয় শব্দ একত্র করিয়া যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা এই। "অথ" এবং "অতঃ" এই শব্দদ্বয় দ্বারা অধিকারী ও তাহার উপযুক্ত

অবস্থা প্রভৃতি উপদেশ দিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পদদ্বারা সংক্ষেপে সমস্ত বেদান্তপ্রতিপাদ্য বিষয় ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। প্রাণের শান্তি পাইবার জন্য এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি ও পূর্ণ নিত্য সুখ পাইবার জন্য এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা প্রয়োজন বা উচিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মকে জানিলে যখন তাহা সিদ্ধ হয়, তখন ইহা না জানায় এই সমস্ত অনর্থপাত হইয়াছে, ব্রহ্ম না জানাই আমাদের এই প্রকার অবস্থার হেতু। না জানা আর অজ্ঞান একই কথা, সুতরাং অজ্ঞানই আমাদের দুঃখের কারণ। ব্রহ্মকে 'জানিলে' যখন সেই সুখ হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইয়া আবার যেমন অনেক পদার্থ ফিরিয়া আসে, এ অজ্ঞান সেরূপ বিনষ্ট হয় না, কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিয়া যে সুখ হইয়া থাকে তাহা অনিত্য বলিতে হইবে। তাহার পর 'অনন্তর এই হেতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' সূত্রটী এইরূপ হওয়ায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সেই অজ্ঞান স্বাভাবিক পদার্থ। কারণ ইহার হেতু প্রদর্শন না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ইহার কেবল নাশ কর এই মাত্র বলিলেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ইহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইল না। সুতরাং নিত্য পূর্ণব্রহ্মের সহিত এই স্বতঃসিদ্ধ অজ্ঞানের অনাদি সম্বন্ধ বলিতে হইবে। কারণ, বস্তু যদি সেই এক ব্রহ্মই হইল, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য বস্তু যদি না থাকিল, তাহাহইলে অনাদি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এই স্বতঃসিদ্ধ অজ্ঞান পদার্থ, সেই ব্রহ্মের শক্তিভূত কোন পদার্থ স্থির করিতে হয়। এক বস্তুতে অন্য কিছু স্বীকার করিতে হইলে, তাহা সেই বস্তুর শক্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তিভূত সেই অজ্ঞান অনাদি হইলেও একপ্রকার অন্তর্বিশিষ্ট। আবার জীব ব্রহ্মকে জানিয়া পূর্ণ নিত্যসুখ পায় সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে বস্তুতঃ প্রভেদ নাই। জীবব্রহ্মে নিত্যভেদ থাকিলে—জীব ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তুদ্বয় হইলে, জীবের নিত্য পূর্ণ সুখ অসম্ভব। কারণ ব্রহ্ম বস্তু এক ও বৃহৎ হওয়ায় এবং জীব বস্তু অসংখ্য হওয়ায় জীবকে অণু স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ একত্র থাকিলে, তাহাদের উভয়ের পরিচয় ঘটিলে, ক্ষুদ্র নিজত্ব স্বীকার করিলে এবং তাহার সুখ-লালসা স্বাভাবিক ধর্ম্ম ইহাও স্বীকার করিলে, জীব ব্রহ্মের যতই আত্মীয় হউন না কেন, জীবের ভাগ্যে কখনই পূর্ণ সুখের সম্ভাবনা হইতে পারে না! ক্ষুদ্র বৃহতের সুখ ঐশ্বর্য্য দেখিলে তাহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে থাকিবে। যত-ক্ষণ জীবের নিজত্ব থাকিবে, ততক্ষণ তাহার নিজের সুখচেষ্টা কখনই যাইবে

না, নিজত্ব না যাইলে পূর্ণসুখ সম্ভবে না। এই জন্যই জীব তাহার নিজত্ব হারাইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলে, যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিলে তাহার পূর্ণ সুখ সম্ভব, নচেৎ নহে। তাহার পর উক্ত অজ্ঞান নাশে যদি জীবের পূর্ণ সুখ সিদ্ধ হয়, পূর্ণ সুখ সিদ্ধির জন্য যদি জীব ব্রহ্মের ভেদ অপনীত হওয়া প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জীব ব্রহ্মে যে ভেদ তাহা অজ্ঞানকৃত ভেদ। পূর্ব্বে এই অজ্ঞানকে ব্রহ্মশক্তি বলা হইয়াছে, জীবের নিকট ইহার একপ্রকার নাশের কথাও বলা হইয়াছে, এক্ষণে জীব ব্রহ্মের একত্বও প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং জীব ব্রহ্মের ভেদ অজ্ঞানকৃত হইলেও অনির্ব্বচনীয় বলিতে হয়। এক ব্রহ্মের এই বিচিত্র ব্যাপার কেহ লীলা নামে কেহ মায়া নামে কেহ বা অচিন্তনীয় বলিয়া অভিহিত করেন। এইপ্রকার বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব সকল ভগবান্ ব্যাসদেব, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পদের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী সূত্র সকলে বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্যাসদেব এই পর্য্যন্তই সূত্র করিলেন। এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা উচিত বা প্রয়োজন এতদর্থবোধক কোন পদ প্রয়োগ করেন নাই। ইহার উদ্দেশ্য কি?—ইহার উদ্দেশ্যও আমার বোধ হয় অতি গভীর। যাঁহারা প্রকৃত অধিকারী হয়েন নাই তাঁহারা চিত্তশুদ্ধির জন্য যথা-শাস্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহাদেরই জন্য ইহা করা উচিত এইরূপ যোজনা করিতে হইবে, পরন্তু যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের পক্ষে এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রয়োজন সুতরাং উচিত ও প্রয়োজন এই উভয় অর্থই জিজ্ঞাসা পদের পর উহ্য করিতে হইবে। যে ইহার উপযুক্ত হয় নাই সে উপযুক্ত হউক, তাহার পক্ষে ইহা উচিত এবং যে উপযুক্ত হইয়াছে সে ইহার জিজ্ঞাসার ফল জানিয়াই কেবল তাহা লইয়া থাকুক। ইহা তখন তাহার প্রয়োজন, ইহা তখন তাহার জীবন, ইহা ব্যতীত সে থাকিতে পারিবে না।

বেদান্ত দর্শন সূত্র দ্বারা রচিত সুতরাং জালের যেমন একটী সূত্র ধরিয়া টানিলে সমস্ত জালে টান পড়ে, তদ্রূপ ইহার একটি সূত্র আলোচনা করিলে প্রসঙ্গতঃ বেদান্তের সমস্ত অর্থই আসিয়া পড়ে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সমালোচনা।

অভিব্যক্তিবাদ। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত। মূল্য ২৷৷ টাকা। ৬, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, ষোড়াসাঁকো কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য;

এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি ১৩০৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয় নাই। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে যেরূপ আদরের যোগ্য, ইহা সেরূপ আদর পায় নাই। এই গ্রন্থে ডারউন, ওয়ালেস প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণের দ্বারা প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদ (Evolution theory) সরলভাবে বাঙ্গালী পাঠককে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকার ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ-প্রচারিত জড়াভিব্যক্তি হইতে আর একটু অগ্রসর হইয়া গ্রন্থকার জীবাত্মার অভিব্যক্তি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই চেষ্টার ফলে তিনি বেদান্তসম্মত অদ্বৈতবাদে উপনীত হইয়াছেন।

অভিব্যক্তিবাদ হিন্দুর নিকট নূতন নহে। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদিগণের বহুপূর্ব্বেই সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল এই বাদের ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তবে পাশ্চাত্যগণের যাহা বিশেষত্ব, সেই পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে তাঁহারা ইহাকে বিজ্ঞানের (Science) শ্রেণীতে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর আমরা এই অমূল্য রত্নের উত্তরাধিকারী হইয়াও নিজ চেষ্টায় এই মতের উন্নতি ও প্রসার সাধনে এবং সমর্থক প্রমাণ সংগ্রহে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার আলোচনা ও সর্ব্বসাধারণে প্রচারের চেষ্টা পর্য্যন্ত করি নাই। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

অভিব্যক্তিবাদ পাশ্চাত্য ধর্ম্মে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। অভিব্যক্তিবাদী ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিতে বিশ্বাসী নহেন, নানারূপ অকাট্য প্রমাণে তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম প্রাণিগণ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে। হিন্দুদার্শনিকগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত! তবে তাঁহারা আত্মার দিকটা ভাল করিয়া দেখিতেন বলিয়া শুধু

জড়ের ব্যাখ্যায়ই তৃপ্ত হন নাই, তাঁহাদের মতে সকল জীবাত্মাই অনন্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া উচ্চতম জীব হইয়া থাকে। আমরা ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থে পুনর্জ্জন্মবাদের সহিত পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের সম্বন্ধ বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে চাই। তাহা হইলেই আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে তিনি এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য বিশেষ ভাবে বিবৃত করিবেন।

আলোচ্য গ্রন্থে অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জীবন সংগ্রাম, পরিবৃত্তি (Variation), অভিব্যক্তিবাদের আপত্তিখণ্ডন, ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য, বর্ণভেদে জীবরক্ষা, ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার, মানবশরীরের অভিব্যক্তি, মানবাত্মার অভিব্যক্তি, আদিম মানবের স্থান ও কালনির্ণয়, আদিম মানবের আচার ব্যবহার, বামন অবধি কল্কিযুগ, জড় ও আত্মা, অভিব্যক্তিবাদ ও মৃত্যু এবং অভিব্যক্তিবাদ ও পাপ এই কয়েকটী বিষয় আছে। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্রের দ্বারা বক্তব্য বিষয়গুলিকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বেদান্তপ্রচারক স্বামী রামতীর্থ বিগত ১৭ই অক্টোবর গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত টিহিরির নিকটবর্ত্তী গঙ্গায় হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আমেরিকায় অনেক দিন ধরিয়া বেদান্তপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার দেহত্যাগে ভারত একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন হারাইল।

স্বামী বোধানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে প্রতি মঙ্গলবার গীতাতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রতি সোমবার সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণকে ধর্ম্মশিক্ষা ও প্রতি বৃহস্পতিবার যোগ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতি রবিবার সর্ব্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা হয়। নবেম্বর মাসের বক্তৃতার বিষয় :—ধর্ম্মের অপরোক্ষানুভূতি, যোগদর্শন ও যোগসাধনের উপায়, হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন বিভাগ সমূহ, ব্যাস ও বেদান্ত।

৺কাশীনিবাসী কবিরাজ হরিদাস রায় মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার প্রস্তুত কিছু মকরধ্বজ উপহার স্বরূপ দিয়াছেন। আমরা ইহা সেবন করিয়া উপকার পাইয়াছি। সুতরাং নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি, এই মকরধ্বজ সেবনে যথোক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

সুরাটনিবাসী জনৈক ভদ্র মহোদয় বামীবাইএর নামে ও তাঁহার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে একটী যক্ষ্মারোগীর হাঁসপাতাল করিবার জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটী ভক্তের চেষ্টা ও উদ্যোগে জেলা যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটিয়া গ্রামে একটি ছোট বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার লোকের অবস্থা অতি শোচনীয়। সুতরাং অধিকাংশ ছাত্রকেই বিনা বেতনে পড়াইতে হইতেছে। ৭০।৮০টি ছাত্র হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকে এখন স্বদেশের অভাব বুঝিয়া স্বদেশী কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণের শিক্ষা ব্যতীত এ কার্য্যে প্রকৃত সফলতা অসম্ভব, একথা আমরা বার বার এই পত্রে ব্যক্ত করিয়াছি। সুতরাং ইহাদের এই সদুদ্যমের আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। যাঁহারা এই কার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষ, তত্ত্বমঞ্জরী, ৮০।১ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় তাঁহাদের সাহায্য পাঠাইবেন।

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

আমন ধান্য হওয়ায় আমাদের ডায়মণ্ড হারবার ও নোয়াখালির কার্য্য ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত হইয়া বন্ধ হইয়াছে। নোয়াখালিতে যাঁহারা কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারা সম্প্রতি শ্রীহট্ট জেলার অনেকগুলি গ্রামের অতি শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কামারখাল নামক স্থানে একটী কেন্দ্র খুলিয়াছেন। উক্ত জেলার অনেক স্থানে আমন ধান্য হয় নাই। সাহায্যদাতৃগণের নাম ও দান স্থানাভাবে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। যাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনের এই দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ (কলিকাতা) ঠিকানায় তাঁহাদের সাহায্য পাঠাইবেন।

নাই।' তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, 'বন্ধুগণ, আপনাদের পিতাপিতামহগণও যাঁহাকে দেখেন নাই, এমন পুরুষ সম্বন্ধে আপনারা কিরূপে বিচার দ্বারা পরস্পরকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন?' সমগ্র জগৎ ইহাই করিতেছে। বেদান্তের ভাষায় আমাদিগকেও বলিতে হইবে,—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

'বাগাড়ম্বর দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, প্রবল মেধা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এমন কি, বেদপাঠের দ্বারাও নয়!'

জগতের সমগ্র জাতিকে বেদের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে, তোমাদের বিবাদ বিসম্বাদ বৃথা, তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করিতে চাও, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে বৃথাই তোমার প্রচার; তুমি কি বলিতেছ, তাহাই তুমি জান না আর যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাক, তুমি আর বিবাদ করিবে না, তোমার মুখ অন্য শ্রী ধারণ করিবে। উপনিষদের এক প্রাচীন ঋষি তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। যখন সে ফিরিল, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিখিলে? পুত্র উত্তর দিল, সে নানা বিদ্যা শিখিয়াছে। পিতা বলিলেন, তোমার কিছুই হয় নাই, যাও, আবার গুরুগৃহে যাও। পুত্র আবার গুরুগৃহে গেল; ফিরিয়া আসিলে পিতা আবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র পুনরায় সেই সকল বিদ্যার কথাই বলিল। তাহাকে আর একবার গুরুগৃহে যাইতে হইল। এবার যখন সে ফিরিল, তখন তাহার মুখের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। তখন পিতা বলিলেন, 'বৎস, অদ্য তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি।' যখন তুমি ঈশ্বরকে জানিবে, তখন তোমার মুখশ্রী, স্বর, তোমার সমগ্র আকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইবে। তুমি তখন মানবজাতির পক্ষে এক মহাকল্যাণ স্বরূপ হইবে। ঋষি হইলে তাঁহার শক্তি কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। অবশিষ্ট যাহা কিছু এই সকল বচন, যুক্তি বিচার, দর্শন, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, এমন কি, বেদ পর্য্যন্ত এই ঋষিত্ব লাভের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র, ওগুলি গৌণমাত্র। ঋষিত্ব লাভই মুখ্য। বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি সব গৌণ; তাহাই চরম জ্ঞান, যাহা দ্বারা আমরা সেই অপরিণামী

প্রত্যেক হিন্দুকেই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে—উপনিষদে পিতাপুত্র সংবাদ।

বস্তুর সাক্ষাৎকার করিতে পারি। যাঁহারা সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদিক ঋষি। ঋষি অর্থে আমরা এক শ্রেণীর বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি। যথার্থ হিন্দুপদবাচ্য হইতে গেলে আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের জীবনের কোন না কোন অবস্থায় এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে আর ঋষিত্ব লাভই হিন্দুর মুক্তি। কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাস, সহস্র সহস্র-মন্দির দর্শন বা জগতের যত নদী আছে সব গুলিতে স্নান করিলে হিন্দুর মতে মুক্তি হইবে না। ঋষি হইলে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেই তবে মুক্তিলাভ হইবে।

পরবর্ত্তী সময়ের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এ সময়ে সমগ্র জগৎ আলোড়নকারী মহাপুরুষগণ, শ্রেষ্ঠ অবতারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অবতারগণের সংখ্যা অনেক। ভাগবতের মতে অবতার অসংখ্য, তন্মধ্যে রাম ও কৃষ্ণই ভারতে বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ, সত্যপরায়ণতা ও সমগ্র নীতিতত্ত্বের সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ, আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা সর্ব্বোপরি, আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র চিত্রিত করিয়া আমাদের সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাকবি যে ভাষায় রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তদপেক্ষা শুদ্ধতর, মধুরতর, অথচ সরলতর ভাষা আর হইতে পারে না। আর সীতার কথা কি বলিব? তোমরা জগতের প্রাচীন সাহিত্য সমগ্র অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পার, আর আমি তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের ভাবী সাহিত্য সমূহও নিঃশেষ করিয়া আর একটী সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র ঐ একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে। আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়ত অনেকগুলি হইয়াছেন, কিন্তু সীতা আর হয় নাই। ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; রমণী চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা, স্বয়ং শুদ্ধতা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই

ভগবান্ রামচন্দ্র।

আদর্শ হিন্দুনারী সীতাদেবী।

নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের, এমন কি, দেবলোকের পর্য্যন্ত আদর্শভূতা মহনীয়চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্ত্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক করে না। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি, আমাদের বেদ পর্য্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে অতিশয় গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন; প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা; আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা হইতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতির বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

তার পর তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন—যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি, ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন,

গীতার সাকার মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

'এতে চাংশঃ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

অন্যান্য অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

আর যখন আমরা তাঁহার বিবিধভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন তাঁহার প্রতি যে এরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তিনি একাধারে অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে অত্যদ্ভুত রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না, কারণ, তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ

কিছু দিতেছি, প্রভু তুমি আমায় কিছু দাও। আর ভগবান্ বলিতেছেন, যদি তুমি এরূপ না কর, তাহা হইলে তুমি মরিলে তোমায় দেখিয়া লইব। চিরকাল আমি তোমায় দগ্ধে মারিব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বরধারণা এইরূপ। যত দিন মাথায় এই সব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥

'একবার মাত্র যদি সেই অধরের মধুর চুম্বন লাভ করা যায়, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন আমাদের অন্যান্য সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়, কেবল তুমিই তখন একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।'

প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম যশ, এই ক্ষুদ্র সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই, কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিষ যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চনযশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপীপ্রেম শিক্ষা! এমন কি, দর্শন শাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বররসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান; এখানে গুরু শিষ্য শাস্ত্র উপদেশ ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্ব্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্য্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভাব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা!

গীতোক্ত উপদেশেরও উপরে গোপীপ্রেমের স্থান—কেবল ত্যাগীর উহাতে অধিকার।

কৃষ্ণ জীবনের অবান্তর কথা লইয়া সময় বৃথা ব্যয় করিও না; তদীয় জীবনের মুখ্য অংশ যাহা, তাহাই অবলম্বন কর। কৃষ্ণের জীবন চরিতে হয়ত অনেক ঐতিহাসিক গলদ বাহির হইতে পারে, অনেক বিষয় হয়ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সবই সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে সমাজে যে এক অপূর্ব্ব নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইল, তাহার অবশ্যই কোনরূপ ভিত্তি ছিল। অন্য যে কোনও মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলি ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র; আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার নিজ দেশে, এমন কি, সেই সময়ে যে সকল শিক্ষা প্রচলিত ছিল, শুদ্ধ তাহাই মাত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি সেই মহাপুরুষ আদৌ ছিলেন কিনা সেই সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া কথিত এই নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব জগতে এক অভিনব মৌলিক আবিক্রিয়া নহে, ইহা প্রমাণ করুন দেখি। যদি না পারেন তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই তত্ত্বগুলি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ তত্ত্বগুলি অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, কৃষ্ণের আবির্ভাব কালে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ঐ তত্ত্ব প্রচারিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। ভগবান্ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাঁহার শিষ্য বেদব্যাস উক্ত তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। মানব ভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর কোনও উচ্চ আদর্শ পাই না। যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই উন্মত্ততা প্রবিষ্ট হইবে, যখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোমরা প্রেম কি বস্তু জানিতে পারিবে। যখন সমগ্র জগৎ তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোনও কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি, যখন তোমাদের সত্যানুসন্ধান স্পৃহা পর্য্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম পাইবে, তখন সব পাইলে।

কৃষ্ণোপদেশের অভিনবত্ব ও কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব।

এইবার আমরা একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতে এখন অনেকের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যায়; সেটা যেন ঘোড়াতে গাড়ী যোতার মত। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা,—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি এক রকম! সাহেবরাও ইহা বড় পছন্দ করেন না। অমুক পণ্ডিত এই গোপীপ্রেমটাকে বড় সুবিধা মনে করেন না। তবে আর কি, গোপীদের যমুনার জলে ভাসিয়ে দাও। মহাভারতে দু এক স্থল ছাড়া গোপীদের প্রসঙ্গই নাই। কেবল দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালবধে শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র।

গীতাপ্রচারক কৃষ্ণ।

গীতাই শ্রুতির একমাত্র প্রামাণিক ভাষ্য; অন্যান্য শ্রুতি-ভাষ্যে ও গীতায় প্রভেদ—গীতায় সর্ব্বমতসমন্বয়।

আমরা এখন সেই আদর্শপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব। এখানেও আমরা দেখিতে পাই, গীতার ন্যায় বেদের ভাষ্য আর কখন হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য্য বুঝা বড় কঠিন; কারণ, নানা ভাষ্যকার সকলেই নিজ নিজ মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান্ নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা- প্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, সমগ্র জগতে ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, শাস্ত্রের পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ, এমন কি, গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পর্য্যন্ত ভগবদুক্ত তাৎপর্য্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কি দেখিতে পাওয়া যায় এবং আধুনিক ভাষ্যকারগণের ভিতরই বা কি দেখিতে পাওয়া যায়? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার কোন উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার ভিতর অনেক দ্বৈতভাবাত্মক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনরূপে সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজের মনোমত অর্থ তাহা হইতে বাহির করিলেন। আবার দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলি লইয়া তাহা হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দ্বৈত অর্থ করিলেন। কিন্তু গীতায় শ্রুতির তাৎপর্য্য এরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান্ বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য, জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরম লক্ষ্য অনন্ত পূর্ণস্বরূপে উপনীত হন।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তিস্বীকার।

পূর্ব্বে স্বীকৃত	৩৫০৩৸৵১০
রায় ভগবান দাস বগলা বাহাদুরের মাড়োয়ারি হাসপাতালের ডাক্তার পি, এম, মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মাড়োয়ারি বণিক্ গণের নিকট হইতে সংগৃহীত (২য় দফা)	৪০০৲
শ্রীশশিভূষণ সরকার, উকিল, ডায়মণ্ড হারবার	৭৷৷০
আত্মোৎকর্ষ বিধায়িনী সভা, মনসাতলা, খিদিরপুর	৫৲
(মাঃ শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ)	
দত্তপাড়া মাইনর স্কুলের ছাত্রবৃন্দ	
মাঃ শ্রীমতী কৈলাসকামিনী রায়	
দত্তপাড়া, নোয়াখালি	২৲
শ্রীরাজনাথ দে	২৲
রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতি, শালকিয়া (২য় দফা)	৮৲
মাঃ স্বামী বিমলানন্দ	১৷৷৵০
জনৈকবন্ধু, মালদহ (২য় দফা)	২৲
শুঃ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাব ডেপুটি, নোয়াখালি	
(১ম দফা)	১০৲
(২য় দফা)	১০৲
জি, সুন্দরশন আয়ার টিচার্স কলেজ, সৈদাপেট, মান্দ্রাজ	
(১ম দফা)	৯৷৷৵০
(২য় দফা)	১৷৷৵০
	৩৯৭১৷৵১০

প্রভাবতীর পত্র।

ছোট মেয়ে টুকটুকে প্রভাবতী। যেমন মুখ, তেমনি চোক, তেমনি কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, তেমনি হাস্যময়ী। বোধ হয় বিধাতা যেন তুলি দিয়া স্বহস্তে চিত্র করিয়া সেই সুকোমল দেহে সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভাবতী বড় আদুরে বাপমার একমাত্র মেয়ে। পিতার অবস্থাও ভাল, যা বায়না হয়, তাই শুনিতে হয়। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা প্রভা, ইহার উপর লিখিতে পড়িতে জানে। প্রভার পিতা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন। মোটে চারিদিন বেশ ছাড়া। ইহার মধ্যে প্রভা তাঁহাকে আট খানি চিঠি লিখিয়াছে। বাড়ীতে দুর্গোৎসব। সকলেরই মুখে আনন্দ, প্রাণে উৎসাহ। প্রভা বিমর্ষমুখী বিমলিনা। কেন তাহা, তাহার শেষ পত্র খানিতে প্রমাণ। সে পত্র আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রভা লিখিয়াছে—"বাবা কল্‌কেতায় তোমার এত কি কাজ? শুনিতে পাই, তোমার কলিকাতার বাসার কাছেই "কেশরঞ্জন" বিক্রী হয়। একটু কষ্ট করিয়া তোমার এ ছোট মেয়েটীর জন্য গোটাকতক কিনিয়া পাঠাইতে পার না? আমার জন্য চারি শিশি, প্রমীলা দিদির জন্য এক শিশি, মইএর জন্য দুই শিশি, আর চক্রবর্ত্তীদের সেই বাপমা-মরা মেয়ে উষার জন্য এক শিশি কেশরঞ্জন ডাকে পাঠাইবে। পূজা আসিয়া পড়ল। যদি কাল কি পরশু না পাই তবে খাওয়া বন্ধ করিব।" বলা বাহুল্য আদরিণী প্রভার পিতা, এই পত্র পাইয়া তাহার প্রয়োজনীয় আবদারটী তখনি পূর্ণ করিয়াছিলেন। যদি কোন ভদ্রলোক প্রভার পিতার অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও আমাদের কার্য্যালয়ে আসুন। হাজার হাজার কেশরঞ্জন প্রস্তুত।

একশিশির মূল্য ... ১, এক টাকা। মাশুলাদি ... ।/০ আনা।
তিনশিশির মূল্য ... ২৷৷০ আড়াই টাকা। মাশুলাদি ... ।৶০ আনা।

হিষ্টিরিয়ায় বিপদ।

আমাদের কুমুদাসব মূর্চ্ছারোগে অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ায় মহোপকারী। সেই সঙ্গে আমাদের মুচ্ছান্তক তৈল ব্যবহারে অধিকতর উপকার হইয়া থাকে। অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন উভয় ঔষধ ব্যবহারে কেবল যে হিষ্টিরিয়ারই উপকার হয়, তাহা নহে;—মৃগী, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, মাথার মধ্যে জ্বালা করা, মন হুহু করা, প্রভৃতি উপসর্গও একবারে বিদূরিত হয়। আপনার গৃহে হিষ্টিরিয়া রোগী থাকিলে এই মহোপকারী ঔষধ দুইটিও সর্ব্বদা গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন।

কুমুদাসব ১ এক শিশির মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।
মুচ্ছান্তক তৈল (৶০ আধপোয়ার) মূল্য ২, দুই টাকা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কাজ চাই—খালি প্রতিজ্ঞায় হইবে না।

আপনি পবিত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাহা কিছু স্বদেশী এদেশে পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করিবেন—সাধ্যমতে বিদেশী বর্জ্জন করিবেন। আপনার প্রতিজ্ঞা অতি মহৎ; ব্রত—অতি উচ্চ। কিন্তু কই—এখনও ত আপনি সেই মত কাজ করিতেছেন না? এখনও বিলাতী ও বৈদেশিক "দন্তমঞ্জন" ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতেছে না কি? স্বদেশে উৎপন্ন—স্বদেশী উপাদানে প্রস্তুত—সুন্দর "দাঁতের মাজন"—আমাদের চিরবিখ্যাত দন্তধাবন-চূর্ণ থাকিতে, কেন আপনি বিলাতী কার্ব্বলিক-টুথ্-পাউডার ব্যবহার করেন? মনে হয় ত ভাবিয়াছেন, সেগুলি মূল্যে সুলভ। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমাদের এক কৌটায় যে দন্ত-মাজন থাকে, বাজারে অন্য দন্ত-মাজনে তাহার এক-চতুর্থাংশও থাকে না। আমাদের দন্তধাবন-চূর্ণ কেবল যে মূল্যে সুলভ—তাহা নহে, গুণেও অদ্বিতীয়। অনেক সাহেব আমাদের এই "দন্তধাবন-চূর্ণ" ব্যবহার করিয়া অযাচিত প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। এই মাজন নিত্য ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ লোপ, দন্তপংক্তির দৃঢ়তা, মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল দন্তজ্যোতি, এবং দন্তমূল ও দন্তমাড়ী সম্বন্ধীয় সমস্ত রোগ বিদূরিত হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ॥০ আনা; মাশুলাদি ১০ তিন আনা।

আশা ত্যাগ করিতে নাই।

অর্শ হইয়াছে, ভয়ানক রক্তস্রাব হইতেছে, মলদ্বারে ভয়ানক যাতনা—টনটনানি, মলত্যাগান্তে যাতনার বৃদ্ধি, রাত্রে অনিদ্রা—দিবসে অস্বস্তি প্রভৃতি দুর্লক্ষণ দেখা দিয়াছে বলিয়াই যে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এরূপ নহে। এরূপস্থলে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, অর্শের প্রকৃত নিরাময়কর ঔষধ কোথাও আছে কি না। অনেকের মনের ধারণা—অর্শোরোগ একবার হইলে তাহা আর আরাম হয় না। ইহা মহাভ্রম। অর্শের প্রথম অবস্থা হইতে যদি প্রতিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অতি সহজে রোগ আরাম হইয়া যায়। আমাদের "অর্শোহর বটিকা" সর্ব্ববিধ উদ্ভূত ও পুরাতন অর্শোরোগে অব্যর্থফলপ্রদ মহৌষধ। আমাদের পথ্যাপথ্য পুস্তকের ব্যবস্থার সহিত এই মহৌষধ সেবন করিলে অন্তঃ ও বহির্ব্বলি-স্রাব সর্ব্ববিধ কষ্ট, সূচিত বেদনা, জ্বালা, টনটনানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, ও রক্তপূয়াদিস্রাব নিবারিত হয়, কখনও কোনরূপ অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

মূল্য:—প্রতি কৌটা ৪০টী বটিকাসহ ... ১৷০ টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং ... ।০ চারি আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী, ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আগমাচার্য্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দের সমগ্র

বৃহৎ তন্ত্রসার।

বহু যন্ত্রের চিত্র, তন্ত্রতত্ত্ব, তন্ত্ররহস্য, তন্ত্রের সার মর্ম্মসহ, সুবিস্তার অনুবাদ সহ এই বৃহৎ তন্ত্রসার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কলির সাধকের যাবতীয় অনুষ্ঠান দেবাদিদেব মহাদেব কথিত উপদেশাবলী জানিতে যদ্যপি বাসনা হয়, পঞ্চমকার কুৎসিত ক্রিয়া নহে, এ তত্ত্ব জানিবার যদি ইচ্ছা হয়, কি সন্ন্যাসী কি গৃহী, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি নিরাকারবাদী, কি বৈদান্তিক সকলেরই তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র অসংখ্য, এজন্য মহাপুরুষ শ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ সমগ্র তন্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া, যাবতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের যার সংগ্রহ করিয়া, এই বৃহৎ তন্ত্রসার সংগৃহীত করিয়া সাধারণের ধর্ম্মপন্থা, মোক্ষের উপায়, জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন; সর্ব্ব দেবদেবীর প্রকৃত রহস্য, সূক্ষ্মভাবে কেবল তন্ত্রসারে পাইবেন, অনুষ্ঠান, মন্ত্র, পূজা, জপ, পুরশ্চরণ, ক্রিয়া, স্তব, কবচ সাধন—সিদ্ধি, দর্শন, সকলই তন্ত্রসারে, এমন বৈজ্ঞানিক বৈদান্তিক সত্য—প্রত্যক্ষ মানবধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ হিন্দুর আর নাই। যাঁহারা প্রবর্ত্তক প্রথমেই এই গ্রন্থ পাঠ করেন। মূল্য ৬৲ স্থলে ১৷৷০ টাকা ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

বসুমতী পুস্তক বিভাগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।

স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারক।

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা—

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা মাত্র। একত্রে ৪৲ টাকার ঔষধ লইলে প্রখ্যাত চিত্রকর রবিবর্ম্মার ভূমিকা নিঃসৃত বিবিধবর্ণবৈচিত্র্যশালিনী ২৫" × ৩৬" আকারের

মোহিনী

নামক চিত্র উপহার দেওয়া যায়। যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনার নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে আমাদের ক্যাটালগ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে প্রেরণ করা যায়। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিবেন।

কবিরাজ শ্রীমধিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

১৬৮-৬৮ হেরিসনরোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

শুভসংবাদ "বঙ্গমাতা" শুভসংবাদ

সাপ্তাহিক হইল।

আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, পাক্ষিক আকারে "বঙ্গমাতা" বাহির হইতে না হইতেই একেবারে সাপ্তাহিক আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া জনসমাজে সগৌরবে সাদরে প্রচারিত হইবে। সহস্র সহস্র গ্রাহক অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপন দাতার অনুরোধ এবং নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা হইতেই বঙ্গমাতাকে সাপ্তাহিক আকারে বাহির করিলাম। সহর মফঃস্বলের যে সমস্ত গ্রাহক এই জন্য আমাদিগকে অনুরোধ পত্র লিখিতেছিলেন,—যে সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতা এজন্য আমাদিগকে নিয়ত উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন, এবার তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এবার তাঁহারা সোৎসাহে বঙ্গমাতার সেবায় ব্রতী হউন!

বঙ্গমাতায় নির্ভীক ভাবে কেবল স্বদেশের কথা আলোচিত হওয়ায় ভারতে প্রবল তরঙ্গ বহিয়াছে। স্কুল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ যাহাতে অবাধে স্বচ্ছন্দে সংবাদপত্র পাঠ করিতে পারেন, সেই জন্য বঙ্গমাতার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্য বার্ষিক ১৷৷০ টাকা মাত্র ধার্য্য হইয়াছে। বিলাতের ন্যায় ঘরে ঘরে সংবাদপত্র প্রচারের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্বদেশহিতৈষী করিবার জন্য—স্বদেশের উন্নতির জন্য—বঙ্গমাতার সৃষ্টি হইয়াছে এ কথা বোধ হয় আর কাহাকেও অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। আমরা আশা করি ভারতবাসী মাত্রেই—স্বদেশ হিতৈষী মাত্রেই বঙ্গমাতার সম্বর্দ্ধনা করিবেন। গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে বিনামূল্যে এক সংখ্যা নমুনা পাঠান যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ত্রিলাল চাঁদ দত্ত।

"বঙ্গমাতা" কার্য্যালয়।

১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলিয়াটোলা কলিকাতা।

জল সরবরাহের কারখানা।

(সচিত্র।)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট

এঞ্জিনীয়ার শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এল, সি, ই)

কর্ত্তৃক বিরচিত।

মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ব্রহ্মবাদিন্ ক্লব, ষ্টেশন রোড,

এলাহাবাদ।

বিনামূল্যে মাসিক পত্র বিতরণ।

কোহিনুর

অত্যুৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন।

হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি—জাতীয় উন্নতি এবং জাতীয় সাহিত্যের কল্যাণ কামনায় প্রচারিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র। ছাত্রশিক্ষক, মহিলা ও সভা-সমিতির জন্য ১৲ এক টাকা। গ্রাহক হইবার অভিপ্রায় জানাইয়া ডাক মাশুল /১৭ দেড় আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে যে কোন ছয় সংখ্যা "কোহিনুর" নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হইবে। ১৩১৩ সালের বৈশাখ হইতে ৭ম বর্ষ চলিতেছে।

ম্যানেজার "কোহিনুর"। "কোহিনুর-সাহিত্য-সমিতি।" পাংশা, রেঙ্গুন।

উদ্বোধন আফিসে প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলি।

পদ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ	/০
প্রোফেসার ম্যাক্সমুলার লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীর বঙ্গানুবাদ	৵০
স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত সংক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণ জীবনীর বঙ্গানুবাদ	/০
Sages of India by Swami Vivekananda	/০
Six Lectures by Swami Vivekananda ...	।০
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কৃত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ...	/০
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসার	১০
সেবক রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলি	১৵০
সাধকসহচর	॥০
হিন্দুধর্ম্ম কি? স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত ...	৫

পুরাতন বর্ষের বাঁধান উদ্বোধন ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২৷০

ঠিকানা—উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

LIFE & TEACHINGS OF SWAMI VIVEKANANDA.

মূল্য ।/০ আনা।

ঠিকানা—ম্যানেজার, আশুতোষ লাইব্রেরি পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

যোগিসখা।

সুলভ মাসিক পত্র।

বঙ্গদেশীয় যোগীজাতির মুখপত্র।

১৩১১ সাল হইতে প্রচারিত।

বঙ্গদেশীয় যোগীজাতির দুর্দ্দশা নিরাকরণের জন্য এবং বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি কল্পে বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত। যোগিসখার উদ্বৃত্ত অর্থ যোগীজাতির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত একটাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দেড় আনা।

২৭নং বাদুড়বাগান লেন, কলিকাতা। যোগিসখা কার্য্যালয়। } শ্রী অরবিন্দ বন্ধু নাথ, কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিনামূল্যে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানাযুক্ত রবার ষ্ট্যাম্প উপহার সহ ঘড়ি।

১। রস্‌কফ লিভার ওয়াচ, গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর। ভি পি ডাঃ মাঃ সহ ৬৲। উপহার ১টি বাক্স, ১ছড়া চেন, ১খানি ছুরি, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানাযুক্ত রবার ষ্ট্যাম্প। ২। রেলওয়ে রেগুলেটার ওয়াচ, ডাঃ মাঃ সহ ৫৲। ৩। টাইমপিস (ক) বিটাইম পিস ৩৷৷০ ডাঃ ।৵০ (খ) প্লেন টাইমপিস ডাঃ সহ ৩৲ (গ) চোক নাড়া টাইমপিস ডাঃ সহ ৩৲ (ঘ) এলার্ম্মিং টাইমপিস ডাঃসহ ৫৲ (ঙ) বাজা টাইমপিস ডাঃসহ ৪৷৷০।

প্রাপ্তিস্থান—বন্দে মাতরম্ ওয়াচ এজেন্সি, এস, সি, মিত্র। ৪০নং নয়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, বিডনস্কোয়ার পোঃ কলিকাতা।

বৌদ্ধপত্রিকা (২য় বর্ষ)

মাসিকপত্র। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ইহার নিয়মিত লেখক। বৌদ্ধধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব ও প্রাচীন আর্য্য রীতিনীতি প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ১৷৷০।

সম্পাদক—"বৌদ্ধপত্রিকা" বান্দেল, চট্টগ্রাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির ফটো।

ঠিকানা—V. c/o এডিটার, প্রবুদ্ধ ভারত, মায়াবতী. লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া)

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ, বসা, ক্যাবিনেট, সিলভার ।৵০, ব্রোমাইড ৸৵০ (২) ঐ কার্ড ।০ ব্রোমাইড ।৵০ (৩) ঐ ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ১৫″ × ১২″ ইঞ্চি, ৫৲ টাকা (৪) দাঁড়ান ॥০, ব্রোমাইড ৸৵০ (৫) সমাধিমগ্ন, দাঁড়ান, পশ্চাতে হৃদয়, সম্মুখে কেশবাদি ব্রাহ্মভক্ত, কার্ড ।৵০, ব্রোমাইড ॥০ (৬) পঞ্চবটী ব্রোমাইড ৸৵০ (৭) ঐ ১৫″ × ১২″ ইঞ্চি ৫৲ টাকা (৮) মঠের ঠাকুর ঘর ।০, ব্রোমাইড ৷৵০ (৯) স্বামী বিবেকানন্দ, চিকাগো (Bust) পাগড়ীবাঁধা, ক্যাবিনেট ॥০ ব্রোমাইড ৸৵০ (১০) পাগড়ী আলখাল্লা পরা, বসা, ধ্যাননিমগ্ন ক্যাবিনেট ॥০ ব্রোমাইড ৸৵০ (১১) বসা, মুণ্ডিত মস্তক ক্যাবিনেট ॥০ ব্রোমাইড ৸৵০ (১২) স্বামীজি, তাঁহার কতিপয় সন্ন্যাসীভ্রাতা ও পাশ্চাত্য শিষ্যাদির গ্রুপ ক্যাবিনেট ॥০, ব্রোমাইড ৸৵০ (১৩) স্বামীজির বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট ২৭টী ফটো, ৩টী ক্যাবিনেটে সম্পূর্ণ (ক) ভারতীয় (খ) বিলাতী (গ) এমেরিকান, প্রত্যেকটী ॥০ ব্রোমাইড ৸৵০ (১৪) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ, ত্রিগুণাতীত প্রভৃতি ১০জন সন্ন্যাসী-শিষ্যের গ্রুপ ৮॥″ × ৬।০″ ইঞ্চি সিলভার ৸৵০, ব্রোমাইড ১।০ (১৫) শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট লকেট ফটো, সিলভার /০ ব্রোমাইড /১০ (১৬) শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির ফ্রেম যুক্ত লকেট ফটোর (Brooch) ৸০ (১৭) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সিলভার ॥০, ব্রোমাইড ৸৵০ (১৮) স্বামী সারদানন্দ, সিলভার ॥০, ব্রোমাইড ৸৵০ আনা।

পোষ্টেজাদি স্বতন্ত্র। অর্ডার দিবার সময় নম্বরাদি জানাইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের

নূতন পুস্তক।

বর্ত্তমান ভারত—সুন্দর কাগজে উত্তম ছাপাই, হাফটোন ছবি ও স্বাক্ষর সহ ।০
পরিব্রাজক—বড় অক্ষরে সুন্দর ছাপাই ৸০, উদ্বোধন গ্রাহকগণের পক্ষে ॥০
বীরবাণী—সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী কবিতাগুলির সংগ্রহ (২য় সংস্করণ) ৵০
ইংরাজী চিকাগো বক্তৃতা (নূতন সংস্করণ) ।০
শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ (কাপড়ে বাঁধাই। নূতন সংস্করণ) ।০

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—১ম ও ২য় ভাগ; প্রত্যেক ১৲, বাঁধান ১৷৵০।
ঠিকানাঃ—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র গুপ্ত, ১৩।২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।